

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরামৌ অমৃতঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(শ্রীশ্রীমহলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-
'গীতাভূষণ'-ভাষ্য-সম্মেতা)



মিত্রালীলাসবিষ্ট ও বিষ্ণুশাস্ত্র

শ্রীশ্রীমহাভক্তিভীষণ-মিত্রালী-গোবিন্দ-মহারাডেন

সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাসৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বেদান্তাচার্য-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার-

শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-

‘গীতাভূষণ’-ভাষ্য-সমষ্টি-তদ-বঙ্গানুবাদ-সমেতা,

* * *

পরাংপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ঔবিষ্ণুগাদ-শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-প্রণীত-

‘বিদ্বদ্ভজন’-নাম-বিশদ-ভাষাভাষ্য-সহিতা চ ।



ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক-আচার্য্যবর্য্য-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ঔ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুগাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঔ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

সম্পাদিতা

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ

প্রকাশিতা ।

মূল শ্লোক, অম্বয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, শ্লোকানুবাদ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষা-ভাষ্য, শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ
প্রভুর 'গীতাভূষণ' নামক ভাষ্য ও উক্ত ভাষ্যানুবাদ
এবং তদানুগত্যে সম্পাদক কর্তৃক
'অনুভূষণ' - নাম্নী টীকার
সহিত প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি
গৌরাদ ৫১২, বাংলা ১৪০৫, ইংরাজী ১৯৯৯ সাল

পঞ্চম সংস্করণ
শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি
গৌরাদ-৫২১, বঙ্গাব্দ-১৪১৪, খৃষ্টাব্দ-২০০৭

প্রকাশক
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের
বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ

মুদ্রাকর
শ্রীরবি ঘোষ
দি ইন্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯৩-এ, লেনিন সরণি, কলিকাতা - ১৩

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন
২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা - ২৯

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন
সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন
রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

১ম সটক (নিকাম-কর্মযোগ)

(১ম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়)

ভূমিকা

ওঁ অজ্ঞানতিমিরাক্ষয় জ্ঞানাজ্ঞানশলোকয়া
চক্ষুঃকর্ম্মানি৩ং খেন তস্মৈ শ্রীশ্রুরবে নমঃ ॥
বাস্তবকল্পতরুভ্যস্ত রূপাধিক্ষুভ্য এব চ ।
পাতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণে চ তন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥
গুরু-বৈষ্ণব-ওগবান্ তিনের ক্ষরণ ।
তিনের ক্ষরণে হয় বিশ্ব-বিনাশন ॥

কুরুক্ষেত্রের সমরাস্রমে যখন কোঁরব ও পাণ্ডব-পক্ষীয় যোদ্ধাগণ যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছেন, তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত জানিবার জন্য একটি প্রবল বাসনা জন্মে । মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু প্রদানের

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও, মহারাজ স্বচক্ষে জ্ঞাতিকুটুম্বগণের নিধনমূলক ব্যাপার দর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করতঃ কেবল তথাকার বৃত্তান্ত শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন ধর্মপ্রাণ, অহুগত, রাজামাত্য সঞ্জয় শ্রীব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দর্শনপূর্বক তত্রত্য ঘটনাবলী এবং শ্রীকৃষ্ণার্জুনের কথোপকথন যথাযথভাবে হস্তিনাপুরে অবস্থান করিয়াই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ-পরিপূর্ণ **শ্রীমদ্ভগবদগীতা** শাস্ত্র। মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্বে পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে অষ্টাদশটি অধ্যায় রহিয়াছে। উহা তিন ষট্কে বিভাগ করিলে প্রথম ষট্ক অর্থাৎ ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত ‘**নিষ্কাম-কর্মযোগ**’। দ্বিতীয় ষট্ক অর্থাৎ ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত ‘**ভক্তিযোগ**’ এবং তৃতীয় ষট্ক অর্থাৎ ১৩শ অধ্যায় হইতে ১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত ‘**ভক্তিমূলক জ্ঞানযোগ**’ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভে যে সকল অমূল্য উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান-সহকারে আলোচনা করা কর্তব্য। তিনি শ্রীগীতা-শাস্ত্রকে তিন ষট্কে বিভক্ত করিয়া তাহার তাৎপর্য্য যেভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা মূল-ভাষ্যে এবং ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

আমরাও শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগীতা-গ্রন্থখানিকে তিন ষট্কে বিভক্ত করিয়া তিন খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। তন্মধ্যে প্রথম ষট্ক ‘**নিষ্কাম-কর্মযোগ**’ খণ্ডটি প্রকাশিত হইতেছেন। অবশিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পরে প্রকাশিত হইবেন। সর্বশেষে গ্রন্থের ভূমিকা, শ্লোক-সূচী প্রভৃতি যোজিত হইবে, এক্ষণে সজ্জিগত-আকারে ‘**নিষ্কাম-কর্মযোগ**’-বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভূমিকা এই খণ্ডে প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীগীতা-গ্রন্থ ভগবদবতার মহর্ষি **শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস**-প্রণীত। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে তিনি শ্রীমহাভারতকে শতসাহস্রী-সংহিতা ও তদন্তর্গত গীতাকে ‘**শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্র**’ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীমৎ বেদব্যাস বিভিন্ন শাস্ত্র প্রণয়ণের পর তৎপ্রণীত বেদান্তসূত্রের

অকৃত্রিম ভাষাস্বরূপ সৰ্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। গরুড়পুরাণে তিনি লিখিয়াছেন যে,—“অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রোণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীরূপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃহিতঃ ॥” সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত যেমন, বেদান্তের অর্থ-প্রকাশক অকৃত্রিম ভাষা, বেদার্থ-দ্বারা সম্বন্ধিত ও গায়ত্রীর ভাষাস্বরূপ; সেইরূপ শ্রীমহাভারতের অর্থও বিশেষরূপে নির্ণায়ক-গ্রন্থ। সুতরাং “গীতা-র্থোহপি বিনির্ণয়ঃ” অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত গীতার অর্থও বিশেষরূপে নির্ণায়ক। সেইজন্য জগদগুরু শ্রীমৎ বেদব্যাস আমাদেরকে গীতার্থ বুঝিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাপন্ন হইবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত বৈষ্ণবগণের আনুগত্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

“যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে,
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর ‘সঙ্গ’।
তবে ত জানিবা সিদ্ধাস্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥”

সুতরাং শুধু গীতা-শাস্ত্র নহে, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ যাবতীয় শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অনুভবের জন্য নিজের অহমিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করা সর্ব্বাণ্ডে কর্তব্য। যাহারা নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধির অহঙ্কারে ক্ষীণ হইয়া অথবা অহুস্বার-বিসর্গের গরিমা লইয়া শাস্ত্র হইতে ভগবজ্জ্ঞান-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই যে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে-বিষয়ে তাঁহাদের রচিত ভাষাদিই জাজ্ঞল্যমান প্রমাণ। যাহারা শুদ্ধভক্তের রচিত-ভাষাদি পাঠের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তের শ্রীচরণাশ্রয়ে শাস্ত্রের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই এ সকল কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

“শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি’ মরে ॥”

আরও

“মূর্খ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অগ্র পথে যায় ॥”

অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাজনানুগত্য না পাইয়া কর্মকাণ্ড ও কর্ম-যোগের পার্থক্য বুঝিতে অক্ষম হয়। সে কারণ গীতায় বর্ণিত নিকাম-কর্মযোগ যে কর্মকাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা অবগত হইবার জন্য ‘কর্মকাণ্ড’ ও ‘কর্মযোগ’-বিষয়ে কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকেই গীতোক্ত নিকাম-কর্মযোগকে কর্মকাণ্ড বলিয়া ভ্রমকরতঃ কর্মজালে পতিত হয়।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু প্রথমেই জানাইয়াছেন, গীতার প্রথম ষট্কে জীব ঈশ্বরের অংশ এবং ঈশ্বর জীবের অংশী, যাহাতে জীব ভগবানের ভজনের উপযোগী স্বরূপ লাভ করে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ভক্তির অন্তর্গত জ্ঞানলাভের উপায় ‘নিকাম-কর্মযোগ’।

উপরোক্ত নিকাম-কর্মযোগ-বিষয়টি অনুধাবন করিবার পূর্বে ‘কর্মকাণ্ড’ কাহাকে বলে? তাহার কিছু আলোচনা করিব।

ভোক্তৃত্বের অভিমান-সহকারে জীব যখন কর্মের ফল নিজে ভোগ করিবার জন্য চেষ্টা করে, তখনই তাহা কর্মকাণ্ডে পরিণত হয় এবং জীবকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ ফলভোগমূলক কর্ম পাপ বা পুণ্যাত্মক, যাহাই হউক না কেন, তাহাই বন্ধনের কারণ।

কর্ম-বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলেও কোন্টি কর্ম? কোন্টি অকর্ম এবং কোন্টি বিকর্ম? তাহা ভাল করিয়া জানা দরকার। এ-বিষয়ে গীতার ‘কর্মণো হ্যপি বোধব্যং’ ৪।১৭ শ্লোক আলোচ্য। এই কর্মও বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে কেবল গতানুগতিক গ্রাম্য অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়টি না বুঝিয়া কেবল অপরের দেখাদেখি করা উচিত নহে। (সারার্থবর্ষিণী—গীঃ ৪।১৫)

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদে আবির্হোত্রের বাক্যে পাই,—

“কর্মা কর্ম বিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।”

এখানে স্পষ্টই জানা যায়, এই তিনটির স্বরূপ একমাত্র বেদশাস্ত্রগম্য পরন্তু লোকমুখে জ্ঞাতব্য নহে।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

‘কর্মখলু শাস্ত্রবিহিতাচরণম্’ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত আচরণই ‘কর্ম’, ‘অকর্ম শাস্ত্রবিহিতানাচরণম্’ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত আচরণ না করাই ‘অকর্ম’, আর

‘বিকৰ্ম তু শাস্ত্রনিষিদ্ধাচরণম্’ অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণই কিন্তু ‘বিকৰ্ম’। ইহা অপৌরুষেয় বেদবাক্য হইতেই অবগত হওয়া যায়। কৰ্মের তত্ত্ব দুর্গম বলিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিও এই বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেদাশ্রয়ে কৰ্মের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত আবির্হোত্রের বচনেই পাওয়া যায়,—“পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামনুশাসনম্।” (ভাঃ ১১।৩।৪৪) অর্থাৎ পরোক্ষবাদ অবলম্বনেই বেদের উপদেশ। মঙ্গল-কামী পিতা যেমন অজ্ঞ সন্তানকে লড্ডুকাদির প্রলোভন দিয়া আরোগ্য-ফলপ্রদ ঔষধ সেবন করান, সেইরূপ পুত্রবৎসল পিতার গায় বেদও সকাম অজ্ঞ জীবের নিকট স্বর্গাদিফলের প্রলোভন দেখাইয়া কৰ্মনিবৃত্তির জগ্ৰহী বিহিত কৰ্মের ব্যবস্থা প্রদান করেন। এই কৰ্মও সাধারণতঃ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-ভেদে তিনপ্রকার। বেদবিহিত সঙ্ক্যাবন্দনাদি প্রাত্যহিক কৃত্যকে ‘নিত্যকৰ্ম’ বলে ; পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি ও পুণ্যযোগে স্নান-দানাদি ‘নৈমিত্তিক কৰ্ম’, আর স্বর্গাদি-কামনামূলে যজ্ঞাদি কৰ্মকে ‘কাম্যকৰ্ম’ বলিয়া থাকে।

বেদশাস্ত্র বহিস্মুখ লোকদিগের স্বাভাবিক বিষয়ভোগ-অভিলাষকে সঙ্কুচিত করিয়া নিবৃত্তির পথে আনিবার জগ্ৰহী প্রাথমিক ব্যবস্থা-হিসাবে বিবাহাদির বিধান দিয়াছেন,

যেমন ভাগবতে পাই,—

“লোকে ব্যবায়ামিষমত্সেবা” ইত্যাদি (ভাঃ ১১।৫।১১)

কৰ্মকাণ্ডের গর্হণ করিয়া মুণ্ডকশ্রুতি অনেক উপদেশ দিয়াছেন,

“প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা” (মুণ্ডক ১।২।৭),

“অবিজ্ঞায়ামন্তরে বর্তমানাঃ” (ঐ ১।২।৮)

এবং

“অবিজ্ঞায়াং বহুধা বর্তমানা” (১।২।৯) ইত্যাদি বহু শ্লোক দৃষ্ট হয়।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“কৰ্মত্যাগ, কৰ্মনিন্দা সর্বশাস্ত্রে কহে।

কৰ্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥”

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৩)

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন,—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,

অমৃত বলিয়া যেনা খায় ।

নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,

তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ‘যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং’ শ্লোক হইতে ‘সমাদ্যো ন বিধীয়তে’ শ্লোক পর্যন্ত আলোচনা করিলে কাম্যকর্মের হেয়তা উপলব্ধি হইবে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় নিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে কর্মযোগের স্বরূপ নির্ণয় করা যাউক। ‘যোগ’ কাহাকে বলে? সে-বিষয়ে শ্রীভগবানই গীতায় বলিয়াছেন,—

“যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় । (গীঃ ২।৪৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

“যোগ—পরমেশ্বরের পূর্ণতা, তাহাতে অবস্থিত হইয়া কর্মসমূহ আচরণ কর। সঙ্গ অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়াই কর্ম কর। কর্ম ও জ্ঞানের ফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবযুক্ত কেবল ঈশ্বরার্পণ-দ্বারাই কর্ম কর। কারণ এবজ্ঞত সমস্তকেই সাধুগণ ‘যোগ’ বলিয়া থাকেন, যেহেতু উহা দ্বারাই চিন্তের সমাধান হইয়া থাকে।”

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“সঙ্গ অর্থাৎ ফলাভিলাষ এবং কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ পূর্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম কর। ফলাভিলাষের দ্বারা মায়াতে নিমজ্জন ঘটে আর কর্তৃত্বাভিনিবেশের দ্বারা স্বতন্ত্রতা-লক্ষণ পরমেশ্বর-ধর্মের চোঁর্য ঘটে। ফলে তাঁহার মায়া কুপিতা হন। অতএব এই দুইয়ের পরিত্যাগই প্রয়োজন। যোগস্থ পদের অর্থ বিস্তারিত করিতেছেন যে, কর্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিরূপ আনুশঙ্গিক ফল-সমূহের প্রতি সম হইয়া অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষ রহিত হইয়া আচরণ কর। এই সমস্তকেই আমি এখানে ‘যোগ’ শব্দে উল্লেখ করিয়াছি, কারণ ইহার দ্বারাই চিন্তের সমাধান হয়।”

এই নিকাম-কর্মযোগ হইতে কাম্যকর্ম যে অতিশয় নিকৃষ্ট তাহাও শ্রীভগবান্ “দুরেণ হবরং কর্ম” শ্লোকে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীভগবান্ মনুষ্য়গণের শ্রেয়োবিধান-কামনায় ত্রিবিধ অধিকারীর জন্ম ত্রিবিধ যোগের কথা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধব-সংবাদে পাওয়া যায়,—

“যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিঃসয়া ।

জ্ঞানং কৰ্ম চ ভক্তিঞ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ ॥”

(ভাঃ ১১।২০।৬)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

“এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষৈঃ সনকাদিভিঃ ।

সৰ্ব্বতো মন আকৃশ্য ময্যাক্ষাবেশ্যতে যথা ॥” (ভাঃ ১১।১৩।১৫)

সুতরাং কেবল কৰ্মকাণ্ডের দ্বারা মনকে সকল বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্বক শ্রীভগবানে নিবিষ্ট করা যায় না। পরন্তু চিত্তের বিক্ষেপই ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য যে ক্রিয়াযোগ বা কৰ্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহারই উপদেশ দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠির মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

“গৃহেষবস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুৰ্বন্ যথোচিতাঃ ।

বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্ ॥” (ইত্যাদি ভাঃ ৭।১৪।২)

কৰ্ম কেবল নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না, উহা শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়া আবশ্যক।

কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, কৰ্ম করিলেই জীবের বন্ধন হইবে, ইহা স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—তদন্তরে শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—

“যজ্ঞার্থাং কৰ্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।” (গীঃ ৩।২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন,—“পরমেশ্বরার্পিত কৰ্ম বন্ধক নহে।”

দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন,—

“এতৎ সংসৃচিৎ ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্ ।

যদীশ্বরে ভগবতি কৰ্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥” (ভাঃ ১।৫।৩২)

শ্রীবিষ্ণুতে স্বত্ব-ত্যাগকেই কৰ্মার্পণ বলা হয়। কৰ্মের ফল যেখানে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা সেখানেই বিষ-ক্রিয়ায় জর্জরিত হইতে হয়। আর

কৰ্ম শ্ৰীভগবানে অৰ্পিত হইলে উহা ক্ৰিয়াযোগ বা কৰ্মযোগ—কৰ্মাৰ্পণৰূপ ভক্তিযোগে পরিণত হইয়া উহার বিষদোষ নাশ করতঃ ঔষধরূপেই হিতকারক হইয়া থাকে ।

যেমন ভাগবতে পাই,—

“আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সূত্রত ।
তদেব হাময়ং দ্রব্যং ন পুন্যতি চিকিৎসিতম্ ॥
এবং নৃণাং ক্ৰিয়াযোগাঃ সৰ্ব্বৈঃ সংস্থতিহেতবঃ ।

ত এবাঅবিনাশায় কল্লন্তে কল্লিতাঃ পরে ॥” (ভাঃ ১।৫।৩৪)

সূতরাং কৰ্মাৰ্পণ বা কৰ্মযোগ নিগুণা-ভক্তির সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও পরম্পরায় জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারস্বরূপ । মহৎ অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ ও কৃপাই নিগুণা ভক্তির একমাত্র কারণ । এমন কি, জ্ঞানি-মহতের সঙ্গ বা কৃপা হইলে নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের কৃপা ব্যতীত নিগুণা ভক্তির উদয় সম্ভব নহে ।

শ্ৰীগীতায়ও কৰ্মমিশ্ৰা ভক্তির উপদেশ নবম অধ্যায়ে ‘যৎ করোষি’ শ্লোকে পাওয়া যাইবে । শ্ৰীমদ্ভাগবতেও “কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা” শ্লোকে নবযোগেন্দ্রের অন্ততম শ্রীকবিও বলিয়াছেন,—

নিষ্কামভাবে কৰ্ম করিলেও শ্ৰীভগবানে ফল সমৰ্পণ ব্যতীত মঙ্গল হয় না ।
যেমন শ্ৰীমদ্ভাগবতে পাই,—

“নৈক্কৰ্ম্যমপ্যচ্যুতভাববজ্জিতং ন শোভতে”

আরও একটি কথা এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, নিষ্কাম অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে যদি কেহ দাতব্য-চিকিৎসালয়-স্থাপন, অতিথি-সেবা, দুঃখী জীবের নানাবিধ দানাদি-দ্বারা উপকারাদি করেন, এমন কি, দেবোদ্দেশ্যেই যদি নানাবিধ যাগযজ্ঞাদি ও নানাবিধ সং কৰ্ম করেন, তাহাতেও সংসার-বন্ধন হইতে ত্রাণ-লাভ সম্ভব নহে । সূতরাং কৰ্মাৰ্পণ হইতেই জীবের মঙ্গলোদয়ের সূচনা ।

শ্ৰীগীতার এই প্রথম ছয় অধ্যায়ে যে নিষ্কাম-কৰ্মযোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রথম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যাইবে ।

শ্ৰীগীতার প্রথম অধ্যায়ে ‘বিষাদ-যোগ’ বর্ণিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় অমাত্য সঞ্জয়কে যুদ্ধাভিলাষী দুৰ্য্যোধনাদি নিজ পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিলেন? এই প্রশ্ন-মূলে যুদ্ধের প্রশঙ্গ জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। অবশ্য সমগ্র গীতাতে ধৃতরাষ্ট্রের এই একটি-মাত্র প্রশ্ন, ইহার রহস্য ভাষ্যে দৃষ্ট হইবে। সঞ্জয় সৰ্ব্বাঙ্গে উভয় পক্ষের সৈন্যগণের পরিচয় দিলেন। যুদ্ধারম্ভের সূচনা-স্বরূপে শঙ্খধ্বনি-বাদনের কথাও বলিলেন। অর্জুন প্রথমেই সমবেত যুদ্ধার্থীদিগের পরিচয় জানিবার বাসনায় শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ-স্থাপনের জ্ঞা বুলিলেন। তিনি উভয় পক্ষে দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনকে এবং লৌকিক গুরুবর্গকে দর্শন করিয়া মোহাভিভূতের ন্যায় অভিনয় পূর্বক বিষাদপ্রাপ্ত-ভাব-জ্ঞাপন করিয়া, নির্বেদযুক্ত-ভাবে যুদ্ধে নিরুদয় প্রকাশ করতঃ কুলক্ষয়াদি দোষের কথা বলিলেন। এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্যে ইহাই পাওয়া যায় যে, দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই দেহ-ধর্ম্ম, কুল-ধর্ম্ম, জাতি-ধর্ম্ম প্রভৃতি মনোবন্ধমোখ-বিচারকে 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিবার চেষ্টা করে এবং দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই শোক, মোহ ও ভয়ের উৎপত্তি লাভ করে। ইহার দ্বারা অভিভূত হইয়াই বদ্ধ-জীব সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। শ্রীভগবান্ স্বীয় নিত্যপার্ষদ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বদ্ধজীবের প্রাথমিক অবস্থার কথা জানাইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—শ্রীভগবান্ অর্জুনকে শোকাভিভূতের ন্যায় রথোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া জীব-সাধারণের প্রাথমিক শিক্ষাকল্পে হৃদয়ের দুর্বলতা পরিত্যাগ পূর্বক যেন যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিলেন। সঙ্কটকালে এরূপ মোহগ্রস্ত হওয়া যে আর্য্যগণের উপযুক্ত নহে, তাহাও জানাইলেন। অর্জুন গুরুজন-বধ, স্বজন-বধ যে ঘোরতর নিন্দনীয় এবং এরূপ যুদ্ধে জয়ও পরাজয়স্বরূপ তাহা নানাকথায় ব্যক্ত করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ে যে তিনি বিমূঢ়চিত্ত তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের অহমিকা পরিত্যাগ পূর্বক সদগুরু চরণাশ্রয় না করে, ততক্ষণ তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার যথার্থ হয় না। শিষ্যত্ব স্বীকার না করিলে, সদগুরু যথার্থ তত্ত্বোপদেশ কাহাকেও প্রদান করেন না। এস্থলে দেখা যায়, অর্জুন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নাই, ততক্ষণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। অর্জুন যখন শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্বক শরণাগত হইলেন, তখন শ্রীভগবান্

তাহাকে জীবতত্ত্বের জ্ঞান, জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিত্যবস্তু, আত্মার জন্ম শোক অর্যোক্তিক, ফলানুসন্ধান-রহিত হইয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালনই জীবের স্বধর্ম ; পরমেশ্বরার্পণরূপ কর্মযোগ দ্বারাই কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ; এই নিকাম-কর্মযোগের আরম্ভের নাশ নাই এবং কোন প্রত্যবায়ও নাই, অধিকন্তু অল্পমাত্র অনুরূপেও পরিব্রাজ্য পাওয়া যায় ; এই ঈশ্বর-আরাধনারূপ নিকামকর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা ও ঐকান্তিকী বুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ; কর্মকাণ্ড নশ্বর ফলদায়ক ; মধুপুষ্পিত বাক্য মাত্র ; বৈদিক কর্মকাণ্ড মগ্ধ আর ভক্তি নিগূর্ণা ; কর্মের ফলানুসন্ধান না করিয়া, যোগস্থ হইয়া আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগপূর্বক কর্মানুরূপ চিন্তার সমাধানরূপ যোগ বলিয়া কথিত হয় ; অতএব নিকাম-কর্মযোগের জন্ম যত্ন করাই কর্মবন্ধন হইতে ত্রাণ পাওয়ার উপায় বলিলেন । অর্জুনের প্রশ্নক্রমে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণাদি, যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ ও ফলাদি-বিষয় বর্ণনান্তে সর্বকামনা পরিত্যাগ করতঃ, নিম্পৃহ ও নিরহঙ্কার হইতে পারিলে শাস্তির অধিকারী হওয়া যায় এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে তাহাও বলিলেন ।

শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ে কর্মকাণ্ডাশ্রিত জীবের কর্মফল-ভোগস্বরূপে দেহধর্ম ও মনোধর্মোন্মথ শোক, মোহ, ভয় ইত্যাদি নানাবিধ সংসার-যাতনা লাভ হয়, ইহা অবগত হওয়া যায় । দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাগ্যবান্ জীব সদগুরু শ্রীচরণাশ্রয়ে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া কর্মার্পণরূপ কর্মযোগ-অভ্যাসপরায়ণ হইলে ক্রমশঃ বিমল-ভক্তিযোগের অধিকারী হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হন বা পরা শান্তি লাভ করেন ; ইহারই শিক্ষা পাওয়া যায় । এই দ্বিতীয় অধ্যায়কে কথা-সূত্রও বলা হয়, অর্থাৎ সূত্রাকারে সকল কথারই সূচনা হইয়াছে জানা যায় ।

তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের সাধন-সমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে । পূর্ব-অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠা । সেস্থলে অর্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, যদি তাহাই হয়, তবে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ ঘোর যুদ্ধাত্মক কর্মে নিয়োজিত করিতেছেন কেন ? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞানযোগে নিষ্ঠালাভ করেন, আর অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে ভগবদর্পিত নিকাম-কর্মযোগ অবলম্বন পূর্বক ক্রমশঃ জ্ঞানযোগ ও অবশেষে ভক্তিযোগ লাভ করাই শ্রেয়ঃ-পন্থা । এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্

বলিলেন যে, শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মাচরণ ব্যতীত নৈষ্কৰ্ম্ম্য লাভ করা যায় না। কেবল সম্যাস অর্থাৎ কৰ্ম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না। আর কৰ্ম্ম না করিয়াও কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, স্মৃতির মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কৰ্ম্মের ফলাকাজ্জফাশূন্য হইয়া কৰ্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। কেবল কৰ্ম্মেইন্দ্রিয় সংযম করিয়া মনে মনে বিষয়-ভোগের চিন্তা করিলে কিন্তু মিথ্যাচারী বা কপটাচারী হইতে হয়। কৰ্ম্মযোগের বিশেষ কথা এই যে, নিষ্কামভাবে বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত কৰ্ম্ম করাই কর্তব্য। তদ্ব্যতীত কৰ্ম্মে বন্ধনই লাভ করিতে হয়। যজ্ঞের অবশিষ্ট অর্থাৎ প্রসাদ-ভোজনই কল্যাণকর আর নিজের উদরপূর্তির জন্ত ভোজনেই পাপ হইয়া থাকে। সকল কৰ্ম্ম বেদ হইতে উদ্ভূত এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, সেই ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত। আত্মারামের কোন কার্য থাকে না। সেই আত্মারাম পুরুষের কৰ্ম্মের অকরণেও কোন ভয় নাই। মহাত্মাগণ, এমন কি, শ্রীভগবান্ যে কৰ্ম্মাচরণ করেন, তাহা কেবল লোকের মঙ্গলার্থ, লোকের শিক্ষার জন্তই। অজ্ঞ কৰ্ম্মাসক্ত পুরুষকে ক্রমশঃ নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগ শিক্ষা দিবার জন্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণও কৰ্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। প্রাকৃত অহঙ্কারে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ নিজেকেই কৰ্ম্মের কর্তা মনে করে কিন্তু তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি গুণ ও কৰ্ম্ম হইতে আত্মার পার্থক্য অবগত থাকেন। শ্রীভগবানের এই শিক্ষার অনুবর্ত্তিগণ নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করিতে পারেন। আর যাহারা শ্রীভগবানের বিচারের প্রতি অশ্রুয়া প্রকাশ করে, তাহারা ধ্বংস হয়। শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন, সাধারণতঃ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই লোক কার্য্য করে, সেজন্য নিগ্রহ অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী না হওয়াই উচিত। স্বধৰ্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ কিন্তু পরধৰ্ম্ম ভয়জনক। অর্জুন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যে, জীবকে পাপে কে প্রবর্ত্তিত করে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কামই মহাশত্রু ও প্রবৃত্তিদাতা, ইহাকে জয় করা সর্ব্বাণ্ডে দরকার। এই কামজয়ের একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে জয় এবং মনকে জয় করিতে পারিলেই কামকেও জয় করা যাইবে। নিষ্কামকৰ্ম্মযোগে ভগবন্ত্তি আচরণের ফলেই ভগবৎ-কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ-বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ সৰ্ব-প্রথমেই পরম্পরা স্বীকারই জ্ঞানযোগ-লাভের একমাত্র উপায়, তাহাই জানাইলেন। আশ্রয়-পরম্পরা কখনও কখনও বিচ্ছিন্নপ্রায় হইলেও শ্রীভগবান্ স্বয়ং কিম্বা তাঁহার ভক্তের দ্বারা পুনরায় প্রবর্তন করেন। শ্রীভগবানের তত্ত্ব অক্ষজ্ঞানগম্য নহে। সেজন্ত স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহার তত্ত্ব ও জন্ম-কৰ্ম্মাদির রহস্য এবং আবির্ভাবের কারণ প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করিতে পারিলেই সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ ও অবশেষে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি যেরূপ শরণাগত শ্রীকৃষ্ণও তার প্রতি সেরূপ কৃপালু। কৰ্ম্মের ফলাকাজ্জী ব্যক্তিগণ শীঘ্র ফল-লাভের আশায় দেবতাগণের আরাধনা করিয়া থাকে। গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগানুসারে শ্রীভগবান্ চারিবর্ণের স্রষ্টা হইয়াও তিনি অকর্তা অর্থাৎ জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলেই মায়া কর্তৃক বিভিন্নতা লাভ করে। কৰ্ম্মের গতি দুজ্জের্যা এবিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত। সুতরাং শ্রীভগবানের বাক্যের দ্বারা কৰ্ম্ম, বিকৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম বিষয় অবগত হওয়া উচিত। পরে প্রকৃত পণ্ডিত কে? যজ্ঞের অঙ্গ কি? সমস্ত কৰ্ম্মই যে জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে ইত্যাদি বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শীগুরুকে প্রসন্ন করিয়া ভগবজ্-জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। যে জ্ঞানলাভের ফলে সৰ্ব্বপাপ-বিনিমুক্ত হইয়া আত্ম ও পরমাত্ম-দর্শন লাভ ঘটে। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই শ্রীগুরু-কৃপায় সংযতেন্দ্রিয় হইয়া পরা শান্তি লাভ করেন। আর অজ্ঞ অশ্রদ্ধাবান্ ও সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্ম-ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে কোথায়ও কোনও সুখ নাই। নিকাম-কৰ্ম্মযোগ-অবলম্বন পূর্বক আত্ম-জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় ছেদন করিতে পারিলে, তাঁহার আর কোন বন্ধন থাকে না; সুতরাং কৰ্ম্মযোগ আশ্রয়ের জন্য যত্নবান্ হওয়া সংশয়-মাত্রেরই কর্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়ে কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস-যোগের কথা পাওয়া যায়। কৰ্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ ও কৰ্ম্মযোগের মধ্যে কোন্টি প্রশস্ততর, অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস ও কৰ্ম্ম-যোগ উভয় মঙ্গলকর হইলেও নিকাম-কৰ্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। আরও বলিলেন যে, কৰ্ম্মের ফলাদিতে

আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। যোগযুক্ত ব্যক্তিই অনায়াসে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে আর কিছুতেই লিপ্ত করিতে পারে না। সকামকর্ম্মই সংসারে আবদ্ধ হন। পরমেশ্বর জীবের কোন পাপ, পুণ্য গ্রহণ করেন না, অজ্ঞান-অবিচার দ্বারা আবৃত হইয়াই জীব মোহপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রীভগবানের জ্ঞানের দ্বারাই সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। শ্রীভগবানে নিষ্ঠা-পরায়ণ ব্যক্তিরই মোক্ষ লাভ হয়। পণ্ডিতগণ সমদর্শী। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি স্বন্দাতীত ও অক্ষয়-স্বথের অধিকারী। বিষয়ভোগ দুঃখের হেতু, জ্ঞানিগণ তাহাতে প্রীতিবোধ করেন না, কামক্রোধাদি-বেগ-সহিষ্ণু ব্যক্তি যোগী ও স্থখী হন। আত্মারাম পুরুষই ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করেন। অবশেষে জীবন্মুক্ত মুনির লক্ষণ এবং পরমেশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইলে, শান্তি লাভ হয়, বলিয়া অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত কর্ম্মযোগের বিষয় বর্ণন পূর্বক সমাপ্ত করিতেছেন। তিনি বলিলেন কর্ম্ম-যোগের নামান্তরই সন্ন্যাসযোগ। বিষয়ভোগে অনাসক্ত ব্যক্তিই যোগারূঢ়। সন্ন্যাস ও যোগ এক তাৎপর্য্যপর। মনই মানবের অবস্থাভেদে শত্রু ও মিত্র হইয়া থাকে। বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করা উচিত; সংসারে অধঃপাতিত করা উচিত নহে। যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণন পূর্বক যোগপথের নির্দেশ করিলেন। যুক্তাহারী ও যুক্তচেষ্ট-ব্যক্তিই যোগের অধিকারী কিন্তু তদ্বিপরীত অনধিকারী। চিত্তবৃত্তি-নিরোধই যোগ। যোগের স্বরূপ ও সাধনার ক্রম বর্ণনান্তে ব্রহ্মানন্দ লাভ বা ব্রহ্মদর্শনের কথা বলিলেন।

অর্জুন যখন চঞ্চল মন কি প্রকারে নিগৃহীত হইতে পারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শ্রীভগবান্ তাহাকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনোজয় হয়, বলিলেন। কিন্তু অর্জুন যখন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যে, প্রথমে যত্নশীল হইয়াও অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে কেহ যোগ হইতে বিচলিত হইলে, তাহার কি গতি হইবে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কল্যাণাহুষ্ঠানকারীর দুর্গতি হয় না। বহুকাল যোগাভ্যাসের পর কেহ যদি ভ্রষ্টও হয়, তাহা হইলে, গুচি ও শ্রীমানের গৃহে জন্মলাভ করে। যাহারা অল্পকাল যোগাভ্যাসের পর ভ্রষ্ট হয়, তাহারা সদাচারী ধর্ম্মীর গৃহে জন্মলাভ করে। আর বহুকাল যোগাভ্যাসের

পর ভ্রষ্ট হইলে, যোগনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মলাভ করে। তখন পূর্বাভ্যাসবশতঃ পুনরায় মোক্ষের জন্ম অধিকতর প্রয়াসী হয়। সাকামকর্মনিষ্ঠ তপস্বী হইতে কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সে সাংখ্য-জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কর্মিগণ হইতেও কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সর্বশেষ বলিলেন, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদগতচিত্তে আমাকেই ভজনা করে, সে ব্যক্তি সর্বপ্রকার যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভক্ত মহতের যাদৃচ্ছিকভাবে অহৈতুকী করুণায় নিগূর্ণ-অহৈতুকী ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু ক্রমিক পন্থায় সেই ভক্তি-লাভের যোগ্য হইবার অনুকূলে সকলের পক্ষে নিষ্কাম-কর্মযোগই প্রশস্ত।

শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর,

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাপ্রার্থী

১২ই চৈত্র (১৩৭৩), ২৬শে মার্চ (১৯৬৭)

(ত্রিদিগ্ভিক্ষু)

শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী

প্রকাশকের নিবেদন

জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহরীকট-সংস্থাপক, প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তনবর পরমারাধ্যাতম মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' গোড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সাহিত্য ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ। বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিরচিত 'গীতাভূষণ' ও শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত 'বিদ্বদ্রজন' নামক বিশদ ভাষা-ভাষ্য সমন্বিত গ্রন্থরাজ অস্মদীয় শ্রীগুরুদেবের সম্পাদনায় ও তৎকৃত 'অনুভূষণ' নামী টীকায় ভক্তিরস পিপাসু ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সুধী পাঠক মহলে মহাজনানুগ দুর্লভ গ্রন্থরূপে সমাদৃত হইয়াছেন। বিগত গৌরান্দ ৪৮০, বাংলা ১৩৭৩, ইংরাজী ১৯৬৭ সালে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পর পাঠক সমাজে বিপুল সমাদর লাভ করতঃ অল্পকাল মধ্যে নিঃশেষিত হয় এবং তদবধি ভক্ত ও সুধী পাঠকগণের আকুলতা সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব পালনের সীমাবদ্ধতাতে আমরা গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণে সক্ষম হই নাই।

গ্রন্থসেবা কৃষ্ণানুশীলনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। শ্রীগুরুপাদপদ্যের অপার করুণায় ও প্রপূজ্যচরণ বৈষ্ণবগণের উপদেশ-আশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হইল।

সহৃদয় পাঠকগণের প্রতি নিবেদন—অনবধানবশতঃ গ্রন্থ মধ্যে মুদ্রণ-জনিত যে ভ্রম প্রমাদ অনিবার্য্যরূপে রহিয়াছে তাহা নিজগুণে ক্ষমাপূর্ব্বক সংশোধন করতঃ গ্রন্থের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। ইতি—

শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী-তিথি

২০ মাঘ, গৌরান্দ-৫০৩

১৭ই মাঘ, ১৩৯৬

শ্রীগুরু বৈষ্ণবদাসানুদাস

(ত্রিদিগ্ভিক্ষু) শ্রীভক্তি প্রপন্ন গিরি

অধ্যায়-সূচী

অধ্যায়	বিষয়	শ্লোক-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
প্রথম	সৈন্যদর্শন বা বিষাদযোগ	৪৬	১—৭২
দ্বিতীয়	সাংখ্যযোগ	৭২	৭৩—২১৪
তৃতীয়	কর্মযোগ	৪৩	২১৫—৩০২
চতুর্থ	জ্ঞানযোগ	৪২	৩০৩—৩৮৬
পঞ্চম	কর্মান্বেশাসযোগ	২৯	৩৮৭—৪৩৪
ষষ্ঠ	ধ্যানযোগ	৪৭	৪৩৫—৫১০



পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য-ভাস্কর
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ
সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ ।



কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ও মিশনে নিত্য-সেবিত
শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

প্রথমোহধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবান্শ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥১॥

অর্থ—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (কহিলেন) (ভোঃ) সঞ্জয় ! ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ (যুদ্ধার্থী) মামকাঃ (মৎপুত্র—দুর্যোধনাদি) পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডু-পুত্রগণ—যুধিষ্ঠিরাদি) চ (ও) সমবেতাঃ (মিলিত হইয়া) এব (তারপর) কিম্ অকুর্বত (কি করিয়াছিলেন ?) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয় ! ধর্মভূমিরূপ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে অভিলষী আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ সমবেত হইবার পর কি করিলেন ? ॥ ১ ॥

শ্রীমন্ত্ৰিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ‘বিদ্বদ্-রঞ্জন’ ভাষাভাষ্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

মায়াবাদ-মেঘাবৃত,

গীতাতত্ত্ব-চন্দ্রামৃত,

ভাষ্যকার শ্রীবিজ্ঞানভূষণ ।

পঞ্চতত্ত্ব-কৃপাবলে,

প্রকাশিয়া ভূমণ্ডলে,

পূর্ণানন্দ কৈল বিতরণ ॥

তঁার ভাষ্য-অনুসারে,

গীতামৃত ভাষ্যাকারে,

ভকতিবিনোদ ক্ষুদ্র অতি ।

‘বিদ্বদ্-রঞ্জন’ আখ্যা,

করিয়াছে ভাষা-ব্যাখ্যা,

শুদ্ধতত্ত্বে করিয়া প্রণতি ॥

মুক্ত-জীবের সঙ্গে যায় না। ‘ঈশ্বর’ ও ‘জীব’, উভয়েই কর্তা ও ভোক্তা ; ভোক্তৃত্ব-শব্দে অনুভবিত্ব-মাত্র। যদিও প্রকাশকরূপ সূর্য্যের প্রকাশত্বের ন্যায় সম্বন্ধ হইতেই সম্বন্ধত্ব সিদ্ধ হয়, তথাপি সম্বন্ধগত বিশেষ ও সম্বন্ধগত বিশেষে পার্থক্য-প্রযুক্ত সম্বন্ধ ও সম্বন্ধতার পার্থক্য সিদ্ধ হয়। তবে ভেদ নাই, কিন্তু নিত্য বিশেষ-ধর্ম্মই ভেদবৎ (স্বরূপ) তত্ত্ববিশেষ। অতএব নিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপ পরম-তত্ত্বই এই গীতাশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভেদা-ভাবেও ভেদপ্রতীতি নিত্য তত্ত্বাশ্রিত, ধর্ম্মধর্ম্মি-ভাবাদিগত স্বগত-ভেদ নিত্য অনিবার্য্য। এই সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার গীতাশাস্ত্রের যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। এই শাস্ত্রে জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমাত্মার ধাম ও তৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্বরূপ-সকল যথাযথ নিরূপিত হইয়াছে। জীবাত্ম-যাথাআই পরমাত্ম-যাথাআইর উপযোগী, পরমাত্ম-যাথাআই তদুপাসনোপযোগি এবং ‘প্রকৃতি’, ‘কাল’ ও ‘কর্ম্ম’ সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের উপকরণস্বরূপ, এরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। যাথাআইপ্রাপ্তির উপায়—‘কর্ম্ম’, ‘জ্ঞান’, ‘ভক্তি’ভেদে ত্রিবিধ। ফলাশা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা হৃদ্বিশুদ্ধি হইলে জ্ঞান ও ভক্তিসাধনের উপকার হয়। অতএব পরম্পরা-ক্রমে কর্ম্মের তৎসাধনোপায়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মুখ্য ও গোণভেদে ‘কর্ম্ম’—দুইপ্রকার, অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত হিংসাশূন্য কর্ম্মই মুখ্য, ও তদ্বিহিত হিংসায়ুক্ত কর্ম্মই গোণ। ‘কর্ম্মের’ দ্বারা হৃদ্বিশুদ্ধি-ক্রমে ‘জ্ঞান’ হয়। সেই জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে ‘ভক্তি’রূপে পরিণত হয়। যতক্ষণ কটাক্ষবীক্ষণ-দ্বারা কেবল চিদেকতত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহার নাম ‘জ্ঞান’ ; তদ্বারা সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সাষ্টি’ ও সাযুজ্যা-প্রাপ্তি। যখন ঐ জ্ঞানের পরিপাকাবস্থায় নির্গমেষ-বীক্ষণরূপ অনুসন্ধানের উদয় হয়, তখন চিদেকতত্ত্বগত চিৎচৈত্র লীলারসবিশেষাশ্রিত ক্রোড়ীকৃত-সালোক্যাদি শুদ্ধ-ভক্তিস্বরূপে ভগবদ্রবিত্তাদি-লাভরূপ সর্বোত্তম পুরুষার্থ তত্ত্বোদয় হয়,—জ্ঞান ও ভক্তির এইমাত্র প্রভেদ। গীতাশাস্ত্রের—প্রথম ছয় অধ্যায়ে ঈশ্বরাংশ জীবের জ্ঞান ও নিকাম-কর্ম্মসাধ্য অংশী ঈশ্বরের ভজনোপযোগি-স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, মধ্য ছয় অধ্যায়ে পরমপ্রাপ্য-প্রাপণী তন্মহিম-বুদ্ধি-পূর্ব্বিকা ভক্তির উপদেশ দৃষ্ট হয় এবং অন্ত্য ছয় অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরা-তত্ত্বের পরিশোধিত স্বরূপসিদ্ধান্ত বর্ণনপূর্ব্বক চরমে শুদ্ধভক্তির প্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। অতীন্দ্র সঙ্কল্পনিষ্ঠ বিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই শাস্ত্রের অধিকারী। ‘সনিষ্ঠ’,

‘পরিনিষ্ঠিত’ ও ‘নিরপেক্ষ’-ভেদে, উহারা—ত্রিবিধ। স্বর্গাদি-লোকদর্শনবাসনা-সহকারে নিষ্ঠার সহিত ভগবদর্চন-রূপ স্বধর্মের আচরণকারীই ‘সনিষ্ঠ’। লোকসংগ্রহ-বাহুয় স্বধর্মাচরণ-পূর্বক হরিভক্তিনিরত পুরুষই ‘পরিনিষ্ঠিত’। তদুভয়েই আশ্রমাপ্রাপ্ত। আর সত্য-তপো-জপাদিদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত একান্ত হরিভক্তই ‘নিরপেক্ষ’ ও নিরাশ্রম। শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ পরমেশ্বরই ‘বাচ্য’ এবং তদুক্ত গীতা-শাস্ত্রই ‘বাচক’। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই এই শাস্ত্রের একমাত্র ‘বিষয়’ এবং অশেষ-ক্লেশ নিবৃত্তি-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই এই শাস্ত্রের একমাত্র ‘প্রয়োজন’।

তত্ত্ব-বিস্তৃতির সোপানস্বরূপ প্রথমেই কুরুক্ষেত্রে রণমধ্যস্থিত শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। তদ্যথা—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—সঞ্জয়! ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে দুর্ঘোষনাди আমার পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব-সকল যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন? ১॥

শ্রীমদ্-বলদেববিদ্যাভূষণকৃতং

‘গীতাভূষণ’ ভাষ্যম্

ও নমঃ শ্রীগোবিন্দায়

সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্ত্যেকপক্ষে সর্বব্যাপ্যক্ষে ভক্তরক্ষাতিদক্ষে।

শ্রীগোবিন্দে বিশ্বসর্গাদিকক্ষে পূর্ণানন্দে নিত্যমাস্তাং মতির্মে ॥ ১ ॥

অজ্ঞান-নীরধিরূপৈতি যয়া বিশোষণং

ভক্তিঃ পরাপি ভজতে পরিপোষমুচ্চৈঃ।

তত্ত্বং পরং স্মরতি দুর্গমমপ্যজ্ঞত্বং

সাদৃশ্যভূৎ স্বরচিতাং প্রণমামি গীতাম্ ॥ ২ ॥

অথ সূচ্যচিন্তনঃ স্বয়ং ভগবানচিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ স্বসঙ্কল্লায়ত্ত-বিচিত্র-জগদুদয়াদিবিবক্ষ্যাদিসংচিন্ত্যচরণঃ স্বজন্মাদিলীলয়া স্বতুল্যান্ সহাবিভূতান্ পার্শ্বদান্ প্রহর্ষয়ন্ত্যৈব জীবান্ বহুনবিদ্যাশাদ্দুলীবদনাদ্বিমোচ্য স্বান্তর্ধানোত্তর-ভাবিনোহত্মাহুদ্দিধীষুঁরাহবমুর্দ্ধি স্বাত্মভূতমপ্যর্জুনমবিতর্ক্য-স্বশক্ত্যা সমোহমিব কুর্ষন্ তন্মোহবিমার্জনাপদেশেন সপারিকরস্বাত্ম-যাথাত্মকনিরূপিকাং স্বগীতো-পনিষদমুপাদিশৎ। তস্মাৎ খলীশ্বর-জীব-প্রকৃতিকালকর্মাণি পঞ্চার্থা বর্ণ্যন্তে ; —তেষু বিভূসংবিদীশ্বরঃ, অণুসম্বিজ্জীবঃ, সত্বাদিগুণত্রয়াশ্রয়ো দ্রব্যং প্রকৃতিঃ,

ত্রেণুগ্যাশ্রুতং জড়দ্রব্যং কালঃ, পুংপ্রযত্ননিষ্পাত্তমদৃষ্টাদিশব্দবাচ্যং কস্মেতি ।
 তেষাং লক্ষণানি ;—এষীশ্বরাদীনি চত্বারি নিত্যানি ; জীবাদীনি ত্রীশবণানি ;
 কস্ম তু প্রাগভাববদনাদি বিনাশি চ ; তত্র সন্নিং স্বরূপোহপীশ্বরো জীবন্ত
 সম্বন্ধস্তান্মদর্থশ্চ,—“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,” “যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ,” “মন্তা
 বোদ্ধা কৰ্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” ইত্যাদি-শ্রুতেঃ ; “সোহকাময়ত বহুশ্চাম্,”
 “সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্” ইত্যাদি-শ্রুতেশ্চ । ন চোভয়ত্র মহত্ত্ব-
 জাতোহয়মহঙ্কারঃ তদা তস্মান্নুৎপত্তেৰ্বিলীনত্বাচ্চ । স চ স চ কৰ্ত্তা ভোক্তা
 সিদ্ধঃ—“সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ কৰ্ত্তা বোদ্ধা” ইতি পদেভ্যঃ ; অহুভবিত্ত্বং খলু
 ভোক্তৃত্বং সৰ্বভ্যুপগতং ; “সোহশ্নুতে সৰ্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা”
 ইতি শ্রুতেন্নুভয়োস্তং প্রব্যক্তম্ । যতপি সন্নিংস্বরূপাং সম্বন্ধত্বাদি নাশ্চ,
 প্রকাশস্বরূপাদ্ রবেরিব প্রকাশকত্বাদি, তথাপি বিশেষসামর্থ্যাত্তদগ্ৰহ-
 ব্যবহারঃ । বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্ন ভেদঃ ; স চ ভেদাভাবেহপি ভেদ-
 কার্যশ্চ ধৰ্ম্মধৰ্ম্মিতাবাদিব্যবহারশ্চ হেতুঃ,—সত্তা সতী ভেদো ভিন্নঃ কালঃ
 সৰ্বদাস্তীত্যাदिষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীতঃ । তং প্রতীত্যনুথানুপপত্ত্যা “এবং ধৰ্ম্মান্
 পৃথক্ পশুংস্তানেবাহুবিধাবতি” ইতি শ্রুত্যা চ সিদ্ধঃ । ইহ হি ব্রহ্মধৰ্ম্মানভিধায়
 তদ্ভেদঃ প্রতিষিধ্যতে । ন খলু ভেদ প্রতিনিধেস্তশ্চাপ্যভাবে ধৰ্ম্মধৰ্ম্মিতাব-
 ধৰ্ম্মবহুত্বে শক্যে বক্তুমিত্যনিচ্ছুভিরপি স্বীকার্যাঃ স্যুঃ ত ইমেহৰ্থাঃ শাস্ত্রেহস্মিন্
 যথাস্থানমনুসন্ধেয়াঃ । ইহ হি জীবান্ম-পরমান্ন-তদ্ধাম-তৎ-প্রাপ্ত্যুপায়ানাং
স্বরূপানি যথাবন্নিরূপ্যন্তে । তত্র জীবান্মযাথাঅ-পরমান্মযাথাঅ্যোপযোগিতয়া
 পরমান্মযাথাঅ্যন্ত তদুপাসনোপযোগিতয়া প্রকৃত্যাদিকং তু পরমান্মনঃ
 স্রষ্টৃরূপকরণতয়োপদিষ্টতে । তদুপায়াস্চ কৰ্ম্মজ্ঞান-ভক্তিভেদাং ত্রেধা । তত্র
 শ্রুততত্ত্বফলনৈরপেক্ষেণ কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-পরিত্যাগেন চানুষ্ঠিতশ্চ স্ববিহিতশ্চ
 কৰ্ম্মণঃ হৃদিশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানভক্ত্যেত্বরূপকারিত্বাং পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তাবুপায়ত্বম্ ।
 তচ্চ শ্রুতিবিহিতকৰ্ম্ম হিংসাশূন্যমত্র মুখ্যম্ । মোক্ষধৰ্ম্মে পিতাপুত্রাদিসংবাদাং
 হিংসাবত্ত্ব গোণং বিপ্রকৃষ্টত্বাং তয়োস্ত সাক্ষাদেব তথাত্বম্ । নহু তথানুষ্ঠিতেন
 কৰ্ম্মণা হৃদিশুদ্ধ্যা জ্ঞানোদয়েন মুক্তৌ সত্যং ভক্ত্যা কো বিশেষঃ ? উচ্যতে,
 জ্ঞানমেব কিঞ্চিদ্বিশেষাভুক্তিরিতি ; নির্ণিমেষবীক্ষণকটাক্ষবীক্ষণবদনয়োরন্তরং
 চিদিগ্রহতয়ানুসন্ধির্জ্ঞানং তেন তৎসালোক্যাদিঃ । বিচিত্রলীলারসাত্ময়-
 তয়ানুসন্ধিস্ত ভক্তিস্তয়া ক্রোড়ীকৃতসালোক্যাদিতদ্বরিবস্থানকলাভঃ পুমৰ্থঃ ।

ভক্তের নিন্দাং তু “সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিয়োগে তিষ্ঠতি” ইতি শ্রুতে: সিদ্ধম্ ।
 তদিদং শ্রবণাদিভাবাদিশব্দব্যপদিষ্টং দৃষ্টম্ । জ্ঞানস্য শ্রবণাত্মাকারত্বং চিং-
 স্ত্বস্য বিশেষঃ কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববৎ প্রত্যোতব্যমিতি বক্ষ্যামঃ । ষট্‌ত্রিকেহস্মিন্
 শাস্ত্রে—প্রথমেণ ষট্‌কেনেশ্বরান্শস্য জীবন্তাংশীশ্বরভক্ত্যুপযোগিস্বরূপদর্শনম্ ;
 তচ্চাস্তর্গতজ্ঞাননিষ্কামকর্মসাধ্যং নিরূপাতে । মধ্যেন পরম-প্রাপ্যস্যাংশীশ্বরস্য
 প্রাপণী ভক্তিস্তনুহিমধীপূর্ব্বিকাভিধীয়তে । অস্ত্যেন তু পূর্ব্বোদিতানাংমেবেশ্বরা-
 দীনাং স্বরূপাণি পরিশোধ্যান্তে । ত্রয়াণাং ষট্‌কানাং কর্মভক্তিজ্ঞানপূর্ব্বতা-
 ব্যপদেশস্ত তত্ত্বং প্রাধাত্তেনৈব ; চরমে ভক্তে: প্রতিপত্তেশ্চোক্তিস্ত রত্নসম্পূটোদ্ধ-
 লিখিত-তৎসূচকলিপিভায়েন । অস্যা শাস্ত্রস্য শ্রদ্ধালু: সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠো
 বিজিতেন্দ্রিয়োহধিকারী । স চ সনিষ্ঠ-পরিনিষ্ঠিত-নিরপেক্ষ-ভেদাল্লিবিধ—
 তেষু স্বর্গাদিলোকানপি দিদ্মুর্নিষ্ঠয়া স্বধর্ম্মান্ হর্ষার্জনরূপানাচরন্ প্রথমঃ ; লোক
 সংজিঘ্রক্ষয়া তানাচরন্ হরিতভক্তিনিরতো দ্বিতীয়ঃ ; স চ স চ সাত্ম্যঃ ;
 সত্য-তপো-জপাদিভি-বিশুদ্ধচিত্তো হর্ষেকনিরততৃতীয়ো নিরাত্ম্যঃ । বাচ্য-
 বাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ ;—বাচ্য উক্ত লক্ষণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, বাচকস্তদগীতাশাস্ত্রং তাদৃশঃ
 সোহত্র বিষয়ঃ । অশেষ-ক্লেশ-নিবৃত্তিপূর্ব্বকস্তৎসাক্ষাৎকারস্ত প্রয়োজনমিত্যনু-
 বন্ধচতুষ্টয়ম্ । অত্রেশ্বরাদিষু ত্রিষু ব্রহ্মশব্দোহক্ষরশব্দশ্চ ; বন্ধজীবেষু তদেহেষু
 চ ক্ষরশব্দঃ ; ঈশ্বরজীবদেহে মনসি বুদ্ধৌ ধৃতৌ যত্তে চাত্মশব্দঃ ;
 ত্রিগুণায়াং বাসনায়াং শীলে স্বরূপে চ প্রকৃতিশব্দঃ ; সত্তাভিপ্রায়স্বভাব-পদার্থ-
 জন্মসৃক্রিয়াস্বাত্মসু চ ভাবশব্দঃ ; কর্মাদিষু ত্রিষু চিত্তবৃত্তিনিরোধে চ যোগশব্দঃ
 পঠ্যতে । এতচ্ছাস্ত্রং খলু স্বয়ং ভগবতঃ সাক্ষাৎস্বচনং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং—“গীতা
 স্মগীতা কর্তব্য কিমত্রৈ: শাস্ত্রবিস্তরৈ: । যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাধিনির্গতা ॥”
 ইতি পাদ্মাৎ । ধৃতরাষ্ট্রাদিবাক্যস্ত তৎসঙ্গতিলভায় দ্বৈপায়নেণ বিরচিতম্ ।
 তচ্চ লবণাকরনিপাত-শ্রায়েন তন্ময়মিত্যুপোদ্ঘাতঃ । “সংগ্রামমুর্দ্ধি সংবাদো
 যোহভূদগোবিন্দ-পার্ব্যো: । তৎসঙ্গতৈ কথ্যং প্রাখ্যাদগীতাসু প্রথমে মুনি: ॥”
 ইহ তাবদ্ভগবদর্জুনসংবাদং প্রস্তোতুং কথা নিরূপাতে,—ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিভি:
 সপ্তবিংশত্যা । তদ্ভগবতঃ পার্থসারথ্যং বিদ্বান্ ধৃতরাষ্ট্র: স্বপুত্রবিজয়ে সন্দিহান:
 সঙ্গয়ং পৃচ্ছতীত্যাহ,—জন্মেজয়ং প্রতি বৈশম্পায়নঃ,—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি ।
 যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছবো মামকা যংপুত্রা: পাণ্ডবাশ্চ কুরুক্ষেত্রে সমবেতা:
 কিমকুর্কতেতি । নহু যুযুৎসব: সমবেতা ইতি স্বমেবাখ ততো যুদ্ধেরম্বেব,

পুনঃ কিমকুর্ষতেতি কস্তেভাব ইতি চেৎ, তত্রাহ,—ধর্মক্ষেত্র ইতি । “যদনু
কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজ্ঞং সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম সদনম্” ইত্যাদি-
শ্রবণাদ্ব্যপ্ররোহভূমিভূতং কুরুক্ষেত্রং প্রসিদ্ধম্ । তৎপ্রভাবাদ্বিনষ্টবিষেধা
মংপুত্রাঃ কিং পাণ্ডবেত্যন্তদ্রাজ্যং দাতুং নিশ্চিক্যুঃ ? কিম্বা, পাণ্ডবাঃ সদৈব
ধর্মশীলা ধর্মক্ষেত্রে তস্মিন্ কুলক্ষয়হেতুকাধর্মভীতা বনপ্রবেশমেব শ্রেয়ো
বিমমুশুরিতি ? হে সঞ্জয়েতি ব্যাসপ্রসাদাদ্বিনষ্টরাগদ্বেষস্বং তথ্যং বদেত্যর্থঃ ।
পাণ্ডবানাং মামকহানুজিতধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রস্নেহগ্রস্তস্ত তেষু দ্রোহমভিব্যনক্তি ।
ধান্তক্ষেত্রান্তদ্বিরোধিনাং ধান্ভাসানামিব ধর্মক্ষেত্রান্তদ্বিরোধিনাং ধর্মভাসানাং
ত্বংপুত্রাণামপগমো ভাবীতি ধর্মক্ষেত্র শব্দেন গীর্দেব্যা ব্যজ্যতে ॥ ১ ॥

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে

ওঁ তৎসৎ

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ শ্রীমদ্-বলদেববিজ্ঞানভূষণ কৃতস্ত

‘গীতাভূষণ’ ভাষ্যস্ত বঙ্গভাষায়ামনুবাদঃ ।

প্রথমোধ্যায়ে ১ম শ্লোকে

‘ওঁ নমঃ শ্রীগোবিন্দায়’—ইহা মঙ্গলাচরণ বাক্য—নমস্ শব্দের অর্থ স্বাবধিক-
উৎকর্ষবোধক ব্যাপার, তুমি আমার প্রভু, আমি অতি নিকৃষ্ট এইরূপ মনোভাব
যাহাতে বুঝায় সেইরূপ বাচিক, কায়িক ও মানসিক চেষ্টা । ইহা বাচিক
ব্যাপার । তিনি কেন সর্বোত্তম, তাহাই গোবিন্দ শব্দে ও প্রণব দ্বারা
বুঝাইতেছেন—যিনি গো অর্থাৎ বেদ বাক্যকে প্রাপ্ত হইয়াছেন । বেদের
প্রকাশক অথবা যিনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই লোক ভর্তা,
তিনি প্রণববাচ্য যোগিধোয় পরমেশ্বর, তাঁহার আমি শরণাগত ।

যিনি সত্যস্বরূপ, অন্তরহিত, অচিন্তনীয় শক্তির একমাত্র আশ্রয়,
অন্তর্যামিরূপে সর্বাধ্যক্ষ অথবা সর্বাধিপাতা, এবং ভক্ত রক্ষায় অত্যন্ত সমর্থ,
সেই বিশ্বসর্গাদিমূল সম্পূর্ণানন্দময় শ্রীগোবিন্দে আমার মতি নিত্য রত
থাকুক ॥ ১ ॥

যে গীতা গ্রন্থ দ্বারা অজ্ঞান সাগর সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, পরাভক্তিও
যাহার ফলে অত্যন্ত পুষ্টি লাভ করে, দুজ্জের্য হইলেও পরতত্ত্ব যাহা হইতে
নিরন্তর প্রকাশ পাইয়া থাকে, সৎগুণাশ্রয় শ্রীভগবানের রচিত সেই গীতাকে
আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ২ ॥

গ্রন্থারম্ভে ‘অথ’ শব্দ মঙ্গলার্থ উল্লিখিত হইল। উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও পরীক্ষা যথাক্রমে এই তিনটি গ্রন্থে প্রকাশ্য, সেজন্য প্রথমে সংক্ষেপে গীতা গ্রন্থের উল্লেখ তাহার প্রয়োজন, সম্বন্ধ এবং অধিকারী নির্দেশ করিতেছেন—অথগুণানন্দময় চিৎস্বরূপ, অচিন্তনীয় শক্তিশালী, পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্য সিদ্ধমূর্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে এই গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন ; যাহার নিজ ইচ্ছা শক্তিতে অন্য নিরপেক্ষভাবে নানারূপে বিভক্ত এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়, ব্রহ্মাদি দেবগণের ধ্যেয়চরণ, সেই হরি মর্ত্যভূমিতে নিজের আবির্ভাবাদিলীলা-দ্বারা নিজের সহিত আবিভূত নিজ পারিষদবর্গকে আনন্দিত করিবার জন্য এবং যে সকল জীব অবিজ্ঞা-ব্যাঘ্রীর কবলে পতিত আছে, তাহাদিগকে সেই কবল হইতে বিমুক্ত করিয়া পরে মর্ত্যলোক হইতে নিজের অন্তর্ধানের পর ভাবি-জাত মনুষ্যগণকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে উপস্থিত অর্জুন স্ব-স্বরূপভূত হইলেও, তাহাকে নিজ অচিন্তনীয় শক্তি-প্রভাবে যেন মোহাচ্ছন্ন করিয়া, পরে সেই মোহেরই নিবৃত্তিচ্ছলে সপারিকর নিজের স্বরূপের যথার্থ তত্ত্ব-প্রকাশিকা নিজ গীতোপনিষদ্ উপদেশ করিলেন। সেই গীতোপনিষদে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কৰ্ম এই পাঁচটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যিনি পূর্ণজ্ঞানময় অর্থাৎ সৰ্বজ্ঞ—তিনি ঈশ্বর, অল্পজ্ঞ—জীব, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের আধার প্রকৃতি একটি দ্রব্য বিশেষ, সেই ত্রিগুণ-বর্জিত জড় দ্রব্য কাল, জীবের চেষ্টায় নিষ্পাদনীয় কার্য্য, যাহা অদৃষ্ট, দৈব প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, তাহার নাম কৰ্ম। অতঃপর তাহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে—ইহাদের মধ্যে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল, এই চারিটি নিত্য বস্তু। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কৰ্ম ঈশ্বরের অধীন। প্রাগভাব বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্বে যে অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব। এই প্রাগভাবের আদি নাই, কিন্তু নাশ আছে, সেইরূপ জীবের কৰ্মেরও আদি নাই, ক্ষয় আছে। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, জীবও তাহাই, তাহা হইলেও ইহারা সম্বন্ধে অর্থাৎ জ্ঞাতাও বটে, অস্মদ-শব্দের প্রতিপাদ্য। জগতে দুইটি পদার্থ আছে তন্মধ্যে একটি যুস্মদ-শব্দ প্রতিপাদ্য যাহা বিষয়, এবং অন্যটি অস্মদ শব্দ বাচ্য বিষয়ী, সেই বিষয়ী পরমাত্মা ও জীবাত্মা—ইহারা জ্ঞাতা ; অন্য সমস্ত জ্ঞেয়। উক্ত বিষয়ে শ্রুতি বাক্য প্রমাণ যথা ‘বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম’ ঈশ্বর জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, ইহার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান-স্বরূপত্ব

প্রতিপাদিত হইল। আবার উহার জ্ঞাতা, তাহার প্রমাণ ‘যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ’ যিনি সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বদর্শী, তথা ‘মন্তা বোদ্ধা কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ’ ইচ্ছা, জ্ঞান ও কৃতিমান্ সেই বিজ্ঞান স্বরূপ আত্মা ইত্যাদি শ্রুতি। আবার ‘সোহকাময়ত, বহুশ্রাম্’ তিনি ইচ্ছা করিলেন বহুরূপে অভিব্যক্ত হইব, ইহা হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিচয়, জীবেরও জাতৃত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ ‘স্বথমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদ-বেদিষম্’ আমি বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। এই শ্রুতি দ্বারা সুষুপ্তিকালে জীবাত্মার সুখানুভূতির সত্তা প্রমাণিত হইতেছে। ইত্যাদি আরও অনেক শ্রুতি প্রমাণ আছে। যদি বল উভয় ক্ষেত্রেই (জীবাত্মার জাতৃত্ব ও ঈশ্বরের জাতৃত্ব বিষয়ে) মহত্ত্ব হইতে উদ্ভূত এই অহঙ্কার, এই কথা বলিব, তাহাও নহে, কারণ তখন অর্থাৎ ‘বহুশ্রাম্’ ‘প্রজায়েয়’ ঈশ্বরের ঈক্ষণকালে অহঙ্কারের উৎপত্তিই নাই এবং সুষুপ্তি সময়ে জীবের অহঙ্কারের লয়ই হইয়া থাকে।

সেই পরমেশ্বর ও জীবাত্মা যে কর্তা ও ভোক্তা ইহা সিদ্ধ, যেহেতু ‘সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ কর্তা বোদ্ধা’ ঈশ্বর সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বদর্শী, কর্তা ও ভোক্তা, এই সকল পদ তাহার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের প্রমাণ। ঐ বাক্যে বোদ্ধা কথাটি অনুভব-কর্তা অর্থে প্রযুক্ত, তবেই অনুভবিত্ব ও ভোক্তৃত্ব একই কথা, ইহা সকল দার্শনিকই স্বীকার করিয়াছেন। “সোহশ্রুতে সৰ্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” সেই জীবাত্মা সকল ভোগই গ্রহণ করেন, সৰ্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত, এই শ্রুতি হইতে তো জীব ও ঈশ্বর উভয়ের ভোক্তৃত্ব স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদিও প্রকাশ হইতে সূর্য্যের প্রকাশকত্ব যেমন অভিন্ন, সেইরূপ জ্ঞান ও জাতৃত্বও অভিন্ন, তাহা হইলেও বিশেষ ধর্মবশতঃ জ্ঞান হইতে জাতৃত্বের প্রভেদ ব্যবহার হয়। বিশেষ ধর্মটি ভেদ নহে ভেদের তুল্য, সেই বিশেষ ভেদ না থাকিলেও, ভেদ সত্তার কার্য্য ধর্মধর্মি ব্যবহার প্রভৃতির হেতু। এ বিষয়ে একটা লৌকিক উদাহরণ দেখাইতেছি, অগ্নির দাহকত্ব বা দাহিকা শক্তি তাহার ধর্ম, দাহকত্ব বিশিষ্ট অগ্নি ধর্মী, বস্তুতঃ ঐ ধর্ম ধর্মী একই, কিন্তু ব্যবহারে অগ্নির দাহিকা শক্তি এইরূপ ভেদ প্রতীতি হয়। আরও দেখ, সত্তা বস্তুর ধর্ম, সেই সত্তা বিশিষ্ট যে তাহার নাম সত্তী, ইহা ধর্মী। ভেদ ধর্ম, ভিন্ন ভেদ ধর্ম বিশিষ্ট, “কালঃ সর্বদা অস্তি” বাক্যে কাল সর্বকালে বর্তমান, অর্থ, কিন্তু কাল সর্বকাল হইতে ভিন্ন নহে তথাপি ঐরূপ প্রয়োগ হইতেছে, এই অভেদে ভেদ

ব্যবহার পণ্ডিতগণের প্রতীতি সিদ্ধ। এবং সেই প্রতীতির অন্য কোনও যুক্তি না থাকায় উহা সিদ্ধ 'এবং ধৰ্ম্মান্ পৃথক্ পশ্চাৎস্থানেবাহুবিধাবতি' ধৰ্ম্ম সমুদয়কে ধৰ্ম্মী হইতে ভিন্নভাবে বুঝিয়া লোকে সেই ধৰ্ম্মের অমুখাবন করে। এই শ্রুতি দ্বারাও অভেদ-ভেদবাদ সিদ্ধ। এই গীতাগ্রন্থে ব্রহ্মের ধৰ্ম্ম নিচয়ের উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মের সহিত সেই ধৰ্ম্মের ভেদও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি প্রতিনিধির অভাব (প্রতিষেধ) ও ধৰ্ম্মীর প্রতিষেধ হয়, তবে কখনই ধৰ্ম্ম-ধৰ্ম্মিভাব ও ধৰ্ম্মের বহুত্ব বলিতে পারা যায় না। একথা যাহারা মানিতে চান না, তাঁহাদের এগুলি মানিতেই হইবে। এই গীতা শাস্ত্রে যথাস্থানে সেগুলির অমুসন্ধান করা আবশ্যক। এই গ্রন্থে জীবাত্মা কি? পরমাত্মাই বা কি? তাহাদের ধাম (আশ্রয়) কি? এবং সেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় কি? এই সকলের স্বরূপ যথাযথরূপে নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে জীবাত্মার যথাযথ তত্ত্ব, পরমাত্ম (ব্রহ্ম) উপযোগীরূপে এবং পরমাত্মার যথাতত্ত্ব, উপাসনার উপযোগীরূপে উপদেশ করা হইয়াছে। আর প্রকৃতি প্রভৃতির পরিচয় সৃষ্টি কর্তা পরমাত্মার সৃষ্টির উপকরণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তির উপায় বা পথ কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে কৰ্ম্ম ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে উপায় এইরূপে, বেদোক্ত স্বর্গাদি ফলের অপেক্ষা না রাখিয়া এবং যাগকর্তা কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া, যথাবিধি বিহিত কৰ্ম্মের অমুষ্ঠান করিলে, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি হইবে এবং তদ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির উপকার সাধিত হইবে, এইজন্ত পরম্পরায় কৰ্ম্ম ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়। সেই বেদবিহিত কৰ্ম্ম যদি পশু হিংসা রহিত হয় তবেই মুখ্য, মহাভারতে পিতাপুত্র সংবাদে তাহাই অবগত হওয়া যায়। পরন্তু হিংসা-বিশিষ্ট কৰ্ম্ম গোণ, অপ্রধান, কেননা অনেক দূরে কৰ্ম্মীকে লইয়া যায়, এজন্ত পরম্পরায় কারণ। জ্ঞান ও ভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির উপায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ঐ ভাবে যথাবিধি অমুষ্ঠিত কৰ্ম্ম-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ঘটিলে, তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে এবং তজ্জন্ত যদি মুক্তি সাধিত হয়, তবে আর ভক্তির আবশ্যকতা কি? তাহার দ্বারা আর কি বিশেষ হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পূর্বোক্ত জ্ঞানই একটু বিশেষ গুণের আধান হেতু উহাকে ভক্তি বলে, যেমন নির্নিমেষভাবে দর্শনের ও কটাক্ষে অবলোকনের প্রভেদ, সেইরূপ জ্ঞান ভক্তির প্রভেদ। কথাটি এই—চিৎস্বরূপে অমুসন্ধানের নাম জ্ঞান, তাহার দ্বারা তাঁহার সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি জন্মে। আর ভক্তি হইল কিন্তু

বিচিত্র লীলা-রসের-আশ্রয়রূপে তাঁহার অহুসঙ্কান । ইহাতে সালোক্য প্রভৃতিও আনুশঙ্গিক ফল আছে । বিশেষ এই—তাঁহার সেবানন্দ লাভ ; ইহাই ভক্ত-দিগের পরম পুরুষার্থ । ভক্তিও যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা প্রতিবাক্যদ্বারাও সিদ্ধ, যথা ‘সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিয়োগে তিষ্ঠতি’ জ্ঞান বস্তুটি সচ্চিদানন্দ রসান্বাদময় ভক্তি যোগে আছে । ভক্তির এই জ্ঞানত্বকে শ্রবণাদি শব্দে ও ভাবাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত দেখা যায় । জ্ঞান কিরূপে শ্রবণাদিরূপ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই—যেমন চ্চিদানন্দময় বিষ্ণু কুন্তলাদিপ্রতিমারূপে অবস্থিত ; সেইরূপ জানিবে, ইহা পরে বলিব । এই গীতা শাস্ত্র ছয় ছয় অধ্যায়ে তিন ভাগে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে—জীবাত্মা ঈশ্বরেরই অংশ, যাহাতে সে অংশী ঈশ্বরের ভক্তির অধিকারী হইতে পারে, সেই প্রকার জীবস্বরূপ দেখাইয়াছেন । তাহা অন্তর্গত জ্ঞানও নিকাম-কর্ম্ম দ্বারাই সাধ্যরূপে নিরূপিত হইয়াছে । মধ্যবর্ত্তী ছয়টি অধ্যায়-দ্বারা পরম পুরুষার্থ সেই অংশী (চিৎ) ঈশ্বরের প্রাপ্তির সাধনরূপে তাদৃশী ভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, যাহা শ্রীপরমেশ্বরের মহিমা জ্ঞান হইতে জন্মে । শেষ ছয়টি অধ্যায়দ্বারা পূর্ব্বে বর্ণিত ঈশ্বর জীব, প্রকৃতি, প্রভৃতির স্বরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে । তিনটি অধ্যায়-ষট্কেয় মূলে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান থাকায় কর্ম্মষট্কে, ভক্তি ষট্কে ও জ্ঞান ষট্কে সংজ্ঞা হইয়াছে, প্রধানভাবে কর্ম্ম প্রভৃতির পরিচয় থাকায় । চরমে ভক্তির প্রতিপত্তি ও উক্তি রত্নময় সম্পূট (ডিবা)র উপরে লিখিত তাহার সূচক অক্ষর যেমন সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করে সেইরূপ । এই শাস্ত্রের অধিকারী ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান্ (বিশ্বাসী) সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাচার পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি । এই অধিকারীও তিনপ্রকার যথা সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ । তন্মধ্যে যে স্বর্গাদিলোকও দেখিতে চায়, নিষ্ঠাসহকারে শ্রীহরির পরিচর্যা জগ্ন স্বধর্ম্ম আচরণ করে, সে সনিষ্ঠ অধিকারী । লোককে ভক্তি-পথে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে যিনি সদাচাররূপে শ্রীহরির পরিচর্যা করেন, এমন হরিভক্তি পরায়ণ সাধক পরিনিষ্ঠিত নামে অভিহিত । ইহারা উভয়েই আশ্রমী । নিরপেক্ষ অধিকারী হইতেছেন—যিনি সত্য, তপস্যা ও জপ প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, একমাত্র হরিভক্তিতেই আসক্ত । ইহার কোন আশ্রম নাই । এই হইল—গীতা গ্রন্থের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য । গ্রন্থের সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধ বাচ্য, বাচকভাব । গীতার বাচ্য অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, বাচক শ্রীগীতা গ্রন্থ । এই গ্রন্থের

বিষয়—সেই পরমাত্মা-তত্ত্ব-নিরূপণ। প্রয়োজন—অবিজ্ঞাদি অশেষ ক্লেশ নিবৃত্তি পূর্বক শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার। এই অধিকারী, প্রতিপাত্ত, সম্বন্ধ, ও প্রয়োজন চারিটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবৃতি দেখান হইল। এই গ্রন্থে ব্রহ্মান্ শব্দ ও অক্ষর শব্দ ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি এই তিনটি অর্থে প্রযুক্ত এবং ক্ষর শব্দ বদ্ধ জীবে ও তাহাদের দেহার্থে প্রযুক্ত। আত্মান্ শব্দ ঈশ্বর, জীবাত্মা, দেহ, মনঃ, বুদ্ধি, ধৃতি ও যত্ন অর্থে বুঝায়। প্রকৃতি শব্দের অর্থ—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বাসনা, (সংস্কার), স্বভাব ও স্বরূপ। ভাব শব্দ—সত্তা, অভিপ্রায়, স্বভাব, পদার্থ, জন্ম, ক্রিয়া ও আত্মার্থের বাচক। যোগ শব্দ—কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটিতে এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই গীতা শাস্ত্র স্বয়ং ভগবানের নিজমুখে সাক্ষাত্ত্বিক, অতএব সকল শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—গীতা গ্রন্থকে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিবে। অগ্নি বিস্তৃত শাস্ত্র শ্রবণে কি প্রয়োজন? যাহা ভগবান্ পদ্মনাভের স্বয়ং শ্রীমুখ পদ্ম হইতে বিনির্গত। তবে যে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির উক্তি দেখা যায়, ঐগুলি গ্রন্থ সঙ্গতি লাভের জন্য দ্বৈপায়ন কর্তৃক বিরচিত। তাহা লবণ সমুদ্র মধ্যে লবণ পাতের দ্বারা মিশিয়া গিয়াছে। এই হইল গীতা গ্রন্থের উপক্রমণিকা বা মুখবন্ধ। কথিত আছে, সংগ্রামক্ষেত্রের অগ্রভাগে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যে সংবাদ অর্থাৎ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার সঙ্গতি দেখাইবার জন্য, মহর্ষি দ্বৈপায়ন প্রথমাধ্যায়ে উপাখ্যানরূপে কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব প্রথমে ভগবান্ ও অর্জুনের সংবাদের প্রসঙ্গ দেখাইবার জন্য কথা (উপাখ্যান) বর্ণিত হইতেছে। ধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদি সাতাইশটি শ্লোক দ্বারা। ধৃতরাষ্ট্র যখন জানিলেন ভগবান্ শ্রীহরি অর্জুনের সারথী গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি নিজ পুত্রদের যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত হইয়া মন্ত্রী সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই কথাই মহাভারত বক্তা বৈশম্পায়ন শ্রোতা জনমেজয় (জন্মেজয়কে) বলিতেছেন, ধৃতরাষ্ট্র উবাচ বলিয়া। যুযুৎসু—যুদ্ধার্থী, মামক—আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিল? এক্ষণে সঞ্জয়ের প্রশ্ন হইতেছে, মহারাজ! আপনিই তো বলিতেছেন যুদ্ধার্থে সমবেত, তবে যুদ্ধই করিবে, আবার ‘কি করিল’ বলিয়া প্রশ্ন করিতেছেন কেন? আপনার জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় কি? এই যদি বল, তবে বলিতেছেন, ধর্মক্ষেত্রে এই কথাটি। ‘যদনু কুরুক্ষেত্রমিত্যাदि এই যে কুরুক্ষেত্র নামক তীর্থ, ইহা

সকল দেবতার দেব-যজ্ঞভূমি, সকল প্রাণীর ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদ্ভবক্ষেত্র' ইত্যাদি বাক্য শ্রুত থাকায় ধর্মাসুরের উদ্ভবভূমি-স্বরূপ কুরুক্ষেত্র ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অতএব তীর্থ-মাহাত্ম্যে বিদ্বেষ ছাড়িয়া আমার পুত্রগণ কি পাণ্ডুপুত্রগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্যদানে স্থির নিশ্চয় করিয়াছিল? অথবা সর্বদা ধর্মশীল পাণ্ডবগণ কি সেই ধর্মক্ষেত্রে কুলক্ষয়ের হেতুভূত অধর্ম্যে ভীত হইয়া বনে গমনই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! এই সম্বোধন হইতে স্মৃতিত হইতেছে যে, 'তুমি তো বেদব্যাসের অনুগ্রহে রাগ-দ্বेष-হীন আছ, অতএব পক্ষপাতিতা ছাড়িয়া সত্য বল'—এই তাৎপর্য। পাণ্ডবরাও তো ধৃতরাষ্ট্রের বংশধর, তবে তাহাদিগকে মামক মধ্যে না ফেলিয়া, পাণ্ডবাস্ত এইরূপে পৃথকভাবে ধৃতরাষ্ট্র যে উক্তি করিলেন, তাহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-স্নেহে অন্ধ, সুতরাং পাণ্ডবদের উপর তাঁহার বিদ্বেষ আছে। ধাত্মক্ষেত্র হইতে যেমন ধাত্মের মত প্রতীয়মান ধাত্ম ক্ষতিকর অন্য শস্ত্র বৃক্ষগুলিকে উন্মূলিত করা হয়, সেইরূপ সেই ধর্মক্ষেত্র হইতে ধার্মিকবৎ প্রকাশমান অথচ ধর্ম-বিদ্রোহী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে উন্মূলিত করা হইবে, ইহাও ধর্মক্ষেত্র-শব্দের দ্বারা বাগ্‌দেবী স্মৃতি করিতেছেন ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

মঙ্গলাচরণ

গীতানুভূষণ—নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।

শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥

শ্রীবার্ধতানবীদেবীদয়িতায় কৃপাক্ষয়ে ।

কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥

মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।

শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিশ্রহায় নমোহস্ত তে ॥

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।

রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বাস্তহারিণে ॥

নম ও বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রের্ষ-প্রিয়ায় চ ।
শ্রীমন্ত্তিবিবেকভারতীগোশ্বামিনে নমঃ ॥

বাঙ্কাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

“গ্রন্থের আরম্ভ করি ‘মঙ্গলাচরণ’ ।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্,—তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন ।
অনায়াসে হয় নিজ বাঙ্কিতপূরণ ॥”

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ১।২০-২১ ॥)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে, শ্রীগুরু-শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের বন্দনামূলে, তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা-পূর্ব্বক পঙ্গুর গিরি উল্লঙ্ঘনের ন্যায়, মাদৃশ বাতুলের প্রয়াস দেখিয়া, হয়তো অনেক মহামহিম যোগ্যব্যক্তি উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু সেন্থলে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীগুরু কৃপায় মুক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করে, একথা বাস্তব সত্য। আমি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইলেও, মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরম দয়াল ও পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ, তাঁহার এবং তদীয় নিজজনগণের অহৈতুক কৃপাশীর্ষাদলাভের আশাবন্ধ হৃদয়ে পোষণ পূর্ব্বক এ অযোগ্যাধম একটী বাতুল প্রয়াস করিয়াছে যে, গোড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রের একটী অমূল্য সারগর্ভ টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত ভাষায় উদ্ভিত হওয়ায়, সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ বহু শ্রদ্ধাবান্ হরিভজন-পিপাসু ঐ টীকার অর্থবোধে অক্ষম হওয়ায়, বিশেষ দুঃখিত হন ; এতদ্ব্যতীত কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বস্তুপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্ত্তি

বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত একখানি গীতায়, তিনি গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার বঙ্গানুবাদসহ স্বয়ং একটি বঙ্গভাষায় টীকা রচনা করিয়া বহু ভক্ত সজ্জনের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন। যতপি শ্রীল মহারাজের প্রকটকালে উক্ত গীতা-গ্রন্থের ৮টি ফর্মা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ব্যাপারেও মাদৃশ অযোগ্য সেবকের উপর যে অস্থয় ও অনুবাদের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাও অসম্পূর্ণ ছিল, এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ যে টীকাটি রচনা করিতেছিলেন, তাহাও মাত্র সপ্তম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোক পর্য্যন্ত হইয়া অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীল মহারাজের কৃপাশীর্ষাদেই কিছুকাল পরে তাহার এই অযোগ্য সেবক ঐ গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া, প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। তখন হইতেই এই অধমের হৃদয়ে এই আকাজক্ষা জাগে যে, শ্রীমদ্বলদেব বিগ্ণাভূষণ প্রভুর টীকার বঙ্গানুবাদসহ অনুরূপ একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও, বহু ভক্তিমান সজ্জনের আনন্দ বর্দ্ধন হয়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন পূজনীয় আমার সতীর্থও শ্রীবলদেবের টীকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য কৃপাদেশ করেন। কিন্তু কি প্রকারে এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, তাহাই ভাবনার বিষয় ছিল। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় এতদিন পরে শ্রীবলদেবের টীকার বঙ্গানুবাদটি কোন প্রকারে সমাপ্ত হয়। টীকার অনুবাদটি আশানুরূপ না হওয়ায়, উহার একটি পাদ-টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাই, সর্বাগ্রে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে আমার সকাতির প্রার্থনা ও নিবেদন এই যে, তাঁহারা এ অধমের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবর্ষণপূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চারকরতঃ এই পাদ-টীকাটি রচনায় যোগ্যতা অর্পণ করুন। অযোগ্যের লেখনীতে স্বশক্তি-সঞ্চারে শ্রীবলদেবের টীকার তাৎপর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক আনন্দিত হউন, ইহাও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব চরণে আমার সকাছু প্রার্থনা ও নিবেদন। তাঁহাদের এই কৃপাশীর্ষাদেই আমার একমাত্র সম্বল হউক এবং তাঁহাদের আশীর্ষাদে, তাঁহাদের সেবাধিকার পাইয়া, পারমার্থিক কল্যাণলাভে ধন্যতিথ্য হই, ইহাই অধমের আশাবন্ধ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীবিগ্ণাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ-দ্বারা অজ্ঞান-সাগর শুষ্ক হয়, পরাভক্তি পরিপুষ্টি লাভ করে এবং দুজ্জের্য্য পরতত্ত্বের জ্ঞান অজস্রধারে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মাদিবন্দ্যচরণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, স্বীয় লীলাদি-
দ্বারা পার্শ্বদগণের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন; এবং তদানীন্তন ও
পরবর্তীকালীন অবিद्या-গ্রন্থ জীবগণকে অবিচার হাত হইতে নিস্তার করিবার
উপায়-স্বরূপে, স্বীয় প্রিয়তম নিত্যসখা অর্জুনকে স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তি-দ্বারা মোহ-
গ্রন্থের ন্যায় অভিমান করাইয়া, তাঁহার সেই মোহ অপনোদন-হলে, আপামর
সর্বসাধারণকে মোহ নিবারণের উপদেশ, তথা যাবতীয় তত্ত্বের উপদেশ-
সম্বলিত এই গীতোপনিষদ্ গ্রন্থখানি প্রকটিত করিলেন।

এই গ্রন্থে (১) ঈশ্বর (২) জীব (৩) প্রকৃতি, (৪) কাল ও (৫) কৰ্ম এই
পঞ্চবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে (১) ঈশ্বর—পূর্ণ জ্ঞানময় অর্থাৎ
সর্বজ্ঞ ও (২) জীব—ক্ষুদ্র জ্ঞানযুক্ত বা অল্পজ্ঞ (৩) প্রকৃতি—সব, রজঃ ও তমো
এই তিন গুণের আশ্রয়, (৪) কাল—ত্রিগুণ শূন্য জড়দ্রব্য বিশেষ; (৫) কৰ্ম—
পুরুষের প্রযত্ন সাধ্য অদৃষ্টাদি শব্দ বাচ্য। ইহাদিগের মধ্যে ঈশ্বর, জীব,
প্রকৃতি ও কাল এই চারিটি নিত্যবস্তু। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কৰ্ম এই
চারিটি আবার ঈশ্বরের অধীন। কৰ্ম অনাদি হইলেও বিনাশী। ঈশ্বর ও জীব
উভয় সংবিশ্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও উভয়ই সংবেত্তা অর্থাৎ জ্ঞাতা
এবং অস্মৎ-শব্দের প্রতিপাদ্য। এ বিষয়ে শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু বিভিন্ন শ্রুতির
প্রমাণ উদ্ধার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই
জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা স্বরূপ। এতদুভয়স্থলে মহত্ত্ব জাত অহঙ্কারের কার্য্য
বিচার করিতে হইবে না, কারণ তখন অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় নাই; ইহাও শ্রুতি
সিদ্ধ। শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে,
জীবের ও ঈশ্বরের উভয়ের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত হইলেও উভয়ের মধ্যে
অভেদ ও ভেদ বর্তমান। ইহা গীতার যথাস্থানে বিচার পূর্বক প্রদর্শিত
হইয়াছে। জীবাত্মা, পরমাত্মা ও তদধাম ও তৎপ্রাপ্তির উপায়-সকলও বিশেষ
যুক্তির সহিত এই শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপে
কৰ্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ পন্থা নিরূপিত হইয়াছে। যাহারা বেদোক্ত
কৰ্মফলের আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া, বিহিত কৰ্ম আচরণ
করিতে পারিবেন, তাহাদের সেই কৰ্মের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধ হইলে জ্ঞান ও
ভক্তিপথের উপকারী হয় বলিয়া, পরম্পরাক্রমে উহাকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়
বলা হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তিকে সাক্ষাৎ উপায়-রূপে বর্ণন করা হইলেও,

জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তি কিন্তু বিশেষ। জ্ঞান বিশেষ পরিপক্ব হইলে, উহা ভক্তিরূপে পরিণত হইবে। নির্নিমেষ কটাক্ষ-বীক্ষণাদি-দ্বারা একমাত্র চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় তত্ত্বের অনুসন্ধানের নামই জ্ঞান। জীবগণ তদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর বিচিত্র লীলারসাত্মক-স্বরূপ ভগবানের তদ্বানুসন্ধানের নাম ভক্তি। তদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া পরমানন্দ-লাভ-স্বরূপ পরম পুরুষার্থের উদয় হয়। ভক্তির জ্ঞানত্ব কিন্তু “সচ্চিদানন্দরসে ভক্তিয়োগে অবস্থিত”।—এই শ্রুতি হইতে সিদ্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদিত। ইহা শ্রবণাদি ও ভাবাদি-শব্দে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। চিন্ময় স্তব্ধস্বরূপ বিষ্ণুর কুন্তলাদি-প্রতীকের দ্বারা জ্ঞানের শ্রবণাদি আকারত্ব জানিতে হইবে।

এই গীতা শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায় আছে, উহা তিন ষট্কে বিভক্ত। প্রথম ষট্কে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত জীবকে ঈশ্বরাত্মা ও ঈশ্বরকে অংশী নিরূপণ করিয়া, জীবের ঈশ্বর ভক্তির উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং তদন্তর্গত জ্ঞানকে নিকাম-কর্ম-সাধ্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। মধ্য ছয় অধ্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় ষট্কে পরম-প্রাপ্য অংশী স্বরূপ ঈশ্বর-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি ও তাহা শ্রীভগবানের মহিমা-জ্ঞান হইতেই উদ্ভূত হয়, ইহা কীর্তিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ছয় অধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় ষট্কে পূর্বোক্ত ঈশ্বরাদি পাঁচটি বিষয়ের স্বরূপ পরিশোধিত হইয়াছে। অধিকারী ভেদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে ষট্কে যাহা প্রধানরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই সেই সেই ষট্কের পরিচয় পাইয়াছে। তদনুসারে প্রথম ষট্কে কর্ম-যোগ, দ্বিতীয় ষট্কে ভক্তি-যোগ ও তৃতীয় ষট্কে জ্ঞান-যোগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে আর চরমে ভক্তিরই প্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি ও উক্তি থাকায় কিন্তু রত্নময় সম্পূর্ণের (ডিবার) উপরে লিখিত, তাহার সূচক লিপির দ্বারা ভক্তির মহিমাই পরিকীর্তিত হইয়াছে।

অধিকারীর বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, শ্রদ্ধালু, সঙ্কল্পনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষই এই শাস্ত্রের অধিকারী। সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষভেদে উক্ত অধিকারী আবার ত্রিবিধ। তন্মধ্যে স্বর্গাদিলোক-দর্শন কামনায় নিষ্ঠার সহিত ভগবদর্চনরূপ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিই সনিষ্ঠ। দ্বিতীয় পরিনিষ্ঠিত অধিকারী ব্যক্তি লোকের প্রতি অহুগ্রহ পরায়ণ হইয়া, আচরণ পূর্বক হরিভক্তি-নিবৃত্ত থাকেন। এই উভয় অধিকারী আশ্রমী। আর তৃতীয় অধিকারী ব্যক্তি

সত্য, তপঃ, জপাদি-দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীহরিতেই ঐকান্তিকভাবে নিরত থাকিয়া নিরপেক্ষ, ইনি আশ্রম-বিহীন।

এই গীতাশাস্ত্রে বাচ্য, বাচক, বিষয় ও প্রয়োজন-রূপ চারিটী অনুবন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই গীতাশাস্ত্রের বাচ্য, ভগবদ্বাক্যিত গীতা-শাস্ত্রই বাচক, ভগবন্তত্ত্ব নিরূপণই এই শাস্ত্রের বিষয়, অশেষ-ক্লেশ-নিবৃত্তি-পূর্বক শ্রীভগবদ্-সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন।

এই শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি ব্রহ্ম ও অক্ষর শব্দের বাচ্য-রূপে প্রযুক্ত। বদ্ধজীব ও তাহার দেহে ক্ষর শব্দের ব্যবহার। ঈশ্বর, জীব, দেহ, মন, বুদ্ধি, ধৃতি ও যত্ন এই সকলে আত্মশব্দের প্রয়োগ এবং ত্রিগুণ, বাসনা, স্বভাব ও স্বরূপার্থে প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার। সত্তা, অভিপ্রায়, স্বভাব, পদার্থ, জন্ম, ক্রিয়া ও আত্মা এই সকল বিষয় ভাবশব্দে ব্যক্ত হয়। কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ বিষয়ে এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধে যোগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই গীতা শাস্ত্র সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্য বলিয়া সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ। পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—গীতা স্তূন্দররূপে গান করা সকলের কর্তব্য। অন্য বিস্তর শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। কারণ গীতা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রাদির বাক্য কিন্তু প্রস্তাবের সঙ্গতি লাভের জন্ত ভগবদবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-কর্তৃক বিরচিত। তাহাও লবণ সমুদ্রে লবণ পাতের দ্বারা তন্ময়। ইহাই এই গ্রন্থের উপোদ্ঘাত অর্থাৎ উপক্রম। যুদ্ধক্ষেত্রে গোবিন্দ ও অর্জুনের মধ্যে পরস্পর যে সংবাদ অর্থাৎ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার সঙ্গতি রক্ষার নিমিত্ত মহামুনি বেদব্যাস প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই গীতাশাস্ত্রে প্রথমে “ধর্ম্মক্ষেত্র” ইত্যাদি সাতাইশটী শ্লোকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্জুনের সংবাদের প্রস্তাবনার্থ নিরূপণ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত, ইহা অবগত হইয়াই, ধৃতরাষ্ট্র স্বপুত্রগণের বিজয়াশায় সন্দেহ পূর্বক যাহা মন্ত্রী সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া দ্বিচত্বরিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

সমগ্র গীতাতে ধৃতরাষ্ট্রের এই একটি মাত্র উক্তি বা প্রশ্ন-মূলে এই প্রথম শ্লোকটি পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মনে হয়, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্তর হইলেও, তাহার

জ্ঞান-চক্ষুর যখন অভাব ছিল না, তখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ কি করিলেন?—এইরূপ একটা অসমীচীন প্রশ্ন কেন করিলেন? তাহার উত্তরে, ইহার গুণার্থ পাওয়া যায় যে, ধৃতরাষ্ট্র জানিতেন যে, পাণ্ডবগণ পরম ধার্মিক কিন্তু তাহাদের পিতৃবিয়োগের পর হইতেই, দুর্ঘোষনাদির দ্বারা জতুগৃহদাহ, দ্যুতক্রীড়ায় সর্বস্বহরণ ফলে, দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস-কালে, বিরাটরাজত্ববনে দাসত্ব-কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া, নানাবিধ ক্লেশ সহ করিয়াও, যথাসময়ে পাঁচখানি গ্রামমাত্র চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুরকে দুর্ঘোষনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু দুর্ঘোষন আশ্বালন করিয়া বলিয়াছিলেন যে “তিলার্কং যবষড়্ভাগং সূচ্যাগ্রে বিদ্যতে মহী । বিনা যুদ্ধং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্” ॥ “অর্থাৎ আমি সত্য সত্য বলিতেছি, তিলার্ক ও যবষড়্ভাগ কিংবা সূচীর অগ্রভাগে যতটুকু ভূমি উত্তোলন করিতে পারা যায়, তাহাও বিনাযুদ্ধে দেওয়া হইবে না । ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিকার্যে বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন এবং দুর্ঘোষনের দুর্ব্যবহারের কথা পাণ্ডবগণকে জ্ঞাত করাইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে বলিলেন । এই ঘটনায় ধৃতরাষ্ট্রও বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাদের অর্থাৎ কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী । আজ তাহাই হইল, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সারথী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । যখনই এই কথা ধৃতরাষ্ট্র জানিতে পারিলেন, তখনই তিনি স্বীয় পুত্রগণের বিজয়-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া এই প্রশ্নের অবতারণা করিলেন ।

এস্থলে ‘ধর্মক্ষেত্র’ পদটি কুরুক্ষেত্র পদের বিশেষণ । কুরুক্ষেত্র-সম্বন্ধে মহাভারত-শল্যপর্বে পাওয়া যায়,—“কুরুরাজ (ভাঃ ২।২২।৪) ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র । রাজা ঐ স্থান কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তথায় আগমন পূর্বক কর্ষণের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কুরুরাজ বলিলেন—হে পুরন্দর ! যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিবে, তাহারা স্বর্গে গমন করিবে । দেবরাজ এই কথা শুনিয়া, তাহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন । কুরুরাজ ইন্দ্রের উপহাসে দুঃখিত না হইয়া, একান্ত মনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র বার বার কুরুরাজের সমীপে আগমন করিয়া, তাহাকে উপহাস করতঃ ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন । মহীপতি কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না । অবশেষে

ইহু দেবগণের বাক্যানুসারে কুরু নিকটে আগমন করিয়া কহিলেন, “রাজর্ষে ! আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই । আমি বলিতেছি যে, যাহারা এইস্থানে আলস্য শূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে অথবা যুদ্ধে বানাহত হইয়া নিহত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে ।”

মহাভারত বনপর্বেও পাওয়া যায়,—মহর্ষি পুলস্ত ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন—
“সর্ব প্রকার প্রাণী এই তীর্থ দর্শনমাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, যে ব্যক্তি সর্বদা এইরূপ বলে যে, আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব ; কুরুক্ষেত্রে বাস করিব, সে ব্যক্তি সমুদায় পাপ হইতে পরিত্রাণ পায় । কুরুক্ষেত্রের ধূলিকণাও দুষ্কৃতকারীকে পরমপদ প্রদান করিতে পারে ; উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী, এই দেব-নদী-দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান কুরুক্ষেত্র । যাহারা এই ক্ষেত্রে বাস করে, তাহাদের সুর লোকে বাস হয় ।” মহাসংহিতার মতে যে স্থান ‘ব্রহ্মাবর্ত’ বলিয়া বর্ণিত, তাহারই নামান্তর কুরুক্ষেত্র দেখা যায় ।

সমস্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে জাবাল উপনিষদেও (১/২) পাওয়া যায়,—
“যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং ভূতানাম্ ব্রহ্মসদনম্ ।” শতপথ ব্রাহ্মণেও লিখিত আছে যে, “তেষাং কুরুক্ষেত্রম্ দেবযজনমাস । তস্মাদাহ : কুরুক্ষেত্রম্ দেবযজনম্ ॥”

অতএব কুরুক্ষেত্র একটা প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বা ধর্মক্ষেত্র । মহামনা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রের এই “ধর্মক্ষেত্র” বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারাও এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্থান-মাহাত্ম্যে সর্বপ্রকার লোকের মন পরিবর্তিত হইয়া থাকে । যুদ্ধাভিলাষী হইয়া আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ তথায় সমবেত হইলেও, যদি স্থানপ্রভাবে স্বভাবতঃ ধর্মশীল পাণ্ডবগণের হৃদয়ে অধিকতর সত্ত্বগুণের বিকাশবশতঃ কুলক্ষয়কৃত অধর্ম এবং গুরুজন-বধাদি-হিংসারূপ অধর্ম হইতে বিরত হইয়া, রাজ্যলাভের আশাও ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষুধর্ম আশ্রয়ে, বনবাসী হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করে, তাহা হইলে বিনাযুদ্ধেই আমার পুত্রগণ রাজ্যলাভ করিবে । আর যদি আমার পাপাত্মা অধার্মিক পুত্রগণ ঐ স্থান-মাহাত্ম্যে সত্ত্বগুণের সঞ্চারে ধর্মপ্রবণ হইয়া, উদারতার বশে, কপট উপায়ে-লব্ধ স্বীয় রাজ্য পাণ্ডবদিগকে প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলে, বিনা যুদ্ধেই তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইবে । এই দুইপ্রকার ভাবনাই ধৃতরাষ্ট্রের ঐরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য ।

এতদ্ব্যতীত ধর্মক্ষেত্রের 'ক্ষেত্র' এই পদের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ইহাও ভাবিয়াছিলেন যে, ধাতুক্ষেত্রে ধাতু বৃক্ষের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ আকার-প্রতিম এক প্রকার শ্যামাঘাস-নামক গাছের উৎপত্তি হয়, কৃষক কিন্তু উহা নির্মূল করিয়াই ধাতু বৃক্ষকেই পালন করেন, তদ্রূপ যদি এই ধর্মক্ষেত্র হইতে ধর্মবিরোধী আমার পুত্রগণ নির্মূলিত হয়, তাহাও অসম্ভব নহে। শুদ্ধা-সরস্বতীর প্রকাশিত ভাব।

'মামকা' শব্দের দ্বারা নিজপুত্রগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহের প্রকাশ এবং 'পাণ্ডবাশ্চ' এই শব্দের দ্বারা তাহাদের প্রতি যে ধৃতরাষ্ট্রের মমতার অভাব, ইহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্বোক্তভাবে সংশয়াবিষ্ট হইয়াই ধৃতরাষ্ট্র নিজ অমাত্য ব্যাসপ্রসাদে রাগদ্বेषাদি-জয়কারী ও সর্বত্র সমদর্শী সঞ্জয়কে 'সঞ্জয়' সম্বোধনে প্রশংসাকরতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

দৃষ্ট্ৱা তু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢ়ং দুর্যোধানস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অনুব্য—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) রাজা দুর্যোধানঃ তদা (তখন) পাণ্ডবানীকম্ (পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণকে) ব্যুঢ়ম্ (ব্যূহরচনা পূর্বক অধিষ্ঠিত) দৃষ্ট্ৱা তু (অবলোকন করিয়াই) আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য (দ্রোণাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া) বচনম্ (বক্ষ্যমাণ বাক্য) অবব্রীৎ (কহিয়াছিলেন) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্যোধান তখন পাণ্ডবগণের সৈন্য-দিগকে ব্যূহাকারে অবস্থিত অবলোকন করিয়াই দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন পূর্বক এইরূপ বলিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডবদিগের সৈন্যসামন্ত-সকলকে ব্যূহ নির্মাণপূর্বক অবস্থান করিতে অবলোকন করত রাজা দুর্যোধান দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—এবং জন্মান্তর প্রজ্ঞাচক্ষুষো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ধর্মপ্রজ্ঞাবিলোপান্নো-হাক্তশ্চ মৎপুত্রঃ কদাচিৎ পাণ্ডবেভ্যস্তদ্ রাজ্যং দত্তাদিতি বিদ্বানচিন্ত্য ভাব-বিজ্ঞায় ধর্মিষ্ঠঃ সঞ্জয়শ্চৎপুত্র কদাচিদপি তেভ্যো রাজ্যং নার্পয়িষ্যতীতি তৎ-সন্তোষমুৎপাদয়ন্নাহ,—দৃষ্ট্ৱেতি । পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং, ব্যুঢ়ং ব্যূহ-

রচনয়াবস্থিতম্ । আচার্য্যং ধনুর্বিজ্ঞাপ্রদং দ্রোণম্ উপসঙ্গম্য স্বয়মেব তদস্তিকং
গত্বা রাজা রাজনীতিনিপুণঃ বচনমল্লান্ধরত্বং গম্ভীরার্থত্বং সংক্রান্তবচন-
বিশেষম্ । অত্র স্বয়মাচার্য্যসন্নিধিগমনেন পাণ্ডবসৈন্যপ্রভাবদর্শনহেতুকং
তন্ত্রান্তর্ভয়ং গুরুগৌরবেণ তদস্তিকং স্বয়মাগতবানস্মীতি ভয়সঙ্কোপনঞ্চ ব্যজ্যতে ।
তদিদং রাজনীতিনৈপুণ্যাদিতি চ রাজপদেন ॥ ২ ॥

বজ্রানুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্তর কিস্তি জ্ঞান-দৃষ্টি-সম্পন্ন, তাহা হইলেও,
এক্ষণে ধর্ম ও প্রজ্ঞা উভয়ের লোপহেতু মোহাভিভূত, তিনি ভাবিলেন আমার
পুত্র দুর্ঘ্যোধন যদি কোন সময় পাণ্ডবগণকে তাহাদের রাজ্য দিয়া ফেলে,
এই মনে করিয়া বিষণ্ণচিত্ত হইলেন । ধার্মিক প্রবর সঞ্জয় সেইভাব বুঝিতে
পারিয়া, মহারাজ ! আপনার পুত্র কখনই তাহাদিগকে রাজ্য দিবে না,
এইরূপে সন্তোষ বিধান করত বলিলেন—দৃষ্ট্বা ইত্যাদি বাক্য । পাণ্ডবদের সৈন্য
ব্যূহরচনাযোগে অবস্থিত, ধনুর্বিজ্ঞার অধ্যাপক দ্রোণের নিকট নিজেই যাইয়া,
রাজা—রাজনীতি বিশারদ দুর্ঘ্যোধন, বচন অর্থাৎ অল্প কথায় ও গম্ভীর ভাবপূর্ণ-
ভাবে সংক্রান্ত বাক্য বিশেষ বলিলেন । এখানে রাজা দুর্ঘ্যোধনের নিজে আচার্য্য
সমীপে গমন-দ্বারা বুঝাইতেছে যে, পাণ্ডব-সৈন্যগণের প্রভাবদর্শন-হেতু অন্তরে
তাহার ভয় সঞ্চার হইয়াছে ; অথচ গুরুর প্রতি মর্যাদা দেখাইবার জন্য তাঁহার
নিকট নিজেই আসিয়াছি, এই ছলে ভয় সঙ্কোপনও করা হইয়াছে । ইহাতে
রাজনীতি-নিপুণতার বলে ‘রাজা’ এই পদদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত
হইতেছে ॥ ২ ॥

অনুব্রূষণ—ধৃতরাষ্ট্র যদিও জন্মান্তর ছিলেন, তথাপি তাহার জ্ঞানের অভাব
ছিল না কিস্তি বর্তমানে মোহান্তর হওয়ায় ধর্ম এবং জ্ঞান উভয়ই লোপ হইয়া-
ছিল । তিনি এই ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন যে, তাহার পুত্রগণ যদি কোন
কারণে পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিয়া বসে । ধর্মিষ্ঠ বুদ্ধিমান সঞ্জয়
ধৃতরাষ্ট্রের এই ভাব অবগত হইয়াই তাহার সন্তোষ বিধানার্থ দুর্ঘ্যোধন যে
কখনও বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে রাজ্য অর্পণ করিবে না, তাহা প্রকাশ করিবার
বাসনায় দুর্ঘ্যোধনের ব্যবহার বর্ণন করিতে লাগিলেন । যদিও সঞ্জয় জানিতেন
যে, যুদ্ধের ফল ধৃতরাষ্ট্রের মনোবাসনার অমূল্য হইবে না, তথাপি তাহা প্রকাশ
না করিয়া বলিলেন যে, রাজা দুর্ঘ্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে ব্যূহাকারে যুদ্ধার্থ
দণ্ডায়মান দেখিয়া, দ্রোণাচার্য্যের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ।

দুর্যোধন—ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারীর গর্ভজাত শত পুত্রের মধ্যে ইনি সর্ব জ্যেষ্ঠ (ভাঃ ৯।২২।২৬) । কথিত আছে—ইনি জন্মগ্রহণ করিলে নানা-প্রকার অমঙ্গলসূচক দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা ইহা কর্তৃক ভবিষ্যতে কুরুকুল ধ্বংস হইবে বলিয়াও আশঙ্কা করিয়াছিলেন । মহাভারতে পাওয়া যায়, দুৰ্ম্মতি দুর্যোধন কলির অংশে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি অত্যন্ত পাপাশয়, ক্রুর ও কুরুকুলের কলঙ্ক স্বরূপ ।

সঞ্জয়—গবলগণ-নন্দন সূত সঞ্জয় শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্মিক ও উদার চরিত রাজামাত্য ছিলেন । রাজা যুধিষ্ঠিরও ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—“ইনি হিতভাষী শাস্ত-স্বভাব, সন্তোষময় ও প্রণয়াম্পদ । বুদ্ধি সর্বদা অবিচলিত ও কাহারও কোন দুর্ব্যবহারে উত্তেজিত হন না । ইহার বাক্য সর্বদা ধর্ম্মসঙ্গত এবং সহৃদয়তাপূর্ণ । ইনি দ্বিতীয় বিদুর স্বরূপ ও অর্জুনের প্রিয়তম সখা ।”

শ্রীবাসদেবের রূপায় সঞ্জয় দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া অবাধে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সন্দর্শনপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাহা যথাযথ বর্ণন করিয়াছিলেন ।

দ্রোণাচার্য্য—পাণ্ডব ও কৌরবদিগের অস্ত্র শিক্ষার গুরু । মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র । ইনি একটা দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, দ্রোণ নাম প্রাপ্ত হন । ইনি শস্ত্র-বিদ্যায় যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রেও সেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন । পরশুরামকে প্রসন্ন করিয়া ইনি তাহার নিকট যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও সবহস্ত ধনুর্বেদ লাভ করেন । পাঞ্চাল রাজ ক্রপদ কর্তৃক অবমানিত হইয়া, ইনি হস্তিনাপুরে আগমন করিলে, ভীষ্ম-কর্তৃক কৌরব ও পাণ্ডবগণের আচার্য্য পদে বৃত্ত হন । অর্জুন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন । রাজা দুর্যোধনের নির্বন্ধাতিশয্যে কৌরব পক্ষে সেনাপতি-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

পশ্যেতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুন্ম ।

ব্যুঢ়াং ক্রপদপুত্রেন তব শিষ্যেন ধীমতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়—আচার্য্য ! তব ধীমতা শিষ্যেন ক্রপদপুত্রেন (আপনার ধীমান্ শিষ্য ক্রপদ-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্তৃক) ব্যুঢ়াং (বাহরচনা দ্বারা স্থাপিত) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডবদিগের) এতাম্ মহতীং চমুন্ম (এই বিশাল সৈন্যগণকে) পশু (অবলোকন করুন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে আচার্য্য! আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদতনয়কর্তৃক ব্যূহরচনা-দ্বারা স্থাপিত পাণ্ডবদিগের এই বিশাল সৈন্যবলকে অবলোকন করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আচার্য্য! পাণ্ডবগণের মহতী সেনা নিরীক্ষণ করুন; তাহারা আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ব্যূহরচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—তত্তাদৃশং বচনমাহ,—পশ্চৈতামিত্যাদিনা। প্রিয়শিষ্যেষু যুধিষ্ঠিরাদিষু স্নেহাতিশয়াদাচার্য্যো ন যুদ্ধোদিতি বিভাব্য তৎকোপোৎপাদনায় তস্মিংস্তদবজ্ঞাং ব্যঞ্জয়ন্মাহ,—এতামিতি। এতামতিসন্নিহিতাং প্রাগলভ্য-নাচার্য্যামতিশূরঞ্চ ত্র্যমবিগণয়া স্থিতাং দৃষ্ট্বা তদবজ্ঞাং প্রতীহীতি; ব্যাঢ়াং ব্যূহরচনয়া স্থাপিতাম্ দ্রুপদপুত্রেনেতি ত্রৈবৈরিণা দ্রুপদেন তদ্বধায় ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পুত্রো যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডাৎপাদিতোহস্তীতি; তব শিষ্যেনেতি ত্বং স্বশত্রুং জানন্নপি ধনুর্বিজ্ঞামধ্যাপিতবানসীতি তব মন্দধীত্বম্; ধীমতেতি শত্রোস্তুত্বদ্বধোপায়ো গৃহীত ইতি তস্য সূধীত্বম্। তদপেক্ষ্যকারিতৈবাস্মাকমনর্থহেতুরিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই প্রকার সেই বাক্যের পরিচয় দিতেছেন, ‘পশ্চৈতাম্’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। চমূর এই ‘এতাম্’ এই বিশেষণটির অভিপ্রায় ‘প্রিয় শিষ্য যুধিষ্ঠিরাদির উপর স্নেহাতিশয়বশতঃ হয়তো আচার্য্য যুদ্ধ না করিতে পারেন এই ভাবিয়া, যাহাতে তাঁহার ক্রোধোদয় হয়, সেইজন্ত তাঁহার প্রতি পাণ্ডবদের অবজ্ঞা-বোধন, ইহা অভিব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, ‘এতাম্’ অতি নিকটবর্ত্তিনী, অর্থাৎ ঐক্যতাবশতঃ ‘আপনি আচার্য্য এবং মহাপরাক্রমশালী’ ইহা গ্রাহ না করিয়া, পাণ্ডব চমূ রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহাদের আপনার উপর অবজ্ঞা বুকুন। ব্যাঢ়া অর্থাৎ ব্যূহরচনা-দ্বারা সন্নিবেশিত। ‘দ্রুপদ-পুত্রেন’ দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক, এই কথাটি বলিবার অভিপ্রায়—আপনার শত্রু দ্রুপদ রাজা (আপনার নিকট পরাজিত হইয়া) আপনার বধের জন্ত যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে তাহার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন উৎপাদিত হইয়াছে, ইহা স্মরণ করান। সে আবার আপনার শিষ্য, আপনি এমনই মন্দ বুদ্ধি, সরল মতি যে, সে আপনার শত্রু জানিয়াও তাহাকে ধনুর্বিজ্ঞা শিখাইয়াছেন। ধীমতা অর্থাৎ সে বুদ্ধিমান চতুর, যেহেতু আপনি তাহার শত্রু, সেই আপনার

নিকট হইতেই সেই বখোপায় সে শিখিয়াছে। ইহার অভিপ্রায়—এসব বিষয়ে আপনার উপেক্ষা করাই আমাদের অনর্থের কারণ ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—দুর্যোধন রাজনীতি বিশারদ ছিলেন। রাজনীতিতে কূটনীতি সর্বদাই থাকে। যদিও পাণ্ডব-মৈত্র্য-দর্শনে দুর্যোধনের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু তাহা সংগোপন পূর্বক গুরুভক্তির ছল দেখাইয়া সেনাপতি-পদে বৃত গুরু দ্রোণাচার্যের নিকটে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াই, নয়টী শ্লোকে বক্ষ্যমাণ বাক্য সমূহ বলিলেন।

প্রথমেই, দ্রোণাচার্য পাছে পাণ্ডবগণকে দেখিয়া স্নেহাপ্লুত হইয়া সমর পরিত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় পাণ্ডবদিগের গুরুর প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পূর্বক, যাহাতে দ্রোণাচার্যের পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পায়, সেইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন। এবং নিজেকে গুরু-ভক্ত সাজাইয়া, হে আচার্য! হে গুরুদেব! ইত্যাকার সম্বোধনে নিজের বিনয় প্রদর্শন পূর্বক রূপা প্রার্থনার ভাব দেখাইয়া, পাণ্ডবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুর বিপক্ষে কিরূপ মৈত্র্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা অবলোকন করুন। এবং আপনার চিরশত্রু ক্রপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টকৃষ্ণ যিনি আপনারই বধের নিমিত্ত যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, যাহাকে আপনি স্বয়ং অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছেন, তিনি আজ আপনার প্রদত্ত শিক্ষা-প্রভাবে ব্যূহ রচনা করিয়া আপনার বিপক্ষে দণ্ডায়মান। এই সকল বাক্যে দ্রোণাচার্যের ক্রোধের উদ্রেক করাইয়া, অতি শীঘ্র সমরে প্রবর্তিত করানই দুর্যোধনের গুরু-ভক্তির নিদর্শন। একদিকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াও গুরুর মন্দ-বুদ্ধির প্রকাশ পূর্বক ক্রপদ রাজপুত্রের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন।

যদিও পাণ্ডবগণ চিরদিন আপনার স্নেহের পাত্র তথাপি কিন্তু আজ সেই স্নেহ আপনার পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কারণ তাহারা আপনাকে গুরু বলিয়া ক্রক্ষেপ না করিয়াই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে দণ্ডায়মান। যদিও আপনি আমাদের সকলের গুরু তথাপি পাণ্ডবদের প্রতি আপনার স্নেহ দেখিলে, আপনাকে পাণ্ডবদের গুরুও বলা যায়।

ধর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও দুর্মতি দুর্যোধনের মনের কোন পরিবর্তন হওয়া দূরে থাকুক, স্বীয় অন্তরস্থ পাপপূর্ণ অভিসন্ধি বজায় রাখিয়াই, ছলে ও কৌশলে গুরুদেবকে পর্যাস্ত কটুক্তি-দ্বারা ব্যথিত করিলেন। সূতরাং ধৃতরাষ্ট্রের

এ আশঙ্কা নিরর্থক যে, দুৰ্য্যোধন স্থান-মাহাত্ম্যে ধার্মিক হইয়া, পাণ্ডবদিগের প্রাপ্য-রাজ্য তাহাদিগকে বিনা যুদ্ধে অর্পণ করিবে। সঞ্জয় সৰ্ব্বাগ্রে এই বৃত্তান্তের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের দুৰ্য্যোধন-সম্বন্ধে যে আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা নিরাকরণ করিলেন ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেশ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।
 যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥
 ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥
 যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমোজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 সৌভদ্রো দ্রোপদেয়াশ্চ সৰ্ব্ব এব মহারথঃ ॥ ৪-৬ ॥

অন্বয়—অত্র (এই সেনাগণের মধ্যে) যুধি (যুদ্ধে) মহেশ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধারী) ভীমার্জুনসমাঃ (ভীম ও অর্জুনের তুল্য) শূরাঃ (বীর সকল) (সন্তি) (যথা) যুযুধানঃ (সাত্যকি) বিরাটঃ চ (বিরাটরাজ) মহারথঃ দ্রুপদঃ চ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই সেনানিচয়ের মধ্যে মহাধনুর্ধারী ভীম ও অর্জুন এবং তাঁহাদের সমকক্ষ বীর সকল উপস্থিত আছেন যথা সাত্যকি, বিরাটরাজ ও মহারথ দ্রুপদ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—(অত্র যুধি) ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীৰ্য্যবান্ কাশিরাজঃ চ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ শৈব্য চ, বিক্রান্তঃ (পরাক্রান্ত) যুধামন্যুঃ চ, বীৰ্য্যবান্ উত্তমোজাঃ চ, সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু) দ্রোপদেয়াঃ চ, (দ্রোপদীর পুত্র প্রতিবিদ্যাদি) সৰ্ব্বে এব (সকলেই) মহারথঃ (মহারথ) (সন্তি—আছেন) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীৰ্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীৰ্য্যবান্ উত্তমোজা, সূতদ্রা-তনয় অভিমন্যু এবং দ্রোপদীর পুত্রগণ সকলেই মহারথ এই যুদ্ধে বিদ্যমান আছেন ॥ ৫-৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই সেনানিচয়ের মধ্যে মহেশ্বাস ভীমার্জুন ও তৎসমকক্ষ বীরসকল উপস্থিত ;—যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীৰ্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ

শৈব্য, বলবান্ যুধামন্যু, বীর উত্তমোজা, হুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপুত্র, ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬ ॥

শ্রীবলদেব—নম্বেকেন ধৃষ্টদ্যুয়ানাধিষ্ঠিতান্নিকা সেনান্যদীয়েনৈকেনৈব হুজেন্না স্তাদতস্বং মা ত্রাসীরিতি চেৎ তত্রাহ,—অত্রৈতি । অত্র চব্বাং মহাস্তঃ শক্রতিশ্ছেতুমশক্যা ইদ্যাসাশ্চাপা যেষাং তে । যুদ্ধকৌশলমাশঙ্ক্যাহ,—ভীমেতি । যুযুধানঃ সাত্যকিঃ মহারথ ইতি যুযুধানাদীনাং ত্রয়াণাং বিশেষণম্ । ধৃষ্টেতি । বীৰ্য্যবানিতি ধৃষ্টকেশাদীনাং ত্রয়াণাম্ ; নরপুঙ্গব ইতি পুরুজিদাদীনাং ত্রয়াণাম্ । যুধেতি । বিক্রান্ত ইতি যুধামন্যোঃ ; বীৰ্য্যবানিত্যন্তমৌজসশ্চেতি বিশেষণম্ । সৌভদ্রোহভিমন্যুঃ ; দ্রৌপদেয়া যুধিষ্ঠিরাদিত্যঃ পঞ্চভ্যঃ ক্রমাৎ দ্রৌপত্যাং জাতাঃ প্রতিবিদ্ধশ্রতসেনশ্রতকীৰ্ত্তিশতানীকশ্রতকর্ণাখ্যাঃ পঞ্চপুত্রাঃ ; চ-শব্দাদন্তে চ ষটোৎকচাদয়ঃ । পাণ্ডবাস্ততিখ্যাতত্বাৎ ন গণিতাঃ । যে এতে সপ্তদশ গণিতা, যে চান্তে তৎপক্ষীয়ান্তে সর্বের মহারথা এব । অতিরথস্তাপ্য-পলক্ষণমেতৎ, তল্লক্ষণকোক্তম্,—“একাদশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্ত ধম্বিনাম্ । শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ । অমিতান্ যোধয়েদ্যস্ত সংপ্রোক্তোহতি-রথস্ত সঃ । রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্মুনোহর্জরথঃ স্মৃত ॥” ইতি ॥ ৪-৬ ॥

বজ্রানুবাদ—যদি বল এক ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক পরিচালিত অল্পমাত্র সেনা, আমাদের যে কোন বীর তাহা অনায়াসে জয় করিবে অতএব ভয় করিও না ইহাতে বলিতেছেন—অত্রৈত্যাди বাক্য । এই সেনা মধ্যে মহেষ্টাস বীর অর্থাৎ যাহাদের ‘ইদ্যাস’ অর্থাৎ ধনুঃ আমাদের ছেদনের অযোগ্য । শুধু তাহাই নহে, ‘ভীমাজ্জুনসমাঃ’ ইহাদের যুদ্ধ কৌশলে বিশেষরূপে অভিজ্ঞতা । যুযুধান—সাত্যকি । মহারথ বিশেষণটি যুযুধান, বিরাট ও দ্রুপদ তিনটিরই বিশেষণ । বীৰ্য্যবান্—বীরত্বশালী এই বিশেষণটি ধৃষ্টকেশু, চেকিতান ও কাশিরাজ এই তিনেরই পক্ষে । নরপুঙ্গবঃ—নরশ্রেষ্ঠ, ইহা পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্যের বিশেষণ । বিক্রান্ত—বিক্রমশালী যুধামন্যুর বিশেষণ । বীৰ্য্যবান্ উৎসাহশালী ইহা উত্তমোজসের বিশেষণ । সৌভদ্র—হুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়—দ্রৌপদী-গর্ভজাত যথাক্রমে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে পাঁচ পুত্র, প্রতিবিদ্ধ, শ্রতসেন, শ্রতকীৰ্ত্তি, শতানীক, শ্রতবর্মা । চ শব্দে অত্র ষটোৎকচ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য । পাণ্ডবগণ অতি প্রসিদ্ধ এজন্ত তাহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই । তবে যে এই সতরটি বীরের উল্লেখ করা হইল এবং সেই পাণ্ডবপক্ষীয় অত্র

বীরসমূহ তাহারা সকলেই মহারথী, কেহ কেহ অতি রথী আছেন তাহারাও ইহাদের মধ্যে ধৰ্ত্তব্য। মহারথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথের লক্ষণ কথিত আছে—যিনি অধিনায়ক হইয়া এগার হাজার ধনুর্ধর বীরকে যুদ্ধে পরিচালনা করেন এবং স্বয়ং অস্ত্র-শাস্ত্রে প্রবীণ তাঁহাকে মহারথ মনে করা হয়। আর যিনি অসংখ্য যোদ্ধার অধিনায়ক তাঁহাকে অতিরথ বলা হইয়াছে, যিনি রথী হইয়া একের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি অর্দ্ধরথ ॥ ৪-৬ ॥

অশুভুষণ—এই যুদ্ধক্ষেত্রে কেবলমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই যে পাণ্ডবগণের ব্যূহ রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, ভীম, অর্জুন ব্যতীতও তাঁহাদের তুল্য অনেক মহাধনুর্ধারী বীর আছেন। ইহা বুঝাইবার জন্য দুর্যোধন এক একটী বিশেষণের দ্বারা নাম নির্দেশপূর্বক তাহাদের সমর-দক্ষতা ও বলবীৰ্য্যাদির কথা বুঝাইয়া, তাহারা যে সকলেই মহারথী তাহা বলিতেছেন এবং দ্রোণাচার্য্য যাহাতে শত্রুপক্ষের বলকে উপেক্ষা না করেন, তজ্জন্ত তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন এবং সপ্তদশ বীরের পরিচয় করাইলেন।

যুযুধান—বীর সাত্যকি নামে বিখ্যাত। ইনি শ্রীকৃষ্ণের সারথী ছিলেন ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন। পারিজাত-হরণকালেও ইনি যুদ্ধার্থ স্বর্গে গিয়াছিলেন ও বিজয়ী হইয়াছিলেন।

বিরাটরাজ—পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট-রাজ্যভবনে ছদ্মবেশে এক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যুদ্ধাদি দ্বারা রাজার অনেক উপকার করিয়াছিলেন। পরে উহাদের পরিচয় জ্ঞাত হইলে, অর্জুন পত্নী স্নভদ্রার পুত্র অভিমন্যুর সহিত উক্ত রাজকন্যা উত্তরার বিবাহ হয়। সেই সূত্রে বিরাটরাজ এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণের পক্ষ আশ্রয় করেন।

দ্রুপদ—পাঞ্চাল পতি। ইনি মহারথ ছিলেন। এই দ্রুপদই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পিতা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের জন্য পুত্রকামী হইয়া একটী যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে বর্ষ ও অস্ত্রধারী এক দেবকুমার আবির্ভূত হন। তখন আকাশ বাণী হইল যে, এই দ্রুপদ-নন্দনই দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবেন। এই দ্রুপদ-নন্দনের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। মহর্ষি দ্রোণাচার্য্য ইহাকে স্বীয় প্রাণনাশক জানিয়াও, নিজ মহত্ব গুণে যত্ন সহকারে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন ও অবশেষে এই শিষ্যের হস্তেই নিহত হন।

দ্রোপদী—ক্রপদ কর্তৃক অস্থিতি সেই যজ্ঞানল হইতে অলৌকিক রূপ-সম্পন্ন এক কন্তারও আবির্ভাব হয়। ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞ-সম্বৃত্তা কুমারীর নাম কৃষ্ণা (দ্রোপদী) রাখিয়াছিলেন। পাণ্ডবদিগের সঙ্গে ইহার বিবাহ হয় এবং দ্রোপদীর গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্মে। যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিদ্যা, ভীমের ঔরসে নৃতসোম, অর্জুনের ঔরসে শ্রতকর্মা, নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে শ্রতসেন জন্মলাভ করে। ইহারা অর্জুনের অস্ত্র শিষ্য ছিলেন।

যে বীর একাকী দশ হাজার ধনুর্দ্ধারীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও শস্ত্র-শাস্ত্রে প্রবীণ, তিনিই ‘মহারথ’ নামে খ্যাত।

যে বীর একাকী অসংখ্য সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি ‘অতিরথ’।

যে বীর একজনের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাকে রথী বলে, তদপেক্ষা কম হইলে ‘অর্দ্ধরথী’ বলা হয় ॥ ৪-৬ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।

নায়কা মম সৈন্তস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

অর্থ—দ্বিজোত্তম! (হে দ্বিজবর) অস্মাকম্ (আমাদের মধ্যে-) তু যে বিশিষ্টাঃ (পরম উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণ) মম সৈন্তস্য নায়কাঃ (আমার সৈন্তগণের নেতাসমূহ) তান্ (তাহাদিগকে) নিবোধ (বুঝুন) তে সংজ্ঞার্থম্ (আপনার সম্যক্ অবগতির জন্ত) তান্ ব্রবীমি (তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের মধ্যেও যে সকল পরম উৎকৃষ্ট আমার সৈন্তের নেতা, তাহাদিগকেও অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্ত তাহাদিগের নাম বলিতেছি ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে গুরো! আমাদের যে সমস্ত সেনানায়ক আছেন, আপনার জ্ঞানার্থ তাহাদের নাম কীর্তন করিতেছি ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—তর্হি কিং পাণ্ডবসৈন্তাষ্টীতোহসীত্যাচার্য্যভাবং সম্ভাব্যাস্তর্জা-তামপিভীতিমাচ্ছাদয়ন্ ধাষ্টে'নাহ,—অস্মাকমিতি। অস্মাকং সর্বেষাং মধ্যে যে বিশিষ্টাঃ পরমোৎকৃষ্টা বুদ্ধাদিবলশালিনো নায়কা নেতারাঃ, তান্ সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থং ব্রবীমীতি। পাণ্ডবপ্রেম্ণা স্বং চেম্মো যোৎসুসে, তদাপি ভীষ্মাদিভির্মদ্বিজয়ঃ সেৎসুতোবেতি তৎকোপোৎপাদনং দ্বোত্যম্ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘তবে কি পাণ্ডব সৈন্ত হইতে ভীত হইয়াছেন’ আচার্য্য দ্রোণের এই মনোভাব কল্পনা করিয়া, অন্তরে জন্মাইলেও ভয়কে ঢাকিয়া ধৃষ্টতা-সহকারে

বলিতেছে—অস্মাকমিত্যাদি বাক্যে । আমাদের সকলের মধ্যে ধাহারা বুদ্ধিতে, বলেতে সর্বোৎকৃষ্ট সেনানায়ক, তাঁহাদিগকে সম্যকভাবে জানিবার জন্য উল্লেখ করিতেছি । যদি পাণ্ডবদের উপর স্নেহবশতঃ আপনি যুদ্ধ নাই করেন, তাহা হইলেও ভীষ্ম প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধে জয় আমাদের সম্পন্ন হইবেই, ইহা আচার্য্যের ক্রোধোদ্বীপনের জন্য কথিত হইল ; ইহা স্মরণীয় ॥ ৭ ॥

অনুব্রূষণ—পাণ্ডবগণের সৈন্য-বল অপরিমিত প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া, দুৰ্য্যোধন ভাবিলেন যে, গুরুদেব হয়তো আমার এই বর্ণনা শ্রবণে, আমাকে ভীত মনে করিতে পারেন । এইরূপ কল্পনা করিয়া, ধৃষ্টতাসহকারে নিজের অন্তরস্থ ভয় গোপন করিয়া, স্বপক্ষীয় সমর-কুশল প্রধান প্রধান বীরগণের নামোলেখ করিতে গিয়া বলিলেন যে, আমাদের মধ্যেও বিদ্যা, বল, বুদ্ধি প্রভৃতিতে সর্বশ্রেষ্ঠ অসংখ্য সেনানায়ক আছেন ।

ইঙ্গিতে ইহাও জানাইলেন যে, আপনি যদি পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহবশতঃ যুদ্ধ নাই করেন, তাহা হইলেও ভীষ্মাদি-প্রমুখ ক্ষত্রিয়-প্রবর মহাশূর যে সকল আমাদের পক্ষে আছেন, তাঁহারা সেনাপতিরূপে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমাদের জয় করাইবেনই, ইহা স্মরণীয় । ইত্যাদি বাক্য দ্রোণাচার্য্যের ক্রোধ উৎপাদনের জন্য এবং দ্বিজোত্তম সম্বোধনটীও এস্থলে এক দিকে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠের প্রতিশ্রুতি কখনও অগ্রথা হইবে না বলিয়া, প্রোৎসাহিত করিতেছেন । অপর দিকে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম-যুদ্ধাদি-কার্য্যে আপনি অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে কি করিবেন, ইহাও সন্দেহের বিষয় ; বলিয়া, দুৰ্য্যোধন নিন্দা ও প্রশংসার দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে প্রোৎসাহিত ও বিপক্ষের প্রতি ক্রোধান্বিত করিবার যত্ন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদন্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮॥

অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বৈ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥

অর্থ—ভবান্ (দ্রোণ) ভীষ্মঃ চ, কর্ণঃ চ, সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরবিজয়ী)
কৃপঃ চ (কৃপাচার্য্য), অশ্বখামা (দ্রোণপুত্র), বিকর্ণঃ চ, (বিকর্ণ) সৌমদন্তিঃ
(ভুরিশ্রবা), জয়দ্রথঃ (সিন্ধুরাজ) ॥৮॥

অনুবাদ—আপনি স্বয়ং দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সোমদত্তস্বত ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরগণ আমার পক্ষে আছেন ॥৮॥

অর্থ—মদর্থে (আমার নিমিত্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ (প্রাণত্যাগে সংকল্পবদ্ধ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন) সর্বে (সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধে নিপুণ) অগ্রে (পূর্বকথিত ভিন্ন) চ বহবঃ (আরও অনেক) শূরাঃ (বীরসকল) সন্তি (আছেন) ॥৯॥

অনুবাদ—আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে কৃতনিশ্চয়, বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র-সমন্বিত সকলে যুদ্ধে নিপুণ আরও অনেক বীর আছেন ॥৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—রণবিজয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বখামা, বিকর্ণ ও সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা এবং এতদ্ব্যতীত বিবিধ-অস্ত্রশস্ত্র-সম্পন্ন অগ্ৰাণু বহুতর যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষ আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে উদ্যত আছেন ॥৮-৯॥

শ্রীবলদেব—তানাহ,—ভবানিতি । ভবান্ দ্রোণঃ, বিকর্ণো মদ্রাতা কনিষ্ঠঃ, সোমদত্তিভূ'রিশ্রবাঃ, সমিতিজয়ঃ সংগ্রামবিজয়ীতি দ্রোণাদীনাং সপ্তানাং বিশেষণম্ । নহেতাবস্ত এব মৎসৈন্তে বিশিষ্টাঃ, কিন্তুসংখ্যেয়াঃ সন্তীত্যাহ,—অগ্রে চেতি । বহবো জয়দ্রথকৃতবর্ষ্ম-শল্যপ্রভৃতয়ঃ । ত্যক্তেত্যাди কৰ্ম্মণি নিষ্ঠা,—জীবিতানি ত্যক্তুং কৃতনিশ্চয়া ইত্যর্থঃ । ইথঞ্চ তেষাং সর্বেষাং ময়ি স্নেহাতিরেকাৎ শৌর্যাতিরেকাদ্যুদ্ধপাণ্ডিত্যাচ্চ মদবিজয়ঃ সিদ্ধোদেবেতি ত্রোত্যতে ॥৮-৯॥

বঙ্গানুবাদ—তঁাহাদের নাম উল্লেখ করিতেছেন—আপনি দ্রোণ, আমার কনিষ্ঠভ্রাতা বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা সংগ্রাম-বিজয়ী এই বিশেষণটি দ্রোণ প্রভৃতি সাতটিরই সহিত অমুঘঞ্জনীয়া কেবল এই কয়টিই আমার সৈন্তে বিশিষ্ট নহেন, কিন্তু অসংখ্যই অনেক আছেন । এই কথাটি ‘অগ্রে চ’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন—অগ্র বহু যথা জয়দ্রথ, কৃতবর্ষ্মা, শল্য প্রভৃতি ‘ত্যক্তজীবিতাঃ’—ইহাতে ত্যক্ত পদটি ত্যজ্ ধাতুর কৰ্ম্মবাচ্যে ক্ত অর্থাৎ জীবন ত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প এই তাৎপর্য্য । এই প্রকার তঁাহাদের সকলের আমার উপর প্রেমাতিশয়, বিলক্ষণ শৌর্য্য ও যুদ্ধপাণ্ডিত্য থাকায়, যুদ্ধে আমার জয় হইবেই ইহা জ্যোতিত হইতেছে ॥৮-৯॥

অনুভূষণ—নিজ পক্ষীয় বীর গণের নামোল্লেখ করিতে গিয়া সূচতুর হৃষ্যোদন সর্কাগ্রে জোণাচার্যের নাম করিলেন। এবং কনিষ্ঠ সহোদর বিকর্ণ ও সোমদন্তের পুত্র ভূরিশ্রবার নামের পূর্বেই গুরুপুত্র অশ্বখামার নামও বর্ণন করিয়া আচার্যের প্রীতি-বিধানের চেষ্টা করিলেন। সকলেই সংগ্রাম-বিজয়ী বীর বলিয়াও, শুধু যে, এই কয়েকটি আমার পক্ষে বীর আছেন, তাহা নহে, আরও অসংখ্য নানাশস্ত্র-সম্পন্ন, যুদ্ধ-বিশারদ বীর আমাদের জন্য প্রেমাতিশয়াহেতু প্রাণ পরিত্যাগে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধে আমাদের জয় অবশ্যজ্ঞাবী ॥৮-২॥

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।

পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥

অর্থ—ভীষ্ম-অভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মদ্বারা সতর্কভাবে রক্ষিত) অস্মাকম্ (আমাদের) তদ্ বলম্ (তাদৃশ সৈন্যবল) অপর্যাপ্তম্ (অপ্রচুর) ভীষ্ম-অভিরক্ষিতম্ (ভীষ্ম-কর্তৃক অভিরক্ষিত) এতেষাম্ (এই পাণ্ডবদিগের) ইদম্ বলম্ (এই সৈন্য-বল) তু (কিন্তু) পর্যাপ্তম্ (প্রচুর) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ভীষ্ম-কর্তৃক অভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈন্যবল অপর্যাপ্ত, ভীষ্ম-কর্তৃক পরিরক্ষিত পাণ্ডবদিগের সৈন্যবল কিন্তু পর্যাপ্ত ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভীষ্মকর্তৃক পরিরক্ষিত আমাদিগের দলবল—অপরিমিত, কিন্তু ভীষ্মসেনরক্ষিত পাণ্ডবসেনা—পরিমিত ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—নম্বেবমুভয়োঃ সৈন্যয়োস্তৌল্যাং তবৈব বিজয়ঃ কথমিত্যাশঙ্ক্য স্বসৈন্যস্বাধিক্যমাহ,—অপর্যাপ্তমিতি । অপর্যাপ্তমপরিমিতমস্মাকং বলম্ ; তত্রাপি ভীষ্মেণ মহাবুদ্ধিমতাতিরথেনাভিরক্ষিতম্ । এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং তু পর্যাপ্তং পরিমিতম্ ; তত্রাপি ভীষ্মেন তুচ্ছবুদ্ধিনাঙ্করথেনাভিরক্ষিতমতঃ সিদ্ধবিজয়োহহম্ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ—আশঙ্কা হইতে পারে উভয় পক্ষেরই সৈন্য যখন শৌর্য্যবীর্য্যে সমান, তবে তোমারই জয় অবধারিত কিরূপে ? তাহার সমাধানার্থ বলা হইতেছে, আমার সৈন্য অধিক । তাহা অপর্যাপ্ত ইত্যাদি বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে । আমাদের সৈন্য অপরিমিত অর্থাৎ অগণিত, তাহার উপর মহাবুদ্ধিমান্ অতিরথ ভীষ্মদ্বারা রক্ষিত, আর ইহাদের—অর্থাৎ পাণ্ডবদের তো

সৈন্য পরিমিত—মুষ্টিমেয়, অধিকন্তু ভীমদ্বারা অর্থাৎ যে ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অর্দ্ধরথ তাহার দ্বারা পরিচালিত—সুতরাং আমার বিজয় নিশ্চিত ॥১০॥

অনুভূষণ—উভয় পক্ষেই যখন প্রবল পরাক্রান্ত বীরসমূহ আছেন, তখন কোরব-পক্ষই যে জয়ী হইবেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়তা কোথায়? এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে দুর্যোধন বলিতেছেন যে, তাহাদের সৈন্যের সংখ্যা অপরিমিত ও মহাবুদ্ধিমান অতিরথ ভীষ্ম-কর্তৃক পরিরক্ষিত। আর পাণ্ডবদিগের সৈন্য তো পরিমিত অধিকন্তু তুচ্ছবুদ্ধি অর্দ্ধরথী ভীম কর্তৃক অতিরক্ষিত; সুতরাং আমার জয় নিশ্চিত ॥১০॥

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তুঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥

অন্বয়—ভবন্তুঃ (আপনারা) সর্ব্ব এব হি (সকলেই) সর্ব্বেষু অয়নেষু চ (সকল প্রবেশপথেই) যথাভাগম্ (স্ব-স্ব-বিভাগ-অনুসারে) অবস্থিতাঃ (সন্তুঃ) (অবস্থিত হইয়া) ভীষ্ম এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতে থাকুন) ॥১১॥

অনুবাদ—অতঃপর আপনারা সকলে নিয়মিতরূপে বিভক্ত হইয়া সকল ব্যুহপ্রবেশপথে অবস্থান পূর্ব্বক ভীষ্মকেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥১১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব-স্ব-বিভাগানুসারে ব্যুহদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক ভীষ্মকে রক্ষা করুন ॥১১॥

শ্রীবলদেব—অথৈবং মদুক্তিভাবং বিজ্ঞায়াচার্য্যশ্চেন্দুদাসীত তদা মৎকার্য্য-ক্ষতিরিতি বিভাব্য তস্মিন্ স্বকার্য্যভারমর্পয়ন্নাহ,—অয়নেষিতি । অয়নেষু সৈন্যপ্রবেশবন্তু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং যুদ্ধভূমিমপরিত্যজ্যাবস্থিতা ভবন্তো ভবদাদয়ো ভীষ্মমেবাভিতো রক্ষন্তু যুদ্ধাভিনিবেশাং পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপশ্চন্তং তং যথাত্মো ন বিহন্তাতথা কুর্ব্বন্তিতার্থঃ । সেনাপতো ভীষ্মে নির্ব্বাধে মদবিজয়সিদ্ধিরিতি ভাবঃ । অয়মাশয়ঃ,—ভীষ্মোহস্মাকং পিতামহঃ, ভবাংস্তু গুরুঃ, তো যুবামস্মদেকান্তহিতৈষিণো বিদিতৌ । যাবক্ষসদসি মদন্যায়ং বিদন্তাবপি দ্রোপতা ন্যায়ং পৃষ্ঠৌ নাবোচতাং, ময়া তু পাণ্ডবেষু প্রতীতং স্নেহাভাসং ত্যাজয়িতুং তথা নিবেদিতমিতি ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ—আর যদি এইরূপ আমার উক্তির মর্ম্ম বুঝিয়া আচার্য্য উদাসীন (নিষ্ক্রিয়) থাকেন, তবে আমার কার্য্যের হানি হইবে, এইটি কল্পনা করিয়া,

আচার্যের উপর কার্যভার অর্পণ করতঃ বলিলেন ‘অয়নেষু’ ইত্যাদি বাক্য। অয়নগুলিতে অর্থাৎ সৈন্যগণের যুদ্ধে প্রবেশ-দ্বার সমূহে ভাগানুসারে বিভক্ত নিজ নিজ যুদ্ধভূমি না ছাড়িয়া অবস্থিত আপনারা ভীষ্মকেই পার্শ্ব ও পশ্চাদ উভয় দিকে রক্ষা করুন, কারণ যুদ্ধে একান্তমনঃসংযোগ-হেতু তিনি আসে-পাশে লক্ষ্য করিবেন না, সেই অবস্থায় তাঁহাকে যাহাতে অপর কেহ হত্যা না করে, সেইরূপ করুন—ইহাই উহার তাৎপর্য। মনের ভাব—এই সেনাপতি ভীষ্ম নিরাপদ থাকিলে আমার বিজয় সিদ্ধি হইবে। কথাটি এই,—ভীষ্ম আমাদের পিতামহ, আপনি গুরু এই দুইজনেই আপনারা আমার একান্ত হিতৈষী, ইহা সুবিদিতই আছে। যাহারা দুইজন পাশাক্রৌড়ার সভায় আমার অন্মায় কার্য্য বুঝিয়াও দ্রৌপদীর গ্রায়-প্রশ্নের কোনও উত্তর করেন নাই। আমি কিন্তু পাণ্ডবদের উপর বিজ্ঞাত স্নেহভাস (বাস্তব স্নেহ নহে, লোক-প্রদর্শনার্থ স্নেহ) পরিত্যাগ করাইবার জন্য সেইরূপ নিবেদন করিয়া-ছিলাম ॥১১॥

অনুব্রূষণ—দুর্যোধন আবার ভাবিলেন যে, মদুস্ত সৈন্যবলের কথা শ্রবণ করিয়া, যদি আচার্য্য উদাসীন হন, তাহা হইলে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে। সেইজন্য তিনি আচার্য্য্য দ্রোণ এবং তৎপক্ষীয় যোদ্ধাগণের কর্তব্য নির্দেশপূর্ব্বক বলিলেন যে, আপনারা সকলে যাবতীয় সৈন্য প্রবেশ দ্বারে যথাভাগে অবস্থিত থাকিয়া এবং স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ না করিয়া, ভীষ্মের রক্ষাকার্য্যে ব্রতী থাকুন। পিতামহ ভীষ্মই আমাদের একমাত্র ভরসামূল। তিনি যখন যুদ্ধে রত হইয়া শত্রু সংহার করিতে থাকিবেন, তখন তাহার সম্মুখ ব্যতীত কোন দিকে দৃষ্টি থাকিবে না, এমন কি, আত্মরক্ষায়ও তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে না। সেই সময়ে উহাকে রক্ষা করিতে পারিলে, উহার অন্তর্গত আমাদের বিজয় সিদ্ধি অবশ্যই হইবে। ভীষ্ম আমাদের পিতামহ আর আপনি আমাদের গুরু। আপনাদের গ্রায় হিতৈষী আমাদের আর কে আছেন? পাশাখেলার সভায় আপনারা দুইজনে আমার অন্মায় বুঝিয়াও দ্রৌপদীর গ্রায়-প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই, আমি কিন্তু পাণ্ডবদের উপর স্নেহ পরিত্যাগ করাইবার জন্য সেইরূপ নিবেদন করিয়াছিলাম ॥১১॥

তস্ম সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

সিংহনাদং বিনত্বোচ্চৈঃ শঙ্খাং দম্বো প্রতাপবান্ ॥১২॥

অশ্বয়—প্রতাপবান্ (বিক্রমশালী) কুরুবৃদ্ধঃ (কুরুকুলদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ)
 পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্ত হর্ষম্ (আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ
 (উচ্চৈঃস্বরে) সিংহনাদং বিনত্ব (সিংহের গায় গর্জন করিয়া) শঙ্খং দধ্বৌ (শঙ্খ-
 নাদ করিলেন) ॥১২॥

অনুবাদ—অনন্তর বিক্রমশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের আনন্দ
 উৎপাদনের নিমিত্ত সিংহতুল্য গর্জনপূর্বক উচ্চরবে শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতঃপর প্রবলপ্রতাপ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্যো-
 ধনের হর্ষোৎপাদনের জন্ত উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ-পুরঃসর শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১২॥

শ্রীবলদেব—এবং দুর্যোধনকৃত্যং স্বস্বতিমবধার্য্য সহর্ষৌ ভীষ্মস্তদন্তর্জাতাং
 ভীতিমুৎসাদয়িতুং শঙ্খং দধ্বাবিত্যাহ,—তস্তোতি । সিংহনাদমিত্যুপমানে
 ‘কর্মণি’ চ ইতি পাণিনিমুদ্রান্গমূল্ ; চাৎ কর্তব্যুপমানে ইত্যর্থঃ ; সিংহ ইব
 বিনতেত্যর্থঃ । মুখতঃ কিঞ্চিদন্তু ক্ৰু। শঙ্খনাদমাত্র করণেন জয়পরাজয়ো
 খলীশ্বরাধীনৌ ; তদর্থৈ ক্ষত্রধর্ম্মেণ দেহং ত্যক্ত্যামীতি ব্যজ্যতে ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ—ভীষ্ম দুর্যোধনকৃত এই প্রকার নিজের স্তুতি অবধারণ করিয়া
 হৃষ্ট হইলেন এবং দুর্যোধনের অন্তর্নিগূঢ়ভয় উন্মূলিত করিবার জন্ত শঙ্খ ধ্বনি
 করিলেন । ইহাই ‘তস্ত’ ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে । ‘সিংহনাদম্’
 পদটি সিংহ ইব নদন্ অর্থে ‘উপমানে কর্মণি চ’ এই সূত্রে উপমান কর্ম ও
 চ কারদ্বারা প্রাপ্ত উপমান কর্তৃপদ উপপদ হওয়ায় নদ্ ধাতুর ণমূল্ । ইহার অর্থ
 সিংহের মত শব্দ করিয়া । মুখে কিছু না বলিয়া কেবল শঙ্খধ্বনি করায় সূচিত
 হইতেছে, ‘জয়-পরাজয় ঈশ্বরাধীন, কিন্তু তোমার জন্ত আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে
 যুদ্ধে দেহত্যাগ করিব’ এই ভীষ্মের অভিপ্রায় ॥১২॥

অনুভূষণ—দ্রোণাচার্য্য-সমীপে স্বীয় প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিয়া, বহুজ
 প্রবীণ, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের অন্তরস্থ ভয় অপনোদিত করিবার
 বাসনায় এবং তাহার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত সিংহনাদে শঙ্খধ্বনি করিলেন ।
 উভয় পক্ষ যদিও ভীষ্মের আত্মীয় তথাপি ভীষ্ম বিচার করিলেন যে, আমি
 যখন দুর্যোধনের আশ্রিত ও অন্নভোজী এবং সেনাপতি পদে বৃত্ত হইয়াছি,
 তখন যুদ্ধে উহার সন্তোষ বিধান কাল ও অবস্থানুসারে আমার অবশ্য
 কর্তব্য । যুদ্ধে জয় ও পরাজয় সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন । বিশেষতঃ
 এস্থলে পাণ্ডবেরা গায়-পক্ষ এবং বিবিধ অত্যাচার সহ করিয়াও সন্ধিস্থাপনে

বিফল-মনোরথ হইয়াই, আজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদের সারথী হইয়া সহায়ক হইয়াছেন, স্মৃতরাং জয় পাণ্ডবদিগের হুনিশ্চিত, ইহা ভীষ্মদেব অবগত হইয়াও, বাচনিক কিছু না বলিয়া, ঈশ্বর ইচ্ছায় এবং কর্তব্য-পরায়ণতার বিচারে দুৰ্য্যোধনকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে, সৰ্ব্বাণ্ডে শঙ্খধ্বনি করিয়া, যুদ্ধ-সমারম্ভের সংবাদ ঘোষণা করিলেন। এবং শেষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়-ধৰ্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়া পারলৌকিক শ্রেয়ঃ লাভ করিব, ইহাও মনে মনে স্থির করিলেন ॥১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।

সহসৈবাত্যহন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ ॥১৩॥

অর্থ—ততঃ(তদনন্তর) শঙ্খাঃ (শঙ্খ সকল) চ (ও) ভৈর্যঃ (ভৈরীসকল) চ পণব-আনক-গোমুখাঃ (মাদল, ঢকা, রণশিঙ্গাসমূহ) সহসা এব (সহসাই) অভি-অহন্ত (বাদিত হইল) স শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (প্রচণ্ড হইল) ॥১৩॥

অনুবাদ—অনন্তর শঙ্খ, ভৈরী, মাদল, পটহ, রণশিঙ্গা প্রভৃতি বিবিধ বাতযন্ত্রসমূহ সহসা বাজিয়া উঠিলে তুমুল শব্দ উৎপন্ন হইল ॥১৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শঙ্খ, ভৈরী, পণব অর্থাৎ মাদল এবং আনক অর্থাৎ পটহ ও গোমুখ-নামক বাতযন্ত্রসকল সহসা বাদিত হইলে তুমুল শব্দ উদ্ভূত হইল ॥১৩॥

শ্রীবলদেব—তত ইতি। সেনাপতো ভীষ্মে প্রবৃত্তে তৎসৈন্তে সহসা তৎক্ষণম্বেব শঙ্খাদয়োহত্যহন্ত বাদিতাঃ,—কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। পণবাদয়-স্ত্রয়োবাদিত্র-ভেদাঃ। স শব্দস্তমুল একাকারতয়া মহানাসীৎ ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ—সেনাপতি ভীষ্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেই তাঁহার সৈন্তমধ্যে অকস্মাৎ তখনই শঙ্খ প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। ‘অত্যহন্ত’ পদটি অভি+হন্ +লঙ্ কর্ম্মকর্ত্তবাচ্যে অন্ত প্রত্যয়-দ্বারা নিষ্পন্ন। পণব, আনক ও গোমুখ এই তিনটি বাতবিশেষ। সেই শব্দ তুমুল হইল অর্থাৎ সব শব্দ মিশিয়া একাকারে মহাশব্দে পরিণত হইল ॥১৩॥

অনুব্রূষণ—সেনাপতি ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করিয়া যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা করিলে পর, তাহার সৈন্তগণের মধ্যেও নানাবিধ বাতযন্ত্র বাদিত হইয়া তুমুল শব্দ উত্থিত হইল ॥১৩॥

ততঃ শ্বেতৈহ'রৈযুক্তৈ মহতি শ্রুদনে স্থিতৌ ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শব্দৌ প্রদদ্যতুঃ ॥১৪॥

অন্বয়—ততঃ (তারপর) শ্বেতৈঃ হ্যৈঃ যুক্তৈ (শ্বেতবর্ণ অশ্বযোজিত) মহতি শ্রুদনে (মহারথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ (শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন) দিব্যৌ এব শব্দৌ (দিব্য শব্দদ্বয়) প্রদদ্যতুঃ (বাজাইলেন) ॥১৪॥

অনুবাদ—তারপর শ্বেতাশ্বযোজিত মহারথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন দিব্য শব্দদ্বয় বাদন করিলেন ॥১৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসংযুক্ত পরমোৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া দিব্য শব্দ-ধ্বনি করিলেন ॥১৪॥

শ্রীবলদেব—অথ পাণ্ডবসৈন্তে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ,—তত ইতি । অনেষামপি রথস্থিতত্বে সত্যপি কৃষ্ণার্জুনয়ো রথস্থিতত্বোক্তিস্তদ্রথস্থান্নিদ্ভুতং ত্রৈলোক্যবিজেতৃং মহাপ্রভত্বঞ্চ ব্যজ্যতে ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর পাণ্ডব-সৈন্তের মধ্যে যুদ্ধোৎসব আরম্ভ হইল বলিতেছেন—‘ততঃ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা । আরও সকলে রথে বসিয়া থাকিলেও, কৃষ্ণার্জুনের রথারোহণ উক্তির উদ্দেশ্য অর্জুনের রথ অগ্নি-প্রদত্ত, সূতরাং ত্রিভুবনের জয়কারী ও মহাজ্যোতির্ময়—ইহা প্রকাশ ॥১৪॥

অনুভূষণ—তারপর অর্থাৎ কৌরবগণের বাদ্য ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, পার্থ সারথী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে সমারূঢ় হইয়া দিব্য শব্দ-দ্বয় বাদন করিলেন ।

অর্জুনের রথ—থাণ্ডবদাহনকালে ছতাশনের প্রার্থনায় বরুণদেব অর্জুনকে একটি রমণীয় রথ প্রদান করিয়াছিলেন । ঐ রথ সুবর্ণালঙ্কারে সুশোভিত, উহার উপরিভাগে বৃহৎ কলেবর এক কপি সংস্থাপিত । এইজন্য ইহাকে ‘কপিধ্বজ’ রথ বলে । এই রথের ধ্বনি শুনিলে শত্রুকুল হতচেতন হইয়া পড়ে, ঐ রথ সর্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণ-সমন্বিত, বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত, সর্বরঙ্গে সুশোভিত, ত্রিভুবন-জয়কারী, মহাজ্যোতির্ময় এবং দেব ও দানবের অজেয় ॥১৪॥

পাঞ্চজন্য়ং দ্ব্যীকেশৌ দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রং দ্ব্যৌ মহাশব্দং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্নগোষমণিপুষ্পকৌ ॥

কাশ্যশ্চ পরমেষ্ঠাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৫-১৮॥

অর্থ—হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্ম (পাঞ্চজন্ম নামক শঙ্খ)
ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামক শঙ্খ) ভীমকর্মা (ঘোর
কর্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীমসেন) পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক) মহাশঙ্খং দধৌ (মহাশঙ্খ
বাজাইলেন) ॥১৫॥

অনুবাদ—হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম, অর্জুন দেবদত্ত ও ঘোরকর্মা
ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন ॥১৫॥

অর্থ—কুন্তীপুত্রঃ (কুন্তীনন্দন) রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয়
নামক) নকুলঃ সহদেবঃ চ (নকুল ও সহদেব) স্নগোষমণিপুষ্পকৌ (স্নগোষ ও
মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়) (বাজাইলেন) ॥১৬॥

অনুবাদ—কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক, নকুল স্নগোষ
নামক এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাদন করিলেন ॥১৬॥

অর্থ—পৃথিবীপতে (হে ধরণীনাথ ধৃতরাষ্ট্র !) পরম-ইষ্ঠাসঃ (মহা-
ধনুর্দ্ধারী) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজও) মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী) ধৃষ্টদ্যুম্নঃ
বিরাটশ্চ (ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বিরাট) অপরাজিতঃ (অজিত) সাত্যকিঃ চ (সাত্যকি)
দ্রুপদঃ (দ্রুপদ-রাজ) দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রৌপদীনন্দনগণ) মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ
(মহাবাহু স্নভদ্রাতনয়) সর্বশঃ (সকলে পৃথক্ পৃথক্) শঙ্খান্ দধ্মুঃ (শঙ্খসকল
বাজাইলেন) ॥১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—হে পৃথিবীনাথ ধৃতরাষ্ট্র ! মহাধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ, মহারথ
শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদরাজ ও দ্রৌপদীর
পঞ্চপুত্র এবং স্নভদ্রাতনয় মহাবাহু অভিমত সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাদন
করিলেন ॥১৭-১৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হৃষিকেশ ‘পাঞ্চজন্ম’ শঙ্খ ও অর্জুন ‘দেবদত্ত’ শঙ্খ-
ধ্বনি করিলেন এবং ভীমকর্মা ভীমসেন ‘পৌণ্ড্র’ নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন ;

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ‘অনন্তবিজয়’, নকুল ‘স্বঘোষ’ এবং সহদেব ‘মণিপুষ্পক’ নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন ; উৎকৃষ্ট ধনুর্ধারী কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অপরাজিত বা ধনুশ্চাপদ্বারা শোভিত সাতাকি, এবং হে পৃথ্বীপতে ধৃতরাষ্ট্র ! ঋপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং স্ত্রুতদ্রাপুত্র মহাবাহু অভিমত্যা, ইহারা সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১৫-১৮॥

শ্রীবলদেব—পাঞ্চজন্মমিত্যাदि । পাঞ্চজন্মাদয়ঃ কৃষ্ণাদিশঙ্খানাং নামহ্বয়াঃ । অত্র ‘হৃষীকেশ’ শব্দেন পরমেশ্বরসহায়িত্বম্ । পাঞ্চজন্মাদিশব্দৈঃ প্রসিদ্ধাহ্বয়ানাং নেকদিবাশঙ্খবহ্নম্ । রাজা ভীমকর্মা ধনঞ্জয় ইত্যোভির্যুধিষ্ঠিরাদীনাং রাজ-সুয়যাজিহ্বহিড়িষাদিনিহন্তৃ অদিগ্বিজয়াহ্বতানন্তধনত্বানি চ বাজা পাণ্ডবসেনা-স্বংকর্ষঃ সূচ্যতে । পরসেনাসু তদভাবাদপকর্ষশ্চ । কাশ্য ইতি । কাশ্যঃ কাশিরাজঃ ; পরমেষ্ঠাসঃ মহাধনুর্ধরঃ ; চাপরাজিতো ধনুধা দীপ্তঃ ॥ ঋপদ ইতি । পৃথিবীপতে হে ধৃতরাষ্ট্রেতি তব দুর্মন্ত্রণোদয়ঃ কুলক্ষয়লক্ষণোহনর্থঃ সমাগত ইতি সূচ্যতে ॥১৫-১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—পাঞ্চজন্ম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণাদির শঙ্খের নাম । এখানে প্রযুক্ত ‘হৃষীকেশ’ শব্দটি দ্বারা অর্জুন পরমেশ্বর সহায় এবং পাঞ্চজন্মাদি শব্দদ্বারা অনেক দিবাশঙ্খ পাণ্ডব সৈন্যে ছিল ; ইহা সূচিত হইল । রাজা, ভীমকর্মা, ধনঞ্জয় এই কয়টি পদ দ্বারা যথাক্রমে যুধিষ্ঠিরের রাজসুয়-যজ্ঞকারিত্ব, ভীমের হিড়িম্ব-বধাদি, অর্জুনের দিগ্‌বিজয়ে আহত অনন্তধনবত্তা অভিব্যক্ত করিয়া, পাণ্ডবসেনাতে উৎকর্ষ এবং পরপক্ষের সৈন্যে অপকর্ষ সূচিত হইতেছে । কাশ্য অর্থাৎ কাশিরাজ, পরমেষ্ঠাস—মহাধনুর্ধর । চাপরাজিত অর্থাৎ ধনুকের দ্বারা প্রদীপ্ত । ঋপদ ইত্যাদি বাক্যসু পৃথিবীপতে হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! এই সম্বোধন দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, তোমার দুষ্টমন্ত্রণা-সম্ভূত কুলক্ষয়রূপ অনর্থ উপস্থিত ॥১৫-১৮॥

অনুব্রূষণ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রথমে দুর্ব্যোধনের সৈন্যের বর্ণনা ও ভীষ্মাদিকৃত শঙ্খাদি বাদনের বৃত্তান্ত বর্ণন শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের রথারোহণ ও দিবা শঙ্খ-বাদনের বিষয় অবগত করাইয়া, এক্ষণে পাণ্ডবগণের পক্ষে পাঞ্চজন্ম, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র, অনন্ত বিজয়, স্বঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক বহু প্রসিদ্ধ শঙ্খ আছে জানাইলেন, কোঁরব পক্ষে ঐরূপ প্রসিদ্ধ শঙ্খ একটাও নাই । তিনি ‘হৃষীকেশ’ শব্দ প্রয়োগ-দ্বারা আরও জানাইলেন যে, সর্বেশ্বর প্রেরক অন্তর্যামী নারায়ণ স্বয়ং পাণ্ডবগণের সহায়ক হইয়াছেন, এবং যিনি দিগ্বিজয়ে

সমস্ত রাজ্যবর্গকে পরাজিত করিয়া, ধনরাশি আহরণ করিয়াছেন, তিনি সর্বথা অজেয়। ধনঞ্জয় পদের দ্বারা ইহাও ব্যক্ত করিলেন। হিড়ম্ব-বধাদি-রূপ ভয়ানক কৰ্ম্মকারী “ভীমকৰ্ম্মা” এবং উদ্দীপ্ত-জঠরানলবিশিষ্ট-উদর বলিয়া যিনি বৃকোদর নামে বিখ্যাত। কুন্তীপুত্র, রাজা, যুধিষ্ঠির এই পদত্রয়ের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের মহিমা বর্ণন করিলেন। অর্থাৎ কুন্তীর মহতী তপশ্চায় ধর্ম্মের আরাধনায় যিনি লব্ধ। রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া যিনি ‘রাজা’ উপাধি-প্রাপ্ত, এবং যুদ্ধে স্থির বলিয়া যুধিষ্ঠির নামে পরিচিত, তিনিই উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, আপনার পুত্রগণের জয়ের আশা, ছুরাশা মাত্র বলিয়া মনে হয়, ইহাও ইঙ্গিত করিলেন।

‘হৃষীকেশ’—হৃষীকাণামিন্দ্রিয়াণামীশো হৃষীকেশঃ, ক্ষেত্রজরূপকত্বাৎ পরমাত্মত্বাদ্বা ইন্দ্রিয়ানি যদ্বশে বর্তন্তে স পরমাত্মা।

‘পাঞ্চজন্য’—পঞ্চজন নামে এক অশ্বর তিমিররূপ ধারণপূর্বক সমুদ্রে বাস করিত। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া, তাহার অস্থি-দ্বারা নিষ্মিত শঙ্খ গ্রহণ করেন বলিয়া, উহার নাম পাঞ্চজন্য হইয়াছে। (ভাঃ ১০।৪৫।৪০-৪২ দ্রষ্টব্য)

‘ধনঞ্জয়’—অৰ্জ্জুনের দশটী নামের অন্যতম। সেই দশটী নাম যথা :— (১) সর্বদা নিষ্মল কৰ্ম্ম করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম—অৰ্জ্জুন, (২) হিমালয় পর্বতে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া—ফাল্গুন, (৩) দুর্দ্বৈধ শত্রু জয়কারী বলিয়া—জিষ্ণু, (৪) দেবরাজ ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহার মস্তকে কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া—কিরিটী, (৫) শ্বেতান্ব-যুক্ত-রথে যুদ্ধ করিতেন বলিয়া—শ্বেতবাহন, (৬) যুদ্ধকালে কখনও কোন বীভৎস কার্য্য করেন নাই বলিয়া—বীভৎসু, (৭) যুদ্ধস্থলে বীরগণকে পরাজয় না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না বলিয়া—বিজয়, (৮) কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতৃ-প্রদত্ত নাম—কৃষ্ণ, (৯) দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই ধনু চালনায় সুদক্ষ বলিয়া তাহার নাম—সব্যাসাচী এবং (১০) সমস্ত জনপদ জয় করিয়া ধন সংগ্রহ করেন বলিয়া তাহার নাম—ধনঞ্জয়।

সঞ্জয় অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে স্বপুত্রগণের রাজ্যলাভের আশা বলবতী হইয়াছিল, তাহাও নিরাকরণ মানসে পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাগণের সমর দক্ষতার পরিচয় দিয়া, তাহাদের উৎকর্ষতা জ্ঞাপনমুখে, কৌরব-পক্ষের অপকর্ষতাই প্রদর্শন করিলেন এবং তাহার দুষ্টমন্ত্রণার ফলে যে সমরানল

প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহাতে কুলক্ষয়রূপ মহানর্থ ই সমাগত হইবে, ইহাই ব্যক্ত করিলেন ॥১৫-১৮॥

স যোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ ।

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যানুনাদয়ন্ ॥১৯॥

অর্থ—স তুমুলঃ যোষঃ (সেই তুমুল শব্দ) নভঃ চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভি-অনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্তরাষ্ট্রাণাম্ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের) হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ (হৃদয় বিদীর্ণ করিল) ॥১৯॥

অনুবাদ—সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে আপূরিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের অন্তর বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥১৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই সকল শব্দের তুমুল শব্দ ধরাতল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিতে লাগিল ॥১৯॥

শ্রীবলদেব—স ইতি । পাণ্ডবৈঃ কৃতঃ শঙ্খনাদো ধার্তরাষ্ট্রাণাং ভীষ্মাদীনাং সর্বেষাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ তদ্বিদারণতুলাং পীড়ামজনয়দিত্যর্থঃ । তুমুলোহতি-তীব্রঃ, অভ্যানুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিঃ পূরয়ন্নিত্যর্থঃ । ধার্তরাষ্ট্রৈঃ কৃতস্ত শঙ্খাদিনাদস্তমুলোহপি তেষাং কিঞ্চিদপি ক্ষোভং নাজনয়ৎ তথানুক্তেরিতি বোধ্যাম্ ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ—স ইত্যাদি ‘সঃ’—সেই পাণ্ডবকৃত শঙ্খধ্বনি, ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় ভীষ্ম প্রভৃতি সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিল অর্থাৎ বিদারণতুলা পীড়া জন্মাইল, ইহা তাৎপর্য্য । তুমুল—অতিভীষণ, প্রতিধ্বনি সমূহ দ্বারা সর্বতঃ মুখরিত করিয়া, এই অর্থ । যদিও ধার্তরাষ্ট্রগণের কৃত শঙ্খাদি শব্দ তুমুল হইয়াছিল, তাহা হইলেও সে শব্দ পাণ্ডবদের কোন চিত্তবিকার জন্মায় নাই, যেহেতু সেরূপ কোন কথা বলা হয় নাই । ইহা জ্ঞাতব্য ॥১৯॥

অনুভূষণ—সঞ্জয় ইহাও জানাইলেন যে, যখন ভীষ্মাদিকৃত শঙ্খধ্বনি রণোল্লাস-বার্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তখন পাণ্ডবদিগের অন্তরে বিন্দুমাত্রও সন্ত্রাস জন্মাইতে পারে নাই কিন্তু পাণ্ডবগণের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ-মাত্রই কুরুপক্ষীয় বীরগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল । এমন কি, ঐ তুমুল শব্দে আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ ।

হ্রষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

অন্বয়—মহীপতে (হে পৃথিবীনাথ !) অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (বানরকেতন অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে) ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা (যুদ্ধার্থ অবস্থিত দেখিয়া) শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে (শস্ত্রনিষ্ক্ষেপ আরম্ভ হইলে) ধনুঃ উদ্দম্য (ধনু উন্নয়ন পূর্বক) তদা (তখন) হ্রষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদম্ বাক্যম্ (এই বাক্য) আহ (কহিলেন) ॥২০॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! অনন্তর আপনার পুত্রদিগকে সমরার্থ অবস্থিত দেখিয়া কপিধ্বজ অর্জুন অস্ত্রপাতে উত্তত হইলে পর গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য কহিলেন ॥২০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে মহারাজ ! তৎকালে শস্ত্রনিষ্ক্ষেপে সমুদ্রত কপিধ্বজ-রথারূঢ় ধনঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধাবর্গকে যুদ্ধযোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উত্তোলনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলেন ॥২০॥

শ্রীবলদেব—এবং ধার্তরাষ্ট্রাণাং যুদ্ধে ভীতিং প্রদর্শ্য পাণ্ডবানাং তু তত্রোৎসাহমাহ,—অথেতি সাক্ষিকেন । অথ রিপুশঙ্খনাদকৃতোৎসাহভঙ্গানন্তরং ব্যবস্থিতান্ তদুৎসবিরোধিযুযুংসয়াবস্থিতান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন্ কপিধ্বজোহর্জুনো যেন শ্রীদাশরথেরপি মহান্তি কার্য্যানি পুরা সাধিতানি তেন মহাবীরেণ ধ্বজমধিতিষ্ঠতা হনুমতানুগৃহীতো ভয়গন্ধশূন্য ইত্যর্থঃ । হে মহীপতে ! প্রবৃত্তে প্রবর্তমানে । হ্রষীকেশমিতি । হ্রষীকেশং সর্বেশ্বরপ্রবর্তকং কৃষ্ণং তদিদং বাক্যম্বাচেতি । সর্বেশ্বরো হরির্যেষাং নিযোজ্যস্তেষাং তদেকান্তভক্তানাং পাণ্ডবানাং বিজয়ে সন্দেহগন্ধোহপি নেতি ভাবঃ ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণের ভীতির উল্লেখ করিয়া পাণ্ডবদের কিন্তু তাহাতে উৎসাহই হইয়াছিল ইহা বলিতেছেন অথ ইত্যাদি বাক্যে । অথ ইত্যাদিবাক্য সাক্ষীশ্লোকাত্মক । অথ অতঃপর রিপুদিগের (ধার্তরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগের) পাণ্ডবীয় শঙ্খধ্বনিতে উৎসাহভঙ্গের পর, যখন তাহারা ব্যবস্থিত হইল অর্থাৎ আবার উৎসাহভঙ্গের প্রতিবন্ধক যুদ্ধেচ্ছায় স্থির হইল, তখন সেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় ভীষ্মাদিকে দেখিয়া কপিধ্বজ (অর্জুন) অর্থাৎ যে কপি দাশরথি রামেরও অনেক দুষ্করকার্য্য পূর্বে রামাবতারে সম্পন্ন

করিয়াছে, সেই মহাবীর কপি হনুমান্, ধ্বজে বসিলে তাহাতে অনুগৃহীত অর্থাৎ ভয়লেশশূন্য অর্জুন এই অর্থ। হে মহীপতে পৃথ্বীনাথ! শস্ত্র-নিষ্ক্ষেপ প্রবৃত্ত হইতেই, হ্রষীকেশকে সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্গের পরিচালক শ্রীকৃষ্ণকে সেই এই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। সর্বেশ্বর হরি যাহাদের নিযোজ্য-আজ্ঞাবহ, তাহাদের—সেই শ্রীহরির একান্ত ভক্ত পাণ্ডবদিগের বিজয়-বিষয়ে লেশমাত্রও সন্দেহ নাই, ইহাই গূঢ় ভাব ॥২০॥

অনুব্রূষণ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধাগণের অন্তরোৎপন্ন ভয়ের কথা এবং পাণ্ডবদিগের স্বশত্রুদর্শনে সমুৎপন্ন পরমোৎসাহের কথা সঙ্ক্ষেতে জানাইয়া, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, মহীপতে! যখন আপনার পক্ষীয় যোদ্ধাগণ অন্তরে ভীত হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে সমুপস্থিত, তখন তাহাদিগকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া, কপিধ্বজ অর্জুন ভয়শূন্য হইয়া গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্বক হ্রষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি; ‘হ্রষীকেশ’ শব্দের দ্বারা ইহাই গূঢ় ভাবে ব্যক্ত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের আজ্ঞাবহ এবং যাহারা শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত, সেই পাণ্ডবদিগের বিজয়-সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। **কপিধ্বজ**—শ্রীরামসেবক মহাবীর হনুমান, যিনি রামাবতারে শ্রীরামচন্দ্রের অনেক মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন, তৎকর্তৃক ধ্বজরূপে অনুগৃহীত-তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ॥২০॥

অর্জুন উবাচ,—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ কামানবস্থিতান্ ।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুত্তমে ॥

যোৎসমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রস্ত দুর্ব্ব দ্বেযুর্দ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২১-২৩॥

অন্বয়—অর্জুন উবাচ (অর্জুন কহিলেন!) অচ্যুত (হে অচ্যুত!) যাবৎ (যে কাল পর্য্যন্ত) অহম্ (আমি) এতান্ যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ (এই সকল যুদ্ধার্থ অবস্থিত বীরগণকে) নিরীক্ষে (নিরীক্ষণ করি) অস্মিন্ রণসমুত্তমে (এই যুদ্ধোত্তমে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া যোদ্ধব্যম্ (আমার যুদ্ধ করিতে হইবে) অত্র যুদ্ধে (এই যুদ্ধে) দুর্ব্বুদ্ধেঃ (দুর্ব্বুদ্ধি) ধার্তরাষ্ট্রস্ত

(ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (প্রিয়কামী) যে এতে (যে সকল) সমাগতাঃ (সমুপস্থিত হইয়াছেন) (তান্) (সেই সকল) যোৎশ্রমানান্ (যুদ্ধোৎসুকদিগকে) অহম্ (আমি) অবেক্ষে (অবলোকন করি) তাবৎ সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে (উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে) মে রথং (আমার রথকে) স্থাপয় (স্থাপন কর) ॥ ২১-২৩ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত ! যে পর্য্যন্ত আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত বীরগণকে নিরীক্ষণ করি এবং এই যুদ্ধোত্তমে যাহাদিগের সহিত আমার সংগ্রাম করিতে হইবে এবং এই যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুৰ্য্যোধনের প্রিয়কামনায় যুদ্ধোৎসুক যে সকল বীরগণ সমাগত হইয়াছেন, যতক্ষণ তাহাদিগকে আমি অবলোকন করি, সেইকাল পর্য্যন্ত তুমি উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন কর ॥ ২১-২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিমোদ—অর্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত ! যতক্ষণ আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত সেনাগণের মধ্যে এই রণ-সমুদয়ে কাহার সহিত সংগ্রাম করিব, নিরীক্ষণ এবং দুৰ্য্যোধনের প্রিয়-কামনায় যুদ্ধ-বাসনায় এইস্থানে সমাগত ব্যক্তিগণকে অবলোকন করি, ততক্ষণ উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর ॥ ২১-২৩ ॥

শ্রীবলদেব—অর্জুনবাক্যমাহ,—সেনয়োরিতি । হে অচ্যুতেতি স্বভাব-সিদ্ধান্তভবাৎসল্যাৎ পারমৈশ্বর্যাচ্চ ন চ্যবসে স্মেতি তেন তেন চ নিয়ন্ত্রিতো ভক্তশ্চ মে বাক্যান্তত্র রথং স্থিতং কুরু নির্ভয় তত্র রথস্থাপনে ফলমাহ,—যাবদিতি । যোদ্ধুকামান্ তু সহাস্মাভিঃ সন্ধিং চিকীর্ষূন্; অবস্থিতান্ ন তু ভীত্যা প্রচলিতান্ । নহু ত্বং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্ততস্তদর্শনেন কিমিতি চেত্তত্রাহ,—কৈরिति । অস্মিন্ বন্ধুনামেব মিথো রণোত্তোগে কৈর্বন্ধুভিঃ সহ যম যুদ্ধং ভাবীত্যেতজ্জ্ঞানায়ৈব মধ্যে রথস্থাপনমিতি । নহু বন্ধুত্বাদেতে সন্ধিম্বেব বিধাস্তীতি চেৎ তত্রাহ,—যোৎশ্রমানানিতি ন তু সন্ধিং বিধাস্ততঃ । অবেক্ষে প্রত্যেমি । দুর্ব্বুদ্ধেঃ কুধিয়ঃ স্বজীবনোপায়ানভিজ্ঞশ্চ, যুদ্ধে, ন তু দুর্ব্বুদ্ধ্যপনয়নে । অতো মদযুদ্ধপ্রতিযোগিনিরীক্ষণং যুক্তমিতি ॥ ২১-২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—অর্জুনের বাক্য বলিতেছেন—‘সেনয়োঃ’ ইত্যাদি বাক্য । হে অচ্যুত ! তুমি স্বভাব-সিদ্ধ ভক্ত বাৎসল্য হইতে এবং পরমেশ্বরত্ব হইতে কখনও চ্যুত হও নাই, অতএব সেই সেই ধর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভক্ত আমার বাক্যমত হে নির্ভয় ! রথ স্থাপন কর । তথায় রথ স্থাপনের ফল বলিতেছেন—

যাবদিত্যাদি বাক্যে । উহারা যুদ্ধার্থী, আমাদের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক নহে, অবস্থিত—স্থিরভাবে অবস্থিত, ভয়ে বিচলিত নহে । যদি বল, তুমি তো যোদ্ধা, যুদ্ধ দর্শক তো নহ, তবে তাহা দেখিয়া তোমার কি হইবে ? তাহাতে উত্তর দিতেছেন—এই যুদ্ধে আত্মীয়গণেরই পরস্পর যুদ্ধোত্তমে, কোন্ কোন্ বন্ধুগণের সহিত আমার যুদ্ধ হইবে, ইহা জানিবার জন্তই সেনাদ্বয়ের মধ্যেই রথ স্থাপনের কথা বলিতেছি । বন্ধুত্ব-নিবন্ধন ইহারা হয় তো সন্ধিই করিবে, একথা যদি বলা যায়, তাহাতে বলিতেছেন ‘যোৎস্রমান’—যুদ্ধই করিবে, সন্ধি করিবে না । অবৈক্ষণ করি অর্থাৎ বুঝিয়া লই, দুর্বুদ্ধি দুর্ঘোষনের অর্থাৎ নিজের জীবন রক্ষার উপায় যে জানে না, তাহার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক, দুর্বুদ্ধি দূর করিতে নহে ।

অতএব আমার যুদ্ধে প্রতিপক্ষ দর্শন যুক্তিযুক্ত হইতেছে ॥ ২১-২৩ ॥

অনুভূষণ—অর্জুন এক্ষণে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে,—হে অচ্যুত ! এই সম্বোধন-পূর্বক উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথস্থাপনের জন্ত বলিলেন । কারণ শ্রীভগবান্ নিত্য ভক্তবৎসল, ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু তিনি ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন । তিনি কখনও পরমেশ্বরত্ব এবং স্বভাবসিদ্ধ ভক্ত-বৎসলত্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ চ্যুত হন না । ইহাই অচ্যুত শব্দের তাৎপর্য্য ; আরও সেই গুণের বশীভূত হইয়াই অসংখ্য শত্রুসৈন্যের মধ্যেও ভক্ত আমার বাক্য নির্ভয়ে পালন করিতে পারিবেন । রথস্থাপনের ফল বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি আমাদের সহিত সন্ধি না করিয়া, যুদ্ধাভিলাষেই সমুপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে ভয়ে কোনরূপ বিচলিত দেখিতেছি না, সুতরাং এই যুদ্ধে কোন্ কোন্ বন্ধুগণের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত যথোপযুক্তস্থানে আমার রথ রাখ । যদি বল, তুমি তো যুদ্ধ নিরীক্ষক নহ, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধা-গণকে দর্শন করিয়া তোমার কি হইবে ? বরং তুমি যুদ্ধের উপযোগী কার্য্য কর । তদন্তরে অর্জুন বলিলেন যে, সর্বাগ্রে যুদ্ধকারীগণকে দর্শন করার কৌতূহল আমার হইতেছে । কারণ পাপপরায়ণ দুর্ঘোষনের হিতাভিলাষী হইয়া নানা দেশ হইতে রাজন্তবর্গও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন, ইহারা কখনও সন্ধি করিবেন না । সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী-দিগকে দর্শন করিতে আমার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছে । ষতক্ষণ আমি

তাহাদিগকে দর্শন করিব, তাবৎকাল পর্য্যন্ত উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর ॥ ২১-২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্তো হ্রষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।

উবাচ পার্থ পঠ্যেতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥২৫॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) । ভারত ! (হে ভরতবংশাবতংস !)
গুড়াকেশেন (জিতনিদ্র অর্জুন-কর্তৃক) এবং উক্তঃ (এইরূপ কথিত হইয়া)
হ্রষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে)
সর্বেষাং মহীক্ষিতাম্ (সকল নৃপতিগণের) চ (ও) ভীষ্মদ্রোণ-প্রমুখতঃ
(ভীষ্মদ্রোণাদির সম্মুখে) রথ-উত্তমং (মহারথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া)
উবাচ (কহিলেন) পার্থ (হে অর্জুন !) এতান্ (এই সকল) সমবেতান্
(সম্মিলিত) কুরুন্ (কুরুদিগকে) পশু ইতি (দেখ) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন । হে ভারত ! গুড়াকেশ পার্থকর্তৃক এইরূপ
কথিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে সকল রাজগণের ও ভীষ্ম-
দ্রোণাদির সম্মুখে উৎকৃষ্ট রথ স্থাপনপূর্বক কহিলেন—হে পার্থ ! এই সমবেত
কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় কহিলেন,—হে ভারত ! গুড়াকেশ পার্থ কৃষ্ণের
নিকট এই কথা কহিলে, তিনি উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যস্থলে সেই
উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিলেন এবং কহিলেন,—পার্থ ! যুদ্ধার্থ-সমবেত
ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীবলদেব—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয়ঃ প্রাহ,—এবমিতি ।
গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশঃ স্বসখশ্রীভগবদ্গুণলাবণ্যস্বতিনিবেশেন বিজিত-
নিদ্রস্তংপরমভক্তস্তেনার্জুনেনৈবমুক্তঃ প্রবর্তিতো হ্রষীকেশস্তচ্চিত্তবৃত্ত্যভিজ্ঞো
ভগবান্ সেনয়োর্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণয়োঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং ভূভুজাঞ্চ প্রমুখতঃ
সম্মুখে রথোত্তমং অগ্নিদত্তং রথং স্থাপয়িত্বোবাচ,—হে পার্থ ! সমবেতানেতান্

কুরুন্ পশ্যেতি । পার্থহৃষীকেশ-শব্দাভ্যামিদং সূচ্যতে,—মৎপিতৃষম্পুত্রস্বাং স্বং-সারথ্যমহং করিষ্যাম্যেব স্বং অধুনৈব যুযুৎসাং ত্যক্ষ্যসীতি কিং শত্রুসৈন্ত-বীক্ষণেনেতি সোপহাসো ভাবঃ ॥২৪-২৫॥

বজ্রানুবাদ—তাহার পর কি ঘটিল এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন—‘এবম্’ ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা ‘গুড়াকা’ শব্দের অর্থ নিদ্রা, তাহার ঈশ নিয়ন্তা অর্থাৎ নিজ সখা শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লাবণ্য স্মরণে বিভোর থাকায় যিনি নিদ্রা জয় করিয়াছেন, ভগবানের পরমভক্ত সেই অর্জুন কর্তৃক এইরূপে প্রণোদিত হইয়া হৃষীকেশ অর্থাৎ অর্জুনের চিত্তবৃত্তিবিদ্ ভগবান্ দুই পক্ষীয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণের এবং সকল রাজন্যবর্গের পুরোভাগে অগ্নিপ্রদত্ত রথশ্রেষ্ঠ রাখিয়া বলিলেন, ওহে পার্থ! এই সব কুরুপক্ষীয় সমবেত হইয়াছে দেখ । এখানে পার্থ ও হৃষীকেশ এই দুইটি শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে, ওহে পার্থ—পৃথার পুত্র! তুমি আমার পিতৃষসার (পিসির) তনয়; অতএব আমি তোমার সারথ্য করিবই, তুমি কিন্তু এখনই যুদ্ধেচ্ছা ত্যাগ করিবে । আর শত্রু-সৈন্ত দেখিবার প্রয়োজন কি? এই অন্তর্নিহিত উপহাসটুকুও ইহার অভিপ্রায় ॥২৪-২৫॥

অনুব্রূষণ—তারপরের ঘটনা বর্ণন করিতে গিয়া সঞ্জয় বলিলেন যে, নিজ-সখা শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লাবণ্য-স্মরণে সর্বদা নিবিষ্ট থাকায়, যিনি নিদ্রা জয় করিয়াছেন, সেই পরমভক্ত গুড়াকেশ অর্জুনের প্রেরণায় সর্বপ্রেরক হৃষীকেশ অর্জুনের চিত্তের ভাব অবগত হইয়াই, উভয় সেনার মধ্যস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ অন্যান্য সমুদয় রাজাগণের সম্মুখে দেবদত্ত—এই উত্তম রথ স্থাপনপূর্বক বলিলেন, হে পার্থ! এইবার সমবেত উভয়পক্ষীয় যোদ্ধাগণকে দর্শন কর; তবে শত্রু-সৈন্ত দর্শন করিয়া হয়তো, এখনই তুমি যুদ্ধেচ্ছা ত্যাগ করিবে, তাহা কিন্তু করিও না, কারণ তুমি পৃথার তনয় স্মতরাং আমার পিসিমার ছেলে অতএব আমি সাবধানেই সারথ্য কার্য্য করিব । আমি যখন তোমার সারথী, তখন তোমার বিপদের সম্ভাবনা নাই জানিবে । বন্ধুগণের দর্শনে যে অর্জুনের শোক ও মোহ উপস্থিত হইবে, তাহা অন্তর্য্যামী হৃষীকেশ বুঝিতে পারিয়াই এই উক্তি উপহাস স্বরূপে ব্যক্ত করিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

অত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
 আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
 শ্বশুরান্ স্নহদশৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

অর্থ । অথ (অনন্তর) পার্থঃ অপি (অর্জুনও) তত্র (সেই স্থানে)
 উভয়োঃ সেনয়োঃ (উভয় সেনার মধ্যে) স্থিতান্ (বিদ্যমান) পিতৃন
 (পিতৃব্য সকল) পিতামহান্ (পিতামহগণ) আচার্য্যান্ (আচার্য্যসমূহ)
 মাতুলান্ (মাতুলবর্গ) ভ্রাতৃন (ভ্রাতৃসকল) পুত্রান্ (পুত্রবর্গ) পৌত্রান্
 (পৌত্রসকল) তথা সখীন্ (সখাবৃন্দ) শ্বশুরান্ (শ্বশুরগণ) চ (এবং)
 স্নহদঃ এব (স্নহদগণকেই) অপশ্যৎ (দেখিলেন) ॥২৬॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্জুন সেই স্থানে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে
 পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, তথা সখা, শ্বশুর এবং
 স্নহদসমূহকেই দর্শন করিলেন ॥২৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তখন অর্জুন, উভয়পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে
 পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতৃগণ, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী
 পুরুষসকল উপস্থিত আছেন, দেখিতে পাইলেন ॥২৬॥

শ্রীবলদেব—এবং ভগবতোক্তোহর্জুনঃ পরসেনামপশ্যদিত্যাহ,—তত্রৈতি
 সাক্ষিকেন । তত্র পরসেনায়াং পিতৃন পিতৃব্যান্ ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্,
 পিতামহান্ ভীষ্ম-সোমদত্তাদীন্, আচার্য্যান্ দ্রোণ-কৃপাদীন্ মাতুলান্ শল্য-
 শকুণাদীন্, ভ্রাতৃন দুর্ঘোষণাদীন্, পুত্রান্ লক্ষ্মণাদীন্ পৌত্রান্ নপ্তূন
 লক্ষ্মণাদি-পুত্রান্, সখীন্ বয়স্যান্ দ্রোণি-সৈন্ধবাদীন্, স্নহদঃ কৃতবর্ষ-
 ভগদত্তাদীন্ ; এবং স্বসৈন্তেহপ্যুপলক্ষণীয়ম্ । উভয়োরপি সেনয়োরবস্থিতান্
 তান্ সর্কান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্যেত্যন্বয়াৎ ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ এইরূপ বলিলে অর্জুন শত্রুসেনা দেখিলেন এই
 কথাই তত্রৈত্যাদি দেড়টি শ্লোকে বলা হইতেছে । সেই পরপক্ষীয় সৈন্যমধ্যে
 (অর্জুন দেখিলেন) পিতৃগণ অর্থাৎ ভূরিশ্রবা প্রভৃতি পিতৃব্য, ভীষ্মসোমদত্তাদি
 পিতামহ, দ্রোণকৃপপ্রমুখ আচার্য্য, শল্য-শকুনি ইত্যাদি মাতুল, দুর্ঘোষণাদি
 ভ্রাতৃসমূহ, দুর্ঘোষণ পুত্র লক্ষ্মণ প্রভৃতি পুত্র, লক্ষ্মণের পুত্রাদি পৌত্র-নিচয়
 অশ্বখামা জয়দ্রথাদি বয়স্য (সমবয়স্ক বান্ধব) কৃতবর্ষভগদত্তাদি স্নহদবর্গ,

এইরূপ নিজপক্ষীয় সৈন্য মধ্যেও জানিবে, কারণ পরেই বলা হইবে উভয়পক্ষের সেনামধ্যে অবস্থিত সেই সকল বন্ধুবর্গকে দেখিয়া, এইরূপ অন্তর আছে ॥২৬॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিবার পর অর্জুন উভয় পক্ষে উপস্থিত সকলকে দেখিলেন এবং পরসেনার মধ্যে পিতৃব্য সকল, পিতামহগণ, আচার্য্যবর্গ, মাতুলসমূহ, ভ্রাতৃবৃন্দ, পুত্র-পৌত্র সকল, সখা, স্নহদ-সমূহ দর্শন করিলেন । নিজ সৈন্যের মধ্যেও তদনুরূপ বন্ধুবর্গকে দেখিতে পাইলেন ॥২৬॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ।

রূপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

অন্তর—সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তীতনয়) অবস্থিতান্ (অবস্থিত) তান্ সর্বান্ (সেই সকল) বন্ধূন (বন্ধুদিগকে) সমীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) পরয়া রূপয়া আবিষ্টঃ (অতিশয় দয়াপরবশ হইয়া) বিষীদন্ (দুঃখ করিতে করিতে) ইদম্ (ইহা) অব্রবীৎ (বলিলেন) ॥২৭॥

অনুবাদ—কুন্তীতনয় অর্জুন সমুপস্থিত সেইসকল বন্ধুবর্গকে দেখিয়া অত্যন্ত রূপাবিষ্ট ও বিষন্ন হইয়া বলিলেন ॥২৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কুন্তীপুত্র অর্জুন বন্ধুবান্ধব-সকলকে রণস্থলে অবস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি রূপাবিষ্ট ও বিষন্ন হইয়া বলিলেন ॥২৭॥

শ্রীবলদেব—অথ সর্বেশ্বরো দয়ালুঃ কৃষ্ণঃ সপরিবরাহোপদেশেন বিশ্বমুদ্দিধীষুর্অর্জুনং শিষ্যং কর্তুং তৎস্বধর্ম্মেহপি যুদ্ধে “মা হিংস্রাৎ সর্বা ভূতানি” ইতি শ্রুতার্থাভাসেনাধর্ম্মতামাভাস্য তং সমোহং কৃতবানিত্যাহ,— তান্ সমীক্ষ্যতি কৌন্তেয় ইতি স্বীয়পিতৃস্বপুত্রদ্বোক্ত্যা তদ্বর্ম্মো মোহশোকৌ তদা তস্য ব্যজ্যতে । রূপয়া কল্যাণ ইত্যুক্তেঃ, স্বভাবসিদ্ধস্য রূপেতি গোতাতে । অতঃ পরয়েতি তদ্বিশেষণম্, অপরয়েতি বা ছেদঃ ;— স্বসৈন্তে পূর্ব্বমপি রূপাস্তি, পরসৈন্তে অপরাপি সাত্ত্বদিত্যর্থঃ । বিষীদন্নতাপং বিন্দন্ । অত্রোক্তিবিষাদয়োরৈককাল্যাঢ়্যাক্তিকালে বিষাদকার্যাণ্যশ্রকম্প-সম্বন্ধকর্তাদীনি ব্যজ্যন্তে ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর সর্বেশ্বর পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ বিস্তৃতভাবে সপরিবর আত্মসমক্ষে উপদেশ দিয়া জগত্কে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় অর্জুনকে সেই উপদেশে শিষ্য করিবার মানসে অর্জুনের স্বধর্ম্মস্বরূপ হইলেও

যুদ্ধেতে ‘মা হিংস্রাং সৰ্বা ভূতানি’ ‘কোন প্রাণীকেই হত্যা করিবে না’ এই শ্রুত্যর্থের আভাস (অযথার্থ অর্থ) দ্বারা অধর্ম্যভাব দেখাইয়া অর্জুনকে মোহমুগ্ধ করিলেন ; ইহাই তান্সমীক্ষ্যেত্যাদিবাক্যে বর্ণনা করা হইতেছে । কোন্তেয়—কুন্তীপুত্র অর্জুন, একথায় প্রতীত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নিজ পিতৃষসার তনয় অর্জুন এই উক্তি দ্বারা তাহার মনুষ্যোচিত ধর্ম, শোক ও মোহ হইয়াছিল ইহা স্মৃতিত হইতেছে । ‘কৃপয়া’—কৃপা দ্বারা এই কথা বলায় ‘অর্জুন স্বভাবসিদ্ধ কৃপালু’ তাহার কৃপা স্বাভাবিক, ইহা স্মৃতিত হইল এবং এই জগুই পরা-কৃপা বলা হইল অথবা কৃপয়া পরয়া কৃপয়া ও অপরয়া এইরূপ সন্ধিবদ্ধপদের ছেদ । অপরা শব্দের অর্থ অগ্ন, অর্থাৎ নিজ-সৈন্তে পূর্ব হইতেই কৃপা ছিল, শত্রু-সৈন্তে এখন অপর একটি কৃপা হইল । বিষাদ অর্থাৎ অনুতাপ প্রাপ্ত হইয়া । এখানে ‘বিষীদন্’ পদে সদ্ ধাতুর শত্ প্রত্যয়ের অর্থ বিষাদ সমকালে উক্তি বলায়, তৎকালে বিষাদ-লক্ষণ অশ্রুপাত, শরীর কম্প, গদগদভাষা প্রভৃতি হইয়াছিল ; ইহা স্মৃতিত হইতেছে ॥২৭॥

অনুভূষণ—সর্বোশ্বর দয়ালু কৃষ্ণ আত্মতত্ত্বের উপদেশ-দ্বারা বিশ্ববাসী জীবকে উদ্ধার-কল্পে অবতীর্ণ হইয়াছেন । সেই কার্যের সহায়করূপে অর্জুনকে শিষ্য করিবার অভিপ্রায়ে, ‘কোন প্রাণীমাত্রে হিংসা করিবে না’ এই শ্রুত্যর্থের আভাসের দ্বারা অর্থাৎ অযথার্থ অর্থের দ্বারা অধর্ম্যভাব প্রকাশ পূর্বক তাহাকে আজ মোহিত করিলেন ; হে কোন্তেয় ! এই সম্বোধনেও পিসিমার ছেলে এই উক্তি দ্বারা, তাহাতে তাৎকালিক শোকমোহ ধর্মদ্বয় উদিত হইয়াছে, ইহা বাক্ত হইতেছে । অর্জুন স্বভাবসিদ্ধ কৃপালু বলিয়া, অতিশয় দয়াপরবশ হইয়া এবং শুধু নিজ সৈন্তের প্রতি নহে পরসৈন্তের প্রতিও কৃপান্বিত হওয়ায়, অশ্রু-কম্পাদিযুক্ত হইয়া বিষাদ সহকারে বলিলেন ॥২৭॥

অর্জুন উবাচ,—

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুশ্রুতি ॥২৮॥

অনুবাদ—অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন) কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) যুদ্ধাভিলাষী (যুদ্ধাভিলাষী) ইমং স্বজনং (এই আত্মীয়স্বজনকে) সমুপস্থিতম্ (সমবেত) দৃষ্ট্ৱা (দর্শন করিয়া) মম (আমার) গাত্ৰাণি (অঙ্গসকল) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে) মুখং চ (মুখও) পরিশুষ্কতি (বিশুদ্ধ হইতেছে) ॥২৮॥

অনুবাদ—অৰ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাষী এই সকল আত্মীয়স্বজনকে সমবেত দেখিয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন ও মুখ বিশুদ্ধ হইতেছে ॥২৮॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—অৰ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! এই সকল আত্মীয়-স্বজনকে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল অবশ, ও মুখ পরিশুদ্ধ হইতেছে ॥২৮॥

শ্রীবলদেব—কৌন্তেয়ঃ শোকব্যাকুলং যদাহ তদনুবদতি,—দৃষ্ট্ৱে মমিতি । স্বজনং স্ববন্ধুবর্গং জাতাবেকবচনং—“সগোত্রবান্ধবজ্ঞাতিবন্ধু-স্ব-স্বজনাঃ সমাঃ” ইত্যমরঃ । দৃষ্ট্ৱাবস্থিতস্ত মম গাত্ৰাণি করচরণাদীনি সীদন্তি শীর্ণ্যন্তে ; পরিশুষ্কতীতি শ্রমাদিহেতুকাচ্ছোষাদতিশয়িত্বমস্ত শোষণস্ত ব্যজ্যতে ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ—কুন্তীপুত্র অৰ্জুন শোক বিহ্বল হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন এই শ্লোকে সেই বাক্যের উল্লেখ করিতেছেন ‘দৃষ্ট্ৱে মং’ ইত্যাদি । স্বজন অর্থাৎ আত্মীয়বর্গ দ্বিতীয়ার একবচন জাতিঅর্থে । স্বজন শব্দের অর্থ বন্ধুবর্গ ইহাতে অভিধানবাক্য প্রমাণ স্বরূপ দেখাইতেছেন—‘সগোত্রেতি’ সমানগোত্র, বান্ধব, জ্ঞাতি, পিতৃপ্রভৃতি বন্ধু, আত্মীয় ও স্বজন এই কয়টি এক পর্যায়ভুক্ত । ইহা অমরসিংহের উক্তি । ‘দৃষ্ট্ৱা’ পদে যে ভ্রূচ-প্রত্যয় হইয়াছে তাহা এককর্তা না হইলে সঙ্গত হয় না এজন্য অবস্থিতস্ত এই ক্রিয়াটি অধ্যাহার (উহা) করিয়া তাহার ও দর্শন ক্রিয়ার কর্তা এক হইল, এই অভিপ্রায়ে ‘অবস্থিতস্ত মম’ বলিলেন । গাত্র অর্থাৎ হস্ত-পদাদি অঙ্গ, অবসন্ন অর্থাৎ অবশ হইতেছে । পরিশুষ্কতি পদে যে পরি উপসর্গ আছে তাহার অর্থ শ্রমাদি-জনিত শোষণ অপেক্ষা শোকে মুখশুদ্ধতা অধিক, ইহাই সূচিত হইল ॥২৮॥

অনুবাদ—কুন্তীপুত্র অৰ্জুন শোকে ব্যাকুল হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধক্ষেত্রে এই সকল আত্মীয়-

স্বজন যুদ্ধাভিলাষী হইয়া, সমুপস্থিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া, আমার দেহ অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হইতেছে।

বন্ধু—জ্ঞাতি ও কুটুম্বের মধ্যে বর্তমানে অর্থ-গত ভেদ বর্তমান। পূর্বে জ্ঞাতি শব্দ কুটুম্ববাচক ছিল স্ততরাং বন্ধু শব্দে সর্বপ্রকার আত্মীয়কে বুঝাইতেছে। অমর সিংহের উক্তি অনুসারে সমানগোত্র, বান্ধব, জ্ঞাতি, পিতৃ প্রভৃতি বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই এক পর্যায়ভুক্ত।

কৃষ্ণ—শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—“কৃষিভূঁবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ। তয়োৱৈক্যাং পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥” আরও পাওয়া যায়,—“কর্ষয়েৎ সর্কং জগৎ কালরূপেণ যঃ সঃ কৃষ্ণঃ।” অথবা “কৃষিচ পরমানন্দঃ নশ্চ তদাস্তকর্মণঃ” ॥২৮॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।

গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহতে ॥২৯॥

অর্থ—মে (আমার) শরীরে (দেহে) বেপথুঃ (কম্প) চ রোমহর্ষঃ (রোমাঞ্চ) চ জায়তে (জন্মিতেছে), হস্তাং (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব ধনু) অংসতে (বিস্রস্ত হইতেছে) ত্বক্ চ (চর্মও) পরিদহতে (দগ্ধ হইতেছে) ॥২৯॥

অনুবাদ—আমার দেহে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব-ধনু স্থলিত হইতেছে এবং চর্মও পরিদগ্ধ হইতেছে ॥২৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত, হস্ত হইতে গাণ্ডীব নিপতিত এবং ত্বক্ পরিদগ্ধ হইতেছে ॥২৯॥

শ্রীবলদেব—বেপথুঃ কম্পঃ, রোমহর্ষঃ পুলকঃ, গাণ্ডীবভ্রংশেনাধৈর্য্যং, ত্বগদাহেন হৃদবিদাহো দর্শিতঃ ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ—বেপথু—কম্প, রোমহর্ষ—পুলক বা রোমাঞ্চ, হস্ত হইতে গাণ্ডীব-স্থলন-দ্বারা অধৈর্য্য, গাত্রদাহদ্বারা হৃদয়গত বিশেষদাহ দেখান হইল ॥২৯॥

অনুভূষণ—গাণ্ডীব—থাণ্ডব দাহনের পূর্বে বক্রগদেব অর্জুনকে যে ধনু প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নাম গাণ্ডীব। এই ধনু ব্রহ্ম কর্তৃক নির্মিত, বিচিত্রবর্ণাদিযুক্ত এবং অসাধারণ ও অত্যন্ত শক্তি-সম্পন্ন।

শুধু অর্জুনের শরীরে কম্পাদি হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু মহাধনু গাণ্ডীব হস্ত হইতে ব্রষ্ট হওয়ায় ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িতেছে ॥২৯॥

ন চ শক্লোম্যবস্থাভুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

অন্বয়—কেশব ! (হে কেশব !) অবস্থাভুং (স্থির থাকিতে) চ ন শক্লোমি (আর পারিতেছি না) মে মনঃ চ (আমার মনও) ভ্রমতি ইব (যেন ঘুরিতেছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি চ (এবং বিভিন্ন দুর্লক্ষণ) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥৩০॥

অনুবাদ—হে কেশব ! আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মনও যেন ঘুরিতেছে । আমি কেবল বিপরীতভাবযুক্ত দুর্লক্ষণ-সমূহ দেখিতেছি ॥৩০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে । হে কেশব ! আমি কেবল বিপরীত ভাব-বিশিষ্ট দুর্নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিতেছি ॥৩০॥

শ্রীবলদেব—ন চেতি । অবস্থাভুং স্থিরো ভবিতুম্ । মনো ভ্রমতীব চেতি দৌর্দল্যমূর্ছয়োরুদয়ঃ । নিমিত্তানি ফলাগ্নত্র যুদ্ধে বিপরীতানি পশ্যামি । বিজয়িনো মে রাজ্যপ্রাপ্তিরানন্দো ন ভবিষ্যতি ; কিন্তু তদ্বিপরীতোহনুতাপ এব ভাবীতি । নিমিত্ত শব্দঃ ফলবাচী, ‘কস্মৈ নিমিত্তায়াত্র বসসি’ ইত্যাদৌ তথা প্রতীতেঃ ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ—অবস্থান করিতে অর্থাৎ স্থির থাকিতে, মন যেন ঘুরিতেছে একথার দ্বারা দুর্বলতা ও মূর্ছার উদয় বুঝাইল । এইযুদ্ধে বিপরীত ফল দেখিতেছি । অর্থাৎ আমি জয়ী হইলেও রাজ্যপ্রাপ্তি আমার আনন্দের বস্তু হইবে না, পরন্তু তাহার বিপরীত অনুতাপই হইবে । এখানে নিমিত্ত শব্দটি ফলার্থবোধক, লক্ষণ অর্থে নহে । ‘কস্মৈ নিমিত্তায় ইহ বসসি’ কি উদ্দেশ্যে এখানে বাস করিতেছ ? ইত্যাদি বাক্যে ফল বা প্রয়োজন অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় ॥৩০॥

অনুভূষণ—অর্জুনের হৃদয় ক্রমশঃ এমন দুর্বল হইয়া পড়িল যে, মূর্ছার উদয় হইল । তিনি নানাবিধ দুর্লক্ষণ সমূহও দর্শন করিতে লাগিলেন । যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও আনন্দ হইবে না, অধিকন্তু এই সকল আত্মীয়-স্বজন-বধ করিয়া, অনুতাপই হইবে, এইরূপ চিন্তায় কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে কেশব ! তুমি যেমন কেশী-নামক দৈত্যকে বধ করিয়া ভক্তকেই পালন করিয়াছ, সেইপ্রকার আমার শোক-মোহ দূর করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥৩০॥

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্যা স্বজনমাহবে ।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

অর্থ—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং (আত্মীয়কে) হত্যা (বিনাশ করিয়া) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) চ ন অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না) বিজয়ং চ (বিজয়ও) ন কাঙ্ক্ষে (চাহিনা) রাজ্যং সুখানি চ (রাজ্য এবং সুখ) ন (কাঙ্ক্ষে—আকাঙ্ক্ষা করি না) ॥৩১॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধে আত্মীয়গণকে নিধন করিয়া কোন শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না । আমি যুদ্ধে বিজয় এবং রাজ্য ও সুখ আকাঙ্ক্ষা করি না ॥৩১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—রণে স্বজনগণকে নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখিতেছি না ; হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি আর বিজয়-বাসনা ও রাজ্যসুখ ইচ্ছা করি না ॥৩১॥

শ্রীবলদেব—এবং তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিকূলং শোকমুক্তা তৎপ্রতিকূলাং বিপরীত-বুদ্ধিমাহ,—ন চেতি । আহবে স্বজনং হত্যা শ্রেয়ো নৈব পশ্যামীতি,—“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ । পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥” ইত্যাদিনা হতশ্চ শ্রেয়ঃস্বরণাৎ হস্তম্বে ন কিঞ্চিচ্ছেয়ঃ ; অস্বজনমিতি বা চ্ছেদঃ,— অস্বজনবধেহপি শ্রেয়সোহভাবাৎ স্বজনবধে পুনঃ কুতস্তরাৎ তদিতার্থঃ । নহু যশোরাজ্যলাভো দৃষ্টং ফলমন্তীতি চেত্তত্রাহ,—ন কাঙ্ক্ষ ইতি । রাজ্যাদিস্পৃহা-বিরহাদুপায়ে বিজয়ে মম প্রবৃ্ত্তির্নযুক্তা, বন্ধনে যথা ভোজনেচ্ছা-বিরহিণঃ ; তস্মাদরণ্যানিবসনমেবাস্মাকং শ্লাঘাজীবনত্বং ভাবীতি ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত শোকের কথা বলিয়া অতঃপর তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপক্ষ বিপরীত বুদ্ধিও বলিতেছেন—নচেত্যাদি বাক্যে । যুদ্ধে স্বজনকে হত্যা করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না কারণ মহাভারতে উক্ত আছে ‘এই জগতে দুইটি লোক সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করে অর্থাৎ স্বর্গলোকে যায়, তন্মধ্যে একটি পরিব্রাজক সর্ব্বত্যাগী যোগী, অপরটি যুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে নিহত’ ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায় নিহতেরই স্বর্গপ্রাপ্তি, হস্তার কিছুই শ্রেয়ঃ নহে । অথবা এখানেও সন্ধিবন্ধ-পদ ‘হত্যাশ্বজনম্’, ইহাকে ভাঙ্গিলে ‘হত্যা অস্বজনম্’ হয়, ইহার অর্থ— অস্বজনবধেও যখন শ্রেয়ঃ নাই তখন স্বজন বধে কোথায় শ্রেয়ঃ হইবে, ইহা তাৎপর্য্য । যদি বল, ফল তো দুই প্রকার—ঐহিক ও পারত্রিক, তন্মধ্যে পারত্রিক ফল না হইল, ঐহিক যশোলাভ, রাজ্যপ্রাপ্তি, ইহা তো হইবে, তাহার উত্তরে

বলিতেছেন—‘ন কাঙ্ক্ষে’ ইত্যাদি আমার যখন রাজ্যাদি কামনাই নাই, তখন তাহার প্রাপ্তির উপায়, শত্রুবিজয়ে প্রবৃত্তি না থাকাই উচিত, যেমন যাহার ভোজনেচ্ছা নাই, তাহার রন্ধনেচ্ছা থাকে না ; অতএব মনে করি, বনে বাসই আমাদের স্পৃহনীয় জীবন হইবে ॥৩১॥

অনুভূষণ—তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিকূল শোকের কথা বলিয়া এক্ষণে বিপরীত বুদ্ধির কথা বলিতেছেন । অর্জুন বলিলেন যে, এই যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া কোন শ্রেয়ঃ লাভ হইবে, দেখিতেছি না ; কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়,— “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে.....রণে চাভিমুখে হতঃ,” অর্থাৎ যোগযুক্ত পরিব্রাজক ও যুদ্ধে নিহত বীর সূর্য্যামণ্ডলে অবস্থান করেন । তিনি যোগযুক্ত পরিব্রাজক নহেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে সূর্যালোকে বাসের সম্ভাবনা নাই । আর যুদ্ধে হত ব্যক্তিরই উক্ত লোক লাভ হয়, কিন্তু তিনি হননকারী বলিয়া, তাঁহার সেরূপ শ্রেয়ঃ লাভেরও আশা নাই । বিশেষতঃ অস্বজনবধেই যখন শ্রেয়ো নাই, তখন স্বজন বধ করিয়া আর কিরূপে শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে ? সুতরাং এই যুদ্ধে রাজ্যলাভরূপ ঐহিক ফল লাভ হইলেও, পারলৌকিক কোন ফলের আশা নাই । লোকের যেমন আহারের ইচ্ছা না থাকিলে, রন্ধনের ইচ্ছা থাকে না, আমারও রাজ্যাদিলাভের স্পৃহা না থাকায়, যুদ্ধে জয়ের ইচ্ছা নাই । এমতাবস্থায় রাজ্যত্যাগ করিয়া, অরণ্যবাসী হওয়াই আমাদের শ্লাঘ্য মনে করি ।

যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির শুভফল সম্বন্ধে বহিপুরাণেও পাওয়া যায়,—

রাজা বা রাজপুত্রো বা সেনাপতিরথাপি বা ।

হতঃ ক্ষত্রেণ যঃ শূরস্তশ্চ লোকোহক্ষয়ঃ ধ্রুবঃ ॥

যাবন্তি তশ্চ গাত্রাণি ভিনন্তি শস্ত্রমাহবে ।

তাবতা লভতে লোকান সৰ্ব্বকামদুঘোহক্ষয়ান্ ॥৩১॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।

যেষামর্থো কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥

মাতুলাঃ শশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।

এতান্ন হস্তমিচ্ছামি ঘ্নতোহপি মধুসূদন ॥৩২-৩৪॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যশ্চ হেতোঃ কিম্ মহীকৃতে ।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ শ্রাজ্জনর্দন ॥৩৫॥

অর্থ—গোবিন্দ ! (হে গোবিন্দ !) নঃ (আমাদের) রাজ্যেন কিং (রাজ্যে কি প্রয়োজন ?) ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং (বিষয়-ভোগ বা জীবন-ধারণের কি প্রয়োজন ?) যেষাম্ অর্থে (যাহাদের নিমিত্ত) নঃ (আমাদের) রাজ্যং (রাজত্ব) ভোগাঃ (ভোগসমূহ) স্থানি চ (এবং স্থান সকল) কাক্ষিতং (প্রার্থিত) তে ইমে (সেই ইহারা) আচার্য্যাঃ (আচার্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্যসকল) পুত্রাঃ (পুত্র সকল) তথা এব চ (সেই প্রকারেই) পিতামহাঃ (পিতামহগণ) মাতুলাঃ (মাতুলবর্গ) শ্বশুরাঃ (শ্বশুর সমূহ) পৌত্রাঃ (পৌত্রসকল) শ্রালাঃ (শ্রালকগণ) সম্বন্ধিনঃ (সম্বন্ধিগণ) প্রাণান্ ধনানি চ (প্রাণ ও ধন সমূহ) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (যুদ্ধস্থলে উপস্থিত), মধুসূদন ! (হে মধুসূদন !) হতঃ অপি (হত হইলেও) এতান্ (ইহাদিগকে) হন্তুম্ (হনন করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) ॥৩২-৩৪॥

অনুবাদ—হে গোবিন্দ ! আমাদের আর রাজ্যের কি ফল ? ভোগ বা জীবনধারণেই কি প্রয়োজন ? যাহাদের জন্য রাজ্য ও স্থানভোগের আকাঙ্ক্ষা করা হয়, সেই ইহারা অর্থাৎ আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র ও পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্রালক ও সম্বন্ধিবর্গ সকলেই প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে অবস্থিত হইয়াছেন । অতএব হে মধুসূদন ! ইহারা আমাদিগকে বধ করিলেও, ইহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩২-৩৪ ॥

অর্থ—জনর্দন (হে জনর্দন !) মহীকৃতে (ক্ষিত্বিলাভের নিমিত্ত) কিং হু (বা কি কথা) ত্রৈলোক্য-রাজ্যশ্চ হেতোঃ অপি (এমন কি, ত্রিলোকের রাজত্বের নিমিত্তও) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য়োধনাদিকে) নিহত্য (নিহত করিয়া) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ শ্রাং (কি স্থখ হইবে ?) ॥৩৫॥

অনুবাদ—হে জনর্দন ! পৃথিবীর নিমিত্ত, এমন কি, ত্রিলোকের আধিপত্য পাইলেও দুর্য়োধনাদিকে নিধন করিয়া আমাদের কি প্রীতিলাভ হইবে ? ৩৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে গোবিন্দ ! আমাদের আর রাজ্যে কি প্রয়োজন ? ভোগ-স্থখেরই বা আবশ্যকতা কি ? এবং জীবনধারণেই বা কি ফল আছে ? কারণ, যাহাদের জন্য রাজ্য ও ভোগ-স্থখ কামনা করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই এই সংগ্রামে উপস্থিত । হে মধুসূদন ! যখন আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ,

মাতুল, শশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধী অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, সকলেই জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া এই যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন, তখন ইহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি কোন ক্রমে ইহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দন! পৃথিবীর ত' কথাই নাই, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও ধার্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া কি প্রীতি লাভ হইবে? ৩২-৩৫॥

শ্রীবলদেব—গোবিন্দেতি। গাঃ সর্বেশ্বরবৃত্তীঃ বিন্দসৌতি অমেব মে মনোগতং প্রতীহীত্যর্থঃ। রাজ্যাত্মনাকাজ্জায়াং হেতুমাহ,—যেষামিতি। প্রাণান্ প্রাণাশাং ধনানি ধনাশামিতি লক্ষণয়া বোধ্যাম্;—স্বপ্রাণবায়ৈহপি স্ববন্ধুস্বখার্থা রাজ্যস্পৃহা স্মাত্তেষামপাত্র নাশপ্রাপ্তেরপার্থৈব যুদ্ধে প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। ননু অং চেৎ কারুণিকস্তান্ন হত্যাশ্চিহ্নি তে স্বরাজ্যং নিষ্কণ্টকং কর্তুং ত্রামেব হন্যুরিতি চেত্তত্রাহ,—এতানিতি। মাং স্নতোহপি হিংসতোহপ্যেতান্ হন্তুমহং নেচ্ছামি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্তু প্রাপ্তয়েহপি কিং পুনর্ভূমাত্রস্তু। নশ্বরান্ হিত্বা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রা এব হন্তব্যা, বহুদুঃখদাতৃণাং তেষাং ঘাতে স্নখসন্তবাদিতি চেত্তত্রাহ,—নিহতোতি। ধার্তরাষ্ট্রান্ দুৰ্যোধনাদীনিহত্য স্থিতানাং নঃ পাণ্ডবানাং কা প্রীতিঃ প্রসন্নতা স্তান্ন কাপীতি;—অচিরস্বখাভাসস্পৃহয়া চিরতরনরকহেতুভ্রাতৃবধো ন যোগ্য ইতি ভাবঃ। হে জনার্দনেতি,—যদ্ব্যেতে হন্তব্যাস্ত্ৰি ভূভারাপহারী অমেব তান্ জহি পরেশস্তু তে পাপগন্ধ-সম্বন্ধো ন ভবেদিতি বাজ্যতে ॥৩২-৩৫॥

বঙ্গানুবাদ—হে গোবিন্দ! অর্থাৎ গো-শব্দের বাচ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি, সেই সমুদয়কে প্রাপ্ত হইয়া থাক, অতএব তুমিই আমার মনের কথা জান, এই তাৎপর্য। রাজ্যাদি কামনা না থাকার হেতু দেখাইতেছেন, যেষামিত্যাদি-বাক্য দ্বারা। প্রাণ-শব্দের লক্ষণায় প্রাণের আশা এবং ধন-শব্দে ধনের আশা অর্থ বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই—নিজপ্রাণ গেলেও নিজ আত্মীয়-বর্গের সুখের জন্য রাজ্যকামনা হইতে পারে, কিন্তু সেই বন্ধুবর্গেরও এই যুদ্ধে নাশপ্রাপ্তি হেতু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বার্থই। যদি বল, তুমি দয়ালু, এজন্য শত্রুদিগকে হত্যা না করিতে পার কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা নিজ রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তোমাকেই নিহত করিবে, ইহাতে উত্তর দিতেছেন 'এতান্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। ইহারা আমাকে হিংসা (হত্যার উদ্যোগ) করিলেও আমি তাহাদিগকে হত্যা করিতে

চাহি না। এমন কি, ত্রিভুবনরাজ্য-প্রাপ্তির জ্ঞাও নহে, কেবল পৃথিবীর জ্ঞা তো দূরের কথা। যদি বল, অন্য সকলকে ছাড়িয়া কেবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকেই হত্যা করিতে পার যেহেতু তাহারা তোমাদের বহু দুঃখ-দাতা, তাহাদের বিনাশ করিলে সুখী হইবে, তাহাও নহে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্ষ্যোধন প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া অবস্থান করিলে আমাদের অর্থাৎ পাণ্ডুপুত্রদিগের কি প্রীতি হইবে? কিছুই নহে। অস্থায়ী সুখকল্পের আশায় চিরকালব্যাপী নরকপাতের হেতুভূত ভ্রাতৃবধ উচিত নহে; ইহাই বক্তার অভিপ্রায়। হে জনার্দন! অর্থাৎ যদি ইহাদের হত্যাই করিতে হয়, তাহা হইলে ভূভারহারী তুমিই তাহাদিগকে হত্যা কর; ইহাতে পরমেশ্বর তোমার জীবহত্যার পাপলেশেরও সম্ভাবনা নাই; এই অর্থ সূচিত হইতেছে ॥৩২-৩৫॥

অনুভূষণ—অর্জুন বলিতেছেন, ইহ সংসারে লোকে আত্মীয় স্বজনকে সুখী করিবার জ্ঞাই যত্ন করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই, স্বয়ং আনন্দ লাভ করে, কিন্তু আমার যদি আত্মীয়-স্বজনাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে এই রাজ্যাদি-ঐশ্বর্য লাভ করিয়া কি হইবে? হে গোবিন্দ! তুমি তো সর্বৈন্দ্রিয়ের বৃত্তিই জানিতেছ, স্ততরাং আমার মনে যে রাজ্যাদির স্পৃহা নাই, তাহাও জানিতেছ; তারপর তুমি তো মধুসূদন, মধু-নামক দৈত্যকেই বধ করিয়াছ এবং তোমার ভক্তের ভোগমূলক কৰ্ম্মমাত্রই নাশ করিয়া থাক, যাহা আপাতঃ মধুর হইলেও পরিণামে অশুভ, তাহা তো নাশ করিয়াই থাক; এস্থলে এই সকল আত্মীয়-স্বজন বধ করিয়া আমার আপাততঃ রাজ্যাদি লাভ হইলেও, পরিণামে এই বধহেতু অনন্ত নরকই ভোগ করিতে হইবে। ইহাতে তুমি আমাকে কেন প্রেরণা দিতেছ? পৃথিবীর ঐশ্বর্য কেন, ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ হইলেও, আমি এই ঘোরতর বিগর্হিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চাহি না। হে জনার্দন! তুমি বরং ভূভারহারীরূপে ইহাদিগকে বধ করিয়া, তোমার জনার্দন নাম সার্থক করিতে পার; বিশেষতঃ তুমি পরমেশ্বর বলিয়া তোমার কোন পাপও হইবে না ॥ ৩২-৩৫ ॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।

তস্মান্মাহঁ বয়ং হস্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবাক্তবান্।

স্বজনং হি কথং হত্বা সূত্বিনঃ শ্যাম মাধব ॥৩৬॥

অনু—মাধব! (হে মাধব!) এতান্ (এই সকল) আততায়িনঃ (আততায়িগণকে বা শত্রুদিগকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে) তস্মাৎ (সেই হেতু) বয়ম্ (আমরা) সবান্ধবান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ (বান্ধবগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে) হন্তুম্ (বধ করিতে) ন অর্হা (সমর্থ নহি), হি (যেহেতু) স্বজনং হত্বা (স্বজন হত্যা করিয়া) কথং (কি প্রকারে) স্থখিনঃ (আনন্দিত) শ্যাম (হইব) ॥৩৬॥

অনুবাদ—হে মাধব! এই সকল আততায়ীদিগকে বধ করিয়া আমাদিগের পাপই আশ্রয় করিবে। স্মৃতরাং সবান্ধব দুৰ্য্যোধনাদিকে বধ করা আমাদের উচিত নহে। যেহেতু আত্মীয়কে বিনাশ করিয়া আমরা কি প্রকারে স্থখী হইব? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আততায়ীদিগকে বধ করা রাজনীতি-শাস্ত্রের অনু-মোদিত হইলেও, আচার্যাদি আততায়ীদিগকে হত্যা করা ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ-হেতু পাপ হইবে; অতএব আমরা ধার্তরাষ্ট্রগণকে সবান্ধবে সংহার করিতে যোগ্য হইতেছি না; হে মাধব! আত্মীয়-স্বজনকে হনন করিয়া কি স্থখ লাভ হইবে? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—নহু “অগ্নিদো গরদশৈব শস্ত্রপাণিধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়্ভেতে আততায়িনঃ ॥ আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাত-তায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত ॥”—ইত্যুক্তেরেষাং ষাড়ি ধ্যেনাততায়িনাং-যুক্তো বধ ইতি চেক্তব্রাহ,—পাপমিতি। এতান্ হত্বা স্থিতানস্মান্ পাপমেব বন্ধুক্ষয়হেতুকমাশ্রয়েৎ। অয়ং ভাবঃ,—আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং “মা হিংস্রাৎ সর্ক্বা ভূতানি” ইতি ধর্মশাস্ত্রাদ-দুর্বলম্,—“অর্থশাস্ত্রাতু বলবন্ধম্-শাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ” ইতি স্মৃতেঃ; তস্মাদ্ দুর্বলার্থশাস্ত্রবলেন পূজ্যানাং দ্রোণ-ভীষ্মাদীনাং বধঃ পাপহেতুরেবেতি। ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামীত্যারভ্যোক্তমুপ-সংহরতি,—তস্মাদিতি। পাপসম্ভবাৎ দৈহিকস্থখশ্রাপ্যভাবাচ্চেত্যর্থঃ। ন হি গুরুভিবন্ধুজ্ঞৈশ্চ বিনাস্মাকং রাজ্যভোগঃ স্থখায়াপি তু অহুতাপায়ৈব সম্পৎশ্রুতে। হে মাধবেতি,—শ্রীপতিস্বমশ্রীকে যুদ্ধে কথং প্রবর্তয়সীতি ভাবঃ ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—অগ্নিসংযোগকারী, বিষ-প্রয়োগকারী, শস্ত্র হস্তে লইয়া প্রহারোদ্ভূত, ধননাশক, ভূ-সম্পত্তি ও স্ত্রী-হরণকারী এই ছয়জন আততায়ী বলিয়া খ্যাত, সেই আততায়ী আসিলে তাহাকে নির্বিশিষ্টাচারে হত্যা করিবে। হে ভরতবংশধর! আততায়ীর বধে হত্যাকারীর দোষ হয় না। —এই কথা শাস্ত্রে থাকায়, দুৰ্য্যোধনাদি সেই ছয় প্রকার আততায়ী লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, তাহাদের বধ তো উচিতই; এই কথার উত্তরে বলিতেছেন— ইহাদিগকে হত্যা করিলে আমাদিগকে বন্ধুনাশ-জ্ঞাত্য পাপ স্পর্শ করিবেই। কথাটি এই—আততায়ী আসিলে ইত্যাদি নীতিশাস্ত্রের বিধি, আর ‘মা হিংস্রাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি’ কোন প্রাণীকেই হত্যা করিবে না; ইহা ধর্মশাস্ত্রের উক্তি, ধর্ম-শাস্ত্র হইতে নীতিশাস্ত্র দুর্বল, স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্মশাস্ত্র প্রবল, ইহাই সিদ্ধান্ত; অতএব দুর্বল নীতিশাস্ত্র সাহায্যে যদি পূজনীয় দ্রোণ, ভীষ্ম প্রভৃতিকে হত্যা করা হয়, তবে তাহা পাপের কারণ হইবেই। অতঃপর ‘ন চ শ্রেয়োহনু’ ইত্যাদি হইতে এতাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের উপসংহার করিতেছেন—তস্মাদিত্যাদিবাক্যে। ‘তস্মাৎ’—সেই হেতু অর্থাৎ পাপের সম্ভাবনা আছে এবং দৈহিক সুখেরও অভাব আছে, এইজ্ঞ। যেহেতু গুরুজন ও বন্ধুবর্গ রহিত হইলে, আমাদিগের রাজ্যভোগ সুখের কারণ হইবেই না, পরন্তু অন্ততাপে পরিণত হইবে। হে মাধব! তুমি শ্রীপতি হইয়া শ্রীহীনযুদ্ধে কেন আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছ, ইহা এই সম্বোধনের অভিপ্রায় ॥৩৬॥

অনুব্রূষণ—যদি বলা যায়, দুৰ্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে আততায়ী স্মৃতরাং তাহাদের বধে পাপ হইতে পারে না। তদুত্তরে অর্জুন বলিতেছেন,—আততায়ী-বধের ব্যবস্থা লৌকিক ইষ্ট-কামনায় অর্থশাস্ত্রে বিধান থাকিলেও, বেদশাস্ত্রে বিধান আছে যে, “কোন ভূতেরই হিংসা করিবে না।” স্মৃতরাং অর্থশাস্ত্র হইতে শ্রুতি-কথিত এই ধর্ম-শাস্ত্রকে প্রবল বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন,—“স্মৃতির বিরোধী হইলে ব্যবহারানুসারে গ্রাম্যের শাসনই বলবান্ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং অর্থশাস্ত্রাপেক্ষা ধর্মশাস্ত্র-প্রদত্ত ব্যবস্থা বলবান্ বলিয়া জানিবে।” অতএব ধার্তরাষ্ট্রগণ আততায়ী হইলেও তাহাদের বধে পাপ হইবেই, ইহা অর্জুন বিচার করিয়া বলিতেছেন, হে মাধব! তুমি শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি হইয়া এরূপ শ্রীহীন যুদ্ধে আমাকে কেন প্রবর্তিত করিতেছ? আরও দেখ, এইরূপ যুদ্ধে পাপ তো হইবেই, অধিকন্তু

গুরুজন ও বন্ধুবর্গের অভাবে রাজ্যভোগে কোন সুখ হইবে না বরং পরিণামে অসুখাপই হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীমহারাজ তৎসম্পাদিত শ্রীগীতার অনুবর্ধিণীতে যে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অর্জুনের আর একটি আচরণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

“আমরা অর্জুনের আর একটি আচরণেও দেখিতে পাই যে এই যুদ্ধের অবসানে পাণ্ডবগণের পুত্রঘাতী অশ্বখামা অর্জুন কর্তৃক ধৃত ও বদ্ধ হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—‘তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায়্যাশ্বকুহা’— ভাঃ ১।৭।৩২ অর্থাৎ (হে শূর), এই শস্ত্রপানি স্বজনহন্তা পাপিষ্ঠকে বধ কর। সে স্থলেও অর্জুন ভগবানের আদেশ অপালন করিয়াই সেই শত্রুকে স্বশিবিরে আনয়ন করেন। উদার হৃদয়া দ্রৌপদী সেই পুত্র-হন্তা গুরুপুত্রকে ক্ষমা করিতে বলিলেন, আর ভীমসেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিবার পরামর্শ দিলেন। তখন সন্দিগ্ধমনা সখা অর্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবান্ চতুর্ভূজ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং দুই ভুজে ভীম ও দুই ভুজে দ্রৌপদীকে নিবারণ করিয়া এই কথা বলিলেন—‘ব্রহ্মবন্ধুন’ হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ। ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহনুশাসনম্ ॥’ ভাঃ ১।৭।৫৩ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধম হইলেও বধ্য নহে, পক্ষান্তরে শস্ত্রপানি প্রাণঘাতক বধযোগ্য ; শাস্ত্রকাররূপে আমার ব্যবস্থাপিত যে বিধানদ্বয় চলিয়া আসিতেছে, পরস্পর ভিন্ন হইলেও তুমি সেই দুইটি বিধি পালন কর। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়—এই ব্যক্তির বধ ও অবধ—জানিতে পারিয়া মহাবীর অর্জুন ব্রহ্মবন্ধু অশ্বখামার কেশের সহিত মস্তক-জাত মণি ছেদন করিয়া তাহাকে শিবির হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন।”

মন্ত্ৰও বলিয়াছেন,—“বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বশ্র চ প্রিয়মাত্মনঃ। এত-
চ্চতুর্বিধং প্রাহঃ সাক্ষাদ্বক্ষ্যম্ লক্ষণম্ ॥” অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি
ধর্মের এই চারি প্রকার লক্ষণ। তাই অর্জুন বলিলেন,—এতাদৃশ কর্মের
অনুষ্ঠান বেদ ও সদাচারবিরুদ্ধ এবং আত্মানিপ্রদ স্মরণ্য ইহা কখনও ধর্ম-
সঙ্গত হইতে পারে না ॥৩৬॥

যত্বেপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রজোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

কথং ন জেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দিন ॥ ৩৮ ॥

অব্যয়—জনার্দন (হে জনার্দন!) যদি অপি (যদিও) এতে (ইহারা) লোভ-উপহত-চেতসঃ (লোভদ্বারা বিনষ্টচিত্ত) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (বংশনাশ-জনিত দোষ) মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ (মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পাইতেছে না) (তথাপি) কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তিঃ (কুলক্ষয়কৃত দোষ-দর্শনকারী) অস্মাভিঃ (আমাদের দ্বারা) অস্মাং পাপাং (এই পাপ হইতে) নিবর্তিতুম্ (নিবৃত্তির নিমিত্ত) কথম্ ন জ্ঞেয়ম্ (কেন জ্ঞান হইবে না) ॥৩৭-৩৮॥

অনুবাদ—হে জনার্দন! রাজ্যলোভে হতবুদ্ধি হইয়া দুৰ্য্যোধনাদি কুলক্ষয়-জনিতদোষ ও মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক দেখিতেছেন না। কিন্তু আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দর্শন করিয়াও এই পাপ হইতে কেন নিবৃত্ত হইব না? ৩৭-৩৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি লোভ-দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয়-জনিতদোষ ও মিত্রদ্রোহ-জনিতপাতক অনুভব করিতে পারিতেছে না; কিন্তু জনার্দন! আমরা কুলক্ষয়-জনিত দোষ দৃষ্টি করিয়াও কিনিমিত্ত এই পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইব না? ৩৭-৩৮॥

শ্রীবলদেব—ননু “আহূতো ন নিবর্তেত দ্যুতাদপি রণাদপি বিদিতং ক্ষত্রিয়শ্চ” ইতি ক্ষত্রধর্ম্মস্বরণাং তৈরাহূতানাং ভবতাং যুদ্ধে প্রবৃত্তিযুক্তেতি চেষ্ট-ব্রাহ্ম,—যত্বপীতি দ্বাভ্যাম্। পাপে প্রবৃত্তৌ লোভস্তেষাং হেতুরস্মাকং তু লোভ-বিরহাৎ তত্র প্রবৃত্তিরিতি। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানং খলু প্রবর্তকম্, ইষ্টকানিষ্টা-ননুবন্ধিবাচ্যম্; যদুক্তং—“ফলতোহপি চ যৎ কৰ্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবলপ্ৰীতিহেতুত্বাত্তদ্ব্যর্থ ইতি কথ্যতে ॥” ইতি। তথা চ “শ্বেনেনাভিচরন্ যজ্ঞেত” ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তেহপি শ্বেনাদাবিবানিষ্টাননুবন্ধিত্বাদযুদ্ধেহশ্মিন্নঃ প্রবৃত্তির্ন যুক্তেতি। “আহূতঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রং তু কুলক্ষয়দোষবিনা ভূতবিষয়ং ভাবি। হে জনার্দনেতি প্রাগ্‌বৎ ॥৩৭-৩৮॥

বঙ্গানুবাদ—ইহাতে আক্ষেপ এই ‘পাশাক্রীড়ায় অথবা যুদ্ধে আহূত হইলে ক্ষত্রিয় বিমুখ হইবে না’ এই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ, তবে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণ কর্তৃক যুদ্ধার্থে আহূত তোমাদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তো যুক্তিযুক্তই, তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন যত্বপি ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। তাহাদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তির কারণ লোভ, আমাদের তো লোভ নাই, এইজন্য যুদ্ধে প্রবৃত্তি নাই। কথাটি এই—ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ অর্থাৎ

ইহা করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এই জ্ঞান হইতে জীব কৰ্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই ইষ্ট যদি অনিষ্ট মিশ্রিত না হয়, তবেই প্রবর্তক ইহাও বলিতে হইবে। যেহেতু মহাজনের উক্তি আছে—তাহাকে ধৰ্ম বলে যাহা ফলেতেও অনিষ্ট সম্পর্ক নহে, কেবল আনন্দের কারণ, এইজন্ত (জীবের আকর্ষণরূপ ধারণ করে বলিয়া,) কৰ্ম ধর্মসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। আবার এই উক্তিও শাস্ত্রে আছে ‘শেনেনাভিচরন্ যজ্ঞেত’ শত্রুমারণার্থ শেনযাগ করিবে। অতএব শাস্ত্রোক্তশেনযাগ যেমন ইষ্টের মত অনিষ্টেরও কারণ, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত এই যুদ্ধে পাপ সম্পর্ক থাকায় আমাদের প্রবৃত্তি না হওয়াই উচিত। তবে যে ‘আহুতো ন নিবর্তেত’ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য আছে, তাহার বিষয় যে-স্থলে কুলক্ষয়াদিদোষ বহির্ভূত যুদ্ধ তথায় হইবে। হে জনার্দন! এই সম্বোধনের অভিপ্রায় পূর্ববৎ জানিবে ॥৩৭-৩৮॥

অনুব্রূষণ—দ্যুতক্রীড়ায় অথবা যুদ্ধে আহুত হইলে, ক্ষত্রিয়-ধর্মাত্মসারে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত; এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে অর্জুন বলিতেছেন যে, অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কৰ্মের প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু সেই কৰ্ম যদি অনর্থযুক্ত না হয়, কেবল প্রীতি অর্থাৎ সুখের নিমিত্তই হয়, তবে শাস্ত্র সেই কৰ্মকে ধর্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন। যদিও শাস্ত্রে “শেন পক্ষীর দ্বারা অভিচার কৰ্ম করিবে” এইরূপ বিধান দৃষ্ট হয়, তথাপি উহা অনিষ্টজনক কৰ্ম বলিয়া উহাকে পাপরূপে গণ্য করিতে হয়, সেইরূপ আমাদের এই যুদ্ধে কুলক্ষয় এবং মিত্রদ্রোহরূপ দুইটা পাপ কার্য্য বর্তমান। দুর্ঘোষনাদি রাজ্যলোভে প্রলুব্ধ হইয়া, হিতাহিত ও ধর্মাদর্শ-বিবেক রহিত হইয়া, কুলক্ষয় ও স্বজন-বিনাশ প্রভৃতি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও, আমাদের ধর্মজ্ঞান ও বিচার-বিবেক তদ্রূপ কলুষিত না হওয়ায়, এইরূপ শাস্ত্র-বিগর্হিত অগ্নায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়াই শ্রেয়ঃ। তুমি জনার্দন, সূতরাং জনগণের নাশ ও রক্ষা উভয়ই তোমার পরমেশ্বরতা। আমি এইরূপ নিন্দনীয় অগ্নায় যুদ্ধে নিবৃত্ত হইব।

অর্জুনের বিচারের অন্তকূলে মনু সংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

“ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যেয়াতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।

বালবৃদ্ধাতুরৈর্কৈঃজাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥

মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্ৰা পুত্রৈঃ ভাৰ্য্যায়া ।

হুহিত্ৰা দাসবৰ্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥”

অর্থাৎ ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা ও দাসগণের সহিত বিবাদ আচরণ করিবে না ।

এই যুদ্ধক্ষেত্রেও দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ ; শল্য, শকুনি প্রভৃতি মাতুল, ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধ, ধার্ম্মরাত্ত্রিগণ জ্ঞাতি, জয়দ্রথ প্রভৃতি কুটুম্ব উপস্থিত আছেন, যাহাদের সহিত বিবাদই শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহাদের অস্ত্রের দ্বারা প্রাণ সংহার তো কোন মতেই চলিতে পারে না ॥৩৭-৩৮॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কুৎস্নমধর্ম্মোহভিভবত্যত ॥৩৯॥

অর্থ—কুলক্ষয়ে (কুলনাশে) সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ (কুলপরম্পরা-প্রাপ্ত ধর্ম্মসমূহ) প্রণশ্যন্তি (ধ্বংস হয়) ধর্ম্মে নষ্টে (ধর্ম্ম নষ্ট হইলে) অধর্ম্মঃ (অধর্ম্ম) কুৎস্নম্ (সমগ্র) উত (ও) কুলং (কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করে) ॥৩৯॥

অনুবাদ—কুলক্ষয় হইলে পরম্পরাগত সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয় । কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমগ্র কুলকেও অভিভূত করে ॥৩৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয় ॥৩৯॥

শ্রীবলদেব—দোষমেব প্রপঞ্চয়তি—কুলক্ষয়ে ইতি । কুলধর্ম্মা কুলোচিতা অগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ কুলপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ প্রণশ্যন্তি কৰ্ত্ত্বুর্বিনাশাৎ । উতেতাপার্থে কুৎস্নমিতানেন সম্বন্ধাতে,—ধর্ম্মে নষ্টে সত্যবশিষ্টং বালাদিকুৎস্নমপি কুলমধর্ম্মোহভিভবতি গ্রাসতীত্যর্থঃ ॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর যুদ্ধে দোষই বিস্তৃত করিয়া দেখাইতেছেন ‘কুলক্ষয়’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা । কুলধর্ম্ম—অর্থাৎ কুলোচিত অগ্নিহোত্রাদিধর্ম্ম, সনাতন বংশ পরম্পরায় আগত, প্রনষ্ট হয়, ধর্ম্মাচরণকারী কেহ থাকে না বলিয়া । এখানে ‘উত’ শব্দটি অপি অর্থে এবং তাহার অর্থ কুৎস্নপদের সহিত, তাহার অর্থ ধর্ম্ম নষ্ট হইলে পর অবশিষ্ট বালক প্রভৃতি সকল-বংশকে অধর্ম্ম গ্রাস করে । ইহা ‘অভিভব’শব্দের তাৎপর্য্য ॥৩৯॥

অনুভূষণ—কুলক্ষয় হইলে স্বতঃই কুলধর্ম নষ্ট হয়। যাহারা কুলপরম্পরাগত ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের অভাবে বংশের অবশিষ্ট লোকেরা ধর্মজ্ঞানহীন হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইবে। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ধর্মকর্ম সমূহও বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে ॥৩৯॥

অধর্মাভিভবাং কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলপ্রিয়ঃ ।

স্ত্রীষু দুষ্টাষু বাঞ্চো'য় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥

অন্বয়—কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) অধর্মাভিভবাং (অধর্ম-দ্বারা অভিভূত হইবার ফলে) কুলপ্রিয়ঃ (কুলনারীসকল) প্রদুষ্যন্তি (দুষিতা হয়) বাঞ্চো'য় (হে বৃষ্ণি-বংশোদ্ভূত কৃষ্ণ !) স্ত্রীষু দুষ্টাষু (কুলনারীগণ কুলটা হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥৪০॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ ! কুল অধর্মদ্বারা অভিভূত হইলে কুলস্ত্রী-সকল ভ্রষ্টা হয়। স্ত্রীগণ ভ্রষ্টা হইলে, হে বৃষ্ণিবংশাবতংস ! বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয় ॥৪০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ ! অধর্ম প্রবল হইলে কুলস্ত্রী-সকল ব্যভিচারিণী হয় এবং স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪০॥

শ্রীবলদেব—ততশ্চাধর্মাভিভবাদিতি । অশ্মদুর্ভূতিধর্মমূলজ্য যথা কুলক্ষয়-লক্ষণে পাপে বর্তিতং, তথাস্মাভিঃ পাতিব্রত্যমবজ্ঞায় দুরাচারে বর্তিতব্যমিতি দুর্কৃদ্ধিহতাঃ কুলপ্রিয়ঃ প্রদুষ্যেয়ুরিত্যর্থঃ ॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর অধর্ম কুলকে গ্রাস করিলে কি হয় তাহা বলিতেছেন কুলস্ত্রীগণও দুষ্টা হয়, কি প্রকারে ?—যেমন আমাদের ভর্তৃগণ ধর্মলঙ্ঘন করিয়া কুলক্ষয়জনক পাপে রত হইয়াছেন, সেইরূপ আমরাও সতীত্ব-ধর্ম গণনা না করিয়া অসৎকার্যে প্রবৃত্ত হইব এইরূপ দুর্কৃদ্ধিচালিত হইয়া কুলকামিনীগণ দুষ্ট হয় ইহাই ইহার তাৎপর্য ॥৪০॥

অনুভূষণ—পুরুষগণ ধর্মহীন ও আচারভ্রষ্ট হইলে, কুলকামিনীগণও বিচার করিবেন যে, আমাদের স্বামী বা অভিভাবকেরা যখন ধর্ম ত্যাগপূর্বক বিপথগামী হইয়াছেন, তখন আমরাই বা কেন পাতিব্রত্য ধর্ম উল্লঙ্ঘন পূর্বক স্বেচ্ছাচারিনী হইব না? এই প্রকারে কুলকামিনীগণ বিপথগামিনী হইলে,

বংশে জারজ সন্তান জন্মিবে ও তাহাদের দ্বারা বংশের গৌরব একেবারেই নষ্ট হইবে।

বর্ণসঙ্কর জাতি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্কের উক্তিতে অনেক কথা পাওয়া যায়, গরুড় পুরাণেও এ বিষয়ে বিবরণ আছে ; প্রতিলোমজ ও অহুলোমজ জাতিও বর্ণসঙ্কর। মনু সংহিতায় পাওয়া যায়, ‘ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির প্রাবল্য হেতু বিলুপ্ত জ্ঞান বেন রাজার সময়ে এই নিষিদ্ধ পশু ব্যবহার প্রচলিত হইয়া বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইয়াছে’ ॥৪০॥

সঙ্করো নরকায়েব কুলঘ্নানাং কুলশ্চ চ।

পতন্তি পিতরো হেবাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥

অন্বয়—সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলনাশকদিগের) কুলশ্চ চ (এবং কুলের) নরকায় এব (নরকের নিমিত্তই হয়) এবাং (ইহাদিগের) পিতরঃ লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ (সন্তঃ) (পিতৃপুরুষ পিণ্ড-জলহীন হওয়ায়) পতন্তি হি (নিশ্চয় পতিত হয়) ॥৪১॥

অনুবাদ—বর্ণসঙ্করগণ কুলনাশকদিগকে এবং কুলকে নরকগামী করে। ইহাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ড ও জলহীন হইয়া নিশ্চয়ই পতিত হয় ॥৪১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া কুল ও কুলঘাতকদিগকে নরকগামী করিয়া থাকে ; সেই কুলে পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লোপ হওয়ায় পিতৃলোক পতিত হয় ॥৪১॥

শ্রীবলদেব—কুলশ্চ সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং নরকায়েবেতি যোজনা। ন কেবলং কুলঘ্না এব নরকে পতন্তি, কিন্তু তৎ পিতরোহপীত্যাহ,—পতন্তীতি হিহেতো। পিণ্ডাদি দাতৃণাং পুত্রাদীনামভাবাদ্বিলুপ্তপিণ্ডাদি-ক্রিয়াঃ সন্তস্তে নরকায়েব পতন্তি ॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ—কুলের সঙ্করদোষ অর্থাৎ ভিন্নজাতির মিশ্রণ, কুল নাশকারী-দিগেরই নরকের কারণ—এইরূপ অন্বয় কর্তব্য। কেবল কুলনাশকারীরাই নরকে পতিত হয় তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের উদ্ধতন পিতৃপুরুষগণও, এই কথা বলিতেছেন ‘পতন্তি’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। হি শব্দের অর্থ হেতু, যেহেতু তাঁহারা (পিতৃপুরুষগণ) পিণ্ডদানকারী পুত্রাদির অভাবে পিণ্ডদান-তর্পণাদি ক্রিয়ালোপী হন এজন্ত নরকে পতিত হন ॥৪১॥

অনুব্রূষণ—বংশে সঙ্কর দোষ উপস্থিত হইলে, কুলনাশকদিগের এবং তৎপিতৃপুরুষদিগেরও নরক লাভ হয়, কারণ পিণ্ডদানকারী পুত্রাদির অভাবে, পিণ্ডাদিক্রিয়া লুপ্ত হয় ॥৪১॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্গসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাত্তন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥

অর্থ—কুলঘ্নানাং (কুলনাশকদিগের) এতৈঃ (এই সকল) বর্গসঙ্করকারকৈঃ (বর্গসঙ্কর-কারক) দোষৈঃ (দোষ-দ্বারা) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ (বর্গধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম) উৎসাত্তন্তে (বিলুপ্ত হয়) ॥৪২॥

অনুবাদ—কুলনাশকদিগের এই সকল দোষ-দ্বারা সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হইয়া থাকে ॥৪২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বর্গসঙ্করকারী পূর্বোক্ত দোষ দ্বারা কুলনাশকদিগের সনাতন কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যাইবে ॥৪২॥

শ্রীবলদেব—উক্ত দোষমুপসংহরতি,—দোষৈরিত্তি দ্বাভ্যাম্ । উৎসাত্তন্তে বিলুপ্যন্তে, জাতিধর্ম্মাঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদিনিবন্ধনাঃ, কুলধর্ম্মাস্তসাধারণাঃ ; চ-শব্দাদাশ্রম-ধর্ম্মা গ্রাহাঃ ॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর উক্তদোষের উপসংহার করিতেছেন ‘দোষৈঃ’ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা । উৎসাদিত হয় অর্থাৎ বিলুপ্ত হয় । ক্ষত্রিয়ত্বাদিনিবন্ধন জাতি ধর্ম্মগুলি, কুলধর্ম্ম—যেগুলি ব্যক্তিগত কুলোচিত ধর্ম্ম, চ শব্দের অর্থ সমুচ্চয় অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্মগুলিও ধর্তব্য ॥৪২॥

অনুব্রূষণ—বর্গসঙ্কর দোষের উৎপত্তিহেতু কুলধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণাদি ভেদে যে বিশেষ বিশেষ জাতিধর্ম্ম, এমন কি আশ্রমধর্ম্মগুলিও বিলুপ্ত হয় ॥৪২॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥৪৩॥

অর্থ—জনার্দন ! (হে জনার্দন !) উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (কুলধর্ম্মরহিত) মনুষ্যাণাং (মনুষ্যদিগের) নরকে নিয়তং বাসঃ ভবতি (নরকে নিয়ত বাস হয়) ইতি অনুশুশ্রম (ইহা শুনিয়াছি) ॥৪৩॥

অনুবাদ—হে জনার্দন ! কুলধর্ম্ম-রহিত মনুষ্যদিগের অনন্তকাল নরকে বাস হয়—এইরূপ শুনিয়াছি ॥৪৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে জনার্দন ! শুনিয়াছি, যে-সকল মনুষ্যের কুলধর্ম উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহারা নিয়ত নরকে বাস করিয়া থাকে ॥৪৩॥

শ্রীবলদেব—উৎসন্নোতি । জাতিধর্মাদীনাং উপলক্ষণমেতৎ । অন্তঃশ্রম শ্রতবস্তো বয়ং গুরুমুখাং । “প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ ।” “অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্” ইত্যাদি বাক্যৈঃ ॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ—‘উৎসন্ন’ ইত্যাদি এখানে কুলধর্ম পদটি জাতিধর্ম, আশ্রমধর্ম প্রভৃতিরও বোধক । শুনিয়াছি—গুরুমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি । কি শুনা আছে, তাহা বলিতেছেন ‘প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ’ ইত্যাদি বাক্য, যথা—যে সকল মনুষ্য পাপকার্য্যে সর্বদা আসক্ত অথচ প্রায়শ্চিত্ত করে না, এবং পাপ কর্ম্মের জন্য অনুতাপও করে না তাহারা অতি কষ্টময় ভীষণ নরকসমূহে গমন করে ॥৪৩॥

অনুব্রূষণ—কুলধর্ম, জাতিধর্ম ও আশ্রমধর্ম বিলুপ্ত হইলে, যে সকল মানব সর্বদা পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকে, অথচ প্রায়শ্চিত্তাদি করে না বা অনুতাপও করে না, তাহারা অত্যন্ত দুঃখময় নরকে নিয়ত বাস করে ॥৪৩॥

অহো বত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।

যদ্রাজ্যস্বখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

অন্বয়—অহো বত (হায় কি কষ্ট !) বয়ম্ (আমরা) মহৎ পাপং (মহাপাপ) কর্ত্তুং (করিতে) ব্যবসিতাঃ (কৃতসংকল্প), যৎ (যেহেতু) রাজ্যস্বখলোভেন (রাজ্যস্বখের লোভে) স্বজনম্ হন্তুং (আত্মীয় বিনাশ করিতে) উদ্যতাঃ (প্রস্তুত) ॥৪৪॥

অনুবাদ—হায় ! কি কষ্ট ! আমরা রাজ্যস্বখের লোভে স্বজন-বিনাশে উদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি ॥৪৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হা ! কি দুঃখের বিষয় ! আমরা রাজ্যস্বখ-লোভে স্বজনবধে সমুদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি ॥৪৪॥

শ্রীবলদেব—বন্ধুবধব্যবসায়েনাপি পাপং সম্ভাব্যাত্তপন্বাহ,—অহো ইতি । বতেতি সন্দেহে ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ—আত্মীয়বধের কল্পনায়ও পাপসম্ভাবনা করিয়া অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন—‘অহো বত’ ইত্যাদি বাক্য । ‘বত’ শব্দটি এখানে সন্দেহার্থে অব্যয় ॥৪৪॥

অনুভূষণ—সামান্য রাজ্যলোভের বশবর্তী হইয়া স্বজনবধরূপ এই মহৎ পাপ করা অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় ॥৪৪॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

অর্থ—যদি অপ্রতীকারম্ (আত্মরক্ষায় চেষ্টা-শূন্য) অশস্ত্রং (অস্ত্রবিহীন) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) ক্ষেমতরং (অপেক্ষাকৃত হিতকর) ভবেৎ (হইবে) ॥৪৫॥

অনুবাদ—যদি অস্ত্রহীন, প্রতীকার-রহিত আমাকে অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত করে, তাহা আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হইবে ॥৪৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমি অস্ত্রহীন ও প্রতিকার-পরাজুথ হইলেও যদি অস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে রণে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে ॥৪৫॥

শ্রীবলদেব—নহু ত্বয়ি বন্ধুবধাধিনিবৃত্তেহপি ভীষ্মাদিত্যুদ্বৈতকৈশ্বদধঃ স্রাদেব ততঃ কিম্বিধেয়মিতি চেত্তত্রাহ,—যদি মামিতি । অপ্রতীকারমকৃতমদ্ব-
ধাধ্যবসায়পাপপ্রায়শ্চিত্তম্ । ক্ষেমতরমতিহিতং,—প্রাণান্তপ্রায়শ্চিত্তেনৈবৈতৎ
পাপাবমার্জনম্ ; ভীষ্মাদয়স্ত ন তৎপাপফলং প্রাপ্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল ওহে অর্জুন ! তুমি আত্মীয় বধ হইতে বিরত হইলেও, যুদ্ধার্থে উৎসুক ভীষ্ম প্রভৃতি তোমাকে বধ করিবেই, তাহাতে তোমার কর্তব্য কি ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যদি ‘মাম্’ ইত্যাদি বাক্য ; আমি অপ্রতীকার হইলে অর্থাৎ বন্ধুবধের সঙ্কল্পেও উৎপন্ন পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে । ক্ষেমতর—অতিহিত, ক্ষেমতর কেন ? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণত্যাগ । ভীষ্ম প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণ সে পাপফল প্রাপ্ত হইবে না ইহাই তাৎপর্য ॥৪৫॥

অনুভূষণ—অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগপূর্বক আত্মরক্ষায় পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, যদি দুৰ্য্যোধনাদি আমাকে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর । বন্ধু-
বধরূপ পাপের সঙ্কল্পের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণত্যাগ । অর্জুন বর্তমানে স্বজনবধাপেক্ষা
নিজের প্রাণত্যাগ করাই কল্যাণকর মনে করিতেছেন ॥৪৫॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাশিৎ ।

বিস্মজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং ভীষ্মপর্কণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সৈন্য-দর্শনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোক-কাতর চিত্ত) অর্জুনঃ (অর্জুন) এবং (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং (বাণ সহিত ধনু) বিস্মজ্য (ত্যাগ করিয়া) রথোপস্থে (রথের উপরে) উপাশিৎ (উপবেশন করিলেন) ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে প্রথমোধ্যায়স্য অন্বয়ঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ । সঞ্জয় বলিলেন শোকাকুলচিত্ত অর্জুন এই বলিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুর্ধারণ পরিত্যাগ পূর্বক রথের উপর উপবেশন করিলেন ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে প্রথমোধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই কথা বলিয়া অর্জুন সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্বক শোকাকুলিত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন ॥৪৬॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের 'ভাষ্যভাষ্য' সমাপ্ত ।

শ্রীবলদেব—ততঃ কিমভূদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ,—এবমুক্ত্বৃতি । সংখ্যে যুদ্ধে রথোপস্থে রথোপরি উপাশিৎ উপবিবেশ । পূর্বং যুদ্ধায় প্রতিযোদ্ধ -বিলোকনায় চোচ্ছিতঃ সন্ ॥৪৬॥

অহিংস্রস্ত্যাজিজ্ঞাসা দয়াদ্রষ্টোপজায়তে ।

তদ্বিরুদ্ধস্ত নৈবেতি প্রথমাদুপধারিতম্ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

বঙ্গানুবাদ—তারপর কি হইল ? ধৃতরাষ্ট্রের এই কোতূহলের উত্তরে সঞ্জয় বলিতেছেন 'এবমুক্ত্বা' ইত্যাদি বাক্য । সংখ্যে অর্থাৎ যুদ্ধে, রথোপস্থে—রথের উপর, বসিলেন । পূর্বে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে এবং প্রতিপক্ষদিগকে দেখিবার মানসে দাঁড়াইয়াছিলেন, এক্ষণে বসিলেন ॥৪৬॥

প্রথমাধ্যায় হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, যে ব্যক্তি জীবহিংসা হইতে বিরত এবং দয়াদ্র' চিত্ত তাহার আত্মজিজ্ঞাসা (আত্মজ্ঞান-বিষয়ে-বিচার) জন্মে, যে তাহার বিপরীত অর্থাৎ জীবহিংসাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর চিত্ত, তাহার উহা হয় না।

শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুভূষণ—অতঃপর কি ঘটিল? ধৃতরাষ্ট্রের এই কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত সঞ্জয় বলিলেন যে, দণ্ডায়মান অর্জুন এই কথা বলিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

এতৎ প্রসঙ্গে পূজাপাদ শ্রীল মহারাজ লিখিত ‘অনুবর্ষিণী’ টীকা উদ্ধার করিতেছি।

“ভক্ত অর্জুন স্বীয় আরাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব পূর্ব হইতেই অবগত ছিলেন। শোকমোহমুক্ত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শোকমোহমুক্ত জগজ্জীবকে নিজপাদপদ্মে আকর্ষণ করিবেন জানিয়া সেই লীলার অনুকূলে তিনি আরাধ্য দেবতাকে উভয় সেনার মধ্যো রথ রাখিবার জন্ত বলিয়াছিলেন। এখন তিনি দেখিলেন যে, রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে সমাগত লোকদিগকে উপদেশ প্রদানের এই উপযুক্ত স্থান ও সময়। তাই তিনি শোকমোহ-দ্বারা সংবিগ্নচিত্ত জনেরই ন্যায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই এবং সেই রথের উপরেই বসিলেন। ভগবান্ ও সেইস্থানে ও সেই রথেই বিদ্যমান থাকিয়া অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন।

আলোচ্য শ্লোকে ‘শোকসংবিগ্নমানসঃ’ শব্দে অর্জুনকে শোকাকুলচিত্ত জানা গেলেও বস্তুতঃ তাঁহার শোকাদি নাই। ভীষ্মস্তোত্রেও দেখা যায়,— “ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদিমুখশ্চ দোষবুদ্ধা। কুমতিমহরদাত্ম-বিদ্যা যশ্চরণরতিঃ পরমশ্চ মেহস্ত তশ্চ ॥”—ভাঃ ১।২।৩৬ অর্থাৎ দূরস্থিত বৃহৎ সেনার মুখস্বরূপ সেই সেনার অগ্রভাগে স্থিত ভীষ্মাদি বীরগণকে দর্শন করিয়া পাপ ভাবিয়া জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ হইতে নিবৃত্ত অর্জুনের পাপবুদ্ধি যিনি আত্মবিদ্যা দ্বারা দূরীভূত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমার আসক্তি হউক।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন—‘স্বজনবধাধ্বিমুখশ্চ’—
‘এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে ‘গীঃ ১।৪৬,’ ; ‘কুমতিং’—সম্প্রতি যুধিষ্ঠিরেরই তদানীন্তন
অৰ্জুনেরও স্বয়ং ভগবৎ-কর্তৃকই উত্থাপিতা । নিত্যপার্বদ ও নরাবতার বলিয়া
অৰ্জুনের কুমতির সম্ভাবনা নাই । জগদুদ্ধারক স্বতত্ত্বজ্ঞাপক শ্রীগীতাশাস্ত্রকে
আবির্ভাব করাইবার জন্ত এইরূপ করিয়াছিলেন জানিতে হইবে” ॥৪৬॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথমাধ্যায়ের অন্তভূষণ-নায়ী টীকা সমাপ্তা ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ,—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিশীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) তথা (সেইরূপ) কৃপয়া-আবিষ্টম্ (দয়াবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণ-আকুল-ঈক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণ-আকুল দৃষ্টি) বিশীদন্তম্ (বিষাদপ্রাপ্ত) তং (তাহাকে) মধুসূদনঃ (মধুসূদন) ইদং বাক্যম্ (এই বাক্য) উবাচ (কহিলেন) ॥১॥

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন—কৃপাপরবশ অশ্রুপূর্ণাকুলদৃষ্টি বিষন্ন অর্জুনকে মধুসূদন এই বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় বলিলেন,—তখন কৃপা-পরবশ অশ্রুপূর্ণ-নয়ন বিষন্ন-বদন অর্জুনকে অবলোকন করিয়া শ্রীমধুসূদন কহিলেন ॥১॥

শ্রীবলদেব—দ্বিতীয়ে জীবযাথাত্মজ্ঞানং তৎসাধনং হরিঃ ।

নিকামকর্ম চ প্রোচে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥

এবমর্জুনবৈরাগ্যমুপশ্রুত্যা স্বপুত্ররাজ্যভ্রংশাশয়া হৃদ্যন্তং ধৃতরাষ্ট্রমালক্ষ্য সঞ্জয় উবাচ,—তং তথেষতি । মধুসূদন ইতি তস্য শোকমপি মধুবল্লিনিষ্যতীতি ভাবঃ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ—জীবের যথাযথ আত্মজ্ঞান, তাহার প্রাপ্ত্যুপায়, নিকামকর্ম এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্রীহরি কর্তৃক কথিত হইয়াছে । ধৃতরাষ্ট্র অর্জুনের এইরূপ বৈরাগ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া নিজ পুত্রগণের আর রাজ্য হানি হইবে না এই আশায় হৃষ্ট চিত্ত হইলেন ; তাহা লক্ষ্য করিয়া সঞ্জয় বলিলেন ‘তং তথেষাদি’ বাক্য । মধুসূদন এই পদের অভিপ্রায় তিনি মধু দৈত্যের ন্যায় এস্থলে তাহার শোকও নাশ করিবেন—এই ভাব ॥১॥

অনুভূষণ—অর্জুন বৈরাগ্যবান্ হইয়া হিংসারূপ যুদ্ধে বিরত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভাবিলেন যে, বীরকেশরী অর্জুন যখন বৈরাগ্য-

হেতু সমর বিমুখ হইয়াছে, তখন আমার পুত্রগণের বিজয়-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ অর্জুন ব্যতীত ভীষ্ম-দ্রোণাদি-সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচলিত থাকিতে পারে, এমন সমর-দক্ষ বীর আর কে আছে? সুতরাং আমার পুত্রগণের বাঞ্ছিত রাষ্ট্রোৎখাণ্ড্য এবার নিঃশঙ্ক হইল। এইরূপ ভাবনায়, তারপর কি হইল? ধৃতরাষ্ট্রের এই হৃদগত অনুসন্ধানেন্দ্রা অনুমান করিয়া, সঞ্জয় বলিলেন যে, নিজ প্রিয় সখা অর্জুনকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া মধুসূদন তাহাকে বলিতে লাগিলেন। এস্থলে ‘মধুসূদন’ শব্দটি প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি মধু নামক দৈত্যকে সূদন অর্থাৎ বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনি আজ অর্জুনের এই মোহাভিনয় দূর করিয়া, অর্জুনের দ্বারা কুরুকুল-কলঙ্কস্বরূপ তোমার পুত্রগণের বিনাশ সাধন করাইয়া, সত্যের জয় প্রতিষ্ঠা করিবেন ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥২॥

অর্থ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) অর্জুন! (হে অর্জুন!) ত্বা (তোমাতে) বিষমে (বিপদকালে) কুতঃ (কি হেতু) অনার্য্যজুষ্টম্ (অনার্য্যসেবিত) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গ-প্রতিষেধক) অকীর্তিকরম্ (অখ্যাতিকর) ইদং (এই) কশ্মলম্ (মোহ) সমুপস্থিতম্ (সমাগত হইল) ॥২॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জুন! তোমাতে এই ভীষণ বিপদকালে অনার্য্যসেবিত, স্বর্গপ্রতিষেধক, অকীর্তিকর এই মোহ কি হেতু উপস্থিত হইল? ২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ বলিলেন,—অর্জুন! এই বিষম-সমরে কি-জন্য তোমার ঈদৃশ অনার্য্য-জনোচিত স্বর্গ-প্রতিষেধক অকীর্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? ২॥

শ্রীবলদেব—তদ্বাক্যমনুবদতি,—শ্রীভগবানিতি । “ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীর্ঘ্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি যগ্নাং ভগ ইতীক্ষনা ॥” ইতি পরাশরোক্তৈরৈশ্বর্য্যাদিভিঃ ষড়্ভির্নিত্যং বিশিষ্টঃ ; সমগ্রস্তোত্যেতৎ ষট্শ্চ যোজ্যম্ । হে অর্জুন, ইদং স্বধর্ম্মবৈমুখ্যং কশ্মলং শিষ্টেনিন্দ্যত্মানলিনং কুতো

হেতোস্বাং ক্ষত্রিয়চূড়ামণিঃ সমুপস্থিতমভূৎ ? বিষমে যুদ্ধসময়ে । ন চ মোক্ষায় স্বর্গায় কীর্তয়ে বৈতদযুদ্ধবৈরাগ্যামিত্যাহ,—অনার্যোতি ; আৰ্য্যৈর্মুমুক্ষুভিন' জুষ্টং সেবিতং,—আৰ্য্যাঃ খলু হৃদ্বিশুদ্ধয়ে স্বধৰ্ম্মানাচরন্তি । অস্বর্গ্যাং স্বর্গোপলভ্তকধৰ্ম্ম-বিরুদ্ধম্ ; অকীর্তিকরং কীর্তিবিপ্লাবকম্ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ—সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, শ্রীভগবান্ উবাচ—ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন । ভগবান্ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় লভ্য অর্থ যাহার ছয় প্রকার ভগ আছে যথা 'ঐশ্বর্য্যশ্চ সমগ্রশ্চ' ইত্যাদি । সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টির 'ভগ' আখ্যা দেওয়া হয়, পরাশরমুনি-বর্ণিত এই ছয়টির দ্বারা যিনি নিত্যই বিশিষ্ট । উক্ত বচনে 'সমগ্রশ্চ' এই পদটি ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টিতেই অধ্বিত । ওহে অৰ্জ্জুন ! এই স্বধৰ্ম্মে (ক্ষত্রিয়োচিত ধৰ্ম্মে) বিমুখতা যাহা শিষ্টগণের নিন্দনীয়-হেতু মলিন, ইহা কোন্ নিমিত্ত হইতে ক্ষত্রিয় চূড়ামণি তোমার নিকট উপস্থিত হইল ? বিষম অর্থাৎ সঙ্কটকালে—যুদ্ধ সময়ে । এই যুদ্ধবৈরাগ্য মুক্তির, স্বর্গের, কিংবা কীর্তির কারণ নহে এই কথা বলিতেছেন 'অনার্য্য' ইত্যাদি বাক্যে । যাহা আৰ্য্য—মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ আশ্রয় করেন নাই, যেহেতু আৰ্য্যগণ চিত্ত-শুদ্ধির জন্য স্বধৰ্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন । অস্বর্গ্যা—স্বর্গলাভেরও পথ নহে কারণ ইহা স্বর্গসাধন ধৰ্ম্মের বিরুদ্ধ এবং অকীর্তিকর অর্থাৎ কীর্তির হানিকর ॥২॥

অনুবোধ—ধৃতরাষ্ট্রের সংশয়াকুলিত প্রশ্নের উত্তরে, সঞ্জয়, মধুসূদন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নিজ সখাকে বলিলেন যে, হে অৰ্জ্জুন ! তুমি পৃথিবীতে সর্বদা নিম্ন'লকস্ম'কারী, ক্ষত্রিয়কুল-ধুরন্ধর, ক্ষত্রিয়কুলের স্বধৰ্ম্মই যুদ্ধ । সেই যুদ্ধে আহত হইয়া, এই বিষম সঙ্কট-স্থানে সমাগত হইয়া, তোমার হৃদয়ে এইরূপ স্বধৰ্ম্ম-বিরুদ্ধ, দুরন্ত মোহ কি প্রকারে উপস্থিত হইল ? তোমার এই যুদ্ধ-বৈরাগ্য মুক্তি, স্বর্গ এবং কীর্তির পরিপন্থী । যাহারা মুমুক্ষু, তাহারাও চিত্তের শুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে স্বধৰ্ম্মই আচরণ করিয়া থাকেন, কারণ চিত্তশুদ্ধি না হইলে, মোক্ষ-লাভ সম্ভব নহে । বিশুদ্ধ-চিত্ত সন্ন্যাসিগণই স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ পূর্বক বনবাসী হইতে পারেন । কিন্তু তুমি সন্মুখ সমরে উপস্থিত হইয়া, আৰ্য্যশ্রেষ্ঠ হইয়া, অনার্য্য সেবিত, স্বধৰ্ম্ম-বিরোধী, স্বর্গলাভের পরিপন্থী-বিচার কেন গ্রহণ করিলে ? তোমার ত্রায়

পৃথিবী-বিখ্যাত মহাযশস্বী ক্ষত্রিয়-শিরোমণিরপক্ষে, ইহা অত্যন্ত অকীর্তিকর অর্থাৎ লোক-বিগর্হিত নিন্দনীয় কার্য। এই বিপদ পরিপূর্ণ সংগ্রামস্থলে, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি তোমার কি প্রকারে উপস্থিত হইল? অর্থাৎ ইহা হওয়া উচিত নহে ॥২॥

ক্লেব্যং মান্স গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্ব্যুপপত্ততে ।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বেতিষ্ঠ পরস্তপ ॥৩॥

অন্বয়—পার্থ (হে পার্থ!) ক্লেব্যং (কাতরতা) মান্স গমঃ (প্রাপ্ত হইও না) এতৎ (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপত্ততে (উপযুক্ত হয় না) । পরস্তপ! (হে শত্রুক্ষয়কারিন্!) ক্ষুদ্রং (ক্ষুদ্র) হৃদয়দৌর্বল্যং (হৃদয়ের দুর্বলতা) ত্যক্ত্বেতি (ত্যাগ করিয়া) উতিষ্ঠ (উত্থিত হও) ॥৩॥

অনুবাদ—হে কুন্তীনন্দন পার্থ! তুমি এইরূপ ক্লীবধর্ম প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরস্তপ! এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ॥৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কুন্তীপুত্র! তুমি ঈদৃশ ক্লীবধর্ম অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরস্তপ! তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধার্থ উত্থান কর ॥৩॥

শ্রীবলদেব—নহু বন্ধুক্ষয়াধ্যবসান্নদোষাৎ প্রকম্পিতেন ময়া কিং ভাব্যমিতি চেত্তব্রাহ,—ক্লেব্যমিতি । হে পার্থ, দেবরাজপ্রসাদাৎ পৃথায়ামুৎপন্ন! ক্লেব্যং কাতর্য্যং মান্স গমঃ প্রাপ্নুহি । ত্বয়ি বিশ্ববিজেতরি মৎসখেহজ্জুনে ক্ষত্রবন্ধাবিবৈতদীদৃশং ক্লেব্যং নোপযুজ্যতে । নহু ন মে শৌর্যাভাবরূপং ক্লেব্যং, কিন্তু ভীষ্মাদিষু পূজ্যেষু ধর্মবুদ্ধ্যা বিবেকোহয়ং ; দুৰ্য্যোধনাদিষু ভ্রাতৃষু মচ্ছস্রপ্রহারেণ মরিশ্চাংসু রূপেয়মিতি চেত্তব্রাহ,—ক্ষুদ্রমিতি । নৈতে তব বিবেকরূপে, কিন্তু ক্ষুদ্রং লঘিষ্ঠং হৃদয়দৌর্বল্যমেব ; তস্মাস্তত্ত্যক্ত্বে যুদ্ধায়োতিষ্ঠ সম্ভবীভব । হে পরস্তপ শত্রুতাপনেতি—শত্রুহাসপাত্রতাং মা গাঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল বন্ধুনাশের চেষ্টা দোষেই প্রকম্পিত হইয়া আমার আর কি হওয়া উচিত ছিল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—ওহে পৃথানন্দন! অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগ্রহে তুমি কুন্তীদেবীতে উৎপন্ন। এই ক্লীবতা অর্থাৎ কাতরতা প্রাপ্ত হইও না, কারণ তুমি বিশ্ববিজেতা,

আমার সখা অর্জুন, ক্ষত্রিয়াধর্মের মত এইরূপ কাতরতা তোমাতে উপযুক্ত নহে। যদি মনে কর এই কাতরতা আমার বিক্রমের অভাব-নিবন্ধন, তাহা নহে কিন্তু ভীষ্ম প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণের উপর ধর্মবুদ্ধি-নিবন্ধন ইহা বিবেক, আর দুর্ঘোষনাদি ভ্রাতৃগণ আমার শস্ত্র-প্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এজন্য তাহাদের উপর ইহা কৃপা, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—‘কুদ্রম্’ ইত্যাদি বাক্যে। অর্জুন! এ তোমার বিবেকও নয়, কৃপাও নয়, কিন্তু অতি তুচ্ছ মনের দুর্বলতা। অতএব এই দুর্বলতা ছাড়িয়া যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হও। হে পরম্পদ! শত্রু নিশ্চয়! এই সম্বোধনটি দ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে তুমি শত্রুদের উপহাসের পাত্র হইও না ॥৩॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন বলিলেন, হে ভগবন্! বন্ধুগণের বিনাশ-আশঙ্কায় ভীত ও কম্পিত হইয়াই আমি আর গাণ্ডীব ধারণে সক্ষম হইতেছি না। আমি যুদ্ধার্থ আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ঘূর্ণায়মান হইতেছে ইত্যাদি আমার হৃদয়ের অবস্থা তো পূর্বেই তোমাকে নিবেদন করিয়াছি, এমতাবস্থায় আমার আর কি হইতে পারে? আমি আর কি করিতে পারি? তুমি বল। তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্ত হে পার্থ! এই সম্বোধন পূর্বক জানাইলেন যে তুমি পৃথাতনয়। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসাদে আমার পিতৃষমা কুন্তীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি বিশ্ববিজয়ী ও আমার সখা। তুমি কৈলাসধামে পিনাক পানির সহিত মহাসংগ্রামে বিপুল কীর্তি লাভ করিয়াছ, স্মতরাং তোমার পক্ষে ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াধর্মের গ্রায় এতাদৃশ ক্লীবতা বা কাতরতা শোভা পায় না।

তখন অর্জুন পুনরায় বলিতেছেন যে, হে ভগবন্! আমার এই কাতরতা বলবীর্য্যের অভাববশতঃ নহে, পূজনীয় ধর্মপরায়ণ ভীষ্মাদি-দর্শনে আমার হৃদয়ে ধর্মভাব প্রবল হওয়ায় এই বিবেক জাগ্রত হইয়াছে। আরও দুর্ঘোষনাদি ভ্রাতৃগণ আমার অস্ত্রপ্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহা ভাবিয়াও, আমার হৃদয়ে কৃপার উদ্রেক হইয়াছে। অর্জুনের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকেও বীর ‘পরম্পদ’ সম্বোধন পূর্বক বলিতেছেন যে, হে শত্রু-নিশ্চয়! তুমি চিরদিন শত্রুবিনাশ করিয়া থাক, আজ আর শত্রুগণের উপহাসের পাত্র হইও না। তুমি মনে করিতেছ যে, বিবেক ও দয়া হইতে

তোমার এই-ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কিন্তু নহে, ইহা তোমার ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্যমাত্র। এবং ইহাও তোমার শোকমোহ-জনিত, তাহা তোমার পূর্বোক্ত বাক্য হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। বিবেকী ব্যক্তিগণ স্থূল নশ্বর-দেহকে বন্ধু-বান্ধব কল্পনা করিয়া, তাহাদের বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া, কষ্টব্য কস্মৈ বিমুখ হয় না। অতএব তুমি অবিলম্বে বিবেকবলে হৃদয়কে বলবান্ করিয়া এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্যতা পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধার্থ উত্তীর্ণ হও অর্থাৎ যুদ্ধের জগ্য প্রস্তুত হও ॥৩॥

অর্জুন উবাচ,—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪॥

অন্বয়—অর্জুন উবাচ (অর্জুন কহিলেন) অরিসূদন! মধুসূদন! (হে শত্রু-নাশকারী মধুসূদন!) অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধক্ষেত্রে) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম এবং দ্রোণের প্রতিকূলে) সংখ্যে (যুদ্ধে) ইষুভিঃ (বাণ-সমূহের দ্বারা) কথং (কিরূপে) যোৎস্যামি (যুদ্ধ করিব) ॥৪॥

অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন—হে অরিসূদন, মধুসূদন! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পূজনীয় ভীষ্ম এবং দ্রোণের বিরুদ্ধে বাণ-দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করিব? ৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জুন কহিলেন,—হে অরিনিসূদন মধুসূদন! আমি কি-প্রকারে রণে প্রবৃত্ত হইয়া পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণ-গুরুর প্রতি বাণ যোজনা করিব? ৪॥

শ্রীবলদেব—নহু ভীষ্মাদিষু প্রতিযোদ্ধ্যু সংস্র ত্বয়া কথং ন যোদ্ধব্যম্,—“আহুতো ন নিবর্তেত” ইতি যুদ্ধবিধানাচ্চ ক্ষত্রিয়শ্চেতি চেত্তত্রাহ,—কথমিতি। ভীষ্মং পিতামহং, দ্রোণঞ্চ বিদ্যাগুরুং, ইষুভিঃ কথং যোৎসে? যদির্মৌ পূজার্হৌ পুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্যো, পরিহাসবাগ্ভিরপি যাত্যাং যুদ্ধং ন যুক্তং, তাভ্যাং সহেষুভিস্তৎকথং যুজ্যেত?—“প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজাপূজাব্যতিক্রমঃ” ইতি স্মৃতেশ্চ। মধুসূদনারিসূদনেতি সম্বোধনপুনরুক্তিঃ—শোকাবলম্ব্য পূর্বোক্তরাহু-সন্ধিবিরহাৎ; তদ্ভাবশ্চ,—ত্বমপি শত্রুনেব যুদ্ধে নিহংসি ন তুগ্রসেনসান্দী-পত্নাদীন পূজ্যানিতি ॥৪॥

বক্তাবাদ—(অৰ্জুন বলিলেন আমি কিরূপে ভীষ্ম দ্রোণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব ?) । যদি বল ভীষ্মাদির মত প্রতি যোদ্ধা উপস্থিত থাকিতে তোমার কি যুদ্ধ না করা উচিত, বিশেষতঃ ‘আহুতো ন নিবর্তেত’ যুদ্ধার্থে আহুত ব্যক্তি বিমুখ হইবে না ইত্যাদি নীতি বাক্য দ্বারা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধের বিধানই পাওয়া যাইতেছে ; তাহাতে (অৰ্জুন) উত্তর করিতেছেন ‘কথমিত্যাদি’ বাক্যে । ভীষ্ম আমাদের পিতামহ, দ্রোণ শিক্ষাগুরু, বাণদ্বারা কিরূপে (তঁাহাদের সহিত) যুদ্ধ করিব ? যেহেতু ইঁহারা পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা পূজার যোগ্য । যঁাহাদের সহিত পরিহাস বাক্য দ্বারাও যুদ্ধ করা উচিত নহে, তঁাহাদের সহিত বাণে বাণে যুদ্ধ কিরূপে সম্ভব ? স্মৃতিতেও আছে যে, পূজনীয় ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম (বিপর্যয়) শ্রেয়ো লাভের প্রতিবন্ধক । এখানে মধুসূদন ও অরিসূদন একই অর্থে দুই-বার সম্বোধন পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট নহে, যেহেতু শোকাকুলের পক্ষে পূর্বাপর অন্তসন্ধান থাকে না, অর্থাৎ পূর্বে যে কথা বলিয়াছি তাহাই পুনরায় বলিতেছি এ বিবেক থাকে না । অৰ্জুনের ঐ উক্তির অভিপ্রায় এই, হে ভগবন্ ! তুমিও শত্রুকে যুদ্ধে নিহত করিয়া থাক, কই পূজনীয় মাতামহ উগ্রসেন, আচার্য্য সান্দীপনিকে তো হত্যা কর নাই ॥৪॥

অনুভূষণ—অতঃপর অৰ্জুন বলিতেছেন যে, যদি তুমি বল যে, প্রতিযোদ্ধা থাকিতে কিংবা যুদ্ধার্থে আহুত ব্যক্তি বিমুখ হইবে না, তাহা হইলেও আমার বক্তব্য এই যে, ভীষ্মদেব আমার পিতামহ গুরুজন আর দ্রোণাচার্য্য আমার অস্ত্রশিক্ষার গুরু স্মরণ্য ইঁহাদিগকে পুষ্প-চন্দনের দ্বারা পূজা করিবার পরিবর্তে অস্ত্রাদিধারণে প্রাণ সংহারের নিমিত্ত যুদ্ধ করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? দ্বিতীয়তঃ পরিহাসেও যঁাহাদের সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নহে, তঁাহাদের সহিত বাণের দ্বারা যুদ্ধ করিলে, স্মৃতি শাস্ত্রানুযায়ী ‘পূজনীয় ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম ঘটিলে অমঙ্গল হয়’—ইহাই হইবে । এস্থলে অৰ্জুন ভগবানকে মধুসূদন ও অরিসূদন নামে সম্বোধন করায় ইহাও জানাইতেছেন যে, হে ভগবন্ ! তুমি স্বয়ং দুষ্ট দলন এবং শত্রুনাশ করিয়াই থাক, তোমার গুরু সান্দীপনিমুনি কিংবা তোমার আত্মীয় উগ্রসেনকে কখনও বাণপথবর্তী কর নাই, ভক্তি সহকারে স্তবাদি দ্বারা তঁাহাদের পূজা ও সমাদরই করিয়াছ । অধুনা তুমি আমাকে ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধন সাধনে কেন নিযুক্ত করিতেছ ? ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ॥৪॥

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্

শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।

হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিক্তান্ ॥৫॥

অর্থ—মহানুভাবান্ (মহামহিম) গুরুন্ (গুরুবর্গকে) অহত্বা (বিনাশ না করিয়া) হি (নিশ্চয়) ইহলোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষামণ্ড) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) তু (কিন্তু) গুরুন্ (গুরুজনদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) ইহ এব (ইহলোকে) রুধিরপ্রদিক্তান্ (রুধিরাক্ত) অর্থকামান্ (অর্থকামাত্মক) ভোগান্ (ভোগাসমূহ) ভুঞ্জীয় (ভোগ করিতে হইবে) ॥৫॥

অনুবাদ—মহানুভব গুরুবর্গকে বধ না করিয়া এই সংসারে ভিক্ষাম দ্বারা জীবন যাপন করাও শ্রেয়ঃ । কিন্তু গুরুজনদিগকে হত্যা করিলে ইহলোকেই রুধিরাক্ত অর্থকামরূপ ভোগ্য ভোগ করিতে হইবে ॥৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মহানুভব গুরুজনকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করা ভাল ; অর্থকামি-গুরুগণকে হত্যা করিলে ইহলোকেই রুধিরাক্ত ভোগ্য-সকল উপভোগ করিতে হইবে ॥৫॥

শ্রীবলদেব—নহু স্বরাজ্যে স্পৃহা চেত্তব নাস্তি তর্হি দেহযাত্রা বা কথং সেৎশ্রুতীতি চেৎ তত্রাহ,—গুরুনিতি । গুরুনহত্বা গুরুবধমকৃত্বা স্থিতস্ত মে ভৈক্ষ্যং ক্ষত্রিয়াণাং নিন্দামপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরম্, ঐহিকদুর্ঘশোহেতু-ত্বেহপি পরলোকাবিঘাতিত্বাৎ । নম্বেতে ভীষ্মাদয়ো গুরবোহপি যুদ্ধগর্ভাবলেপাৎ ছদ্মনা যুগ্মদ্রাজ্যাপহারং যুগ্মদ্রোহঞ্চ কুরুতাং দুর্ঘোধনাদীনাং সংসর্গেণ কার্ঘ্যা-কার্ঘ্যবিবেকবিরহাচ্চ সংপ্রতি ত্যাজ্যা এব,—“গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্ঘ্যাকার্ঘ্যম-জানতঃ । উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥” ইতি শ্বতেরিতি চেত্তত্রাহ,—মহানুভাবান্নিতি । মহান্ সর্কোংকুণ্টোহনুভাবো বেদাধ্যয়ন-ব্রহ্মচর্যাদিহেতুকঃ প্রভাবো যেষাং তান্ । কালকামাদয়োহপি যদ্বশান্তেষাং তদোষসংবন্ধো নেতি ভাবঃ । নহু “অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসস্বর্থো ন কশ্চিৎ । ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥” ইতি ভীষ্মোক্তে-বর্থলোভেন বিক্রীতাত্মনাং তেষাং কুতো মহানুভাবতা ? ততো যুদ্ধে হস্তব্যাস্তে ইতি চেত্তত্রাহ,—হত্বার্থকামান্নিতি । অর্থকামানপি গুরুন্ হত্বাহমিহৈব লোকে

ভোগান্ ভুঞ্জীয, ন তু পরলোকে । তাংস্চ কৃধিরপ্রদিষ্টান্ তজ্জধিরমিশ্রানেব,
ন তু শুদ্ধান্ ভুঞ্জীয তদ্ধিংসয়া তল্লাভাৎ । তথা চ যুদ্ধগর্ভাবলেপাদিমদ্বৈতপি
তেষাং মদগুরুত্বমন্ত্যেবেতি পুনশ্চ 'কৃগ্রহণেন সূচ্যতে ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—নিজ পৈতৃকরাজ্যে তোমার যদি স্পৃহা না থাকে, তবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ কিরূপে হইবে? তাহাতে উত্তর করিতেছেন—‘গুরুন্’ ইত্যাদি বাক্যে, গুরুজনকে বধ না করিয়া অবস্থিত আমার ভিক্ষালব্ধ-অন্ন, ক্ষত্রিয়গণের নিন্দনীয় হইলেও, ভোজন করাই শ্রেয়ঃ—অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে প্রশস্ততর । যদিও ইহলোকে উহা দুর্ঘণের হেতু, তাহা হইলেও পরলোকে সদৃগতির হানিকর নহে । আপত্তি হইতে পারে—ভীষ্মাদি গুরুজন মত, কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধগর্ভে মত্ততা-নিবন্ধন ছলে তোমাদের রাজ্যাপহরণকারী ও তোমাদের বিদ্রোহী দুর্ব্যোধনাদির সংসর্গে থাকিয়া কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানহীন হইয়াছেন সুতরাং তাঁহারা সম্প্রতি পরিত্যাজ্যই যেহেতু মনুষ্যভিত্তিতে উক্ত আছে—‘গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত’ ইত্যাদি গুরুও যদি ভোগ্য-বিষয়ে লিপ্ত হন, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান হারান অথবা কুপথগামী হন তবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে । ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহারা মহানুভাব অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির জন্ম প্রভাবশালী, কাল ও কাম প্রভৃতিও যাঁহাদের অধীন, তাঁহাদের ঐ অবলেপ-দোষ-সংস্পর্শ হয় না; ইহাই তাৎপর্য্য । যদি বল ভীষ্মাদির মহানুভাবতা কোথায়? যেহেতু ভীষ্ম নিজ মুখেই যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—‘অর্থস্ত পুরুষো দাসঃ’ ইত্যাদি, লোক অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ‘হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! ইহা অতিমত্যা-কথা, কোঁরবগণ আমাকে অর্থ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে’ সুতরাং অর্থ-লোভে আত্মবিক্রয়কারী তাঁহাদের মহানুভাবতা নাই, যুদ্ধে তাঁহারা হননীয় । ইহাতে উত্তর করিতেছেন—হাঁ তাঁহারা ধনলোভী তথাপি তাঁহাদিগকে হত্যা করিলে আমি ইহলোকেই বিষয় ভোগ করিব, পরলোকে নহে । সে-ভোগও আবার তাঁহাদেরই রক্তলিপ্ত, পবিত্র নহে, কারণ তাঁহাদের হত্যাদ্বারাই রাজ্যাদি-ভোগ লাভ হইবে । এখানে ‘গুরুন্’ এই পদের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, যদিও তাঁহাদের যুদ্ধগর্ভাবলেপাদি আছে, তথাপি তাঁহারা আমার গুরু, এই গুরুত্বের লোপ হয় নাই ॥৫॥

অনুভূষণ—যদি এরূপ পূর্বপক্ষ হয় যে, অর্জুনের পৈতৃক রাজ্যালাভের স্পৃহা নাই বলিয়া যুদ্ধে বিরত হইলে, তাহার জীবন-যাত্রা নির্বাহের কি উপায় হইবে? তদন্তরে অর্জুন বলিতেছেন যে, গুরুজনকে বধ করিয়া তাঁহাদের ক্রোধবলিপ্ত বিষয়-ভোগাপেক্ষা ভিক্ষালব্ধ-অর্থে জীবন যাপন করাই শ্রেয়ঃ। যদিও উহা ক্রিয়ের পক্ষে নিন্দনীয় কার্য্য, তথাপি পরকালে অমঙ্গল হইবে না। এস্থলে যদি বলা যায় যে, ভীষ্মাদি গুরুজন বর্তমানে তোমাদের রাজ্যাপহারী ও বিদ্রোহী দুৰ্য্যোধনাদির সংসর্গে থাকিয়া কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান-হীন হওয়ায়, তাঁহাদের গুরুত্বের অভাব ঘটিয়াছে সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে কোন দোষ দেখা যায় না, যেহেতু স্মৃতি শাস্ত্রে পাওয়া যায়, “গুরু যদি বিষয়ভোগে লিপ্ত, গর্বিত, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান-হীন, উৎপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করাই বিধি।” অন্যায়রূপে রাজ্যগ্রহণ ও শিশোর দ্রোহাচরণ পূর্বক কার্য্যাকার্য্য বিবেক-শূন্য হইয়া, যুদ্ধগর্বে গর্বিত এবং উৎপথনিষ্ঠ অধাৰ্ম্মিক দুৰ্য্যোধনাদির অহুগত ব্যক্তিগণকে যুদ্ধে বধ করিলে কোন দোষ হইবে না। তদন্তরে অর্জুন বলিতেছেন যে, ইহারা মহানুভাব অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, বিনয় ও আচারাди সম্পন্ন হওয়ায়, মহাপ্রভাবশালী, এবং ইহারা কাল অর্থাৎ মৃত্যু ও কামাদি রিপুগণকে জয় করিয়াছেন সুতরাং যুদ্ধাবলেপরূপ ক্ষুদ্র ও হেয়-দোষ ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। যদি এরূপ বলা যায় যে, ভীষ্মাদি যখন অন্তের সমস্তোষ বিধানের জন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং অর্থের জন্ত দুৰ্য্যোধনের ন্যায় পাপিষ্ঠের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তখন আর তাঁহাদের চরিত্রে মহানুভাবতা কোথায়? ভীষ্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে, ‘উভয় পক্ষ আমার সমান হইলেও, আমি দুৰ্য্যোধনের অগ্নে চিরদিন প্রতিপালিত, পুরুষগণ অর্থেরই দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা সত্য যে, আমি কৌরবগণের অর্থে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছি’। এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভীষ্মাদি অতিশয় অর্থলোভী ও পরাধীন সুতরাং ইহাদের বধে কোন পাপ হইতে পারে না। তদন্তরে অর্জুন বলিতেছেন যে, ই্যা, তাঁহারা ধনলোভী ও পরাধীন হইলেও, আমার গুরু সুতরাং তাঁহাদের বধ করিয়া ইহকালে রাজ্য ভোগ হইলেও, উহা পরকালে অতিশয় অমঙ্গলজনক। তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে আজ যুদ্ধার্থী হইলেও, তাঁহারা আমার গুরু, আমি তাঁহাদের বধ-সাধন করিয়া রাজ্যালাভ অপেক্ষা বনবাসী হইয়া ভিক্ষান্ন-গ্রহণ শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছি।

এতৎপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ, তাঁহার সম্পাদিত গীতায় এই শ্লোকের অনুবর্ষিণীতে ‘ভীষ্ম’ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

“ভীষ্ম”—শান্তনু ও গঙ্গার চিরকুমার পুত্র। ইনি কৃষ্ণভক্ত (ভাঃ ৯।২২।১৯) মহাবীর, জিতেন্দ্রিয়, উদার ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। জীব সাধারণ যে মৃত্যুর বশীভূত, ইনি সেই মৃত্যুকে স্ববশে আনিয়া ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের (৬।৩।২০)—

‘স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ’ শ্লোকে পাওয়া যায় যে, ইনি ভাগবত-ধর্মবেত্তা দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম।

অতএব এহেন জগদগুরু ভীষ্ম দ্রোণাচার্যাদির সহিত গণিত হইলেও এবং উহাদের সহিত একত্রে কৃষ্ণ-ভক্ত পঞ্চ-পাণ্ডবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেও তিনি নিতাই কৃষ্ণসুখসম্পাদনকারী এবং কৃষ্ণভক্তপ্রিয়। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে—‘আমি কোরবগণের অর্থে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছি।’—এই বাক্যে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে অর্থলোভী এবং পরাধীন বোধ হইলেও তিনি লোভ-বিজয়ী এবং পরম স্বতন্ত্র। শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহার এই মহিমা কীর্তনের জন্য আলোচ্য শ্লোকে ‘হিমাহুভাবান্’ এইরূপ পদচ্ছেদে জানাইয়াছেন যে,—হিম অর্থাৎ জাড্য, তাহা যিনি বিনাশ করেন তিনি হিমহা, অর্থাৎ সূর্য্য বা অগ্নি; তাহার গায় অনুভব-সামর্থ্য যাহাদের তাঁহারাই হিমহাহুভাব। অতিশয় তেজস্বী বলিয়া তাঁহাদের অবলিপ্তত্বাদি দোষই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৩।২২ শ্লোকে দেখা যায় যে,—‘ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভূজো যথা ॥’ অর্থাৎ অগ্নি (পবিত্র ও অপবিত্র) সর্বভুক হইয়াও যেরূপ দোষভাক হন না, সামর্থ্যবান্ তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন দৃষ্ট হইলেও উহা দুষণীয় নহে।

যদি প্রশ্ন হয় যে, তেজস্বী ভীষ্ম কোরবগণের পক্ষ গ্রহণ করিলেও উহা অনায়াস হয় নাই এবং তাঁহার গুরুত্বের লাঘব হয় নাই বটে কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হইয়া কিরূপে নিজের আরাধ্যদেবের শ্রীঅঙ্গে তীক্ষ্ণ শরাঘাত করিয়াছিলেন? তাহা কি তাঁহার ভক্তত্বের পরিচয়? তদন্তরে আমরা তৎকৃত স্তবে দেখিতে পাই যে—‘যুধি তুরগরজোবিধূম্বিষক্চলুলিতশ্রমবার্যালঙ্কৃতাস্তে। মম নিশিতশরৈর্বিভিচ্ছমানস্চি বিলসৎকবচেহস্ত কৃষ্ণ আত্মা ॥’—ভাঃ ১।২।৩৪ অর্থাৎ যুদ্ধে অশ্বখুরোখিত ধূলিধূসরিত ইতস্ততঃ বিশ্রান্ত-কুন্তলবিকীর্ণ ষর্মজালে

ধাঁহার মুখমণ্ডল পরিশোভিত এবং আমার বাণসমূহে ধাঁহার গাত্রচর্ম ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার মন রমণ করুক ।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন যে—“তুরগরজ”—‘সুন্দরে অসুন্দর কিছুই নাই’—এই ত্রায়ামুসারে ‘বিষয়’—ইতস্ততঃ ‘চলন্তঃ কচা’—ইহা আবেগসূচক, ‘শ্রমবারি’—ভক্তবাৎসল্য প্রকাশিত হইতেছে । ‘নিশিতৈঃ’—তীক্ষ্ণ, ‘বিভিণ্ণমান ত্বচ’—কন্দর্পরসে আবিষ্ট পুরুষের প্রগলভ কাস্তার দস্তাঘাতে যেমন সুখই হয়, তদ্রূপ যুদ্ধরসে আবিষ্ট মহাবীর কৃষ্ণের পক্ষে আমার বলসূচক শরের আঘাতসমূহদ্বারা সুখই হইয়াছিল । এক্ষেত্রে যুদ্ধরসে উন্মত্ত হইলেও আমাকে প্রেমশূন্য মনে করিতে হইবে না । যেমন নিজ প্রাণ হইতে কোটীগুণে অধিক প্রিয়তমকে স্মরতযুদ্ধে উদ্ধৃতাবশতঃ অত্যধিক নথ ও দস্তাঘাত-কারিণী বনিতা প্রেমশূন্য বলিয়া কথিত হয় না ।”

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ‘রসো বৈ সঃ’—তৈঃ ২।৭।৪১ অর্থাৎ অখিল-রসামৃতমূর্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধরসাস্বাদনের ইচ্ছা হওয়ায় তৎপ্রীতি-সম্পাদনের জন্যই ভক্তপ্রবর ভীষ্মের কোরবপক্ষ গ্রহণ এবং তদীয় শ্রীঅঙ্গে শরাঘাতকরণ ।

আরও আমরা দেখিতে পাই যে, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—‘আমি অশস্ত্র থাকিয়া সাহায্য মাত্র করিব’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, ভক্ত ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেন—‘শ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্রধারণ করাইব ।’ ভক্ত-বৎসল ভগবান্ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন—‘স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ ।’—ভাঃ ১।২।৩৭ । অতএব বিপক্ষ-পক্ষ-গ্রহণ করিয়াও যে ভীষ্ম ভক্ত, সে বিষয় আর সন্দেহ কি ?

মীমাংসা—ভক্ত ভীষ্ম স্বীয় প্রভুর লীলাবিলাসের সহায়ক । স্মতরাং তাঁহার চরিত্র দুজ্জের্য এবং অতর্ক্য । কিন্তু তাই বলিয়া মায়াবদ্ধ জীব গুরু সাজিয়া অন্মায় কার্য্য করিয়াও গুরু থাকিবেন, তাহা নহে । কেননা, ভগবান্ শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—‘গুরুর্ন স স্ত্রাৎ...ন মোচয়েৎ যঃ সমুপেতমৃত্যুতাম্ ॥’—ভাঃ ৫।৫।১৮ অর্থাৎ ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ-সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু ‘গুরু’ নহেন ।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন—‘যে ব্যক্তি সম্যকরূপে সংসার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়া যিনি মোচন না করেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না । বলি যেমন শুক্রাচার্য্যকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এইরূপ-

গুরুকে ত্যাগই করিতে হইবে। তাঁহার প্রণতি ও অনুষ্ঠানাদির অভাবেও প্রত্যবায়ী হইতে হয় না।’

চিরকুমার ভীষ্ম কাশীরাজ তনয়া অশ্বা, অশ্বালিকা ও অশ্বিকাকে স্বয়ংবর সভায় জয় করিয়া অশ্বা ও অশ্বালিকাকে নিজ ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্য ও চিত্রাঙ্গদকে সমর্পণ করেন। তৃতীয়া কন্যা অশ্বিকা ভীষ্মকে বরণ করিতে অভিলাষ করায়, তিনি তাহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন। অভিমানিনী ভীষ্মের অশ্রুবিজ্ঞা-শিক্ষক পরশুরামের শরণ লইলে, তিনি স্ত্রীলোকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীষ্মকে বিবাহ করিতে বলায়, ভীষ্ম প্রথমে সাত্বনয়ে নিজের চিরকুমার-ব্রতের কথা জানাইলেন। তাহাতেও পরশুরাম প্রীত না হইয়া পুনরায় ভীষ্মকে অনুরোধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন—‘গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ-প্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥’ (মহাভাঃ উত্তোগপর্ব ১৭৯।২৫)। তখন পরশুরাম ভীষ্মকে সমরে আহ্বান করেন। উভয়ে গুরুতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরিশেষে পরশুরাম পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন” ॥৫॥

ন চৈতদ্বিদ্যঃ কতরম্মো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েমুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

অর্থ—জয়েম (জয় করি) যদি বা নঃ (আমাদিগকে) জয়েমুঃ (জয় করে) নঃ (আমাদের) কতরং গরীয়ঃ (কোনটি অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর) এতং (ইহা) ন বিদ্যঃ (জানি না) চ (আর) যদ্বা (কারণ) যান্ এব (যাহাদিগকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (বাঁচিতে ইচ্ছা করি না) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (সেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণ) প্রমুখে অবস্থিতাঃ (সম্মুখে যুদ্ধার্থ অবস্থিত) ॥৬॥

অনুবাদ—যুদ্ধে জয় করি কিংবা পরাজিত হই ইহার মধ্যে কোনটি গরীয় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না কারণ যাহাদিগকে হত্যা করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে চাই না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় লোকেরাই যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভিক্ষা-ভোজন ও যুদ্ধের মধ্যে আমাদের পক্ষে কোনটি অধিকতর প্রশস্ত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কেন না; জয়ই

হউক বা পরাজয়ই হউক, যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন ॥৬॥

শ্রীবলদেব—নহু ভৈক্ষ্যভোজনং ক্ষত্রিয়শ্চ বিগর্হিতং, যুদ্ধঞ্চ স্বধর্ম্যং বিজ্ঞানন্নপি কিমিদং বিভাষসে ইতি চেষ্টত্ৰাহ,—ন চৈতদিত্যি। এতদ্বয়ং ন বিদ্যঃ,—ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োর্মধ্যে নোহস্মাকং কতরঙ্গরীয়ঃ প্রশস্ততরম্—হিংসা-বিরহাভৈক্ষ্যং গরীয়ঃ স্বধর্ম্মত্বাদযুদ্ধং বেতি, এতচ্চ ন বিদ্যঃ। সমারন্ধে যুদ্ধে বয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ জয়েম তে বা নোহস্মান্ জয়েয়ুরিতি। নহু মহাবিক্রমিণাং ধর্ম্মিষ্ঠানাঞ্চ ভবতামেব বিজয়ো ভাবীতি চেষ্টত্ৰাহ,—যানেবেতি। যান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন সর্কান্। ন জিজীবিষামো জীবিতুমপি নেচ্ছামঃ কিং পুনর্ভোগান্ ভোক্তুমিত্যর্থঃ। তথা চ বিজয়োহপ্যস্মাকং ফলতঃ পরাজয় এবেতি ; তস্মাদযুদ্ধশ্চ ভৈক্ষ্যাদ্গরীয়স্বমপ্রসিদ্ধমিতি। এবমেতাবতা গ্রন্থেন “তস্মাদেবং বিচ্ছাস্তদাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বাঅগ্নেবাত্মানং পশ্যেৎ” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমজ্জুনশ্চ জ্ঞানাধিকারিত্বং দর্শিতম্। তত্র কিন্নো রাজ্যেনেতি ‘শমদর্মো’; অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যশ্চেতৈহিকপারত্রিকভোগো-পেক্ষালক্ষণা ‘উপরতিঃ’; ভৈক্ষ্যং ভোক্তুং শ্রেয় ইতি দ্বন্দ্বসহিস্কুললক্ষণা ‘তিতিক্ষা’, গুরুবাক্যদৃঢ়বিশ্বাস লক্ষণা ‘শ্রদ্ধা’ তুন্তরবাক্যে ব্যাক্তীভবিষ্যতি, ন খলু শমাदिশূন্যশ্চ জ্ঞানেহস্ত্যধিকারঃ পঙ্গ্বাদেব কৰ্ম্মণীতি ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ—ওহে ! ভিক্ষার ভোজন তো ক্ষত্রিয়ের নিন্দিত, আর যুদ্ধ স্বধর্ম্ম ইহা তুমি জানিয়াও এ কি বলিতেছ ? এই যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন, ‘ন চৈতদিত্যাদি’ বাক্য—ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না (এক বচনে অস্মদ্ শব্দের বৈকল্পিক বহুবচন)। ভিক্ষা ও যুদ্ধের মধ্যে আমাদের কোন্টি প্রশস্ততর (অতি প্রশংসনীয়)। একদিকে ভিক্ষানে জীব-হিংসা নাই, এজন্য প্রশস্ত ; অন্যদিকে যুদ্ধ স্বধর্ম্মহেতু প্রশস্ত কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন্টি প্রশস্ততর বুঝিতেছি না। (তাহার পর যুদ্ধে জয়লাভও অনিশ্চিত)। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমরা ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণকে জয় করিব ; অথবা তাহারা আমাদের জয় করিবে। যদি বলেন—তোমরা মহাবিক্রমশালী এবং ধার্ম্মিকপ্রবর তোমাদেরই বিজয় অবশ্যস্তাবী, উত্তরে বলিতেছেন—‘যানেব’ ইত্যাদি। বেশ তাহাই মানিলাম, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যে ভীষ্ম প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া বাঁচিবারও ইচ্ছা করি না, ভোগের আকাঙ্ক্ষা তো দূরের কথা,

ইহাই তাৎপর্য। তাহা হইলে বিজয়ও আমাদের ফলতঃ পরাজয়ই ; অতএব ভিক্ষায় হইতে যুদ্ধ প্রশস্ততর ইহা অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ অপ্রমাণিত। এতটা কথায় দেখান হইল যে, অর্জুন আত্মজ্ঞানের অধিকারী, প্রতিতে নির্দিষ্ট আছে ‘তস্মাদিত্যাদি’ যেহেতু আত্মজ্ঞান অবিচ্ছিন্ন ও তৎকার্য্য সংসারনিবৃত্তির হেতু অতএব শম-দম-তিতিক্ষা-বিষয়নিবৃত্তি এই সাধন চতুষ্টয়-সম্পন্ন শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিজের মধ্যেই আত্মাকে (প্রত্যগাত্মা) দর্শন করিবে। তন্মধ্যে ‘কিম্বো রাজ্যেন’ আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন ? ইহা দ্বারা অর্জুনের ‘শম-দম’, ‘অপি ত্রৈলোক্য-রাজ্যশ্চ হেতোঃ’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়-বৈরাগ্যরূপ ‘উপরতি’, ‘ভৈক্ষ্যং ভোক্তুম্’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতারূপ ‘তিতিক্ষা’, প্রদর্শিত হইল, গুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ ‘শ্রদ্ধা’ কিন্তু পরবাক্যে অভিব্যক্ত হইবে। শমাদি সাধন শূন্যের তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার আসে না, যেমন পক্ষু প্রভৃতি বিকলাঙ্গের কর্ণে যোগ্যতা নাই—ইহা ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—শাস্ত্রীয়-বিধানানুসারে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভিক্ষানে জীবন-ধারণ নিন্দিত এবং যুদ্ধরূপ-স্বধর্ম্ম প্রংশসিত হইয়াছে ; সুতরাং অর্জুনের পক্ষে ভিক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধই শ্রেয়স্কর বলিয়া যদি শ্রীভগবান্ মনে করেন, তদন্তরে অর্জুন বলিতেছেন যে, যদিও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ স্বধর্ম্ম বলিয়া বিচারিত হইয়াছে কিন্তু এই যুদ্ধে গুরুদ্রোহাদি অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও স্বজন-বিনাশরূপ হিংসা কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে ; আর ভিক্ষাতে হিংসা-রহিত জীবন যাপন অনায়াসে হইবে, কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে কোন্টী করা শ্রেয়স্কর, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ; তদ্ব্যতীত এই যুদ্ধে কাহাদের জয় এবং কাহাদের পরাজয় হইবে, তাহাও নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। তবে যদি শ্রীভগবান্ বলেন যে, যুদ্ধে পাণ্ডবেরাই জয়লাভ করিবে, কারণ তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ও মহা-বিক্রমশালী, তদন্তরে আবার অর্জুন বলিতেছেন যে, এই যুদ্ধে দুর্ব্ব্যোধনের পক্ষে আমাদের পরম পূজনীয় ভীষ্ম-দ্রোণাদি গুরুবর্গ প্রাণ দিবার জন্ত দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সুতরাং যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে, তাঁহাদিগের প্রাণ-বিনাশ অবশ্যই করিতে হইবে এবং আমাদের আত্মীয় স্বজনগণেরও প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে। কাহাদের প্রাণ বিনাশের ফলে আজীবন শোকানলে দগ্ধীভূত হইতে হইবে, সেই রাজৈশ্বর্য্য-লাভরূপ জয় ফলতঃ পরাজয়ের

তুল্য বা অধিক হইবে। অতএব ইহাদের বধসাধনাপেক্ষা ভিক্ষাশ্রম-গ্রহণ করাই আমি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করি।

এতদ্বারা অর্জুনের জ্ঞানাধিকারই সূচিত হইতেছে। শ্রুতিতে আছে যে “শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা এবং শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে।” জ্ঞানাধিকার বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপে অর্জুনের উক্তি সমূহ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে ‘কিন্মো রাজ্যেন’ উক্তির দ্বারা ‘শম-দম’। ঐ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে ‘অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যশ্চ’ উক্তির দ্বারা ঐহিক পারত্রিক ভোগের উপেক্ষারূপ ‘উপরতি’। দ্বিতীয়-অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের ‘শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যম্’ উক্তির দ্বারা স্তব্ধ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা লক্ষণ ‘তিতিক্ষা’ ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে ‘নরকে নিয়তং বাসঃ’ উক্তিতে আত্মার দেহাতিরিক্ততা বিষয়ক সন্ন্যাস-উপযোগী ‘জ্ঞান’ও প্রতিপাদিত হইয়াছে। গুরুবাক্যে বিশ্বাসরূপ ‘শ্রদ্ধার’ কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত হইবে।

পশু প্রভৃতি বিকলাঙ্গের যেমন কন্ঠে অধিকার হয় না, তেমনি শম-দম-শূন্য ব্যক্তিরও জ্ঞানাধিকার হয় না। এস্থলে অর্জুনের কিন্তু জ্ঞানাধিকারিতাই প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রাম্মিচ্ছিতং ক্রহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

অর্থ—কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ (বীরস্বভাব পরিত্যাগরূপ কার্পণ্য-দোষে অভিভূত) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মবিষয়সংমূঢ়চিত্ত) অহং (আমি) ত্বাং (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি) মে (আমার) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) শ্রাম্মি (হইবে) তৎ (তাহা) নিশ্চিতং ক্রহি (নিশ্চয় করিয়া বলুন) অহং (আমি) তে শিষ্য (আপনার শিষ্য) ত্বাং (আপনাতে) প্রপন্নম্ (শরণাগত) মাং (আমাকে) শাধি (শিক্ষা দিউন) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—স্বাভাবিক শৌর্যধর্ম্মত্যাগরূপ কার্পণ্যদোষে অভিভূত এবং ধর্ম্মনিরূপণে সংমূঢ়চিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহা নিশ্চিতরূপে উপদেশ করুন। আমি আপনার শিষ্য। আপনার শরণাগত আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইক্ষণে আমি ধর্মবিমূঢ়চিত্ত এবং স্বাভাবিক বীরভাব পরিত্যাগরূপ-কার্পণ্য-দোষে অভিভূত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,— আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহাই আপনি নিশ্চয় করিয়া উপদেশ দি'ন। আমি আপনার শিষ্য, আপনারই শরণাপন্ন হইলাম ; এক্ষণে আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—অথ “তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্”, “আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ” ইত্যাদি-শ্রুতিসিদ্ধাং গুরুপ-সত্ত্বিং দর্শয়তি,—কার্পণ্যেতি। “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মান্নোকাৎ প্ৰৈতি স কৃপণঃ” ইতি শ্রবণাদব্রহ্মবিত্ত্বং কার্পণ্যম্। তেন হেতুনা যো দোষো যানেব হত্বৈতি বন্ধুবর্গমমতালক্ষণন্তেনোপহতস্বভাবো যুদ্ধস্পৃহালক্ষণঃ স্বধর্মো যশ্চ সঃ। ধর্ম্যে সংমূঢ়ং ক্ষত্রিয়শ্চ মে যুদ্ধং স্বধর্ম্মস্তদ্বিহায় ভিক্ষাটনং বেতোবং সন্দিহানং চেতো যশ্চ সঃ। ঈদৃশঃ সন্নহং ত্বামিদানীং পৃচ্ছামি,— তস্মান্নিশ্চিতং ‘ঐকান্তিকং’ ‘আত্যন্তিকং’ যন্মে শ্রেয়ঃ স্মাত্তং ত্বং ক্রহি ; সাধনোত্তরমবশং ভাবিত্বং ‘ঐকান্তিকত্বং’, ভূতশ্রাবিনাশিত্বং ‘আত্যন্তিকত্বম্’। ননু শরণাগতশ্রোতাপদেশঃ “তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ” ইত্যাদি-শ্রুতেঃ, সখায়ং ত্বাং কথমুপদিশামি ইতি চেত্তত্রাহ,—শিষ্যস্তেহহমিতি। শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—উপনিষদ্বাক্য আছে ‘তদ্বিজ্ঞানার্থং স’ ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সমিধ্ হস্তে লইয়া তাদৃশ গুরুর নিকট যাইবে, যিনি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ। আরও যিনি আচার্য্য আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন ইত্যাদি শ্রুতিপ্রাপ্ত গুরুর আশ্রয় দেখাইতেছেন। ‘কার্পণ্যদোষোপহত’ ইত্যাদি বাক্যে—কার্পণ্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানাভাব, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন— ‘যো বা এতদক্ষরমিত্যাদি’, ওহে গার্গি ! যে ব্যক্তি এই অক্ষর-ব্রহ্ম না জানিয়া ইহ লোক হইতে প্রস্থান করে সেই ব্যক্তিই কৃপণ। সেই কার্পণ্যবশতঃ যে দোষ অর্থাৎ যাহাদিগকে হত্যা করিয়া ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্যে প্রাপ্ত আত্মীয়-বর্গের উপর মমতা তাহার দ্বারা যুদ্ধাভিলাষরূপ স্বকীয় ধর্ম্ম আমার নষ্ট হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে চিন্তাসম্মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ আমি ক্ষত্রিয়, আমার যুদ্ধই স্বধর্ম্ম, তাহা ছাড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি করিব কিনা এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত চিন্তা হইয়া আমি তোমাকে এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছি সে কারণে যাহা ঐকান্তিক অর্থাৎ

অবশ্যস্তাবী এবং যাহা আত্যন্তিক সৰ্বাতিশায়ী শ্রেয়ঃ আমার যাহা হইবে তাহা তুমি নিশ্চয় করিয়া বল । ঐকান্তিকত্ব ও আত্যন্তিকত্ব কি ? তাহা বলিতেছেন—যাহা সাধনার পর অবশ্যস্তাবী তাহা ঐকান্তিক, এবং যাহা হইবার পর ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না তাহা আত্যন্তিক । এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যে শরণাগত তাহাকেই তো উপদেশ করা হয় ; শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন ‘তদ্বিজ্ঞানার্থম্’ ইত্যাদি, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্ত মুমুক্শু ব্যক্তি গুরুর নিকট যাইবেন’ ইহা, এবং অগ্ৰও কারণ আছে তুমি আমার সখা, তোমাকে কিরূপে উপদেশ দিব, সে বিষয়ে অৰ্জ্জুন উত্তর দিতেছেন—‘শিষ্যন্তেহহমিতি’ আমি তোমার শিষ্য হইলাম, অতএব আমাকে শিক্ষা দাও ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—অৰ্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিতেছেন যে, আমি এক্ষণে কার্পণ্য-দোষে উপহত অর্থাৎ অভিভূত এবং ধর্ম-বিষয়ে সংমূঢ়চিত্ত হইয়া পড়িয়াছি । সাধারণতঃ স্বাভাবিক শৌর্য্যের ত্যাগকেই কার্পণ্য বলে, আবার যে ব্যক্তি কিঞ্চিন্নাত্রও আত্মক্ষতি সহ করিতে পারে না, তাহাকে রূপণ বলা হয়, কিন্তু শ্রুতি বলেন—“হে গার্গি ! যে ব্যক্তি এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে গমন করে, সে ব্যক্তিই রূপণ ।” এইরূপ রূপণের ভাবই কার্পণ্য । আত্মাতিরিক্ত জড়-দেহাদিতে আত্মকল্পনায় আত্মীয়-জ্ঞানে, ষাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া বাঁচিয়া লাভ কি ? প্রভৃতি আমার পূর্বোক্ত বাক্যে আত্মীয়বর্গের উপর অভিনিবেশবশতঃ মমতারূপ দোষে উপহতস্বভাব হইয়া পড়িয়াছি । তাহার ফলে ক্ষত্রিয়-কুলোচিত স্বকীয় যুদ্ধাভিলাষরূপ স্বধর্ম আমার নষ্ট হইতেছে, এবং ধর্মবিষয়ে আমার সংমূঢ়-ভাব অর্থাৎ এই বধাদি-দ্বারা ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধরূপ স্বধর্মপালনে রাজ্য পালন করিব ? কিংবা অরণ্যে গমনপূর্বক তিস্রাদ্বারা জীবন-যাপন করিব ? এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত চিন্তে মোহপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এক্ষণে আমার পক্ষে ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক ‘শ্রেয়ঃ’ যাহা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন ।

কঠ উপনিষদে পাওয়া যায়,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতন্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।

শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে ॥ (১।২।২)

অর্থাৎ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ—এই দুইটাই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে । কিন্তু ধীর ব্যক্তি এই দুইটির তত্ত্ব সম্যক অবগত হইয়া শ্রেয়ঃকে মুক্তির কারণ

এবং প্রেয়ঃকে বন্ধনের কারণ জানিয়া, প্রেয়ঃ পরিত্যাগপূর্বক শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দ ব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণরূপ প্রেয়ঃকে বরণ করে।

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-
ভৌতিক ভেদে তাপ ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক তাপ আবার শারীরিক ও মানসিক
ভেদে দ্বিবিধ। এই সকল তাপ নিবারণের জন্ত মানবগণ নানাবিধ চেষ্টা
করিয়া থাকেন। লৌকিক বিচারে—শারীরিক ব্যাধিজনিত দুঃখের বিনাশের
নিমিত্ত কবিরাজী, ডাক্তারী ঔষধাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, মানসিক শাস্তি
আনয়নের জন্ত মনোজ্ঞ-স্ত্রী, পান, ভোজন, বিলেপন ও নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি
গ্রহণ করিয়া থাকেন, আধিভৌতিক তাপ নিবারণের জন্ত নীতিশাস্ত্রজনিত
ক্রিয়া-দক্ষত্বাদি এবং আধিদৈবিক দুঃখ দূরীকরণ মানসে মনি-মন্ত্র-মহৌষধি
ও গ্রহ-শাস্তি-স্বস্ত্যয়নাদি-দ্বারা গ্রহবৈগুণ্য-নাশ প্রভৃতি বহুবিধ প্রচেষ্টা করিয়া
থাকেন। কিন্তু ইহাতে সাময়িকভাবে দুঃখাদি কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইলেও,
সর্বতোভাবে এবং সর্বদার জন্ত নিবৃত্ত হয় না। সেই জন্ত অনেকে বৈদিক
বিচারাবলম্বনে যজ্ঞ-দান-পরায়ণ হন, কিন্তু যাগ-যজ্ঞাদি-দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তি
হইলেও, ‘ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি’ গীঃ—অর্থাৎ ‘পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায়
মর্ত্যালোকে গমন করিবে’ এই বাক্যের-দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, স্বর্গাদি
ভোগও অচিরস্থায়ী। অতএব যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হয়, এবং
নিবৃত্ত-দুঃখ পুনরায় উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্ন-সুখ লাভ
হয়, তাহাকেই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ-লাভ বলে। এইরূপ শ্রেয়ঃ-
লাভের কথা অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এ বিষয়ে শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।

সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥” (মুণ্ডক ১।২।১২)

অর্থাৎ সেই ভগবদ্ বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তিসহিত জ্ঞান) লাভ করিবার
নিমিত্ত সমিধ্ হস্তে—বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও ভগবদ্-তত্ত্ববিৎ সেই গুরুর নিকট
কায়মনোবাক্যে গমন করা উচিত।

আরও পাওয়া যায়,—

“আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ” (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)

আচার্য্যের নিকট লব্ধদীক্ষ-ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন।

কাজেই লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়া-কর্মের-দ্বারা ঐকান্তিক ও আত্মস্তিক মঙ্গল লাভ হয় না জানিয়াই বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান ব্যক্তি সদগুরুচরণ-আশ্রয় করিয়া হরিভজন করেন।

যেমন পাওয়া যায়,—

“অক্বে চেম্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ ।

দৃষ্টশ্রুতং সংসিক্তৌ কো বিদ্বান্ যত্ত্বমাচরেৎ ॥”

অর্থাৎ গৃহে থাকিয়া যদি মধু লাভ ঘটে, তাহা হইলে কি জন্ত পর্বত গমন করিবে? অনায়াসে অর্থ সিদ্ধি হইলে, কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার জন্ত আয়াস স্বীকার করে?

আত্মস্তিক দুঃখ নিবৃতি-বিষয়ে লৌকিক উপায়সমূহ যেমন অক্ষম, সেইরূপ বৈদিক জ্যোতিষ্টোমাদি উপায়ও অক্ষম, একমাত্র পূর্বোক্ত লক্ষণাবিত সদগুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে হরিভজন করিতে পারিলেই ঐকান্তিক ও আত্মস্তিক শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। সকলকে সদগুরু চরণাশ্রয়ে হরিভজনের আবশ্যকতা শিক্ষা দিবার জন্তই অর্জুন নিজের কল্লিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানকেই উপযুক্ত সদগুরু বিচারপূর্বক শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শুধু সদগুরু লাভ হইলেই শ্রেয়ঃ লাভ হয় না, সদগুরুর শ্রীচরণে একান্তভাবে শরণাগত হইয়া, তাহার উপদেশসমূহ পালন করিতে পারিলেই শ্রেয়ো লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, উপদেশ লাভ করিতে হইলে, তোমার অন্য কোন উপযুক্ত গুরু-সমীপে যাওয়া উচিত কারণ, আমি চিরদিন তোমার সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ সূতরাং আমাকে তোমার গুরুজ্ঞান কেন হইবে? দ্বিতীয়তঃ, তুমি যখন পণ্ডিত অভিমানী হইয়া আমার বাক্যসমূহ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি তোমাকে কি প্রকারে উপদেশ দিব? বা কেনই বা উপদেশ দিব? এইরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় অর্জুন বলিতেছেন যে, আমি তোমার শিষ্য হইলাম, এবং তোমার শাসন মানিব। শাসনাই ব্যক্তিই শিষ্য। আমি যে তোমার শাসন মানিব, তাহার প্রমাণ স্বরূপে তোমার চরণে প্রপন্ন অর্থাৎ শরণাগত হইলাম। অতএব বিনীত আমাকে কৃপাপূর্বক শিক্ষা দাও।

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্শ্বদ, তাহার এক্ষণে গুরুকরণের কোন আবশ্যকতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের

শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ যেমন নিজ অচিন্ত্য-শক্তিতে অর্জুনকে মোহগ্রস্তের
 জ্ঞান অভিনয় করাইতেছেন, সেইরূপ আমাদের জ্ঞান প্রকৃত মোহগ্রস্ত জীব-
 কুলের মোহনাশের একমাত্র উপায়, সর্বপ্রাণে সদগুরু-চরণাশ্রয় করা। তাহাও
 নিকপটে উপযুক্ত শ্রীগুরুচরণে সর্বতোভাবে নিজের প্রাকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি, বল,
 ঐশ্বর্য, গর্ব পরিত্যাগপূর্বক শরণাগত হইয়া শ্রীগুরুর উপদেশ অনুসারে কার্য
 করিলে, লাভ হইবে। এস্থলে যেমন উপযুক্ত গুরু-গ্রহণের বিচার শাস্ত্রে আছে,
 সেইপ্রকার উপযুক্ত শিষ্যের বিচারও শাস্ত্রে আছে। সুতরাং সদগুরুর সদশিষ্য
 হইতে পারিলেই জীব ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিয়া ধন্য হইতে
 পারিবে। ইহাই অর্জুনের দ্বারা শিক্ষা দিতেছেন। যতক্ষণ অর্জুন এই
 ভাবে শিষ্য স্বীকার করেন নাই, ততক্ষণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কোন
 তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন নাই,—ইহাও লক্ষিতব্য ॥৭॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুতাদ্

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।

অবাপ্য ভূমাবসপত্ত্বমুদ্বং

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

অর্থ—ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্ত্বম্ (নিকটক) ঋদ্বং রাজ্যং (সমৃদ্ধ
 রাজ্য) সুরাণাম্ আধিপত্যং চ (এবং সুরগণের অধিপতিত্ব) অবাপ্য
 অপি (পাইয়াও) যৎ (যাহা) মম (আমার) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের)
 উৎশোষণম্ (অতিশোষণকর) শোকং (শোক) অপনুত্যাং (দূর করিবে)
 তৎ (তাহা) ন হি প্রপশ্যামি (প্রকৃষ্টরূপে দেখিতেছি না) ॥৮॥

অনুবাদ—পৃথিবীতে নিকটক সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য এবং দেবতাদিগের
 অধিপতিত্ব পাইয়াও যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের পরিশোষণকারী শোককে দূর
 করিবে, তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি না ॥৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পৃথিবীর নিকটক সমৃদ্ধ রাজ্য ও দেবাধিপত্য প্রাপ্ত
 হইলেও এই যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে পরিশোষণ করিবে, তাহা
 অপনোদনের আমি কোন উপায় দেখিতে পাই না ॥৮॥

শ্রীবলদেব—নহু ত্বং শাস্ত্রজ্ঞোহসি স্বহিতং বিচার্যানুতিষ্ঠ, সখ্যুর্মে শিষ্যঃ
 কথং ভবেরিতি চেত্তত্রাহ,—ন হীতি। যৎ কৰ্ম্ম মম শোকমপনুতাদ্দুরী-
 কুর্যাত্তদহং ন প্রপশ্যামি। শোকং বিশিনষ্টি,—ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমিতি। তস্মা-

ছোকবিনাশায় স্বাং প্রপন্নোহস্মীতি । ইথঞ্চ “সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মাং
তবান্ শোকস্ত পারং তারয়তু” ইতি ঋত্যাৰ্থো দৰ্শিতঃ । নহু ত্বমধুনা শোকা-
কুলঃ প্রপত্তসে যুদ্ধাং স্তুথসমৃদ্ধিলাভে বিশোকো ভবিষ্যসীতি চেত্তব্রাহ,—
অবাপ্যেতি । যদি যুদ্ধে বিজয়ী স্তাং তদা ভূমাবসপত্ত্বং নিষ্কণ্টকং রাজ্যং প্রাপ্য,
যদি চ তত্র হতঃ স্তাং তদা স্বর্গে সুরাণামপ্যাধিপত্যং প্রাপ্য স্থিতস্ত মে
বিশোকস্ত্বং ন ভবেদিত্যর্থঃ । “তদ্যথেহ কৰ্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামৃত
পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” ইতি ঋতের্নৈহিকং পারত্রিকং বা যুদ্ধলব্ধং স্তুথং
শোকাপহং, তস্মান্তাদৃশমেব শ্রেয়স্ত্বং ব্রহ্মীতি ন যুদ্ধং শোকহরম্ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি তো শাস্ত্রজ্ঞ আছ, অতএব নিজের হিত
নিজেই বিচার করিয়া অনুষ্ঠান কর, আমি তোমার সখা, আমার শিষ্য কেন
হইবে ? তাহাতে উত্তর এই, যে কৰ্ম্ম আমার শোকাপনোদন করিবে অর্থাৎ
শোক দূর করিবে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না । যদি বলা হয়, এমন
কি শোক যাহা অপনয়নের বিষয় নহে, তাহার জন্য শোককে বিশেষরূপে বর্ণনা
করিতেছেন—‘ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণম্’—ইন্দ্রিয়নিচয়ের-শোষণ, সেইজন্য ঐ
শোকবিনাশার্থ তোমার শরণাগত হইতেছি, এইরূপে ‘সোহহং ভগবঃ’ ইত্যাদি
ঋতির ‘হে ভগবন্ ! সেই আমি শোকাতুর হইয়াছি—আপনি সেই শোকাতুর
আমাকে শোকসাগরের পারে লইয়া যাউন’ এই অর্থ প্রদর্শিত হইল । যদি
বলেন—তুমি এখন শোকাতুর হইয়া আমার আশ্রয় লইতেছ, কিন্তু যুদ্ধের পর
সুখৈশ্বর্য লাভ হইলে শোকোত্তীর্ণ হইবে ; একথাও নহে—‘অবাপ্য’ ইত্যাদি
বাক্যে তাহাই বলিতেছেন, যদি যুদ্ধে জয়লাভ করি তবে এই পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক
রাজত্ব পাইয়া থাকিব, এবং সেই যুদ্ধে যদি শত্রুকর্তৃক নিহত হই তাহা হইলেও
স্বর্গে দেবাধিপত্য পাইয়া থাকিব ইহা সত্য কিন্তু আমার শোকহীনতা হইবে
না ; ইহাই তাৎপর্য, কেন শোকনাশ হইবে না, তাহার কারণ ঋতিই
বলিতেছেন—‘তদ্যথেহ কৰ্ম্মজিতো’ ইত্যাদি, অতএব যেমন এইলোকে
(জীবদশায়) কৰ্ম্মাজিত লোক (স্তুথসমৃদ্ধি) বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এইরূপই
পরলোকে (মৃত্যুর পর) পুণ্যাজিত লোক (স্বর্গাদি) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অতএব
যুদ্ধে অর্জিত ঐহিক বা পারত্রিক স্তুথ শোকাপহ নহে, সেই জন্য সেই
প্রকার শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে তুমি বল, যুদ্ধ আমার শোকহর হইবে না ॥৮॥

অনুব্রূষণ—অৰ্জুন মনে ভাবিলেন যে, যদি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলেন যে,

তুমি তো নিজেই শাস্ত্রজ্ঞ সূতরাং নিজের হিত নিজে বিচার করিয়া কার্য্য কর। এই আশঙ্কার উত্তরে অর্জুন বলিতেছেন যে প্রভো! আমার ইন্দ্রিয়-শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পারে, এমন উপায় আমি দেখিতে পাইতেছি না। যে আমি একদিন দুর্গম তুষারাবৃত হিমালয় পর্বতে কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক কিরাতরূপী গৌরীকান্তকে রণে পরাজিত করিয়াছি, স্বর্গে সুরপতির চিরবৈরী অসুররাজ নিবাত-কবচকে নিপাতিত করিয়াছি, এবং সম্প্রতি রণবাণে শ্রবণপূর্ব্বক শত্রুজয়ার্থ ধাবমান হইয়াছি; সেই ত্রিলোক-বিজয়ী, চিরবশীভূত ইন্দ্রিয়সমূহ সম্মুখসমরে শত্রুগণের আশ্ফালন দর্শনেও নিরুত্তম, নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে। এই দারুণ শোক অপনোদন করিতে পারে, এমন উপায় এই জগতে আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, কৃপাপূর্ব্বক এই দুঃসহ শোক-নাশের নিমিত্ত যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান করুন। আমি এই জন্মই আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক শরণাগত হইতেছি। হে ভগবন্! আপনি ছাড়া আমার শোক অস্ত্র কেহ অপনোদন করিতে পারিবে না। তখন অর্জুন পুনরায় ভাবিলেন যে, যদি শ্রীভগবান্ মনে করেন যে, এই শোকাতুর অর্জুন আমার শরণাগত হইতেছে বটে কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজ্য-সম্পদ লাভে সুখী হইলে হয়তো এই শোক থাকিবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে অর্জুন বলিতেছেন হে প্রভো! আমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভূমণ্ডলে সুবিশাল রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করি, কি স্বর্গাধিপত্য লাভ করি, কিছুতেই আমার এ শোক দূরীভূত হইবে না।

শ্রুতিও বলেন,—

“তদ্যথেষ্ট কৰ্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামৃত পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।”—ছান্দোগ্য ৮।৪।৬ অর্থাৎ কৰ্ম্মবান্ ব্যক্তি কৰ্ম্মাবসানে ইহলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়, আর পুণ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্যাবসানে স্বর্গাদিলোক হইতে বিচ্যুত হয়। সূতরাং কৰ্ম্মার্জিত উভয় লোকই নশ্বর। শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—“কৰ্ম্মণাং পরিণামিত্যাং আবিরিঞ্চাং অমঙ্গলং” এইস্থলে অর্জুন ইহাই বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ভক্তিই একমাত্র শোক-মোহ-ভয় নাশিনী। যেমন শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

“যন্ত্যাং বৈ শ্রয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ভক্তিরূপততে পুসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা।” আর সেই ভক্তিপ্রদাতা স্বয়ং প্রভু আপনি সূতরাং আপনাকে

পাইয়া পুনরায় আপনি ব্যতীত অণু কাহাকেও গুরুরূপে আমি গ্রহণ করতে চাই না। স্তবরাং যুদ্ধে অজ্ঞিত ঐহিক বা পারত্রিক সুখে শোক অপনোদন হয় না। অতএব আপনি আমাকে প্রকৃত শ্রেয়োলাভের উপদেশ প্রদান করুন।

এস্থলেও আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, গুরুদেব আমাদের পৰমার্থ-বিষয়ের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াই কৃপা করেন। তদ্ব্যতীত আমরা অনেক সময়ে বিপদে পড়িয়া গুরুচরণে প্রপত্তি স্বীকার করিলেও, কোন প্রকারে বিপদুদ্ধার হইয়া গেলে, আবার নিজের স্বতন্ত্রতার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। অর্জুন আজ ভক্তিকেই একমাত্র শ্রেয়ঃ এবং শোক-মোহ-নাশকারিনী বলিয়া জানাইলেন এবং সকল অবস্থাতেই নিরপটে গুরুচরণে প্রপত্তি রাখা দরকার ; তাহাও শিক্ষা দিলেন ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্তা হৃষীকেশঃ গুড়াকেশঃ পরমুপঃ ।

ন যোৎস্রে ইতি গোবিন্দমুক্তা তুষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) পরমুপঃ (শত্রুতাপন) গুড়াকেশঃ (অর্জুন) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণকে) এবম্ উক্তা (এইরূপ বলিয়া) ন যোৎস্রে (আমি যুদ্ধ করিব না) ইতি (ইহা) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) উক্তা (বলিয়া) তুষ্ণীং বভূব হ (মৌনী হইলেন) ॥৯॥

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন—পরমুপ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়া এবং ‘আমি যুদ্ধ করিব না’ ইহা বলিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন ॥৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় কহিলেন,—অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ অর্জুন “গোবিন্দ ! আমি যুদ্ধ করিব না” হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন ॥৯॥

শ্রীবলদেব—ততোহর্জুনঃ কিমকরোদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ,—এবমুক্তেতি । গুড়াকেশো হৃষীকেশঃ প্রতি এবং ন হি প্রপশ্যামীত্যাদিনা যুদ্ধস্য শোকানিবর্তকত্বমুক্তা পরমুপোহপি গোবিন্দং সর্ববেদজ্ঞং প্রতি ‘ন যোৎস্রে’ ইতি চোক্তেতি যোজ্যম্ । তত্র হৃষীকেশত্বাদবুদ্ধিং যুদ্ধে প্রবর্তয়িষ্যতি, সর্ববেদবিদ্বাদযুদ্ধে স্বধর্ম্মং গ্রাহয়িষ্যতীতি ব্যজ্য ধৃতরাষ্ট্রহৃদি সংজাতা স্বপুত্র-রাজ্যাশা নিরশ্বতে ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর অর্জুন কি করিলেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় বলিতেছেন—“এবমুক্তা” ইত্যাদি বাক্য। গুড়াকেশ—অর্জুন, হৃষীকেশের প্রতি এইরূপ অর্থাৎ ‘ন হি প্রপশ্যামি’ আমি শোকাপনোদনকারী কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যুদ্ধ শোক নিবর্তক নহে; ইহা বলিয়া অর্জুন পরন্তপ—শত্রুনিষ্পদন হইলেও গোবিন্দকে অর্থাৎ সর্ববেদজ্ঞ কৃষ্ণকে ‘যুদ্ধ করিব না’ একথাও বলিয়া, ‘উক্তা’ এই পদের ঐরূপ যোজনা বুঝিবে। ইহাতে সূচনা হইতেছে এই যে, হৃষীকেশও নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের যুদ্ধে মতি ফিরাইবেন, এবং সর্ববেদজ্ঞ জগৎ যুদ্ধে অর্জুনের স্বধর্মতা-বোধও জন্মাইবেন। এই সূচনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে যুদ্ধে নিজ পুত্রদের জয়াশা উঠিয়াছিল, তাহা নিরাস করা হইল ॥৯॥

অনুব্রূষণ—অতঃপর নির্বেদপ্রাপ্ত অর্জুন কি করিলেন? ধৃতরাষ্ট্রের এই জিজ্ঞাসা অনুমান করিয়া সঞ্জয়—নিরলস, নিদ্রাবিজয়ী, শত্রুতাপন অর্জুন অন্তর্যামী হৃষীকেশ ও সর্ববেদজ্ঞ গোবিন্দকে পূর্বোক্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়া ‘আমি যুদ্ধ করিব না’ বলিয়া মোন হইলেন। সর্বেন্দ্রিয়ের প্রবর্তক, সর্বান্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান্ অর্জুনের শোকমোহাদি অনায়াসেই অপনোদন করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে হৃষীকেশ ও গোবিন্দ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পুত্রস্নেহে অন্ধীভূত ধৃতরাষ্ট্রের মনের আশা যে, অর্জুন যদি এইরূপে নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া বনবাসী হয়, তবে তো আমার পুত্রগণ অনায়াসেই রাজ্যাদি ভোগ করিতে পারিবে; কিন্তু সঞ্জয় অন্ধরাজের সেই আশা যে নিরর্থক, ইহা বুঝাইবার জন্যই ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অর্জুনের শোক অপনোদন করিয়া যুদ্ধরূপ স্বধর্মে প্রবর্তিত করিবেন এবং আপনার অধার্মিক পুত্রগণের বিনাশ করাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ধর্মেরই জয়, ইহা সংস্থাপন করিবেন ॥৯॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তুমিদং বচঃ ॥১০॥

অর্থ—ভারত! (হে ভারত!) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) বিষীদন্তুম্ (বিষাদপ্রাপ্ত) তম্ (তাহাকে). প্রহসন্ ইব (ঈষৎ যেন হাস্তসহকারে) ইদং বচঃ (এই বাক্য) উবাচ (বলিতে লাগিলেন) ॥১০॥

অনুবাদ—হে ভারত ! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে বিষাদগ্রস্ত-
অবস্থায় অবস্থিত অর্জুনকে যেন ঈষৎহাস্যসহকারে এইরূপ বাক্য বলিতে
লাগিলেন ॥১০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে ভারত ! (ধৃতরাষ্ট্র !) তখন উভয়পক্ষীয় সেনাগণের
মধ্যে অবস্থিত বিষাদগ্রস্ত পার্থকে হৃষীকেশ সহাস্ত্রে এই কথা বলিলেন ॥১০॥

শ্রীবলদেব—বাস্তবমর্থঃ প্রকাশয়ন্নাহ,—তমুবাচেতি । তং বিষাদস্তমর্জ্জুনং
প্রতি হৃষীকেশো ভগবান্ “অশোচ্যান্” ইত্যাদিকমতিগম্ভীরার্থঃ বচনমুবাচ,—
‘অহো তবাপীদৃগ্ বিবেকঃ’ ইতি সখ্যভাবেন গ্রহসন্ । অনৌচিত্যভাষিত্বেন
ত্রপাসিক্তৌ নিমজ্জয়নিত্যর্থঃ । ইবেতি তদৈব শিষ্যতাং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাসানৌ-
চিত্যাদীষদধরোল্লাসং কুর্ক্বনিত্যর্থঃ । অর্জুনস্ত বিষাদো ভগবতা তস্তোপদেশশ্চ
সর্বসাম্প্রতিক ইতি বোধয়িতুং সেনয়োরুভয়োঃ রিত্যেতৎ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্বশ্লোকে সূচিতবস্তু প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—‘তমুবাচে-
ত্যাদি’ বাক্যে । সেই বিষাদকারী অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া হৃষীকেশ অর্থাৎ
অন্তর্যামী ভগবান্ বাসুদেব, ‘অশোচ্যান্’ ইত্যাদি গম্ভীরার্থসম্পন্ন বাক্য বলিলেন
—ওহে ! তোমারও এইরূপ বিবেক হইল ইহা সখ্যভাবে হাসিয়া, হাসিবার উদ্দেশ্য
অনুচিত কথা বলায় লজ্জাসাগরে তাহাকে নিমগ্ন করতঃ এই তাৎপর্য্য । ‘ইব’
পদের দ্বারা বুঝাইল বাস্তব হাস্য নহে কারণ এইমাত্র যে অর্জুন শিষ্যত্ব গ্রহণ
করিয়াছে তাহাকে উপহাস অনুচিত এইজন্য ঈষৎ অধর-স্ফুরণ করিয়া এই
অর্থ । ‘সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে’ দুই সেনার মধ্যে, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য
অর্জুনের বিষাদ ও ভগবান্ কর্তৃক উপদেশ ইহা সর্বসমক্ষেই হইয়াছিল,
(গোপনে নহে) ইহা বুঝান—এইমাত্র ॥১০॥

অনুভূষণ—অর্জুন যুদ্ধে বিমুখ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন ? রাজ্যলোভী
ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সখ্যভাবে
হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে লজ্জাসাগরে নিমগ্ন করিয়াই যেন পরবর্ত্তী এই বাক্য-
সমূহ বলিতে লাগিলেন । অবশ্য অর্জুন সম্প্রতি শিষ্যত্ব স্বীকার করায়, তাহাকে
উপহাস করা সঙ্গত নহে, কেবলমাত্র ঈষৎ অধর-স্ফুরণ করিতে করিতে, তাহার
যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ-বিমুখতারূপ অনুচিত আচরণ, যেমন লজ্জাজনক তেমন নিন্দনীয়
সুতরাং অর্জুনের এই বিষাদ দূরীভূত করিবার মানসে, সর্বসমক্ষেই নানাবিধ
তত্ত্বোপদেশের দ্বারা তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অশোচ্যানম্বশোচস্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

অম্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) ত্বং (তুমি) অশোচ্যান্ (শোকের অযোগ্য জনগণের নিমিত্ত) অনু-অশোচঃ (অনুশোচনা করিতেছ) (পুনঃ) প্রজ্ঞাবাদান্ চ (বিজ্ঞগণের গ্রাম কথাও) ভাষসে (কহিতেছ) । পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা) গতাসূন্ (গতপ্রাণ) অগতাসূন্ চ (ও প্রাণবানের জন্ত) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না) ॥১১॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, তুমি অশোচ্যবিষয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছ আবার পণ্ডিতগণের গ্রাম কথাও কহিতেছ । কিন্তু পণ্ডিতগণ প্রাণহীন বা প্রাণবান্ কাহারও জন্ত শোক করেন না ॥১১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শোকাদি-জনিত ক্ষণিক বৈরাগ্যে সম্মাসাধিকার জন্মে না, ইহা দেখাইবার জন্ত ভগবান্ বলিলেন,—অৰ্জুন ! তুমি জ্ঞানবান্দের গ্রাম বাক্য বলিয়াও অশোচ্যবিষয়ে শোক করিতেছ ; পণ্ডিতগণ কি মৃত কি জীবিত কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না ॥১১॥

শ্রীবলদেব—এবং অৰ্জুনে তুষ্টীং স্থিতে তদ্বুদ্ধিমান্ধিপন্ ভগবানাহ,— অশোচ্যানিতি । হে অৰ্জুন ! অশোচ্যান্ শোচিতুমযোগ্যান্বেব ধার্ত্তরাষ্ট্রাংশ্চ অম্বশোচঃ শোচিতবানসি । তথা মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতামিব বচনানি “দৃষ্টে মং স্বজনম্” ইত্যাদীনি, “কথং ভীষ্মম্” ইত্যাদীনি চ ভাষসে, ন চ তে প্রজ্ঞালেশোহপ্যন্তীতি ভাবঃ । যে তু প্রজ্ঞাবন্তস্তে গতাসূন্ নির্গতপ্রাণান্ স্থূল-দেহান্, অগতাসূংশ্চানির্গতপ্রাণান্ সূক্ষ্মদেহান্, চ-শব্দাদান্বনশ্চ ন শোচন্তি । অয়মর্থঃ—শোকঃ স্থূলদেহবিনাশনিমিত্তঃ সূক্ষ্মদেহবিনাশনিমিত্তো বা ? নাহুঃ,— স্থূলদেহানাং বিনাশিত্বাৎ, নাস্ত্যঃ,—সূক্ষ্মদেহানাং মুক্তেঃ প্রাগবিনাশিত্বাৎ । তদ্বতাং আত্মনাং তু ষড়্ভাববিকারবর্জিতানাং নিত্যত্বাৎ শোচ্যতেতি ; দেহাত্ম-স্বভাববিদাং ন কোহপি শোকহেতুঃ । যদর্থশাস্ত্রাদ্বর্মাশাস্ত্রস্ত বলবত্ত্বমুচ্যতে, তৎ কিল ততোহপি বলবতা জ্ঞানশাস্ত্রেণ প্রত্যাচ্যতে । তস্মাদশোচ্যে শোচ্যভ্রমঃ পামরসাধারণঃ পণ্ডিতস্ত তে ন যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে অৰ্জুন তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিলে পর তাহার বুদ্ধির দোষ দিয়া ভগবান্ বলিলেন ‘অশোচ্যান্’ ইত্যাদি বাক্য । ওহে অৰ্জুন !

তুমি যে ভীষ্ম-দ্রোণাদি ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণের জন্য শোক করিতেছ তাঁহারা শোকের অযোগ্যই, এবং আমার কাছে যে প্রাজ্ঞব্যক্তিদের মত বাক্যগুলি বলিতেছ যথা—‘দৃষ্টেয়ং স্বজনং কৃষ্ণ!’ হে কৃষ্ণ! এই স্বজনবর্গকে যুদ্ধার্থী দেখিয়া ইত্যাদি, এবং ‘কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে’ কিরূপে যুদ্ধে আমি ভীষ্ম-দ্রোণের সহিত বাণ দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব ইত্যাদি বলিতেছ, ইহাতে তোমার লেশমাত্র প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না ইহাই বক্তার অভিপ্রায়। কেননা যাহারা প্রজ্ঞাবান্ (বিবেকী), তাঁহারা গতাস্থ অর্থাৎ যাহা হইতে প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে সেই স্থূল দেহের জন্য, এবং যাহা হইতে প্রাণ বহির্গত হয় নাই সেই সূক্ষ্ম দেহের জন্য—‘চ’কার দ্বারা তাহাদের আত্মার জন্যও শোক করেন না। কথাটি এই, শোক কিসের জন্য? স্থূলদেহ নিপাতের জন্য? অথবা সূক্ষ্ম দেহ নির্গমের জন্য? তাহার মধ্যে প্রথমটি নহে অর্থাৎ স্থূল দেহ বিনাশ নিমিত্তক শোক হইতে পারে না, কেন না ঐগুলি বিনাশশীল অর্থাৎ উহাদের বিনাশ আছেই, আর শেষটিও নহে অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ বিনাশ নিমিত্তকও শোক হইতে পারে না, যেহেতু সূক্ষ্ম দেহ মুক্তি পর্য্যন্ত অবিনাশী আর সেই দেহদ্বয়ধারী জীবাত্মাও জন্ম, মৃত্যু, উপচয়, অপচয়, বিপরিণাম ও নাশ এই ষড়বিধ বিকার শূন্য হওয়ায় নিত্য, স্মৃতরাং উহাও অশোচনীয়। যাহারা দেহ ও আত্মার স্বভাব (স্বরূপ) জানেন তাঁহাদের পক্ষে কোনটিই শোকের কারণ নহে। যাহা অর্জুন বলিতেছে নীতিশাস্ত্র হইতে ধর্মশাস্ত্র প্রবল; তাহারও খণ্ডন প্রবলতর জ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা। অতএব ভুল করিয়া অশোচনীয়ের জন্য শোক করিতেছ ইহা পামররাই করিয়া থাকে, তুমি পণ্ডিত (বিবেকী) তোমার ইহা উপযুক্ত নহে। ইহাই বক্তার অভিপ্রায় ॥১১॥

অনুব্রূষণ—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মায়ামুগ্ধ বদ্ধজীব আমাদিগকে মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্যপার্ষদ, পরম প্রিয় সখা অর্জুনকে মোহগ্রস্তের ন্যায় অভিনয় করাইয়া, তাঁহার শোক-মোহাদি অপনোদনচ্ছলে, আমাদের শোক-মোহ-অপনোদনের উপায় আবিষ্কারমূলে এই গীতাশাস্ত্র প্রকট করাইলেন। আলোচ্য শ্লোক হইতেই শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত পরমোপদেশসমূহ আরম্ভ হইল। গীতার উপদেশের প্রগাঢ়তা মূলতঃ এই স্থান হইতেই সূত্রপাত। যে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের জন্য গীতাশাস্ত্রের আবির্ভাব, তাহার প্রথম সোপানরূপে আত্মতত্ত্বের বিচার এই

শ্লোক হইতেই আরম্ভ হইতেছে। অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়াই সেই উপদেশের প্রকাশ সূতরাং ইহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, অর্জুনের প্রতি যে-সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত।

শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে অর্জুনকে বলিতেছেন যে, তুমি যাহা শোকের বিষয়ভূত নহে, তাহারই জন্ম শোক প্রকাশ করিতেছ। অথচ পণ্ডিতের মত বাক্য বলিয়া আমার বাক্যকে খণ্ডন করিতেছ। প্রথমেই দেখ, যাহারা পণ্ডিত, তাঁহারা কখনও বিগতপ্রাণ সূহৃদগণের বিয়োগে অথবা প্রাণবান্ বন্ধুগণের বিয়োগাশঙ্কায় ব্যাকুল হ'ন না। তুমি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া, এই সকল যুদ্ধার্থী আত্মীয়গণকে দেখিয়া তাহাদের বিনাশের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া, কর্তব্য বিমুখ হইতেছ। কিন্তু তোমার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বন্ধুজীবগণের স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে শরীর দুই প্রকার। উহা অনিত্য আর উহার মধ্যে অবস্থিত দেহী জীব কিন্তু নিত্য। সেই জীবাত্মা শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ। তাহার জন্ম বা মৃত্যু নাই সূতরাং জীবাত্মার জন্ম শোক হইতে পারে না। তারপর স্থূলদেহ—পাঞ্চভৌতিক, উহার নাশ আছে অর্থাৎ উহা জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ষড়বিকারযুক্ত, আর সূক্ষ্মদেহ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক, উহা মুক্তির পূর্বে পর্যন্ত নাশ হয় না। সূতরাং এস্থলে তোমার শোক কিসের জন্ম? স্থূলদেহের জন্ম শোক করা উচিত নয়, যেহেতু স্থূল দেহ তো বিনষ্ট হইবেই। আর সূক্ষ্ম দেহের জন্মও শোক হইতে পারে না, যেহেতু উহা মুক্তির পূর্বে কিছুতেই নষ্ট হইবে না। আর আত্মা তো ষড়বিকার রহিত সূতরাং তাহার জন্ম তো শোক হইতেই পারে না। যাহারা দেহ ও আত্মার স্বভাব এবং পার্থক্য অবগত আছেন, তাঁহাদের কোন প্রকারেই শোক আসিতে পারে না। তুমি তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়াও, কেন অপণ্ডিতের মত ভ্রমযুক্ত রাখিতেছ? তুমিই বলিয়াছ নীতিশাস্ত্র হইতে ধর্মশাস্ত্র প্রবল, কিন্তু জ্ঞানশাস্ত্র আবার সেই ধর্মশাস্ত্র হইতে অধিকতর বলবান্, ইহাও তোমার বিচার করা কর্তব্য।

পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ—তৎসম্পাদিত গীতায় এই শ্লোকের অনুবর্ষিণীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধার করিতেছি—

“স্থূলদেহ—“কৃতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম”—এই পঞ্চমহাভূতময় জড় এবং নশ্বর বা বিনাশী—‘মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। অস্ত

বান্ধনতাস্তে বা মৃত্যুর্বে প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥—ভাঃ ১০।১।৩৮। বান্ধদেব কংসকে বলিলেন—হে বীর, যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের দেহের সহিত মৃত্যুরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতী হউক, অথবা শতবৎসর পরেই হউক, দেহধারীর মৃত্যু অবধারিত—ইহা অগ্ৰথা হইবার নহে। ‘জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ’—গীঃ ২।২৭।

সূক্ষ্মদেহ—মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক জীবোপাধি। প্রতিজন্মে স্থূলদেহের প্রাপ্তি হয় এবং মৃত্যুতে প্রাপ্তদেহের নাশ হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদেহের বার বার প্রাপ্তি বা নাশ হয় না। কিন্তু উহা যে কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। তাই, ইহাকে ‘অনাদিমান্’ (ভাঃ ৪।২২।৭০) বলা হইয়াছে।

স্থূলদেহ জীবের ভোগায়তন হইলেও সেই দেহে ভোগ বা গতাগতিরূপ পুনর্জন্মাদি হয় না; উহা সূক্ষ্মদেহ-দ্বারাই হয়—‘স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ’ ভাঃ ১।৩।৩২ অর্থাৎ পুনর্জন্মাদি-লাভে যোগ্য জীবোপাধি সূক্ষ্মলিঙ্গদেহ। এতৎপ্রসঙ্গে—‘যেনৈবারভতে কৰ্ম্ম’—ভাঃ ৪।২২।৬০, ‘মনঃ কৰ্ম্মময়ং নৃণাং’ ভাঃ ১।১।২২।৩৭ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

স্থূলদেহের নাশে সূক্ষ্মদেহের নাশ না হইলেও এবং অনাদি হইলেও উহা বিনাশশীল বা নশ্বর। ‘প্ৰীতির্নযাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥’—ভাঃ ৫।৫।৬, শ্রীকৃষ্ণভদ্রে বলিলেন—যেকাল পর্য্যন্ত ভগবান্ বাসুদেব—আমাতে প্ৰীতি না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত জীবের দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না। এতৎ প্রসঙ্গে ‘যদা রতিব্রহ্মণি..... দহত্যবীৰ্যাং হৃদয়ং জীবকোষম্ ॥’—ভাঃ ৪।২২।২৬, ‘স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে’—ভাঃ ৪।২২।৮৩ এবং ভগবদুক্তি—‘সংপত্ততে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্ ॥’—ভাঃ ১।১।২৫।৩৫ হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, লিঙ্গদেহ অনাদি হইলেও ভগবদ্বিস্মৃতি হইতে উহার প্রাপ্তি এবং ভগবৎস্মৃতি হইতে উহার নাশ। অতএব মুক্তি বা জীবের স্বস্বরূপ প্রাপ্তির পূর্ব পর্য্যন্ত সূক্ষ্মদেহ অনশ্বর।

আত্মা—চেতন, ষড়বিকার শূন্য, নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী। ‘ন জায়তে ম্রিয়তে বা’—গীঃ ২।২০ ‘নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি’—গীঃ ২।২৩-২৫। ‘জন্মাচ্চা ষড়্ভিমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্ত নাত্মনঃ ॥’—ভাঃ ৭।৭।১৮ দেহের জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ বা মৃত্যু—ছয়টি বিকার কালক্রমে দৃষ্ট হয়, কিন্তু

আত্মার ঐ প্রকার অবস্থা হয় না। ‘নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং’—
কঠ ২।২।১৩। ‘যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ’—গীঃ ১৩।৩৩

অতএব পণ্ডিতগণ আত্মার স্বভাব জানেন বলিয়া ‘গতাস্মন্,’ অর্থাৎ
আত্মার অবস্থিতি-রহিত নশ্বর স্মৃদেহের এবং ‘অগতাস্মন্’ অর্থাৎ আত্মার
অবস্থিতি-সহিত নশ্বর স্মৃদেহের জন্য শোক করেন না। কিন্তু আত্মজ্ঞান-
রহিত দেহে অহং বুদ্ধি-বিশিষ্ট মূখগণ স্মৃদেহেরও পরিচয় জানে না।
তাহারা যে সচেতন (অর্থাৎ আত্মা সহিত) দেহকে পিতা বলিয়া জানে,
সেই দেহ আত্মপরিত্যক্ত হইলে পিতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সেই দেহের
জন্যই শোক করে” ॥১১॥

ন হ্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বৈ বয়মতঃপরম্ ॥১২॥

অর্থ—অহম্ (পরম-আত্মা আমি) জাতু (কদাচিৎ) ন আসম্ (ছিলাম
না) (ইতি) (ইহা) তু (কিন্তু) ন এব (নহে)। ত্বং (তুমি অর্জুন) ন (আসীঃ)
(ছিলে না) (ইতি) (ইহা) ন (নহে)। ইমে (এই সকল) জনাধিপাঃ (নরপতিগণ)
ন আসন্ (ছিলেন না) (ইতি) (ইহা) ন (নহে) চ (এবং) অতঃপরং (অতঃপর)
বয়ম্ সর্বৈ (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) (ইতি) এব ন
(ইহাও নহে) ॥১২॥

অনুবাদ—আমি—পরমাত্মা ইতঃপূর্বে কখনও ছিলাম না ইহা কিন্তু
নহে, তুমি অর্জুন কখনও ছিলে না, ইহা নহে। এই নরপতিগণ কখনও
ছিলেন না, ইহা নহে। ইহার পর আমি, তুমি বা এই নরপতিগণ আমরা সকলে
থাকিব না, তাহাও নহে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই নিত্য, স্মৃতরাং
শোকাতীত ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞান বুঝাইবার জন্য আদৌ
আত্মজাতীয় পরমাত্মতত্ত্বের ও জীবাত্মতত্ত্বের একধর্মত্ব উদ্দেশ্যপূর্বক
বলিলেন,—আত্মা অবিনাশী, অতএব শোকের কোন কারণ নাই। আত্মা
দ্বিবিধ—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। আমি—পরমাত্মা; তুমি ও এই সকল
নৃপতিবর্গ, সকলেই জীবাত্মা। আমি, তুমি ও এই সকল রাজগণ পূর্বে ছিল না,
এমন নয়; পরে থাকিবে না, তাহাও নয়; অর্থাৎ আমরা সকলেই এখন
আছি, পূর্বেও ছিলাম এবং পরেও থাকিব ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—এবমস্থানশোচিহাদপাণ্ডিত্যমর্জুনস্তাপাত্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ
 নিযোজিতাঞ্জলিং তং প্রতি সর্বেশ্বরো ভগবান্ “নিত্যো নিত্যানাং চেতন-
 চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্” ইতি শ্রুতিসিদ্ধং স্বম্বাজ্জী-
 বানাঞ্চ পারমার্থিকং ভেদমাহ,—ন ত্বেবাহমিতি । হে অর্জুন! অহং
 সর্বেশ্বরো ভগবান্ ইতঃ পূর্বস্মিন্নাদৌ কালে জাতু কদাচিন্নাসমিতি ন ;
 অপিত্বাসমেব । তথা ত্বমর্জুনো নাসীরিতি ন ; কিংবাসীরেব । ইমে
 জনাধিপা রাজানো নাসমিতি ন ; কিংবাসমেব । তথেষতঃ পরস্মিন্নস্তে কালে
 সর্বে বয়ং অহঞ্চ ত্বঞ্চ ইমে চ ন ভবিষ্যাম ইতি ন ; কিন্তু ভবিষ্যাম এবেতি ।
 সর্বেশ্বরবজ্জীবানাঞ্চ ত্রৈকালিকসত্তাযোগিত্বাত্তদ্বিষয়কো ন শোকো যুক্ত
 ইত্যর্থঃ । ন চাবিচারুতস্বাদ্যবহারিকোহয়ং ভেদঃ, সর্বজ্ঞে ভগবত্যবিচার-
 যোগাৎ, “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য” ইत्याদিদ্বা মোক্ষেহপি তস্তাভিধাশ্রুমানত্বাচ্চ ।
 ন চাভেদজ্ঞস্তাপি হরেবোধিতানুবৃত্তিত্বায়েনৈয়মর্জুনাভেদদৃষ্টিরিতি বাচ্যং,—
 তথা সত্যপদেশাসিদ্ধেঃ । মরুমরীচিকাদাবুদ্ধকবুদ্ধিবোধিতাপ্যনুবর্তমানা
 মিথ্যার্থবিষয়ত্বনিশ্চয়ান্নোদকাহরণাদৌ প্রবর্তয়েদেবমভেদবোধবোধিতাপ্যনুবর্ত-
 মানার্জুনাভেদদৃষ্টিস্তত্ত্বনিশ্চয়ান্নোপদেশাদৌ প্রবর্তয়িষ্যতীতি যৎকিঞ্চিদেতৎ ।
 নহু ফলবত্যাঙ্গাতেহর্থৈ শাস্ত্রতাৎপর্যবীক্ষণাৎ তাদৃশোহভেদস্তাৎপর্যবিষয়ো,
 বৈফল্যজ্জাতত্বাচ্চ ভেদস্তদ্বিষয়ো ন স্তাৎ, কিন্তু “অন্ত্যো বা এষ প্রাত-
 রুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতি” ইত্যাদি শ্রুত্যর্থবদনুবাচ্য এব স ইতি চেন্নন্দমেতৎ ;—
 পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা “জুষ্টংস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি” ইত্যাদিনা ভেদ
 এবামৃতত্বফলশ্রবণাৎ, বিরুদ্ধধর্ম্মাচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকতয়া লোকে তস্তাঙ্গাতত্বাচ্চ ।
 তে চ ধর্ম্মা বিভূত্যাগুত্ব-স্বামিত্বভূত্যাহাদয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যা মিথো বিরুদ্ধা বোধ্যাঃ ।
 অভেদস্তফলস্তত্র ফলানঙ্গীকারাৎ ; অজ্ঞাতশ্চ শশশৃঙ্গবদসত্ত্বাৎ । তস্মাৎ
 পারমার্থিকস্তদ্বাদঃ সিদ্ধঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে ভগবান্ অর্জুনের অস্থানে শোককারিত্বহেতু
 পাণ্ডিত্যের অভাব প্রতিপন্ন করিয়া, পরে তাহাকে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ও বন্ধাজলি
 দেখিয়া, সর্বেশ্বর ভগবান্ তাহাকে শ্রুতি-সিদ্ধ জীবদিগের পরমাত্মা
 হইতে পারমার্থিক ভেদ বলিতেছেন,—শ্রুতিতে আছে—‘নিত্যো নিত্যানাং
 চেতনশ্চেতনানাম্’ ইত্যাদি যিনি নিত্য সমূহের মধ্যে নিত্য, চেতন সমূহের
 মধ্যে চেতন, এক হইয়াও যিনি বহুর কামনাপূরণ করেন’ । ‘নত্বেবাহমিত্যাदि’

বাক্যে তাহাই বলিতেছেন—হে অৰ্জুন ! আমি সৰ্বেশ্বর ভগবান্ এই সৃষ্টির আদিতে যে কোন কালে ছিলাম না, তাহা নহে কিন্তু ছিলামই। সেইরূপ অৰ্জুন তুমিও যে ছিলে না, ইহাও নহে ; তুমিও ছিলে। এই সকল রাজগুবর্গও ছিল না, ইহাও নহে, তখন ইহারাও ছিলই। আবার এই সৃষ্টির অন্ত সময়ে (প্রলয়ে) আমরা সকলেই আমি, তুমি এই রাজগুবর্গও থাকিব না, ইহাও নহে, সকলেই থাকিবই। তাৎপর্য্য এই—সৰ্বেশ্বর পরমাত্মার মত জীব সমূহেরও ত্রৈকালিক সত্তা আছে, সেজন্ত আত্মবিষয়ে শোক অনুচিত। জীবেশ্বরের এই ভেদও অবিজ্ঞা-নিমিত্ত ব্যবহারিক নহে। কারণ সৰ্বজ্ঞ ভগবানে অবিজ্ঞা সম্পর্ক নাই এবং ‘ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য’ ‘এই তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাহারা আমাকে উপাসনা করে’ ইত্যাদি ভগবদ্ বাক্যের দ্বারা মুক্তির পরেও সেই পারমার্থিক বা বাস্তব ভেদের কথা বলা হইবে। একথাও বলা চলে না যে, ভগবান্ অভেদজ্ঞ হইলেও, যেমন বাধিত বস্তুর অনুসরণ লোকে করে সেই ভাবে তাঁহার অৰ্জুনাদি ভেদ-জ্ঞান হইয়াছে, কারণ তাহা যদি হইত, তবে উপদেশ দেওয়া চলিত না, এবং মরুভূমিতে সূর্য্যাকিরণে জলভ্রম বাধিত হইলেও যেমন ঐ ভ্রম লোককে অনুসরণ করিয়া থাকে কিন্তু অলীক বিষয়ক নিশ্চয়বশতঃ কেহ সেই মরুভূমি হইতে জল আনয়নের জন্ত কাহাকেও পাঠায় না। এই প্রকার অভেদ-জ্ঞান বাধিত হইলেও অনুবৃত্ত অৰ্জুনাদি ভেদজ্ঞান তত্ত্বনিশ্চয়ের পর উপদেশাদিতে প্রবৃত্ত করিত না। অতএব এই যে কথা, ইহা অতি অসার—তুচ্ছ। যদি বল—অজ্ঞাত বিষয়ই ফলবান্ হয় (যেমন অমৃত জ্ঞান না থাকিলেও অমৃত-পান বিষ নাশ করে) ইহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দেখা যায় ; এজন্ত ঐরূপ অভেদ (অজ্ঞাত)ই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়, ভেদ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু উহা বিফল ও জ্ঞাত (অজ্ঞাত নহে), তবে কি ? কিন্তু ‘অন্তো বা এষ’ ইত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন—প্রাতঃকালে সূর্য্য জল হইতে উঠিয়া থাকে, আবার সায়াংকালে জলেই প্রবেশ করে, এই শ্রুতির কথার অনুকরণ বা উল্লেখমাত্র—এই ভেদ, ইহাও ভাল কথা নহে ; কারণ ভেদজ্ঞান হইতেই অর্থাৎ নিজেকে উপদেষ্টা ব্যক্তি হইতে ভিন্ন ও উপদেষ্টাকে প্রেরণকারী মনে করিয়া ‘জুষ্টংস্তত স্তেনামৃতত্বমেতি’ তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীভগবানকে সেবা করিতে করিতে সেই সেবার ফলে মোক্ষ লাভ করে’ ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা

ভেদেই অমৃতত্ব (মুক্তি) রূপ ফল শোনা যাইতেছে। এবং সেই ভেদ অজ্ঞাত হওয়ায় উহা শাস্ত্রেরও তাৎপর্য বিষয়ীভূত। কেন অজ্ঞাত? তাহাও দেখাইতেছি, এস্থলে উপদেষ্টা ও উপদেশ্য উভয়ের অর্থাৎ শ্রীভগবান ও জীবের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাবচ্ছেদে প্রভেদ (যেমন ঘটদ্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক ভেদ পটে আছে সেইরূপ) বিভূত্বাবচ্ছিন্ন (ঈশ্বর) প্রতিযোগিকভেদ, অণুত্বাবচ্ছিন্ন জীব, আবার স্বামিত্বাবচ্ছিন্ন (ঈশ্বর) প্রতিযোগিকভেদ ভূত্বাবচ্ছিন্নজীব এগুলি শাস্ত্রসিদ্ধ বিরুদ্ধ ধর্ম; বিরুদ্ধধর্মাবচ্ছিন্ন কথাটি এক হয় না। কথাটি এই—যদি জীব ও ঈশ্বরে ভেদ না থাকিবে তবে জীবধর্ম অণুত্ব ঈশ্বরে থাকে না কেন? আবার ঈশ্বর ধর্ম বিভূত্ব জীব থাকে না কেন? পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাবচ্ছিন্ন বস্তুগুলি এক নহে; এই জ্ঞাত্যদ্বৈতবাদী মতে সিদ্ধ অভেদ অফলই কারণ তাহাতে কোনও ফল স্বীকার নাই এবং এই অফলত্ব হেতু শাস্ত্র-তাৎপর্য বিষয়ীভূতও নহে। আর অজ্ঞাত সেই অভেদ, ইহাও শশশৃঙ্গের মত অলীক; যেহেতু অসৎ। অতএব ঈশ্বর হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ যুক্তি সিদ্ধ ॥ ১২ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব শ্লোকে আত্মতত্ত্বের বিষয় বর্ণন পূর্বক আত্ম-বিষয়ে শোক করা অনুচিত, ইহাই জানাইলেন। এবং অর্জুনের অনুচিত স্থানে শোক প্রকাশ হওয়ায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। শ্রীভগবানের এই উক্তিতে অর্জুনের পাণ্ডিত্যভিমান দূরীভূত হওয়ায়, তিনি ‘তত্ত্ব জিজ্ঞাসু’ হইয়া, কৃতাজ্ঞলিপুটে অবস্থান করিলেন। শ্রীভগবান্ অর্জুনের এই মনোভাব অবগত হইয়াই বর্তমান শ্লোকে স্ব-স্বরূপ ও জীব-স্বরূপের মধ্যে যে প্রকৃত বা পারমার্থিক ভেদ নিত্য বর্তমান; তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইবার পূর্বে অর্থাৎ অতীতে আমি ছিলাম না, তাহা নহে; কিংবা তুমি ছিলে না, তাহাও নহে; আর এই সকল রাজ্যবর্গও ছিলেন না, তাহাও নহে। আবার ইহার পরে ভবিষ্যতে আমি, তুমি বা এই রাজ্যবর্গ সকলে যে থাকিব না, তাহাও নহে। আমরা সকলে নিত্যকাল আছি এবং নিত্যকাল থাকিব। আমি সর্বৈশ্বর বলিয়া আমার সত্তা যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকাল সত্য, সেইরূপ জীবগণের সত্তাও ত্রৈকালিক সত্য। অতএব নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই বলিয়া, তোমার কাহারও জ্ঞাত্য শোক করা উচিত নহে।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ কেবলাদ্বৈতবাদিগণের বিচার মতে যে,—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবহারিক-ভেদ স্বীকৃত হয়, কিন্তু পারমার্থিক বা বাস্তব ভেদ স্বীকার হয় না, তাহাই খণ্ডন করিলেন। অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই নিত্য এবং উভয়ই বাস্তব ভেদ-যুক্ত, ইহাই জানাইলেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এই শ্লোকে শ্রীভগবানের সেই অভিপ্রায় অকাট্যযুক্তিমূলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, এস্থলে ‘তুমি’ ‘আমি’ ও ‘ইহারা’ এই কয়টি পদের দ্বারা যে ভেদের বিষয় অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পারমার্থিক বা বাস্তব ভেদ। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—ভেদ মাত্রই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কার্য্য, স্মৃতরাং পারমার্থিক নহে, উহা ব্যবহারিক ভাবে কল্পিত। কিন্তু একথা স্বীকার করা যায় না। কারণ প্রথমতঃ ‘তুমি’ ‘আমি’ ও ‘ইহারা’ এই কয়টি শব্দ স্পষ্টভাবে শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে। তাঁহার স্বরূপ ও জীবগণের স্বরূপ, উভয়ের পরস্পর পার্থক্য না থাকিলে, তিনি কখনও ঐরূপ কথা বলিতেন না। যদি এই বলা যায় যে, ভেদ মাত্রই অবিদ্যার কার্য্য, তাহা হইলে এস্থলে শ্রীভগবানেও অবিদ্যার আধিপত্য আছে, স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা কখনই সম্ভব নহে, কারণ শ্রীভগবান্ মায়া বা অবিদ্যার অধীশ্বর। জীব শ্রীভগবানের আশ্রয়ে মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। এই গীতায় পরে শ্রীভগবান্ বলিবেন—“দৈবীহেষ্ठा গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে”॥ তাহা ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—“ধাম্না স্নেন সদা নিরন্তকুহকম্ সত্যং পরং ধর্মীহি”। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবে নিত্যই অবিদ্যা বা মায়ার যাবতীয় কপটতা নিরাস পূর্ব্বক বিরাজ করেন, সেই পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি।

দ্বিতীয়তঃ আমি যে জ্ঞানের কথা বলিতেছি, এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া অনেকেই আমার সাধন্য লাভ করিয়াছেন ইত্যাদি চতুর্দশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে মোক্ষকালেও যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর ভেদ বর্ত্তমান থাকে, তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বলা যায়, মরীচিকায় জলভ্রম হইলে যখন আমরা জানিতে পারি যে, উহা জল নহে, উহা মরু-মরীচিকামাত্র, যখন জল বুদ্ধি বাধিত হইয়া, মরীচিকাকে প্রকৃত মরীচিকা বলিয়া জানিতে পারি, তাহার

পরেও যেমন সেই বাধিত জলবুদ্ধি পুনরায় সময়ে সময়ে ফিরিয়া আসে ; অভেদজ্ঞ হইলেও, শ্রীভগবানের এই অৰ্জুনাদি ভেদ-দৃষ্টিও সেইরূপ, একথা বলিতে পারা যায় না, কারণ তাহা হইলে শ্রীভগবানের অৰ্জুনকে উপদেশ দেওয়ার প্রবৃত্তি হইত না। যেহেতু মরু-মরীচিকায় জলবুদ্ধি বাধিত হইয়া কখনও ফিরিয়া আসিলেও, লোকের আর সেই মরীচিকায় জল আনয়নের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ সে জানিয়াছে যে, উহা জলের মত দেখাইলেও উহা জল বলিয়া মিথ্যা বোধ হইতেছে মাত্র। সেইরূপ ইনি অৰ্জুন, ইনি ভীষ্ম, ইনি কর্ণ, ইনি দ্রোণ, ইনি কৃপ ইত্যাকার ভেদবুদ্ধি ভগবানের আত্মায় বাধিত হইলেও, অনুবৃত্তিবশে পুনরায় উদিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে, তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া উহার মিথ্যাত্ব নির্ণয় হয় এবং মিথ্যাত্ব নির্ণীত হইলে উহা কখনও উপদেশাদি কার্যে প্রবৃত্ত করে না। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদীর পূর্বোক্ত আপত্তিসমূহ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। শ্রুতি প্রমাণেও এই পারমার্থিক ভেদের সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রুতি বলেন,— ‘নিত্য সমূহেরও নিত্য এবং চেতন সমূহেরও চেতন যে এক আত্মা তিনি বহু আত্মার কামনা সমূহ বিধান করিতেছেন’ ইত্যাদি। যদি বলা হয়, যাহা আমরা জানি না, অথচ জানিয়া কিছু ফল আছে, এরূপ বিষয়েই শাস্ত্রের তাৎপর্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং অভেদতত্ত্ব যখন অজ্ঞাত অথচ ফলদায়ক, তখন অভেদেই শাস্ত্রের তাৎপর্য ; ভেদে নহে। কারণ ভেদ সকলেরই জ্ঞাত এবং জ্ঞাত হইয়াও কোন ফল নাই। এইরূপ আপত্তিও সঙ্গত নহে। কারণ প্রথমতঃ শ্রুতিতেই ভেদের অমৃতফল কথিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক এবং সকলের নিয়ন্তা মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিলে, সেই সেবা দ্বারা জীব অমৃতত্ব লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, জীব—অনুচৈতন্য, ঈশ্বর—বিভূচৈতন্য, জীব—ভূত্যা, ঈশ্বর—প্রভু। এইরূপে জীব ও ঈশ্বর পরস্পর অণুত্ব ও বিভূত্ব, ভূত্যা ও প্রভুত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ-ধর্মের আশ্রয়, ইহা লোক জানে না, একমাত্র শাস্ত্রই আমাদের কাছে জানাইয়া দেন। সুতরাং ভেদতত্ত্ব অজ্ঞাত এবং ফল-দায়ক। কিন্তু অভেদ-তত্ত্ব অজ্ঞাতও বটে, আর শশশৃঙ্গ, বক্ষ্যাপুত্র, আকাশকুসুম প্রভৃতির যেমন সত্তা নাই, উহারও সেইরূপ কোন সত্তা দেখা যায় না। আবার উহার কোন ফলদায়কত্বও নাই। কারণ কোন শাস্ত্রেই

উহার কোন ফল অঙ্গীকার করেন নাই। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে পারমার্থিক ভেদ সত্য ; ইহাই প্রমাণিত হইল।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্মেও পাওয়া যায়,—“হে সখে ! তোমাকে আমি এরূপ প্রশ্ন করিতেছি, প্রীতি-পাত্রের মৃত্যুদর্শনে শোক উৎপন্ন হয়, সেন্থলে প্রীতির আশ্রয় আত্মা না দেহ ? ‘হে নৃপ ! সকল জীবেরই আত্মাই প্রিয়,’— ভাঃ ১০।১৪।৫০। এই শুকোক্তি-অনুসারে আত্মাই যদি প্রীতির পাত্র হয়, তাহা হইলে জীব-ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ থাকায় দ্বিবিধ আত্মাই নিত্য ও মরণ রহিত বলিয়া আত্মা শোকের বিষয় নহে।” ॥ ১২ ॥

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—দেহিনঃ (দেহধারীর) অস্মিন্ দেহে (এই শরীরে) যথা (যে প্রকার) কোমারং (কুমার অবস্থা) যৌবনং (যুবক অবস্থা) জরা (বার্ধক্য-অবস্থা) তথা (সেই প্রকার) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (দেহান্তর-লাভ) ধীরঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) তত্র (তাহাতে) ন মুহতি (মোহাভিভূত হন না) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দেহধারী জীবগণের এই স্থূল শরীরে যে প্রকার কোমার, যৌবন, বার্ধক্যাবস্থা ক্রমান্বয়ে লাভ হয়, সেই প্রকার দেহান্তর প্রাপ্তিও হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে অর্থাৎ দেহের নাশ বা উৎপত্তিতে মোহ প্রাপ্ত হন না ॥ ১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এখন কেবল জড়বদ্ধ জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—যেমন দেহ ধারণ করিয়া এই দেহেই ক্রমান্বয়ে কোমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হইতে হয়, অথচ দেহীর অস্তিত্ব থাকে, তেমনই দেহান্তর হইলেও তাহার অস্তিত্বের লোপ হয় না ; সুতরাং বদ্ধজীবের দেহনাশে ধীর ব্যক্তির শোক করেন না ॥ ১৩ ॥

শ্রীবলদেব—নহু ভীষ্মাদিদেহাবচ্ছিন্নানামাত্মনাং নিত্যত্বেহপি তদেহানাং তন্তোগায়তনানাং নাশে যুক্তঃ শোক ইতি চেত্তত্রাহ,—দেহিনোহস্মিন্নিতি। ত্রৈকালিকা বহবো দেহা যন্ত সন্তি, তন্ত দেহিনো জীবন্তাস্মিন্ বর্তমানে দেহে ক্রমাৎ কোমারযৌবনজরাস্তিস্রোহবস্থা ভবন্তি। তাসামাত্মসম্বন্ধিনাং তন্তোগোপযুক্তানাং পূর্বপূর্ববিনাশেন পরপরপ্রাপ্তৌ যথা ন শোকস্তথৈব

তদেহবিনাশে সতি দেহান্তরপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীতি । তথা চ ভীষ্মাদীনাং জরিত-
 দেহনাশে নব্যদেহপ্রাপ্তির্যথাতিযৌবনপ্রাপ্তিগ্ৰায়েন হর্ষহেতুরেবেতি, ন তদেহ-
 বিনাশহেতুকঃ শোকস্তবোচিত ইতি ভাবঃ । ধীরো ধীমান্ দেহস্বভাবজীবকর্ম-
 বিপাকস্বরূপস্ত অত্র ‘দেহিনঃ’ ইত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়েণ বোধ্যং, পূর্বত্রাত্ম-
 বহুত্বোক্তেঃ । অত্রাহঃ—‘এক এব বিদুঃকাত্মা ; তস্মাবিভূত্যাপরিচ্ছিন্নস্ত তস্মাৎ
 প্রতিবিম্বিতস্ত বা নানাত্মত্বম্ ।’ শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—“আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু
 পৃথগ্ভবেৎ, তথাত্মেকো হু্যনেকস্তো জলাধারেষ্বিবাংস্তমানিতি ।” তদ্বিজ্ঞানেন
 তস্য বিনাশে তু তন্নানাত্মনিবৃত্ত্যা তদৈক্যং সিধ্যতীত্যেকবচনেনৈতৎ পার্থ-
 সারথিরাহেতি । তন্মন্দং,—জড়য়া তয়া চৈতন্যরাসেচ্ছেদাসম্ভবাৎ, তৈরপি
 তদ্বিষয়ত্বানঙ্গীকারাচ্চ । বাস্তবে চ্ছেদে বিকারিত্বাচ্চাপত্তিঃ টঙ্কচ্ছিন্নপাষণবৎ
 স্মাৎ,—নীরূপস্য বিভোঃ প্রতিবিম্বাসম্ভবাচ্চ ; অন্ত্যাকাশদিগাদীনাং তদাপত্তিঃ ।
 ন চ প্রতীত্যনুথানুপপত্তিরেবাকাশস্য প্রতিবিম্বে মানং তদ্বত্তিগ্রহনক্ষত্রপ্রভামণ্ডলং
 তশ্চৈবাস্তিসি ভাসমানত্বেন প্রতীতেঃ । “আকাশমেকং হি” ইতি শ্রুতিস্ত পরমাত্ম-
 বিষয়া তস্মাকাশবৎ সূর্য্যবচ্চ বহুবৃত্তিকত্বং বদতীত্যবিরুদ্ধম্ । ন চাত্মেক্য-
 স্ত্রোপদেষ্টা সংভবতি । স হি তত্ত্ববিন্ন বা ? আদৌহৃদ্বিতীয়মাত্মানং বিজান-
 তস্তস্ত্রোপদেশোপরিষ্ফুতিঃ ; অন্ত্যে ত্বজ্ঞত্বাদেব নাত্মজ্ঞানোপদেষ্টৃত্বম্ । বাধিতা-
 নুবৃত্ত্যাশ্রয়ণং তু পূর্বনিরস্তম্ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল সত্য বটে ভীষ্মাদি দেহোপাধিক আত্মাগুলি নিত্য,
 কিন্তু তাঁহাদের দেহসমূহ তো ভোগের আধার, তাহাদের নাশে শোক হইতেই
 পারে ; ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—‘দেহিনোহস্মিন্নিত্যাদি ।’ বাল্য,
 যৌবন, বার্দ্ধক্য এই ত্রিকাল-ভেদে দেহও যে জীবের বহু হয় ; সেই দেহধারী
 জীবের বর্তমান দেহে যথাক্রমে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য তিনটি অবস্থা
 হয় । সেই অবস্থাগুলির মধ্যে ভোগোপযুক্ত আত্মসম্বন্ধী-দেহগুলির পূর্ব পূর্ব
 বিনাশ দ্বারা পর পর প্রাপ্তিতে যেমন শোক নাই, সেইরূপ বর্তমান দেহ নাশ
 ঘটিলে দেহান্তর প্রাপ্তি হইবে, ইহা । এই যদি হইল, তবে ভীষ্ম প্রভৃতির
 জরাজীর্ণ দেহ নাশের পর আবার নব্য দেহ প্রাপ্তি হইবে, যেমন যথাতি রাজার
 যৌবন-প্রাপ্তি হইয়াছিল, সেই মত । অতএব ভীষ্মাদির বর্তমান দেহ নাশ
 তো আনন্দেরই কারণ । অভিপ্রায় এই—তাঁহাদের দেহ নাশ জন্ম শোক
 তোমার উচিত নহে । ধীর শব্দের অর্থ বুদ্ধিমান্, যিনি দেহের স্বভাব ও

জীবের কৰ্ম-বিপাকের স্বরূপ জানেন। এখানে ‘দেহিনঃ’—পদটিতে একবচন আছে, উহা জাতি অভিপ্রায়ে জানিবে। একবচন বিবক্ষিত নহে, যেহেতু পূর্বেই আত্মাকে বহু বলা হইয়াছে। এবিষয়ে আত্মৈকত্ববাদীরা (অদ্বৈতবাদীরা) বলেন—‘একএব বিশুদ্ধাত্মা’ আত্মা একই নিরুপাধি। সেই আত্মা যে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, ইহার কারণ অবিদ্যোপাধিক আত্মার অবিদ্যা-ভেদে অথবা অবিদ্যাতে (বুদ্ধিতে) প্রতিবিস্তৃত আত্মার প্রতিবিস্তৃত ভেদে নানাত্ব ভ্রম। শ্রুতিও এই কথা বলিতেছেন—যথা ‘আকাশমেকমিত্যাদি’ যেমন আকাশ এক হইলেও ঘট পট-ভেদে নানারূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক দেহাবচ্ছেদে বিভিন্ন জলাধারে প্রতিবিস্তৃত সূর্য্যের মত অনেক হইয়া থাকে। যখন সেই আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার (ভ্রম) নাশ হয়, তখন আত্মার নানাত্ব বোধ নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং সেই নিবৃত্তি-দ্বারা আত্মার স্বভাব-সিদ্ধ একত্বই থাকিয়া যায়, ইহাই ‘দেহিনঃ’ এই পদস্থিত একবচন দ্বারা সূচিত হইল ; ইহাই পার্থসারথি ভগবান্ একবচন দ্বারা সূচিত করিয়াছেন। কিন্তু সে মত মন্দ ; কারণ নানাত্ব নিবৃত্তি তো জড়, তাহার দ্বারা চৈতন্যরাশির (বহু আত্মার) নাশ হইতে পারে না, এবং অদ্বৈতবাদীরাও নানাত্বের নাশ স্বীকার করেন না। যদি বাস্তবিক ছেদ হইত তবে আত্মার বিকারিত্ব প্রভৃতি হইয়া পড়িত। টঙ্ক (পাষণ বিদারক অস্ত্র টাঙি) দ্বারা ছিন্ন পাষণের মত। আরও একটি দোষ—রূপহীন বিভূর প্রতিবিস্তৃত সম্ভব হয় না। প্রতিবিস্তৃত অতাব মানিলে, আকাশ দিক্ প্রভৃতিরও অনেকত্ব হইয়া যায়। যদি বল, আকাশ দিক্ প্রভৃতির প্রতিবিস্তৃত আছে, তাহা না হইলে জলে আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডল প্রতিবিস্তৃত হইয়া প্রতীয়মান হইবে কেন? এই প্রতীতির প্রকারান্তরে সঙ্গতি না হওয়াই প্রতিবিস্তৃত স্বীকারে প্রমাণ। যদি বল, তাহা হইলে (আকাশের নানাত্ব বলিলেই) ‘আকাশমেকং হি’ আকাশ এক, এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল, তাহাও নহে, ঐ শ্রুতি পরমাত্মাকে বিষয় করিয়া একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে, আকাশের মত ও সূর্য্যের মত পরমাত্মার বৃত্তি অনেক ইহাই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং আকাশ নানাত্বের বিরোধ নাই। আর এক কথা—আত্মা এক হইলে তাহার পৃথক্ উপদেষ্ঠা সম্ভব নহে, কেন তাহা বলিতেছি সেই উপদেষ্ঠা আত্মা তত্ত্বজ্ঞ কি না? যদি তত্ত্বজ্ঞ হয়, তবে উপদেষ্ঠা আত্মা নিজেকে স্বজাতীয়, বিজাতীয়, দ্বিতীয় রহিত জানিলে তাহার

উপদেশ ব্যক্তির প্রকাশই হয় না, আবার তত্ত্বজ্ঞ না হইলে অজ্ঞত্ব নিবন্ধনই তিনি আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টা হইতে পারেন না। এখানেও বাধিতানুবৃত্তি-শ্রায়-আশ্রয় পূর্বেই খণ্ডিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

অনুভূষণ—অজ্ঞান যদি এরূপ পূর্বপক্ষ করেন যে, ভীষ্মাদির আত্মা নিত্য হইলেও তাঁহাদের দেহগুলি অনিত্য। আর দেহ ব্যতীত যখন আত্মার বিষয় ভোগ সম্ভব হয় না তখন সেই দেহ নাশ হইলে, শোক অবশ্যই হইবে। তদন্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, দেহী জীবের বর্তমান এই দেহে ক্রমশঃ কৌমার, যৌবন ও জরারূপ অবস্থাত্রয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কালবশে সেই শরীরের ক্রম-পরিবর্তনে পূর্ব-পূর্বাবস্থার জ্ঞান কাহাকেও শোক করিতে দেখা যায় না। সুতরাং ভীষ্মাদির বর্তমান দেহনাশে দেহান্তর-প্রাপ্তিও সেইরূপ। বরং যযাতি রাজার জরা পরিত্যাগ পূর্বক যৌবন প্রাপ্তির শ্রায়, তোমার পিতামহাদির জীর্ণদেহ পরিত্যক্ত হইয়া, নব্য-দেহ লাভ হইবে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করাই কর্তব্য। তোমার শ্রায় ধীর ব্যক্তির এজ্ঞ শোক করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে।

পূর্বের শ্লোকে আত্মার বহুত্বের কথা বর্ণন পূর্বক এস্থলে ‘দেহী’ পদটি জাত্যাভিপ্রায়ে একবচন ব্যবহার করিয়াছেন। ‘জাতাবেকবচন’ এই ব্যাকরণ-সূত্রানুসারে একজাতীয় বহুপদার্থের উল্লেখস্থলে একবচনের ব্যবহার প্রসিদ্ধ।

কেবলাদ্বৈতবাদীরা বলেন, বিশুদ্ধ আত্মা একমাত্র এবং অবিচার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। আর অবিচারে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীবাত্মা নানা অর্থাৎ বহু। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঋতি বলিয়াছেন—“এক আকাশ যেমন ঘটাদি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৃষ্ট হয়, এক সূর্য্য যেমন পৃথক্ পৃথক্ জলাশয়ে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এক আত্মা বহু দেহা-বলম্বনে বহুবিধ প্রতীত হয়।” প্রকৃত অদ্বিতীয় আত্ম-জ্ঞানের দ্বারাই এই আত্মগত-বহুত্বের জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া একত্ব সিদ্ধ হয়। এই শ্লোকে ‘দেহিনঃ’ এই একবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়া শ্রীভগবান্ উহাদের মতকেই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদীরা যে বলেন, তাহা অতিশয় অসমীচীন; —ইহা শ্রীবিদ্যাভূষণপ্রভু প্রমাণিত করিয়াছেন।

শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন, জড়া অবিচার দ্বারা চৈতন্যময় আত্মার বিভাগ (ছেদ) কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি ইহা স্বীকার

করা হয় যে, অবিচার দ্বারা আত্মার ছেদ বা বিভাগ হয়, তাহা হইলে 'আত্মা নির্বিকার' এই বাক্যের ব্যাঘাত ঘটে। আর যদি বলা যায় যে, অবিচারে প্রতিবিম্বিত আত্মার বহুত্ব, তাহাও যুক্তিবৃত্ত হইবে না; কারণ রূপহীন আত্মার প্রতিবিম্ব অসম্ভব। যেমন রূপহীন আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, জলাদিতে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহা আকাশের নহে, তদন্তর্গত গ্রহ-নক্ষত্রাদির। সুতরাং পূর্বোক্ত জীবাত্মা বহু অর্থাৎ নানা, তাহা অবিচার কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন বা অবিচারে প্রতিবিম্বিত নহে। 'আকাশমেকং হি' বাক্যে যাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা পরমাত্মার একত্ব সম্বন্ধেই।

একাত্মবাদীর পক্ষে ইহাও লক্ষিতব্য যে, যদি আত্মা এক হয়, তাহা হইলে তাহার পৃথক উপদেষ্টা সম্ভব নহে। কারণ সেই উপদেষ্টা কে? যদি সে নিজে আত্মতত্ত্ব হয়, তাহা হইলে, নিজেকে সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদরহিত অদ্বিতীয় আত্মা জানিলে, তাহার উপদেশ ব্যক্তি কেহ থাকিতে পারে না। আর সে যদি তত্ত্বজ্ঞ না হয়, তবে অপরকে তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া সম্ভব নহে। এখানে 'বাধিতানুবৃত্তি'-ন্যায় গ্রহণ করা চলিবে না, কারণ তাহা পূর্ব শ্লোকে খণ্ডন করা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ ইহাও বলিলেন যে, হে অর্জুন! তুমি ধীর-শিরোমণি সুতরাং তোমার অধীরতা শোভা পায় না, পূর্বেই বিচারভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—যিনি দেহের স্বভাব ও জীবের কর্মবিপাকের স্বরূপ জানেন, তিনিই বুদ্ধিমান।

জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত কাহারও জীবন এক অবস্থায় থাকে না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্নকুমার শিশু পরের অপেক্ষায়ুক্ত হইয়া পরের অনুগ্রহে কালে পুষ্ট হইয়া কমণীয় কান্তি-বিশিষ্ট-কিশোরতা প্রাপ্ত হয়, তারপর অচিরেই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, বল-বিক্রম-সম্পন্ন যুবকাকার ধারণ করে। কালে আবার সেই যুবা গলিতকেশ, দন্তবিহীন, শক্তিশূন্য বার্দ্ধক্যদশা লাভ করে। শরীরের এই পরিবর্তন দর্শনে কোন মানব শোকাভিভূত হয় না। মৃত্যু ও দেহান্তর-প্রাপ্তিও সেইরূপ। মরণই মানবের শেষ কথা নহে। মৃত্যুর পর আবার কর্ম্মানুসারে দেহান্তর লাভ করিতে হইবে, সুতরাং জীবিতকালে যেমন শরীরের অবস্থান্তর ঘটিয়া বিভিন্ন পরিবর্তনতা লক্ষিত হয়, মৃত্যুর পরও সেইরূপ দেহান্তর-লাভ, এক পরিবর্তনতামাত্র জানিতে পারিলে, কাহারও মৃত্যুতে ভীত হওয়া বা শোক প্রকাশ করার কোন কারণ

থাকে না। যাহারা আজ যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা যখনই মৃত্যু লাভ করিবেন, তখনই দেহান্তর প্রাপ্ত হইবেন, অধিকন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির স্বর্গও লাভ হয়, এরূপ বচনও আছে। অতএব মৃত্যুতে ভোগের আধার দেহনাশ হইলেও যখন দেহান্তর প্রাপ্তি হইবে, তখনই আবার ভোগ করিতে পারিবে। সুতরাং শোকের কোন কারণ দেখি না। অচিরস্থায়ী, মরণশীল এই দেহনাশের ভয়ে কোন ধীর ব্যক্তির শোক করা উচিত নহে। অতএব, হে অর্জুন! তুমি তুচ্ছ এই হৃদয়ের অবসাদ পরিত্যাগ পূর্বক তোমার স্বভাবসিদ্ধ বীরত্ব ও ধীরত্ব আশ্রয় করিয়া যুদ্ধরূপ স্বধর্ম-পালন পূর্বক জগতে তোমার বীর ও ধীর নাম ঘোষণা কর ॥১৩॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

অর্থ—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) মাত্রাস্পর্শাঃ তু (ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির সহিত বিষয় সমূহের সংস্পর্শ) শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ দান করে) (তে—তাহারা) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মশীল) অনিত্যাঃ (অস্থায়ী) ভারত! (হে ভারত!) তান্ (সেই সকলকে) তিতিক্ষস্ব (সহ কর) ॥১৪॥

অনুবাদ—হে কুন্তীনন্দন! ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহের বিষয়সংস্পর্শেই শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ দিয়া থাকে। তাহারা আগমাপায়ী ও অনিত্য, সুতরাং হে ভারত! তাহাদিগকে সহ কর ॥১৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, তদ্বারা বিষয়ানুভবই স্পর্শ; সেই মাত্রাস্পর্শই শীত-গ্রীষ্ম; সুখদুঃখদায়ক শীত ও উষ্ণ ইত্যাদি। উহারা আইসে যায় মাত্র, অতএব অনিত্য। হে কুন্তীপুত্র! এই সকল সহ করা শাস্ত্রবিহিত ধর্ম ॥১৪॥

শ্রীবলদেব—নমু ভীষ্মদয়ো মৃত্যুঃ কথং ভবিষ্যন্তীতি তদুঃখনিমিত্তঃ শোকো মা ভূং; তদ্বিচ্ছেদদুঃখনিমিত্তস্ত মে মনঃপ্রভৃতীনি প্রদহন্তীতি চেত্তব্রাহ,—মাত্রেতি। মাত্রাস্বগাদীন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ,—মীয়ন্তে পরিচ্ছিন্নন্তে বিষয়া আভিরিতি ব্যুৎপত্তেঃ। স্পর্শাস্তাভিবিষয়াণামনুভাবান্তে খলু শীতোষ্ণসুখদুঃখদা ভবন্তি। যদেব শীতলমৃদকং গ্রীষ্মে সুখদং, তদেব হেমন্তে দুঃখদমিত্যতোহ-

নিয়তদ্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চানিত্যানস্থিরাংস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব । এতদুক্তং
ভবতি,—মাঘস্নানং দুঃখকরমপি ধর্মতয়া বিধানাদযথা ক্রিয়তে, তথা ভীষ্মাদিভিঃ
সহ যুদ্ধং দুঃখকরমপি তথা বিধানাং কার্যমেব । তত্রত্যো দুঃখানুভবদ্বাগন্তকো
ধর্মসিদ্ধত্বাং সোঢব্যঃ ; ধর্মাজ্জানোদয়েন মোক্ষলাভে তুস্তরত্র তস্ম নানু-
বৃতিশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা পরিপাকং বিনৈব ধর্মত্যাগস্বনর্থহেতুরিতি । কোস্তেয়,
ভারতেতি পদাভ্যামুভয়কুলশুদ্ধস্ত তে ধর্মভ্রংশো নোচিত ইতি সূচ্যতে ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল ভীষ্মাদি মৃত হইবে কেন ? অতএব তাঁহাদের মৃত্যু-
নিমিত্ত শোক না হউক, কিন্তু তাঁহাদের বিয়োগজনিত দুঃখে শোক আমার
মন প্রভৃতির প্রদাহ জন্মাইতেছে ; ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মাত্রা ইত্যাদি
বাক্যদ্বারা । মাত্রা অর্থাৎ অকু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি, যেহেতু শব্দাদি-বিষয়
ইহাদের দ্বারা নিশ্চিত হয়, এই ব্যাপ্তিই ঐ অর্থের প্রকাশক । সেই মাত্রা-
দ্বারা স্পর্শ অর্থাৎ বিষয়ের অনুভূতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, তাহারাই শীত গ্রীষ্ম সুখ
দুঃখ বুঝাইয়া দেয়, যথা যে শীতল জল গ্রীষ্মে সুখদায়ক, তাহাই হেমন্তকালে
কষ্টের কারণ অতএব সুখদুঃখদানে নিয়মবহির্ভূত এবং উৎপত্তি বিনাশ-
শীল, অতএব অস্থির এই অনুভবগুলিকে সহ্য কর । ইহাদ্বারা এই কথা বলা
হইল—মাঘ মাসে স্নান দুঃখজনক হইলেও যেমন ধর্ম হিসাবে বিহিত হওয়ায়
লোকে আচরণ করে ; সেইরূপ (পূজনীয়) ভীষ্মাদির সহিত যুদ্ধ দুঃখের কারণ
হইলেও শাস্ত্রবিহিত হওয়ায় অবশ্য কর্তব্য । তাহা হইতে উদ্ভূত দুঃখানুভূতি
সাময়িক, ধর্ম্যানুরোধে উহা সহ্য করিতেই হইবে । কিন্তু যখন ধর্ম্যানুষ্ঠান
হইতে জ্ঞানোদয়দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে, তখন আর সেই দুঃখ অনুসরণ
করিবে না । যাবৎকাল পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠার পরিপাক না হয়, ততক্ষণ
ধর্মত্যাগে নরকাদি অনর্থের কারণ ইহা জানিবে । হে কোস্তেয় ! (কুস্তী-
নন্দন !) হে ভারত ! (ভারত কুলপ্রদীপ !) এই দুইটি সম্বোধন-পদদ্বারা বিত্তক
মাতৃকুল ও পিতৃকুলজাত তোমার ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়া অনুচিত ॥১৪॥

অনুব্রূষণ—অর্জুন যদি বলেন যে, ভীষ্মাদির মৃত্যু না হউক, বা
তাঁহাদের মৃত্যুতে শোক না হউক, কিন্তু তাঁহাদের বিয়োগের চিন্তায়
আমার ইন্দ্রিয়াদির প্রদাহ হইতেছে । তদুত্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে
বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধিতে বিষয়সমূহের সংস্পর্শেই সুখ বা দুঃখ
অনুভব হইয়া থাকে । রূপরসাদিবিষয়ে কোন সুখ বা দুঃখ থাকে না ।

ঐ সকল সূখ বা দুঃখও আগমাপায়ী। সহগুণের দ্বারা উহা অতিক্রম করা যায়। শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু ইহাও লিখিয়াছেন যে, কোন কার্য দুঃখজনক হইলেও ধর্মহিসাবে বিহিত হওয়ায়, তাহা অবশ্যই করণীয়। মাঘ মাসের কঠোর শীতে প্রাতঃস্নান নিতান্ত ক্লেশজনক হইলেও, ধর্মার্থে তাহা অবশ্য কর্তব্য। ভীষ্মাদি গুরুজনের অঙ্গে অস্ত্র ক্ষেপন পূর্বক তাঁহাদের প্রাণনাশ নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও, যুদ্ধরূপ তোমার স্বধর্মপালনার্থ বিপক্ষ নাশ অবশ্যই করণীয়। ধর্মাত্মস্থান দ্বারা জ্ঞানোদয়ে মুক্তি লাভ হইলে, তখন আর হৃদয়-বেদনা অনুভূত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ যতক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠার পরিপাক না হয়, ততক্ষণ ধর্মসঙ্গত কার্যগুলি পরিত্যাগ করিলে, নরকাদি অনর্থের কারণ হইয়া থাকে, ইহাই বিচার্য বিষয়।

এস্থলে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে ‘কৌন্তেয়’ অর্থাৎ কুন্তীনন্দন এবং ‘ভারত’ অর্থাৎ ভরতকুলপ্রদীপ বলিয়া সম্বোধন পূর্বক ইহাও জানাইতেছেন যে, তোমার মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়ই পরম শুদ্ধ। অতএব তোমার পক্ষে স্বধর্ম পালন হইতে বিরত হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে ॥১৪॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষবত ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

অন্বয়—পুরুষবত ! (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ !) এতে (এই সকল মাত্রা-স্পর্শ) সমদুঃখসুখং (সুখদুঃখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট) যং ধীরং পুরুষং (যে ধীর পুরুষকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত বা অভিভূত করিতে পারে না) সঃ হি (তিনি নিশ্চয়ই) অমৃতত্বায় কল্পতে (মোক্ষলাভের যোগ্য) ॥১৫॥

অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম ! এই সকল মাত্রা-স্পর্শ, সুখ-দুঃখ-সমজ্ঞান-বিশিষ্ট যে ধীর ব্যক্তিকে ব্যথিত বা অভিভূত করিতে পারে না, তিনি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভে অধিকারী ॥১৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! যে পুরুষ শীতোষ্ণাদি-দ্বারা ব্যথিত হন না, সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, সেই ধীর ব্যক্তিই অমৃতত্বে অর্থাৎ আত্ম-যাথাত্মসিদ্ধি-রূপ মোক্ষে নীত হইবার যোগ্য ॥১৫॥

শ্রীবলদেব—ধর্মার্থদুঃখসহনাত্ম্যাসম্প্রাপ্তরত্ন সুখহেতুত্বং দর্শয়ন্মাহ,—যং হীতি । এতে মাত্রাস্পর্শাঃ প্রিয়াপ্রিয়বিষয়াত্মভাবা যং ধীরং ‘ধিয়মীরয়তি ধর্মেষু’ ইতি ব্যুৎপত্তেধর্মনিষ্ঠং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সুখদুঃখমুচ্ছিতং ন কুর্কন্তি

সোহমৃতত্বায় মুক্তয়ে কল্যাতে ; ন তু হৃদাংশো দুঃখস্বখমুচ্ছিত ইত্যর্থঃ । উক্তমর্থং
ক্ষুটয়ন্ পুরুষং বিশিনষ্টি,—সমেতি । ধৰ্ম্মানুষ্ঠানশ্চ কষ্টসাধ্যত্বাদদুঃখমহুৰঙ্গলকং
স্বখঞ্চ যশ্চ সমং ভবতি, তাভ্যাং মুখম্মানিতোল্লাসরহিতমিত্যর্থঃ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর ধর্মের জন্য দুঃখসহনের অভ্যাস ভাবী সুখের কারণ
ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন—‘যংহীত্যাদি’ বাক্যে । এই মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-
বৃত্তিজনিত অহুভূতিগুলি যাহার প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয়ের অহুভূতিস্বরূপ উহার
যে ধীরকে অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিকে ধর্ম্মে চালিত করেন এই ব্যাপ্তি লভ্য ধর্ম্ম-
নিষ্ঠ ব্যক্তিকে স্বখ, দুঃখে অভিভূত করে না ; সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভে অধিকারী
হয়, কিন্তু তোমার মত স্বখদুঃখে মুচ্ছিত ব্যক্তি নহে, ইহাই তাৎপর্য্য । ঐ
অর্থকে পরিক্ষুট করিবার জন্য পুরুষকে বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন ।
‘সমদুঃখস্বখম্’ এই পদে । ধৰ্ম্মানুষ্ঠানমাত্রই কষ্টসাধ্য স্মতরাং দুঃখ এবং
গৌণভাবে সংস্কৃত স্বখ যাহার কাছে তুল্য, অর্থাৎ যিনি দুঃখে মুখের মলিনতা
ও স্বখে মুখপ্রসাদবর্জিত ॥১৫॥

অনুভূষণ—বর্তমানে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, শীত ও উষ্ণ স্বখ-দুঃখপ্রদ
এবং অচিরস্থায়ী । উহার প্রতিকারের চেষ্টা করা অপেক্ষা, সহ করিতে
অভ্যাস করাই শ্রেয়স্কর এবং ঐ অভ্যাস হইতেই মোক্ষরূপ ফল লাভ হয় ।
কর্ম্মসাধ্য ধৰ্ম্মানুষ্ঠানজনিত দুঃখ এবং কুটুম্বাদি প্রিয়জনগণের সঙ্গাদিজনিত স্বখ
উভয়ই যিনি সমান বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ দুঃখে যাহার মুখ শুষ্ক না হয়,
এবং স্বখে যাহার মুখ প্রফুল্ল না হয়, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই মুক্তিলাভের
অধিকারী ॥১৫॥

নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিদ্বতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তস্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

অর্থ—অসতঃ (অনাত্মধর্ম্মহেতু অসৎ অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যমান
শীতোষ্ণাদির) ভাব (সত্তা) ন বিদ্বতে (নাই) সতঃ (নিত্যবস্তুআত্মার) অভাবঃ
(বিনাশ) ন (নাই) তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্বদর্শিদিগের দ্বারা) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি
(এই উভয়েরই) তু (কিন্তু) অস্তঃ (পরিণাম) দৃষ্টঃ (পর্যালোচিত) ॥১৬॥

অনুবাদ—অনাত্মধর্ম্মহেতু আত্মাতে অবিদ্যমান শীতোষ্ণাদির সত্তা নাই
এবং নিত্য বস্তু আত্মার বিনাশ নাই । তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সৎ ও অসতের তত্ত্ব
আলোচনা করিয়া এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ॥১৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জড়দেহ অসৎ, স্তূতরাং পরিণামী, অতএব অনিত্য ; যিনি জীবাত্মা, তিনি—সৎ অর্থাৎ অপরিণামী, অতএব নিত্য ; সৎস্বরূপ জীবের নাশ হইতে পারে না । অতএব তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎকে এইরূপ পৃথক্ করিয়া ইহাদের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন ॥১৬॥

শ্রীবলদেব—তদেবং ভগবতা পার্থস্থানশোচিতত্বেন তৎপাণ্ডিত্য-
মাক্ষিপ্তম্ । শোকহরঞ্চ স্বেপাসনমেব তচ্ছোপাস্তোপাসকভেদঘটিতমিত্যুপাস্তা-
জ্জীবাংশিনঃ স্বস্মাদুপাসকানাং জীবাংশানাং তাত্ত্বিকং দ্বৈতমুপদিষ্টম্ । “অথ
যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপঞ্চেৎ” ইত্যাদাবংশস্বরূপ-
জ্ঞানশ্রাংশিস্বরূপজ্ঞানোপযোগিত্বশ্রবণাত্তদাদৌ সনিষ্ঠাদীন্ সৰ্বান্ প্রত্যবিশেষে-
ণোপদেশাৎ তচ্চ দেহাত্মনোবৈধর্ম্যাধিয়মন্তরা ন শ্রাদিতি তদ্বৈধর্ম্যাবোধায়-
রভ্যতে,—নাসত ইত্যাদিভিঃ । অসতঃ পরিণামিনো দেহাদের্তাবোহ-
পরিণামিত্বং ন বিদ্যতে । সতোহপরিণামিন আত্মনস্তাবঃ পরিণামিত্বং
ন বিদ্যতে । দেহাত্মানৌ পরিণামাপরিণামস্বভাবৌ ভবতঃ । এবমুভয়োরসৎ-
সচ্ছদ্বিতয়োর্দেহাত্মনোরন্তো নির্ণয়স্তত্ত্বদর্শিতিস্তদুভয়স্বভাববেদিভিঃ পুরুষৈর্দৃ-
ষ্টোহনুভূতঃ । অত্রাসচ্ছদ্বেন বিনশ্বরং দেহাদি জড়ং, সচ্ছদ্বেন অবিনশ্বরমাত্ম-
চৈতন্যমুচ্যতে । এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেহপি নির্ণীতং দৃষ্টম্—“জ্যোতীংষি
বিষ্ণুর্ভবনানি বিষ্ণুঃ” ইত্যুপক্রম্য “যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্ষ্যেত্যস্তিনাস্তিশব্দবাচ্য-
য়োশ্চৈতনজড়য়োস্তথাত্বং বস্তুস্তি কিং কুত্রচিৎ” ইত্যাদিভিনির্নরুপিতঃ । তত্র
নাস্তিশব্দবাচ্যং জড়ম্ ; অস্তিশব্দবাচ্যস্ত চৈতন্যমিতি স্বয়মেব বিবৃতম্ । যন্তু
সৎকার্যবাদস্থাপনায়ৈতৎপদ্ধতিমিত্যাহস্তম্মিরবধানং, —দেহাত্মস্বভাবানভিজ্ঞানমো-
হিতং প্রতি তন্মোহবিনিবৃত্তয়ে তৎস্বভাবাভিজ্ঞাপনশ্চ প্রকৃতত্বাৎ ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ—তাহাই এইপ্রকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অস্থানে শোক-
করার কারণকে তাহার পাণ্ডিত্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন । শোক-হর
স্বীয় উপাসনাই ; তাহাই উপাস্ত ও উপাসক ভেদ ঘটিত, এই হেতু উপাস্ত জীবের
অংশী ভগবান হইতে উপাসক জীবাংশগুলির তাত্ত্বিক দ্বৈত (ভেদ) উপদেশ
করা হইল । “অনন্তর যেই আত্মতত্ত্বের দ্বারা দ্বীপসদৃশ ব্রহ্মতত্ত্বকে যুক্তব্যক্তি
দেখিবে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আদিতে অংশস্বরূপ জ্ঞানের অংশিস্বরূপ জ্ঞানের
উপযোগিতা শ্রবণহেতু তখন আদিতে সনিষ্ঠাদি সকলের প্রতি অবিশেষে অর্থাৎ
নির্বিশেষে উপদেশ দেওয়া উচিত ; তাহা দেহ ও আত্মার বৈধর্ম্যাবুদ্ধিভিন্ন হইবে

না। এই হেতু তাহার বৈধর্ম্য বোধের জন্য আরম্ভ করা হইতেছে—‘নাসতঃ’ ইত্যাদি শ্লোকসমূহের দ্বারা। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য ও পরিণামশীল দেহাদির স্বভাব কখনও অপরিণামশীল হইতে পারে না। সংস্বরূপ আত্মার পরিণামশীলতা নাই বলিয়া আত্মার স্বভাব কখনও পরিণামশীল হয় না। দেহ ও আত্মা (যথাক্রমে) পরিণামশীল ও অপরিণামশীল স্বভাবযুক্ত হয়। এই প্রকারে অসৎ ও সৎ এই উভয় শব্দ বিশিষ্ট দেহ ও আত্মার অন্ত (প্রকৃত-স্বরূপ) নির্ণয় উভয় স্বভাব জ্ঞান-বিশিষ্ট তত্ত্বদর্শি পুরুষগণ কর্তৃক দৃষ্ট ও অমুভূত হয়। এখানে অসৎ শব্দের দ্বারা বিনশ্বর দেহাদি জড় পদার্থ এবং সৎশব্দের দ্বারা অবিনশ্বর আত্মচৈতন্যকে বুঝাইতেছে। এই রকম শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও নির্ণীত আছে দেখা যায়—“জ্যোতি-সকল ও বিষ্ণুর ভবনগুলিও বিষ্ণু” এই উপক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া “যাহা আছে এবং যাহা নাই, হে বিপ্রবর্ষ্য! (ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ) এই আছে, নাই, শব্দবাচ্য (বোধিত) চেতন ও জড়ের তথাত্ত্ব (যথাযথ) বস্তু আছে কি? কোথায়?” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা নিরূপণ করা হইয়াছে। সেখানে ‘নাই’ শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তু জড়। ‘আছে’ শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তু কিন্তু চৈতন্য ইহা স্বয়ংই বর্ণনা করিয়াছেন। (যাহারা বলেন) যে ইহা সংকার্য্য-বাদ স্থাপনের জন্য এই সমস্ত পদ্য (শ্লোক) তাহা অনবধানতামূলক—দেহ ও আত্মাস্বরূপের অনভিজ্ঞ ও মোহ-গ্রস্তের প্রতি তাহার মোহনিবৃত্তির জন্য তাহার স্বরূপ জ্ঞাপনেরই যথার্থতা (অর্থাৎ প্রকৃত তাৎপর্য্য) ॥১৬॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ অর্জুনের অনুপযুক্ত স্থানে শোক করার নিমিত্ত, তাহার পাণ্ডিত্যের প্রতিবাদ করিলেন। এবং ইহাও জানাইলেন যে, শ্রীভগবানের উপাসনাই সকলের শোক নিবর্তক। সেই উপাসনা আবার উপাস্ত্র ও উপাসকের মধ্যে অবস্থিত। সূতরাং উপাস্ত্র ও উপাসকের মধ্যে ভেদ না থাকিলে, উপাসনার স্থিতি হয় না, সেইজন্য পরমাত্মা পরমেশ্বরকে অংশীরূপে উপাস্ত্র জানিয়া নিজেকে সেই পরমাত্মার বিভিন্নাংশ জানিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে পারমার্থিক ভেদ নিত্য ও সত্য।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রভু শ্বেতাস্বতরোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন যে, ‘যদাত্মতত্ত্বেন তু’ অর্থাৎ ‘আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের দীপ স্বরূপ। আত্মতত্ত্ব দৃষ্ট হইলেই ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে’। এইজন্য জীবের আত্মস্বরূপ জ্ঞানলাভ ভগবদ্ স্বরূপ-জ্ঞান

লাভের উপযোগী বিবেচনায় সকলকে সৰ্ব্বাঙ্গে জীবের স্বরূপ জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত উপদেশ করা প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু—শ্রীমহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কে আমি? কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—মোর কৈছে হিত হয়॥” সুতরাং আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, আবার দেহ ও আত্মার মধ্যে যে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম অবস্থিত আছে,—সেই জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা বুঝাইবার জগুই শ্রীভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন।

শ্রীল মহারাজ তাঁহার সম্পাদিত গীতার অনুবর্ষিণীতে লিখিয়াছেন,—

“জীবাত্মা সৎ অর্থাৎ নিত্য; তাহার নাশ নাই। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় অসৎ অর্থাৎ অনিত্য; তাহাদের নিত্যস্থিতি নাই। আবার জীবাত্মা নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় ও আসক্তিশূন্য। আর স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়; জড় শোক-মোহাদি ধর্মযুক্ত। অতএব সৎ আত্মায় অসৎ দেহদ্বয়ের ধর্ম নাই। তবে যে জীবগণকে শোকমোহযুক্ত দেখা যায়, উহা অবিজ্ঞানকল্পিত” ॥১৬॥

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমহঁতি ॥১৭॥

অর্থ—যেন (যদ্বারা) ইদং সর্বম্ (এই সমগ্র) ততম্ (ব্যাপ্ত) তৎ (সেই আত্মাকে) তু অবিনাশি (বিনাশ শূন্য) বিক্রি (জানিবে) কশ্চিৎ (কেহই) অব্যয়শ্চ অস্ত্য (এই অব্যয় আত্মার) বিনাশং (বিনাশ) কৰ্ত্তুম্ (করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ নহে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যিনি এই সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া আছেন তাহাকে অবিনাশী জানিবে। কেহই সেই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ নহে ॥১৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি অবিনাশী জীব, তিনি আত্মা-রূপে মনুষ্যের সকল-শরীর ব্যাপিয়া আছেন, এবং অতিসূক্ষ্ম পরমাণু হইলেও সম্পূর্ণ দেহপুষ্টিকারক মহৌষধের গ্ৰায় তাঁহার সর্ব-শরীর ব্যাপকতা-শক্তি আছে; তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না ॥১৭॥

শ্রীবলদেব—উক্তং জীবাত্মতদেহয়োঃ স্বভাবং বিশদয়তি,—অবিনাশীতি দ্বাভ্যাম্। তজ্জীবাত্মতত্ত্বমবিনাশি নিত্যং বিক্রি। যেন সর্বমিদং শরীরং ততং

ধর্মভূতেন জ্ঞানেন ব্যাপ্তমস্তি ; অশ্রাব্যায়শ্চ পরমাণুত্বেন চ বিনাশানর্হশ্চ বিনাশং ন কশ্চিৎ স্থলোহর্থঃ কর্তুমর্হতি প্রাণশ্চেব দেহঃ ; ইহ জীবাআনো দেহপরিমিতত্বং ন প্রত্যেতব্যম্,—“এষোহগুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ” ইত্যাদিষু তশ্চ পরমাণুত্বশ্রবণাৎ । তাদৃশশ্চ নিখিলদেহব্যাপ্তিস্ত্ব ধর্মভূতজ্ঞানেনৈব শ্রাৎ । এবমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ,—“গুণাদ্বালোকবৎ” ইতি । ইহাপি স্বয়ং বক্ষ্যতি—“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ” ইত্যাদিনা ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ—উল্লিখিত জীবাআ ও তাহার দেহের প্রকৃত স্বরূপের বিশেষ-রূপে বর্ণনা করিতেছেন—‘অবিনাশীতিদ্বাভ্যাম্’ । সেই জীবাআ-তত্ত্ব অবিনাশি ও নিত্য জানিবে । যাহার দ্বারা এই সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত, ধর্মমূলক জ্ঞানের দ্বারা পরিব্যাপ্ত আছে । এই অব্যয় (নিত্য) পরমাণুস্বরূপ আত্মার বিনাশ নাই । ইহার বিনাশ কেহ করিতে পারে না ইহাই প্রকৃত অর্থ । প্রাণপূর্ণ দেহেরই (বিনাশ সম্ভব) ; এখানে জীবাআর দেহরূপে পরিণাম হয়, ইহা কখনও চিন্তা করিবে না । “এই অণু আত্মা চিত্তের দ্বারা জানিবে । যাহাতে প্রাণ পাঁচ প্রকারে (প্রাণ-অপান-সমান-ব্যান-উদান) প্রবিষ্ট ।” এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে তাহার পরমাণুত্ব শ্রবণ করা হয় । তাদৃশ আত্মার নিখিলদেহব্যাপিতা ধর্ম-মূলক জ্ঞানের দ্বারাই হইবে । ভগবান্ সূত্রকার এইরূপই বলিয়াছেন—“গুণ অথবা আলোকের ত্রায়” ইহা । এখানেও স্বয়ং বলিবেন—“যেমন (সমগ্র জগৎকে) প্রকাশ করেন এক (সূর্য্য) । ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ॥১৭॥

অনুভূষণ—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, জীবাআ জন্ম-মরণ-বিশিষ্ট দেহে ব্যাপ্ত আছে কিন্তু তাহার কখনও বিনাশ নাই বা কেহ তাহাকে বিনাশ করিতেও পারে না । কারণ জীবাআ অব্যয় । তুমি কেন মোহের বশবর্তী হইয়া দেহের সহিত আত্মার সাম্য কল্পনাপূর্ব্বক শোকাচ্ছন্ন হইতেছ ? দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না জানিবে ।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায়ও পাওয়া যায় যে, এই জীবাআ মধ্যম পরিমাণ, শ্রীভগবানের উক্তি-অনুসারে ইহা অতি সূক্ষ্ম এবং শ্রুতি প্রমাণে ইহা অণু পরিমাণ । তাহা হইলেও জীবাআ শরীর ব্যাপী । যেমন লাক্ষাবৃত মহামণি বা মহৌষধ শিরে বা বক্ষে ধারণ করিলে সমস্ত শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবাআ সূক্ষ্ম ও অণু পরিমাণ হইলেও তাহার সমস্ত-শরীর-ব্যাপকত্ব শক্তি আছে, ইহাতে অসামঞ্জস্য নাই ।

শ্রীল মহারাজ তাঁহার অনুবর্ষিণীতে লিখিয়াছেন,—“জীব অণুপরিমিত হইয়াও সকল শরীরে কি প্রকারে উপলব্ধ হয়? উত্তর—‘অবিরোধচন্দনবৎ’; বে: সূ: ২/৩/২২ অর্থাৎ চন্দনের সদৃশ অবিরোধ বুদ্ধিতে হইবে। হরিচন্দন-বিন্দু যেমন একদেশস্থিত হইয়াও সমস্ত শরীরের শাস্তিদায়করূপে অনুভূত হয়, জীবও তাহার ন্যায়। জীবেরও একদেশাবস্থিতিতে সমস্ত শরীর ব্যাপকত্ব বিরুদ্ধ হয় না। স্মৃতিতেও কহিয়াছেন—‘অণুমাত্রোহপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি যথা ব্যাপ্য শরীরানি হরিচন্দনবিপ্রক্ষঃ।’ অর্থাৎ হরিচন্দনবিন্দু যেরূপ একস্থানে অবস্থিত হইয়াও সমস্ত দেহের হর্ষপ্রদ হয়, জীবও তাহার ন্যায় একস্থলে অবস্থান করিয়াও সর্বদেহব্যাপক হইয়া পড়েন। যদি প্রশ্ন হয় যে, জীব দেহের কোন্ স্থানে অবস্থান করে? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীবের অবস্থানের স্থান অন্তঃ-করণ—‘হৃদি হেয আশ্রয়’ ষট্‌প্রশ্নী শ্রুতি:। অর্থাৎ অন্তঃকরণেই জীবের অবস্থিতি কথিত হইয়া থাকে।

‘গুণাদ্বালোকবৎ’। বে: সূ: ২।৩।২৪

অর্থাৎ জীব স্বীয়গুণে আলোকের ন্যায় শরীরব্যাপী হইয়া থাকে।

“জীব অণু হইলেও চেতয়িত্ব লক্ষণ চিদগুণদ্বারা আলোকের মত সমস্ত শরীরব্যাপী হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রভৃতির আলোক যেমন একদেশস্থিত হইয়াও প্রভাপুঞ্জদ্বারা সমস্ত খগোল ব্যাপ্ত করে, জীবও তাহার মত সকল দেহ ব্যাপ্ত করে। ভগবান্ নিজেই ঐ প্রকার কহিয়াছেন—‘আদিত্য যেমন একাকী এই অখিল লোক ব্যক্ত করেন, জীবও তাহার ন্যায় সকল শরীর প্রকাশিত করে।”

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার ১৩/৩৩ শ্লোকের শ্রীবলদেব টীকা আলোচ্য ॥১৭॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যশ্রোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

অর্থ—নিত্যশ্র (সর্বদা একরূপ) অনাশিনঃ (বিনাশরহিত) অপ্রমেয়স্ত (অপরিমেয়) শরীরিণঃ (জীবের) ইমে দেহাঃ (এই শরীরসকল) অন্তবন্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাঃ (কথিত হয়) ভারত ! (হে অর্জুন !) তস্মাৎ (সেই-হেতু) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—নিত্য অবিনাশী অপরিমেয় জীবাত্মার এই শরীরসকল অনিত্য বলিয়া কথিত হয়। স্মরণ্যং হে ভারত ! শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম ত্যাগ না করিয়া যুদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অপ্রমেয়, অবিনাশী, নিত্য ও শরীরী যে জীব, তাহার দেহসকল অন্তবিশিষ্ট; অতএব দেহবিষয়ে শোক না করিয়া মোক্ষের হেতুরূপ ধর্ম আচরণ করত যুদ্ধ কর ॥১৮॥

শ্রীবলদেব—অন্তবস্তুঃ বিনাশিস্বভাবাঃ; শরীরিণো জীবাগ্নয়ঃ; অপ্রমেয়-শ্রুতিসূক্ষ্মত্বাদ্বিজ্ঞানবিজ্ঞাতস্বরূপত্বাচ্চ প্রমাতুমশক্যশ্চেত্যর্থঃ। তথা চেদৃশস্বভাব-ত্বাজ্জীবতদেহো ন শোকস্থানমিতি জীবাগ্নোনো দেহো ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তস্ত ভোগায় মোক্ষায় চ পরেশেন সৃজ্যতে। স চ স চ ধর্ম্মেণ ভবেত্তস্মাদ্যুধ্যাস্ব ভারত ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ—অন্তবস্তু (সকলই) বিনাশশীল। শরীরির জীবাগ্নার “অপ্রমেয়ের (অর্থ) অতিশয়সূক্ষ্মত্বনিবন্ধন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতার স্বরূপ হেতু জানিবার (দেহীর পক্ষে) অক্ষমের” ইহাই অর্থ। অতএব এতাদৃশ স্বভাব-হেতু জীব ও জীবদেহের প্রতি (কখনও) শোক করা উচিত নহে। জীবাগ্নার দেহ ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা, তাহার ভোগ ও মুক্তি পরমাত্মাই সৃজন করাইতেছেন। তাহা ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর ॥১৮॥

অনুবূষণ—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ জীবের দেহই বিনাশশীল এবং আত্মা কিন্তু অবিনাশী ও অপ্রমেয়, ইহা বর্ণনপূর্ব্বক অর্জুনকে ভীষ্মাদির দেহ-নাশের চিন্তায় শোকাভিভূত না হইয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে রত হইবার প্রেরণা দিতেছেন। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জীবের ভোগ ও মোক্ষলাভ হয়, ইহাই জানাইতেছেন ॥১৮॥

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

অর্থ—যঃ (যে পুরুষ) এনং (এই জীবাগ্নাকে) হস্তারং (বধকর্তা) বেত্তি (জানেন) যঃ চ (এবং যিনি) এনং (এই আত্মাকে) হতং মন্যতে (হত বলিয়া মনে করেন) তৌ উভৌ (সেই উভয়ই) ন বিজানীতঃ (জানে না) (যস্মাৎ—যেহেতু) অয়ং (এই আত্মা) ন হস্তি (হনন করেন না) ন হন্যতে (হত হন না) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি জীবাগ্নাকে হননকর্তা বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যিনি জীবাগ্নাকে হত বলিয়া মনে করেন তাহারা উভয়েই কিছুই জানেন না।

যেহেতু জীবাগ্নী কাহাকেও হনন করেন না বা কাহারও দ্বারা হত হন না ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি জানেন যে, এক জীব অগ্নি জীবাগ্নীকে হনন করেন এবং যিনি জানেন যে, এক জীব অগ্নি জীবাগ্নী-কর্তৃক হত হন, তিনি কিছুই জানেন না ; জীবাগ্নী কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্তৃক হত হন না । বয়স্য অর্জুন ! তুমি আত্মা, তুমি হননকর্তা নও এবং হতও হইতে পার না ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তমবিনাশিত্বং দৃঢ়য়তি,—এনমুক্তস্বভাবমাগ্ন্যানং জীবং যো হস্তারং খড়্গাদিনা হিংসকং বেত্তি, যশ্চৈনং তেন হতং হিংসিতং মগ্নতে, তাবুভৌ তৎস্বরূপং ন বিজানীতঃ । অতিশূক্ষ্মশ্চ চৈতন্যশ্চ তশ্চ ছেদাত্ত-সংভবান্নায়মাগ্নী হস্তি ন হগ্নতে,—হস্তেঃ কর্তা কৰ্ম্ম চ ন ভবতীত্যর্থঃ । হস্তের্দেহবিয়োগার্থদ্বার তেনাত্মনাং নাশো মন্তব্যঃ । শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—“হস্তা চেন্নগ্নতে হস্তং হতশ্চেন্নগ্নতে হতম্” ইত্যাদিনা । এতেন “মা হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি” ইত্যাদিবাক্যং দেহবিয়োগপরং ব্যাখ্যাতম্ । ন চাত্মাননঃ কর্তৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি বাচ্যং,—দেহবিয়োগেন তত্তশ্চ সত্যং ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্বোক্ত আত্মার অবিনাশিত্বকে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত প্রতিপন্ন করা হইতেছে ‘য এনমিতি’ । এই পূর্বোক্ত অবিনাশি আত্মা জীবকে যিনি হস্তা (ঘাতক) খড়্গাদি-দ্বারা হিংসাত্মককার্য্য করেন বলিয়া জানেন । যিনি এই অবিনাশি আত্মাকে (অপরের দ্বারা) হত হয় মনে করেন, তাহারাই দুইজনেই আত্মার স্বরূপ জানেন না । অতিশয় সূক্ষ্ম ও চৈতন্যশীল আত্মার ছেদাদি কখনও সম্ভব হয় না বলিয়া এই আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহার দ্বারাও নিহত হন না,—হস্তার (ঘাতকের) কর্তা এবং কৰ্ম্ম আত্মা হয় না ; ইহাই প্রকৃত অর্থ । হস্তার অর্থাৎ ঘাতকের দেহ বিনষ্ট হয় বলিয়া তাহার দ্বারা আত্মার বিনাশ মনে করা উচিত নহে । শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন—“হস্তা যদি হনন করে মনে করে ও হত যদি নিহত হয় মনে করে” ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা । ইহার দ্বারা “(কোন প্রাণীকে) সৰ্ব্বভূতকে হিংসা করিবে না” ইত্যাদি বাক্য দেহ বিয়োগমূলক রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এস্থলে আত্মার কর্তৃত্ব চিরপ্রসিদ্ধ ইহাও বলা উচিত নহে—দেহকে ভোগাদিতে লিপ্ত করিতে হইলে সেই আত্মার অস্তিত্ব আবশ্যক ॥ ১২ ॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত বাক্যকে দৃঢ়তার সহিত প্রতিপন্ন করিবার মানসে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন—তুমি যদি মনে কর যে, ভীষ্মাদি তোমার দ্বারা হত হইলে, তোমার পাপ বা দুর্ঘটনা হইবে তাহাও ভ্রমাত্মক। দেহে আত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিই ঐরূপ ভ্রম করিয়া থাকে। কারণ আত্মা কাহারও দ্বারা হত হন না বা কাহাকেও হত্যা করেন না। চেতন আত্মা হননের কর্ত্তাও নহেন, কৰ্ম্মও নহেন। এবিষয়ে কঠ উপনিষদেও অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়,—“হন্তা চেম্মন্যতে হন্তং হতশ্চেম্মন্যতে হতম্, উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হন্তি ন হন্যতে ॥” (১।২।১২)—অর্থাৎ আমি অন্য কর্ত্তৃক হত হইলাম ও অপরকে হনন করিলাম, এইরূপ বিচার ভ্রান্তিমূলক। যিনি আমি হন্তা বা আমি হত বলিয়া মনে করেন, তাহারা কেহই জানেন না; আত্মা কখনও হত হন না এবং কাহাকেও হনন করেন না।

তবে যে শ্রুতি বলেন,—“মা হিংস্রাং সৰ্ব্বা ভূতানি” এসকল বাক্য দেহ বিয়োগ সম্বন্ধীয় জানিতে হইবে। দেহের অভ্যন্তরে আত্মার অবস্থিতি থাকাকালীন যে ক্রিয়াদি লক্ষিত হয়, তাহা শুদ্ধ চেতন জীবাত্মার নহে ॥ ১২ ॥

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচি-

ন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

অর্থ—অয়ং (এই জীবাত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে বা ত্রিয়তে (জন্মেন না বা মরেন না) ভূত্বা বা (কিংবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ ন ভবিতা (পুনরুৎপন্ন হন না) অজঃ (জন্মশূন্য) নিত্যঃ (সৰ্ব্বদা একরূপ) শাস্বতঃ (অপক্ষয়শূন্য) পুরাণঃ (রূপান্তর রহিত) শরীরে হন্যমানে (শরীর বিনষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (আত্মার বিনাশ হয় না) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এই জীবাত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, সৰ্ব্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য, অপক্ষয়শূন্য, রূপান্তর রহিত অর্থাৎ পুরাতন হইলেও নিত্য নবীন, দেহ বিনষ্ট হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। কারণ এই শরীরের সহিত তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধাভাব ॥ ২০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ষড়্বিকাররহিত জীবাত্মা—অজ্ঞ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্তমান ; তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি কি বৃদ্ধি আদি হয় না। তিনি পুরাতন, অথচ নিত্য নবীন ; জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—অথ “জায়তে অস্তি বদ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশতি” ইতি যাস্মাদ্ব্যক্তষড়্ভাববিকার-রাহিত্যেন প্রাপ্তকুণিত্যত্বং দ্রষ্টয়তি,—ন জায়তে ইতি। চার্থে বা-শব্দো। অয়মাত্মা জীবঃ কদাচিদপি কালে ন জায়তে, ন ম্রিয়তে চেতি জন্মবিনাশয়োঃ প্রতিষেধঃ ; ন চায়মাত্মা ভূয়োৎপত্ত্য ভবিতা ভবিষ্যতীতি জন্মান্তরস্বাস্তিত্বস্য প্রতিষেধঃ ; ন ভূয় ইতি—অয়মাত্মা ভূয়োহধিকং যথা স্মানুত্থা ন ভবতীতি বৃদ্ধেঃ প্রতিষেধঃ। কুতো ভূয়ো ন ভবতীত্যত্র হেতুঃ,—অজ্ঞো নিত্য ইতি। উৎপত্তিবিনাশযোগী খলু বৃক্ষাদি-রূৎপত্ত্য বৃদ্ধিং গচ্ছন্নষ্টে,—আত্মনস্ত তদুভয়াভাবাৎ ন বৃদ্ধিরিত্যর্থঃ। শাস্বত ইত্যপক্ষয়স্য প্রতিষেধঃ,—শশ্বৎ সর্বদা ভবতি নাপক্ষীয়তে নাপক্ষয়ং ভজ-তীত্যর্থঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামস্য প্রতিষেধঃ,—পুরাণং পুরাপি নবো, ন তু কিঞ্চিন্নূতনং রূপান্তরমধুনা ন লব্ধ ইত্যর্থঃ। তদেবং ষড়্বিকারশূন্যত্বাদাত্মা নিত্যঃ। যস্মাদীদৃশস্তস্মাচ্ছরীরে হন্যমানেষপি স ন হন্যতে। তথা চার্জ্জুনোহয়ং গুরুহস্তেত্যবিজ্ঞোক্ত্য। দুর্কীর্ত্তেরবিভ্যাতা ত্বয়া শাস্ত্রীয়ং ধর্মযুদ্ধং বিধেয়মিতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর “জন্মগ্রহণ করে, আছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিশেষরূপে পরিণামশীল, (পরিণত হয়) অপক্ষয়, নাশ হয়” যাস্ম্য প্রভৃতি মূনি প্রোক্ত ছয় প্রকার বিকার-শূন্যতার দ্বারা পূর্বোক্ত নিত্যত্বের বিষয় দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদন করিতেছেন—‘ন জায়তে’ ইতি। এবং অর্থে বা-শব্দ। এই আত্মা জীব কখনও কোনকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, মরেন না ইহার দ্বারা জন্ম ও মৃত্যুকে প্রতিষেধ করা হইতেছে ; এই আত্মা উৎপন্ন হইয়া পুনঃ উৎপন্ন হইবে (বা পরে) হইবে না, ইহার দ্বারা জন্মান্তরের অস্তিত্বকে প্রতিষেধ করা হইতেছে। পুনঃ হয় না ইহা—এই আত্মা পুনঃ অধিক যেইরূপ হয় সেইরূপ হয় না, ইহার দ্বারা বৃদ্ধিকে প্রতিষেধ করা হইতেছে। কেন পুনঃ হইয়া হয় না, এখানে কারণ দেখাইতেছেন—‘অজ্ঞো নিত্য’ ইতি। নিশ্চিতরূপে বলা যায়—উৎপত্তি ও বিনাশশীল-বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পাইতে

অবশেষে নষ্ট হয়—আত্মার বৃক্ষের মত উভয় ধর্মের অভাব আছে বলিয়া বৃদ্ধি হয় না। শাস্বত (নিত্য) শব্দের দ্বারা অপক্ষয়ের প্রতিষেধ (বারণ করা হইতেছে)—শশ্বৎ (নিত্য) সর্বদা হয় (আছে) অতএব অপক্ষয় (বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া ক্ষয়) হয় না। অপক্ষয়ের ভাজন হয় না—ইহাই অর্থ। পুরাণ এই শব্দের দ্বারা বিশেষরূপে পরিণত হয়, ইহার প্রতিষেধ করা হইতেছে—পুরাণ (শব্দের অর্থ) পুরাতন হইয়াও নূতন, কিছু নূতন রূপান্তর কিন্তু এখন নহে, ইহাই অর্থ। অতএব ছয় বিকারশূন্যতা হেতু আত্মা নিত্য। যেইহেতু আত্মা এই রকম, সেইহেতু শরীরনাশ হইলেও আত্মা কখনও নাশ হয় না। অতএব এই অর্জুন গুরুজনের হস্তারক, এই অজ্ঞানীর উক্তির দ্বারা দুর্নামের ভয়ে ভীত না হইয়া তোমার দ্বারা শাস্ত্রসম্মত ধর্মযুদ্ধ করা উচিত ॥২০॥

অনুভূষণ—অনন্তর শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, জীবাত্মা ছয় প্রকার বিকার রহিত, অর্থাৎ নিত্য। তাঁহার জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ নাই। আত্মা নিত্য ও অপরিণামী। দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আত্মা, সর্বদেহে থাকিয়াও অজ, নিত্য, শাস্বত ও পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন হইয়াও নিত্য নূতন।

কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-

ন্নাযং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্ততে হন্ত্যমানে শরীরে ॥ (১।২।১৮)

বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়,—

“স বা এষ মহানজ আত্মাজরোহমরোহমৃতোহভয়ঃ”। (৪।৪।২৫)

অতএব অজ্ঞানীর উক্তিবশতঃ অর্জুনের গুরুজনবধরূপ দুর্ঘণের ভয়ে ভীত না হইয়া, ধর্মযুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ ॥২০॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥২১॥

অর্থ—পার্থ! (হে পার্থ!) যঃ (যিনি) এনং (আত্মাকে) নিত্যং (নিত্য) অজম্ (অজ) অব্যয়ম্ (অপক্ষয়রহিত) অবিনাশিনম্ (বিনাশ-

রহিত) বেদ (জানেন) সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথং (কি প্রকারে) কন্ (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) (বা) কন্ (কাহাকে) হন্তি (হনন করেন?) ॥২১॥

অনুবাদ—হে পার্থ! যিনি জীবকে নিত্য, অজ, অব্যয় এবং অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনি কি প্রকারে কাহাকেও হত্যা করান বা হত্যা করেন? ॥২১॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—যিনি জীবকে অবিনাশী, অজ ও অব্যয় বলিয়া ‘নিত্য’ জানেন, হে পার্থ! সে পুরুষ কি কাহাকেও কোনরূপ হত্যা করেন বা হত্যা করান? ॥২১॥

শ্রীবলদেব—এবং তত্ত্বজ্ঞানবান্ যো ধর্মবুদ্ধ্যা যুদ্ধে প্রবর্ততে, যশ্চ প্রবর্তয়তি, তস্য তস্য চ কোহপি ন দোষগন্ধ ইত্যাহ—বেদেতি। এনং প্রকৃতমাত্মানম-বিনাশিনমজমব্যয়মপক্ষয়শূন্যং যো বেদ শাস্ত্রযুক্তিত্যাং জানাতি, স পুরুষো যুদ্ধে প্রবর্ত্তোহপি কং হন্তি কথং বা হন্তি, তত্র প্রবর্ত্তয়ন্নপি কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি? কিমাক্ষেপে,—ন কয়পি ন কথমপি ইত্যর্থঃ। নিত্যমিতি বেদনক্রিয়াবিশেষণম্ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ (শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা) তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন যে ব্যক্তি ধর্ম-বুদ্ধিপূর্বক ধর্মযুদ্ধে নিযুক্ত হন এবং যিনি অপরকে নিযুক্ত করেন, সেই নিযুক্ত ও নিয়োগকারীর কোন দোষের লেশও নাই, ইহাই বলিতেছেন—‘বেদেতি’। এই প্রকৃত আত্মাকে অবিনাশি, জন্মরহিত, বিনাশশূন্য ও অপক্ষয়শূন্য যিনি জানেন, শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা জানেন, সেই পুরুষ (ব্যক্তি) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও কাহাকে হত্যা করে এবং কিরূপে বা হত্যা করে? যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াও কাহাকে হত্যা করিতেছে বা কিরূপে হত্যা করিতেছে? কিম্ (কং) শব্দের অর্থ আক্ষেপ অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে—কাহাকেও না এবং কোন প্রকারেই না, ইহাই প্রকৃত অর্থ। নিত্য ইহা বেদনক্রিয়ার বিশেষণ ॥২১॥

অনুবোধ—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জুন আমি তোমাকে যে জীবাত্মা-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলাম, যদি তুমি সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্বক ধর্মবুদ্ধিতে এই যুদ্ধে শত্রুবধাদি কর, তাহা হইলে তাহাদের দেহ নাশ হইবে মাত্র, আত্মার নাশ হইবে না এবং তোমার ও প্রেরণা-দাতা আমার কোন দোষগন্ধও থাকিতে পারে না। কারণ আত্মজ্ঞানীর কর্তব্য

বুদ্ধিতে স্বধর্ম-পালনে কোন বিকার বা দোষ স্পর্শ করে না। এমন কি, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্বক কাহাকেও স্বধর্ম-পালনে প্রেরণা দিলে তাহারও কোন দোষ হয় না।

এস্থলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, আমরা কাহারও দেহ বিনাশ পূর্বক ভক্ষণ করিলে, কিংবা কাহাকেও বধ করিয়া তাহার ধন হরণ করিলে, আমাদের পাপ হইবে না।

তজ্জ্ঞা এখানে তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মবিবেকের কথা উল্লিখিত হইল। তত্ত্বজ্ঞানী স্বধর্মবান্ কর্ম করিয়াও কর্মের কর্তা বা ফলভোক্তা হন না বলিয়া অত্যন্তিক স্বেচ্ছাচারী কর্মকারী কিন্তু ফলভাগী অবশ্য হইবেই। এস্থলে আরও বিশেষ এই যে, স্বয়ং ভগবান্ যেখানে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানপূর্বক স্বধর্ম নির্দেশ করতঃ প্রেরণা দিতেছেন, সেস্থলে অধিকার-অভাব বা বিচার-ভ্রমেরও কোন সম্ভাবনা নাই ॥২১॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাগি।

তথা শরীরানি বিহার জীর্ণা-

ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

অর্থ—নরঃ (নর) যথা (যে প্রকার) জীর্ণানি বাসাংসি (জীর্ণ বস্ত্রসমূহ) বিহার (ত্যাগ করিয়া) অপরাগি (অপর) নবানি (নব বস্ত্র সকল) গৃহ্ণাতি (পরিধান করে) তথা (সেই প্রকার) দেহী (জীবাত্মা) জীর্ণানি শরীরানি (জীর্ণ শরীর সকল) বিহার (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি নবানি (অন্য নব শরীর-সমূহ) সংযাতি (ধারণ করে) ॥২২॥

অনুবাদ—মানুষ যে প্রকার জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নব বস্ত্র পরিধান করে, সেই প্রকার জীবাত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকে ॥২২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করত অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন ॥২২॥

শ্রীবলদেব—নহু মা ভূদাত্মনাং বিনাশো ভীষ্মাদিসংজ্ঞানাং তচ্ছরীরানাং তৎসুখসাধনানাং যুদ্ধেন বিনাশে তৎসুখবিচ্ছেদহেতুকো দোষঃ শ্রাদেব, অতথা

প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রানি নির্বিষয়াণি স্মরিতি চেত্তদ্রাহ,—বাসাংসীতি । স্থূলজীর্ণ-
বাসস্ত্যাগেন নবীনবাসোধারণমিব বৃদ্ধনৃদেহত্যাগেন যুবদেবদেহধারণং তেষামাত্ম-
নামতিস্বখকরমেব । তদুভয়ঞ্চ যুদ্ধেনৈব ক্ষিপ্ৰং ভবেদিত্যুপকারকাত্মান্মা
বিরংসীরিতি ভাবঃ । সংযাতীতি সম্যক্গর্ভবাসাদিযাতনাং বিনৈব শীঘ্রমেব
প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । প্রায়শ্চিত্তবাক্যানি তু যজ্ঞযুদ্ধবধাদন্যস্মিন বধে নেয়ানি ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—আত্মার বিনাশ না হউক, ভীষ্মাদি নামে বিখ্যাত দেহ-
ধারিগণের সুখসাধনোপযোগী দেহগুলি যুদ্ধে নষ্ট হইলে দেহের সুখবিচ্ছেদমূলক
দোষ হইবেই । দেহের বিনাশে যদি কোন দোষ বা পাপ না হয়, তাহা হইলে
(অপরের) দেহ বিনাশে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থামূলক যে সকল ধর্মশাস্ত্র আছে,
তাহা নিরর্থক হইবে, এইরকম যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—
'বাসাংসীতি' । স্থূল ও জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণের মত বৃদ্ধ মানুষের
দেহত্যাগের পর যুবাদেহ ও দেবদেহ ধারণ করা তাহাদের পক্ষে অতিশয়
সুখকরই হইবে । এই উভয় বিষয় যুদ্ধের দ্বারাই শীঘ্র হইবেই এই উপকারহেতু
তাহা হইতে বিরত হইও না; ইহাই ভাবার্থ । 'সংযাতি' শব্দের অর্থ—সর্বপ্রকার
গর্ভবাসাদি-কষ্ট ভিন্নও অতি শীঘ্রই লাভ করিবে, ইহাই অর্থ । (অপরের দেহ-
বধের জন্য) প্রায়শ্চিত্তমূলক বাক্যগুলি যজ্ঞ (পূজা) ও যুদ্ধে বধ ভিন্ন অন্যভাবে
বধ করিলে সেখানে প্রযুক্ত হইবে ॥২২॥

অনুব্রূষণ—জীবাত্মা অবিনাশী, জড়দেহ বিনাশশীল স্মৃত্যং মৃত্যুতে দেহের
বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না । এইরূপ প্রতিপাদিত হইলে, অজ্ঞান
পূর্বপক্ষ করিলেন যে, জীবাত্মার বিনাশ না হইলেও, সুখ-সাধক দেহের বিনাশ
হইলেই, তাহার পক্ষে কষ্টদায়ক হওয়ায়, দোষ স্পর্শ করিবেই, নতুবা দেহবধরূপ
পাপের জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিরর্থক হয় । তদন্তরে শ্রীভগবান্ বস্ত্রের
দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, কেহ যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ
করিয়া, নূতন বস্ত্র পরিধান করিলে, তাহার কোন কষ্টের কারণ হয় না, পরন্তু
সুখকরই হইয়া থাকে ; সেইরূপ এই যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণ গর্ভবাসজনিত কষ্ট
ব্যতিরেকে স্ব স্ব বৃদ্ধ মানব দেহ পরিত্যাগপূর্বক নবীন দেহ লাভ করতঃ
স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিবেন ; তাহাতে তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে,
সুখপ্রদান হইবে বলিয়া উপকারই করা হইবে । আর তুমি যে প্রায়শ্চিত্ত
শাস্ত্রের নিরর্থকতার কথা ভাবিতেছ, তাহাও নহে, কারণ যজ্ঞে এবং যুদ্ধে বধ

ব্যতীত অন্যত্র অন্য কারণে হত্যা করিলে, পাপ হয়, এবং তাদৃশ স্থলেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রদত্ত হইয়া থাকে ।

পাপক্ষয়মাত্র সাধনকর্মের নামই প্রায়শ্চিত্ত । হারীত বলেন,—পাপকর্তার শুদ্ধির নিমিত্ত সঞ্চিত পাপসমূহ নাশ করে বলিয়াই প্রায়শ্চিত্ত । মহর্ষি অঙ্গিরাও বলেন যে পাপক্ষয়ের অমোঘ সাধনের নামই প্রায়শ্চিত্ত । যাজ্ঞবল্ক্যও পাপের কারণ-বিষয় বলেন যে, বিহিত ব্যবস্থার অননুষ্ঠান, নিন্দিত বিষয়ের আচরণ এবং ইন্দ্রিয় দমন না করিলেই পাপ হয়, ও তার ফলে নরকপাত ঘটে । ষমরাজও বলেন,—স্বরূপানকারী, ব্রাহ্মণ ও গো-হত্যাকারী, স্ববর্ণচোর, পতিতের সংসর্গী, কৃতঘ্ন এবং গুরুপত্নীগামী ব্যক্তিসকল নরকগামী হয় । এই সকল পাপনাশের জন্ত মহর্ষি অঙ্গিরা বলেন,—সূর্য্য উদয় হইলে, যেমন অন্ধকার বিনাশ হয়, প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিলেও মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট হয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নক্রমে নানাবিধ যাতনাময় নরক হইতে ত্রাণের উপায় বলিতে গিয়া, প্রথমে কর্মমার্গীয় চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিলেন, তখন পরীক্ষিত উহাকে হস্তিস্থানের গ্নায় নিরর্থক বিচার করিলে, পুনরায় অবিद्या-নিবর্তক জ্ঞানের কথা বলিলেন, তখনও মহারাজ পরীক্ষিত উহাকে অগ্নিদ্বারা বাঁশের ঝাড়ের বিনাশের গ্নায় বলিলেন, তখন শ্রীল শুকদেব প্রভু তাঁহার অন্তরের কথা বলিলেন যে, কেবলাভক্তির দ্বারা বাহুদেব-পরায়ণ হইতে পারিলে, সূর্য্য যেমন হিমরাশি সমূলে নাশ করেন, তদ্রূপ সর্বপাপ, ও পাপ-প্রবৃত্তি ও তন্মূল অবিद्या সমূলে বিনষ্ট হয় । ‘কেচিৎ’ শব্দে এইরূপ ভক্তিপ্রধানের বিরলত্ব । শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, সর্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক শরণাগত ব্যক্তির কোন পাপ হয় না ॥২২॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) এনং (এই জীবাত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করিতে পারে না) পাবকঃ (অগ্নি) এনং (ইহাকে) ন দহতি (দহন করিতে পারে না) আপঃ (জল) এনং (ইহাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (ক্লেদযুক্ত করিতে পারে না) চ (এবং) মারুতঃ (বায়ু) ন শোষয়তি (শুষ্ক করিতে পারে না) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই জীবাত্মাকে অস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না। জল ক্লেদযুক্ত করিতে পারে না এবং বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—জীবাত্মা অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ু-দ্বারাও শুষ্ক হন না ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—নহু শস্ত্রপাঠৈঃ শরীরবিনাশে তদন্তঃস্থস্ত্রাত্মনো বিনাশঃ স্ত্রাৎ গৃহদাহে তন্মধ্যস্থশ্চেব জন্তোরিতি চেত্তত্রাহ,—নৈনমিতি । শস্ত্রানি খড়্গাদীনি, পাবকঃ আগ্নেয়াস্ত্রম্ ; আপঃ পর্জ্ঞ্যস্ত্রম্ ; মারুতো বায়ব্যাস্ত্রম্ ; তথা চ স্বংপ্রযুক্তৈঃ শস্ত্রাশ্চৈর্নান্ননঃ কাচিদ্ধ্যথেতি ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—অস্ত্রাঘাতের দ্বারা শরীর নষ্ট হইলে শরীরের অভ্যন্তরে-স্থিত আত্মারও বিনাশ হইবে—গৃহদাহ হইলে যেমন গৃহের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তির বিনাশ হয়—ইহা যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলিতেছেন—‘নৈনমিতি’, শস্ত্রসকল—খড়্গপ্রভৃতি, পাবক—আগ্নেয়াস্ত্র ; আপ—পর্জ্ঞ্যাস্ত্র (মেঘসম্পর্কীয় অস্ত্র) ; মারুত—বায়ুসম্পর্কীয় অস্ত্র । তাহাই বলা হইতেছে (পূর্বোক্ত অস্ত্রগুলি) তোমার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইলেও তাতে কাহারও আত্মার কোনরূপ ব্যথা (কষ্ট) হইবে না ॥২৩॥

অনুব্রূষণ—অর্জুন যদি মনে করেন যে, অস্ত্রাদি-দ্বারা যুদ্ধে দেহ নাশ যখন হইবে, তখন দেহের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা কেন নাশ হইবে না ? কারণ গৃহ অগ্নিদগ্ধ হইলে, তন্মধ্যস্থিত ব্যক্তিও যেমন দগ্ধ হইয়া পড়ে । এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য শ্রীভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা পূর্বক বলিতেছেন যে, কোন প্রকার খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি, আগ্নেয়াস্ত্র, পার্জ্ঞ্যাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্রও জীবাত্মাকে বিনাশ করিতে তো পারিবেই না, কোনরূপ ব্যথা বা কষ্টও বিন্দুমাত্র দিতে পারিবে না ॥২৩॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৪-২৫ ॥

অর্থ—অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছেদনের অযোগ্য) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অদাহঃ (অদহনীয়) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অক্লেদ্যঃ (অসিক্ত)

অশোণ্ডাঃ এব চ (এবং অশোষণীয়) অয়ম্ (জীবাত্মা) নিত্যঃ (নিত্য) সৰ্ব্ভগতঃ (সৰ্ব্ভগত গমন করিয়াও) স্থাণুঃ (স্থির ভাবাপন্ন) অচলঃ (পরিবর্তন রহিত) সনাতনঃ (অনাদি) অয়ম্ (জীবাত্মা) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অচিন্ত্যঃ (মনেরও অগোচর) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অবিকার্যঃ (বিকাররহিত) উচ্যতে (কথিত হয়) তস্মাৎ (তজ্জগৎ) এনং (ইহাকে) এবং বিদিত্বা (এইরূপ অবগত হইয়া) অনুশোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অহঁসি (যোগ্য হয় না) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, এবং অশোণ্ডা ; ইনি নিত্য, সৰ্ব্ভগত, স্থাণু, অচল এবং সনাতন । ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং বিকার-রহিত বলিয়া কথিত হন । সুতরাং ইহাকে এইপ্রকার জানিয়া শোক করা উচিত নহে ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোণ্ডা ; ইনি নিত্য, সৰ্ব্ভগত অর্থাৎ সৰ্ব্ভয়োনিভ্রমী, স্থাণু ও অচল ; ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । জীবাত্মাকে এই প্রকার অবগত হইয়া তোমার শোক পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—ছেদাভাবাদেব তত্ত্বানামভিরয়মাখ্যায়ত ইত্যাহ,—অচ্ছেদ্যো-হয়মিতি । এব-কারঃ সৰ্ব্ভেঃ সংবধ্যতে । সৰ্ব্ভগতঃ স্বকৰ্ম্মহেতুকেষু দেবমানবা-দিষু পশুপক্ষ্যাদিষু চ সৰ্ব্ভেষু শরীরেষু পর্যায়েণ গতঃ প্রাপ্তোহপীত্যর্থঃ । স্থাণুঃ স্থিরস্বরূপঃ ; অচলঃ স্থিরগুণকঃ,—“অবিনাশী বা অরে অয়মাআনুচ্ছিত্তিধৰ্ম্মা” ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ । ন চানুচ্ছিত্তিরেব ধৰ্ম্মো যশ্চেতি ব্যাখ্যেয়ম্—তস্যার্থস্থা-বিনাশীতানেনৈব লাভাৎ ; তস্মাদনুচ্ছিত্তিতয়া নিত্যা ধৰ্ম্মা যন্ত স তথেষ্যেব্যর্থঃ । সনাতনঃ শাস্বতঃ ; পৌনরুক্তদোষস্বপ্নে পরিহরিষ্যতে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—অব্যক্তঃ প্রত্যঙ্, চক্ষুরাভ্যগ্রাহঃ ; অচিন্ত্যাস্তর্ক্যাগোচরঃ শ্রুতি-মাত্রগম্যঃ ; জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেত্যাদিকং শ্রুতৈব প্রতীয়তে ; অবিকার্যঃ ষড়্-ভাববিকারানহঃ । অত্র—“অবিনাশি তু তদ্বিক্রি” ইত্যাদিভিরাত্মতত্ত্বমুপদিশন্ হরিঃ শব্দতোহর্থতশ্চ যৎ পুনঃপুনরবোচন্তস্য দুৰ্ব্বোধস্ত সৌবোধ্যার্থমেবেতা-

দোষঃ, নির্দ্ধারণার্থং বা ; অয়ং ধর্ম্যং বেত্তীত্যুক্তো তদ্বেদনং নিশ্চিতং যথা
শ্রান্তদ্বং । এবমেবাগ্রে বক্ষ্যতি,—“আশ্চর্য্যবৎ পশুতি কচ্চিৎ” ইত্যাদিনা ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ—ছেদাদি নাই বলিয়াই আত্মাকে সেই সেই নামের দ্বারা
বিশেষভাবে অভিহিত করা হইতেছে—ইহাই বলিতেছেন—‘অচ্ছেদ্যোহয়মিতি’ ।
(শ্লোকের) “এব” শব্দটি (অর্থাৎ ই শব্দটি) আত্মার সকল বিশেষণের সহিত
সংশ্লিষ্ট । সর্বগত (শব্দের অর্থ) স্বীয়কর্মবশতঃ দেবতা, মানুষাদি ও পশুপক্ষী
প্রভৃতি সমস্ত শরীরে পর্য্যায়ক্রমে গমন অর্থাৎ গত বা প্রাপ্ত হইলেও এই অর্থ ।
স্থায়ী (শব্দের অর্থ) স্থিরস্বরূপ ; অচল—স্থিরগুণসম্পন্ন বা অবিনাশী—“ওহে
এই আত্মা অবিনাশী ও অমুচ্ছিন্তি ধর্ম্যবিশিষ্ট” ইহাই শ্রুতির অর্থ ।
অমুচ্ছিন্তিই ধর্ম্য যাহার এই রকম অর্থ করা ঠিক নহে—সেই অর্থের অবিনাশী
এই কথা দ্বারাই লাভ করিতে পারা যায় । সেই হেতু আত্মার অমুচ্ছিন্তি-
বশতঃ নিত্য ধর্ম্য যাহার সে সেইরকম ইহাই অর্থ । সনাতন শাস্ত্রত (নিত্য,
সদা সকল সময়ে তন অর্থাৎ ভব আছে যাহা, তাহা) ; পুনরুজ্জীবনোপায় কিন্তু
পরে পরিহার করা হইবে ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ—অব্যক্ত—প্রাকৃত চক্ষুরাদির অগোচর ; অচিন্ত্য—তর্কবিতর্কের
অগোচর ; কেবল শ্রুতিরই গোচর । জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা এই সকল অর্থ
শ্রুতির দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় । অবিকার্য্য—ছয় প্রকার বিকারের অযোগ্য ।
এখানে “অবিনাশী কিন্তু ইহাকে জানিও” ইত্যাদি (শ্লোকের দ্বারা) আত্মার
তত্ত্ব উপদেশ করিতে করিতে হরি শব্দ ও অর্থ হইতে যাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,
সেই দুর্বোধ্যের সুবোধ্যত্বের জগুই বলা হইয়াছে, অতএব পুনরুল্লেখ
কোন দোষ নাই । অথবা তাহা (আত্মার) তত্ত্ব নির্দ্ধারণের জগুই । ইনি
ধর্ম্যকে জানেন এই কথা বলিলে যেমন তাহার বেদন অর্থাৎ জ্ঞান নিশ্চিত
যে রূপ হইবে, সেইরূপ । এই প্রকারই পরে বলা হইবে—আশ্চর্য্যের গায়
(কেহ) দেখেন কেহ বা ইত্যাদি দ্বারা ॥২৫॥

অনুব্রূষণ—পূর্ব শ্লোকে বর্ণিত জীবাত্মার গুণসমূহ বর্তমান শ্লোকে
স্বস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জগুই ‘অচ্ছেদ্যাদি’ শব্দে বিশেষভাবে পুনরুল্লেখ
করিতেছেন । জীবাত্মা স্বকীয় কর্মবশতঃ বিভিন্ন দেহে গমন করিলেও
অর্থাৎ বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হইলেও, সনাতন । জীবের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রীভগবান্
এই শ্লোকে বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, ‘অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধৰ্ম্মা’ অর্থাৎ ‘এই আত্মা উচ্ছেদ ধৰ্ম্মাত্মক নহেন’ সূতরাং জীবাত্মা নিত্য, শাস্তত ও সনাতন ॥২৪॥

অনুভূষণ—জীবাত্মা নিত্য, অচ্ছেদ্য, অচিন্ত্য ও অবিকারী প্রভৃতি ধৰ্ম্ম বিশিষ্ট সূতরাং অৰ্জুনের পক্ষে শ্রীভগবানের শ্রীমুখে এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ সত্ত্বেও সেই নিত্য আত্মার বিয়োগ-আশঙ্কায় আর শোক করা উচিত নহে ; ইহাই বর্তমান শ্লোকে উপসংহার স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ॥ ২৫ ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অর্থ—মহাবাহো ! (হে বীরবর !) অথ চ (আরও) এনং (আত্মাকে) নিত্যজাতং (দেহের সহিত সতত উৎপন্ন) বা নিত্যং মৃতং (বা নিত্য মরণশীল) মন্যসে (মনে কর) তথাপি (তাহা হইলেও) ত্বং (তুমি) এনং (ইহার নিমিত্ত) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো ! আরও যদি তুমি জীবাত্মাকে নিত্যজাত বা নিত্য মৃত বলিয়াই মনে কর তাহা হইলেও তুমি এই আত্মার নিমিত্ত শোক করিতে পার না ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে মহাবাহো ! লোকায়তিক ও বৈভাষিকদিগের গায় জীবকে যদি নিত্য-জাত ও নিত্য-মৃত বলিয়াই মান, তাহা হইলেও ত’ তোমার আর শোক করিবার কারণ নাই ; শোক করিলে হীনমতবাদী অপেক্ষাও তুমি হীন হইবে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—এবং স্নোক্তশ্চ জীবাত্মনোহশোচ্যাত্মমুক্তা পরোক্তশ্চাপি তস্ম তদুচ্যতে পরমতজ্ঞানায় । তদভিজ্ঞঃ খলু শিষ্যাস্তদবকরৈস্তন্নিরস্ত বিজয়ী সন্ স্বমতে স্থৈর্য্যমাসীৎ । তথা হি মনুষ্যাত্মাদি বিশিষ্টে ভূমাদিভূতচতুষ্টয়ে তাম্বুলরাগবৎ মদশক্তিবচ্চ চৈতন্যমুৎপত্ততে ; তাদৃশস্তচ্চতুষ্টয়ভূতো দেহ এব আত্মা ; স চ স্থিরোহপি প্রতিক্ষণপরিণামাচ্চপত্তিবিনাশযোগীতি লোকপ্রত্যক্ষসিদ্ধমিতি ‘লোকায়তিকা’ মন্যন্তে । দেহান্ত্রিনো বিজ্ঞানস্বরূপোহপ্যাত্মা প্রতিক্ষণ-বিনাশীতি ‘বৈভাষিকাদয়ো’ বোদ্ধা বদন্তি । তদেতদুভয়মতেহপ্যাত্মনঃ শোচ্যাত্মং প্রতিষেধতি । অথেনি পক্ষান্তরে, চোহপ্যর্থো । ত্বং চেম্মদুক্ত-জীবাত্মাথাআবগাহনাসমর্থো লোকায়তিকাদিপক্ষমালম্বসে, তত্র দেহাত্মপক্ষে এনং দেহলক্ষণমাত্মানং নিত্যং জাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে । ক্ষণিকবিজ্ঞান-

পক্ষে চ নিত্যং প্রতিক্ষণং ত্বং তথা তথা মনুসে । বাশকশ্চার্থে । তথাপি
ত্বমেনং—“অহো বত মহৎপাপম্” ইত্যাদিবচনৈঃ শোচিতুং নাহঁসি । পরিণাম-
স্বভাবস্ত তস্ত তস্ত চাত্মনো জন্মবিনাশয়োঃনিবার্যাত্মজ্ঞানান্তরাভাবেন পাপভয়া-
সম্ভবাচ্চ । হে মহাবাহো ইতি সোপহাসং সম্বোধনং ক্ষত্রিয়বর্ষ্যস্ত বৈদিকস্ত চ
তে নেদৃশং কুমতং ধার্যামিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে নিজ উক্তির দ্বারা জীবাত্মার অশোচ্যত্ব বলিয়া,
অপরের উক্তিরও আত্মসম্পর্কে যে তাহাই, পরমতের জ্ঞানের জন্ম, ইহাই বলা
হইতেছে । নিশ্চয়ই আত্মসম্পর্কে অভিজ্ঞ (জ্ঞানী) শিষ্য (পূর্বোক্ত) আত্মস্বরূপও
যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা অণুমত নিরস্ত করিয়া (বিচারক্ষেত্রে) বিজয়ী হইবার
অভিপ্রায়বশতঃ নিজের মতে স্থিতিশীল হইয়াছিল । তথাহি মনুষ্যত্বাদি
বিশিষ্টে ভূম্যাди ভূতচতুষ্টয়ের দ্বারা অর্থাৎ ভূমি, জল, তেজ, মরুৎ দ্বারা তাম্বূল
রাগের গ্রায় এবং মদ শক্তির গ্রায় চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, সেইরকম সেই চতুষ্টয়
যুক্ত দেহই আত্মা । সেই আত্মা স্থির হইলেও ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম হয় বলিয়া
উৎপত্তি ও বিনাশশালী, ইহা সকলের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এই সিদ্ধান্ত ‘লোকায়তিকা’
নাস্তিকেরা মনে করে । দেহ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপও এই আত্মা প্রতিক্ষণে
বিনাশশীল এই কথা বৈভাষিক যোগাচার, মাধ্যমিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণ
বলিয়া থাকেন । এই পূর্বোক্ত লোকায়তিক ও বৌদ্ধ এই উভয় মতেও যে
আত্মার শোচ্যত্ব নাই, তাহাই বলিতেছেন । ‘অথেতি’ পক্ষান্তরে এবং ‘চ’ শব্দের
অর্থও এই অর্থে, তুমি যদি আমা কর্তৃক প্রোক্ত জীবাত্মার যথাযথ স্বরূপ বুঝিতে
অক্ষম হইয়া লোকায়তিক ও বৌদ্ধমতের পক্ষ অবলম্বন কর, সেন্থলে তাহাদের
মতে দেহাত্মবাদ পক্ষে এই দেহ লক্ষণ আত্মাকে নিত্য জাত ও নিত্য মৃত মনে
কর, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ পক্ষে নিত্যই ক্ষণে ক্ষণে (পরিবর্তনশীল) এই
আত্মাকে তুমিও তাহা মনে করিতে পার, বা শব্দের অর্থ এবং অর্থে, তথাপি
তুমিও এই আত্মার প্রতি “অহো বত মহৎ পাপং” ইত্যাদি বচনের দ্বারা শোক
প্রকাশ করিতেছ, ইহা কিন্তু তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে । ক্ষণে ক্ষণে
পরিণামশীল সেই সেই আত্মার জন্ম ও বিনাশের অনিবার্য্যতাবশতঃ জন্মান্তরের
অভাবে পাপ ও শোক-দুঃখাদি কখনও সম্ভব হয় না । হে মহাবাহো ! ইহা
অতিশয় উপহাসমূলক সম্বোধন ; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ও বেদাদি-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিশালী
তোমার পক্ষে এই জাতীয় কুমত পোষণ করা কখনও উচিত নহে ॥২৬॥

অনুভূষণ—জীবাআর সম্বন্ধে অশোচ্যাদি বিষয় নিজ বাক্যে পূর্বে প্রতিপাদন পূর্বক বর্তমানে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মত উল্লেখ করতঃ অর্জুনকে বলিতেছেন,—লোকায়তিক নাস্তিকগণ বলেন, ভূতচতুষ্টয়ের সমাবেশে দেহে অপূর্ব শক্তির সঞ্চারে চৈতন্য উৎপত্তি লাভ করে। দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন যেমন তাম্বুল, খদির ও চূর্ণ সংযুক্ত হইয়া অপূর্ব রক্তিমা উৎপাদন করে, যেমন সুরা বা মদ মাহুষের উদরে প্রবেশ পূর্বক তাহাকে মত্ত করে, সেইরূপ ভূতচতুষ্টয় সম্মিলিত হইয়া, এই দেহ চৈতন্যময় করিয়া তোলে, সেই দেহই আত্মা। সুতরাং এই আত্মা ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশশীল। বৈভাষিক অর্থাৎ বৌদ্ধমতেও আত্মা বিজ্ঞান স্বরূপ এবং দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও, প্রতিক্ষণে বিনাশশীল। অতএব এই উভয় মত স্বীকার করিলেও আত্মা কখনও শোকের বিষয়ভূত হইতে পারেন না। এস্থলে ‘মহাবাহো’ শব্দের সম্বোধনে উপহাস পূর্বক ইহাও জ্ঞাপন করিলেন যে, তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং বেদাদি-শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য এইরূপ কুমত পোষণ করা কখনও উচিত নহে। এই কথা দ্বারা শ্রীভগবান্ শাস্ত্রার্থে অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে ঐ উভয় মত, কুমত বলিয়া পরিত্যাগেরও উপদেশ দিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়, শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া আত্মাদিগকে বলিয়াছেন,—

“মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ ।

লোকাঃ সপালা যন্ত্রেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ ।

স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ ॥” ১।১৩।৪১

এই প্রসঙ্গেই পুনরায় নারদ বলিলেন,—

“যন্মন্মসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা ন বোভয়ম্ ।

সর্বথা ন হি শোচ্যাস্তে স্নেহাদনৃত্র মোহজাৎ ॥” ১।১৩।৪৪

অর্থাৎ “যদি মনুষ্যকে জীবরূপে নিত্য ও দেহরূপে অনিত্য অথবা অনির্কচনীয় হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয়রূপেই মনে কর, যে কোন অবস্থা লইয়া বিচার করিলে, তাহারা তোমার শোকের পাত্র নহেন, মোহ জনিত স্নেহ ব্যতীত শোকের আর অন্য কোন কারণ নাই।” ॥২৬॥

জাতশ্চ হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতশ্চ চ ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থো ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥

অর্থ—হি (যেহেতু) জাতস্য (প্রাপ্তজন্ম ব্যক্তির) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত) মৃতস্য চ (বিগতপ্রাণ ব্যক্তিরও) জন্ম (জন্ম) ধ্রুবম্ (নিশ্চিত) তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) অপরিহার্যো অর্থে (অপরিহার্য বিষয়ে) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) ॥২৭॥

অনুবাদ—যে-হেতু জন্ম হইলেই মরণ নিশ্চিত এবং মরণ হইলেও জন্ম নিশ্চিত, সেই হেতু এইরূপ অবশ্যস্বাবী বিষয়ে শোক করা উচিত নহে ॥২৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এখন তार्কিকদিগের মতও বিচার কর। যদি জন্ম হইলেই কৰ্ম্মক্ষয়ে নিশ্চয় মরিতে হয় ও মরণ হইলে কৰ্ম্মফল ভোগ করিবার কারণ আবার নিশ্চিত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও এমত অপরিহার্য্য বিষয়ে শোকাকুলিত হওয়া তোমার কর্তব্য নহে; শোক দ্বারা চালিত হইলে তार्কিক অপেক্ষাও তুমি হীন হইবে ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—অথ শরীরাতিরিক্তো নিত্য আত্মা; তস্মাপূর্বশরীরেন্দ্রিয়-যোগো জন্ম, পূর্বশরীরেন্দ্রিয়বিয়োগস্ত মরণং, তদুভয়ঞ্চ ধর্মাধর্মহেতুকত্বাত্তদা-শ্রয়স্ত নিত্যাত্মানো মুখ্যং; তদতিরিক্তস্য শরীরস্য তু গোণম্; তস্মানিত্যস্য কৃতহান্যকৃতাত্মাগমপ্রসঙ্গেন তদাশ্রয়ত্বানুপপত্তিরিতি তার্কিকা মন্যন্তে। তৎপক্ষেহপ্যাশুনঃ শোচাত্বং পরিহরতি,—জাতশ্চেতি। হির্হেতো; জাতস্য স্বকৰ্ম্মবশাৎ প্রাপ্তশরীরাদিযোগস্য নিত্যাত্মাপ্যানন্তদারম্ভক-কৰ্ম্মক্ষয়হেতুকে। মৃত্যুধ্রুবো নিশ্চিতঃ; মৃতস্য তচ্ছরীরকৃতকৰ্ম্মহেতুকং জন্ম চ ধ্রুবং স্মাৎ। তস্মাদেবমপরিহার্য্যো পরিহর্তুমশক্যো জন্মমরণাত্মকেহর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্ষসি। অয়ি যুদ্ধান্নিবৃত্তেহপোতে স্বারম্ভকে কৰ্ম্মণি ক্ষীণে সতি মরিষ্যন্তোব; তব তু স্বধর্মাচ্ছিচু্যতিভাবিনীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—তারপর শরীরাতিরিক্ত আত্মা নিত্য। তাহার অপূর্ব শরীর ও ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে জন্ম ও পূর্ব শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিয়োগই মৃত্যু। এই দুইটিই ধর্ম ও অধর্মবশতঃ হয় বলিয়া তাহার আশ্রয় স্বরূপ নিত্য আত্মার পক্ষে মুখ্য কিন্তু তদতিরিক্ত দেহের পক্ষে গোণ। সেই অনিত্য আত্মার কৃতকার্য্যের হানি ও অকৃতকার্য্যের অভ্যাগম প্রসঙ্গের দ্বারা তদাশ্রয়ত্বের অনুপপত্তি হয়, ইহা তার্কিকেরা অর্থাৎ নৈয়ায়িকেরা মনে করে। সেক্ষেপ-স্থলেও আত্মার শোচ্যত্ব যে নাই তাহাই বলিতেছেন—‘জাতশ্চেতি’—হি শব্দ হেতু অর্থে। স্বকীয় কৰ্ম্মবশতঃ জন্মশীল আত্মার শরীরাদিযোগও নিত্য

আত্মার তদারস্তক কর্মক্ষয় হেতু মরণও নিশ্চিত এবং এইভাবে মৃত আত্মার তৎ-শরীরকৃত কর্মবশতঃ জন্মও নিশ্চিত; অতএব এইরূপ অপরিহার্য ও পরিহার করিবার অক্ষমপক্ষেও জন্মমরণাত্মক অর্থে তোমার মত বিদ্বান ব্যক্তির শোক প্রকাশ করা উচিত নহে। তুমি যদি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও তথাপি স্বকীয় কর্মের ক্ষয় হইলে বা ক্ষীণ হইলে ইহারা মরিবেই। শুধু কিন্তু তোমার স্বধর্ম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হইতে চ্যুতি হইবে মাত্র ইহাই ভাব ॥ ২৭ ॥

অনুভূষণ—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, যদি তार्কিক নৈয়ায়িকগণের মতও গ্রহণ কর, তাহা হইলেও কাহারও মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে। কারণ জন্মিলেই মরণ অবশ্যস্তাবী।

আত্মার সহিত অপূর্ব দেহেন্দ্রিয়াদি সংযোগকে জন্ম বলা যায়। আর প্রাপ্ত-দেহ ত্যাগের নামই মৃত্যু। ধর্ম ও অধর্মের নিমিত্তই জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়।

এস্থলে তार्কিক নৈয়ায়িকগণ কুতহানি ও অকুতাভ্যাগম প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্বক আত্মার আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করেন। যদি কেহ সে মত গ্রহণও করে, তাহার পক্ষেও আত্মার নিমিত্ত শোক করিবার কারণ থাকে না।

শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন যে, যদি তুমি শোক ও মোহের বশবর্তী হইয়া তार्কিকগণের বিচার অপেক্ষা ন্যূন হইয়া, যুদ্ধে বিরত হও, তাহা হইলেও তোমার প্রতি-যোদ্ধাগণের মৃত্যু অবশ্য স্ব স্ব প্রারক-অহুসারে হইবেই কিন্তু তোমার স্বধর্মচ্যুতি ঘটবে মাত্র।

শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।

অন্য বাবশতাস্তে মৃত্যুর্কৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥” (১০।১।৩৮)

শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাঁহার মোহমুগ্ধারে লিখিয়াছেন,—‘যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্’ ॥ ২৭ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনাশ্চেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

অর্থ—ভারত! (হে অর্জুন!) ভূতানি (প্রাণিবর্গের) অব্যক্তাদীনি

(আদিকাল অজ্ঞাত) ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যকাল জ্ঞাত) অব্যক্তনিধনানি এব
(মৃত্যুর পরও অজ্ঞাত) তত্র কা পরিদেবনা (তাহাতে আর শোক
কিসের ?) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে ভারত ! প্রাণিগণের জন্মের পূর্বাবস্থা অজ্ঞাত, জন্মের
পর মধ্যকাল জ্ঞাত আর মরণের পরও অজ্ঞাত স্মরণে তদ্বিশয়ে শোকের কি
কারণ আছে ? ॥ ২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে ভারত ! অপ্রকাশিত ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া
ব্যক্ত হয়, জন্ম ও মরণ, এই দুয়ের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া আবার নিধন প্রাপ্ত হইলে
অব্যক্ত হইয়া যায় ; তবে তজ্জন্ম পরিদেবনা কেন ? যদিও উক্ত মত
সাধুসম্মত নয়, তথাপি বিচারস্থলে স্বীকার করিলেও তোমার পক্ষে ক্ষত্রিয়ধর্ম-
রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই কর্তব্য ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—অথ দেহাত্মপক্ষে আত্মাতিরিক্তদেহপক্ষে চ দেহবিনাশহেতুক-
শোকো ন যুক্তস্তদারম্ভকাণাং ভূতমাত্রাণামবিনাশাদিত্যাহ,—অব্যক্তাদীনীতি ।
অব্যক্তং নামরূপবিরহাৎ সূক্ষ্মং প্রধানমাদি আদিরূপং যেষাং তানি ভূতানি
পৃথিব্যাদি-ভূতময়ানি শরীরানি । ব্যক্তমধ্যানি ব্যক্তং নামরূপযোগাৎ স্থূলং
মধ্যং জন্মবিনাশান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি অব্যক্তনিধনানি অব্যক্তে
তাদৃশি প্রধানেন নিধনং নামরূপবিমর্দনলক্ষণো নাশো যেষাং তানি । মৃদাদিকে
সদ্রূপে দ্রব্যো কস্মগ্রীবাণ্যবস্থাযোগো ঘটস্তোৎপত্তিস্তদ্বিরোধিকপালাণ্যবস্থাযোগস্ত
তস্ত বিনাশঃ কথ্যতে । সদ্রব্যং সর্বদা স্থায়ীতি । এবমেবাহ ভগবান্
পরশরঃ,—“মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা চূর্ণরজস্ততোহণুঃ” ইতি । এবং
শরীর্যাণ্যাত্তন্তয়োর্নামরূপাযোগাদব্যক্তিমস্তি ; মধ্যে তু তদযোগাদ্যুক্তিমস্তি ।
তদারম্ভকানি ভূতানি তু সর্বদা সন্তীতি তেষু বস্তুতঃ সৎস্ব কা পরিদেবনা কঃ
শোকনিমিত্তবিলাপ ইত্যর্থঃ । দেহাত্মনিত্যাশ্রপক্ষে তু “বাসাংসি” ইত্যাদিকং
ন বিস্মর্তব্যম্ । যদ্বাত্তন্তয়োঃসদ্ব্যবস্থায়োহপি ভূতাত্মসন্ত্যেবাতঃ স্বাপ্নিকর-
থান্বাদিপ্রখ্যানি মুষাভূতাত্তেব তেন তদ্বিযোগহেতুকঃ শোকঃ প্রতিবুদ্ধস্ত ন
দৃষ্ট ইতি দৃষ্টিসৃষ্টিমভ্যুপ্যেত্যাহস্তম্মন্দং,—তদভ্যুপগমে বৈদিকাসংকার্যবাদা-
পত্তেঃ । তদেবং মতদ্বয়েহপি দেহবিনাশহেতুকঃ শোকো নাস্তীতি
সিদ্ধম্ ॥ ২৮ ॥

বজ্রানুবাদ—অনন্তর দেহাত্মপক্ষে এবং আত্মাতিরিক্তদেহপক্ষে দেহবিনাশ-
 হেতু শোক অনুচিত। কারণ তদারম্ভক ভূতসমূহের বিনাশের অভাববশতঃ ;
 এইজন্ত বলিতেছেন—‘অব্যক্তাদীনি ভূতানীতি’। অব্যক্ত শব্দের অর্থ নাম ও
 রূপহীন সূক্ষ্ম প্রধান (সাংখ্যের প্রকৃতি), আদি—আদিরূপ যাহাদের সেই
 ভূতসকলই পৃথিব্যাदि পঞ্চমহাভূতময় দেহগুলি, ‘ব্যক্তমধ্যানি’ শব্দের অর্থ ব্যক্ত—
 নাম ও রূপের সংযোগবশতঃ স্থূল,—মধ্য জন্ম ও বিনাশের অন্তরালে স্থিতিলক্ষণ
 যাহাদের সেইসকল। ‘অব্যক্তনিধনানি’ শব্দের অর্থ—অব্যক্তে পূর্বোক্ত প্রধানে
 নিধন অর্থাৎ নাম ও রূপ-শূন্যভূত বিনাশ যাহাদের সেইসকল। মৃত্তিকা প্রভৃতি
 সংস্খভাবশীল দ্রব্যে কন্মুগ্রীবাদি অবস্থার সংযোগ হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়।
 পুনরায় তদ্বিরোধি-কপালাদি অবস্থার যোগ হওয়াই কিন্তু তাহার বিনাশ
 বলা হয়। সদৃ দ্রব্য সর্বদা স্থায়ী। এই রকমই বলিয়াছেন ভগবান্
 পরাশর—‘মৃত্তিকা ঘটরূপে, ঘট হইতে কপালিকা, কপালিকা হইতে চূর্ণ ধূলি
 এবং তাহা হইতে অতি সূক্ষ্ম অণু’ ইতি। এইরকম শরীরাদি আদি অন্ত ও
 নামরূপ সম্বন্ধ না থাকাবশতঃ অব্যক্তযুক্ত অর্থাৎ অব্যক্তশীল। মধ্যভাগে
 নামরূপাদি সম্বন্ধশীল হইলে ব্যক্তশীল, শরীরারম্ভক পঞ্চভূত সকল কিন্তু সর্বদাই
 বর্তমান, অতএব সেই সব সং বস্তু বিষয়ে কেন শোকজন্য পরিতাপ। দেহগুলি
 আত্মার অনিত্য পক্ষে কিন্তু “বস্ত্রগুলি জীর্ণ” ইত্যাদির ন্যায় কখনও বিস্মৃত
 হওয়া উচিত নহে। কিন্তু যাহার আদিতে ও অন্তে অস্তিত্ব নাই, মধ্যেও অস্তিত্ব
 নাইই, সেই হেতু শুধু স্বপ্নকালীন রথ-অশ্বাদি-বিশিষ্ট মিথ্যা পঞ্চভূতগুলিই,
 সেইহেতু স্বপ্নকালীন রথ-অশ্বাদির জাগ্রত অবস্থায় অভাবহেতু জাগ্রত ব্যক্তির
 পক্ষে কখনও তজ্জন্ত শোক করিতে দেখা যায় না; এইজন্ত দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে
 অবলম্বন করিয়া বলা হইতেছে—তাহা নিন্দনীয়—কারণ তাহা হইলে
 বৈদিক অসং কার্য্যবাদের আপত্তি আসে। অতএব এই উভয় মতেই দেহ-
 বিনাশ-হেতু শোক নাই, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ২৮ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ সর্বপ্রকারে আত্মার অশোচ্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া
 বর্তমানে ভৌতিক শরীরের জন্তও যে শোক করা অনুচিত, তাহা
 বলিতেছেন।

জন্মের পূর্বে এই ভূতময় শরীর অনুপলব্ধ থাকে। জন্মের পর মৃত্যুর পূর্বে
 পর্য্যন্ত শরীরের উপলব্ধি হয়, কিন্তু মরণান্তে পুনরায় এই শরীরের অনুপলব্ধি

হইয়া থাকে। এইরূপ অনিত্য শরীরের বিনাশে শোক করার কারণ মোহ ও অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সদ্বাদিগণের মতে মৃদাদি সদরূপ দ্রব্যে কষুগ্রীবা যোগ হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়, তাহা ভঙ্গে কপালাদি অবস্থাকে ঘটের বিনাশ বলা হয়। কিন্তু সদ দ্রব্য মৃত্তিকা কিন্তু সৰ্বদা স্থায়ী।

শ্রীভগবান্ পরাশরও বলেন, মহী ঘটত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহা ভঙ্গে কপাল, তাহা চূর্ণে পরিণত হইলে অণু। সেইরূপ শরীরের নামরূপ প্রথমে অব্যক্ত থাকে, মধ্যে নাম ও রূপ বিশিষ্ট হইয়া ব্যক্ত হয়, কিন্তু শরীর-আরম্ভক ভূতসমূহ সৰ্বদা থাকে, সুতরাং ভূতসমূহ স্থায়ী বলিয়া শরীর নিমিত্ত শোক অকারণ।

কেহ বলেন—যাহার আদিত্তে সত্তা ছিল না, অস্তেও সত্তা থাকিবে না, তাহার মাধ্যিক সত্তাও নাই, বিচার করা হউক, যেমন স্বপ্নে রথাস্থাদি দেখা গেলেও তাহা মিথ্যাভূত, জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট-বিষয় দেখা যায় না বলিয়া কেহ তজ্জন্ম শোক করে না। অবশ্য এইমত সাধুসম্মত নহে। ইহা নিন্দনীয় কারণ ইহা স্বীকার করিলে বৈদিক অসংকার্যবাদের আপত্তি ঘটে, যাহা হউক, উভয় মতেই দেহ-বিনাশহেতু শোক করা উচিত নহে, ইহা স্বীকৃত।

শ্রীভাগবতে শ্রীযমও বলিয়াছেন,—

“যত্রাগতস্তত্র গতং মনুগম্” (৭।২।৩৭) অর্থাৎ যে অজ্ঞাত স্থান হইতে মনুষ্যের উদ্ভব, পুনরায় সেই স্থানেই যাইতেছে।

ভারতেও পাওয়া যায়,—

‘অদর্শনাদিহায়াতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ’ অর্থাৎ অদর্শন হইতে এখানে আসিয়াছে, পুনরায় অদর্শনে চলিয়া গিয়াছে। অতএব সে তোমার নয়, তুমিও তাহার নহ, বৃথা কেন পরিতাপ করিতেছ ?

মূল কথা ; জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত বলিয়া, তাহার অধীন। ‘দৈবাবধীনং জগৎ সৰ্ব্বং’।

শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—‘যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যাচরন্তি’ অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্রলিঙ্গসমূহ বহির্গত হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়,—শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবাসের মৃতপুত্রমুখে বলাইয়াছেন,—

মৃত-শিশু-প্রতি প্রভু বলেন বচন ।

“শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি’ যাও কি কারণ ?”

শিশু বলে “প্রভু, যেন নির্বন্ধ তোমার ।

অন্থথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার ?” ইত্যাদি—

সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্ম শোকের কারণ মায়ামোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে । ইহাই শ্রীভগবান্ নানা উপদেশচ্ছলে জানাইলেন ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চাত্মঃ ।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্ত্যঃ শৃণোতি

শ্রদ্ধাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—কশ্চিৎ (কেহ) এনং (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (আশ্চর্য্যজনক-ভাবে) পশ্যতি (দেখেন) তথা এব চ (সেইপ্রকার) অন্ত্যঃ (অন্তে) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়জনক-ভাবে) বদতি (বলেন) অন্ত্যঃ চ (অন্তেও) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়জনক-ভাবে) শৃণোতি (শুনে) কশ্চিৎ চ (কেহ আবার) শ্রদ্ধা অপি (শুনিয়াও) এনং (ইহাকে) ন বেদ এব (জানেনও না) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যজনকভাবে দেখেন, সেইরূপ অন্ত্যঃ কেহ বিস্ময়ের সহিত বলেন, এবং অন্ত্যঃ কেহ আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন, কেহ আবার শুনিয়াও ইহাকে সম্যক্ জানিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্যজ্ঞানে তত্ত্ব শ্রবণ করেন, আর অনেকেই শুনিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না ; জীবাত্মার স্বরূপসম্বন্ধে এইপ্রকার ভ্রম হইতে জড়বাদ, অনিত্যচৈতন্যবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ অনর্থ প্রসূত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—নহু সর্ব্বজ্ঞেন জ্ঞয়া বহুপদিষ্টমানোহপ্যহং শোকনিবারকমাত্ম-
যাথাআং ন বুধ্যো কিমেতদিত্তি চেত্তত্রাহ,—আশ্চর্য্যবদিত্তি । বিজ্ঞানানন্দোভয়-
স্বরূপত্বেহপি তদ্ভেদাপ্রতিযোগিনং বিজ্ঞানস্বরূপত্বেহপি বিজ্ঞাতৃত্বয়া সন্তং
পরমাণুত্বেহপি ব্যাপ্তবৃহৎকায়ং নানাকায়সম্বন্ধেহপি তত্ত্বদ্বিকারৈরস্পৃষ্টমেবমাদি-
বহুবিরুদ্ধধর্ম্মতয়াশ্চর্য্যবদন্তুতসাদৃশেন স্থিতমেনং মদুপদিষ্টং জীবং কশ্চিদেব

স্বধৰ্ম্মানুষ্ঠানেন সত্যতপোজপাদিনা চ বিমৃষ্টহৃদগুরুপ্রসাদলব্ধতাদৃশজ্ঞানঃ পশ্চতি
যাথাহ্যোনানুভবতি । আশ্চর্য্যবদিতি ক্রিয়াবিশেষণং বা, কর্তৃবিশেষণং বেতি
ব্যাখ্যাতারঃ ; কশ্চিদেনং যৎ পশ্চতি তদাশ্চর্য্যবৎ, যঃ কশ্চিং পশ্চতি
সোহপ্যাশ্চর্য্যবদিত্যর্থঃ । এবমগ্রেহপি । শ্রদ্ধাপোনমিতি,—কশ্চিং সমাগমৃষ্ট-
হৃদিত্যর্থঃ । তথা চ দুৰধিগমং জীবাত্মযাথাহ্যাম্ । শ্রুতিরপোবমাহ,—
“শ্রবণায়াপি বহুভির্ঘো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোহপি বহবো যং ন বিদ্যাঃ । আশ্চর্য্যো
বক্তা কুশলোহস্ত লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলান্তুশিষ্টেঃ” ইতি ॥ ২৯ ॥

বজ্রানুবাদ—অৰ্জ্জুনের প্রশ্ন, হে কৃষ্ণ সৰ্ব্বজ্ঞ তুমি আত্মার স্বরূপ-সম্পর্কীয়
বহু উপদেশ আমাকে দিলেও, শোকনাশক আত্মার যথার্থ তত্ত্ব আমি বুঝিতে
পারিতেছি না, ইহার কারণ কি ? সেই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—‘আশ্চর্য্য-
বদিতি’ । বিজ্ঞান ও আনন্দ এই উভয় স্বরূপ আত্মার হইলেও তাহার ভেদের
অপ্রতিযোগী অর্থাৎ আত্মার বিজ্ঞানস্বরূপত্ব স্বীকার করিলেও, বিজ্ঞাতৃত্ব হেতু,
সংস্করণ আত্মার পরমাণুত্ব হইলেও, পুনঃ ব্যাপ্ত বৃহৎ-শরীর ও নানাবিধ দেহ
সম্পর্ক হইলেও, সেই সেই দেহবিকারের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট এবং আদি বহু বিরুদ্ধ
ধর্ম্মহেতু আশ্চর্য্যবৎ অদ্ভুত সাদৃশ্যের দ্বারা অবস্থিত এই, আমাকর্তৃক উপদিষ্ট-
জীবকে কেহ স্বধর্ম্মাদি-অনুষ্ঠানের দ্বারা ও মত্য, তপস্যা ও জপ প্রভৃতির দ্বারা
বিশুদ্ধ হৃদয় এবং সদ্গুরুপ্রসাদে তাদৃশ আত্মজ্ঞানী হইয়া আত্মতত্ত্ব যথার্থরূপে
দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ অনুভব করেন । আশ্চর্য্যবৎ ইহা ক্রিয়া বিশেষণ অথবা
কর্তার বিশেষণ ইহা ব্যাখ্যাতাগণ বলিয়া থাকেন । কেহ ইহাকে যেই ভাবে
দেখেন, তাহা আশ্চর্য্যের মত । যদিও কেহ দেখেন, তাহাও আশ্চর্য্যের মত ;
—এই অর্থ । এইরূপ পরেও । ‘শ্রদ্ধাপোনমিতি’—শুনিয়াও ইহাকে সম্যকরূপে
শোধিত হৃদয়ে কাহারও দ্বারা দৃষ্ট,—এই অর্থ । অতএব প্রকৃত জীবাত্মতত্ত্ব
দুর্বোধ্য । শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন—“শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও বহুবাক্তি
কর্তৃক যেই আত্মা লভ্য হয় না অর্থাৎ শ্রবণগোচর হয় না, শুনিয়াও যাহাকে বহু
জন জানে না । ইহার কুশল বক্তা আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্লভ । ইহার বক্তা
লাভ হইলেও, জ্ঞাতানিপুণ, শিষ্য অতিশয় দুর্লভ ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের শ্রীমুখে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু উপদেশ শ্রবণ
করিয়াও অৰ্জ্জুন যখন শোকনিবারক যথার্থ আত্ম-জ্ঞান লাভের অক্ষমতা
জানাইলেন, তখন শ্রীভগবান তাহাকে বলিলেন যে, হে অৰ্জ্জুন, এই আত্মতত্ত্ব

জ্ঞান অতিশয় দুজ্জের ও আশ্চর্য্যজনক, ইহা সকলে অধিগত করিতে পারে না। জীবাত্মা বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ; কিন্তু পরমাণুস্বরূপে বিভিন্ন দেহ-সম্বন্ধ-লাভ করিয়াও দৈহিক বিকারযুক্ত হন না। বহু প্রকার বিরুদ্ধ আশ্চর্য্যবদ্ অদ্ভুদ সাদৃশ্য-সহকারে অবস্থিত মনুপদিষ্ট-জীবকে কেহ কেহ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধিকরতঃ সৎগুরুর অনুগ্রহে (এই জ্ঞান) লাভ করেন এবং আত্মতত্ত্ব-দর্শন বা অনুভব করেন।

কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

“শ্রবণয়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ

শৃণ্বন্তোহপি বহবো যং ন বিদুঃ।” ১।২।৭

অর্থাৎ সেই আত্মা অনেকেরই শ্রবণ গোচর হয় না, আবার শ্রবণ করিয়াও বহু লোক তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। কারণ কুশল বক্তা অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ববিৎ উপদেষ্টা অতিশয় দুর্লভ। যদি সেরূপ উপদেষ্টাও লাভ করা যায়, তাহা হইলেও নিপুণ শিষ্য ইহার জ্ঞাতা অতিশয় দুর্লভ।

জীবাত্মার তত্ত্বজ্ঞান এইরূপ আশ্চর্য্য বলিয়াই নানাপ্রকার ভ্রমযুক্ত-মতবাদ প্রচারিত হইয়া, মানব-মেধাকে বিপন্ন করিয়াছে এবং বহু অনর্থ ও উৎপথধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ২৯ ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ব্বশ্চ ভারত।

তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—ভারত ! (হে অর্জুন !) অয়ং দেহী (আত্মা) সর্ব্বশ্চ দেহে (সকলের দেহে) নিত্যম্ (সকল সময়) অবধ্যঃ (অবধ্য) তস্মাৎ (সেই জন্য) ত্বং (তুমি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল ভূতের জন্য) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—দেহধারী এই জীবাত্মা সকল দেহেই নিত্য অবধ্যরূপে বিরাজিত, সুতরাং ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বস্তুতঃ, দেহ বিগত হইলেও দেহধারী এই জীবাত্মা নিত্য অবধ্যরূপে বিরাজিত থাকেন, অতএব ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা অকর্তব্য ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—তদেবং হুরধিগমং জীবযাথাঅ্যাং সমাসেনোপদিশন্নশোচ্যত্ব-মুপসংহরতি,—দেহীতি। সর্ব্বশ্চ জীবগণশ্চ দেহে হনুমানেশপ্যয়ং দেহী জীবো

নিত্যমবধ্যো যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বং সৰ্বাণি ভূতানি ভীষ্মাদিত্যাবাপন্নানি শোচিতুং নাইসি । আত্মনাং নিত্যত্বাদশোচ্যত্বং তদেহানাং ত্ববশ্ববিনাশত্বান্তত্ব-মিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে জীবের যথাযথ-তত্ত্ব দুরধিগম্য বলিয়া, সংক্ষেপে উপদেশ দিয়াও পুনঃ উহার অশোচ্যত্বের বিষয় উপসংহার করিতেছেন,—‘দেহীতি’। সমুদয় জীবগণের দেহ বিনাশ হইলেও এই দেহী জীব নিত্য অবধ্য,—যেইহেতু, সেইজন্য তুমি ভীষ্মাদিত্যাবাপন্ন সমস্ত দেহের যদিও বিনাশ হয়, তথাপি তজ্জন্য শোক করিতে পার না। আত্মার নিত্যত্ব-নিবন্ধন অশোচ্য এবং তদেহের অবশ্ব বিনাশশীলতা আছেই, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব ॥ ৩০ ॥

অনুব্রূষণ—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ পুনরায় সংক্ষেপে অৰ্জ্জুনকে শোক-নিবারক উপদেশ দিয়া, উপসংহার করিতেছেন যে, জীবাত্মা যখন নিত্য অবধ্য অর্থাৎ দেহের বিনাশ হইলেও, আত্মার বিনাশ হইতে পারে না, তখন আত্ম-জন্ম শোক অনুচিত। দ্বিতীয়তঃ দেহের বিনাশ ঘটিলে, তুমি শোক করিতে পার না, কারণ দেহের বিনাশ অপরিহার্য। তৃতীয়তঃ—স্থূল-দেহের বিনাশ হইলেও, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহের বিনাশ হয় না, সূক্ষ্ম-দেহ বিনষ্ট হইলে—কিন্তু জীবের মুক্তি লাভই হয়, সে কারণ শোক হইতে পারে না। স্মতরাং তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধের জন্ম প্রাপ্ত হও ॥ ৩০ ॥

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।

ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়শ্চ ন বিতুষে ॥ ৩১ ॥

অর্থ—স্বধর্মমপি চ (আর স্বধর্মও) অবেষ্য (আলোচনা করিয়া) ত্বং (তুমি) বিকম্পিতুম্ (বিচলিত হইতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) হি (যেহেতু) ক্ষত্রিয়শ্চ (ক্ষত্রিয়ের) ধর্ম্যাং যুদ্ধাং (গ্রায়-যুদ্ধ অপেক্ষা) অন্যৎ শ্রেয়ঃ (অন্য মঙ্গলকর কার্য) ন বিতুষে (নাই) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আর স্বধর্মও আলোচনা করিলে তুমি এইপ্রকার বিচলিত হইতে পার না। কেন না, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গ্রায়-যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য মঙ্গলকর কার্য নাই ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—স্বধর্ম আলোচনা করিলেও তুমি এ-প্রকার ভীত হইতে পার না; কেন না, ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কর্ম আর

নাই ; যেহেতু, তদ্বারা প্রজারক্ষণ, দুষ্টদমন ও ধর্মের সহিত ক্ষিতিপালন হয় । মুক্ত ও বদ্ধ-দশাদ্বয়-ভেদে জীবের স্বধর্ম—দ্বিবিধ । মুক্তাবস্থায় জীবের স্বধর্ম—উপাধিরহিত ; পরন্তু জীব জড়বদ্ধ হইলে সেই স্বধর্ম কিয়ৎপরিমাণে উপাধিযুক্ত হয় । বদ্ধাবস্থায় জীবের নানাবিধ অবাস্তর অবস্থা আছে ; সেই সেই অবাস্তর অবস্থায় স্বধর্মেরও আকারভেদ অপরিহার্য্য । জীব জড়-বদ্ধাবস্থায় মানবশরীরে অবস্থিত, সেই অবস্থায় তাঁহার স্বধর্মটি বর্ণাশ্রমধর্ম-রূপী হইলেই স্পষ্ট হয় ; অতএব বর্ণাশ্রম-ধর্মেরই অন্য নাম ‘স্বধর্ম’ । ক্ষত্রিয়-স্বভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি শ্রেয়ঃ হইতে পারে ? ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—এবং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিত্বাদাদৌ জীবাত্মজ্ঞানং সর্বান্ প্রতি তৌল্যেনোপদিশ্য সনিষ্ঠান্ প্রতি নিকামতয়ানুষ্ঠিতানি কৰ্ম্মানি হৃদ্বিশুদ্ধি-সহকৃতামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাং নিষ্পাদয়ন্তীতি বদিষ্যন্ তস্মাৎ প্রতীতিমুৎপাদয়িতুং সকামতয়ানুষ্ঠিতানাং কৰ্ম্মণাং কাম্যফলপ্রদত্বমাহ দ্বাভ্যাম্,—স্বধর্মমপীতি । ন কেবলং দেহাত্মস্বভাবং নিভালাং কিন্তু স্বধর্মমপীতি । যুদ্ধং খলু ক্ষত্রিয়স্ত নিয়তমগ্নিহোত্রাদিবদ্বিহিতম্ ; তচ্চ শত্রুপ্রাণবিহিংসনরূপমগ্নিষ্টোমাদিপশুহিংস-নবন্ম প্রত্যবায়নিমিত্তম্ । উভয়ত্র হিংসেয়মুপকৃতিরূপৈব,—হীনয়োর্দেহ-লোকয়োস্ত্যাগেন দিব্যয়োস্তয়োলাভাৎ । আহ চৈবং স্মৃতিঃ,—“আহবেষু মিথোহন্যোন্মাত্মাং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ । যুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যাস্ত্য-পরাস্থখাঃ ॥ যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্ হনন্তে সততং দ্বিজৈঃ । সংস্কৃতাঃ কিল মর্জ্জৈশ্চ তেহপি স্বর্গমবাপ্নুবন্ ॥” ইত্যাত্মা । এবং নিজধর্মমবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ধর্ম্যাং প্রচলিতুং নাইসি । যুক্তং “ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি” ইত্যাদিনা “নরকে নিয়তং বাসো ভবতি” ইত্যন্তেন যুদ্ধস্য পাপহেতুত্বং ত্রয়োক্তম্ ; তচ্চাজ্ঞানা-দেবেত্যাহ,—ধর্ম্যাং দিতি । যুদ্ধমেব ভূমিজয়দ্বারা প্রজাপালনগুরুবিপ্রমং-সেবনাদিক্ষাল্পধর্মনির্বাহীতি । এবমাহ ভগবান্ পরাশরঃ,—“ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্ । নির্জিত্য পরসৈন্যাদি ক্ষিতিং ধর্মেণ পালয়েৎ ॥” ইতি ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে পরমাত্মার জ্ঞানোপযোগিত্ব-হেতু সর্বপ্রথম জীবাত্ম-সম্পর্কীয় জ্ঞান সকলের প্রতি সমানভাবে উপদেশ দিয়া, সনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি নিকামরূপে অনুষ্ঠিত-কর্ম্মগুলি হৃদয়ের বিশুদ্ধিতার সহিত আত্মসম্পর্কীয় নিষ্ঠা ও জ্ঞানের সম্পাদন করিয়া থাকে, ইহাই বলিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাহাতে প্রতীতি

(জ্ঞান) উৎপাদনের জন্য কামনাপূর্বক অনুষ্ঠিত-কর্মসমূহের কাম্য-ফলই লাভ হয়, ইহাই দুইটি শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন—‘স্বধর্মমপীতি’। কেবলমাত্র দেহাত্মভাব ত্যাগ করিলে হইবে না কিন্তু স্বধর্মমপীতি। নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ নিয়মিত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের মত করা উচিত। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ শত্রুর প্রাণনাশরূপ হইলেও, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে পশু-হিংসার মত প্রত্যবায় (পাপ) নিমিত্ত হয় না। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে হিংসা ও অগ্নিষ্টোমাদি-যজ্ঞে হিংসা অতিশয় উপকারস্বরূপই—কারণ এই উভয়-ক্ষেত্রে হীন ও নিকৃষ্ট দেহ ও লোক (স্থান) ত্যাগের দ্বারা দিব্যদেহ ও দিব্য লোকের লাভ হয়। স্মৃতিও এইরকম বলিয়াছেন—“যুদ্ধে অপরাধুখী হইয়া যেই সমস্ত নৃপতিগণ পরস্পর পরস্পরকে স্বকীয়-শক্তির দ্বারা হত্যা করেন, তাহারা সকলেই স্বর্গে অর্থাৎ পরমসুখকর স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মণ! যজ্ঞেতে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত পশুকে সদাসর্বদাই হত্যা করেন—কালে এইসব পশুরাও স্বর্গলোকে গমন করে। ইত্যাদি এই প্রকারে যুদ্ধকে নিজ-ধর্ম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বিবেচনা করিয়া বিপক্ষে অর্থাৎ ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে উচিত নহে। যুক্তিযুক্ত—“মঙ্গল দেখিতেছি না” ইত্যাদির দ্বারা “নরকে সদা সর্বদা বাস হয়” ইত্যন্ত-বাক্যের দ্বারা যুদ্ধের পাপহেতুতা আছে বলিয়া—তুমি বলিয়াছ। তাহা কিন্তু তোমার অজ্ঞানতা-নিবন্ধন বলা হইয়াছে—তাহাই বলা হইতেছে—‘ধর্ম্যাদিতি’। যুদ্ধেই ভূমি-জয়ের দ্বারা প্রজাপালন, গুরু, বিপ্র-সেবাদি-রূপ-ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নির্বাহ হয়। ভগবান্ পরাশরও এইরকম বলিয়াছেন—“ক্ষত্রিয় নিশ্চয়ই প্রজাগণের রক্ষার্থে অস্ত্রশস্ত্র হাতে লইয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া শত্রু-সৈন্যাদি নির্মূলপূর্বক ধর্মাত্মসারে পৃথিবীকে পালন করিবে” ॥৩১॥

অনুব্রুবণ—আত্মতত্ত্বের বিচার-দ্বারা অর্জুনের শোক এবং মোহের অযুক্ততা প্রতিপন্ন করিয়া, শ্রীভগবান্ এক্ষণে স্বধর্ম-পালনে পরাধুখতা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাই বলিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই স্বধর্ম। যুদ্ধে প্রাণ বধ হইলে পাপ হইবে, ইত্যাদি বাক্য যাহা তুমি পূর্বে বলিয়াছ, তাহা সকলই ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়া অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন, গুরু, বিপ্রগণের সেবা-শুশ্রূষা-সাধন ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম।

পরাশর ঋষিও বলিয়াছেন,—ক্ষত্রিয়গণ শস্ত্রপাণি ও দণ্ডধারী হইয়া প্রজার

রক্ষা করিবেন, ইত্যাদি এবং মনুও বলেন,—সম, উত্তম, হীন ব্যক্তি কর্তৃক আহত হইয়া রাজা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্মরণকরতঃ সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবেন না, ইত্যাদি ।

অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে ধর্ম্মার্থ পশু-হনন যেমন পাপজনক হয় না, সেইরূপ ধর্ম্ম-যুদ্ধে শত্রু হননেও পাপ হয় না । পরন্তু যজ্ঞে নিহত পশুগণ স্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কল্যাণ-দেহ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধে হত-বীরগণ কল্যাণতর দেহই লাভ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের প্রতি উপকারই বরণ করা হয় । যেমন চিকিৎসক রোগীর উপকারার্থে তাহার দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া, তাহাকে আপাততঃ যন্ত্রণা দিলেও, পরিণামে সেই রোগী রোগমুক্ত হইয়া সুখই প্রাপ্ত হয়, স্মতরাং স্বধর্ম্ম-বিচারেও তোমার যুদ্ধ করাই উচিত ॥৩১॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২॥

অন্বয়—পার্থ ! (হে প্রধানন্দন অর্জুন !) সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ (সুখশালী ক্ষত্রিয়গণ) যদৃচ্ছয়া উপপন্নং (যদৃচ্ছাক্রমে আগত) অপাবৃতম্ স্বর্গদ্বারম্ চ (এবং অপাবৃত স্বর্গদ্বার-স্বরূপ) ইদৃশং যুদ্ধং (এইরূপ যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করে) ॥৩২॥

অনুবাদ—হে পার্থ ! যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত এবং অপাবৃতস্বর্গদ্বার-স্বরূপ ইদৃশ যুদ্ধ সুখশালী ক্ষত্রিয়গণই লাভ করিয়া থাকে ॥৩২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্থ ! যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অনাবৃত স্বর্গদ্বার-রূপ ইদৃশ যুদ্ধ যে-সকল ক্ষত্রিয়গণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সৌভাগ্যবন্ত ॥৩২॥

শ্রীবলদেব—কিঞ্চায়ত্নাদাগতেহস্মিন্ মহতি শ্রেয়সি ন যুক্তস্তে কম্প ইত্যাহ,—যদৃচ্ছয়েতি । চোহবধারণে । যত্নং বিনৈব চোপপন্নমীদৃশং ভীষ্মাদি-ভীর্মহাবীরৈঃ সহ যুদ্ধং, সুখিনঃ সভাগ্যাঃ ক্ষত্রিয়া লভন্তে,—বিজয়ে সত্যশ্রমেণ কীর্ত্তিরাজ্যয়োর্মৃত্যৌ সতি শীঘ্রমেব স্বর্গশ্চ চ প্রাপ্তোরিত্যর্থঃ । এতদ্ব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি,—স্বর্গদ্বারমপাবৃতমিতি—অপ্রতিরুদ্ধস্বর্গসাধনমিত্যর্থঃ । জ্যোতিষ্টো-মাদিকং চিরতরেণ স্বর্গোপলভ্যকমিতি ততোহস্মাতিশয়ঃ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ—আরও দেখ—অবশ্যে ও অনায়াসে উপস্থিত এই মহান্ মঙ্গলকর (যুদ্ধে) তোমার কম্প উচিত নহে, ইহাই বলিতেছেন—‘যদৃচ্ছয়েতি’ । অবধারণ (বিশেষ জ্ঞানার্থে) অর্থে চ শব্দ । যত্ন ভিন্নই উপস্থিত এই প্রকার

ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণের সহিত যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ও সুখী-ক্ষত্রিয়গণ লাভ করিয়া থাকেন। কারণ—যুদ্ধে জয়ী হইলে বিনাশ্রমেই কীর্ত্তি ও রাজ্যলাভ এবং মৃত্যু যদি হয়, তবে শীঘ্রই স্বর্গপ্রাপ্তি ; ইহাই অর্থ। ইহাই ব্যক্ত করিতে করিতে বিশেষভাবে বলিতেছেন—‘স্বর্গদ্বারমপাবৃতমিতি’—স্বর্গের সাধন (লাভ) অপ্রতিরুদ্ধ, ইহাই অর্থ। জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ বহুকাল পরে হয় বলিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞ হইতেও এই ধর্মযুদ্ধের অতিশয়ত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা আছে ॥৩২॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, যদি তুমি মনে কর যে, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম হইলেও, আত্মীয়-স্বজনকে হনন করিয়া কি সুখ হইবে? বা ভীষ্ম-দ্রোণাদি-গুরুজনের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিব? তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, এ যুদ্ধ তোমার বিনা চেষ্টায় যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে, এবং ইহাতে মৃত ব্যক্তিগণও স্বর্গলাভ করিবে। তারপর ভীষ্মাদি-মহাবীরগণের সহিত এরূপ অপ্রার্থিত যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়ই লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং এ যুদ্ধে জয় হইলে বিপুল যশ ও রাজ্যলাভ হইবে, আর মৃত্যু হইলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়, ‘আহবেষু মিথোহন্যোন্মাত্ত্বং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ। যুদ্ধমানাঃ পরং শত্র্যা স্বর্গং যাস্ত্যপরাঙ্গুথাঃ ॥’

শ্রোনাদি আভিচারিক যজ্ঞ হিংসাত্মক, সেজন্ত উহা নিষিদ্ধ এবং প্রত্যবায়-জনক, কিন্তু যুদ্ধের ফল স্বর্গ লাভ, তজ্জন্ত ইহাতে প্রাণ-হনন নিষিদ্ধও হয় নাই বা ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। দ্বিতীয়তঃ ভাগ্যফলেই সুখ ও স্বর্গপ্রদ এইরূপ যুদ্ধ অনায়াসেই সমুপস্থিত হইয়াছে। এমনকি, এস্থলে উপস্থিত গুরুজনকে বধ করিলেও, পাপ হইতে পারে না, কারণ তাঁহারা আততায়ী। অতএব তুমি যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হও ॥৩২॥

অথ চেত্বমিমাং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥

অর্থ—অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বং (তুমি) ইমং (এই) ধর্ম্মং সংগ্রামং (ধর্ম্মযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ চ (স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপং (পাপকে) অবাপ্স্যসি (পাইবে) ॥৩৩॥

অনুবাদ—পক্ষান্তরে যদি তুমি এই ধর্ম্মানুমোদিত যুদ্ধ না কর তাহা হইলে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পাপ লাভ করিবে ॥৩৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করিলে স্বীয় ধর্ম ও কীর্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্বধর্মত্যাগ-লক্ষণ-পাপের ভাগী হইবে ॥৩৩॥

শ্রীবলদেব—বিপক্ষে দোষান্ দর্শয়তি,—অথেত্যাदिभिः । স্বস্ত তব ধর্ম্যাং যুদ্ধলক্ষণং কীর্ত্তিঞ্চ রুদ্রসন্তোষণনিবাতকবচাদিবধলক্ষাং হিত্বা পাপং ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাদিত্যাदिस्थितिप्रतिषिद्धं স্বধর্মত্যাগলক্ষণং প্রাপ্যসি ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ—বিপক্ষে (অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ না করিলে) দোষ দেখাইতেছেন—‘অথেত্যাदिभिः’ । তোমার পক্ষে এই ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধরূপ-ধর্ম এবং রুদ্রের সন্তোষণ ও নিবাতকবচাদি-বীরগণের বধ-জন্ম লব্ধকীর্ত্তিকে ত্যাগ করিয়া পাপ নিবর্ত্তিত হইবে না । সংগ্রাম অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে ইত্যাদি স্থিতি-প্রতিষিদ্ধ স্বধর্ম-ত্যাগরূপ অধর্মকে প্রাপ্ত হইতে হইবে ॥৩৩॥

অনুভূষণ—এই ধর্মাত্মমোদিত সংগ্রাম হইতে বিরত হইলে অর্জুনকে স্বধর্ম-ভ্রষ্ট ও চিরোপার্জিত কীর্ত্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপভাগী হইতে হইবে । ইহাও শ্রীভগবান্ জানাইলেন ॥৩৩॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।

সম্ভাবিতস্ত চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

অর্থ—ভূতানি চ (সকল লোকই) তে (তোমার) অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিঞ্চাপি (শাস্ত্রতী অকীর্ত্তিও) কথয়িষ্যন্তি (বলিবে) চ (আর) সম্ভাবিতস্ত (সম্মানিত) জনস্ত (জনের) অকীর্ত্তিঃ (অখ্যাতি) মরণাং (মরণাপেক্ষা) অতিরিচ্যতে (অধিক হয়) ॥৩৪॥

অনুবাদ—সকল লোকই তোমার অক্ষয়-অকীর্ত্তির কথা ঘোষণা করিবে । সম্মানিত ব্যক্তির অখ্যাতি মরণাপেক্ষাও অধিকতর ॥৩৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তাহা হইলে লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তির কথা ঘোষণা করিবে ; অতি-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি—মৃত্যু অপেক্ষা অধিক ॥৩৪॥

শ্রীবলদেব—ন কেবলং স্বধর্মস্ত কীর্ত্তেশ্চ ক্ষতিমাত্রম্, যুদ্ধে সমারন্ধেহর্জুনঃ পলায়ত ইত্যব্যাং শাস্ত্রতীমকীর্ত্তিঞ্চ তব ভূতানি সর্বৈ লোকাঃ কথয়িষ্যন্তি । ননু মরণাঙ্ঘ্রীতেন ময়া অকীর্ত্তিঃ সোঢ়ব্যোতি চেত্তত্রাহ,—সম্ভাবিতস্তাতিপ্রতিষ্ঠিতস্ত । অতিরিচ্যতে অধিকা ভবতি । তথা চ তাদৃশাকীর্ত্তৈর্মরণেব বরমিতি ॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ—শুধু যে (যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে) স্বধর্মের ও কীর্ত্তির ক্ষতি হইবে তাহা নহে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে “অর্জুন (যুদ্ধ হইতে) পলাইয়া গিয়াছে”,

এই চিরস্থায়িনী অকীৰ্ত্তি সমস্তপ্রাণী ও জনমগুলী বলিবে। যদি বল যুদ্ধে মরণের ভয় হইতে আত্মরক্ষা হইবে বলিয়া, এই অকীৰ্ত্তিও সহ্য করা আমার উচিত, তবে বলিতেছি—সম্ভাবিত অর্থাৎ অতিশয় প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন তোমার (মরণ হইতেও) অধিক মনে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে এতাদৃশ অকীৰ্ত্তি মরণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দুঃখজনক ॥৩৪॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন, হে অৰ্জুন! এই গ্ৰায়-যুদ্ধে বিরত হইলে, শুধু তোমার স্বধর্ম ও কীৰ্ত্তি পরিত্যক্ত হইয়া পাপ হইবে, তাহা নহে, পরন্তু সর্বলোকে সকলে তোমার অকীৰ্ত্তি ঘোষণা করিবে। যুদ্ধে পলায়ন—তোমার গ্ৰায় বিখ্যাত-বীরের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়। তবে যদি বল, যুদ্ধে মরণাপেক্ষা আত্মরক্ষার জন্য অকীৰ্ত্তি স্বীকার করাও ভাল, তদুত্তরে বলিতেছি যে, ভবানীপতি শিব, দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক সমাদৃত তুমি ভূলোক-বিজয়ী মহাযশস্বী বীর পুরুষ, তোমার পক্ষে এরূপ অকীৰ্ত্তি মরণাপেক্ষাও বিগর্হিত। অতএব এরূপ দুর্ঘণতাগী কখনও হইও না ॥৩৪॥

ভয়াঙ্গাদুপরতং মংশস্তে ত্বাং মহারথাঃ ।

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্তসি লাঘবম্ ॥৩৫॥

অর্থ—মহারথাঃ (মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াং (ভয়হেতু) রণাং (রণ হইতে) উপরতং (নিবৃত্ত) মংশস্তে (মনে করিবে) চ (অধিকন্তু) ত্বং (তুমি) যেষাং (যাহাদিগের নিকট) বহুমতঃ (বহুপ্রকারে সম্মানিত) ভূত্বা (হইয়া) তেষাং (তাহাদিগের নিকট) স ত্বং (সেই তুমি) লাঘবম্ যাস্তসি (লঘুতা প্রাপ্ত হইবে) ॥৩৫॥

অনুবাদ—দুর্যোধনাদি মহারথগণ তোমাকে ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধ হইতে বিরত বলিয়া মনে করিবেন। যাহাদের নিকট তুমি এতকাল বহুমানিত, তাঁহারা তোমাকে লঘু জ্ঞান করিবেন ॥৩৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যে সকল মহারথ তোমাকে বহুমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাকে লঘুজ্ঞান করিবেন; তাঁহারা মনে করিবেন,—তুমি ভয়-প্রযুক্ত যুদ্ধে পরাজুখ হইয়াছ ॥৩৫॥

শ্রীবলদেব—নহু কুলক্ষয়দোষাৎ কারুণ্যচ্চ বিনিবৃত্তশ্চ মম কথমকীৰ্ত্তিঃ শ্রাদিতি চেত্তত্রাহ,—ভয়াদিতি। মহারথা দুর্যোধনাদয়স্ত্বাং কর্ণাদিত্যনন্তু বন্ধু-কারুণ্যাদুপরতং মংশস্তে,—নহি শূরশ্চ শত্রুভয়ং বিনা বন্ধুস্নেহেন যুদ্ধাদুপরতি-

রিত্যর্থঃ । ইতঃপূর্বং যেবাং ত্বং বহুমতঃ শূরো বৈরীতি বহুগুণবত্তয়া সংমতোহ-
ভূরিদানীং যুদ্ধে সমুপস্থিতে কাতরোহয়ং বিনিবৃত্ত ইত্যেবং তৎকৃতং লাঘবং
দুঃসহং যাস্তসি ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—কুলনাশজন্তু পাপ ও আত্মীয়-স্বজনগণের প্রতি
করুণাবশতঃ যদি আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হই, তাতে আমার কেন অকীৰ্ত্তি
হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘ভয়াদিত্তি’। মহারথী দুৰ্য্যোধনাদি
তোমাকে কর্ণাদির ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত মনে করিবে কিন্তু বন্ধুদের প্রতি
করুণাবশতঃ যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবে না,—বীরগণের পক্ষে যুদ্ধে শত্রুভয়-
ভিন্ন বন্ধু-স্নেহের বশবর্তী হইয়া যুদ্ধ হইতে বিরতি সম্ভব নহে। ইহার পূর্বে
তুমি বহু সম্মানের ভাজন হইয়া বীররূপে ও বীরগণের প্রধান শত্রুরূপে বহু
গুণাবলীর পাত্র হইয়াছ, এখন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কাতরতাবশতঃ যদি যুদ্ধ
হইতে তুমি নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার এই লঘুতা অতিশয় দুঃসহ
হইবে ॥৩৫॥

অনুব্রূষণ—যদি বল আমি কুলক্ষয়কৃত দোষ পরিহার এবং স্বজনগণের
প্রতি করুণাবশতঃই যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতেছি, ইহাতে আমার অকীৰ্ত্তির কোন
সম্ভাবনা নাই, তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অজ্জুর্ন! ভীষ্ম, দ্রোণ ও
দুৰ্য্যোধনাদি মহারথিগণ কিন্তু নিশ্চয় মনে করিবে যে, তুমি কর্ণাদির গ্রায়
অপ্রতিদ্বন্দী বীরপুরুষগণকে দেখিয়া, ভয়ে পলায়ন করিতেছ। ভাবিয়া দেখ,
যে তুমি এতদিন যাঁহাদের নিকট বীরত্বের জন্ত ও বহুবিধ গুণের নিমিত্ত সমাদৃত
হইয়াছ, তাঁহারা আজ তোমাকে ভীক, কাপুরুষ মনে করিয়া লঘুজ্ঞান করিবে,
তাহা কি মরণাপেক্ষা দুঃসহ হইবে না? ৩৫॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিস্মন্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্? ॥৩৬॥

অর্থ—তব (তোমার) অহিতাঃ (অরিসমূহ) তব সামর্থ্যং (তোমার
সামর্থ্য সম্বন্ধে) নিন্দন্তঃ (গর্হণকরতঃ) বহুন্ (বিবিধ) অবাচ্যবাদান্ চ
(বলিবার অযোগ্য কথাসকলও) বদিস্মন্তি (বলিবে) হু (ওহে!) ততঃ
(তদপেক্ষা) দুঃখতরম্ (অধিকতর দুঃখের বিষয়) কিম্? (কি
আছে?) ॥৩৬॥

অনুবাদ—তোমার অরিগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করতঃ অকথ্য অনেক

কথা বলিবে। ওহে! তাহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ॥৩৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তোমার বৈরিবর্গ তোমাকে কত অবজ্ঞা কটু কথা কহিবে, তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে; তোমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—কিঞ্চ, অবাচ্যেতি। অহিতাঃ শত্রবো ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্তব সামর্থ্যং পূর্বসিদ্ধং পরাক্রমং নিন্দন্তঃ বহুনবাচ্যবাদান্ শত্ৰুত্বাংশ্চান্ বদিস্যন্তি। তত এবন্ধিধাবাচ্যবাদশ্রবণাদতিশয়িতং কিং দুঃখমস্তি? ইথৈকৈতৈঃ ষড়্ভিযুর্দ্ধ-বৈরাগ্যাস্ত্রাস্বর্গত্বমকীর্তিকরত্বং চোক্তং দর্শিতম্ ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ—আরও, ‘অবাচ্যেতি’, তোমার অহিতাকাজ্ঞী শত্রু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তোমার পূর্বে উপার্জিত সামর্থ্য ও পরাক্রমকে নিন্দা করিবে এবং বহু অবাচ্য ষণ্ড তিল প্রভৃতি কটুবাচ্য প্রয়োগ করিবে। অতএব এই প্রকার অকথ্য-বাচ্য শ্রবণের চেয়ে অধিকতর দুঃখ কি আছে? এইপ্রকার এই ছয়টি শ্লোকের দ্বারা যুদ্ধে উপরতব্যক্তির অস্বর্গত্ব ও অকীর্তিকরত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে ॥৩৬॥

অনুব্রূষণ—শুধু যে, তোমাকে মহারথিগণ লঘু জ্ঞান করিবে, তাহা নহে, দুর্ব্যোধনাদি তোমার চিরশত্রুগণ অকথ্য ও কুৎসিত ভাষায় নানাপ্রকারে তোমার কুৎসা রটনা করিবে। তাহা কি তোমার পক্ষে অতিশয় দুঃখের কারণ হইবে না? শ্রীভগবান্ ‘স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য’ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অবাচ্যবাদাংশ্চ’ পর্য্যন্ত ছয়টি শ্লোকে অর্জুনকে যুদ্ধে বিরত না হওয়ার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিলেন এবং ইহাও বুঝাইলেন যে, ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিরত হইলে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একদিকে যেমন অস্বর্গকর তেমনি অকীর্তিকরও হইয়া থাকে ॥৩৬॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অর্থ—হতঃ বা (হত হইলে) স্বর্গং প্রাপ্স্যসি (স্বর্গলাভ হইবে) জিত্বা বা (কিম্বা জয়লাভ করিয়া) মহীম্ ভোক্ষ্যসে (পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে) কৌন্তেয়! (হে কুন্তী-নন্দন অর্জুন!) তস্মাৎ (সেইহেতু) যুদ্ধায় (যুদ্ধের নিমিত্ত) কৃতনিশ্চয়ঃ (নিশ্চিত হইয়া) উত্তিষ্ঠ (উঠ) ॥৩৭॥

অনুবাদ—হে কুন্তী-নন্দন! তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে কিংবা

জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব সংকল্পবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত উৎখিত হও ॥৩৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে ; অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্ত উত্থান কর ॥৩৭॥

শ্রীবলদেব—নহু যুদ্ধে বিজয় এব মে শ্রাদ্ধিতি নিশ্চয়াভাবান্ততোহহং নিবৃত্তোহস্মীতি চেত্তব্রাহ,—হতো বেতি। পক্ষদ্বয়েহপি তে লাভ এবেতি ভাবঃ ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—যুদ্ধে আমারই জয় হইবে, এইরূপ নিশ্চয়তার অভাব-বশতঃই আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছি, ইহা যদি বল, তাহা হইলে, ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—‘হতো বেতি’, পক্ষ দুইটিতেই অর্থাৎ যুদ্ধে নিহত হইলে অথবা জয়ী হইলে তোমার লাভই হইবে ॥৩৭॥

অনুভূষণ—এক্ষণে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অর্জুন ! তুমি যদি মনে কর যে, এই যুদ্ধে তোমার জয়ের নিশ্চয়তা নাই বলিয়া, তুমি নিবৃত্ত হইতেছ, তদুত্তরে আমি বলিতেছি যে, এই যুদ্ধে তোমার জয় বা পরাজয় যাহাই হউক না কেন, উভয়পক্ষেই তোমার লাভ ; ইহা সুনিশ্চিত। কারণ তুমি পরাজিত হইয়া শত্রুর হস্তে নিহত হইলে, তোমার স্বর্গলাভ হইবে। আর যদি তুমি জয় লাভ কর, তাহা হইলে রাজৈশ্বর্য লাভ পূর্বক পৃথিবীতে সুখভোগ করিতে পারিবে। অতএব এই ধর্মযুদ্ধে হয় প্রাণত্যাগ করিব নতুবা শত্রুনিধন-পূর্বক জয়ী হইব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধার্থ উৎখিত হও ॥৩৭॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥

অর্থ—ততঃ (তাহা হইলে) সুখ-দুঃখে (সুখ ও দুঃখকে) লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভকে) জয়াজয়ৌ চ (এবং জয় ও পরাজয়কে) সমে কৃত্বা (সমান মনে করিয়া) যুদ্ধায় (যুদ্ধের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (উদ্যোগী হও) এবং (এই প্রকারে) পাপম্ ন অবাপ্স্যসি (পাপভাগী হইবে না) ॥৩৮॥

অনুবাদ—সুখ-দুঃখ, লাভালাভ এবং জয় ও পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হও, তাহা হইলে পাপ হইবে না ॥৩৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সুখ-দুঃখ, লাভালাভ ও জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করত মুমুক্শু বা মোক্ষমার্গস্থ হইয়া যুদ্ধ করিলে পাপভাগী হইতে হইবে না ॥৩৮॥

শ্রীবলদেব—নহু “অথ চেত্বম্” ইত্যাদিপদার্থো ব্যাহতঃ, রাজ্যাভ্যাদেশেন কৃতস্ত যুদ্ধস্ত গুরুবিপ্রাদিবিনাশহেতুত্বেন পাপোৎপাদকত্বাদিতি চেন্মুমুক্শুবান্ধবা যুদ্ধমানস্ত তব তদ্বিনাশহেতুকং পাপং ন শ্রাদিত্যাহ,—স্বথেনিতি । সাম্যকরণমিহ তত্র তত্র নির্বিকারত্বং বোধ্যম্ ; স্বথে তদ্বৈতো লাভে তদ্বৈতো জয়ে চ রাগমকৃৎস্না দুঃখে তদ্বৈতাবলাভে তদ্বৈতাবজয়ে চ দ্বেষমকৃৎস্না তত্র তত্র নির্বিকারচিত্তঃ সন্ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ;—কেবলস্বধর্ম্মধিয়া যোদ্ধুমুদযুক্তো ভবেত্যর্থঃ । এবং মুমুক্শুরীত্য্য যোদ্ধা ত্বং পাপং তদ্বিনাশহেতুকং নাবাপ্যসি । ফলেচ্ছুঃ সন্ যো যুধ্যতে স তৎপাপং বিন্দ্ভতি ; বিজ্ঞানার্থী তু পুরাতনমনস্তপাপমপনুদতীত্যর্থঃ । নহু ফলরাগং বিনা দুষ্করে যুদ্ধদানাদৌ কথং প্রবৃতিরিতি চেদনস্তানন্দরাগং তত্র প্রবর্ত্তকং গৃহাণ রাজ্যাভ্যনুরাগমিব ভৃগুপাতে ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—“অনন্তর যদি তুমি” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ ব্যাহত অর্থাৎ ব্যর্থ হয়, রাজ্যাদি-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিলে, গুরু-ব্রাহ্মণাদির বিনাশের দ্বারা পাপের উৎপত্তি হয়, ইহা যদি বলা হয়, তবে মুক্তিলাভের জন্য যুদ্ধে সেই জাতীয় বিনাশের হেতু থাকায় পাপ হইবে না—এইজন্য বলিতেছেন—‘স্বথেনিতি’, এখানে সাম্য-বিচার হইলে সেখানে নির্বিকারত্ব জানিবে । স্বথসময়ে অর্থাৎ লাভে বা জয়ে, রাগ না করিয়া, দুঃখসময়ে অলাভে বা পরাজয়ে দ্বেষ না করিয়া, সেখানে নির্বিকারচিত্ত হইয়া, যুদ্ধের জন্য চেষ্টা কর । কেবলমাত্র স্বধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগী হও । এই প্রকারে মুক্তিলাভের রীতিতে তুমি যুদ্ধ করিলে গুরু প্রভৃতি বধজন্য পাপ তোমাকে ভোগ করিতে হইবে না । কারণ ফলের বাসনা করিয়া যিনি যুদ্ধ করেন, তিনিই সেই পাপ ভোগ করিয়া থাকেন কিন্তু বিজ্ঞানার্থী (যোগার্থী) পুরাতন অনন্ত-পাপও অপনোদন করিয়া থাকেন । প্রশ্ন—ফল-প্রত্যাশা-ভিন্ন দুষ্কর যুদ্ধ ও দানাদিতে কিরূপে প্রবৃতি আসিবে ? ইহা যদি বলা হয়, তদন্তরে বলা হইতেছে যে—অসীম আনন্দের প্রতি অনুরাগই তাহাতে প্রবর্ত্তিত হওয়ার কারণ । গ্রহণ-কর ‘রাজ্যাতির অনুরাগের ন্যায়’ ভৃগুপাতে ॥৩৮॥

অনুব্রূষণ—অর্জুন যদি মনে করেন যে, রাজ্য-লাভের আশায় যুদ্ধ করিলে, গুরু-ব্রাহ্মণাদি বধ-নিমিত্ত পাপ তো অবশ্যই হইবে । তদন্তরে শ্রীভগবান্

বলিতেছেন যে, তুমি যদি মুমুক্শুর পথ অনুসরণ পূর্বক যুদ্ধ কর, তাহা হইলে কোন পাপই হইবে না। তোমার হৃদয়কে রাগ ও দ্বেষ রহিত করিয়া সমতা-পন্ন কর অর্থাৎ জয়ের ফলে যে লাভ এবং তজ্জনিত যে সুখ, তাহাতে অনুরাগী না হইয়া এবং পরাজয়ের ফলে যে অলাভ এবং তজ্জনিত যে দুঃখ, তাহার প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া, নির্বিকার চিত্তে অবশু করণীয় স্বধর্মবোধে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে তোমার পাপ স্পর্শ করিবে না। ফলকামী হইয়া গুরু-বধাদি করিলে, তাহাকে পাপফল ভোগ করিতে হয়। কিন্তু নিকাম মোক্ষার্থী পুরাতন অনন্ত পাপকেও দূরীভূত করেন। আমি যে তোমাকে পূর্ব শ্লোকে ‘হত হইলে স্বর্গ পাইবে এবং জয়ী হইলে মহী ভোগ করিবে’, বলিয়াছি তাহা কিন্তু আনুষ্ঠানিক ফল মাত্র জানিবে। উহাতে নির্বিকার ও সমচিত্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় না।

যদি বল, ফলের কোন প্রত্যাশা না থাকিলে, যুদ্ধাদি দুষ্কর কার্যে প্রবৃত্তি কেন হইবে? তদন্তরে বলিতেছি, শোন,—রাজ্যাদি-অনুরাগী ব্যক্তির জায় মোক্ষার্থীরও আত্মানুরাগের জন্ত স্বধর্ম আচরণে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥৩৮॥

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে ত্বিমাং শৃণু।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥৩৯॥

অর্থ—পার্থ! (হে অর্জুন!) সাংখ্যে (সম্যক জ্ঞান-বিষয়ে) তে (তোমাকে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) অভিহিতা (কথিত হইল) তু (কিন্তু) যোগে (ভক্তিযোগে) ইমাং শৃণু (এই করণীয় বুদ্ধিযোগের কথা শ্রবণ কর) যয়া বুদ্ধ্যা (যে বুদ্ধি দ্বারা) যুক্তঃ (যুক্ত হইলে) কর্মবন্ধং (সংসার) প্রহাস্তসি (মুক্ত হইবে) ॥৩৯॥

অনুবাদ—হে পার্থ! সাংখ্যজ্ঞানের কথা তোমাকে কথিত হইল। কিন্তু এক্ষণে ভক্তিযোগ-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। যে বুদ্ধিযোগ লাভ করিলে সংসার সম্যকরূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ॥৩৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞান ও স্বধর্মরূপ পৃথক পৃথক তত্ত্ব-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা কথিত হইল; এক্ষণে তদুভয়ের যোগ-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। হে পার্থ! তুমি যোগবুদ্ধিযুক্ত হইলে সংসার-ক্ষয়-করণে সমর্থ হইবে। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিসংযোজক যোগ একটি মাত্র। যখন কর্মের অবধিকে সীমা করিয়া সেই যোগ লক্ষিত হয়, তখন

তাহাকে ‘কৰ্মযোগ’ বলে। যখন কৰ্মসীমাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানসীমার অবধি পর্য্যন্ত উহা ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন তাহাকে ‘জ্ঞানযোগ’ বা ‘সাংখ্যযোগ’ বলে। যখন তদুভয়-সীমা অতিক্রম করত ভক্তিকে স্পর্শ করে, তখন তাহাকে ‘ভক্তিযোগ’, ‘বুদ্ধিযোগ’ বা ‘সম্পূর্ণ-যোগ’ বলে। সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা তত্ত্বসকল পৃথগ্-রূপে সম্যক্ বর্ণিত হয়। ১২ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব, এবং ৩১ শ্লোক হইতে ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত অনাত্মতত্ত্ব স্বধৰ্ম্মাকারে নিরূপিত হইয়াছে। অগ্রে তদুভয়ের যোগ কথিত হইবে এবং তদুভয়-যোগ দ্বারা আত্ম-যাথাত্ম্য-সিদ্ধি চরমে কথিত হইবে ॥৩৯॥

শ্রীবলদেব—উক্তং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তদুপায়ং নিকামকৰ্মযোগং বক্তু-
মারভতে,—এষেতি। সংখ্যোপনিষৎ “সম্যক্ খ্যায়তে নিরূপ্যতে তত্ত্বমনয়া”
ইতি নিরুক্তেঃ তয়া প্রতিপাত্তমাত্মযাথাত্ম্যং সাংখ্যম্। শৈবিকান্ তস্মিন্
কৰ্ত্তব্যৈষা বুদ্ধিস্তবাভিহিতা। “ন ত্বেবাহম্” ইত্যাদিনা “তস্মাৎ সৰ্ব্বাণি
ভূতানি” ইত্যন্তেন। সা চেত্তব চিত্তদোষান্নাভ্যুদেতি তর্হি যোগে “তমেতৎ
বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন” ইত্যাদি
শ্রুত্যান্তর্গতজ্ঞানে নিকামকৰ্মযোগে কৰ্ত্তব্যামিমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং শৃণু।
ফলোক্ত্যা তাং স্তোতি,—যয়েতি। কৰ্ম্মাণি কুর্বাণস্ত্বং যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ
কৰ্ম্মকৃতং বন্ধং প্রহাস্তসি। আত্মানন্দলিপ্সয়া ভগবদাজ্ঞয়া মহাপ্রয়াসানি কৰ্ম্মাণি
কুর্বাণস্তত্তদুদ্দেশমহিমা। হৃদস্তরভ্যুদিতয়াত্মজ্ঞাননিষ্ঠয়া সংসারং তরিশ্যসীতি।
পশুপুত্ররাজ্যাদিফলকং কৰ্ম্ম সকামং জ্ঞানফলকন্ত তন্নিকামমিতি শাস্ত্রেহস্মিন্
পরিভাষ্যতে ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্বোক্ত জ্ঞানযোগের উপসংহার করিয়া তাহার উপায়-
স্বরূপ নিকাম-কৰ্মযোগের কথা বলিতেছেন—‘এষেতি’ সাংখ্যোপনিষৎ ॥
সম্যক্রূপে খ্যায়তে অর্থাৎ নিরূপণ করা যায় তত্ত্বগুলি ইহার দ্বারা, এই
নিরুক্তি হইতে, তাহার দ্বারা আত্মার যথার্থ-স্বরূপ প্রতিপাদিত হয়, ইতি
সাংখ্য। (অবশিষ্টগুলি) তাহাতেই করা উচিত। এই উপদেশ তোমাকে
দেওয়া হইয়াছে। “ন ত্বেবাহম্” ইত্যাদির দ্বারা এবং “তস্মাৎ সৰ্ব্বাণি
ভূতানি”—এই শেষের দ্বারা। সেইবুদ্ধি যদি তোমার মনের মালিগুবশতঃ
অভ্যুদয় না হয়, তাহা হইলে যোগশাস্ত্রে “সে এই (আত্মাকে) বেদান্তবাক্যের

দ্বারা (বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মবিৎ) ব্রাহ্মণেরা বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা (তমঃ) নাশক কার্যের দ্বারা” ইত্যাদি বেদোক্তজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নিকাম-কর্মযোগে তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে বলিব। তাহা শ্রবণ কর। ফলের উক্তির দ্বারা সেই কর্তব্যকে প্রশংসা করিতেছেন—‘যয়েতি’ কর্মগুলি করিতে করিতে তুমি যেই জ্ঞানের দ্বারা যুক্ত হইয়া কর্মজন্ত বন্ধনকে ত্যাগ করিতে পারিবে। আত্মানন্দলাভের ইচ্ছা ও ভগবানের আদেশের দ্বারা অতিকষ্টে সাধনীয় কর্মগুলি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার উদ্দেশ্যের মহিমায় তোমার হৃদয়ে অভ্যুদিত আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠার দ্বারা সংসারের বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারিবে। পুত্র, পুত্র ও রাজ্যাদি লাভজনক কর্মগুলি সকাম এবং জ্ঞানফল প্রাপ্তি যাহার দ্বারা হয়, তাহা নিকাম-কর্ম। ইহাই এই শাস্ত্রে বিশেষরূপে বলা হইতেছে ॥৩৯॥

অনুভূষণ—বর্তমানে শ্রীভগবান্ জ্ঞানযোগের উপসংহার করতঃ তাহার উপায়ভূত নিকাম-কর্মযোগের কথা বলিতেছেন। পূর্বে আত্মতত্ত্ব ও অনাত্ম-তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন এবং স্বধর্মাধিকার নিরূপণ করিয়াছেন, এক্ষণে, কি প্রকারে কর্ম করিলে কর্মবন্ধন লাভ হয় না, তাহার উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে, তদাজ্ঞায় কর্ম করিলে অর্থাৎ ভক্তি-বিষয়িনী বুদ্ধিযোগে কর্ম করিলে, সংসার হইতে ত্রাণ হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়,—

“ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্তাশ্চিদ্ধনম্ ॥

কুর্কন্নেবেহ কস্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নাশ্রুততোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরঃ ॥” (১-২)

অর্থাৎ চরাচর সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের ব্যাপ্য বা ভোগ্য। বিষয়সমূহ সেই পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া, তদীয় উচ্ছিষ্ট-দ্বারা জীবন যাপন করা কর্তব্য। ভগবানের সম্পত্তিতে ভোগবুদ্ধি না করিয়া, অনাসক্তির সহিত ভগবৎসেবার্থ বিষয় স্বীকার করাই উচিত। শাস্ত্রবিহিত ভগবদুপাসনাদি কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা সংসাররূপ অশুভের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারা যায় ॥৩৯॥

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিद्यতে ।

স্বল্পমপ্যস্তু ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অর্থ—ইহ (এই ভক্তিয়োগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভ-মাত্রের নাশ)
ন অস্তি (নাই) প্রত্যবায়ঃ ন বিद्यতে (প্রত্যবায় নাই) অস্তু ধর্মস্য (এই
ধর্মের) স্বল্পম্ অপি (অত্যল্পও) মহতঃ ভয়াৎ (সংসাররূপ মহাভয় হইতে)
ত্রায়তে (ত্রাণ করে) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—এই ভক্তিয়োগে অনুষ্ঠান আরম্ভ-মাত্রের নিষ্ফলতা নাই বা
ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই । ইহার অল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠানকারীকে সংসাররূপ
মহাভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই যোগের অভিক্রম ব্যর্থ হয় না এবং তাহাতে
প্রত্যবায়ও নাই ; তাহার স্বল্পানুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় হইতে
পরিত্রাণ করে ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব—বক্ষ্যমাণয়া বুদ্ধ্যা যুক্তং কর্মযোগং স্তোতি,—নেহেতি । ইহ
‘তমেতম্’—ইত্যাদি বাক্যোক্তেঃ নিকামকর্মযোগেহভিক্রমস্তারম্ভস্য ফলোৎপাদ-
কত্বনাশো নাস্তি । আরম্ভস্যসমাপ্তস্য বৈফল্যং ন ভবতীত্যর্থঃ । মন্ত্রাণ্ডঙ্গবৈকল্যে
চ প্রত্যবায়ো ন বিद्यতে । আত্মোদ্দেশমহিম্যা “ওঁ তৎ সৎ” ইতি ভগবন্মায়্যা চ
তস্য বিনাশাৎ । ইহ ভগবদর্পিতস্য নিকামকর্মলক্ষণধর্মস্য কিঞ্চিদপ্যনুষ্ঠিতং সন্
মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তে অনুষ্ঠাতারং রক্ষতি । বক্ষ্যতি চ এবং পার্থ
‘নৈবেহ নামূত্র’ ইত্যাদিনা । কাম্যকর্মাণি সর্বাঙ্গোপসংহারেণানুষ্ঠিতান্যুক্তফলায়
কল্পন্তে । মন্ত্রাণ্ডঙ্গবৈকল্যে তু প্রত্যবায়ং জনয়ন্তীতি । নিকামকর্মাণি তু
যথাশক্ত্যানুষ্ঠিতানি জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ফলং জনয়ন্ত্যেবোক্তহেতুতঃ প্রত্যবায়ং
নোৎপাদয়ন্তীতি ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ—বক্ষ্যমাণ (ক্রমশঃ যাহা বলা হইবে) বুদ্ধির (জ্ঞান, বা যুক্তির)
দ্বারা কর্মযোগের যুক্তিযুক্ততাকে প্রশংসা করিতেছেন—‘নেহেতি’ । এখানে
‘তমেতম্’ ইত্যাদি বাক্য বলেই নিকামকর্মযোগে স্বল্পমাত্র আরম্ভ কর্মের
ফলোৎপত্তির বিনাশ নাই । আরম্ভ-কর্মের সমাপ্তি না হইলেও উহার বৈফল্য
হয় না এবং মন্ত্রাদি-অঙ্গবৈকল্যেও কোন রকম প্রত্যবায় অর্থাৎ ভয় বা পাপ
নাই, আত্মার উদ্দেশ-মহিমায় “ওঁ তৎ সৎ” ইতি (তাহাই সৎ) এই ভগবানের

নামের দ্বারা তাহার (প্রত্যবায়ের) বিনাশ হয়। এই সংসারে ভগবানের প্রতি অর্পিত নিকাম-কর্মাদি-লক্ষণ-ধর্মের একটুমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও অতিশয় ভীষণ সংসার-ভয় হইতে অনুষ্ঠাতাকে রক্ষা করে। পার্থও এইপ্রকার বলিবেন—“নৈবেহ নামুত্র” ইত্যাদির দ্বারা। কাম্যকর্মগুলি সর্বাদ্বীন অনুষ্ঠিত হইয়া সমাপ্তি হইলে উক্ত ফল-লাভের যোগ্য হয়। কাম্যকর্মগুলিতে মত্তাদি অঙ্গ-হানি হইলে কিন্তু প্রত্যবায় (পাপাদি) জন্মায়। নিকাম-কর্মগুলি কিন্তু যথাশক্তি অনুষ্ঠিত হইলে জ্ঞাননিষ্ঠায়ুক্ত ফল উৎপাদন করিবেই, এইজন্ত ইহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না ॥ ৪০ ॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত নিকাম-কর্মযোগ বা ভক্তিযোগের মহিমায় বলিতেছেন যে, ইহার অনুষ্ঠান আরম্ভমাত্রেই ফলপ্রদ। এমন কি, কোন বিঘ্নাদির দ্বারা ক্রমনাশ বা প্রত্যবায়-লাভের সম্ভাবনাও নাই। অধিকন্তু স্বল্প-মাত্রায় অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠানকারীকে সংসার হইতে উদ্ধার করে। ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্মের ইহাই মহিমা। এতদ্ব্যতীত অত্র কিন্তু নির্বিশেষে অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ না হইলে কর্মের দ্বারা ফল-লাভ তো অসম্ভবই পরন্তু প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনাও থাকে।

শ্রীভাগবতে শ্রীনারদের বাক্যে পাই—“নৈকস্ম্যমপি অচ্যুত-ভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্,” অর্থাৎ ভক্তিরহিত নৈকস্ম্য-ভাবও শোভা পায় না।

শ্রীভাগবত আরও বলেন,—“নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্যাতে, ন তীর্থপাদসেবায়ৈঃ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥”

অল্পমাত্র ভগবদ্-ভজনে যে সংসাররূপ মহাভয় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত কিন্তু শ্রীভাগবতে অজামিলাদির চরিত্রে দেখা যায় ॥ ৪০ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।

বহুশাখা হনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

অর্থ—কুরুনন্দন! (হে কুরুনন্দন!) ইহ (এই ভক্তিমার্গে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা (একনিষ্ঠা) হি (কিন্তু) অব্যবসায়িনাম্ (ভক্তিবহিস্মুখগণের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধিসমূহ) অনন্তাঃ বহুশাখাঃ চ (অনন্ত এবং বহুশাখা যুক্ত) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন! ভক্তিমার্গে নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি একবিষয়িণী

হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তিবিশিষ্টগণের বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখা যুক্ত ॥ ৪১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আত্মসাধন-সিদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানযোগ-সাধক কৰ্মযোগে যে বুদ্ধি, তাহা এক ; তাহার নাম ‘ব্যবসায়িক বুদ্ধি’ ; আর অব্যবসায়ী লোকের বুদ্ধি কাম্যকৰ্ম-বিষয়িনী ; তাহা অনেক-বিষয়-নিষ্ঠ বলিয়া বহুশাখাময়ী ও অনন্তকামনা-লক্ষণী ; তাহাতে কৰ্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব—কাম্যকৰ্মবিষয়কবুদ্ধিতো নিকামকৰ্মবিষয়কবুদ্ধে বৈশিষ্ট্যমাহ, —ব্যবসায়িত্ব। হে কুরুনন্দন, ইহ বৈদিকেষু সৰ্বেষু কৰ্মসু ব্যবসায়িক ভগবদর্চনরূপৈনিকামকৰ্মভিবিভুক্তচিত্তো বিষোর্গাদিবৎ তদন্তর্গতেন জ্ঞানেনাত্ম-সাধনামহমভুভবিষ্যামীতি নিশ্চয়রূপা বুদ্ধিরেকা একবিষয়ত্বাৎ। একস্মৈ তদনুভবায় তেষাং বিহিতত্বাদিত্যবৎ। অব্যবসায়িনাং কাম্যকৰ্মানুষ্ঠাতৃণাং তু বুদ্ধয়োহনন্তাঃ, পশুপুল্লংগাদনন্তকামবিষয়ত্বাৎ। তত্রাপি বহুশাখাঃ, এক-ফলকেহপি দর্শপৌর্ণমাসাদাব্যুঃসুপ্রজস্তাত্ত্বান্তরানেকফলাশংশাশ্রবণাৎ। অত্র হি দেহাতিরিক্তজ্ঞানমাত্রমপেক্ষতে, ন তু ভ্রাত্মসাধনং তন্নিশ্চয়ে কাম্যকৰ্মসু প্রবৃত্তেরসম্ভবাৎ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ—কাম্যকৰ্মসম্পর্কীয় বুদ্ধি অপেক্ষা নিকামকৰ্ম-সম্পর্কীয় বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন—‘ব্যবসায়িত্ব’। হে কুরুনন্দন ! এখানে বেদোক্ত সকল-কৰ্ম্মেতে ব্যবসায়িক বুদ্ধি অর্থাৎ ভগবানের অর্চনরূপ-নিকাম-কৰ্ম প্রভৃতির দ্বারা বিভুক্তচিত্ত হইয়া বিষ ও উর্গাদির দ্বারা তদন্তর্গত জ্ঞানের দ্বারা আত্মার যথাযথ-স্বরূপ আমি অনুভব করিব, এই জাতীয় নিশ্চয়রূপা-বুদ্ধি একা ; কারণ একবিষয় (উদ্দেশ্য) হেতু। একেতেই অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরেই, তাঁহার অনুভবের জন্য তাহাদের (সেই সমস্ত কৰ্মের) বিধান করা হইয়াছে এই হেতু। কিন্তু অব্যবসায়িকগণের অর্থাৎ কাম্যকৰ্মানুষ্ঠানকারীগণের বুদ্ধি অসংখ্য, কারণ—পশু, অন্ন, পুত্র, স্বর্গাদি অসংখ্য কাম্যবস্তু (ভোগ্যবস্তু) কামনার বিষয় হেতু। সেখানে বহু শাখা। একরকম ফললাভ হইলেও দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞে আয়ু, সুপ্রজাদি (সুসন্তান) অবান্তর অনেক ফললাভের আকাঙ্ক্ষা শ্রবণ হেতু। এখানে দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানমাত্রই-ফল লাভ হয় (উক্ত আত্মস্বরূপ যথাযথভাবে কিছু হয় না) তাহার নিশ্চয় হইলে, কাম্যকৰ্মে প্রবৃত্তি কখনও সম্ভব নহে ॥ ৪১ ॥

অনুভূষণ—কাম্যকর্ম-বিষয়ক বুদ্ধি হইতে নিষ্কাম-কর্ম-বিষয়ক বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, ইহাতে ভগবদর্চনরূপ-নিষ্কাম-কর্ম থাকে বলিয়া, চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে তখন বিষ ও উর্ণা যেমন অভ্যন্তরস্থ থাকিয়া কার্য্য করে, সেইরূপ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ শুদ্ধ-জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিতে পারেন যে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই আমি ‘আত্মযাথাত্ম্য’ লাভ করিতে পারিব। এই জাতীয় একটি নিশ্চয়্যাত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। ভক্তিরহিত, ঈশ্বরারাধনা-বিমুখ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি কাম্য-কর্মে আসক্ত থাকে বলিয়া, পশু, পুত্রাদি নানা-বিষয়ের কামনা-নিমিত্ত তাহাদের বুদ্ধি বহুশাখা-বিশিষ্ট হয়। উহারা তদ্বারা ‘আত্মযাথাত্ম্য’ লাভ করিতে পারে না। ভগবদ্ভুক্তিতে নিশ্চয়্যাত্মিকা-বুদ্ধি জন্মিলে, তাহার কখনও কাম্যকর্মে প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রীভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“জাতশ্রদ্ধো মৎকথাস্থ নির্বিগ্নঃ সর্বকর্মস্ব ।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥” (১১।২০।২৭-২৮)

অর্থাৎ আমার কথায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং কর্মসমূহ দুঃখপ্রদ বিবেচনা করতঃ তাহাতে উদ্বিগ্ন-ব্যক্তি বিষয়সমূহ কেবল দুঃখাত্মক জ্ঞাত হইয়াও, পরিত্যাগে অসমর্থ হইলে ‘ভগবদ্ভক্তি-দ্বারাই আমার সকল সিদ্ধ হইবে’—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে পরিণামে দুঃখদায়ক বিষয়সমূহ নিন্দার সহিত স্বীকার করিতে করিতে প্রীতির সহিত আমার ভজনে রত হইবেন।

‘দৃঢ়নিশ্চয়’ এই কথার ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—“গৃহাদিতে আমার আসক্তি নাশ বা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় হউক, ভজনেও আমার কোটীবিল্ল হউক বা নষ্ট হউক, অপরাধে যদি নরক হয় হউক, কামও যদি অঙ্গীকার করি, তথাপি ভক্তি ত্যাগ করিব না, জ্ঞান-কর্মাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছাই করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিয়া বলেন—এই প্রকার যাহার নিশ্চয় দৃঢ়।”

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ গীতার এই শ্লোকের টীকায়ও লিখিয়াছেন যে, “সমস্ত বুদ্ধি অপেক্ষা ভক্তিযোগ-বিষয়িনী বুদ্ধি উৎকৃষ্ট। এই ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—আমার শ্রীগুরুর উপদিষ্ট—ভগবৎ-কীর্তন, শ্রবণ, চরণ-পরিচর্যা

ইত্যাদিই আমার সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতু । সাধন-সাধ্য-দশাষয় ত্যাগ করিতে অসমর্থ, আমার এই কামনা, ইহাই আমার কার্য্য, ইহা বিনা আমার কার্য্য নাই, অভিলষনীয় স্বপ্নেও নহে । ইহাতে সুখই হউক বা দুঃখই হউক, সংসার নাশপ্রাপ্ত হউক, বা না হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই—এ প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অকৈতব ভক্তিতেই সম্ভবপর ।” আরও লিখিয়াছেন—“কৰ্ম্মযোগে কাম অনন্ত বলিয়া বুদ্ধিও অনন্ত, তাহার সাধন-কৰ্ম্মগুলি অনন্ত বলিয়া তাহাদের শাখাও অনন্ত ।”

শ্রেয়োমার্গে বুদ্ধি কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বকে নিশ্চয় করে বলিয়া, সে একা অর্থাৎ এক-বিষয়িনী, বহু-বিষয়িনী নহে । ভক্তি-পথেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয় । ভগবদাজ্ঞা-পালনই ভক্তি । যাহার এইরূপ নিশ্চয় জন্মিয়াছে, তাহার বুদ্ধিই ব্যবসায়াত্মিকা ॥৪১॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নাশ্চদস্তীতি-বাদিনঃ ॥৪২॥

অর্থ—পার্থ! (হে পার্থ!) (যে) অবিপশ্চিতঃ (যে মূখগণ) যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং (যে সকল আপাত মনোরম পরিণাম বিষময় মধুপুষ্পিত বাক্য) প্রবদন্তি (ইহাই সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট বেদবাক্য এইরূপ বলে) তে (তাহারা) বেদবাদরতাঃ (বেদের অর্থবাদে রত) অশ্চ ন অস্তি (অশ্চ ঈশ্বর-তত্ত্ব নাই) ইতি বাদিনঃ (এইরূপ প্রজল্পকারী) ॥৪২॥

অনুবাদ—যাহারা মূখ বেদের অর্থবাদে রত, স্বর্গাদি ফল ব্যতীত অশ্চ ঈশ্বরতত্ত্ব নাই, এইরূপ প্রজল্পকারী তাহারা আপাততঃ মনোরম, পরিণামে বিষময় পুষ্পিত বাক্যকে প্রকৃষ্ট বেদবাক্য বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে ॥৪২॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥

অর্থ—(অতএব) কামাত্মানঃ (কামের দ্বারা কলুষিত চিত্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গপ্রার্থী) জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদাম্ (জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগ এবং ঈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ) ক্রিয়াবিশেষবহলাং (ক্রিয়াবিশেষ-প্রচুর) বাচং প্রবদন্তি (বাক্য বলিয়া থাকে) ॥৪৩॥

অনুবাদ—অতএব তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপ্রার্থী, জন্মকর্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি-সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষ-প্রচুর বাক্যসকল বলিয়া থাকে ॥৪৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই অব্যবসায়ী লোকেরা অনভিজ্ঞ, অতএব জড়াতিরিক্ত তত্ত্ব নাই, এরূপ সিদ্ধান্তকারক, সর্বদা বেদবাদে রত (অর্থাৎ বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত), কাম্য-কর্ম-ফলাকাজ্জী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্মফলপ্রদ-ক্রিয়া-বাহুল্য-দ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-সুখলাভের সাধনীভূত আপাত-মনোরম শ্রবণ-রমণীয় (পরিণামে বিষময়) পুষ্পিত-বাক্যে অনুরক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐসকল বাক্য বলিয়া থাকে ॥ ৪২-৪৩ ॥

শ্রীবলদেব—নষেবাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ভবেৎ শ্রুতেশ্তৌল্যাদিতি চেচ্চিত্তদোষান্ন ভবেদিত্যাহ,—যামিতি ত্রিভিঃ । অবিপশ্চিতোহল্লজ্ঞাঃ যামিমাং “জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত” ইত্যাদিকাং বাচং প্রবদন্তি,—ইয়মেব প্রকৃষ্টা বেদবাগিতি কল্পয়ন্তি । তয়া বাচাপহৃতচেতসাং তেষাং সমাধৌ মনসি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে নাভ্যাদেতি ইত্যনুষঙ্গঃ । কীদৃশং বাচমিত্যাহ,—পুষ্পিতামিতি । কুসুমিতবিষলতাবদাপাতমনোজ্ঞাং নিফলামিত্যর্থঃ । এবং কুতস্তে বদন্তি তত্রাহ,—বেদেতি । বেদেষু যে বাদাঃ “অপাম সোমমমৃতা অভূম অক্ষযাং হ বৈ চাতুর্মাশ্রযাজিনঃ স্কৃতং ভবতি” ইত্যাদয়োহর্থবাদান্তেষেব রতাঃ । বেদশ্চ সত্যভাষিত্বাদেবমেবৈতদिति প্রতীতি-মন্তঃ । অতএব নাশ্রুদिति কর্মফলাং স্বর্গাদন্তং জীবাংশিপরমার্থজ্ঞানং লভ্যং মোক্ষলক্ষণং নিরতিশয়ং নিত্যসুখং নাস্তি । তৎপ্রতিপাদিকানাং বেদান্তবাচাং কর্মাক্ষকর্তৃদেবতাবেদকতয়া তচ্ছেষত্বাদিতি বদনশীলা ইত্যর্থঃ । চিত্তদোষমাহ,—কামাত্মানঃ বৈষয়িকসুখবাসনাগ্রস্তচিত্তাঃ । এবং চেৎ তাদৃশং মোক্ষং কুতো নেচ্ছন্তি তত্রাহ,—স্বর্গেতি । স্বর্গ এব সুধাদেবাস্তানাভ্যুপেতত্বেন পরঃ শ্রেষ্ঠো যেষাং তে । তাদৃশাসনাগ্রস্তত্বাত্তেষাং নাশ্রুদ্যত ইত্যর্থঃ । জন্মকর্মেতি—জন্ম চ দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধলক্ষণং, তত্র কর্ম চ তত্তদ্বর্ণাশ্রমবিহিতং, ফলঞ্চ বিনাশি পশ্বন্নস্বর্গাদি । তানি প্রকর্ষণেণবিচ্ছেদেন দদাতি তাং ভোগৈশ্বর্য্যযোগ্যগতিং প্রাপ্তিং প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষা জ্যোতিষ্টোমাদয়ন্তে বহলাঃ প্রচুরা যত্র তাং বাচং বদন্তীতি পূর্বেণান্বয়ঃ । ভোগঃ সুধাপান-দেবাস্তনাদিঃ, ঐশ্বর্য্যঞ্চ দেবাদিস্বামিত্বং তয়োগ্যগতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪২-৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—ইহাদের (কাম্যকর্মাত্মতাগণের) ব্যবসায়াত্মিকা

বুদ্ধি হইবে, কারণ, শ্রুতির সমানতা আছে, ইহা যদি বলা হয়, তাহা হইলে বলিতেছেন—চিত্তের দোষ (মলিনতা) থাকায় উহা হইবে না। ইহাই বলিতেছেন—‘যামিতি ত্রিভিঃ’। অপণ্ডিত অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে ইহা “জ্যোতি-
 ষ্টোমের দ্বারা স্বর্গকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে” ইত্যাদি বাক্য বলিয়া থাকেন। ইহাই যথার্থ বেদবাক্য বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। এই জাতীয় বাক্যের দ্বারা কলুষিত-চিত্ত-ব্যক্তিগণের সমাধিতে বা মনেতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখনও হইবে না এবং হয়ও নাই, ইহাই প্রসঙ্গক্রমে বলা হইল। কিরূপ বাক্য? তাহাই বলা হইতেছে, ‘পুষ্পিতামিতি’। ‘পুষ্পশোভিত’ বিষলতার গায় আপাত মনোরম নিষ্ফল-বাক্য। ইহাই অর্থ। এইরকম কেন তাহারা বলেন— এই সম্পর্কে বলা হইতেছে, ‘বেদেতি’। ‘বেদেতে’ যেই সকল বাক্য “সোমরস পান করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিব এবং চাতুর্মাশ্রয়জ্ঞকর্তার অক্ষয় স্মৃতি লাভ হয়” ইত্যাদি অর্থবাদগুলি (প্ররোচক বাক্যগুলি) অতএব তাহাতেই রত হয়। বেদের কথা অভ্রান্তসত্য বলিয়া এই রকমই ইহা, প্রতীতি-সম্পন্ন। অতএব অণু কোন ফল নহে, ইহা কর্মফল স্বর্গ হইতে ভিন্ন জীবের অংশীভূত পরমার্থ-জ্ঞানলভ্য মুক্তিলক্ষণ নিরতিশয় নিত্যস্থখ নাই। তাহার প্রতিপাদক বেদোক্ত বাক্যগুলির কর্ম, অঙ্গ, অঙ্গীভূতকর্তা ও দেবতার বেদমূলত্বনিবন্ধন তাহারই শেষত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) ইতি বাক্যে নির্ভরশীল। ইহাই অর্থ। চিত্তদোষ কি? তাহা বলা হইতেছে—কাম্যফলাকাজ্জী ব্যক্তি বৈষয়িক স্থখ ও বাসনাতে আসক্ত চিত্ত হন। এই রকমই যখন, তখন এই জাতীয় মুক্তি তাহারা কেন ইচ্ছা করে না—সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—‘স্বর্গেতি’ (তাহাদের পক্ষে) স্বর্গই অমৃত, দেবাস্ত্রনাদিযুক্তহেতু উত্তম—শ্রেষ্ঠ যাহাদের তাহারা। তাদৃশ বাসনাগ্রস্ত বলিয়া তাহাদের অণুকিছু শোভা পায় না, ইহাই প্রকৃষ্টার্থ। ‘জন্মকর্মেতি’—জন্ম—দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক-লক্ষণযুক্ত এবং তাহাতে কর্ম—সেই সেই বর্ণাশ্রম-বিহিত, এবং ফল—বিনাশশীল পশু, অন্ন, স্বর্গাদি। সেই সকল প্রকৃষ্টরূপে অবিচ্ছেদে দান করে, সেই ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রাপ্তির প্রতি যে সকল ক্রিয়াবিশেষ জ্যোতিষ্টোমাদি—তাহারাই বহু ও প্রচুর যেখানে, তাদৃশ বাক্য বলেন ইহা পূর্বের সহিত অম্বয়; ভোগ—সুধাপান, দেবাস্ত্রনাদির (উপভোগ) এবং ঐশ্বর্য—দেবাদি-প্রভুত্ব তাহাদের গতি (সাধনীভূত) ॥ ৪২-৪৩ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি মনে করেন, সকাম কৰ্মপরায়ণ-ব্যক্তিগণের হৃদয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদ্ভব কেন সম্ভব হইবে না? সকলেই তো শ্রুতি অর্থাৎ বেদকে অনুসরণ করিতেছে। তদন্তরে বলিতেছেন যে, চিত্ত-মালিন্যবশতঃ উহা হইবে না, কারণ সংসারে মানবগণ প্রায়শঃ আপাত মনোরম বিষয়েই আকৃষ্ট-চিত্ত। সুতরাং বেদে কৰ্মকাণ্ডে যে সকল ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহা সৌরভশূন্য পুষ্পের ন্যায় শোভাযুক্ত। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাহ্য শোভায় আকৃষ্ট হইয়া, যেমন ঐ পুষ্পকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ বেদে অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যে সকল কৰ্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, উহার দ্বারা মরণান্তে স্বর্গে গমন, তথায় স্বর্গীয় সুখ-পান, উর্বশী প্রভৃতি সুরসুন্দরিগণের সঙ্গ-সুখ, নন্দনকানন-জাত পারিজাত-আম্রাণ প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্যের উপভোগরূপ ফল বিহিত হইয়াছে। বিচার-বিমূঢ় ও তাৎপর্য-জ্ঞানশূন্য মূঢ় ব্যক্তির আপাততঃ প্রিয়, পূর্বোক্ত ফল-প্রদ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, অনিত্য সুখ-লালসায় বেদোক্ত চাতুর্মান্দ্র, সোমযাগ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে অনুরক্ত হয়। এবং কৰ্মকাণ্ডকেই সারভূত মনে করিয়া পরমার্থ-বিচারকে অসার ও তুচ্ছ মনে করে। তাহাদের মতে স্বর্গপ্রাপ্তিই পুরুষার্থের শেষ কথা। এমন কি, অনেক মোহান্বিত জড় বুদ্ধি-বিশিষ্টগণ স্বর্গকেও বহুমানন না করিয়া, এই পৃথিবীতে যতদিন থাকিব, ততদিন কি প্রকারে নানাবিধ সুখ-সন্তোগ লাভ হয়, তজ্জন্ম বেদ-বহির্ভূত জড়ীয় কার্যকলাপকেই সার বলিয়া গ্রহণ করে, ইহারা আরও দুর্ভাগা।

বেদের কৰ্মকাণ্ডে আসক্ত ব্যক্তিগণ এমন ভ্রমাত্মক যে, সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াও, এমন কি, পুণ্যক্ষেয়ে স্বর্গ হইতে পতন অনিবার্য জানিয়াও, তাহাদের অন্তঃকরণ এতই বিবেক ও বৈরাগ্যহীন যে, মোক্ষবিষয়ক-বিচার-গ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহারা বেদোক্ত কৰ্মকাণ্ডীয় অগ্নিহোত্রাদি-ক্রিয়াকলাপেরও প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে অক্ষম। তাদৃশ বৈদিক যজ্ঞাদি সকাম বলিয়া উহার দ্বারা যে কখনও চিত্তশুদ্ধি হইবে না, ইহাও বুঝিতে পারে না। সেইজন্য ভক্তিমূলক পরমাত্ম-চিন্তা তাহাদের মলিন-হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না। এইজন্যই বলা হইয়াছে, ভগবদর্পিত নিকাম-কৰ্মযোগ অবলম্বন না হইলে, চিত্তশুদ্ধি হয় না, আবার চিত্তশুদ্ধি না হইলে, শুদ্ধ-জ্ঞানোদয় এবং চরমে ভক্তির উদয় হয় না, অবশ্য সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের রূপায় ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রথমেই

ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিতে পারিলে, ভগবদ্-ভজনের ফলেই আনুষ্ঠানিকরূপে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করে। কিন্তু সকাম কৰ্ম্মাদিগের চিত্ত মলিন হইয়া ক্রমশঃ অজ্ঞান-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকে ॥৪২-৪৩॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

অর্থ—তয়া (সেই মধুপুষ্পিত বাক্যের দ্বারা) অপহৃতচেতসাং (অপহৃত-চিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত জনগণের) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে) ন বিধীয়তে (সমাহিত হয় না) ॥৪৪॥

অনুবাদ—সেই মধুপুষ্পিত বাক্যের দ্বারা যাহাদের চিত্ত অপহৃত, সেই ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত জনগণের সমাধিতে অর্থাৎ ভগবানে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাহিত হয় না ॥৪৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-স্থখে একান্ত আসক্ত, সমাধি-অভাবে সেই অবিবেকী মূঢ়জনগণের ভগবানে একনিষ্ঠতা-বুদ্ধি বিহিত হয় না, যেহেতু তাহাদের চিত্ত ঐ সকল পুষ্পিত বাক্য-দ্বারা অপহৃত ॥৪৪॥

শ্রীবলদেব—ভোগেতি। তেষাং পূর্ব্বোক্তয়োভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাং ক্ষয়িদোষাস্ফূর্ত্যা তয়োরভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপহৃতং বিলুপ্তং চেতো বিবেকজ্ঞানং যেষাং তাদৃশানাং সমাধাবিতি যোজ্যম্,—সমাগাধীয়তেহস্মিন্নাত্ম-তদ্ব্যথাআমিতি নিকৃত্তেঃ সমাধিৰ্ননস্তস্মিন্মিত্যর্থঃ ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ—‘ভোগেতি’, সেই পূর্ব্বোক্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ক্ষয়িদোষের ঐশ্বর্য্যপেও পরিস্ফুরণ হয় না বলিয়া, তাহাতে অতিশয় আসক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের, সেই (আপাতরম্য) পুষ্পিত-বাক্যের দ্বারা অপহৃত—বিলুপ্ত-চিত্ত-বিবেকজ্ঞান যাহাদের, তাহাদের সমাধিতে, ইহা যোজনা করিবে।—(সমাধি শব্দের অর্থ) সমাকরূপে নিবিষ্ট হয় এই আত্মার যথাযথতত্ত্ব, এই নিকৃতি (ব্যাপ্তি)-হেতু সমাধি—মন তাহাতে এই অর্থ ॥৪৪॥

অনুভূষণ—ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি একান্ত আসক্ত-ব্যক্তিগণের চিত্ত ও বিবেক তদ্বারা লুপ্ত হওয়ায়, তাহারা স্বর্গাদি ভোগের অনিত্যতা বিন্দুমাত্রও মনে করিতে চায় না। সুতরাং এতাদৃশ সকাম কৰ্ম্মানুষ্ঠানরত মূঢ় ব্যক্তিগণের

বুদ্ধি কখনও সমাধি লাভে সমর্থ হয় না বলিয়া, শ্রীভগবানে ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাহাদের উদ্ভিত হয় না ॥৪৪॥

ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা নিষ্টৈগুণ্যো ভবাজ্জুন ।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বশ্চো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

অর্থ—অজ্জুন ! (হে অজ্জুন !) বেদাঃ (বেদসমূহ) ত্রেগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক) (অং তু—তুমি কিন্তু) নিষ্টৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণাতীত) নির্দ্বন্দ্বঃ (গুণময় মানাপমান রহিত) নিত্য সত্ত্বশ্চঃ (শুদ্ধ-সত্ত্বে অবস্থিত) নির্যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেম রহিত) আত্মবান্ (মদন্ত বুদ্ধি-যুক্ত) ভব (হও) ॥৪৫॥

অনুবাদ—হে অজ্জুন ! তুমি বেদোক্ত ত্রেগুণ্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া নিগুণ তত্ত্বে প্রবেশ কর, গুণময় মানাপমানাদি রহিত হও । নিত্যসত্ত্ব আমার ভক্তগণের সঙ্গ কর । মদন্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া যোগ ও ক্ষেমের অনুসন্ধান রহিত হও ॥৪৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয় অর্থাৎ উদ্ভিষ্ট বিষয় ও নির্দিষ্ট বিষয় । যে-বিষয়টি যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্ভিষ্ট বিষয় ; আর যাহার নির্দেশে উদ্ভিষ্ট বিষয় লক্ষিত হয়, সেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট বিষয় । অরুক্ষতী যে-স্থলে উদ্ভিষ্ট বিষয়, সে-স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থল তারকা, তাহাই নির্দিষ্ট বিষয় হয় । বেদসমূহ নিগুণ তত্ত্বকে উদ্ভিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করেন, নিগুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দেশ করিয়া থাকেন । সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম-দৃষ্টিক্রমে বেদসকলের ‘বিষয়’ বলিয়া বোধ হয় । হে অজ্জুন ! তুমি সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নিগুণতত্ত্বরূপ উদ্ভিষ্ট তত্ত্ব লাভ করত নিষ্টৈগুণ্য স্বীকার কর । বেদশাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমো-গুণাত্মক কর্ম, কোন-স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ-বিশেষ-স্থলে নিগুণা ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে । গুণময়-মানাপমানাদি-দ্বন্দ্ব-ভাবরহিত হইয়া নিত্যসত্ত্বশ্চ অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বভাবে অবস্থিতিপূর্বক যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ করত বুদ্ধিযোগ-সহকারে নিষ্টৈগুণ্য লাভ কর ॥৪৫॥

শ্রীবলদেব—নহু ফলনৈরপেক্ষ্যেণ কর্মাণি কুর্বাণানপি তানি স্বফলৈর্যোজ-
য়েয়ুস্তৎস্বাভাব্যাত্ততঃ কথং তদ্বুদ্ধেঃ সম্ভব ইতি চেত্তত্রাহ,—ত্রেগুণ্যোতি ।

ত্রয়াণাং গুণানাং কৰ্ম ত্রৈগুণ্যম্—“গুণবচনব্রাহ্মণাদিত্যঃ কৰ্মণি চ” ইতি সূত্রাৎ
 ষাণ্—সকামত্বমিত্যর্থঃ ; তদ্বিষয়া বেদাঃ কৰ্মকাণ্ডানি ; তৎ তু তচ্ছিরোভূত-
 বেদান্তনিষ্ঠো নিস্ত্রৈগুণ্যো নিকামো ভব। অয়মর্থঃ,—পিতৃকোটিবৎসলো হি
 বেদোহনাদিভগবদ্ভিমুখান্মায়াগুণৈর্নিবদ্ধাংস্তদগুণমৃষ্টসাত্ত্বিকাদিস্থখসন্তান্ প্রতি
 তৎকামাননুরূধ্য ফলানি প্রকাশয়ন্ স্বস্মিন্স্থান্বিশ্রান্তয়তি। তদ্বিশ্রান্তেণ তৎ-
 পরিশীলিনস্তে তন্মূৰ্দ্ধভূতোপনিষৎপ্রতীতাত্মযাথাঅ্যানিশ্চয়েন তাং বুদ্ধিং যাস্তীতি
 ন চাকামিতাত্মপি তাত্মাপতেয়ঃ, কামিতানামেব তেষাং ফলত্বশ্রবণাৎ। ন চ
 সৰ্বেষাং বেদানাং ত্রৈগুণ্যবিষয়ত্বম্,—নিস্ত্রৈগুণ্যতায়্যা অপ্রামাণিকত্বাপত্তেঃ।
 ননু শীতোষ্ণাদিনিবারণায় বস্ত্রাদেঃ কাম্যত্বাৎ কথং নিকামত্বম্? তত্রাহ,—
 নিৰ্বন্দ্ব ইতি। “মাত্রাস্পর্শাস্ত্ব কোন্তেয়” ইত্যাদিবিমর্শেন দ্বন্দ্বসহো ভব। তত্র
 হেতুর্নিত্যেতি,—নিত্যং যৎ সত্ত্বমপরিণামিত্বং জীবনিষ্ঠং তৎস্বস্তদ্বিভাব্যেত্যর্থঃ।
 তত এব নির্যোগক্ষেমঃ। অলঙ্কলাভো যোগঃ লক্ষ্য পরিরক্ষণং ক্ষেমং তদ্রহিতো
 ভবেত্যর্থঃ। ননু ক্ষুৎপিপাসে তথাপি বাধিকে ইতি চেত্তত্রাহ,—আত্মবানিতি।
 যাত্মা বিশ্বন্তরঃ পরমাত্মা স যস্য ধ্যেয়তয়াস্তি তাদৃশো ভবেত্যর্থঃ,—স তে
 দেহযাত্রাং সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ ॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—ফলের কামনা না করিয়া কৰ্মগুণি ঘাঁহারা করেন,
 তাঁহাদিগকেও সেইসব কৰ্মসকল স্বকীয় স্বাভাবিক ফলের দ্বারা অভিভূত (যুক্ত)
 করিবেই। কারণ উহা কৰ্মের স্বভাব। অতএব কিরূপে (পূর্বোক্ত) সেইরকম
 বুদ্ধি সম্ভব, এইরকম প্রশ্ন যদি হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—‘ত্রৈগুণ্যেতি’।
 তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজ ও তমঃ) কৰ্ম ত্রৈগুণ্য—“গুণবচনব্রাহ্মণাদিত্যঃ কৰ্মণি”
 এই সূত্রানুসারে ষাণ্ (য্) সকামত্ব এই অর্থ। সেইরূপ বিষয়পূর্ণ বেদ
 (প্রাপ্ত) কৰ্মকাণ্ডগুলি। (অতএব) তুমি কিন্তু তাহার (বেদের) শিরোভূত
 বেদান্তনিষ্ঠ ত্রিগুণাতীত নিকামী হও। ইহার অর্থ—বেদ পিতৃকোটি-
 বৎসল অর্থাৎ কোটি কোটি পিতামাতার মত হিতোপদেশপূর্ণ, অনাদি
 কাল হইতে ভগবানের প্রতি বিমুখতাবশতঃ (তাঁহার) মায়াগুণের
 দ্বারা আবদ্ধ ও তৎগুণমৃষ্ট সাত্ত্বিকাদি স্থখাদির প্রতি আসক্ত ব্যক্তিসমূহের
 প্রতি সেই কামনানুসারে ফলগুলি প্রকাশ করিতে করিতে নিজের
 প্রতি তাহাদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করে। সেই বিশ্বাসের প্রতি অতিশয়
 আসক্তি থাকায়, তন্মার্গাবলম্বিগণ তৎ-মার্গের শ্রেষ্ঠ, উপনিষদ-প্রতীত আত্মার

যথার্থ-তত্ত্ব নিশ্চয়ের দ্বারা সেই বুদ্ধির প্রতিই আসক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। কামনার বিষয়ীভূত না হইলেও সেগুলি আসিয়া পড়িবে, ইহা নহে ; কাম্যবস্তুরই ফলত্ব অবগত হইতে। কিন্তু সকল বেদের ত্রিগুণ-বিষয়ত্ব বলা যায় না—নিষ্টৈ-গুণ্যতার অপ্রামাণিকত্ব হইতে পারে। প্রশ্ন—শীত ও উষ্ণাদি নিবারণের জন্য যখন বস্ত্রাদির প্রতি কামনা আছে, তখন উহা কিরূপে নিকামত্ব হইতে পারে ? এই সম্পর্কে বলিতেছেন—‘নিদ্বন্দ্ব’ ইতি “মাত্রাস্পর্শাস্ত্ব কৌন্তেয়” ইত্যাদি বিচার করিয়া তুমি সুখ ও দুঃখ উভয়টী সহ্য কর। এই সম্পর্কে হেতু—‘নিত্যোতি’—নিত্য যে সমস্ত অপরিণামী জীবনিষ্ঠ, তাহা তাহা চিন্তা করিয়া, ইহাই অর্থ। তাহাতেই নির্যোগক্ষেম হওয়া যায়। অলঙ্ক-লাভের নাম যোগ এবং লঙ্ক-বস্তুকে সম্যক্রূপে রক্ষার নাম ক্ষেম, তদুভয় রহিত হও অর্থাৎ তুমি তাহাতে আসক্ত হইও না। প্রশ্ন,—ক্ষুধা ও পিপাসা বাধা দিবে, ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—‘আত্মবানিতি’—‘আত্মা’—বিশ্বস্তর পরমাত্মা তিনি যাহার ধোয় রূপে আছেন—তুমি সেইরূপ হও, তিনি তোমার দেহ-যাত্রা সম্পন্ন করাইবেন ॥৪৫॥

অনুভূষণ—অর্জুন যদি বলেন যে, হে কৃষ্ণ ! তুমি বলিলে যে, নিকাম-কর্মযোগে চিন্তা-ভুদ্ধি হইলে আত্মযাথাত্মা লাভ হয়, আর সকাম-কর্মের দ্বারা চিন্তা মলিন হয় বলিয়া, সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে হয়। কিন্তু কামনা পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম করিলেও তো কর্মসকল স্বাভাবিক ফলের দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি লাভ হইতে পারে ? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই তিন গুণের কর্মই ত্রৈগুণ্য। তুমি নিষ্টৈগুণ্য হও। শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন যে, বেদ পিতৃকোটি বংশল স্ততরাং গুণপ্রধান মানবের সাধারণ হিতের জন্য প্রথমে সকাম-কর্মের কর্তব্যত্ব প্রতিপাদন করিলেও, চরম ও পরম হিতের উদ্দেশ্যপূর্বক গুণাতীত বিষয়ই নির্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামহুশাসনম্ ॥

কর্মমোক্ষায় কর্মানি বিধন্তে হৃগদং যথা ॥” ১১।৩।৪৪॥

পরোক্ষবাদ (অর্থাৎ একপ্রকারে স্থিত বস্তুর যথার্থতত্ত্ব গোপন করিবার জন্য অন্য প্রকারে তাহার বর্ণন) বেদের একটী স্বভাব। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

“পিতা যেরূপ পুত্রের রোগনিবারণের জন্ত কুসুমিতবাক্যে মধুরদ্রব্যের আশা প্রদান করিয়া পরে তাহা হইতে বঞ্চনাপূর্বক পুত্রের মঙ্গল-কামনায় মঙ্গলকর ঔষধাদি দান করেন, কুপথ্যের প্রলোভন দিয়া পুত্রকে ঔষধগ্রহণে কৌতুহলাক্রান্ত করান, তদ্রূপ কৰ্ম্মকাণ্ডপর ফলভোগের আশাভরসায় উৎসাহিত করিয়া বেদসমূহ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অদূরদর্শী কৰ্ম্মীকে কৰ্ম্মকাণ্ডের লোভ দেখাইয়া কৰ্ম্মফল ভোগ হইতে অবসর দেন। “প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা” এবং “আশু নিবৃত্তিরিষ্টা” প্রভৃতি শ্লোকে অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী আধ্যাত্মিক বালকগণের অনুশাসনের জন্তই কৰ্ম্মকাণ্ডের উপদেশ। কৰ্ম্মকাণ্ড-লক্ষণ যে বেদপুরুষের আধ্যাত্মিক দর্শন, তাহা অনুমিতিপর হইলে, উহাই ‘পরোক্ষ’। আধ্যাত্মিক পরোক্ষও স্থূলপ্রত্যক্ষ বা সূক্ষ্ম-অনুমিতিপর অদৃষ্ট-ভোক্তার ফলভোগ কামনোথ ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-জন্ত মাত্র। অপরোক্ষ-বিচারে কেবল নির্বৈশিষ্ট্য-স্থাপন—বিচারবিপ্লবমাত্র। উহা সূচু বেদবিচার-সঙ্গত নহে।”

এজন্ত অনেকেই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হরিভজন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া কৰ্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে আবদ্ধ হয়।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন,—

“কৰ্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিঘের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।

নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥”

সুতরাং শাস্ত্রে হরিভজন-পর নিষ্কৈণ্ডণ্যের উপদেশ। যদি কেহ মনে করেন যে, মনুষ্যের শীত, উষ্ণাদি নিবারণের জন্ত যখন বস্ত্র ও শীতল দ্রব্যের প্রয়োজন, তখন নিষ্কাম হওয়া যায় কি প্রকারে? তদন্তরে বলিলেন যে, তুমি নিৰ্দ্ধন্দ হও অর্থাৎ পূর্বোক্ত “মাত্রাস্পর্শাস্ত কৌন্তেয়” শ্লোকানুসারে শীত ও উষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হও। যদি বলেন যে, শীতোষ্ণাদিজনিত অসহ-দুঃখাদি কি প্রকারে সহ করা যাইবে? তদন্তরে বলিতেছেন, তুমি ‘নিত্য-সদ্বস্থ’ হও; অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থিত হও। যদি বলেন যে, শীতোষ্ণাদি সহ করিলেও ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণের জন্ত অলব্ধ-বস্ত্রের লাভ, লব্ধ-বস্ত্রের রক্ষণে যত্ন তো করিতেই হইবে; তাহা হইলে কিরূপে নিত্যসদ্ব্যবলম্বী হওয়া

যাইবে? তদন্তরে বলিতেছেন,—তুমি যোগ ও ক্ষেম পরিত্যাগ কর। যদি বলেন যে, সব পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ হইবে? তদন্তরে বলিতেছেন যে, তুমি আত্মবান্ হও অর্থাৎ সৰ্ব্বেচ্ছিত্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবানের চিন্তায় অনন্তভাবে রত হও। যেমন নবমে বলিবেন,—“অনন্তা-
চ্চিন্তয়ন্তো মাং...যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥”

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

“যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্ত হইয়া।

তা’রে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া ॥

যেই মোরে চিন্তে, নাহি যায় কারো দ্বারে।

আপনে আসিয়া সৰ্ব্বসিদ্ধি মিলে তা’রে ॥”

অনুব্রণ্ড পাওয়া যায়,—

“ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বার্থাং কুর্কন্তি বৈষ্ণবাঃ।

যোহসৌ বিশ্বন্তরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে” ॥৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণশ্চ বিজানতঃ ॥৪৬॥

অনুব্রণ্ড—উদপানে (কূপে) যাবান্ (যে পর্য্যন্ত) অর্থঃ (প্রয়োজন) তাবান্ (সেই পর্য্যন্ত প্রয়োজন) সৰ্ব্বতঃ (সৰ্ব্বতোভাবে) সংপ্লুতোদকে (মহাজলাশয়ে বা সরোবরে) (ভবতি—সিদ্ধ হয়) (তথা—সেই প্রকার) সৰ্ব্বেষু বেদেষু (সমস্ত বেদে) (যাবন্তোহর্থান্তাবন্তঃ—যাবৎ প্রয়োজন সেই সমস্তই) বিজানতঃ ব্রাহ্মণশ্চ (বেদজ্ঞ ভক্তিয়ুক্ত ব্রাহ্মণের) (ভবতি—হয়) ॥৪৬॥

অনুবাদ—কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক মহাজলাশয়ে সেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই প্রকার বেদোক্ত বিভিন্ন দেবতাগণের উপাসনার দ্বারা যে যে ফল সিদ্ধ হয়, ভগবদুপাসনাদ্বারা বেদতাৎপর্য্যবিদ ভক্তিয়ুক্ত ব্রাহ্মণের সেই সকল-ফলই লাভ হইয়া থাকে ॥৪৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কূপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে ‘উদপান’ এবং অতি বৃহৎ জলাশয়কে ‘সংপ্লুতোদক’ বলে ; সংপ্লুতোদকে যেরূপ স্নান-পানাদি কার্য্য হয়, উদপানেও তদ্রূপ হয়। সেইরূপ বেদ-তাৎপর্য্যবিৎ ব্রাহ্মণের সৰ্ব্বেবেদে যে কার্য্য হয়, স্বীয় শাখা ও উপনিষদাশ্রয়েও সেই আত্মযাথাঅ্যালাভরূপ কার্য্য হয় ॥৪৬॥

শ্রীবলদেব—নহু সৰ্বান্ বেদানধীয়ানশ্চ বহুকালব্যয়াদ্ভবিস্ফেপসম্ভবাচ্চ কথং তদ্বুদ্ধিরভ্যুদয়স্তত্রাহ, —যাবানিতি । সৰ্বতঃ সংপ্লুতোদকেতি । বিস্তীর্ণে উদপানে জলাশয়ে স্নানার্থিনো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং তাবানেব স তেন তস্মাৎ সংপাণতে । এবং সৰ্বেষু সোপনিষৎসু বেদেষু ব্রাহ্মণশ্চ বেদাধ্যায়িনো বিজ্ঞানত আত্মযাথাগ্ন্যজ্ঞানং লক্ষ্যকামশ্চ যাবান্ তজ্জ্ঞানসিদ্ধিলক্ষণোহর্থঃ শ্রান্তাবানেব তেন তেভ্যঃ সংপাণতে ইত্যর্থঃ । তথা চ স্বশাখ্যৈব সোপ-নিষদাচিরেণৈব তৎসিদ্ধৌ তদ্বুদ্ধিরভ্যুদয়াদেবেতি । ইহ দাষ্ট্যান্তিকেহপি যাবাংস্তাবানিতি পদদ্বয়মনুষঙ্গনীয়ম্ ॥৪৬॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে বহুকাল গত হওয়ার ফলে বহুপ্রকার চিন্তের বিক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবেই, অতএব কি প্রকারে তাহার (হৃদয়ে) সেই বুদ্ধির অভ্যুদয় হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে—‘যাবানিতি’ । ‘সৰ্বতঃ সংপ্লুতোদকেতি’ । বিস্তৃত উদপানে অর্থাৎ মহাজলাশয়ে স্নানার্থি-ব্যক্তিগণের যেই পরিমাণ স্নান-পানাদি প্রয়োজন, ততটাই তাহা হইতে সম্পন্ন হয় । এইরকম উপনিষদসহ সমস্ত বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদাধ্যায়ি-ব্যক্তির আত্মাসম্পর্কে যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যতটা সম্ভব, ততটাই আত্মজ্ঞান-সিদ্ধিরূপ-প্রয়োজন তাহা হইতেই তাঁহারা লাভ করিয়া থাকেন । অতএব বেদের শাখার সহিত সমগ্র উপনিষদ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদীয় উপদেশাদি পালনের দ্বারা অচিরেই তাহার (সেই সদ্বুদ্ধির) উদয় হইবেই । এখানে দৃষ্টান্তের অন্তর্ভূত গুঢ় অর্থও যতটা ও ততটা এইপদদ্বয়কে আলোচনার জন্ত সংযোজিত করিতে হইবে ॥৪৬॥

অনুব্রূষণ—পুষ্করিণী, কূপাদি ক্ষুদ্র-জলাশয়-সমূহে যেমন পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য কৃত হইতে পারে, তেমন বৃহৎ-জলাশয়-সমুদ্রে, বা মহাহ্রদে তাহা সকলই একত্রে সম্পন্ন হয়, সেইরূপ বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনার দ্বারা যে সকল ফল লাভ হয়, তাহা সমুদয় এক শ্রীভগবানের উপাসনার দ্বারা লাভ হইতে পারে । পরমার্থ-তত্ত্বাভিজ্ঞ ভগবদর্পিতহৃদয় ব্রাহ্মণের সর্ববেদৈকবেত্ত সর্বসার শ্রীভগবানের সেবার দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে । প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ জানেন যে, ভগবদ্ভক্তিই সর্ববেদ-তাৎপর্য্য বা সার । আর সেই ভক্তিয়োগে ঐকান্তিক নিষ্ঠাই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ॥৪৬॥

কৰ্মণ্যেবাহিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কৰ্মফলহেতুভূৰ্মা তে সঙ্গোহস্বকৰ্মণি ॥ ৪৭ ॥

অর্থ—তে (তোমার) কৰ্মণি (কৰ্মমাত্রে) অধিকারঃ (অধিকার) ফলেষু (কৰ্মফলে) কদাচন মা (কখনও না হউক) কৰ্মফলহেতুঃ (কৰ্মফলের হেতু বা উৎপাদক) মা ভূঃ (হইও না) তে (তোমার) অকৰ্মণি (কৰ্মাকরণে) সঙ্গঃ (নিষ্ঠা) মা অস্তু (না হউক) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—তোমার স্বধৰ্মবিহিত কৰ্ম করিবার অধিকার আছে। কিন্তু কৰ্মফলে অধিকার নাই। তুমি কাম্য কৰ্ম করিয়া কৰ্মফলের হেতু হইও না। স্বধৰ্মোচিত কৰ্ম অকরণে তোমার নিষ্ঠা যেন না হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কৰ্ম, অকৰ্ম ও বিকৰ্ম,—এই তিন প্রকার কৰ্ম-সম্বন্ধী বিচার; তন্মধ্যে বিকৰ্ম অর্থাৎ পাপাচরণ এবং অকৰ্ম অর্থাৎ স্বধৰ্মো-ত্তেজিত কৰ্ম না করা, এই দুইটি নিতান্ত অমঙ্গলজনক। তোমার যেন অকৰ্মে সঙ্গ অর্থাৎ প্রীতি না হয়; অকৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি কৰ্মকে সাবধানে আচরণ করিবে। কৰ্ম—তিন প্রকার অর্থাৎ নিত্যকৰ্ম, নৈমিত্তিক-কৰ্ম ও কাম্যকৰ্ম। তন্মধ্যে কাম্যকৰ্ম অমঙ্গলজনক; যাঁহারা কাম্যকৰ্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কৰ্মফলের হেতু হন। অতএব আমি তোমার মঙ্গলের জন্ত বলিতেছি যে, তুমি কৰ্মাশ্রয় করত কৰ্মফলের হেতু হইও না। স্বধৰ্মবিহিত কৰ্ম করিতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কৰ্মফলে তোমার অধিকার নাই। যাঁহারা যোগ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সংসারযাত্রা-নিৰ্বাহের জন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম স্বীকৃত হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবলদেব—নহু কৰ্মভিজ্ঞানসিদ্ধিরিচ্ছাতে চেতর্হি তশ্চ শমাদীন্তেবাস্ত-রঙ্গত্বাদনুষ্ঠেয়ানি সন্তু কিং বহুপ্রয়াসৈস্তৈরিতি চেত্তত্রাহ,—কৰ্মণ্যেবেতি; জাতৈত্যকবচনম্। তে তব স্বধৰ্মেহপি যুদ্ধেহধর্মবুদ্ধেরশুদ্ধচিত্তশ্চ তাবৎ কৰ্মস্বৈব যুদ্ধাদিষধিকারোহস্তু ময়েতানি কর্তব্যানীতি তৎফলেষু বন্ধকেষু তবাহিকারো-মাস্তু ময়েতানি ভোক্তব্যানীতি। নহু ফলেচ্ছাবিরহেহপি তানি স্বফলৈর্যো-জয়েয়ুরিতি চেত্তত্রাহ,—মা কৰ্মেতি। কৰ্মফলানাং হেতুরুৎপাদকস্বং মা ভূঃ কামনয়া কৃতানি তানি স্বফলৈর্যোজয়ন্তি,—কামিতানাং ফলানাং নিযোজ্য-বিশেষণত্বেন ফলত্বান্নাতাৎ। অতএব বন্ধকানি ফলানি আপতিশ্চত্বীতি ভয়াদ-কৰ্মণি কৰ্মাকরণে তব সঙ্গঃ প্রীতির্মাস্তু কিন্তু বিদ্বেষ এবাস্তিত্যর্থঃ।

নিষ্কাম-ত্যাগুষ্ঠিতানি কৰ্ম্মাণি যষ্টিধাত্তবদন্তরেব জ্ঞাননিষ্ঠাং নিস্পাদয়িষ্যন্তি ;—
শমাদীনি তু তৎপৃষ্ঠলগ্নাত্তেব স্থ্যারিত্তি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—যদি কর্ম্মের দ্বারাই অতীষ্টজ্ঞান লাভ হয়, ধারণা করা হয়, তাহা হইলে তাহার (কর্ম্মের) শমপ্রভৃতি গুণ অন্তরঙ্গত্বহেতু তাহাদেরই অনুষ্ঠান করা হউক, বহুপ্রয়াসসাধ্য ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে—‘কর্ম্মণেবেতি’, জ্ঞাতিতে একবচন । তোমার স্বধর্ম্ম যুদ্ধেও যখন অধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হইয়া চিত্তের মলিনতা উপস্থিত হইয়াছে, তখন কর্ম্মস্বরূপ যুদ্ধাদিতে তোমার অধিকার (আসক্তি) হউক । আমার পক্ষে এইগুলি কর্তব্য, এইভাবে তাহার ফলের প্রতি চিন্তা করিলে, যখন বাধা আসে, তখন তাহাতে তোমার অধিকার না হউক, আমার পক্ষে এইসকল ভোগকরা উচিত । প্রশ্ন—ফললাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম (যুদ্ধ) করিলেও কর্ম্মই স্বীয়ফলের দ্বারা আমাকে অভিভূত করিবেই । ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—‘মা কর্ম্মেতি’ । কর্ম্মফল সমূহের হেতু—উৎপাদক তুমি হইও না ; কামনাবশতঃ কৃতকর্ম্মগুলি স্বকীয় ফলের দ্বারা সংযোজিত হইবেই । কারণ—কাম্যফলের স্বাভাবিক নিয়োজ্য-বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই ফললাভ হইবে । অতএব প্রতিবন্ধক (যুদ্ধের) ফলগুলি ভোগ করিতে হইবে ; এই ভয়ে অকর্ম্মেতে অর্থাৎ কর্ম্ম করার অপ্রবৃত্তিতে তোমার আসক্তি ও আনন্দ না হউক কিন্তু বিদ্বেষ্ট হউক—ইহাই অর্থ । নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি যষ্টিধাত্তের ন্যায় ভিতরে ভিতরেই জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা (আসক্তি) সম্পাদন করিবেই । কিন্তু শমগুণ প্রভৃতি তাহার পৃষ্ঠলগ্নই হইবে ॥ ৪৭ ॥

অনুব্রূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্বে জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারীর বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক বর্ত্তমানে অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া তদনধিকারীর জন্ম নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের উপদেশ দিতেছেন । চিত্তের মলিনতা দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানাধিকার হয় না, অতএব অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানই বিধেয় । কিন্তু সেই কর্ম্ম ক্রীকরূপে আচরণ করিতে হইবে, তাহাই এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের ভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই আলোচ্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ ।

বেদশ্চ চেশ্বরাত্মহাত্তত্র মুহুন্তি স্মরয়ঃ ॥” (১।১।৩।৪৪) ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

অনুব্য—ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয় !) সঙ্গং (কর্তৃত্বাভিনিবেশ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ (কর্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সম ভূত্বা (সম-ভাবাপন্ন হইয়া) যোগস্থঃ (ভক্তিযোগে স্থিত হইয়া) কৰ্ম্মাণি কুরু (স্বধর্ম-বিহিত কর্ম কর) (যতঃ—যেহেতু) সমত্বং (সমত্বই) যোগঃ উচ্যতে (যোগ বলিয়া কথিত হয়) ॥৪৮॥

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয় ! ফলকামনাত্যাগপূর্বক ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া স্বধর্ম-বিহিত কর্ম কর । কর্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ বলিয়া কথিত হয় ॥৪৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক যোগস্থ হইয়া স্বধর্ম-বিহিত কর্ম আচরণ কর ; কর্মফলের সিদ্ধি ও তাহার অসিদ্ধি, এতদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি অর্থাৎ চিন্তসমাধান, তাহাকে ‘যোগ’ বলে ॥৪৮॥

শ্রীবলদেব—পূর্বোক্তং বিশদয়তি,—যোগস্থ ইতি । অং সঙ্গং ফলাভিলাষং কর্তৃত্বাভিনিবেশং চ ত্যক্ত্বা যোগস্থঃ সন্ কৰ্ম্মাণি কুরু যুদ্ধাদীনি । আত্মেন মায়া নিমজ্জনমেব ; দ্বিতীয়েন তু স্বাতন্ত্র্যালক্ষণপরেণ ধর্মচৌর্য্যং, তেন তন্মায়া-ব্যাকোপঃ ;—অত স্তয়োঃ পরিত্যাগ ইতি ভাবঃ । যোগস্থপদং বিবৃণোতি,—সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরিতি । তদনুষঙ্গফলানাং জয়াদীনাং সিদ্ধ্যবসিদ্ধৌ চ সমো ভূত্বা রাগদ্বेषরহিতঃ সন্ কুরু । ইদমেব সমত্বং ময়া যোগস্থ ইত্যত্র যোগশব্দেনোক্তং, চিন্তসমাধানরূপত্বাং ॥৪৮॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্বোক্ত অর্থের বিশদ বর্ণনা করিতেছেন—‘যোগস্থ’ ইতি । তুমি কর্মের ফলাভিলাষরূপ সঙ্গ ও কর্তৃত্বাভিমানকে ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া যুদ্ধরূপ কর্মগুলি কর । আত্মের দ্বারা (প্রথমপক্ষে) মায়াতে নিমজ্জিত হইবেই । দ্বিতীয়পক্ষে কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-স্বরূপ পরেশ-ধর্ম আহরণ করিবে । তাহাতে সেই মায়ার প্রকোপ নষ্ট হইবে । অতএব উভয়টী তোমার পক্ষে ত্যাগ করা উচিত । যোগস্থ পদের অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—‘সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরিতি’ । কর্মের (যুদ্ধের) আনুষঙ্গিক-ফল জয় ও পরাজয়াদি-বিষয়ে অর্থাৎ সিদ্ধি ও অসিদ্ধি-বিষয়ে তুমি সমদর্শী হইয়া আসক্তি ও বিদ্বেষ শূন্য হইয়া কর্ম কর ।

ইহাই 'সমতা', আমা কর্তৃক 'যোগস্থ' এখানে যোগশব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। কারণ—ইহার দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপের সমাধান হয় ॥৪৮॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে; ফলাসক্তি এবং কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করা উচিত। তাহাই যোগ। একমাত্র শ্রীভগবদাশ্রিত বুদ্ধিতে, তাঁহাতেই সকল সমর্পণপূর্বক কৰ্ম্ম করণীয়। তাহার আনুষ্ঠানিকরূপে জয় ও পরাজয়াদিতে সমবুদ্ধি থাকিবে। আর এই প্রকার চিত্তের সমাধানরূপ সমস্তকেই যোগ বলে ॥৪৮॥

দূরেণ হবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণমম্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥

অম্বয়—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) হি (যেহেতু) বুদ্ধিযোগাৎ (পরমেশ্বর-
পিত নিষ্কাম কৰ্ম্ম যোগ হইতে) কৰ্ম্ম (কাম্যকৰ্ম্ম) দূরেণ অবরং (অতিনিষ্কৃষ্ট)
(অতএব) বুদ্ধৌ (নিষ্কাম কৰ্ম্মে) শরণং (আশ্রয়) অম্বিচ্ছ (গ্রহণ কর)
ফলহেতবঃ (ফলকামিগণ) কৃপণাঃ (কৃপণ) ॥৪৯॥

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! যেহেতু ঈশ্বরপিত নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগ হইতে কাম্যকৰ্ম্ম অতি নিষ্কৃষ্ট; অতএব নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগ আশ্রয় কর। ফলকামী ব্যক্তিগণ কৃপণ ॥৪৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে অতি-নিষ্কৃষ্ট যে কাম্য-
কৰ্ম্ম, তাহা দূর করিয়া আত্মসাধনসাধক কৰ্ম্মযোগলক্ষণা বুদ্ধিকে আশ্রয় কর; যেহেতু, ফলকামনায় যাহারা কাম্যকৰ্ম্ম করেন, তাঁহারা কৃপণ অর্থাৎ জন্মকৰ্ম্ম-
প্রবাহপরবশ ও দীন ॥৪৯॥

শ্রীবলদেব—অথ কাম্যকৰ্ম্মণো নিষ্কৃষ্টত্বমাহ,—দূরেণেতি। বুদ্ধিযোগাদ-
বরং কৰ্ম্ম দূরেণ, হে ধনঞ্জয়, আত্মসাধনবুদ্ধিসাধনভূতানিষ্কামকৰ্ম্মযোগাৎ দূরে-
ণাতিবিপ্রকর্ষণাবরমত্যপকৃষ্টং জন্মমরণাত্তনর্থানমিত্তং কাম্যং কৰ্ম্মেতার্থঃ। হি
যস্মাদেবমতস্ত্বং বুদ্ধৌ তদ্যাথাঅজ্ঞানে নিমিত্তে শরণমাশ্রয়ং নিষ্কামকৰ্ম্মযোগ-
মম্বিচ্ছ কুরু। যে তু ফলহেতবঃ ফলকামা অবরকৰ্ম্মকারিণস্তে কৃপণাস্তৎফলজন্ম-
কৰ্ম্মাদিপ্রবাহপরবশা দীনা ইত্যর্থঃ তথা চ ত্বং কৃপণো মাভূরিতি ইহ কৃপণাঃ খলু
কষ্টোপার্জিতবিত্তাদৃষ্টস্থলবলুকা বিত্তানি দাতুমসমর্থ্য মহতা দানস্থথেন বঞ্চিতা-
স্তথা কষ্টানুষ্ঠিতকৰ্ম্মাণস্তচ্ছতৎফললুকা মহতাস্থথেন বঞ্চিতা ভবন্তীতি
ব্যজ্যতে ॥৪৯॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কাম্যকর্মের নিকৃষ্টতা বলা হইতেছে—‘দুরেণেতি,’
বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম ক্ষুদ্র অর্থাৎ অতিশয় নিকৃষ্ট; হে ধনঞ্জয়!
আত্মার যথাযথ জ্ঞানলাভ হয়—এই জাতীয় সাধনভূত নিকামকর্মযোগ
অপেক্ষা জন্মমরণাদি-প্রচুর অনর্থমূলক কাম্যকর্ম ক্ষুদ্র—অতিশয় অপকৃষ্ট
(নিকৃষ্ট)—ইহা অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বলা যায়। যেই হেতু ইহা এই
রকম অতএব তুমি বুদ্ধিতে অর্থাৎ আত্মার যথাযথ জ্ঞানবিষয়ে শরণাপন্ন হইয়া
নিকাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। কিন্তু ফলের প্রত্যাশায় কাম্যকর্মগুলি
সম্পন্নকারি-নিকৃষ্টকর্মিগণ রূপণ—তাহার ফল, জন্মান্তরলাভরূপ কর্মাদি-
বশে অবসন্ন হইয়া অতিশয় দীন অর্থাৎ নিকৃষ্টভাজন হয়। অতএব তুমি
(ঐ জাতীয়) রূপণ হইও না। এই জগতে এই জাতীয় রূপণ ব্যক্তিগণ
অতিশয় কষ্টার্জিত ধন, অদৃষ্ট-তুচ্ছ সুখের প্রতি লোভবশতঃ দানে অক্ষম
হইয়া, স্তম্ভহং দানসুখে বঞ্চিত হয়। তাদৃশ কষ্টে অনুষ্ঠিত কর্মগুলি করিতে
করিতে তাহার তুচ্ছ ফলের প্রতি লোভবশতঃ অতি মহৎ আত্ম-সুখ হইতে
বঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহাই, ব্যক্ত করা হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

অনুব্রূষণ—এস্থলে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ফলকামনা-যুক্ত
কর্মসমূহকে অতিশয় নিকৃষ্ট-জ্ঞানে পরিত্যাগের উপদেশ দিতেছেন। কারণ
ঐ সকল কর্ম—জন্মমরণাদি অনর্থমূলক, সংসার-বন্ধনের হেতুভূত। যাহারা
ঐরূপ কাম্যকর্মের আচরণ করেন, তাহারা সংসার-ক্লেশে-ক্লিষ্ট নিতান্ত দীন।
তাহাদিগকেই রূপণ বলা হয়।

রূপণ ব্যক্তি যেমন বহু কষ্টে উপার্জিত বিত্তের দ্বারা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর
সুখের লোভে, দানাদি-সংকর্মে ধনাদি-ব্যয় না করিয়া, দানাদি-জনিত মহৎসুখ
হইতে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞবাক্তি অতিশয় ক্লেশ-সহকারে অনুষ্ঠিত কর্মের
দ্বারা তুচ্ছ কামনা করিতে গিয়া ভগবদ্-সেবা-সুখ হইতে বঞ্চিত হয়।

শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—(বৃহদারণ্যক ৩।২।১০) হে গার্গি! এই অক্ষর
পরব্রহ্মকে না জানিয়া, যে ব্যক্তি ইহ-লোক হইতে প্রশ্রান করে, সে ব্যক্তি
রূপণ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

‘রূপণঃ গুণবস্তৃদৃক’ (৬।২।৪৮) অর্থাৎ গুণজাত বস্তুকেই যাহারা তত্ত্ব
বলিয়া জানে, তাহারা রূপণ।

অমৃত শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—‘কৃপণো যোহজিতেন্দ্রিয়ঃ’ অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ ।

এখানে আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৃপণ বলিতে কিন্তু ধনহীনকে বুঝায় না। ধন আছে কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ-স্বভাব। সেইরূপ মানব মাত্রেরই হরিভজন করিবার অধিকার আছে, (‘নৃমাত্রস্তাদাধিকারীতা’) কিন্তু করে না; ইহারাই কৃপণ ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃত-দুষ্কৃতে ।

তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

অর্থ—বুদ্ধিযুক্তঃ (নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগ-যুক্ত ব্যক্তি) ইহ (ইহজন্মে) উভে স্কৃতদুষ্কৃতে (স্কৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই) জহাতি (ত্যাগ করে) তস্মাৎ (সেই হেতু) যোগায় (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (যুক্ত হও) কৰ্ম্মসু (সকাম ও নিষ্কাম-কৰ্ম্মমধ্যে) যোগঃ (উদাসীনত্বের সহিত কৰ্ম্মকরণ—বুদ্ধিযোগই) কৌশলম্ (নৈপুণ্য) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তি ইহজন্মেই স্কৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সেইহেতু নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর। উদাসীনত্বের সহিত বুদ্ধিযোগাশ্রয়ে কৰ্ম্ম করাই কৰ্ম্মযোগের কৌশল ॥ ৫০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বুদ্ধিযোগই কৰ্ম্মের কৌশল; অতএব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্কৃত-দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্য-পাপকে এই সংসার-অবস্থায় দূর কর ॥ ৫০ ॥

শ্রীবলদেব—উক্ত বুদ্ধিযোগস্ত প্রভাবমাহ,—বুদ্ধীতি। ইহ কৰ্ম্মসু যো বুদ্ধিযুক্তঃ প্রধানফলত্যাগবিষয়ানুষ্ণফলসিদ্ধাসিদ্ধিসমত্ববিষয়য়া চ বুদ্ধ্যা যুক্ত-স্তানি কৰোতি, স উভে অনাদিকালসঞ্চিত জ্ঞানপ্রতিবন্ধকে স্কৃতদুষ্কৃতে জহাতি বিনাশয়তীত্যর্থঃ। তস্মাদুক্তায় বুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ত্বং ঘটস্ব। যস্মাৎ কৰ্ম্মযোগস্তাদৃশবুদ্ধিসম্বন্ধঃ। কৌশলং চাতুর্যম্,—বন্ধকানামেব বুদ্ধিসম্পর্কাদ্বিশোধিত-বিষপারদগ্ৰায়েন মোচকত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ—উক্ত বুদ্ধিযোগের প্রভাব বলা হইতেছে—‘বুদ্ধীতি’। এই সংসারে কৰ্ম্মেতে যিনি বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ প্রধান ফলত্যাগের অনুকূল ফল সিদ্ধি ও অসিদ্ধি এই উভয়েই সমত্ব-বিষয়ক বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া সেই সকল কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্কৃত ও দুষ্কৃত এই উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ নষ্ট করিয়া থাকেন।

অতএব তুমি পূর্বোক্ত বুদ্ধিযোগের জন্য চেষ্টিত হও । যেইহেতু এবম্বিধ কৰ্ম-
যোগই তাদৃশ বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ । কৌশলই চাতুর্য্য অর্থাৎ চতুরতা ।
বন্ধকদেরই বুদ্ধি-সম্পর্কবশতঃ বিশোধিত-বিষপারদ-ত্নায়েতেই মোচনরূপ পরিণাম
হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

অনুব্রূষণ—পূর্বোক্ত বুদ্ধিযোগের প্রভাব বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীভগবান্
বলিতেছেন যে, যিনি সমত্বরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কৰ্ম করেন, তিনি অনাদি-
কাল সঞ্চিত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বর্গপ্রাপক স্কৃতি এবং নিরয়াদি-প্রাপক
দুষ্কৃতি, শ্রীভগবানের অনুগ্রহে দূর করিতে সমর্থ । তাদৃশ বুদ্ধিযোগই
কৰ্মের কৌশল । বুদ্ধির দোষে কৰ্মফলস্বরূপে বন্ধন এবং বুদ্ধির গুণে
কৰ্মময়-সংসার হইতে মোচন হয় । যেমন পারদ-বিষ ভক্ষণে প্রাণনাশ হয়,
আবার সেই বিষ শোধিত হইয়া ঔষধরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় মৃত্যুর নাশক
হয় ।

যাহারা কৰ্মযোগের এই কৌশল জানেন, তাহারা পরমেশ্বরার্পিত হৃদয়ে,
সমত্ববুদ্ধি সহকারে অনুষ্ঠিত-কৰ্মের দ্বারা শ্রীভগবদ্-আরাধনা করিয়া এই
ভীষণ সংসার-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন । অত্থা ভগবদ্বিমুখ-
কৰ্মের দ্বারা সংসার-গতিই প্রাপ্ত হয় ॥ ৫০ ॥

কৰ্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনৌষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

অর্থ—হি (যেহেতু) বুদ্ধিযুক্তাঃ মনৌষিণঃ (বুদ্ধিযোগযুক্ত মনৌষিণ)
কৰ্মজং ফলং (কৰ্মজনিত ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ
(জন্মবন্ধননিমুক্ত হইয়া) অনাময়ম্ (ক্লেশশূন্য) পদং (বৈকুণ্ঠ) গচ্ছন্তি
(গমন করিয়া থাকে) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধিযোগযুক্ত মনৌষিণ কৰ্মজনিত-ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন
বিনিমুক্ত হয় এবং ক্লেশরহিত বৈকুণ্ঠে গমন করে ॥ ৫১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পণ্ডিতসকল কৰ্মজাত ফলসমূহকে
ত্যাগ করত জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন এবং অনাময় অর্থাৎ ভক্তদিগের প্রাপ্য
অবস্থা লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীবলদেব—কৰ্মজমিতি । বুদ্ধিযুক্তাতাদৃশবুদ্ধিমন্তঃ কৰ্মজং ফলং ত্যক্ত্বা
কৰ্মাণ্যমুতিষ্ঠন্তো মনৌষিণঃ কৰ্মাস্তর্গতাশ্রয়াশ্রয়প্রজ্ঞাবন্তো ভূত্বা জন্মবন্ধনেন

বিনিমুক্তাঃ সন্তোহনাময়ং ক্লেশশূন্যং পদং বৈকুণ্ঠং গচ্ছন্তীতি । তস্মাদ্ভ্যস্মি
শ্রেয়ো জিজ্ঞাসুরেবং বিধানি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বিতি ভাবঃ । স্বাত্মজ্ঞানস্ত পরমাত্ম-
জ্ঞানহেতুত্বাৎ তস্মাপি তৎপদগতিহেতুত্বং যুক্তম্ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘কৰ্ম্মজমিতি’ । বুদ্ধিযুক্তা অর্থাৎ তাদৃশ বুদ্ধিমান্ ও মনীষি-
ব্যক্তিগণ কৰ্ম্মজন্ত ফল ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মগুলি অন্তর্ধান করিতে করিতে
কৰ্ম্মান্তর্গত আত্মতত্ত্ব যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া, জন্মান্তরাদি-বন্ধন হইতে বিশেষ-
রূপে মুক্ত হইয়া, অনাময়—জরামৃত্যু ও ক্লেশশূন্য বৈকুণ্ঠপদে অর্থাৎ বিষ্ণুপদে গমন
করিয়া থাকেন । অতএব তুমিও যখন শ্রেয়ঃ-জিজ্ঞাসু তখন এবম্বিধ কৰ্ম্মগুলি
কর । কারণ—স্বকীয় আত্মজ্ঞানের পরমাত্মজ্ঞানহেতুতা থাকায়, তাহারও
তৎপদগতির হেতুতা যুক্তিযুক্তই ॥ ৫১ ॥

অনুব্রূষণ—তাদৃশ বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ ফলকামনাশূন্য হইয়া কৰ্ম্মাচরণের
ফলে, জন্মমরণাদি-ক্লেশপূর্ণ-সংসার হইতে মুক্ত হইয়া এই জন্মেই শ্রীভগবদ্রূপায়
শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন । পরমাত্মভক্তির দ্বারাই আত্ম-
জ্ঞান ও বৈকুণ্ঠপদ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিরিষ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যশ্চ শ্রুতশ্চ চ ॥ ৫২ ॥

অর্থ—যদা (যে সময়ে) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) মোহকলিলং
(মোহরূপগহন) ব্যতিরিষ্যতি (বিশেষরূপে অতিক্রম করিবে) তদা (সেই
সময়ে) শ্রোতব্যশ্চ (শ্রবণযোগ্য-বিষয়ের) শ্রুতশ্চ চ (এবং শ্রুত-বিষয়ের)
নির্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (লাভ করিবে) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—যে সময়ে তোমার অন্তঃকরণ মোহরূপ-গহনকে বিশেষরূপে
অতিক্রম করিতে পারিবে, সেই সময়ে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত-ফলে নির্বেদ প্রাপ্ত
হইবে ॥ ৫২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই প্রকার পরমেশ্বরার্পিত নিকাম কৰ্ম্ম অভ্যাস করিতে
করিতে যখন মোহরূপ গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে,
তখন তুমি সমস্ত শ্রোতব্য ও শ্রুতফলে নির্বেদ লাভ করিবে ॥ ৫২ ॥

শ্রীবলদেব—নমু নিকামাণি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বতো মে কদাঅবিষয়া মনীষাভ্যা-
দিয়াদিতি চেৎ তত্রাহ,—যদেতি । যদা তে বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং তুচ্ছ-
ফলাভিলাষহেতুমজ্ঞানগহনং ব্যতিরিষ্যতি পরিত্যক্ততীত্যর্থঃ, তদা পূৰ্ব্বং শ্রুত-

শ্রানন্তরং শ্রোতবাস্ত চ তস্য তুচ্ছফলস্য সম্বন্ধিনং নির্বেদং গন্তাসি গমিষ্যসি
“পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্ম্মচিৎতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ” ইতি শ্রবণাৎ । নির্বেদেন
ফলেন তদ্বিষয়াং তাং পরিচেষ্যতি ইতি নাস্তাত্ৰ কালনিয়ম ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—নিষ্কাম কৰ্ম্মগুলি করিতে করিতে কখন আমার আত্ম-
সম্বন্ধিনী বুদ্ধির অভ্যাস হইবে ? ইহা যদি বলা হয়, উত্তরে বলা হইতেছে যে—
‘যদেতি’ । যখন তোমার বুদ্ধি—অন্তঃকরণ মোহপরিপূর্ণ অতিনগণ্য ফলাভিলাষ-
পূর্ণ অজ্ঞানান্ধকার ব্যাতিতরণ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবে, ইহাই অর্থ । তখন
পূর্বে শ্রুতের অনন্তর শ্রোতবোর সেই তুচ্ছফলসম্বন্ধীয় নির্বেদ তুমি লাভ
করিবে ; “ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কৰ্ম্মফলভাগী লোকগুলিকে পরীক্ষা করিয়া নির্বেদপ্রাপ্ত
হইবে” এইরূপ শ্রুতি আছে । নির্বেদ-ফলের দ্বারা তদ্বিষয়ক সেই বুদ্ধিকে
জানিবে ইতি । এখানে কোন কালনিয়ম নাই ॥ ৫২ ॥

অনুব্রূষণ—ভগবদর্পিত নিষ্কাম কৰ্ম্মের অভ্যাসবশতঃ যখন মানবের হৃদয়স্থ
তুচ্ছ ফলাভিলাষ-রূপ মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান দূরীভূত হয়, তখনই ঐ তুচ্ছ ফলপ্রদ
বিষয়ের প্রতি নির্বেদ উপস্থিত হয় । কারণ শ্রুতিও বলেন,—(মুণ্ডক ১।২।১২)
কৰ্ম্মোপার্জিত লোকসমূহের অনিত্যত্ব ও দুঃখপ্রদত্ব বিচারপূর্বক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ
ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নির্বেদ লাভ করিয়া থাকেন ।

শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যও পাই,—শ্রীভাগবত (৭।২।৪৯)

হে উরুগায়, বিবেকীব্যাক্তিগণ সকল আত্মতত্ত্ববিশিষ্ট জানিয়া বেদ-অধ্যয়নাদি-
বিষয় হইতে বিরত হইয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা তে যদা শ্রাস্ত্যতি নিশ্চলা ।

সমাপ্যবচনা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অর্থ—যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা
(নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক অর্থ শ্রবণে বিরক্ত) নিশ্চলা (অনাসক্তি রহিত
হইয়া) সমাপ্যো (পরমেশ্বরে) অবচলা (স্থির ভাবে) শ্রাস্ত্যতি (থাকিবে)
তদা (তখন) যোগং (যোগফল) অবাপ্স্যসি (পাইবে) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—যখন তোমার বুদ্ধি নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক অর্থ শ্রবণে
বিরক্ত এবং অগ্রাসক্তি-বিরহিত হইয়া পরমেশ্বরে স্থিরভাবে থাকিবে তখন
যোগফল লাভ করিবে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যে সময়ে তোমার বুদ্ধি বেদের নানাপ্রকার অর্থবাদ-

দ্বারা আর বিচলিত হইবে না, তখন বেদার্থ-বিনিশ্চিত সমাধিতে অচলা হইয়া
বিশুদ্ধ যোগ অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্ম, শুদ্ধজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি,—এই তত্ত্বত্রয়ের
সংযোজকরূপ বুদ্ধিযোগ লাভ করিবে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবলদেব—নহু কর্মফলনির্কিঞ্চতয়া কর্মাত্মস্থানেন লব্ধহৃদ্বিশুদ্ধেরভূদিতাত্ম-
জ্ঞানস্ত মে কদাত্মসাক্ষাৎকৃতিরিতি চেত্তত্রাহ,—শ্রুতীতি । শ্রুত্যা কর্মণাং
জ্ঞানপূর্ততাং প্রবোধয়ন্ত্যা “তমেতম্” ইত্যাদিকয়া বিপ্রতিপন্ন্য বিশেষণ সংসিদ্ধা
তে বুদ্ধিরচলা অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাভ্যাং বিরহিতা যদা সমাধৌ মনসি
নির্বাতদীপনিখেব নিশ্চলা স্থাস্তি, তদা যোগমাত্মাত্মভবলক্ষণমবাপ্যাসি ।
অয়মর্থঃ,—ফলাভিলাষশূন্যতয়াহুষ্টিতানি কর্মণি স্থিতপ্রজ্ঞতারূপাং জ্ঞাননিষ্ঠাং
সাধয়ন্তি, জ্ঞাননিষ্ঠারূপা স্থিতপ্রজ্ঞতা আত্মাত্মভবমিতি ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হইয়া কর্মনিষ্ঠানের দ্বারা
হৃদয়ের বিশুদ্ধিতা হইতে আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে কখন আমার আত্ম-
সাক্ষাৎকার হইবে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—‘শ্রুতীতি’ । বেদোক্ত
বাক্যের দ্বারা কর্মসমূহের প্রকৃত জ্ঞানের পরিপক্বতা লাভ হইলে “সেই ইহাকে”
ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞানরূপ বৈশিষ্ট্যের-দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলে, তোমার বুদ্ধি
অচলা হইয়া অসম্ভাবনা (অসম্ভব) ও বিপরীত ভাবনার দ্বারা সংযুক্ত হইবে না,
যখন সমাধিতে—মনে বায়ুশূন্য প্রদীপের শিখার ন্যায় বুদ্ধি নিশ্চলা (স্থির) হইবে
তখন আত্মাত্মভবস্বরূপ যোগ (প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিবে । ইহার অর্থ—
ফলের অভিলাষশূন্য হইয়া অহুষ্টিত কর্মগুলি স্থিতপ্রজ্ঞতারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা সাধন করে
(আনিয়া দেয়) । জ্ঞাননিষ্ঠারূপ স্থিতপ্রজ্ঞতা কিন্তু আত্মাত্মভব, ইহা ॥ ৫৩ ॥

অনুব্রূষণ—নিরন্তর লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ কর্মকাণ্ড-বিষয়ক
বাদানুবাদ শ্রবণে ও আলোচনায় লোকের বুদ্ধি বহুপথগামিনী ও নানাবিধ
সংশয়াকুলিত হইয়া কলুষিত হয়, কিন্তু ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্মযোগের
অহুষ্ঠানফলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যখন তাহা শ্রীভগবানে নিশ্চলা হয় অর্থাৎ নির্বাত-
প্রদীপের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করে, তখন আত্মাত্মভব লাভ হয় ।
জ্ঞাননিষ্ঠারূপা স্থিতপ্রজ্ঞতাই প্রকৃত আত্মাত্মভব ॥ ৫৩ ॥

অর্জুন উবাচ,—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ? ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন) কেশব ! (হে কেশব !) স্থিতপ্রজ্ঞস্ত (স্থিতপ্রজ্ঞের) সমাধিস্থস্ত (সমাধিস্থ ব্যক্তির) কা ভাষা (ভাষা-লক্ষণ কি ?) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) কিং প্রভাষেত (কিরূপ বলেন ?) কিম্ আসীত (কিরূপ ভাবে অবস্থান করেন ?) কিম্ ব্রজেত (কিরূপ ভাবে চলেন ?) ॥৫৪॥

অনুবাদ—অৰ্জুন বলিলেন,—কেশব ! সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি ? এবং তিনি কিরূপ কথা বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিভাবে বিচরণ করেন ? ৫৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এতাবৎ শ্রবণ করত অৰ্জুন মহাশয় কহিলেন,—হে কেশব ! স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলাবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি ? এবং সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ মানাপমান, স্তুতি-নিন্দা, স্নেহদ্বेष উপস্থিত হইলে কি ভাবনা করেন বা প্রকাশ করিয়া বলেন ? এবং বাহ্যবিষয়সম্বন্ধে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি-কালে কিরূপ আচরণ করেন, সে সমুদয় জানিতে ইচ্ছা করি ॥৫৪॥

শ্রীবলদেব—এবমুক্তোহৰ্জুনঃ পূৰ্ব্বপদোক্তস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্ত লক্ষণং জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি,—স্থিতেতি । স্থিতপ্রজ্ঞেহত্র চত্বারঃ প্রশ্নাঃ ;—সমাধিস্থে একঃ, ব্যাখিতে তু ত্রয়ঃ । তথা হি স্থিতা স্থিরা প্রজ্ঞা ধীৰ্যস্ত তস্ত সমাধিস্থস্ত কা ভাষা কিং লক্ষণম্ ? ভাষ্যতেহনয়েতিব্যাপত্তেঃ, কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞোহভিধীয়ত ইত্যর্থঃ । তথা ব্যাখিতঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কথং ভাষাণাদীনি কুর্যাৎ ?—তদীয়ানি তানি পৃথগ্জনবিলক্ষণানি কীদৃশানীত্যর্থঃ । তত্র কিং প্রভাষেত ? স্বয়োঃ স্তুতিনিন্দয়োঃ স্নেহদ্বেষয়োশ্চ প্রাপ্তয়োর্মুখতঃ স্বগতং বা কিং ক্রিয়াৎ ? কিমাসীত বাহ্যবিষয়েষু কথমিন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহং কুর্যাৎ ? ব্রজেত কিম্ ?—তন্নিগ্রহাভাবে চ কথং বিষয়ানবাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ । ত্রিযুসম্ভাবনায়াং লিঙ্ ॥৫৪॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে অভিহিত হইয়া অৰ্জুন পূর্বশ্লোকোক্ত স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন—‘স্থিতেতি’ । এখানে স্থিত-প্রজ্ঞ-সম্বন্ধে চারিটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ।—সমাধি অবস্থায় এক, কিন্তু ব্যাখ্যান-অবস্থায় তিন । ‘তথাহি স্থিতা’ স্থির প্রজ্ঞা বুদ্ধি ধাঁহার, সমাধিস্থ তাঁহার, ভাষা কি ও লক্ষণ কি ? ভাষিত (অভিহিত) হয়, ইহার দ্বারা এই ব্যাপ্তি, কোন্ লক্ষণের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ অভিহিত হয়, ইহাই অর্থ । সেই ব্যাখিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে ভাষণাদি করিবেন ? তৎসম্বন্ধীয় সেই সকল

পৃথগ্জন-বিলক্ষণগুলি কিরূপ, ইহাই অর্থ। তখন কিরূপ ভাষণ করেন? স্বকীয় স্তুতি ও নিন্দার, স্নেহ এবং বিদ্বেষের প্রাপ্তিতে মুখ হইতে স্বয়ং বা কি বলিয়া থাকেন? ‘কিমাসীত’ বাহ্যবিষয়গুলিতে কিরূপে ইন্দ্রিয়গুলির নিগ্রহ করিবেন? কোথায় গমন করেন?—এবং তাহার নিগ্রহের অভাবে কিরূপে বিষয়গুলি লাভ করিবেন—ইহাই অর্থ, তিনটীতেই সম্ভাবনা অর্থে লিঙ্ প্রত্যয় ব্যবহার করা হইয়াছে ॥৫৪॥

অনুব্রূষণ—পূর্ব শ্লোকে কথিত সমাধিতে অচলা বুদ্ধি-বিশিষ্ট যোগীর বিষয় শ্রবণ করিয়া অর্জুন সেই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার জন্য চারিটি প্রশ্ন করিলেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধিস্থ ও ব্যাখ্যিতচিত্ত-ভেদে দ্বিবিধ অবস্থা। তন্মধ্যে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা বা লক্ষণ কি? এই প্রশ্নের দ্বারা কি লক্ষণে উক্ত মহাপুরুষ অন্তের নিকট জ্ঞাত হন? আর ব্যাখ্যিতচিত্ত ব্যক্তি স্বকীয় স্তুতি নিন্দা, স্নেহ, বিদ্বেষ প্রভৃতি ব্যবহার প্রাপ্তিতে কিরূপ ভাষার ব্যবহার করেন? বা স্বগত মনে মনে কিরূপ বিচার করেন? আর তিনি স্বকীয় মনোনিগ্রহের জন্য বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে কিরূপে নিগ্রহ করেন? বা ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ যখন না করেন, তখনই বা কি প্রকারে বিষয়সমূহ স্বীকার করেন? আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, সাধারণ অজ্ঞজনের বচন, আসন, বিচরণ অপেক্ষা স্থিতপ্রজ্ঞের তত্ত্বদ্বিষয়ে বৈশিষ্ট্য বা বিলক্ষণতা কি? ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

প্রজহাতি যদা কামান্ সৰ্বান পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যোবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অর্থ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) পার্থ! (হে পার্থ!) যদা (যখন) সৰ্বান্ মনোগতান্ কামান্ (সমস্ত মনোগত কাম) প্রজহাতি (পরিত্যাগ করেন) আত্মনি এব (প্রত্যাহত মনেই) আত্মনা (আনন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা) তুষ্টঃ (তুষ্ট) তদা (তখন) (সঃ—তিনি) স্থিতপ্রজ্ঞঃ (স্থিত-প্রজ্ঞ) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! যখন জীব মনোগত সমস্ত কাম পরিত্যাগ করেন এবং প্রত্যাহত মনে আনন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা তুষ্ট হন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! যে সময় জীব সমস্ত

মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন এবং আত্মায় অর্থাৎ প্রত্যাহৃত-মনে আনন্দ-স্বরূপ আত্মার স্বরূপ-দর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাহাকে ‘স্থিতপ্রজ্ঞ’ বলি ॥৫৫॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্ঠো ভগবান্ ক্রমেণ চতুর্ণামুত্তরমাহ যাবদধ্যায়পূর্তিঃ । তত্র প্রথমম্ভাহ,—প্রজহাতীতোকেন । হে পার্থ, যদা মনোগতান্ মনসি স্থিতান্ কামান্ সর্কান্ প্রজহাতি সংতাজ্জতি, তদা স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে । কামানাং মনোধর্মহাৎ পরিত্যাগো যুক্তঃ ; আত্মধর্মহে দুঃশকাঃ স স্মাদবুধ্যতা দীনামি-বেতি ভাবঃ । ননু শুদ্ধকাষ্ঠবৎ কথং তিষ্ঠতীতি চেত্তত্রাহ,—আত্মন্তেবেতি । আত্মনি প্রত্যাহৃতে মনসি ভাসমানেন স্বপ্রকাশানন্দরূপেণাত্মনা স্বরূপেণ তুষ্টঃ পরিতৃপ্তঃ ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষান্ সংতাজ্জাত্যানন্দারামঃ সমাধিস্থঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ । “আত্মা পুংসি স্বভাবেহপি প্রযত্মনসোরপি । ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীর-ব্রহ্মণোরপি ॥” ইতি মেদিনীকারঃ । ব্রহ্ম চাত্র জীবেশ্বরাত্মতরদগ্রাহম্ ॥৫৫॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে অর্জুনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অধ্যায়ের পরি-সমাপ্তি না হয় । সেই চারিটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে,—‘প্রজহাতীতোকেন’ । হে পার্থ ! যখন মনোগত (মনে অবস্থিত) কামসমূহকে ত্যাগ করিতে পারা যায়; তখনই স্থিতপ্রজ্ঞরূপে অভিহিত হয় । কামসমূহ মনোধর্ম বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত । (কামসমূহ যদি) আত্মার ধর্ম হইত, তবে তাহা ত্যাগ করা বড়ই দুষ্কর । তাহা বহির উষ্ণতাতির গ্ৰাস, ইহাই ভাবার্থ । যদি বল—শুদ্ধকাষ্ঠের গ্ৰাস কি প্রকারে অবস্থান করে ? তদুত্তরে—‘আত্মন্তেবেতি’ আত্মাতে অর্থাৎ মনেতে উহা প্রত্যাহার করিয়া, উদ্ভাষিত স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপের দ্বারা আত্মস্বরূপে সন্তুষ্ট হইয়া, ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিষয়া-ভিলাষসমূহ ত্যাগ করিয়া, আত্মানন্দরূপস্থখে সমাধিস্থ হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়,—ইহাই অর্থ । “আত্মন্ শব্দে পুরুষ (জীবাত্মা) স্বভাব, প্রযত্ম, মন, ধৃতি, মনীষা (বুদ্ধি) শরীর ও ব্রহ্মকে বুঝায় ।”—ইহা মেদিনীকার বলেন । ব্রহ্ম শব্দ এখানে জীব ও ঈশ্বরের ভিন্ন অন্তরূপ গ্রহণ করিবে ॥ ৫৫ ॥

অনুব্রূষণ—অর্জুনকৃত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর শ্রীভগবান্ ক্রমে ক্রমে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত দিয়াছেন । তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যিনি এই মনোগত কামসমূহকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় । কাম—সকলাদি মনোবৃত্তিবিশেষ । উহা

কখনও আত্মার ধর্ম নহে, উহা মনেরই ধর্ম। সুতরাং তাহা পরিত্যাগের যোগ্য। যদি কাম আত্মার ধর্ম হইত, তাহা হইলে, উহা পরিত্যাগ করা দুষ্কর হইত। অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক বলিয়া, তাহা যেমন পরিত্যাগ করা যায় না, তেমনি কাম আত্মাধর্ম হইলে, উহা অবশ্যই অপরিহার্য। যদি কেহ বলেন যে, তাহা হইলে শুদ্ধ কাষ্ঠের দ্বারা কি প্রকারে অবস্থান করা যাইতে পারে? তদন্তরে বলিতেছেন যে, বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিতে পারিলে, তখন স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ আত্মা স্বয়ং স্ব-স্বরূপেই পরিতুষ্ট হইয়া পরমানন্দে ভাসমান হয়, এবং সেই পরিতোষের ফলে ক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষসমূহকে সম্যক্ ত্যাগ করিয়া আত্মারামত্ব লাভ করে, তাঁহাকেই সমাধিস্থ—স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেষাম্ হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্তোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগ্নুতে” ॥ (কঠ ৩।১৪) অর্থাৎ যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা বিমুক্ত হওয়া যায়, তখন পুরুষ মর্ত অমৃত হয়, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“বিমুক্তি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্।

তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবদ্বায় কল্পতে ॥” (৭।১০।২)

অর্থাৎ মানব যখন নিজের মনস্থিত কামনাসমূহ পরিত্যাগ করে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তখন তিনি আপনার তুল্য ঐশ্বর্যালাভে সমর্থ হয়।

এতৎ প্রসঙ্গে গীতার ৩।১৭ শ্লোক আলোচ্য ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষু দুঃখিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অর্থ—দুঃখেষু (আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উপস্থিত হইলে) অদুঃখিগমনাঃ (অদুঃখিগচ্ছিত) সুখেষু (সুখ উপস্থিত হইলে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহারহিত) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধ বিরহিত) মুনিঃ (মুনি) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উপস্থিত হইলে অদুঃখিগচ্ছিত, সুখ-সাধক বস্তুর পাইলেও তৃষ্ণারহিত, রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তত্তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাহার স্পৃহা হয় না, এবং যিনি স্বকৃত-কার্যে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই ‘স্থিতধী’ মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবলদেব—অথ ব্যাখ্যাতঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কিং ভাষেতেত্যন্তোত্তরমাহ,—
 দুঃখেধিতি দ্বাভ্যাম্ । ত্রিবিধেষাধ্যাত্মিকাদিষু দুঃখেষু সমুখিতেষু সংস্রু অন্তদ্বিগ্ন-
 মনাঃ প্রারন্ধফলাগ্ৰমুনি ময়াবশ্যং ভোক্তব্যানীতি কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতং বা
 ক্রবন্ তেভ্যো নোদ্বিজত ইত্যর্থঃ । সুখেষু চোত্তমাহারসংকারাদিনা
 সমুপস্থিতেষু বিগতস্পৃহস্তৃষ্ণাশূণ্যঃ প্রারন্ধাক্রষ্টাগ্ৰমুনি ময়াবশ্যং ভোক্তব্যানীতি
 কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতং বা ক্রবন্ তৈরুপস্থিতৈঃ প্রহৃষ্টমুখো ন ভবতীত্যর্থঃ ।
 বীতেতি,—বীতরাগঃ কমনীয়েষু প্রীতিশূণ্যঃ, বীতভয়ঃ বিষয়াপহর্ষু প্রাপ্তেষু
 দুর্দলশ্চ মমৈতানি ধর্ষোভবদ্ভির্হ্রিয়ন্ত ইতি দৈন্তশূণ্যঃ, বীতক্রোধঃ তেষেব
 প্রবলশ্চ মমৈতানি তুচ্ছৈর্ভবদ্ভিঃ কথমপহর্ষ্যব্যানীতিক্রোধশূণ্যশ্চ । এবংবিধো
 মুনিরাগ্নমননশীলঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ । ইথাং স্বানুভবং পরান্ প্রতি স্বগতং
 বা বদন্ননুদ্বৈগো নিঃস্পৃহতাদিবচঃ প্রভাষতে ইত্যন্তরম্ ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ব্যাখ্যাত স্থিতপ্রজ্ঞ কি বলেন? ইহার উত্তরে বলা
 হইতেছে—‘দুঃখেধিতি দ্বাভ্যাম্’ । ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও
 আধিদৈবিক দুঃখ উপস্থিত হইলে অন্তদ্বিগ্ন মনে ঐ সকল প্রারন্ধফলগুলি
 আমারদ্বারা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; ইহা কোন লোককর্তৃক জিজ্ঞাসিত
 হইয়া অথবা স্বয়ং বলিতে বলিতে তাহা হইতে (প্রারন্ধ ফল) উদ্বিজিত
 হন না, ইহাই অর্থ । উত্তম আহার, পরিচর্যাাদি সুখ উপস্থিত হইলে,
 তৃষ্ণা ও স্পৃহা শূণ্য হইয়া ঐ সকল প্রারন্ধফল অবশ্যই আমার ভোগ করিতে
 হইবে, ইহা কোন লোককর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অথবা স্বয়ং বলিতে বলিতে
 উপস্থিত সেই সকল ফলের দ্বারা প্রহৃষ্ট-মুখ হন না । ইহাই অর্থ । ‘বীতেতি’ ।
 বীতরাগ—কমনীয়বস্তুতে প্রীতিশূণ্য, বীতভয়—বিষয়াপহরণকারিগণকে
 পাওয়া গেলে পর (যদি বলা হয় যে) আমার দুর্দলতাহেতু ধার্মিক
 আপনারা ইহা অপহরণ করিয়াছেন, এই জাতীয় দীনতাশূণ্য । বীত-
 ক্রোধ—(পূর্বোক্ত) সেই অবস্থায় প্রবল আমার এইসকল দ্রব্যাদি অতিশয়
 তুচ্ছ ও নগণ্য আপনারা কেন ঐ সকল অপহরণ করিয়াছেন, এই জাতীয় ক্রোধ-

শূন্য । এইপ্রকার মুনি—আত্মমননশীল, স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত । ইহাই অর্থ । এইপ্রকার নিজে অনুভব করিয়া পরের প্রতি বলা বা স্বয়ং বলিতে বলিতে উদ্বেগশূন্য হইয়া নিস্পৃহতাди বাক্য বলেন, ইহাই উত্তর ॥ ৫৬ ॥

অনুভূষণ—বর্তমানে শ্রীভগবান্ ব্যুখিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দুইটা শ্লোকে বলিতেছেন । সমাধিস্থ অবস্থায় মূনির ভাষণ, গমনাগমন সম্ভব নহে, কেবল বুখিত-অবস্থাতেই এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাই কি বলেন ? ইহার উত্তরেই বলিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ দুঃখ উপস্থিত হইলে, তাহা নিজের প্রারন্ধ কৰ্ম্মের ফল জানিয়া, অবশ্যই ভোক্তব্য-বিচারে গ্রহণ করেন, কোন প্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করেন না বা মনেও চিন্তা করেন না । উত্তম আহাৰাদি বা অপরের পরিচর্যাदि প্রাপ্ত হইলেও তাহা প্রারন্ধ ফল জানিয়া তদ্বিষয়ে তৃষ্ণা বা স্পৃহাশূন্য হইয়া ভোগ করেন কিন্তু প্রহৃষ্ট হন না, অর্থাৎ সেই সুখ ও পরিচর্যা লাভের জগ্য নিজে গৰ্ব্বিত বা ধন্যবোধে আনন্দিত হন না ।

তিনি, কাম্য-বিষয়ে রাগ শূন্য হইয়া, বা কোন প্রাপ্ত বিষয়ে অপহরণ হইবার নিমিত্ত ভয় না করিয়া বা অপহরণকারীকে পাওয়া গেলেও তাহার প্রতি ক্রোধ শূন্য হইয়া, কোন বিষয়ে রাগ, ভয় বা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া, সকলই নিজ কৰ্ম্মফল-জ্ঞানে স্বীকার পূৰ্ব্বক আত্মমননশীল থাকেন । তাহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয় । তিনি আবার স্বয়ং এইরূপ হইয়া অপরকে উপদেশ-প্রদান কালে, সকলকে নিরুদ্ধিগ্ন, নিস্পৃহ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইতে বলেন ।

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার ৫।১৯ শ্লোক আলোচ্য ।

শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়, আদি ভরত যখন সেই বৃষলরাজ কর্তৃক দেবীর সম্মুখে বধ্যরূপে আনীত হইয়াছিলেন, তখন কিন্তু তিনি ভীত বা ক্রুদ্ধ হন নাই ।

এতৎপ্রসঙ্গে পাওয়া যায়,—“ন বা এতদ্বিষ্ণুদত্ত মহদদ্ভুতং যদসম্ভবমঃ স্বশিরশ্ছেদ আপতিতেহপি ভাগবত পরমহংসানাম্” । (৫।২।২০) ॥ ৫৬ ॥

যঃ সৰ্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

অর্থ—যঃ (যিনি) সৰ্ব্বত্র (পুত্রমিত্রাদিতে) অনভিস্নেহ (স্নেহরহিত) তত্ত্বং (সেই সেই) শুভাশুভম্ (অমুকুল ও প্রতিকুল) প্রাপ্য (পাইয়া) ন

অভিনন্দতি (অভিনন্দন করেন না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) তস্ম (তাঁহার)
প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—যিনি সর্বত্র স্নেহশূন্য এবং শুভ অর্থাৎ অনুকূল-বিষয় লাভ
করিয়া আনন্দ এবং অশুভ অর্থাৎ প্রতিকূল-বিষয় লাভ করিয়া নিন্দা করেন না,
তাঁহার বুদ্ধি স্থিরা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়,—যিনি সমস্ত জড়-
বিষয়ে স্নেহশূন্য ও জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়াও তাহাতে রাগ-দ্বেষ করেন
না। শরীর যেকাল-পর্যন্ত থাকিবে, সেকাল-পর্যন্ত জড় ও জড়-সম্বন্ধী
লাভালাভ অনিবার্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সেইসকল লাভালাভে অমুরাগ
বা বিদ্বেষ করেন না, যেহেতু তাঁহার প্রজ্ঞা সমাধিতে স্থিত ॥ ৫৭ ॥

শ্রীবলদেব—য ইতি। সর্বেষু প্রাণিষু অনভিস্নেহ ঔপাধিকস্নেহশূন্যঃ।
কারুণিকত্বান্নিরূপাধিরীষ্যৎস্নেহস্বস্ত্যেব। তত্ত্বং প্রসিদ্ধং শুভমুত্তমভোজনশ্রু-
চন্দনার্পণরূপং প্রাপ্য নাভিনন্দতি—তদর্পকং প্রতি—‘ধাম্মিষ্ঠস্বং চিরজীব’ ইতি ন
বদতি। অশুভমপমানং ষষ্টিপ্রহারাদিকং চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি,—‘পাপিষ্ঠস্বং ম্রিয়স্ব’
ইতি নাভিশপতি। তস্ম প্রজ্ঞেতি—স স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অত্র স্তুতিনিন্দা-
রূপং বচো ন ভাষত ইতি ব্যতিরেকেণ তল্লক্ষণম্ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘য ইতি’। সমস্ত প্রাণিতে অনভিস্নেহ (স্নেহ না থাকা) উপাধিক
স্নেহশূন্যতা। করুণাবশতঃ নিরূপাধিক ঈষৎ স্নেহ আছেই। সেই সেই প্রসিদ্ধ
ও শুভ উত্তম ভোজন, মালা-চন্দনাদি-অর্পণরূপ (ভোগ্যবস্তু) পাইয়া যিনি আনন্দিত
হন না বা আনন্দ প্রকাশ করেন না—সেই সব বস্তু অর্পণকারীর প্রতি—“তুমি
ধাম্মিক, চিরকাল বাঁচিয়া থাক” ইহা বলেন না। অশুভ—অপমান লাগি প্রহারাди
পাইয়াও যিনি দ্বেষ করেন না “পাপিষ্ঠ তুমি মৃত্যুবরণ কর” এই প্রকার অভিশাপ
দেন না। ‘তস্ম প্রজ্ঞেতি’,—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ইহাই অর্থ। এখানে স্তুতি-নিন্দারূপ
বাক্যও বলেন না, এই জাতীয় ব্যতিরেক অর্থের দ্বারা সেই লক্ষণ ॥ ৫৭ ॥

অনুভূষণ—কিরূপ বলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, স্ত্রীপুত্রাদি সর্ব-
প্রাণীতে সোপাধিক স্নেহশূন্য হইয়া, কেবল করুণাবশতঃ ঈষৎ নিরূপাধিক স্নেহ-
যুক্ত থাকিলেও, উত্তম ভোজনাди-প্রাপ্তিকালে উহার প্রদাতাকে প্রশংসা এবং
ষষ্টিপ্রহারাди দ্বারা অপমানকারীকে দ্বেষ করেন না অর্থাৎ তাহাকে অভিশাপ
দেন না, এইরূপ স্তুতি-নিন্দারহিত ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত ॥ ৫৭ ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূক্ষোহঙ্গানীব সৰ্ব্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

অর্থ—যদা চ (যখন) অয়ং (এই মূনি) কূক্ষোহঙ্গানীব (কূক্ষ যেমন অঙ্গসমূহকে সেইরূপ) সৰ্ব্বশঃ (সৰ্ব্বতোভাবে) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে) ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন) (তদা—তখন) তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥৫৮॥

অনুবাদ—যখন এই মূনি কূক্ষের অঙ্গসমূহকে ইচ্ছানুসারে স্বাস্তুরে গ্রহণের ন্যায় শব্দাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করিতে পারেন তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥৫৮॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য-বিষয়ে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে চাহে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির অধীন হইয়া শব্দাদি-ইন্দ্রিয়াণে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না, বুদ্ধির অনুজ্ঞামত কার্য্য করে। কূক্ষ যে রূপ অঙ্গসকল ইচ্ছা-পূর্ব্বক স্বাস্তুরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত কখনও স্থির হইয়া থাকে, কখনও বা উপযুক্ত বিষয়ে চালিত হয় ॥৫৮॥

শ্রীবলদেব—অথ কিমাসীতেত্যশ্রোত্বরং যদেত্যাদিভিঃ ষড়্ভিষাহ । অয়ং যোগী যদা চেন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ স্বাধীনানীন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রাদীশৃণায়াসেন সংহরতি সমাকর্ষতি, তদা তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতৈত্যর্থঃ । অত্র দৃষ্টান্তঃ—কূক্ষোহঙ্গানীবেতি । মুখকর্চরণানি যথানায়াসেন কমঠঃ সংহরতি তদ্বৎ বিষয়েভ্যঃ সমাকর্ষেইন্দ্রিয়ানামন্তঃস্থাপনং স্থিতপ্রজ্ঞশ্রামনম্ ॥৫৮॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কিরূপ থাকেন ? ইহার উত্তর ‘যদা’ ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকের দ্বারা বলা হইতেছে । এই যোগী যখন (সর্ব) ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদি-ভোগ্য-বিষয় হইতে স্বাধীন-ইন্দ্রিয় শ্রোত্রাদিকে অনায়াসেই সংহরণ করিতে বা আকর্ষণ করিতে পারেন, তখন তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই অর্থ । এখানে দৃষ্টান্ত—‘কূক্ষোহঙ্গানীবেতি’ । কচ্ছপ যেমন মুখ, হাত ও পা অনায়াসেই (অভ্যন্তরে) সংহরণ করে (লুকাইয়া রাখে) সেইরূপ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করিয়া অন্তরে স্থাপন করাই স্থিতপ্রজ্ঞের আসন ॥৫৮॥

অনুভূষণ—কিরূপ থাকেন ? ইহার উত্তর ছয়টি শ্লোকের দ্বারা দিতেছেন ? যোগী-পুরুষ বিষয়াসক্ত-ইন্দ্রিয়সমূহকে অনায়াসেই আকর্ষণ করিতে পারেন ; তাহাই এস্থলে কুর্মেয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, কুর্মেয় যেমন ইচ্ছামাত্র তাহার মুখ, কর, চরণাদি-অঙ্গ সন্কোচ করিয়া অভ্যন্তরে লুকায়িত রাখিতে পারে, তদ্রূপ যোগী-পুরুষও বিষয়ের প্রতি বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার পূর্বক স্থিরভাবে উপবেশন করিতে পারেন । তদবস্থাপন্ন-যোগীই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন । ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের আসন ॥৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥৫৯॥

অর্থ—নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণে অসমর্থ) দেহিনঃ (দেহাভিমानी অজ্ঞ ব্যক্তির) বিষয়াঃ (বিষয় সকল) বিনিবর্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) (কিন্তু) রসবর্জং (রস অর্থাৎ রাগ বর্জন করিয়া) (ন নিবর্ততে—বিষয়-অভিলাষ নিবৃত্ত হয় না) অস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের) পরং (পরমাত্মাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) রসঃ অপি (বিষয়ানুরাগও) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥৫৯॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয়গ্রহণে অসমর্থ দেহাভিমानी অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়সকল নিবৃত্ত হয় ; কিন্তু তাহাতে রস বা রাগ বর্জন হয় না অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না । অথচ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া বিষয়ানুরাগও স্বতঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৫৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—দেহবিশিষ্ট জীবের নিরাহার-দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, সে অত্যন্ত মূঢ়লোক-সম্বন্ধী বিধান । অষ্টাঙ্গ-যোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার-দ্বারা বিষয়নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ঐ প্রকার লোক-সম্বন্ধী বিধি । কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ-সম্বন্ধে সে বিধি স্বীকৃত হয় না ; স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনপূর্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন । অতিমূঢ় ব্যক্তিগণের জন্ম ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার-দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও জীবের পরমাত্মরাগমার্গ ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না । উৎকৃষ্ট-বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট-বিষয়কে পরিত্যাগ করে ॥৫৯॥

শ্রীবলদেব—নহু মূঢ়শ্যাময়গ্রস্তস্য বিষয়েষিদ্ভিয়াপ্রবৃত্তির্দৃষ্টা তৎকথমেতৎ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং তত্রাহ ;—বিষয়া ইতি । নিরাহারস্য রোগভয়াস্তোজনাদীন্ত-
কুর্ষতো মূঢ়শ্যাপি দেহিনো জনস্য বিষয়াস্তদনুভবা বিনিবর্তন্তে । কিন্তু রসো
রাগতৃষ্ণা তদ্বর্জং বিষয়তৃষ্ণা তু ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ । অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু
রসোহপি বিষয়রাগোহপি বিষয়েভাঃ পরং স্বপ্রকাশানন্দমাত্মানং দৃষ্ট্বানুভূয়
নিবর্ততে বিনশ্যতীতি সরাগবিষয়নিবৃত্তিস্তস্য লক্ষণমিতি ন ব্যাভিচারঃ ॥৫৯॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—মূখ', রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদির অপ্রবৃত্তি
দেখা যায়, অতএব কিরূপে ইহাকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলা যায়—এইজন্য বলা
হইতেছে—‘বিষয়া ইতি’ । নিরাহারী—রোগভয়ে ভোজনাদি করে না, এ-
জাতীয় মূখ' দেহী ব্যক্তির বিষয়ানুভব থাকে না কিন্তু রস অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি
অনুরাগ (আসক্তি) কখনও যায় না । স্থিতপ্রজ্ঞের কিন্তু রস অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণাও,
(অনুরাগ) বিষয়ের চেয়েও শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশানন্দ-স্বরূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া
অর্থাৎ অনুভব করিয়া (আপনা আপনিই) চলিয়া যায় অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ নাশ
হয় । অতএব তাহার রাগের সহিত বিষয়-নিবৃত্তি হয় বলিয়া, কোন ব্যাভিচার
নাই ॥৫৯॥

অনুভূষণ—উপবাসী ব্যক্তি কিংবা রোগী বিষয় গ্রহণ করে না বলিয়া
উহাদিগকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা চলে না ; কারণ উহারা অপ্রাপ্ততাহেতু বা
অসমর্থতাহেতু বাহ্যে বিষয়ভোগ ত্যাগ করিলেও, তাহাদের দেহাভিমান বা
বিষয়-ভোগাভিলাষ কখনই নিবৃত্ত হয় না ।

রোগী রোগ বিমুক্ত হইলে, কিংবা উপবাসী উপবাসান্তে পুনরায় ভোগের
স্পৃহা অধিকতররূপে লাভ করিয়া থাকে, ইহাই দেখা যায় । সেজন্যই
শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, বিষয়ানুরাগ পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রতি চিন্ত
আসক্ত না হইলে, দূরীভূত হয় না । উৎকৃষ্ট-বিষয়ে অনুরাগ জন্মিলেই,
নিকৃষ্ট-বিষয়ের প্রতি অনুরাগ স্বভাবতঃ ছাড়িয়া যায়, ইহাতে কোন ব্যতিক্রম
ঘটে না ॥ ৫৯ ॥

যততো হপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয় ! (হে অর্জুন !) হি (যেহেতু) যততঃ (মোক্ষার্থ
যত্নকারী) বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি (বিবেকী পুরুষেরও) প্রমাথীনি (প্রমথন-

কারী) ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রসভং (বলপূর্বক) মনঃ (মনকে) হরন্তি
(হরণ করে) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয় ! (যেহেতু) আরোহপথে যত্নশীল বিবেকী
পুরুষেরও ক্ষোভকারী-ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার মনকে বলপূর্বক বিষয়ে আকর্ষণ
করে ॥ ৬০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শুদ্ধজ্ঞানমার্গী পণ্ডিতগণ জড়োপরতিমার্গ-দ্বারা চিত্তকে
রাগরহিত করিবার যত্ন করেন, তথাপি তাঁহাদের অভ্যস্ত ক্ষোভকারী
ইন্দ্রিয়সকল মনকে জড়-বিষয়ে সময়ে-সময়ে নিক্ষিপ্ত করে ; কিন্তু পরমাত্ম-
রাগমার্গে সেরূপ পতনের আশঙ্কা নাই ॥ ৬০ ॥

শ্রীবলদেব—অথাস্মা জ্ঞাননিষ্ঠায়া দৌলভ্যমাহ,—যততো হীতি ।
বিপশ্চিতো বিষয়াত্মস্বরূপবিবেকজ্ঞস্ত তত ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযতমানস্তাপি পুরুষস্ত
ইন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রাদীনি কৰ্ত্তৃণি মনঃ প্রসভং বলাদিব হরন্তি, ইত্যু বিষয়প্রবণং
কুর্কন্তীত্যর্থঃ । নতু বিরোধিনি বিবেকজ্ঞানে স্থিতে কথং হরন্তি ? তত্রাহ,—
প্রমাথীনীতি । অতি বলিষ্ঠত্বাত্তজ্ঞানোপমর্দনক্ষমাণীত্যর্থঃ । তস্মাৎ চোরেভ্যো
মহানিধেরিবেদ্রিয়েভ্যো জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংরক্ষণং স্থিতপ্রজ্ঞাসনমিতি ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর এই জাতীয় জ্ঞাননিষ্ঠার দুর্লভত্ব বলা হইতেছে—
'যততো হীতি,' বিষয় ও আত্মস্বরূপ-বিবেকসম্পন্ন বিদ্বানের বিষয় হইতে
ইন্দ্রিয়জয়ের প্রতি যত্নশীল-পুরুষের শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়গুলি স্বতঃই মনকে বলপূর্বক
হরণ করে, হরণ করিয়া বিষয়ের প্রতি ধাবিত করে, ইহাই অর্থ । প্রশ্ন—
(বিষয়ের) বিরোধি বিবেকজ্ঞান থাকিতে কিরূপে হরণ করে ? এই সম্পর্কে
বলা হইতেছে—'প্রমাথীনীতি' । অতিশয় বলিষ্ঠঅনিবন্ধন বিবেকজ্ঞানের
উপমর্দনক্ষম, ইহাই অর্থ । অতএব মহানিধির মত চোর-ইন্দ্রিয়গুলি হইতে
জ্ঞাননিষ্ঠার সংরক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞের আসন (লক্ষণ) ॥ ৬০ ॥

অনুভূষণ—ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতিরেকে স্থিতপ্রজ্ঞতা সম্ভব নহে, সে কারণ
জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি মোক্ষলাভের জন্য অতৎ-নিরসন পূর্বক জড়রতি নাশ
করিবার নিমিত্ত বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া যত্নশীল হইলেও, অত্যন্ত ক্ষোভ-
কারী ইন্দ্রিয়সমূহ সময়ে বলপূর্বক মনকে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া
ফেলে । মহাচোর ইন্দ্রিয়গুলির হাত হইতে জ্ঞাননিষ্ঠারূপ মহানিধিকে
রক্ষা করিতে হইলে, শ্রীভগবানে শরণাগতিরূপা ভক্তিকেই আশ্রয় করা

কৰ্ত্তব্য । পূৰ্ব্ব শ্লোকেই বলা হইয়াছে, “পরং দৃষ্ট্বা নিবৰ্ত্ততে” । শ্রীভগবানের ভক্তির দ্বারাই ইন্দ্রিয় জয় সহজসাধ্য হয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায় ;—

যমাদিভিৰ্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহঃ ।

মুকুন্দসেবয়া বদ্ধং তথাক্কায়া ন শাম্যতি ॥ (১।৬।৩৬)

অর্থাৎ যমাদি যোগপথের দ্বারা কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত মন সেরূপ নিকর বা শাস্ত হয় না, যেৰূপ মুকুন্দসেবার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নিগৃহীত বা শাস্ত হয় ।

বলবানিन्द्रিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কৰ্ষতি’ (ভাঃ ২।১২।১৫, ও মনুসংহিতা)

অর্থাৎ বলবান্ ইन्द्रিয়সমূহ বিদ্বান্-পুরুষেরও মন হরণ করিতে পারে ।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“দুৰ্দ্ধার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ ।

দারু-প্রকৃতি হরে মনেরপি মন ॥”

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৮) ॥ ৬০ ॥

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যশ্চেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

অর্থ—মৎপরঃ (মৎপরায়ণ) যুক্তঃ (ভক্তিয়োগী) (মন—হইয়া) তানি সৰ্ব্বাণি (সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (সংযত করিয়া) আসীত (অবস্থান করিবেন) হি (যেহেতু) যশ্চ (যাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) বশে (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—(সেইহেতু) মৎপরায়ণ ভক্তিয়োগী যুক্তবৈরাগ্যাপ্রায়ে ইন্দ্রিয়গণকে সংযম পূৰ্ব্বক মদাপ্রিত হইয়া অবস্থান করিবেন । যেহেতু যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব পূৰ্ব্বোক্ত যুক্তবৈরাগ্যরূপ যোগমার্গস্থিত যে পুরুষ আমার প্রতি শুদ্ধভক্তির উদ্দেশে কৰ্ম্মযোগ আচরণ করত ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিয়মিত করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

শ্রীবলদেব—নহু নির্জিতেন্দ্রিয়াণামপ্যাত্মানুভবো ন প্রতীতস্তত্র কোহভ্যুপায় ইতি চেৎ, তত্রাহ,—তানি সৰ্ব্বাণি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরো

মন্নিষ্ঠঃ সন্ যুক্তঃ কৃতাত্মসমাধিরাসীত তিষ্ঠেত । মন্তুক্তিপ্ৰভাবেন সৰ্বেন্দ্রিয়-
বিজয়পূৰ্ব্বিক। স্বাত্মদৃষ্টিঃ স্নলভেতি ভাবঃ । এবং স্মরন্তি,—“যথার্চিস্থানুর্দ্ধশিখঃ
কক্ষং দহতি মানিলঃ । তথা চিন্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সৰ্বকিৰ্ব্বিষম্” ইত্যাদি ।
বশে হীতি স্পষ্টম্ । ইথঞ্চ বশীকৃতেন্দ্রিয়তয়াবস্থিতিঃ ‘কিমাসীত’ ইত্যন্তোত্তর-
যুক্তম্ ॥ ৬১ ॥

বজ্রানুবাদ—প্রশ্ন,—যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে নির্জিত করিয়াছেন, তাঁহাদেরও
আত্মানুভব প্রতীত হয় না, সেখানে কি উপায় ? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে
বলা হইতেছে ;—‘তানীতি’ সেই সকল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়া
আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া, আমাতেই একনিষ্ঠ হইয়া যুক্ত—যথাযথ সমাধি
অবলম্বন পূৰ্ব্বক অবস্থান করিবে । আমার ভক্তি-প্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়
জয় পূৰ্ব্বক আত্মদৃষ্টি স্নলভ, ইহাই ভাবার্থ । এই রকম স্মরণ করা যায়—
“যেমন অগ্নি উর্দ্ধশিখাগ্রস্ত হইয়া বায়ুর সাহায্যে কক্ষকে (কুটীরকে) দগ্ধ
করে, তেমন চিন্তস্থিত বিষ্ণু যোগীদিগের সমস্ত পাপ নষ্ট করে” ইত্যাদি । বশে
হি নিশ্চয় ইহা স্পষ্ট । এই প্রকারে বশীকৃত-ইন্দ্রিয়-সহ অবস্থান ‘কিমাসীত’
ইহার উত্তর বলা হইতেছে ॥ ৬১ ॥

অনুব্রুষণ—ইন্দ্রিয় সমূহ যখন এইরূপ বলবান্, তখন তাহাদের হাত হইতে
রক্ষা পাইবার উপায় কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন
যে, সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম পূৰ্ব্বক যদি যোগী মৎপর হয় অর্থাৎ আমাতে একনিষ্ঠ
হইয়া ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহার আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিগৃহীত
হইবার ভয় থাকে না । শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্তকে ইন্দ্রিয় গ্রাম তো
দূরের কথা, সংসারের কোন বিপদ স্পর্শ করিতে পারে না । এইজন্য শাস্ত্রও
বলেন, “বাসুদেব-ভক্তের কুত্রাপি অশুভ নাই” । যেরূপ লোকে প্রবল পরাক্রান্ত
রাজাকে আশ্রয় করিয়া দস্যুগণকে নিগৃহীত করে, দস্যুগণও সেই লোককে
পরাক্রমশালী রাজার আশ্রিত জানিয়া আপনারাই তাহার বশীভূত হয়,
সেইরূপ সৰ্বজীবের অন্তর্যামী শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহারই
প্রভাবে দূরন্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিগ্রহ করা আবশ্যক । ইন্দ্রিয়গণও তাহা হইলে
পুরুষকে সৰ্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের আশ্রিত জানিয়া, সহজেই তাহার
বশতা স্বীকার করে ।

অতএব ভক্তির দ্বারাই সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় জয় হইয়া

ধাকে। তাই শাস্ত্রও বলেন—“হৃষীকেশে হৃষীকানি যশ্চ স্তৈর্য্যং গতানিহ,
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীব চঞ্চলে।” সুতরাং যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ
হইয়া শুদ্ধা ভক্তিবলে যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া
শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

অর্থ—বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহ) ধ্যায়তঃ পুংসঃ (ধ্যানকারী
পুরুষের) তেষু (সেই সকল বিষয়ে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে
(উৎপন্ন হয়) সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কাম) সংজায়তে
(জন্মে) কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (উদ্ভূত
হয়) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—শব্দাদি-বিষয়সমূহ নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানকারী
পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম এবং কাম হইতে
ক্রোধের উৎপত্তি হয় ॥ ৬২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পক্ষান্তরে, ভক্তিশূন্য বৈরাগ্যাযোগের অনর্থ আলোচনা
কর। বৈরাগ্যা-চেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষয়ধ্যান উপস্থিত হয়,
তখন ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং
কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৬২ ॥

শ্রীবলদেব—বিজিতেন্দ্রিয়স্তাপি মযানিবেশিতমনসঃ পুনরনর্থো দুর্দ্ধার
ইত্যাহ,—ধ্যায়ত ইতি দ্ব্যাভ্যাম্। বিষয়ান্ শব্দাদীন্ সুখহেতুত্ববুদ্ধ্যা ধ্যায়তঃ
পুনঃ পুনশ্চিন্তয়তো যোগিনস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি ; সঙ্গাদ্ভেতোস্তেষু কাম-
তৃষ্ণা জায়তে ; কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ চিন্তাজালস্তৎপ্রতিঘাতকো
ভবতি ॥ ৬২ ॥

বঙ্গানুবাদ—আমাতে চিন্তনিবেশ করিতে পারে নাই, সেরূপ জিতেন্দ্রিয়
ব্যক্তির পক্ষেও অনর্থ (পরিত্যাগ করা) দুঃসাধ্য, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—
‘ধ্যায়ত’ ইতি দুইটি শ্লোকের দ্বারা। শব্দাদি বিষয়গুলিকে সুখের হেতুস্বরূপ
বুঝিয়া অনবরত—তাহার প্রতি পুনঃপুনঃ ধ্যান ও চিন্তাশীল যোগীর তাহাতে
সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি আসে। সঙ্গহেতু তাহাতে কামতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, কাম

(ভোগ) হইতে, কোন লোক বাধা দিলে, ক্রোধ হয়, চিত্তের জ্বালা হয় তাহার প্রতিঘাতক হয় ॥ ৬২ ॥

ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়—ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাতাব) ভবতি (হয়) সম্মোহাৎ (সম্মোহন হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিনাশ) স্মৃতি-ভ্রংশাৎ (স্মৃতিভ্রংশ হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধিনাশ) বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) প্রণশ্চতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসাররূপে পতিত হয়) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বার্থের স্মৃতি-নাশ। স্মৃতিনাশ হইতে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশ হইতে সৰ্ব্বনাশ অর্থাৎ সংসাররূপে পতিত হয় ॥ ৬৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ক্রোধ হইতে মোহ ; মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম ; স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ফল্গুবৈরাগ্য-যোগের অনেকস্থলেই এইরূপ গতি ; অতএব ঐ যোগ সৰ্ব্ববিঘ্নযুক্ত ॥ ৬৩ ॥

শ্রীবলদেব—ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিজ্ঞানবিলোপঃ ; সং-মোহাৎ স্মৃতেরিন্দ্রিয়বিজয়াদিপ্রযত্নানুসন্ধেবিভ্রমো বিভ্রংশ ; স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধে-রাঅজ্ঞানার্থকস্মাধ্যবসায়স্য নাশঃ ; বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি পুনর্বিষয়ভোগনিমগ্নো ভবতি সংসরতীত্যর্থঃ—মদনাশ্রয়ণাদুর্জলং মনস্তানি স্ববিষয়ৈর্ধোজয়ন্তীতি ভাবঃ । তথা চ মনোবিজিগীষুণা মদুপাসনং বিধেয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—ক্রোধ হইতে সংমোহ—কোনটী কার্য্য কোনটী অকার্য্য এই বিবেক জ্ঞান লোপ হয় ; সংমোহ হইতে স্মৃতির নাশ হয়—ইন্দ্রিয়-বিজয়াদি প্রযত্নের অনুসন্ধান হইতে বিভ্রম—বিভ্রংশ হয়। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধির আত্ম-জ্ঞানমূলক অধ্যবসায়ের নাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইতে সৰ্ব্বনাশ হয় অর্থাৎ পুনরায় বিষয়-ভোগে নিমগ্ন হয় অর্থাৎ সংসার যাতনা ভোগ করিতে হয় ;—ইহাই অর্থ। আমাকে আশ্রয় না করার জন্য দুর্বল মন সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ বিষয়ে প্রেরিত করে,—ইহা ভাবার্থ। অতএব মনকে যিনি জয় করিতে চান তাহার পক্ষে আমার উপাসনা বা আরাধনা করা কর্তব্য ॥ ৬৩ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট না হইলে, বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থবান্ ব্যক্তির পক্ষেও অনর্থ-ত্যাগ দুঃসাধ্য। কারণ কৃত্রিম বৈরাগ্য-

অভ্যাস-কালে যদি তাহার অস্তঃকরণে পুনঃপুনঃ বিষয়ের ধ্যান উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার সেই বিষয়-সম্বন্ধে আসক্তি জন্মে অর্থাৎ সেই বিষয় নিরতিশয় স্থখের হেতুভূত জানিয়া, তাহাতে প্রীতি লাভ করে। তখন সেই প্রীতিজনক বিষয়-লাভের নিমিত্ত বলবতী তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। আবার কোন কারণে তাহার প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিলে, ক্রোধও সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই ক্রোধ হইতে কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য-বিবেক-রহিত-সম্মোহ হইয়া পড়ে, এবং সেই সম্মোহ হইতে ইন্দ্রিয়-জয়াদি-প্রযত্নের অনুসন্ধান শূন্য হইয়া স্মৃতি-বিভ্রম হয়। এই অবস্থায় শাস্ত্রালোচনা ও গুরুমুখ-প্রাপ্ত জ্ঞানের বিভ্রম হয়। সেই স্মৃতি-ভ্রংশ হইতে আত্মজ্ঞান-লাভের উপযোগী অধ্যবসায় নষ্ট হয়, এবং তাহা হইতে পুনরায় সংসারে বিষয়-ভোগে নিমগ্ন হইতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ভগবদাশ্রয়-ব্যতিরেকে মন দুর্বল থাকে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ অভ্যাসের দ্বারা নিগ্রহ করিতে সমর্থ কথঞ্চিৎ হইলেও মনো-নিগ্রহের অভাবে মহানর্থ উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ পুনরায় ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্তন করে। সুতরাং ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত মনোজয় অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীভগবান্ যে বলিয়াছেন, “তানি সৰ্ব্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ” এই বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহঃ পরমাং গতিম্ ॥” (২।৩।১০)

অর্থাৎ যখন জ্ঞানের সাধন চক্ষুরাদি-পঞ্চেন্দ্রিয় মনের সহিত বিষয় হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করে, এবং বুদ্ধি বিষয়ে প্রবৃত্তিরহিত হয়, তখন ঐ প্রত্যাহারকেই পণ্ডিতগণ পরমা গতি বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

বিষয়েষু গুণাধ্যামাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।

সঙ্গাৎ তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলিন্ৰুণাম্ ॥

কলেদুৰ্ব্বিধহ ক্রোধস্ততস্তম্নুবর্ততে।

তমসা গ্রস্তুতে পুংসশ্চৈতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্ ॥

তয়া বিরহিতঃ সাধো জহ্নঃ শূন্যায় কল্পতে।

ততোহস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্ছিতস্য মৃতস্য চ ॥ (১।১।২১।২২-২১)

এমতাবস্থায় মনের নিগ্রহাভাবে বাহ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকারীরও যখন পরম অনর্থ-প্রাপ্তি হয়, তখন প্রযত্নাতিশয়া-সহকারে ভগবদুপাসনার দ্বারা মনকে নিগ্রহ করা সকলের একান্ত কর্তব্য ॥ ৬২-৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিদ্ৰিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অর্থ—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগ ও দ্বেষরহিত) আত্মবশৈঃ (আত্মাধীন) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) চরন্ (উপভোগ করিয়াও) বিধেয়াত্মা তু (নিগ্রহীতমনা পুরুষ কিস্ত) প্রসাদম্ (প্রসন্নতা) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ে রাগদ্বেষরহিত আত্মাধীন ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিয়াও বিধেয়াত্মাপুরুষ কিস্ত চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রাগ-দ্বেষ ত্যাগপূর্বক আত্মাধীন ইন্দ্রিয়দিগকে যথাযোগ্য সমস্ত জড়বিষয়ে চালিত করিয়াও বিধেয়াত্ম-পুরুষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তি চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন ॥৬৪॥

শ্রীবলদেব—মনসি নির্জিতে শ্রোত্রাদিনির্জয়াভাবোহপি ন দোষ ইতি ক্রবন্ ‘ব্রজেত কিম্’ ইত্যশ্রোতুরমাহ,—রাগেত্যাদিভিরষ্টভিঃ । বিজিতবহিরিদ্ৰিয়োহপি মদনর্পিতমনাঃ পরমার্থাচ্ছিত্য ইত্যুক্তম্ । যো বিধেয়াত্মা স্বাধীন-মনা মদর্পিতমনাস্তত এব নির্দমরাগাদিমনোমলঃ স আত্মবশৈর্মনোহধীনৈরতএব রাগদ্বেষাভ্যাং বিমুক্তৈরিদ্ৰিয়ৈঃ শ্রোত্রাদৈর্বিষয়ান্ নিষিদ্ধান্ শব্দাদীংশ্চরন্ ভুঞ্জানোহপি প্রসাদং বিষয়াসক্ত্যাদিমলানাংগমাধ্বিমলমনস্তমধিগচ্ছতি প্রাপ্নো-তীত্যর্থঃ ॥৬৪॥

বঙ্গানুবাদ—মনকে জয় করিতে পারিলে, শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়ের জয় না করিতে পারিলেও কোন দোষ নাই—এই কথা বলিতে বলিতে “যায় কোথায় ?” এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—‘রাগ’ ইত্যাদি আটটি শ্লোকের দ্বারা । বাহ ইন্দ্রিয়কে জয় করিলেও আমার প্রতি মনপ্রাণ-অর্নপিত ব্যক্তির পরমার্থ হইতে বিচ্যুতি হয় ; ইহাই বলা হইল । যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ সম্যকরূপে আত্মনিষ্ঠ, মন যার স্বাধীন, আমার প্রতি অর্পিত করা হইয়াছে, তাহারই সংসারের অনুরাগাদি ও মনের মল দগ্ধ হয়, সে আত্মার বশীভূত মনের অধীন রাগ

ও দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিষিদ্ধ বিষয় উপভোগ করিতে থাকিলেও প্রসাদ, (আমার কৃপালব্ধ প্রসন্নতা) বিষয়ের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি দোষের উদয় হয় না বলিয়া, শুদ্ধ ও বিমল-মনা হইয়া তাহাই প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত ভক্তির আশ্রয়ে যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক বিধেয়াত্মা পুরুষ রাগ ও দ্বেষ রহিত হইয়া, চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করিলেও প্রসাদ অর্থাৎ ভগবদ্-কৃপালব্ধ চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহার বিষয়ের প্রতি ভোগ-বুদ্ধিজনিত আসক্তি না থাকায়, চিত্তের মালিন্য উপস্থিত হয় না। শ্রীভগবানে ঐকান্তিক ভক্তির ফলেই যেমন মনের নিগ্রহ হয়, সেইরূপ চিত্তের প্রসন্নতাও লাভ হয় ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরশ্রোপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হ্যশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অর্থ—প্রসাদে (প্রসন্নতা লাভ হইলে) অশু (ইহার—বিধেয়াত্মা পুরুষের) সর্বদুঃখানাম্ (সকল দুঃখের) হানিঃ উপজায়তে (বিনাশ হয়) হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অশু (শীঘ্র) পর্য্যবতিষ্ঠতে (সর্বতোভাবে অভীষ্টের প্রতি স্থির হয়) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—চিত্তপ্রসাদ লাভ হইলে বিধেয়াত্মা পুরুষের সকল দুঃখের নাশ হয়। প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ ভক্তের বুদ্ধি শীঘ্রই স্থায়ী অভীষ্টের প্রতি সর্বতোভাবে স্থির হয় ॥ ৬৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইলে সমস্ত দুঃখের হানি হয় এবং প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি সর্বতোভাবে শীঘ্রই অভীষ্টের প্রতি স্থিরা হয় ॥ ৬৫ ॥

শ্রীবলদেব—প্রসাদে সতি কিং শ্রাদিত্যাহ,—অশু যোগিনো মনঃপ্রসাদে সতি সর্বেষাং প্রকৃতি-সংসর্গকৃতানাং দুঃখানাং হানিরূপজায়তে। প্রসন্নচেতসঃ স্বাত্মাযাথাঅবিষয়া বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে স্থিরা ভবতি ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রসন্ন হইলে কি ফল লাভ হইবে, ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—এই যোগীর মন প্রসন্ন হইলে প্রকৃতিসংসর্গ-জন্ম সকল দুঃখের অবসান হয়। প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির আত্মার যথার্থ-বিষয়কবুদ্ধি হয় ও স্থির হয় ॥ ৬৫ ॥

অনুভূষণ—ভক্তির আশ্রয়ে চিত্ত প্রসন্ন হইলে, তাহার জাগতিক

আধ্যাত্মিকাদি সর্বপ্রকার দুঃখ সমূলে ধ্বংস হয়। কারণ এবিধ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি সর্বদা অভীষ্টদেবের সেবায় তৎপর হয় ও স্থিরতা লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায় যে, শ্রীমদ্ বেদব্যাস সমস্ত শাস্ত্র রচনা করিয়াও যখন চিন্তের শান্তি পাইলেন না, তখন শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া প্রদর্শন করাইলেন যে, ভক্তির দ্বারাই একমাত্র চিন্তের প্রসন্নতা লাভ ঘটে।

যেমন পাওয়া যায়, “স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ...যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥”

ভাঃ ১।২।৬

“মুকুন্দসেবয়া যদন্তথা ক্রাত্বা ন শাম্যতি ।” ভাঃ ১।৬।৩৬ ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অর্থ—অযুক্তস্য (অবশীকৃতমনা ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি) ন অস্তি (নাই) অযুক্তস্য চ (ও তাদৃশবুদ্ধিরহিতের) ভাবনা (পরমেশ্বর-ধ্যান) ন (নাই) অভাবয়তঃ চ (ও ধ্যানরহিত ব্যক্তির) শান্তিঃ ন (বিষয়োপরম নাই) অশান্তস্য (অশান্ত ব্যক্তির) সুখং (আত্মানন্দ) কুতঃ (কোথায়) ? ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তির মন বশীভূত হয় নাই, তাহার আত্মবিষয়িণীপ্রজ্ঞা নাই। তাদৃশপ্রজ্ঞারহিতের পরমেশ্বর-ধ্যান হয় না। এবং ধ্যানহীনের শান্তি নাই। শান্তিহীন ব্যক্তির আত্মানন্দ কোথায় ? ॥ ৬৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি যোগযুক্ত ন'ন, তাঁহার রসভাবনা সম্ভব নয় ; পরম-রস-ভাবনা ব্যতীত জড়রস হইতে শান্তি হইতে পারে না ; শান্ত না হইলে আত্মানন্দরূপ পরম সুখ কিরূপে হয় ? ॥ ৬৬ ॥

শ্রীবলদেব—পূর্বোক্তমর্থঃ ব্যতিরেকমুখেনাহ,—অযুক্তস্যাযোগিনো মদ-নিবেশিতমনসো বুদ্ধিরুক্তলক্ষণা নাস্তি ন ভবতি ; অতএব তস্য ভাবনা তাদৃগাত্মচিত্তাপি নাস্তি। তাদৃশমাত্মানমভাবয়তঃ শান্তিবিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তির্নাস্তি। অশান্তস্য তৎতৃষ্ণাকুলস্য সুখং স্বপ্রকাশানন্দাত্মানুভবলক্ষণং কুতঃ স্যাৎ ? ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্বোক্ত অর্থ বিপরীত ভাবেও বলা হইতেছে—অযুক্ত—আমাতে অনর্পিতচিত্ত-যোগীর আমাতে মন নিবেশ করিতে না পারায়, পূর্বোক্তলক্ষণসম্পন্ন (আত্মনিষ্ঠা) বুদ্ধি হয় না। অতএব তাহার ভাবনা—

সেইরূপ আত্মচিন্তাও নাই। সেইরূপ (নিঃশব্দ) আত্মাকে ভাবনা ধিনি করেন না, তাহার পক্ষে শান্তি—বিষয়তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হয় না। অতএব অশান্ত—তৃষ্ণাকুল ব্যক্তির স্থখ—স্বপ্রকাশ-আত্মানন্দ-অনুভবরূপলক্ষণ কি করিয়া হইবে ? ॥ ৬৬ ॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত-বিষয় ব্যতিরেকভাবে বুঝাইতেছেন যে, যে ব্যক্তি শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই এবং তাহার ফলে বুদ্ধিও স্থির হয় নাই তাহার পক্ষে রসভাবনা সম্ভব নহে, সুতরাং চিদ্রসে রতি না জন্মিলে, জড়বিষয়-রসেও বিতৃষ্ণা বা বিরাগ জন্মে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে “পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে” (গীঃ) চিদ্রসের আশ্রয়ে জড়ভোগতৃষ্ণা বিগত হইলে স্বপ্রকাশ-আত্মানন্দরূপ পরম স্থখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদশ্রু হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥

অর্থ—হি (যেহেতু) চরতাং ইন্দ্রিয়ানাং (বিষয়-বিচরণশীল-ইন্দ্রিয়গণ-মধ্যে) যৎ (যে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি) মনঃ (মন) অনুবিধীয়তে (অনুগমন করে) তৎ (সেই মন) বায়ুঃ (বায়ু) আস্তসি (জলে) নাবম্ ইব (নৌকার ন্যায়) অশ্রু (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির) প্রজ্ঞাং (বুদ্ধিকে) হরতি (হরণ করে) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—বিষয়বিচরণশীল স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের প্রতি মন অনুগমন করিয়া থাকে, সেই ইন্দ্রিয়ই কর্ণধারহীন সমুদ্রে নিমজ্জিত নৌকা, বায়ুর দ্বারা বিচলিত হইবার ন্যায়, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুবর্তী হইয়া অযুক্ত ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে ॥ ৬৭ ॥

শ্রীবলদেব—মণিবেশিতমনস্কতয়েন্দ্রিয়নিয়মনাভাবে দোষমাহ,—ইন্দ্রিয়াণা-মিতি। বিষয়েষু চরতামবিজিতানামিন্দ্রিয়াণাং মধ্যে যদেকং শ্রোত্রং বা চক্ষুর্বানুলক্ষ্যাকৃত্য মনো বিধীয়তে প্রবর্ত্যতে, তদেকমেবেন্দ্রিয়ং মনসানুগতমশ্রু প্রবর্তকশ্চ প্রজ্ঞাং বিবিজ্ঞানুবিষয়াং হরত্যাশ্রয়তি, মনসস্তদ্বিষয়াকৃষ্টত্বাৎ। কিং পুনঃ সর্বাণি তানীতি, প্রতিকূলো বায়ুর্নাবাস্তসি নীয়মানাং নাবং তদ্বৎ ॥ ৬৭ ॥

বজ্রানুবাদ—আমার প্রতি নিবিষ্টচিত্ততার দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না থাকিলে, দোষের কথা বলা হইতেছে—‘ইন্দ্রিয়াণামিতি’। বিষয়ভোগেতে অত্যাশ্রিত—অবশীভূত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যদি এক শ্রবণেন্দ্রিয় অথবা চক্ষুকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া মন প্রবর্তিত হয়, তবে সেই এক ইন্দ্রিয়ই মনের অন্তর্গত এই প্রবর্তকের প্রজ্ঞা শুদ্ধ আত্মবিষয়ক বুদ্ধিকে হরণ করে। মন সেই বিষয়ের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট থাকে এইজন্যই ; একটিকে যখন হরণ করে তখন অগ্র সকল ইন্দ্রিয়ের কথা আর কি বলিব। প্রতিকূল বায়ু যেমন জলে নীয়মান নৌকাকে চালিত করে, সেইরূপ ॥ ৬৭ ॥

অনুব্রূষণ—শ্রীভগবানে মন নিবিষ্ট না করিয়া, যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিতে চেষ্টা করে, তাহারা বিফল হয়। বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটা ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া মন প্রবর্তিত হইলে, সেই ব্যক্তির আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানকে হরণ করে, সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন হইয়া যখন চলিতে থাকে, তখন তাহার যে দুর্দশা হয়, তাহা আর কি বলিব ?

জলের উপর ভাসমান নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু যে রূপ অস্থির করে, সেইপ্রকার যাহার মন চঞ্চল ও তরল, তাহার ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য স্বভাবতঃই প্রকাশ পায়। উপযুক্ত কর্ণধার না হইলে, বায়ুবেগে যেমন তরণী আন্দোলিত হইয়া নানাদিকে গমন করে, সেইরূপ ভগবানে অনর্পিত-চিত্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ডারী-চালিত নৌকার ন্যায় বিষয়-মাগরে নিমজ্জিত হয় ॥ ৬৭ ॥

তস্মাদ্ যশ্চ মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অর্থ—মহাবাহো ! (হে মহাবাহো !) তস্মাৎ (অতএব) যশ্চ (যাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিগৃহীত) তস্মৈ (তাহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা) ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো ! অতএব যাহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব, হে মহাবাহো ! যাঁহার ইন্দ্রিয় সমস্ত-ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে যুক্তবৈরাগ্য-দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

শ্রীবলদেব—তস্মাদিতি । যশ্চ মন্নিষ্ঠমনসঃ প্রতিষ্ঠিতান্নিষ্ঠা ভবতি । হে মহাবাহো ইতি । যথা রিপুর্নিগৃহাসি, তথেন্দ্রিয়ানি নিগৃহাণেত্যর্থঃ । এভিঃ শ্লোকৈর্ভগবন্নিবিষ্টতয়েন্দ্রিয়বিজয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞশ্চ সিদ্ধশ্চ স্বাভাবিকঃ । সাধকশ্চ তু সাধনভূত ইতি বোধ্যম্ ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘তস্মাদিতি’ । আমার প্রতি যাঁহার অতিশয় আসক্তিবশতঃ আত্মনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিতা হয় । হে মহাবাহো ! যেইরূপে শত্রুকে নিগৃহীত করিতেছ, সেইরূপে ইন্দ্রিয়গুলিকেও নিগৃহীত কর, ইহাই অর্থ । এই সকল শ্লোকের দ্বারা ভগবানের প্রতি অতিশয় আসক্তচিত্তব্যক্তির ইন্দ্রিয় জয় হয় ; স্থিতপ্রজ্ঞে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁ’র পক্ষে ইহা স্বাভাবিক । সাধকের পক্ষে কিন্তু ইহা সাধনস্বরূপ বলিয়া জানিবে ॥ ৬৮ ॥

অনুভূষণ—যে ব্যক্তি স্বকীয় ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহপূর্বক যাবতীয় বিষয়-ভোগ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন অর্থাৎ কোন ভোগলালসাতে ইন্দ্রিয়গণ বিচলিত হয় না, তাঁহার বুদ্ধিই যথার্থ স্থিরভাবাপন্ন হইয়াছে ।

এস্থলে ‘মহাবাহো !’ সম্বোধনে ইহাই সূচিত হয় যে, তুমি সর্বশত্রু নিগ্রহে সমর্থ ; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণকেও নিগৃহীত করিয়া নিজ সামর্থ্য প্রদর্শন কর ।

শ্রীভগবানে চিত্তনিবিষ্ট সিদ্ধ স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়জয় স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে কিন্তু সাধকগণের পক্ষে প্রজ্ঞা স্থিরীকরণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের চেষ্টা প্রয়োজনীয় । এস্থলে সিদ্ধ ও সাধক উভয়ের পক্ষেই ইন্দ্রিয়-সংযম অপরিহার্য্য ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্মাং জাগর্তি সংযমী ।

যস্মাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥৬৯॥

অন্বয়—যা (যে আত্মপ্রবণা বুদ্ধি) সর্বভূতানাং (সর্বভূতগণের) নিশা (নিশাস্বরূপ) তস্মাং (তাহাতে) সংযমী (স্থিতপ্রজ্ঞ) জাগর্তি (জাগ্রত থাকেন) যস্মাং (যে বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে) ভূতানি (ভূতসকল) জাগ্রতি (জাগ্রত থাকে) সা (সেই বিষয়প্রবণা বুদ্ধিই) পশ্যতঃ মূনেঃ (তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট) নিশা (নিশা-স্বরূপ) ॥৬৯॥

অনুবাদ—যে আত্মপ্রবণা-বুদ্ধি জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবের নিকট রাত্রিবিশেষ,

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত থাকেন। এবং যে বিষয়প্রবণাবুদ্ধিতে সাধারণ জীবগণ জাগরিত থাকে, তদ্বদর্শী মূনির নিকট তাহাই রাত্রি-স্বরূপ অর্থাৎ তিনি নির্লিপ্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করেন ॥৬৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে অর্জুন ! বুদ্ধি—দুই প্রকার অর্থাৎ আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধি—সর্বভূতের অর্থাৎ জড়মুগ্ধ সাধারণ-জীবের পক্ষে রাত্রি-বিশেষ ; জড়মুগ্ধ জীবসকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সংযমী সেই রাত্রিতে জাগরুক থাকিয়া আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। পক্ষান্তরে বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠবিষয়-শোকমোহাদি অনুভব করে। কিন্তু তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞ মূনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ। তিনি তাহাতে সংসারি-লোকের সুখ-দুঃখ-প্রদ প্রারন্ধাকৃষ্ট বিষয়সকল ঔদাসীণ্যভাবে ও যথোচিত নিলেপভাবে স্বীকার করেন ॥৬৯॥

শ্রীবলদেব—সাধকবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞশ্চেन्द्रিয়সংযমঃ প্রযত্নসাধ্য ইত্যুক্তম্। সিদ্ধাবস্থায় তু তস্য তন্নিয়মঃ স্বাভাবিক ইত্যাহ,—যা নিশেতি। বিবিক্তাঅনিষ্ঠা বিষয়নিষ্ঠা চেতি বুদ্ধির্দ্বিবিধা। যাত্মনিষ্ঠা বুদ্ধিঃ সর্বভূতানাং নিশারূপকেনোপ-
মাত্র ব্যজ্যতে রাত্রিতুল্যা তদ্বদপ্রকাশিকা,—রাত্রাবিবাঅনিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ স্বপন্তৌ জনান্তরভ্যমাত্মানং সর্বে নানুভবন্তীত্যর্থঃ। সংযমী জিতেन्द्रিয়স্ত তস্যাং জাগর্তি, ন তু স্বপিতি,—তয়া লভ্যমাত্মানমনুভবতীত্যর্থঃ। যস্যাং বিষয়নিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ ভূতানি জাগ্রতি বিষয়ভোগাননুভবন্তি ন তু তত্র স্বপন্তি, সা মূনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিশা,—তস্য বিষয়ভোগাপ্রকাশিকেত্যর্থঃ। কীদৃশশ্চেত্যাহ,—পশ্যত ইতি। আত্মানং সাক্ষাদনুভবতঃ প্রারন্ধাকৃষ্টান্ বিষয়ানপ্যৌদাসীণ্যেন ভুঞ্জানস্তু চেত্যর্থঃ। নর্তকীমূর্খঘটাবধান-গ্ৰায়েনাত্মদৃষ্টে'ন' তদগ্ৰসগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥৬৯॥

বঙ্গানুবাদ—সাধকবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তির পক্ষে ইन्द्रিয়কে সংযত করা অতিশয় কষ্টসাধ্য বলিয়া বলা হইয়াছে। সিদ্ধাবস্থায় অবস্থিত তাহার পক্ষে কিন্তু সেইরূপ নিয়ম খুবই স্বাভাবিক, ইহাই বলা হইতেছে—‘যা নিশেতি’। শুদ্ধ আত্মানুসন্ধান-তৎপরতা ও বিষয়ানুসন্ধান-তৎপরতা-ভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার। যেই বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠা তাহাকে সমস্ত প্রাণীর রাত্রিস্বরূপরূপে উপমা দেওয়া হইতেছে, রাত্রিতুল্যা সেইবুদ্ধি রাত্রির গ্ৰায় অপ্রকাশিকা। রাত্রির গ্ৰায় আত্মনিষ্ঠাসম্পন্ন বুদ্ধিতে শায়িত ব্যক্তির তল্লভ্য আত্মাকে সকলে অনুভব

করিতে পারে না—ইহাই অর্থ। সংযমী জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কিন্তু তাহাতে জাগ্রত থাকেন। কখনও নিদ্রিত হন না। তাহার ফলে লভ্য আত্মাকে অনুভব করেন, ইহাই অর্থ। যেই বিষয়-ভোগাত্মকুলী বুদ্ধিতে প্রাণিসকল জাগ্রত থাকে এবং বিষয়ভোগ অনুভব করে, কখনও নিদ্রিত হয় না; সেই বুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির পক্ষে রাত্ৰিস্বরূপ। তাহার সেই (বুদ্ধির) বিষয়ভোগবাসনা অপ্ৰকাশিকা—ইহাই অর্থ। কি রকম মুনির, এইজন্ত বলিতেছেন—‘পশ্যত ইতি’। আত্মাকে সাক্ষাৎরূপে অনুভবকারী ব্যক্তির প্রারব্ধ-আকৃষ্ট-বিষয়ের প্রতিও উদাসীনভাবে ভোগকারীর—ইহাই অর্থ। নর্তকীমূর্খঘটাবধান গ্ৰায়ে অর্থাৎ নর্তকীর মস্তকে ঘট থাকিলে নাচিবার সময়ে ঐ ঘটেই একমাত্র তাহার দৃষ্টি থাকে, অন্যদিকে দৃষ্টি যায় না; তেমনি আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অন্য বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি যায় না ॥ ৬৯ ॥

অনুভূষণ—বুদ্ধি দুইপ্রকার অর্থাৎ আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। যাহাদের আত্মপ্রবণা-বুদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ বা প্রকৃত জ্ঞানী আর যাহারা বিষয়প্রবণাবুদ্ধিযুক্ত, তাঁহারা সংসারী বা অজ্ঞ। আত্মপ্রবণাবুদ্ধি অজ্ঞান-তমসচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে রাত্ৰিস্বরূপ; রাত্ৰিতে কি কি ঘটে, তাহা ঘেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তি জানিতে পারে না, সেইরূপ আত্মপ্রবণা বুদ্ধিতে প্রাপ্যমাণ বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান, জড়মুগ্ধ অজ্ঞানী ব্যক্তির লাভ হইতে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি তাদৃশ বুদ্ধিপ্রভাবে জাগ্রত থাকিয়া আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। বিষয়প্রবণা-বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদৃশ বিষয়-বুদ্ধি-প্রভাবে শোকমোহাদিজনিত বৈষয়িক সুখ-দুঃখ সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাই আবার স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির পক্ষে রাত্ৰিস্বরূপ। সুতরাং তিনি তাহার কিছুই অনুভব করেন না। সুখ-দুঃখপ্রদ সাংসারিক বিষয়-ব্যাপারসমূহ উদাসীনভাবে ও নির্লিপ্তভাবেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

নর্তকীর মস্তকে ঘটাবধানগ্ৰায়াত্মসারে দেখা যায় যে, নর্তকী যেমন জলপূর্ণ কলস মস্তকে লইয়া, নৃত্যাদিকালে স্বীয় অঙ্গাদি চালনার দ্বারা নানাবিধ হাব-ভাব বাহিরে প্রকাশ করিলেও সর্বদা তাহার চিত্ত সেই ঘটের দিকেই থাকে, সেইরূপ আত্মানুভবী-স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বাহিরে প্রারব্ধাকৃষ্টা-বিষয় স্বীকার করিলেও, সর্বদা শ্রীভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়, এবং অন্যত্র বিষয়ে উদাসীন ও নিলিপ্ত থাকার দরুণ, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয় না।

স্বক পুরাণে পাওয়া যায়,—

“অজ্ঞানং তু নিশা প্রোক্তা দিবা জ্ঞানমুদীৰ্য্যতে”

সুতরাং অজ্ঞানই নিশাস্বরূপ এবং জ্ঞানই দিবাস্বরূপ। আবার একের পক্ষে যাহা দিবা, তাহা অন্যের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ হইয়া থাকে। যেৰূপ দিবাস্বরূপে পোচকের পক্ষে রাত্রিই দিবা, আবার রাত্র্যক্ষ কাকের নিকট তাহাই রাত্রি। সেরূপ আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে যাহা রাত্রি, বিষয়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই দিবা ॥৬৯॥

আপূৰ্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সৰ্ব্বৈ

স শান্তিমাশ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অর্থ—আপূৰ্য্যমাণম্ (বর্ষাকালে নদীর জলদ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও) অচলপ্রতিষ্ঠং (অনতিক্রান্তমৰ্য্যাদ) সমুদ্রম্ (সমুদ্রে) যদ্বৎ (যে প্রকার) আপঃ (অগ্ন্যাণ্ড জল) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) তদ্বৎ (সেই প্রকার) সৰ্ব্বৈ কামাঃ (সকল কাম) যং (যে মুনিতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) আশ্নোতি (লাভ করেন), কামকামী (কামকামী ব্যক্তি) ন (শান্তি পান না) ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—সম্যক পরিপূর্ণ ও অনতিক্রান্তমৰ্য্যাদ সমুদ্রে যেৰূপ অগ্ন্যাণ্ড জল প্রবেশ করিয়া থাকে (কিন্তু ক্ষোভিত করিতে পারে না) ; তদ্রূপ কামসমূহ স্থিতপ্রজ্ঞ মুনিতে প্রবেশ করিলেও (ক্ষুব্ধ করিতে পারে না) তিনি শান্তি বা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু কামকামী ব্যক্তি শান্তি বা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না ॥ ৭০ ॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—কামকামী কখনই শান্তি লাভ করে না। অগ্ন্যাণ্ড জল যেৰূপ আপূৰ্য্যমাণ সমুদ্রেতে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, সেইরূপ কামসকল স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না ; অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন ॥ ৭০ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তং ভাবং স্মৃটয়ন্যাহ,—আপূৰ্য্যোতি । স্বরূপেণৈবাপূৰ্য্য-মাণং তথাপ্যচলপ্রতিষ্ঠমন্তর্জিতবেলং সমুদ্রং যথাপোহন্তা বর্ষোদ্ভবাঃ নতঃ প্রবিশন্তি, ন তু তত্র কঞ্চিদ্ভিষেৎ শরুবন্তি কৰ্ত্তুম্, তদ্বৎ সৰ্ব্বৈ কামাঃ

প্রারদ্ধাকৃষ্টা বিষয়া যং প্রবিশন্তি, ন তু বিকর্তুং প্রভবন্তি, স শান্তিমাপ্নোতি ।
 শব্দাদিষু তদিন্দ্রিয়গোচরেষপি সংস্বাদানন্দানুভবতৃপ্তস্তৈবিকারলেশমপ্যবিন্দন্
 স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ । যঃ কামকামী বিষয়লিপ্সুঃ স তুত্তলক্ষণাং শান্তিং
 নাপ্নোতি ॥ ৭০ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্বোক্ত ভাবার্থকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা হইতেছে
 —‘আপূর্যোতি’ স্বরূপেই আপূর্যমাণ (স্বভাবত পূর্ণ) তথাপি অচলপ্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন,
 বেলাকে যে অতিক্রম করে না এমন সমুদ্রে যেমন বর্ষাকালীন উদ্ভূত নদীগুলি
 প্রবেশ করে, তাহাতে বিশেষ কিছু করিবার শক্তি থাকে না, সেইরূপ সমস্ত
 কাম্যবস্তু প্রারদ্ধফলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে প্রবেশ করে, কিন্তু ইহার
 বিকার করিতে পারে না, তিনি শান্তিলাভ করেন । শব্দাদি-ভোগ্য বস্তুগুলি
 তত্ত্ব ইন্দ্রিয়-গোচর হইলেও, আত্মার আনন্দানুভবে পরিতৃপ্ত হইয়া, বিকারের
 লেশ মাত্রই ভোগ না করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ, ইহাই অর্থ । যে বিষয়-ভোগী ব্যক্তি
 বিষয়-লিপ্সার বশীভূত হয়, সে কিন্তু পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত শান্তি লাভ করিতে
 পারে না ॥ ৭০ ॥

অনুব্রুবণ—পূর্বোক্ত ভাবকেই পরিস্ফুট করিয়া বলিতে গিয়া একটি
 দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, বর্ষাকালে পর্বত প্রদেশ হইতে অসংখ্য নদনদী
 প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, বর্ষাকালীন বারিধারাও সমুদ্রে নিপতিত
 হয় কিন্তু সমুদ্রের গুরু-গাস্তীর্ঘ্য বা স্থির-ভাবে কোন বিপর্যয় ঘটে না ।
 অচল, অটল সমুদ্র অবিকৃতভাবে অবস্থিত থাকিয়া, যেমন কখনও ক্ষীত বা
 উদ্বেলিত হয় না; সেইরূপ নির্বিকার স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির হৃদয়ে কামনার বিষয়ীভূত
 শব্দাদি-বিষয় সমূহ প্রবেশ পূর্বক কোনরূপে তাহাকে বিচলিত অর্থাৎ আসক্ত
 করিতে সক্ষম হয় না । সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ আত্মনিষ্ঠজ্ঞান-বলে
 বলীয়ান থাকিয়া, সর্বদা শান্তিরূপ পরম ধন লাভ করেন । কিন্তু কামকামী
 অর্থাৎ ভোগ্য-বিষয় সমূহের কামনাই যাহাদের হৃদয়ের পরিচালক, সেই
 ভোগ-পরায়ণ পুরুষ কদাপি মোক্ষরূপ ধন লাভ করিতে পারে না । অধিকন্তু
 নিরন্তর ফলকামনাপূর্ণ কন্ঠে নিয়োজিত থাকিয়া, শান্তির পরিবর্তে ক্লেশ-
 সাগরে নিমগ্ন হয় ॥ ৭০ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিম্প্রহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

অর্থ—যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সৰ্বান্ কামান্ (সমস্ত কাম) বিহার্য (পরিত্যাগ করিয়া) নিস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য) নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কার রহিত) নিৰ্ম্মমঃ (মমতাশূন্য) (সন্—হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—যে পুরুষ সমস্ত কাম পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার এবং মমতাশূন্যভাবে বিষয় স্বীকারপূর্বক বিচরণ করেন তিনি (স্থিতপ্রজ্ঞ) শান্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কামসকল পরিত্যাগ পূর্বক যিনি সমস্ত-বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করেন ॥ ৭১ ॥

শ্রীবলদেব—বিহায়েতি । প্রাপ্তামপি কামান্ বিষয়ান্ সৰ্বান্ বিহার্য শরীরোপজীবনমাত্রাহপি নিৰ্ম্মমো মমতাশূন্য নিরহঙ্কারোহনাঅনি শরীরে আত্মাভিমানশূন্যচরতি তদুপজীবনমাত্রং ভক্ষয়তি, যত্র কাপি গচ্ছতি বা, স শান্তিং লভত ইতি ‘ব্রজেত কিম্’ ইত্যশ্রোত্তরম্ ॥ ৭১ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘বিহায়েতি’ । উপস্থিত সমস্ত কাম্যবিষয়গুলিকে ত্যাগ করিয়া শরীরের উপজীবিকার জন্তও নিৰ্ম্মম অর্থাৎ মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া— অনাত্মা—শরীরে আত্মাভিমানশূন্য হইয়া দেহের উপজীবন (রক্ষামাত্র) ভক্ষণ করেন, যেখানে—কোনস্থানে বা যান, তিনি শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, ইহা “ব্রজেত কিম্?” কোথায় যান? এই প্রশ্নের উত্তর ॥ ৭১ ॥

অনুভূষণ—কাম্য-বিষয়ভোগসমূহ প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত হইলেও, স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি উহাতে উদাসীন হইয়া, পরিত্যাগপূর্বক, স্বকীয় দেহের জীবনযাত্রা-বিষয়েও স্পৃহাশূন্য হন, এবং যাবতীয় অহঙ্কার পরিবর্জন করতঃ, দেহাত্মাভিমানশূন্য হইয়া, প্রাণ-ধারণ-নিমিত্তমাত্র সামান্য বিষয় স্বীকার করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভের অধিকারী । এমতাবস্থায় তিনি যথায় বিচরণ করুন না কেন, তাহার শান্তির বা মুক্তির ব্যাঘাত কিছুতেই ঘটে না ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।

স্থিত্বাহস্ত্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনিৰ্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে সাংখ্য-
যোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়—পার্থ ! (হে পার্থ !) এষা (বর্ণিত ইহা) ব্রাহ্মী (ব্রহ্মপ্রাপিকা)
স্থিতিঃ (নিষ্ঠা) এনাং (এই স্থিতিকে) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) ন বিমূহতি
(কেহ মোহপ্রাপ্ত হন না) অন্তকালে অপি (মৃত্যুসময়েও) অশ্রাম্ (ইহাতে)
স্থিত্বা (ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋচ্ছতি (ব্রহ্মনির্বাণ লাভ
করেন) ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্কণি
শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে
সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়শ্চাষ্টমঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—হে কোস্তেয় ! এই প্রকার ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতিকে ব্রাহ্মীস্থিতি
বলে । এই স্থিতি লাভ করিলে কেহ মোহপ্রাপ্ত হন না । মৃত্যুকালেও ক্ষণ-
কালের জন্য ইহাতে অবস্থান করিতে পারিলেও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ ঘটে ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীব্যাস-রচিত শ্রীমহাভারতাত্মা শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্কে
শ্রীভগবৎ-গীতাপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় ও যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে
সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই প্রকার ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতিকেই ‘ব্রাহ্মী স্থিতি’
বলে । হে পার্থ ! যিনি ঐ স্থিতি লাভ করেন, তিনি মোহ প্রাপ্ত হন না ।
খট্ভাঙ্গ রাজার শ্রায় অন্তকালে ঐ স্থিতি লাভ করিলেও ব্রহ্মনির্বাণ লব্ধ হয় ।
ব্রহ্মপ্রাপক জড়মুক্তিকে ‘ব্রহ্মনির্বাণ’ বলে ; জড়ের বিলক্ষণ তত্ত্বের নাম ‘ব্রহ্ম’ ;
সেই তত্ত্ব অবস্থিত হইলে ‘অপ্রাকৃত রস’ লাভ হয় ॥ ৭২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই অধ্যায়কে ‘গীতাসূত্র’ বলা যায় ; যেহেতু ইহাতে
বিস্পষ্টরূপে কৰ্ম ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূপে তদুদ্দিষ্ট ভক্তি উক্ত হইয়াছে । ১০ম
শ্লোক-পর্যন্ত প্রশ্নকর্তার স্বভাবপরিচয়, ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক-পর্যন্ত
আত্মানাত্মবিবেক, ৩১ শ্লোক হইতে ৩৮ শ্লোক-পর্যন্ত স্বধৰ্মরূপ কৰ্ম্মান্তর্গত
পাপ-পুণ্য-বিচার এবং ৩৯ শ্লোক হইতে অধ্যায়সমাপ্তি-পর্যন্ত পূর্বোক্ত জ্ঞান ও
কৰ্ম্মের সংযোজকরূপ আত্মযাথাত্মসাধক নিকামকৰ্ম্মযোগ এবং সেই যোগস্থিত
পুরুষের জীবন ও আচার প্রদর্শিত হইয়াছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

শ্রীবলদেব—স্থিতপ্রজ্ঞতাং স্তোতি,—এষেতি । ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা ।
অন্তকালে চরমে বয়সি কিং পুনরাকৌমারম্? ব্রহ্ম ঋচ্ছতি নভতে;
নির্বাণমমৃতরূপং তৎপদমিত্যর্থঃ । নমু তস্তাং স্থিতঃ কথং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি,
তৎপ্রাপ্তেস্তুভক্তিহেতুকত্বাৎ ইতি চেহুচ্যতে? তস্তাস্তুভক্তিহেতুকত্বাস্তুভক্তি-
হেতুত্বাচ্চ তৎপ্রাপকতেতি ॥ ৭২ ॥

নিকামকর্ষভিজ্ঞানী হরিমেব স্মরন্ ভবেৎ ।

অনুথা বিস্ম এবেতি দ্বিতীয়াধ্যায়নির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপনিষদ্বায়ে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

বঙ্গানুবাদ—স্থিতপ্রজ্ঞতাকে প্রশংসা করিতেছেন ‘এষেতি’ । ব্রাহ্মী—ব্রহ্ম-
প্রাপ্তিস্বরূপা । অন্তকালে শেষবয়সে, কোমার অবস্থার কথা পুনঃ কি বলিব?
ব্রহ্ম লাভ করা হয় । নির্বাণ অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ তাঁহার পাদপদ্ম, ইহাই অর্থ ।
প্রশ্ন—সেই অবস্থায় স্থিত ব্যক্তি কি প্রকারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করে বা লাভ
করে । তাঁহার প্রাপ্তির প্রতি তাঁহার ভক্তিই একমাত্র কারণ, ইহা বলা
হইলে—বলা হইতেছে, সেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকায়, তাহাই তাহার
হেতু ও তাহার প্রাপক ॥ ৭২ ॥

নিকাম-কর্ষসমূহের দ্বারা হরিকেই স্মরণ করিতে করিতে জ্ঞানী হইবে ।
অনুথা বিস্ম হইবেই, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে ।

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুব্রূষণ—অর্জুনকৃত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর প্রদান পূর্বক শ্রীভগবান্ পুনরায়
স্থিতপ্রজ্ঞতার প্রশংসা করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন যে, এই ব্রহ্মপ্রাপিকা
স্থিতিই ব্রাহ্মীস্থিতি । ইহা যিনি জীবনের শেষে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বেও লাভ
করিতে পারেন, তিনিও ধন্য । আর যদি আকুমার কাল হইতে সাধনা পূর্বক
এই ব্রহ্ম-বিষয়িনী বুদ্ধি লাভ করেন, তাহা হইলে ত’ কথাই নাই ।

খট্‌ব্রাজ রাজা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে ভগবদ্ ভজন করিয়াই শ্রীভগবানকে লাভ
করিয়াছেন, তাঁহার বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় ।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও সকলকে আকুমার কাল হইতেই ভগবদ্ ভজনের
উপদেশ দিয়াছেন ।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের,—

“যয়া পদং তে নির্বাণমঙ্গসান্বাশ্ববা অহম্” (৩।২৫।২৮)

শ্লোকের টীকায় ‘নির্বাণ’ শব্দের অর্থ নিবৃত্তি স্বরূপ দিয়াছেন। এখানে ও শ্রীল বলদেব প্রভু ‘নির্বাণ’ শব্দের অর্থ অমৃতরূপ তাঁহার পাদপদ্ম লিখিয়াছেন। এবং তৎপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপে একমাত্র ভগবদ্ভক্তিকেই নির্ণয় করিয়াছেন, সেই ভক্তি-লাভের হেতু কিন্তু ভক্তিই, যাহা দ্বারা শ্রীভগবৎপাদপদ্ম লাভ হয় ॥ ৭২ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ‘অনুভূষণনামী-টীকা সমাপ্তা ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয়াধ্যায়ঃ

—:○:○:—

অৰ্জুন উবাচ,—

জ্যায়সী চেৎ কৰ্মণস্তে মতা বুদ্ধিৰ্জনার্দন ।

তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অর্থ—অৰ্জুনঃ উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন) জনার্দন ! কেশব ! (হে জনার্দন ! হে কেশব !) চেৎ (যদি) কৰ্মণঃ (কৰ্ম্মাপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (গুণাতীতা ভক্তি-বিষয়িণী-বুদ্ধি) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠা) তে (তোমার) মতা (অনুমোদিতা) তৎ (তাহা হইলে) কিং (কি জন্ম) মাং (আমাকে) ঘোরে কৰ্ম্মণি (যুদ্ধরূপ কৰ্ম্মে) নিযোজয়সি (প্রবর্তিত করিতেছ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অৰ্জুন বলিলেন, হে জনার্দন ! হে কেশব ! যদি তোমার মতে কৰ্ম্মাপেক্ষা ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা ভক্তি-বিষয়িণী-বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা হয়, তাহা হইলে কি জন্ম আমাকে ঘোর হিংসাত্মক যুদ্ধ-কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ ? ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে জনার্দন ! হে কেশব ! কৰ্ম্ম অপেক্ষা ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা বুদ্ধি যদি তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে সেই বুদ্ধি-প্রাপ্তির জন্ম আমাকে ঘোরযুদ্ধরূপ কৰ্ম্মে কেন নিযুক্ত হইবার অনুমতি প্রদান করিতেছ ? ১ ॥

শ্রীবলদেব—তৃতীয়ে কৰ্ম্ম নিকামং বিস্তরেণোপবর্ণিতম্ ।

কামাদেবিজয়োপায়ো দুর্জয়স্তাপি দর্শিতঃ ॥

পূৰ্ব্বত্ৰ কুপালুঃ পার্থসারথিরজ্ঞানকৰ্দমনিমগ্নং জগৎ স্বাত্মজ্ঞানোপাসনোপ-
দেশেন সমুদ্দিধীষুঃস্তদঙ্গভূতাং জীবাশ্রয়াথাশ্রাবুদ্ধিমুপদিশ্য তদুপায়তয়া নিকাম-
কৰ্ম্মবুদ্ধিমুপদিষ্টবান্ । অয়মেবার্থো বিনিশ্চয়ায় চতুর্ভিরধ্যায়ৈর্বিধান্তরৈবর্ণ্যতে ।
তত্র কৰ্ম্মবুদ্ধিনিষ্পাত্ত্বাজ্জীবাশ্রবুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠাং স্থিতম্ । তত্রার্জুনঃ পৃচ্ছতি,—
জ্যায়সীতি । কৰ্ম্মণো নিকামাদপি চেত্তব তৎসাধ্যত্বাং জীবাশ্রবুদ্ধিৰ্জ্যায়সী
শ্রেষ্ঠা মতা, তর্হি তৎসিদ্ধয়ে মাং ঘোরে হিংসাত্মনেকায়াসে কৰ্ম্মণি কিং নিযো-
জয়সি তস্মাদযুদ্ধস্বৈত্যাদিনা কথং প্রেরয়সি ? আত্মানুভবহেতুভূতা খলু সা

বুদ্ধিনিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিসাধ্য। তদর্থং তৎস্বজাতীয়াঃ শমাদয় এব যুজ্যেবন্ন
তু সৰ্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপাণি তদ্বিজাতীয়ানি কৰ্ম্মাণীতি ভাবঃ । হে জনার্দন !
শ্রেয়োহর্থিজনযাচনীয়, হে কেশব বিধিরুদ্রবশকারিন্ !—“ক ইতি ব্রহ্মণো নাম
ঈশোহহং সৰ্বদেহিনাম্ । আবাং তবাস্তসমুত্তো তস্মাৎ কেশবনামভাক্” ইতি
হরিরংশে কৃষ্ণং প্রতি রুদ্রোক্তেঃ ;—দুর্লভ্যাজ্ঞস্বং শ্রেয়োহর্থিনা ময়াভ্যর্থিতো
মম শ্রেয়ো নিশ্চিত্য ক্রহীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—তৃতীয়াধ্যায়ে নিকামকৰ্ম্ম সম্বন্ধে অতিশয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা
করা হইয়াছে । অতিশয় দুর্জয় (অবাধ্য) কামাদিকেও কিরূপে জয় করা যায়,
তাহাও দেখান হইয়াছে ।

পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব অধ্যায়ে দয়ালু পার্থস্বরূপি অজ্ঞানের পক্ষিলে নিমগ্ন জগৎকে স্বীয়
আত্মজ্ঞানমূলক উপাসনার উপদেশের দ্বারা সম্যকরূপে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক
হইয়া তাহার অঙ্গভূত জীবাণু-সম্পর্কে যথাযথ বুদ্ধির উপদেশ দিয়া, তাহার
উপায়ের স্বরূপ নিকাম-কৰ্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন । এই অর্থের সম্যকরূপে
বিশিষ্টের জন্ত চারিটি অধ্যায়ের দ্বারা বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করা হইতেছে ।
তাহা কৰ্ম্ম বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া, জীবাণুবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই দেখান
হইয়াছে । এই সম্পর্কে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—‘জ্যায়সীতি’ । যদি
নিকামকৰ্ম্ম অপেক্ষাও তোমার মতে নিকামকৰ্ম্মসাধ্য জীবাণুবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ মনে
হয়, তবে তাহার সিদ্ধির জন্ত আমাকে ঘোর জীবহিংসাদিমূলক বহু আয়াসসাধ্য
কৰ্ম্মেতে কেন নিয়োজিত করিতেছ ? অতএব যুদ্ধ কর ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা
কেন প্রেরণ করিতেছ ? আত্মজ্ঞানের অনুভবের হেতুভূত সেই বুদ্ধি নিশ্চয়
সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারের বিরতিমূলক, তাহার জন্ত তাহার স্বজাতীয় শমাদিতেই
নিয়োজিত কর, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালনারূপ তাহার বিজাতীয় (বিরুদ্ধ)
কৰ্ম্মে নিয়োগ করিও না । হে জনার্দন ! শ্রেয়ঃ বস্তু প্রার্থী লোকেরই প্রার্থনীয় ।
হে কেশব ! বিধি ও রুদ্রবশকারিন্ ! “ক” শব্দ ব্রহ্মার নাম, ঈশ—ঈশ্বর
আমি সমস্তদেহী, আমরা দুইজন তোমার দেহসমুত্ত, সেইজন্য কেশবনাম
ভাজন । ইহা হরিবংশে কৃষ্ণের প্রতি রুদ্রের উক্তি হইতে জানা যায় ;—
দুর্লভ্যনীয় আজ্ঞা তোমার, অতএব তুমি শ্রেয়ঃ-প্রার্থী আমাকর্তৃক অভ্যর্থিত
হইয়া আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর তাহা নিশ্চয় করিয়া বল—ইহাই ভাবার্থ ॥ ১ ॥

অনুব্রূষণ—শ্রীভগবান্ সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারার্থ সূত্ররূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ে

বর্ণন করিয়াছেন। অর্জুন তাহা শ্রবণ করিয়া, জগৎজীবের হিতার্থ একটি পূর্ব পক্ষ করিতেছেন যে, হে জনার্দন! হে কেশব! তুমি একবার, স্বধর্ম রক্ষার নিমিত্ত হিংসাজনক ঘোর যুদ্ধাদি-কর্ম ক্ষত্রিয়গণের অবশ্য করণীয় বলিয়া, আবার যিনি রাগ ও ঘেঁষাদি পরিত্যাগ পূর্বক ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত করিয়া, সুখ ও দুঃখাদিতে সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মুক্তির অধিকারী, ইত্যাদি বাক্যে কখনও কর্মের প্রাধান্য কখনও জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইতেছ। হে জনার্দন! যদি নিকামকর্ম-সাধ্য জীবাঅনিষ্ট-বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠা হয়, তাহা হইলে আমাকে ঘোর হিংসাদিরূপ যুদ্ধকর্মে প্রবর্তিত না করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিবৃত্তিমূলক শমাদি-বিষয়ের সাধনে কেন নিয়োজিত করিতেছ না?

এস্থলে ‘জনার্দন’ ও ‘কেশব’ এই দুইটি সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হওয়ায়, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, যাহার নিকট সর্বজন স্বাভিলষিত সিদ্ধির প্রার্থনা করে। এবং কেশব শব্দে ব্রহ্মা ও রুদ্রের বশকারী সর্বেশ্বর। আমি তোমার নিকট শ্রেয়ঃপ্রার্থী। তোমার আজ্ঞা দুর্লভজনীয় সুতরাং আমার যাহাতে একান্ত শ্রেয়ঃ লাভ হয়, সেইরূপ আজ্ঞাই কর ॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অর্থ—ব্যামিশ্রেণ ইব (যেন নানাবিধার্থবোধক) বাক্যেন (বাক্যের দ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (মোহিত করিবার ন্যায় করিতেছ) যেন (যদ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আপ্নুয়াম্ (লাভ করিতে পারি) তৎ (সেই) একং (একটি) নিশ্চিত্য বদ (নিশ্চয় করিয়া বল) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যেন ব্যামিশ্রবাক্যদ্বারা তুমি আমার বুদ্ধিকে মোহিত করিবার ন্যায় করিতেছ। অতএব যদ্বারা আমি মঙ্গল লাভ করিতে পারি এইরূপ একটি নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমি যে-সকল উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শ্রবণ করিবামাত্র পরস্পর অমিলিতার্থ-বোধক বলিয়া বোধ হয়। কোন স্থলে তুমি আত্মযাথাত্মসাধক জ্ঞানের উপদেশ করিলে, এবং স্থানান্তরে আমার কর্মসাধিকার প্রকাশ করত আমাকে কর্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞা করিলে। এই দুইটির মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—ব্যামিশ্রেণেতি । সাংখ্যবুদ্ধিযোগবুদ্ধ্যোরিन्द्रियनिवृत्तिরূপয়োঃ সাধ্য-সাধকতাবরোধি যদ্বাক্যং তদ্ব্যামিশ্রমুচ্যতে । তেন মে বুদ্ধিং মোহয়সীব । বস্তুতস্ত সৰ্বেশ্বরস্ত মৎসখস্ত চ তে মনোহকতা নাস্ত্যেব । মদ্বুদ্ধিদোষাদেবং প্রত্যোম্যাহমিতীবশদ্বার্থঃ । তন্তস্মাদেকমব্যামিশ্রং বাক্যং বদ,—“ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানন্তর্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন” ইতি—শ্রুতিবৎ । যেনাহমন্তুষ্ঠেয়ং নিশ্চিত্যাত্মানঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুয়াম্ ॥২॥

বঙ্গাশুবাদ—‘ব্যামিশ্রেণেতি’ । সাংখ্যশাস্ত্রীয় জ্ঞান (বুদ্ধি) ও যোগ-শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান (বুদ্ধি) উভয় হইতে ইन्द्रিয়ের ভোগ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, এই জাতীয় সাধ্যসাধকত্বের অবরোধি যেই বাক্য, তাহাকে ব্যামিশ্র বলা হয় । তাহা দ্বারা আমার বুদ্ধি যেন মোহগ্রস্ত করিতেছ । বাস্তবিক পক্ষে সৰ্বেশ্বর ও আমার সখা তোমার কিন্তু আমার মোহকতা নাই-ই । আমার বুদ্ধির দোষেই আমি এই রকম ধারণা করিতেছি, ইহা ‘ইব’ শব্দের অর্থ । অতএব তুমি একটি মাত্র অব্যামিশ্র (অমিশ্রিত) বাক্য বল । “কৰ্ম্মের দ্বারা নহে, সম্ভান উৎপাদনের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, ত্যাগের দ্বারা নহে, একটীর দ্বারা অমৃত লাভ করিতে পারা যায়, অকার্য্য করায় কোন ফল নাই ।”—এই শ্রুতির জ্ঞায় । যাহা আমি অন্তর্ধান করিব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, যাহাতে আত্মার শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—অৰ্জুন এক্ষণে স্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, সাংখ্য-জ্ঞান ও যোগ-জ্ঞান হইতে যে ইन्द्रিয়ের ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়, তাহাকে অবরোধ পূর্বক যে কৰ্ম্মের উপদেশ দিতেছ, তাহাই আমার কাছে ‘ব্যামিশ্র’ বলিয়া মনে হইতেছে ।

বাস্তবিক পক্ষে, কৃপালু সৰ্বেশ্বর তুমি আমার সখা স্মতরাং তোমার পক্ষে আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিবার কোন ইচ্ছা তোমার নাই সত্য কিন্তু আমার বুদ্ধির দোষে মনে হইতেছে যে, বোধ হয় তুমিই নানার্থ মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা আমাকে মোহিত করিতেছ । শ্রুতিতে যেমন পাওয়া যায় যে, “কৰ্ম্মের দ্বারা নহে, প্রজার উৎপত্তির দ্বারা নহে, ত্যাগের দ্বারা নহে ইত্যাদি বিচার পূর্বক একটীর দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা সম্ভব ।” সেই উপায়টি কি ? তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল, যাহা আচরণ পূর্বক আমি শ্রেয়ঃলাভ করিতে পারি ।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার প্রারম্ভে পাই,—

“ভো বয়স্য অৰ্জুন গুণাতীতা ভক্তিই সর্বোৎকৃষ্টা, ইহা সত্য কিন্তু সে ভক্তি যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে মর্দৈকান্তিক একমাত্র মহাভক্তের রূপ। দ্বারাই লভ্যা, পুরুষের উত্তম দ্বারা লভ্যা নহে। অতএব নিঃস্বৈগুণ্য হও, অর্থাৎ গুণাতীতা মন্তু ভক্তি দ্বারা তুমি যেন নিঃস্বৈগুণ্য হইতে পার, এই আশীর্বাদই দেওয়া হইয়াছে। সেই আশীর্বাদ যখন ফলিবে, তখন সেইরূপ যাদৃচ্ছিক ঐকান্তিক ভক্ত-রূপায় প্রাপ্ত হইলে, উহা অর্থাৎ গুণাতীতা ভক্তি লাভ করিবে। বর্তমানে কিন্তু যদি বল, ‘তোমার কর্মেই অধিকার’ ইহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা সত্য। তাহা হইলে কর্মই নিশ্চিত করিয়া কেন বলিতেছ না? আমাকে কেন সন্দেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছ?” ইহাই বলিতেছেন ‘ব্যামিশ্র’ এই শ্লোকে ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ কহিলেন)—অনঘ ! (হে পাপ-রহিত অর্জুন !) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) দ্বিবিধা (দুই প্রকার) নিষ্ঠা (নিত্য স্থিতি বা মর্যাদা) ময়া পুরা প্রোক্তা (আমি কর্তৃক পূর্বাধ্যায়ে প্রকৃষ্ট-রূপে উক্ত হইয়াছে) সাংখ্যানাং (সাংখ্যবাদী জ্ঞানিগণের) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগের দ্বারা) যোগিনাম্ (যোগীদের) কর্মযোগেন (কর্মযোগের দ্বারা) (নিষ্ঠা হয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—ইহলোকে দুইপ্রকার নিষ্ঠার কথা আমি পূর্বাধ্যায়ে প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছি। সাংখ্যবাদী জ্ঞানিগণের জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগিগণের কর্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—আমি যাহা পূর্বাধ্যায়ে বলিয়াছি, তাহাতে আমার একরূপ উপদেশ নয় যে, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষসাধনোপায় ; আত্মযাথাত্মা যোগ ব্যতীত মোক্ষসাধনোপায় আর কিছুই নয়। আত্মযাথাত্মাযোগ-সাধনবিষয়ে নিষ্ঠা দুই প্রকার। যে-সকল ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ, তাঁহারা জ্ঞানভূমিতে অধিকৃত ; তাঁহাদের সাংখ্যজ্ঞান-যোগাশ্রয়ী নিষ্ঠা। অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার জন্ত যে কর্মযোগনিষ্ঠা, তাহা তাঁহাদের আদরণীয় নয়। তাঁহারা সাংখ্যযোগনিষ্ঠা-দ্বারাই আত্মযাথাত্মা-যোগে

অধিকৃত হন। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, তাহারা নিষ্কাম-কৰ্মযোগ-
দ্বারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণপূর্বক অবশেষে আত্মস্বাধীনরূপ মোক্ষ লাভ
করে। বস্তুতঃ সেই ভূমি লাভ করিবার যে সোপান, তাহা একই মাত্র ;
আরোহীদিগের অবস্থাক্রমে একই নিষ্ঠা দুই প্রকার হয় ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্ঠো ভগবান্নবাচ,—লোকেহস্মিন্নিতি । হে অনন্স,
নিৰ্মলবুদ্ধে পার্থ, জ্ঞায়সী চেদিতি কৰ্মবুদ্ধিসাংখ্যবুদ্ধ্যোগুণপ্রধানভাবং জ্ঞানমপি
তমন্তেজসোরিব বিরুদ্ধয়োস্তয়োঃ কথমেকাধিকারিকত্বমিতি শঙ্কয়া প্রেরিতঃ
পৃচ্ছসীতি ভাবঃ । অস্মিন্ মুমুক্শুতয়াভিমতে শুদ্ধাশুদ্ধচিত্ততয়া দ্বিবিধে লোকে
জ্ঞানে দ্বিবিধা নিষ্ঠা স্থিতির্ময়া সৰ্বেশ্বরেণ পুরা পূৰ্ব্বাধ্যায়ে প্রোক্তা । নিষ্ঠেত্যেক-
বচনেন একাত্মোদ্দেশ্যত্বাদেকৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধনদশাদ্বয়ভেদেন দ্বিপ্রকারা,
ন তু ত্বে নিষ্ঠে ইতি সূচ্যতে । এবমেবাগ্রে বক্ষ্যতি,—‘একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ’
ইত্যাদি । তাং নিষ্ঠাং দ্বৈবিধ্যেন দর্শয়তি,—জ্ঞানেতি । সাংখ্যজ্ঞানং “অৰ্শ
আত্মচ্” । তদ্বতাং জ্ঞানিনাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা স্থিতিক্রান্তা “প্রজহাতি যদা
কামান্” ইত্যাদিনা ; জ্ঞানমেব যোগো,—যুজ্যতে আত্মনানেতি ব্যুৎপত্তেঃ ।
যোগিনাং নিষ্কামকৰ্মবতাং কৰ্মযোগেন নিষ্ঠা স্থিতিক্রান্তা “কৰ্মণ্যোবাধিকারন্তে”
ইত্যাদিনা ; কৰ্ম্মেব যোগো,—যুজ্যতে জ্ঞানগৰ্ভয়া চিত্তশুদ্ধ্যাহনেনেতিব্যুৎপত্তেঃ ।
এতদুক্তং ভবতি,—ন খলু মুমুক্শুর্জনস্তদৈব শমাত্তঙ্গিকাং জ্ঞাননিষ্ঠাং লভতে । কিন্তু
সাচারেণ কৰ্মযোগেন চিত্তমালিষ্ঠং নিধুঁয়ৈবেত্যেতদেব ময়া প্রাগভাবি “এষা
তেহভিহিতা সাংখ্য” ইত্যাদিনা । ততো ন কিঞ্চিদ্যামিশ্রণমস্তু ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—
‘লোকেহস্মিন্নিতি’ । হে নিষ্পাপ ! নিৰ্মলবুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ ! ‘জ্ঞায়সী চেৎ’
ইহা, কৰ্মবুদ্ধি ও সাংখ্যবুদ্ধির দ্বারা গুণপ্রধানভাব জ্ঞানিতে জ্ঞানিতে অন্ধকার
ও আলোর ত্রায় বিরুদ্ধ সেই দুইটির কিরূপে একাধিকারিত্ব এই আশঙ্কার
দ্বারা প্রেরিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ—ইহাই ভাবার্থ । এখানে মুমুক্শুরূপে
অভিমত শুদ্ধ ও অশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন দুইপ্রকার লোকে দুইপ্রকার নিষ্ঠা আছে,
ইহা সৰ্বেশ্বর আমাকর্তৃক পূৰ্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে । ‘নিষ্ঠা’ এই একবচনের
দ্বারা একআত্মার উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে বলিয়া, এক-নিষ্ঠাই সাধ্যসাধন-
দশাদ্বয়ভেদে দুইপ্রকার ; দুইপ্রকার নিষ্ঠা নহে, ইহা পৃথক করা হইতেছে ।
এইরকমই ভবিষ্যতে বলিবেন । ‘একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ’—ইত্যাদি । সেই

নিষ্ঠা দুইপ্রকারে দেখাইতেছেন—‘জ্ঞানেতি’। সাংখ্যজ্ঞান “অর্শ আত্মচ্”। সাংখ্যজ্ঞানে জ্ঞানিব্যক্তির জ্ঞানযোগের দ্বারা নিষ্ঠা—স্থিতিশীলতা আমার দ্বারা বলা হইয়াছে “প্রজ্জহাতি যদা কামান্” ইত্যাদির দ্বারা। জ্ঞানই যোগ,—যুক্ত করা হয় এই আত্মারদ্বারা এই ব্যুৎপত্তিহেতু। নিকামকর্মকর্তা যোগিদের কর্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা—স্থিতিশীলতা বলা হইয়াছে, “কর্মণ্যোবাধিকারস্তে” ইত্যাদি-দ্বারা, কর্মই যোগ—“সংযোজিত হয় জ্ঞানগর্ভ এই চিত্তশুদ্ধির দ্বারা” এই ব্যুৎপত্তিহেতু। ইহার দ্বারা এই কথাই বলা হইল—নিশ্চয়ই মুমুক্শুব্যক্তি তখন শমাদির অঙ্গ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করেন না, কিন্তু সদাচারসহ কর্মযোগের দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূরীভূত করিয়াই, ইহাই আমি পূর্বে বলিয়াছিলাম “এষা তেহতিহিতা সাংখ্যে” ইত্যাদির দ্বারা। অতএব ইহাতে কোন ব্যামিশ্র (মিশ্রিত) ভাব নাই ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অনঘ ! অর্থাৎ নির্মলবুদ্ধি বিশিষ্ট অর্জুন ! তুমি যে আমার পূর্বাধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়কে ‘ব্যামিশ্র’ বলিয়া বলিতেছ, তাহা ঠিক নহে। কারণ তুমি মনে করিতেছ যে, আমি কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগকে আলা ও অঙ্ককারের দ্বারা বিরুদ্ধ বিষয়ের একাধিকারত্ব নির্ণয় করিয়াছি ; কিন্তু তাহা নহে। এই জগতে দুই প্রকার লোকের দুই প্রকার নিষ্ঠা দেখা যায়। যাহারা শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি তাহাদের সাংখ্যজ্ঞানযোগে অধিকার ও তাহাতেই নিষ্ঠা। আর যাহারা অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তাহাদের নিকাম-কর্মযোগে অধিকার এবং তাহাতেই নিষ্ঠা। ইহা দ্বারা দুইটিকে পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষ-সাধনোপায় বলিয়া নির্ণয় করা হয় নাই। সাধ্য ও সাধন-দশা-ভেদে নিষ্ঠার দ্বিবিধত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে মদর্পিত-নিকাম-কর্মযোগ অবলম্বিত হইয়া, ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞান-ভূমিকায় আরোহণ-যোগ্যতা লাভ হয়। তারপর জ্ঞান-ভূমিকায় আরোহণ করিয়া, ভক্তির আশ্রয়ে আত্ম-যাথাত্মরূপ-মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। মূলতঃ কিন্তু ভক্তি ব্যতীত কর্ম-জ্ঞানাদি কেহই স্বতন্ত্রভাবে কোন ফলদানে সমর্থ নহে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান ।

ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কৰ্ম-যোগ-জ্ঞান ॥

এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল ।

কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥” মধ্য ২২।১৭-১৮ ॥

“কেবল জ্ঞান ‘মুক্তি’ দিতে নারে ভক্তিবিনা ।

কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান-বিনা ॥” (মধ্য ১৭-১৮, ২১)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—
“জ্ঞানতঃ স্নানভা মুক্তিঃ”—এই শাস্ত্র বচন হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানই মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটু গূঢ় কথা আছে,—ভক্তির আশ্রয়েই জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তির উদয় হইলে কোন জ্ঞান-চেষ্টা না করিলেও, সেই মুক্তি আপনি উপস্থিত হয়” ॥ ৩ ॥

ন কৰ্ম্মণামনারস্তান্নৈকৰ্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে ।

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অর্থ—পুরুষঃ (পুরুষ) কৰ্ম্মণাম্ (শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মসমূহের) অনারস্তাৎ (অননুষ্ঠান হেতু) নৈকৰ্ম্ম্যং (জ্ঞান) ন অশ্নুতে (লাভ করিতে পারে না) চ (এবং) সন্ন্যসনাৎ এব (অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল কৰ্ম্মত্যাগের দ্বারাও) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন সমধিগচ্ছতি (পাইতে পারে না) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—পুরুষ শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈকৰ্ম্ম্যরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। আবার অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল কৰ্ম্মত্যাগের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বিহিত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈকৰ্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞান-নিষ্ঠা হয় না ; বিহিত কৰ্ম্ম ত্যাগ করিলে অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

শ্রীবলদেব—অতোহশুদ্ধচিত্তেন চিত্তশুদ্ধেঃ স্ববিহিতানি কৰ্ম্মাণ্যেবানুষ্ঠে-
য়ানীত্যাহ,—কৰ্ম্মণামিত্যাদিভিষ্ময়োদশভিঃ । কৰ্ম্মণাং “তমেতন্” ইতিবাক্যেন
জ্ঞানানুষ্ঠানবিহিতানাং কৰ্ম্মণামনুষ্ঠানাদনুষ্ঠানবিহিতানাং পুরুষো নৈকৰ্ম্ম্যং নিখিলে-
ন্দ্রিয়ব্যাপাররূপকৰ্ম্মবিরতিং জ্ঞাননিষ্ঠামিতি যাবৎ নাশ্নুতে ন লভতে ; ন চ স
তেষাং কৰ্ম্মণাং সন্ন্যসনাং পরিত্যাগাং সিদ্ধিং মুক্তিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই হেতু চিত্তশুদ্ধিহীন ব্যক্তির পক্ষেও চিত্তশুদ্ধির জন্য স্বধর্মবিহিত কর্মগুলির অনুষ্ঠান করা উচিত, ইহাই বলিতেছেন—‘ন কর্মণা-মিত্যাদি’ ত্রয়োদশটি শ্লোকের দ্বারা। কর্মসমূহের “তমেতম্” এই বাক্যে (কর্মসমূহের) জ্ঞানের অঙ্গত্বহেতু বিহিতকর্মের অনুষ্ঠান না করিলে অশুদ্ধ-চিত্ত পুরুষ (মানব) নৈকর্ম্য—নিখিল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপকর্মের বিরতিরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করে না। অতএব সেইসব লোক সেইসব কর্মত্যাগের ফলে সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিও লাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

অনুব্রূষণ—এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, মহৎকৃপাক্রমে কাহারও প্রথমেই কৃষ্ণোন্মুখী-ভক্তির উদয় হইলে, তাহার আর কর্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ইহা বিশেষ ভাগ্যবানের পক্ষে যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ ও কৃপাক্রমে ঘটয়া থাকে। সাধারণতঃ ক্রমিক উন্নতির সোপান-বিচারে চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না বলিয়া এবং জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষের অঙ্গ সর্বেন্দ্রিয়-বিরতিরূপ সন্ন্যাস হয় না, সেজন্য চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি পর্যন্ত স্বধর্মবিহিত শাস্ত্রীয় কর্ম সমূহের অনুষ্ঠান করা উচিত। তাহা না হইলে, অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কর্ম-ত্যাগের দ্বারা কোন শুভ ফলই লাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হবণঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈস্তৃণৈঃ ॥ ৫ ॥

অনুব্রূষণ—জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালের জন্যও) অকর্মকৃৎ (কর্মরহিত) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতেই পারে না) সর্ব্বঃ হি (সকলেই) প্রকৃতিজৈঃ (স্বভাবজাত) তৃণৈঃ (রাগ-দ্বेषাদি গুণ-দ্বারা) অবশঃ সন্ (অস্বতন্ত্র হইয়া) কর্ম কার্য্যতে (কর্মে প্রবর্তিত হয়) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কখনও কেহ কোন অবস্থায় ক্ষণকালের জন্যও কর্ম না করিয়া থাকিতেই পারে না। সকলেই স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদি-দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ শাস্ত্রীয়-কর্ম ত্যাগ করিয়াও প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্মসকল করিতে থাকে; অতএব তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রনির্দিষ্ট চিত্তশোধক কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নয় ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—অবিশুদ্ধচিত্তঃ কৃতবৈদিক-কর্মসন্ন্যাসো লৌকিকেহপি কর্মণি নিমজ্জতীত্যাহ,—ন হীতি । নহু সন্ন্যাস এব তস্মৈ সর্বকর্মবিরোধীতি চেত্তত্রাহ,—কার্য্যত ইতি । প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবোদ্ভবৈগুণৈঃ রাগদ্বेषাদিভিঃ । কার্য্যতে প্রবর্ত্যতে অবশঃ পরাধীনঃ সন্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অবিশুদ্ধচিত্তব্যক্তি বৈদিক কর্মগুলি হইতে সন্ন্যাস অর্থাৎ সংযত হইলেও তাহাকে লৌকিক কর্মে নিমজ্জিত হইতে হইবেই ইহাই বলা হইতেছে—‘নহীতি’ । প্রশ্ন, কর্মসন্ন্যাসই (কর্মত্যাগই) তাহার পক্ষে সর্বকর্মবিরোধি—ইহা যদি বলা হয়, তদন্তরে বলা হইতেছে—‘কার্য্যত’ ইতি, প্রকৃতিজাত স্বভাবত উদ্ভূত গুণ রাগদ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা কারিত হয় অর্থাৎ প্রবর্তিত করে, অবশ—পরাধীন হইয়া ॥ ৫ ॥

অনুব্রূষণ—কেহ যদি মনে করেন যে, জ্ঞানযোগ ব্যতীত কেবল সর্বকর্ম পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস-দ্বারা নৈকর্ম্য-লক্ষণ-মুক্তি লাভ কেন হয় না? তদন্তরে বলা হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি কখনও কিঞ্চিৎকালের জন্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক থাকিতে পারে না । কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো প্রভৃতি প্রকৃতির গুণজাত স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষাদি প্রাণীমাত্রকেই বশীভূত করিয়া কার্য্যে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে । কিন্তু যিনি স্বভাব-বিহিত শাস্ত্রীয়-কর্ম আচরণ করিতে করিতে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে আসক্তিশূন্য হওয়া সম্ভব । ‘সন্ন্যাস’—শব্দে কর্মে অনাসক্তিই বুঝায় । স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ নহে । সূতরাং অশুদ্ধচিত্ত-কর্মাধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মাহুষ্ঠান ত্যাগ করা উচিত নহে ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“দেহবান্ ন হকর্ম্মকৃৎ” ৬।১।৪৪ অর্থাৎ দেহধারি-ব্যক্তি কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না ।

আরও পাওয়া যায়,—

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হবশঃ কর্ম্মগুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্কলাৎ ॥ ভাঃ ৬।১।৫৩

অর্থাৎ কোন জীবই কর্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না । প্রাক্তন-সংস্কার-জনিত রাগাদি তাহাকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করে ॥ ৫ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অর্থ—যঃ (যে ব্যক্তি) কর্মেন্দ্রিয়াণি (কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (নিগ্রহ করিয়া) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে) মনসা স্মরন্ (মনে মনে স্মরণ করিয়া) আস্তে (অবস্থান করে) সঃ (সেই) বিমূঢ়াত্মা (বিমূঢ় ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (কপটাচার বা দাস্তিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কর্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া যে ব্যক্তি মনে মনে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহকে স্মরণ করিতে করিতে অবস্থিত থাকে, সেই মূঢ়কে মিথ্যাচার অর্থাৎ কপটাচার বা দাস্তিক বলা হয় ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে ? সেই ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়-সমুদয় সংযম করিয়া মনে-মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে ; অতএব সেই মূঢ়কে ‘মিথ্যাচারী’ বলা যায় ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—নহু রাগাদিব্যাপারশূন্যো মুদ্রিতশ্রোত্রাদিঃ কশ্চিৎ কশ্চিদ্ যতি দৃশ্যতে তত্রাহ,—কর্মেন্দ্রিয়াণীতি । যো যতিঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি সংযম্য মনসা ধ্যানচ্ছদনা ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দস্পর্শাদীন্ স্মরন্নাস্তে, স বিমূঢ়াত্মা মূর্খো মিথ্যাচারঃ কথ্যতে । স চ নিরুদ্ধবাগাদেবজ্ঞস্ত নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানেন মনঃ-শুদ্ধেবহুদয়াৎ শ্রোত্রাত্তপ্রসারেহপাশুদ্ধত্বান্মনসা তদ্বিষয়াণাং স্মরণাজ্-জ্ঞানায়োক্ততস্তাপি তস্য জ্ঞানালাভাৎ মিথ্যাচারো ব্যর্থবাগাদিনিয়মনক্রিয়ো দাস্তিক ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—(সংসারের প্রতি) অনুরাগাদিব্যাপারশূন্য মুদ্রিত-শ্রোত্রাদিযুক্ত কোন কোন যতি দেখা যায়, তদ্বত্তরে বলা হইতেছে—‘কর্মেন্দ্রিয়াণীতি’ । যেই যতি কর্মেন্দ্রিয় বাক্য প্রভৃতিকে সংযত করিয়া মনে মনে ধ্যানচ্ছলে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়বস্তু শব্দস্পর্শাদিকে স্মরণ করিতে করিতে অবস্থান করে, তাহাকে বিমূঢ়াত্মা, মূর্খ ও মিথ্যাচারী বলা হইয়া থাকে । সেই নিরুদ্ধবাগসম্পন্ন অজ্ঞব্যক্তির নিষ্কাম-কর্মের অনুষ্ঠান না করার জন্ত মনের বিশুদ্ধতা হয় না বলিয়া শ্রোত্রাদির প্রসার না হইলেও, মনের

অশুদ্ধতাবশতঃ মনে মনে তত্ত্ববিষয়গুলি স্মরণ করায়, জ্ঞানের জন্ম চেষ্টা করিলেও, তাহার জ্ঞানলাভ হয় না, এইজন্য তাহাকে মিথ্যাচারী, ব্যর্থ-বাগাদি-ইন্দ্রিয়নিয়মনকারী দান্তিক বলা হয় ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি বলেন যে, কোন কোন লোক যতিধর্ম অবলম্বন পূর্বক বিষয়ভোগ-শৃংখাবস্থায় মুদ্রিতলোচন হইয়া, অবস্থান করে; সুতরাং অনর্থক নিকাম-কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির ক্লেশ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, যাহার চিত্তের রাগাদি-মল দূরীভূত হয় নাই, অথচ বাহ্যে বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিয়া, একান্তে সন্ন্যাসীর গায় ধ্যানোপবিষ্ট থাকিয়া, অন্তরে অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ বল্গা-বিহীন অশ্বের গায়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয়-সমূহের চিন্তা পূর্বক বিচরণ করে, তাহা হইলে, তাদৃশ ছদ্মবেশধারী, অসংযতচিত্ত পুরুষ সন্ন্যাসীর করণীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বাহ্যতঃ করিলেও তাহা নিষ্ফল। কারণ চিত্তশুদ্ধির অভাবে কখনও শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইবে না। ভগবদর্পিত নিকাম-কর্মযোগ-আশ্রয় ব্যতীত সাধারণতঃ কাহারও চিত্তশুদ্ধি হইবার উপায়ান্তর নাই।

লোকের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবার আশায়, ‘আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি,’ এইরূপ অহঙ্কারে ক্ষীত হইলে, সে মিথ্যাচারী অর্থাৎ কপটাচারী বা দান্তিক বলিয়া সর্বত্র নিন্দিত ও ধীকৃত হইবার যোগ্য। এইরূপ অন্তরে ভোগবাসনাসক্ত অথচ বাহ্যে ইন্দ্রিয়াদি-নিয়মনকারী স্বীয় কপট ব্যবহারের দ্বারা অজ্ঞ জনসমাজে কিছুদিনের জন্ম প্রতিষ্ঠালাভ ও গুরুত্ব সন্মান পাইলেও, যথাকালে তাহার ভণ্ড-ব্যবহার প্রকাশ পাইয়া যায়, ফলস্বরূপে ইহাতে কোন পারলৌকিক উন্নতি তো নাই-ই পরন্তু লোক-সমাজে সন্ন্যাসী নামের কলঙ্ক প্রকাশিত হয়।

ধর্মশাস্ত্রে ইহাও পাওয়া যায়, “ত্বম্পদার্থ বিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্বকর্মণাম্। শ্রুতৌহ বিহিতো যস্মাৎ তন্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ ॥” অর্থাৎ শ্রুতি বিধান করিয়াছেন,—যেহেতু ত্বম্পদার্থ-বিবেক বা আত্মজ্ঞানের জন্ম সর্ব কর্মের সন্ন্যাস বিহিত, সেই হেতু যিনি তাহা না করেন তিনি পতিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থে উপদেশে লিখিয়াছেন,—

“মন, তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেনে চাও?

বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,

দস্ত পূজি’ শরীর নাচাও ॥

আমার বচন ধর, অন্তর বিস্তর কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর পান ।
জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান ” ॥ ৬ ॥

যস্মিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অনুব্য—অর্জুন ! (হে অর্জুন !) যঃ তু (কিন্তু যিনি) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) নিয়ম্য (নিয়মিত করিয়া) অসক্তঃ সন্ (অফলাকাজ্জী হইয়া) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্মেন্দ্রিয়-দ্বারা) কর্মযোগম্ (শাস্ত্র-বিহিত কর্ম) আরভতে (আরম্ভ করেন) সঃ (তিনি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ হন) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে অর্জুন ! কিন্তু যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ পূর্বক ফলাকাজ্জী রহিত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ হন ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া কর্মেন্দ্রিয়-দ্বারা গৃহস্থধর্মে অনাসক্তরূপে কর্মযোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি পূর্বোক্ত ‘মিথ্যাচারী’ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—এতদৈপরীত্যেন স্ববিহিতকর্মকর্তা গৃহস্থোহপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ, —যস্মিন্ । আত্মানুভবপ্রবৃত্তেন মনসেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি নিয়ম্যাসক্তঃ ফলাভিলাষশূন্যঃ সন যঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি স বিশিষ্যতে ;—সম্ভাব্যমানজ্ঞানত্বাৎ পূর্বতঃ শ্রেষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইহার বিপরীত কর্মাধিকারী স্বধর্মবিহিত কর্মকর্তা গৃহস্থও শ্রেষ্ঠ, ইহা বলা হইতেছে—‘যস্মিন্’ ॥ আত্মস্বরূপের অনুভবে প্রবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি মনের দ্বারা শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া আসক্তি ও ফলাভিলাষশূন্য হইয়া, যিনি কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কর্মস্বরূপ যোগের উপায়কে অনুষ্ঠান করেন, তিনি বিশিষ্টতা লাভ করেন । সম্ভাব্যমান জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া, পূর্বোপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—পূর্বশ্লোকে বাহ্য বিষয়ভোগে উদাসীন অথচ অন্তরে বিষয়

ভোগ-লোলুপ, তচ্ছিন্তাপরায়ণ সন্ন্যাসীকে গর্হণ করিয়া, বর্তমান শ্লোকে তাহার বিপরীত গৃহস্থ ব্যক্তি যদি আত্মানুভবের প্রবৃত্তি লইয়া, মনের দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, অনাসক্তভাবে অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া, শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধিক্রমে আত্মজ্ঞান-লাভের অধিকারী হইবেন, এবং তিনি পূর্বোক্ত ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ ।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, কর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অন্তরে মনের দ্বারা বিষয়-ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তি মিথ্যাচারী ও পুরুষার্থভ্রষ্ট হইতেছে, আর যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্বক গৃহস্থ হইয়া শাস্ত্রবিধানে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার পূর্বক, আত্মানুভবের প্রয়াসী হইতেছেন, তিনি কিন্তু শ্রেষ্ঠ এবং পরিণামে চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ আত্মানুভবের অধিকারী হইতেছেন ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হকর্মণঃ ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্মণঃ ॥ ৮ ॥

অর্থ—ত্বং (তুমি) নিয়তং (নিত্য) কর্ম (সঙ্কোপাসনাদি কর্ম) কুরু (কর) হি (যেহেতু) অকর্মণঃ (কর্ম অকরণ হইতে) কর্ম জ্যায়ঃ (কর্ম অধিকতর শ্রেষ্ঠ) চ (আরও) অকর্মণঃ (কর্মরহিত) তে (তব) শরীরযাত্রা অপি (শরীর নির্বাহও) ন প্রসিধ্যোৎ (সিদ্ধ হইবে না) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তুমি সঙ্কোপাসনাদি নিত্য কর্ম কর । যেহেতু সর্ব কর্ম না করা হইতে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ । আরও সর্ব কর্ম রহিত হইলে তোমার দেহযাত্রা নির্বাহও সিদ্ধ হইবে না ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অনধিকারী ব্যক্তির কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ । তোমার কর্মত্যাগদ্বারা যখন শরীরযাত্রা-নির্বাহ হয় না, তখন কর্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয় ? অতএব কাম্যকর্ম ত্যাগপূর্বক যুদ্ধ, প্রজাপালন, সঙ্কোপ-উপাসনাদি নিত্যকর্ম করিতে করিতে চিত্ত-শুদ্ধ হইলে জ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হইয়া আত্মসাধন লাভ কর ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—নিয়তমিতি । তস্মাদ্ভববিমুক্তচিত্তো নিয়তমাবশ্যকং কর্ম কুরু—চিত্তবিমুক্তয়ে নিকামতয়া স্ববিহিতং কর্ম্যচরেত্যর্থঃ । অকর্মণ ঔৎসুক্য-মাত্রেন সর্বকর্মসংগ্রাস-সকাশাৎ কর্মৈব জ্যায়ঃ প্রশস্ততরং,—ক্রমসোপানগ্ৰায়েন

জ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ ; ঔৎসুক্যমাত্রেন কৰ্ম ত্যজতো মলিনে হৃদি জ্ঞানাপ্রকাশাৎ ।
কিঞ্চাকৰ্মণসংগ্ৰাস্তসৰ্বকৰ্মণস্তব শরীরযাত্রা দেহনিৰ্বাহোহপি ন সিধ্যোৎ ।
যাবৎসাধনপূৰ্ত্তি দেহধারণশ্রাবশুকত্বাত্তদৰ্থং জ্ঞানী ভিক্ষাটনাদিকৰ্ম্মানুতিষ্ঠতি ।
তচ্চ ক্ষত্রিয়স্ত তবানুচিতম্ । তস্মাৎ স্ববিহিতেন যুদ্ধপ্রজাপালনাদিকৰ্ম্মণা শুক্লানি
বিত্তান্যুপার্জ্য তৈর্নির্বৃত্তদেহযাত্রঃ স্বাত্মানমনুসন্ধেহীতি ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘নিয়তমিতি’, অতএব অবিগুহ্যচিত্ত তুমি সৰ্বদা নিয়মিত ভাবে
আবশুক কৰ্ম্ম কর—চিত্তের বিশুদ্ধির জন্ত নিষ্কামভাবে স্বধৰ্ম্মবিহিত কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান কর । অকৰ্ম্ম অপেক্ষা অর্থাৎ ঔৎসুক্যমাত্র দ্বারা সমস্ত কৰ্ম্ম সংগ্রাস
অপেক্ষা কৰ্ম্মই শ্রেষ্ঠ, অতিশয় প্রশস্ততর—ক্রম-সোপান-ক্রায়-অনুসারে, জ্ঞানের
উৎপত্তি হয় বলিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ কৰ্ম্মত্যাগী-ব্যক্তির মলিন হৃদয়ে জ্ঞানের
প্রকাশ হয় না । আরও অকৰ্ম্মী অর্থাৎ সংগ্ৰাস্ত সৰ্বকৰ্ম্মশীল তোমার শরীর-
যাত্রা অর্থাৎ দেহনিৰ্বাহও হইবে না । যতদিন যাবৎ সাধনার পরিপূর্ণতা না
আসে, ততদিন পর্য্যন্ত দেহ ধারণের আবশুকতা আছে বলিয়া, তাহার জন্ত
জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাটনাদি কার্য অনুষ্ঠান করেন । কিন্তু তাহা ক্ষত্রিয়বংশজাত
তোমার পক্ষে অনুচিত । অতএব স্বধৰ্ম্মবিহিত যুদ্ধ, প্রজাপালনাদিকৰ্ম্মের দ্বারা
শুক্ল-বিত্ত (সদ্ভাবে উপার্জিত ধন) উপার্জন করিয়া, তাহার দ্বারা নিৰ্বৃত্তভাবে
দেহ-যাত্রা নিৰ্বাহ করিয়া, স্বীয় আত্মাকে অনুসন্ধান কর ॥ ৮ ॥

অনুব্রূষণ—বর্তমান শ্লোকে অগুহ্যচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম্ম-সংগ্রাস অপেক্ষা
চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কামভাবে স্বধৰ্ম্মবিহিত অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম সমূহের
আচরণ করাই কর্তব্য বলিতেছেন । কেবল ঔৎসুক্য-বশে সৰ্ব-কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া
অকৰ্ম্মী হওয়া অপেক্ষা কৰ্ম্মই প্রশস্ততর ব্যবস্থা, কারণ ক্রমপন্থায় ইহাতেই
চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, নতুবা ঔৎসুক্য-সহকারে সৰ্বকৰ্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেই,
মলিন হৃদয়ে জ্ঞানের প্রকাশ পায় না, এমন কি, স্বদেহ-যাত্রাও নিৰ্বাহ হয় না ।

এইজন্ত শ্রীভগবৎ-রূপায় সদ্গুরুর উপদেশে ও সেবাফলে চিত্তশুদ্ধি-ক্রমে
তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে, ক্রমপন্থায় স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম-বিহিত ধৰ্ম্ম-অনুষ্ঠান পূর্বক
শুক্লবিত্ত-দ্বারা জীবিকা নিৰ্বাহকরতঃ নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগ আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ ।
ইহাতে ক্রমশঃ সঙ্ক্যা-উপাসনাদি নিত্যকৰ্ম্ম আচরণের সঙ্গে শাস্ত্র-বিহিত কৰ্ম্মের
দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং জ্ঞান-ভূমিকায় আরোহণ পূর্বক আত্মানুভবের
অধিকারী হওয়া যাইবে ।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলব্ধে সৰ্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ”
(৭।২৬।২) অর্থাৎ আহার-শুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্মৃতি নিশ্চলা হয়, স্মৃতিলাভ হইলে, সমুদয় গ্রন্থির বিমোচন হয়। ইহাই শ্রুতি-সম্মত ব্যবস্থা।

তাই অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—স্বধর্ম বিহিত যুদ্ধ ও প্রজাপালনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ-বিত্ত উপার্জন করিয়া, দেহযাত্রা নির্বাহ পূর্বক, আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণোহগ্নত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম্ম কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অর্থ—কোন্তেয় ! (হে কোন্তেয় !) যজ্ঞার্থাৎ (বিষ্ণুর্পিত নিষ্কাম) কৰ্ম্মণঃ অগ্নত্র (কৰ্ম্মভিন্ন) অয়ং লোকঃ (এই মনুষ্যলোক) কৰ্ম্মবন্ধনঃ (কৰ্ম্মাবদ্ধ) (ভবতি—হয়) তদর্থং (সেই নিমিত্ত) মুক্তসঙ্গঃ (সন্) (ফলাকাজ্জ্বা-
রহিত হইয়া) কৰ্ম্ম সমাচর (কৰ্ম্ম সম্যাক্রূপে আচরণ কর) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে কোন্তেয় ! যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর্পিত কৰ্ম্ম ভিন্ন অগ্নি কৰ্ম্মের দ্বারা এই মনুষ্যলোক কৰ্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিষ্ণুদ্দেশেই ফলাকাজ্জ্বা-
রহিত হইয়া কৰ্ম্মের সম্যক্ আচরণ কর ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হরিতোষণার্থ নিষ্কাম-কৰ্ম্মকে ‘যজ্ঞ’ বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশে যে কৰ্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অগ্নি যত কৰ্ম্ম, সে সমুদয়ই ‘কৰ্ম্মবন্ধন’ বলিয়া জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থ সমুদয় কৰ্ম্ম আচরণ কর। কামনার উদ্দেশে হরিতোষণার্থ কৰ্ম্মও বন্ধন-হেতু হয়, অতএব কৰ্ম্মফলাকাজ্জ্বারহিত হইয়া ভগবন্তুষ্টির জগ্নি কৰ্ম্ম কর ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব—নহু কৰ্ম্মণি কৃতে বন্ধো ভবেৎ,—“কৰ্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ” ইত্যাদিস্মরণাচ্ছেতি চেত্তত্রাহ,—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ,—“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইতিশ্রুতেঃ। তদর্থাত্তোষণফলাৎ কৰ্ম্মণোহগ্নত্র স্বস্বথফলককৰ্ম্মণি ক্রিয়-
মাণেহয়ং লোকঃ প্রাণী কৰ্ম্মবন্ধনঃ কৰ্ম্মণা বধ্যতে; তস্মাত্তদর্থং বিষ্ণুতোষার্থং কৰ্ম্ম সমাচর। হে কোন্তেয়, মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তস্বখাভিলাষঃ সন্ গ্রায়োপার্জিত-
দ্রব্যসিদ্ধেন যজ্ঞাদিনা বিষ্ণুমাংসাধ্য তচ্ছেষণ দেহযাত্রাং কুর্ক্বন্ন বধ্যস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বজ্রানুবাদ—প্রশ্ন,—কর্ম করিলেই সংসারে আবদ্ধ হইতে হইবেই। “কর্মের দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য স্মরণ আছে, ইহা যদি বলা হয়, তদন্তরে বলা হইতেছে—‘যজ্ঞার্থাদিতি’। যজ্ঞ—পরমেশ্বর “যজ্ঞই নিশ্চিতরূপে বিষ্ণু”—এই রকম শ্রুতি আছে। তদর্থমূলক ও তাহার তোষণফলস্বরূপ কর্ম ব্যতীত অন্যত্র স্বীয়-সুখমূলক-ফলসূচক কর্মে প্রবৃত্ত হইলে, এই জীব—প্রাণী কর্মবন্ধন অর্থাৎ কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয়। অতএব তাহার জ্ঞাত বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিবার জ্ঞাত কর্মের অনুষ্ঠান কর। হে কোন্তেয়! সঙ্গত্যাগপূর্বক অর্থাৎ কর্মের ফলাভিলাষ-শূন্য হইয়া, সদ্ভাবে উপার্জিত দ্রব্যাদির দ্বারা যাগ-যজ্ঞ-পূজাদি সম্পাদন পূর্বক বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া, তাহার শেষ অর্থাৎ যজ্ঞাবশিষ্ট পুত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া, দেহযাত্রা নির্বাহ করিলে, আর তুমি সংসারে আবদ্ধ হইবে না ॥ ২ ॥

অনুব্রূষণ—অনেকে মনে করিতে পারেন যে, নিষ্কামভাবে যে কোন কর্ম করিলেই কর্ম-মুক্তি হইতে পারে। আবার কেহ এরূপও মনে করেন যে, “কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ” এই স্মার্তবচনানুসারে সকল কর্মই বন্ধনের হেতু। এই দুইটি ধারণারই স্তূ-মীমাংসা এস্থলে শ্রীভগবানের বাক্যে পাওয়া যায়।

যজ্ঞই পরমেশ্বর, শ্রুতিও বলেন—“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ”। শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—“যজ্ঞোহহং ভগবত্তমঃ ॥” ১১।১২।৩২। শ্রীধর স্বামী অর্থ করিয়াছেন—‘ভগবত্তম পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ’। শ্রীল বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—‘আমি বসুদেবনন্দনই যজ্ঞ’।

সুতরাং যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম-ভিন্ন অগ্ন্যাত্ম যাবতীয় সকাম ও নিষ্কাম-কর্ম লোকের সংসার-বন্ধনের কারণ স্বরূপ হয়। কিন্তু বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠান করিলে অর্থাৎ নিজের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, কেবল বিষ্ণুরই তৃপ্তি বা তোষণ-উদ্দেশ্যে কর্ম করিলে কর্ম বন্ধন দূর হয়। সকাম তো দূরের কথা, নিষ্কাম কর্মও ভক্তি-রহিত হইলে নিষ্ফল অর্থাৎ বৃথা। যেমন শ্রীভাগবতে নারদের বাক্যে পাই, “নৈকস্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জিতং” (১।৫।১২)

অতএব ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কামভাবে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিমূলক কর্ম-চরণেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করতঃ নিগুণভক্তি লাভ করাইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদের বাক্যে আরও পাই,—

“এতৎ সংস্খিতং ব্রহ্মস্তুতপত্রয়চিকিৎসিতম্ ।

য়দীশ্বরে ভগবতি কৰ্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন স্ত্রত ।

তদেব হাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সৰ্ব্বৈঃ সংস্খতিহেতবঃ ।

ত এবাস্ত্রবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥

যদত্র ক্রিয়তে কৰ্ম ভগবৎপরিতোষণম্ ।

জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিয়োগসমন্বিতম্ ॥” (১।৫।৩২-৩৫)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মজ্ঞ! সৰ্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভগবানে যে কৰ্ম সমর্পিত হয়, তাহাই তাপত্রয়-নিবর্তক বলিয়া কথিত। হে স্ত্রত ব্যাসদেব! যে যে দ্রব্যে রোগ জন্মে, তাহা যদি রসায়নযোগে মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহাই আবার ঔষধরূপে রোগনিরাময় করে। এই প্রকারে মানবের ক্রিয়াযোগ সংসার-বন্ধনের কারণ হয় কিন্তু তাহা যদি ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে কৰ্ম-নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয়। শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ অন্তর্স্থিত-কৰ্মের দ্বারা ভক্তিয়োগ-সমন্বিত তদধীন জ্ঞানও লাভ করিতে পারা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন—

“গৃহেষাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকৰ্মণাম্ ।

মদ্বার্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥” ৪।৩০।১৯

অর্থাৎ যাহারা কুশল-কৰ্ম্ম অর্থাৎ আমিই যে নিখিল কৰ্ম্মের একমাত্র ফল-ভোক্তা—ইহা জানিয়া আমাতে সকল কৰ্ম্মফল সমর্পণ করেন এবং যাহারা আমার কথা-প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন, সেই সকল পুরুষ গৃহাস্থাশ্রমে থাকিলেও গৃহ তাঁহাদিগের বন্ধনের কারণ হয় না।

এখানে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাহার টীকায় ইহাও জানাইয়াছেন যে, নিজের সুখাভিলাষ ত্যাগ পূর্বক শুদ্ধ-বিত্ত-দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইবে এবং শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদের দ্বারাই দেহযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে ; তাহা হইলেই আর সংসার বন্ধন হইবে না।

গীতার ৩।১৯ শ্লোকও বর্তমান শ্লোকের অনুরূপ ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্ৱা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেব বোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

অনুব্য—পুরা (আদিকালে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি) প্রজাঃ (প্রজাসকল) সৃষ্ট্ৱা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন) অনেন (এই যজ্ঞের দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও), এষঃ (যজ্ঞ) বঃ (তোমাদের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্ট ফলপ্রদ) অস্ত (হউক) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও । এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আদি-সর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও ; এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত ইষ্টকাম অর্থাৎ হৃদ্বিশুদ্ধিরূপ আত্মজ্ঞান ও দেহযাত্রা-দ্বারা মোক্ষপ্রদ হউন ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—অযজ্ঞশেষেণ দেহযাত্রাং কুর্কতো দোষমাহ,—সহেতি । প্রজাপতিঃ সর্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ,—“পতিং বিশ্বশ্রাত্বৈশ্বরম্” ইত্যাদিশ্রুতে: ‘ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোহসৌ’ ইত্যাদি স্মরণাচ্চ । পুরা আদিসর্গে সহযজ্ঞা যজ্ঞে: সহিতা দেবমানবাদিরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্ৱা নামরূপবিভাগশূন্যাঃ প্রকৃতিশক্তিকে স্মশ্বিন্ বিলীনাঃ পুরুষার্থাযোগ্যাস্তাস্তং সম্পাদকনামরূপভাজো বিধায় যজ্ঞং তন্নিক্রপকং বেদঞ্চ প্রকাশ্যেত্যর্থঃ । তাঃ প্রতীদমুবাচ কারুণিকঃ,—অনেন বেদোক্তেন মদর্পিতেন যজ্ঞেন যুয়ং প্রসবিষ্যধ্বং, প্রসবো বৃদ্ধিঃ স্ববৃদ্ধিং ভজধ্বমিত্যর্থঃ । এষ মদর্পিতো যজ্ঞো বো যুস্মাকমিষ্টকামধুক্ হৃদ্বিশুদ্ধ্যা আত্মজ্ঞানদেহযাত্রা-সম্পাদনদ্বারা বাঞ্ছিতমোক্ষপ্রদোহস্ত ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—অযজ্ঞশেষভূত বস্তুর দ্বারা অর্থাৎ বিধিপূর্বক ভগবদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত-পূজাদি-প্রসাদভিন্ন বস্তুর দ্বারা দেহযাত্রা-নির্বাহকারীর দোষের কথা বলা হইতেছে—‘সহেতি’ । প্রজাপতি সর্বেশ্বর বিষ্ণু—“জগৎপতি বিশ্বের আত্মা ঈশ্বরকে” ইত্যাদি শ্রুতি আছে, “ব্রহ্ম প্রজাদিগের পতি, উনি অচ্যুত” ইত্যাদি স্মৃতিও আছে । অতিপূর্বকালে সর্গের আদিতে যজ্ঞের সহিত দেবতা-

মানুষাদি প্রজাগণকে সৃজন করিয়া নামরূপ-বিভাগশূন্য নিজেতে বিলীন। প্রকৃতি শক্তি, পুরুষার্থের অযোগ্য সেই প্রজা ও তৎ-সম্পাদকের নাম রূপাদি-ভেদ বিধান পূর্বক, যজ্ঞ অর্থাৎ তন্ত্ররূপক বেদ প্রকাশ করিয়া, তাহাদের প্রতি কারুণিক ব্রহ্মা ইহা বলিলেন—এই আমাপ্রতি প্রদত্ত বেদোক্ত যজ্ঞের দ্বারা তোমরা স্থায় বৃত্তিকে ভজনা কর, ইহাই অর্থ। এই আমাপ্রতি অর্পিত যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টলাভের হেতু বলিয়া হৃদয়ের শুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান ও দেহযাত্রা-সম্পাদনপূর্বক বাঞ্ছিত মোক্ষপ্রদ হউক ॥ ১০ ॥

অনুবৃত্তি—শ্রীভগবান্ ভগবদর্পিত নিকাম-কর্মের উপদেশ দিয়া পুনরায় বলিতেছেন,—কেহ যদি নিকাম-কর্মাচরণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে প্রথমে সকামভাবে কৃত কর্ম ও শ্রীভগবানে অর্পণ করা উচিত। তথাপি অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কদাচ কর্ম-ত্যাগ করিবে না। এই ভাবে ভগবদর্পিত সকাম-কর্মের কর্তব্যতা বলিতেছেন। এস্থলে ‘প্রজাপতি’ শব্দে ঋতি ও স্মৃতির প্রমাণে সর্বেশ্বর, বিশ্বশ্রষ্টা, বিশ্বাত্মা, অখিল বিশ্বের পরমাত্মা শ্রীনারায়ণই প্রজাপতি। সেই পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ প্রজাপতি সৃষ্টিকালে দেখিলেন যে, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত দেব-মানবাদি প্রজাসমূহ স্থায় প্রকৃতি শক্তিতে বিলীন হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাদের নামরূপাদি বিভাগশূন্য হওয়ায় তাহারা পুরুষার্থ সাধনে অক্ষম। অনন্তর তাহাদিগকে পুনরায় পুরুষার্থ সাধনে সক্ষম করিবার জন্ত পুরুষার্থ-সম্পাদক নাম-রূপাদি প্রদান করিলেন অর্থাৎ সৃষ্টি করিলেন। তখন সেই প্রজাপতি পুরুষার্থ-সাধক আরাধনারূপ যজ্ঞ এবং তৎ-নিরূপক বেদও প্রকাশ করিলেন এবং প্রজাবর্গকে বলিলেন যে, মদর্পিত এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করুক অর্থাৎ তোমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ করিয়া, আত্মজ্ঞান ও দেহ-যাত্রা সম্পাদন-দ্বারা, বাঞ্ছিত মোক্ষ-ফল প্রদান করুক।

এস্থলেও দেখা যাইতেছে যে, সকাম-কর্ম-বিধানেও যজ্ঞরূপ ভগবদারাধনাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এবং ঐ যজ্ঞের নিরূপক শাস্ত্রই বেদ, তাহাও ভগবৎ-কর্তৃক সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকাশিত। সুতরাং বেদোক্ত বিধানেই কর্ম করিয়া, সেই কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলে ভগবদর্পণরূপা ভক্তির ফলে, অন্তর বিশুদ্ধ হইবে এবং আত্মজ্ঞান লাভ পূর্বক মোক্ষপদ-প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু বেদ-বিধি-বহির্ভূত নিজ ইচ্ছা-মূলক জড়ীয় কর্মের দ্বারা

বন্ধনই লাভ হইবে। এস্থলেও যজ্ঞাবশেষের দ্বারাই অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রসাদের দ্বারাই দেহযাত্রা নির্বাহের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রসাদ ব্যতিরেকে অনিবেদিত দ্রব্যের দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ করিলে কিন্তু সংসার বন্ধনই লাভ হইবে ॥ ১০ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—অনেন (এই যজ্ঞ দ্বারা) দেবান্ (দেবতাদিগকে) ভাবয়ত (প্রসন্ন কর) তে দেবা (সেই দেবতাগণ) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু (প্রসন্ন করুন) পরস্পরং (পরস্পর) ভাবয়ন্তুঃ (প্রীণন্ পূর্বক) পরম্ শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে প্রসন্ন কর। দেবতাগণ তোমাদিগকে প্রসন্ন করুন। পরস্পরে প্রসন্নতার ফলে পরম মঙ্গল লাভ করিবে ॥ ১১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই যজ্ঞ-দ্বারা মদঙ্গভূত ইন্দ্রাদি-দেবতা-সকলকে প্রীত কর; দেবতা-সকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টফল-দানদ্বারা প্রীতি প্রদান করুন। এইরূপ পরস্পর ভাবিত হইয়া পরম-শ্রেয়োরূপ আত্মসাধন লাভ কর ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব—ইদঞ্চ প্রজাঃ প্রত্যাঙ্কং,—অনেন যজ্ঞেন মদঙ্গভূতানিন্দ্রাদীন ভাবয়তা তত্ত্ববিদানেন প্রীতান্ যুয়ং কুরুত। তে দেবা বো যুস্মাংস্তত্ত্বদ্বর-দানেন ভাবয়ন্তু প্রীতান্ কুর্ষন্তু। ইথং শুদ্ধাহারেণ মিথো ভাবিতাস্তে চ যুয়ং পরং মোক্ষলক্ষণং শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যথ। তত্রাহারশুদ্ধির্হি জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গং,—তত্র “আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলস্তু সর্বগ্রহীনাং বিপ্র-মোক্ষঃ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইহা প্রজাদের প্রতি বলা হইয়াছে—এই যজ্ঞের দ্বারা আমার অঙ্গসম্বৃত ইন্দ্রাদি-দেবগণকে ভাবনা-প্রসন্ন করিতে করিতে তত্ত্ব যজ্ঞের হবিঃ প্রদান পূর্বক তোমরা ইন্দ্রাদি দেবগণকে সন্তুষ্ট কর। সেই সকল দেবতাগণ তোমাদিগকে সেই সেই বরপ্রদানের দ্বারা প্রীতিসম্পন্ন করুক। এই প্রকারে বিশুদ্ধ আহারের দ্বারা পরস্পর (দেবতা ও তোমরা) পরিপুষ্ট হইলে, তোমরা ও

তাহারা মোক্ষ-লক্ষণরূপ অতিশয় শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। সেখানে আহার শুদ্ধি জ্ঞাননিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ, ইহা নিশ্চয় রূপে জানিবে। সেখানে “আহার শুদ্ধি হইলে সত্ত্ব-শুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি), চিত্তশুদ্ধি হইলে, নিশ্চলস্মৃতি লাভ হয়, স্মৃতি লাভ হইলে, সমস্ত গ্রন্থি অর্থাৎ বন্ধনের বিশেষরূপে মুক্তি হয় ; এই রকম শ্রুতি আছে ॥ ১১ ॥

অনুভূষণ—এই শ্লোকে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, শ্রীভগবান্ মানুষকে দেবতাদিগকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে, শ্রীল বলদেব প্রভু তাহার টীকায় সর্ব প্রথমেই দেখাইয়াছেন যে, শ্রীভগবানের অঙ্গভূত ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করিবার বিধান আছে।

শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—“দেবাঃ নারায়ণাঙ্গজাঃ”।

শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—‘বাহবো লোকপালানাং’ (১।১১।২৬) এবং “ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহরুশ্রাঃ” (২।১।২২)

এস্থলে ইহাই লক্ষিতব্য যে, দেবগণকে পরমেশ্বর নারায়ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে আরাধনা, শ্রীভগবানের নির্দেশমত করিলে, উহা শ্রীভগবানের সন্তোষজনক হয় বলিয়া ভক্তির অনুকূলরূপে গণ্য হইবে। দেবগণকে নারায়ণের সহিত সমজ্ঞানে বা স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজাই বেদবিধি-বহির্ভূত এবং ভক্তিবিরুদ্ধ বা অপরাধজনক। আর শ্রীভগবানের নির্দেশমত বৈদিকবিধি-অনুযায়ী দেবতা ও মানবগণ শুদ্ধআহারের দ্বারা পরস্পরের প্রীতি উৎপাদন করিলে মঙ্গল বা শ্রীবৃদ্ধি হয়। যদিও আপাততঃ দর্শনে দেবগণের আরাধনার ফলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির দ্বারা পার্থিব শাস্ত্রাদি-ফললাভের সূচনা করে কিন্তু তাহাও ভগবৎসেবায় নিয়োজিত হইয়া পরিণামে মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ ফল প্রদান করে।

এখানেও শ্রীল বলদেব প্রভু বলিয়াছেন যে,—আহার শুদ্ধিই জ্ঞান নিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ, শ্রুতিতেও “আহার শুদ্ধৌ” শ্লোক পাওয়া যায়।

বৈদিক বিধানানুসারে বিষ্ণুপ্রসাদের দ্বারাই দেবতার আরাধনার বিধান দৃষ্ট হয়, তাহাতে একদিকে যেমন মানবের কল্যাণ, তেমনি দেবতারাও বিষ্ণুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া কল্যাণ লাভ করেন ॥ ১১ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্ত্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—দেবাঃ (দেবতাগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞে প্রীত হইয়া) বঃ (তোমাদিগকে) ইষ্টান্ ভোগান্ (অভিলষিত ভোগসমূহ) দাশ্রুস্তে (প্রদান করিবেন) হি (অতএব) তৈঃ দত্তান্ (তাঁহাদিগের দত্ত দ্রব্যসকল) এভ্যঃ (দেবগণকে) অপ্ৰদায় (না দিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) ভুঙ্তে (ভোগ করে) সঃ স্তেনঃ এব (সে চোরই) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—দেবতাগণ যজ্ঞে প্রীত হইয়া তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন । অতএব তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে নিশ্চয় চোর ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পঞ্চমহাযজ্ঞাদি-দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাঁহাদের দত্ত বৃষ্টাদি-দ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চোরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—এতদেব বিশদয়ন্ কৰ্ম্মানুষ্ঠানে দোষমাহ,—ইষ্টানিতি । পূৰ্ব্ণভাবিত মদঙ্গভূতা দেবা বো যুস্মভ্যমিষ্টান্মুমুক্যাম্যানুত্তরোত্তর যজ্ঞাপেক্ষান্ ভোগান্ দাশ্রুস্তি বৃষ্টাদিদ্বারা ব্রীহাদীন্উৎপাদ্যোত্যর্থঃ । স্বাৰ্চ্চনার্থং তৈর্দে-বৈর্দত্তাংস্তান্ ভোগানেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরপ্ৰদায় কেবলাত্মতৃপ্তিকরো যো ভুঙ্তে, স স্তেনশ্চোর এব, —দেবস্বাণ্ণপহৃত্য তৈরাঅনঃ পোষাৎ ; চোরো ভূপাদিব স যমাদগুমহীতি—পুমর্থানহঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিস্তারিতভাবে বলিবার ইচ্ছায়, কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে দোষের কথা বলা হইতেছে—‘ইষ্টানিতি’ ইতিপূর্বে উক্ত আমার অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত দেবতাগণ মুক্তি লাভে ইচ্ছুক তোমাদিগকে উত্তরোত্তর যজ্ঞাদিলব্ধ ভোগ দিবে অর্থাৎ বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা ব্রীহিধাণ্য প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া, ইহাই অর্থ । স্বীয় অর্চনার জন্ত, সেই সমস্ত দেবতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত সেই ভোগ পঞ্চ যজ্ঞাদির দ্বারা, প্রদান না করিয়া, কেবলমাত্র আত্ম-তৃপ্তির জন্ত যে ভোগ করে তাহাকে ‘স্তেন’ অর্থাৎ চোর বলা হইবেই । দেবতাগণকে তাঁহাদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদি না দিয়া, অপহরণ পূর্বক সেই দ্রব্যের দ্বারা নিজকে পোষণ করার জন্ত ; চোর যেমন রাজার নিকট হইতে শাস্তি পায়, তেমন সে ব্যক্তিও যমের নিকট হইতে দণ্ড ভোগ করে, সে প্রকৃত পুরুষ পদ-বাচ্য নহে ॥ ১২ ॥

অনুব্রূষণ—দেবতারা শ্রীভগবানের অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, তাঁহার নির্দেশ-অনুসারে তাঁহারই শক্তিতে শক্তিয়ুক্ত হইয়া, মানবগণের দ্বারা যজ্ঞে পূজিত হইয়া, বৃষ্ট্যাদিদ্বারা যে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন, তাহা কিন্তু আবার মানবগণের পক্ষ মহাযজ্ঞে ব্যবহার করা কর্তব্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এই কৰ্ম-ব্যবস্থা, যদি মানব দেবতার প্রসাদে লব্ধ-বস্তু যজ্ঞাদিকার্য্যে ব্যয় না করিয়া, কেবল আত্মতৃপ্তি-সাধনে ব্যয় করে, তাহা হইলে, তাহাকে ‘চোর’ বলিয়া নির্দেশ করা হয়, এবং ইহ জগতে চোর যেমন রাজার নিকট দণ্ডনীয় হয়, তেমনি সে ব্যক্তিও যমের নিকট দণ্ডাৰ্হ হইবে।

পক্ষ মহাযজ্ঞ বলিতে গরুড় পুরাণে পাওয়া যায়,—

“অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলিভৌত
নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—“স স্তেনো দণ্ডমর্হতি”। (৭।১৪।৮) ॥ ১২ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিধৈঃ।

ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ (যজ্ঞাবশিষ্ট-ভোজনকারী সাধুগণ) সর্ব-
কিঞ্চিধৈঃ (সর্বপ্রকার পাপ হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)। যে তু (কিন্তু
যাহারা) আত্মকারণাং (নিজদিগের নিমিত্ত) পচন্তি (পাক করে) তে
পাপাঃ (সেই দুরাচারেরা) অঘং (পাপ) ভুঞ্জতে (ভোজন করে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারী সাধুগণ সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত
হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা নিজেদের জন্য অন্নাদি পাক করে, সেই দুরাচার-
গণ কেবল পাপই ভক্ষণ করে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা
উত্তমজন্য অপরিহার্য্য সমস্ত-পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর
হইয়া অন্নাদি ভোগ করে, সেই পাপিসকল সমস্ত পাপ ভোগ করে ॥ ১৩ ॥

শ্রীবলদেব—যে ইন্দ্রাণ্ডিত্যবাস্তিতং যজ্ঞং সর্বৈশ্বরং বিষ্ণুমভ্যর্চ্য তচ্ছেষ-
মশস্তি তেন তদেহযাত্রাং সম্পাদয়ন্তি, তে সন্তঃ সর্বৈশ্বরস্য যজ্ঞপুরুষস্য ভক্তাঃ
সর্বকিঞ্চিধৈরনাদি-কাল-বিবৃদ্ধৈরাহ্নাভব-প্রতিবন্ধকৈর্নিখিলৈঃ পার্শ্বৈর্বিমু-
চ্যন্তে। তে তু পাপাঃ পাপগ্রস্তাঃ অঘমেব ভুঞ্জতে। যে তন্তদেবতাস্তত্যা-

বস্থিতেন যজ্ঞপুরুষেণ স্বার্চনায় দত্তং ব্রীহ্যাভ্যাকারণাৎ পচন্তি তদ্বিপচ্যাত্ম-
পোষণং কুর্বন্তীত্যর্থঃ । পক্ষস্য ব্রীহ্যাদেবঘরূপেণ পরিণামাদঘত্বমুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেই সকল ব্যক্তি ইন্দ্রাদিরূপে অবস্থিত যজ্ঞ সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে
অর্চনা করিয়া সেই বিষ্ণুর শেষ অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং তাহার
দ্বারাই তাঁহাদের দেহযাত্রা সম্পাদন করেন, সর্বেশ্বর যজ্ঞপুরুষের সেই সমস্ত
পরম ভক্তগণ অনাদিকাল হইতে প্রবৃদ্ধ, আত্মানুভবের প্রতিবন্ধক নিখিল
পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করেন । (ইহা ভিন্ন) কিন্তু অগ্ন্যাণ্ড পাপিরা পাপের
দ্বারা অভিভূত হইয়া কেবল পাপই ভোগ করে । যাহারা সেই সেই দেবতা
অঙ্গরূপে অবস্থিত, সেই যজ্ঞপুরুষ কর্তৃক অর্চনাতির জন্ম প্রদত্ত ব্রীহিধাত্মাদি
নিজের জন্ম পাক করে ও তাহা পাক করিয়া আত্মপোষণ করে ; ইহাই
অর্থ । পক্ষব্রীহ্যাদি পাপরূপে পরিণত হয় বলিয়া, উহার অঘত্ব বলা
হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

অনুভূষণ—ইন্দ্রাদি দেবগণকে যজ্ঞ-পুরুষ বিষ্ণুর অঙ্গাদিরূপে পূর্বেই বলা
হইয়াছে সুতরাং সেই দেবতার দ্বারা প্রাপ্ত অন্নাদি ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের
দ্বারা উৎসর্গ করিয়া, তাহার অবশেষ অর্থাৎ প্রসাদের দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ
করিলে, তাঁহারা সাধুপুরুষ ও সর্বেশ্বর যজ্ঞ-পুরুষের ভক্ত বলিয়া বিচারিত
হন, কারণ তাঁহারা বেদোক্ত বিধানের অনুগামী হইয়াছেন । ইহার ফলে
অনাদিকাল-সঞ্চিত, আত্মানুভবের প্রতিবন্ধক নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত
হইয়া থাকেন । এতৎ প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা ইহা না করিয়া,
কেবল নিজ উদর-পুরণার্থ ভক্ষ্য প্রস্তুত করে, তাহারা পাপী এবং সেই ভক্ষ্য-
গ্রহণে পাপই ভোজন করিয়া থাকে ।

স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

উদুখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকলস ও মার্জ্জনী বা ঝাটা এই পঞ্চস্মৃনা অর্থাৎ
পাঁচটি প্রাণিহিংসার স্থান গৃহস্থের গৃহে বর্তমান থাকে । যাহারা কেবল
নিজেদের ভোজনের জন্ম রন্ধন করে, তাহারা উক্ত পঞ্চবিধ পাপে লিপ্ত হইয়া,
স্বর্গলাভ করিতে পারে না ।

স্মৃতিশাস্ত্রে আরও পাওয়া যায়,—

“পঞ্চস্মৃনা কৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্কর্যাপোহতি”

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, অগ্নি দেব ও মনুষ্যের সাধারণ অধিকার, কিন্তু

যে মানব ভগবানকে না দিয়া নিজে ভোগ করে, সে পাপ-ভাগী হয়।
ইহার সমর্থন মন্ত্রবর্ণেও পাওয়া যায় ॥ ১৩ ॥

অন্নাস্তবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জাৎদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাস্তবন্তি পৰ্জ্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসম্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থ—ভূতানি (ভূতগণ) অন্নং (অন্ন হইতে) ভবন্তি (জন্মে),
পৰ্জ্জাৎ (মেঘ বা বৃষ্টি হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্ন জন্মে), পৰ্জ্জন্তঃ (মেঘ বা বৃষ্টি)
যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) ভবন্তি (হয়), যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) কৰ্ম্মসম্ভবঃ (কৰ্ম্ম হইতে
সমুৎপন্ন) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অন্ন হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি।
বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কৰ্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন ॥ ১৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অন্ন হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয় ; বৃষ্টি দ্বারা অন্ন
উৎপন্ন হয় ; যজ্ঞদ্বারাই পৰ্জ্জন্ত অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয় ; কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞ
উৎপন্ন হয় ॥ ১৪ ॥

শ্রীবলদেব—প্রজাপতিনা পরেশেন প্রজাঃ সৃষ্টা তদুপজীবনায় তদৈব যজ্ঞঃ
সৃষ্টস্ততঃ পরেশানুবর্তিনাবশং স কার্য্য ইত্যাহ,—অন্নাদিতি দ্বাভ্যাম্। ভূতানি
প্রাণিনোহন্নাদ-ব্রীহাদেভবন্তি, — শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাস্তস্মাত্তদেহানাং
সিদ্ধেঃ । তস্মান্ন সন্তবঃ পৰ্জ্জন্তাৎস্টেভবন্তি; পৰ্জ্জন্তশ্চ যজ্ঞাস্তবন্তি ; যজ্ঞশ্চ ঋত্বিগ্-
যজমানাদিব্যাপাররূপাং কৰ্ম্মণঃ সম্ভবন্তি সিধ্যতীত্যর্থঃ ;— “অগ্নৌ প্রাস্তাহতি:
সমাগাদিতামুপ্রতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টৈরন্নং ততঃ প্রজাঃ” ইতি
মনুস্মৃতে: ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রজাপতি পরমেশ্বর প্রজা সৃজন করিয়া তাহাদের জীবন-
রক্ষার জন্য সেই জাতীয় যজ্ঞেরই সৃজন করিয়াছেন। অতএব পরমেশ্বরের অনুগত
হইয়া সকলের সেই কার্য্য করা উচিত, ইহা বলা হইতেছে—‘অন্নাদিতি
দ্বাভ্যাম্’। পাঞ্চভৌতিক প্রাণিগণ অন্নাদি ব্রীহিপ্রভৃতি হইতে পরিণত হয়
(তাহাদের ভক্ষণের দ্বারা) শুক্র-শোণিতরূপে পরিণত হইয়া, সেই সেই
(নানাজাতীয়) দেহ প্রাপ্তি হয়। সেই অন্নের জন্ম বৃষ্টি হইতে, মেঘ হইতে
বৃষ্টি হয়। মেঘ কিন্তু যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়, যজ্ঞও ঋত্বিক্ এবং যজমানাদি-
ব্যাপাররূপকৰ্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয় অর্থাৎ জন্মায়। “অগ্নিতে বিধিপূর্বক

আহুতি প্রদান করা হইলে, উহা সমাগ্নরূপে সূর্যের নিকটে গমন করে, আদিত্য হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয় এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন ও তাহা হইতে প্রজাবর্গের সৃষ্টি হয়” ইহা মন্বন্তরীতে আছে ॥ ১৪ ॥

অনুভূষণ—প্রজাপতি পরমেশ্বর প্রজা সৃষ্টির পর তাহাদের উপজীবিকার জন্য যজ্ঞের প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার অনুবর্তি-লোকদিগের তাহা অবশ্য কর্তব্য। ইহাই দুইটা শ্লোকে শ্রীভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, অন্নাদি ভুক্তদ্রব্য শুক্রশোণিতে পরিণত হইয়া প্রাণিগণের শরীর উদ্ভূত হয়। সেই ভোজ্য অন্ন বৃষ্টির সাহায্যে জন্মে। সেই বৃষ্টি আবার যজ্ঞ-ক্রিয়ার ফল-স্বরূপে হইয়া থাকে।

এতৎ বিষয়ে মনুও বলিয়াছেন,—

অগ্নিতে আহুতি দিলে, উহা আদিত্যের নিকট গমন করে, এবং আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে ভূতগণের শরীর সৃষ্ট হয়।

ঋত্বিক ও যজ্ঞমানের অন্তর্গত কৰ্ম্মই যজ্ঞ। স্মৃতিরাং বিহিত কৰ্ম্মই যজ্ঞের কারণ ॥ ১৪ ॥

কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাঙ্করসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎ সৰ্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

অর্থ—কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (কৰ্ম্ম ব্রহ্ম বা বেদ হইতে উদ্ভূত) বিদ্ধি (জান), ব্রহ্ম অঙ্করসমুদ্ভবম্ (বেদ অচ্যুত হইতে উৎপন্ন), তস্মাৎ (অতএব) সৰ্ব্বগতং (সৰ্ব্বব্যাপক) ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম) নিত্যং (সৰ্ব্বদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (যজ্ঞে অবস্থিত আছেন) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—কৰ্ম্ম বেদ হইতে সমুদ্ভূত। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ অঙ্কর বা অচ্যুত হইতে উৎপন্ন। অতএব সৰ্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম সৰ্ব্বদা যজ্ঞে বিরাজমান আছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কৰ্ম্ম—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত এবং অঙ্কর অর্থাৎ অচ্যুত হইতে ব্রহ্ম উৎপন্ন। অতএব জগচ্চক্রপ্রবৃত্তির হেতু যে যজ্ঞ, তাহা অনুষ্ঠান করা তদ-অধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য; তাহাতে সৰ্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—তচ্চ ঋত্বিগাদিব্যাপাররূপং কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি,—ব্রহ্ম বেদ-

স্তস্মাত্ত্বং প্রবৃতিং জানীহীত্যর্থঃ । তচ্চ বেদরূপং ব্রহ্ম অক্ষরাং পরেশাং সমুদ্ভবং প্রকটং বিদ্ধি ; — “অশ্রু মহতো ভূতশ্রু নিশ্বাসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ক্বাঙ্গিরসঃ” ইত্যাদি শ্রবণাং । যস্মাং স্বষ্টিপ্রজোপজীবনাতিপ্রিয়ো যজ্ঞস্তস্মাং সর্বগতং নিখিলব্যাপকমপি ব্রহ্ম নিত্যং সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং তেনৈব তং প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই ঋষিগাদিব্যাপাররূপ কর্ম ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভব হইয়াছে জানিবে—ব্রহ্মই বেদ, অতএব তাহা হইতেই তাহার প্রবৃত্তিকে জানিবে, ইহাই অর্থ । সেই বেদরূপ ব্রহ্ম অক্ষরস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে সমুদ্ভব অর্থাৎ প্রকটিত হয় জানিও । “এই মহৎভূত অর্থাৎ মহাপুরুষের নিশ্বাসিত এই ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ক ও আঙ্গিরস” ইত্যাদি শ্রুতি আছে ; যেই হেতু স্বয়ং পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্টপ্রজাগণের জীবিকা-রক্ষার অতিশয় প্রিয় যজ্ঞ, অতএব সর্বগতনিখিলবিশ্বব্যাপক ব্রহ্মও নিত্য—সর্বদা, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অবস্থান করিতেছেন, অতএব তাহার দ্বারাই তং (সেই ব্রহ্ম) পাওয়া যায় ॥ ১৫ ॥

অনুব্রূষণ—ঋত্বিক ও যজমানাদি-সাধ্য কর্মকাণ্ড ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ বেদের দ্বারা প্রবর্তিত ও অনুমোদিত । সেই বেদ আবার অক্ষর পরমেশ্বর হইতে সমুদ্ভূত । সেই জগুই বেদ অপৌরুষেয় ও সর্বদোষ বিবর্জিত অর্থাৎ ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাদি দোষশূন্য ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—(৪।৫।১১)

“অশ্রু মহতো ভূতশ্রু” অর্থাৎ এই মহাপুরুষের নিশ্বাস হইতে সমুদ্ভূত ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ক ইত্যাদি বেদসমূহ । নিখিল বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মও এই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত । অতএব সেই যজ্ঞাদি-কর্মাচরণের ফল কেবল পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গাদি ফল-লাভ দৃষ্ট হইলেও বেদ-প্রতিপাদিত বিশুদ্ধ ধর্মের আচরণে, ব্রহ্মকেও পাওয়া যায় ॥ ১৫ ॥

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

অন্বয়—পার্থ ! (হে পার্থ !) এবং (পূর্বোক্তরূপে) প্রবর্তিতং (প্রবর্তিত) চক্রং (কর্মচক্র) যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (এই সংসারে) ন অনুবর্তয়তি (অনুবর্তন না করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) অঘায়ুঃ (পাপজীবন) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ভোগাসক্ত) মোঘং (বৃথা) জীবতি (বাঁচিয়া থাকে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ ! যে-ব্যক্তি এই সংসারে জগচ্চক্র-প্রবর্তকরূপ যজ্ঞের অনুবর্তন না করে, সে-ব্যক্তি পাপাত্মা ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্থ ! কৰ্ম্মাধিকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি এই জগচ্চক্রপ্রবর্তকরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করেন, তিনি পাপ-জীবনযুক্ত ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করেন । তাৎপর্য্য এই যে, আত্মযাথাত্ম্যরূপ ভগবদ্ভক্তি-যোগে পাপ-পুণ্যের অধিকার নাই ; কেন না, সেই পন্থা নিগূর্ণ-ভক্তিলাভের প্রশস্ত পন্থা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে । সেই পন্থাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে কষায়-নাশ-রূপ চিত্তশুদ্ধি অনায়াসলভ্য । যে-সকল ব্যক্তি সেই ভক্তিযোগের অধিকার লাভ করে নাই, তাহারা সৰ্ব্বদা কামনা ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বশীভূত, অতএব পাপরত । তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার জন্য পুণ্যকৰ্ম্মই একমাত্র উপায় ; পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তই অবলম্বনীয় । যজ্ঞব্যবস্থাই ‘ধৰ্ম্ম’ অথবা ‘পুণ্য-কৰ্ম্ম’ ; যাহাতে সমষ্টি-জীবের শুভ এবং জগচ্চক্রের গতি সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়, তাহাই ‘পুণ্য’ । পুণ্যব্যবস্থা-দ্বারা পঞ্চমুনা-প্রভৃতি অপরিহার্য্য পাপসকল নষ্ট হইয়া পড়ে । অনুষ্ঠাতার স্বীয় সুখ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি যতটুকু জগন্মঙ্গল রক্ষাপূর্ব্বক স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা যজ্ঞাবশেষ হইয়া পুণ্যমধ্যে পরিগণিত হয় । যে-সকল অলক্ষিত বিধি-দ্বারা জগন্মঙ্গলরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহারা ভগবদ্ভক্তি-জাত দেবতাবিশেষ । সেই বিধিরূপ দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া তাহাদের অনুকম্পা-দত্ত প্রীতি লাভ করিলে আর কোন পাপ থাকে না ; ইহাকেই ‘কৰ্ম্মচক্র’ বলে ; এইরূপ দেবতা পূজার দ্বারা যে কৰ্ম্ম-স্বীকার, তাহাকেই ‘ভগবদর্পিত কৰ্ম্ম’ বলে । সেই বিধিসকলকে প্রাকৃতিক বিধি বলিয়া যাহারা কার্য্য করে, তাহারা—কেবল নৈতিক ; বিষ্ণুর্পিত-কৰ্ম্মাচারী নয় । অতএব সেরূপ না হইয়া ভগবদর্পিত-কৰ্ম্মাচরণই তদধিকারী জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—যজ্ঞাকরণে দোষমাহ, — এবমিতি । পরস্মাদব্রহ্মণো বেদা-বির্ভাবস্তস্মাৎ ব্রহ্মপ্রতিবোধকাদ্যজ্ঞস্ততঃ পৰ্জ্জন্তস্ততোহন্নং, ততো ভূতানি, পুনস্ত-থৈব ভূতানাং কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং নিখিলজগন্নির্বাহকং পরেশেন প্রজা-পতিনা প্রবর্তিতং চক্রং যো নানুবর্তয়তি, স জনঃ পরেশবিমুখোহঘাযুঃ

পাপজীবনো মোঘং ব্যর্থমেব জীবতি । হে পার্থ, যদসাবিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষেব রমতে
ন তু পরব্রহ্মাভিমতে যজ্ঞে তচ্ছেষাশনে চ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞ কার্য্য না করিলে দোষের কথা বলা হইতেছে—‘এব-
মিতি’ । পরব্রহ্ম হইতে বেদের আবির্ভাব হয়, তৎপ্রতিবোধক ব্রহ্ম হইতে যজ্ঞ
আবির্ভূত হয়, তাহা হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পাঞ্চভৌতিক
প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়, পুনরায় সেই রকমই প্রাণিগণের অনুরূপ কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি
আসে, এই প্রকারে নিখিল জগৎকে নির্বাহ অর্থাৎ পরিচালিত করেন
প্রজাপতি পরমেশ্বর । অতএব এই পরমেশ্বর প্রবর্তিত চক্রকে যে অনুবর্তন
না করে, সে পরমেশ্বরের প্রতি বিমুখ হইয়া অঘাযু অর্থাৎ পাপ কার্য্যে
জীবন যাপন করিয়া জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়াই ধারণ করিয়া থাকে । হে
পার্থ! যেই হেতু এই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্যবিষয়াদিতেই আসক্ত হয়
কিন্তু পরমেশ্বরের নির্দিষ্ট ও কথিত যজ্ঞে এবং যজ্ঞের শেষ অর্থাৎ প্রসাদাদি
ভোজনে আসক্ত হয় না ॥ ১৬ ॥

অনুব্রূষণ—কৰ্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে ঈশ্বর-প্রবর্তিত নিখিল
জগৎ-নির্বাহক এই যজ্ঞ-কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করা বিধেয় অতথা পাপময় জীবন
যাপন হইবে । এ বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যই আমাদের
আলোচ্য ॥ ১৬ ॥

যস্মাত্মরতিরেব স্মাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্তেব চ সন্তুষ্টস্তস্মা কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অর্থ—যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে মানব) আত্মরতিঃ (আত্মারাম)
আত্মতৃপ্তঃ এব চ (এবং আত্মাতেই পরিতৃপ্ত) আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ (আত্মাতেই
সন্তুষ্ট) স্মাৎ (হন) তস্মা (তাঁহার) কার্য্যং (কর্তব্য কৰ্ম্ম) ন বিদ্যতে
(নাই) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যে মানব আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত, এবং
আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন, তাঁহার কোন কর্তব্য কৰ্ম্ম নাই ॥ ১৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এবজ্ঞত কৰ্ম্মচক্রে বর্তমান জীবসকল ‘কর্তব্য’ বলিয়াই
কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করেন । কিন্তু যিনি আত্মরত অর্থাৎ অনাত্ম ও আত্ম তত্ত্বকে
পৃথগ্‌রূপে অবলোকন করিয়াছেন, তিনি আত্মাতেই রত, আত্মতৃপ্ত এবং

আত্ম-বস্তুতে সন্তুষ্ট। তিনি কর্তব্য বলিয়া কৰ্ম্ম অহুষ্ঠান করেন না ; কেবল শরীরযাত্রা-নির্বাহের জন্ত কৰ্ম্মচক্র হইতে নিবৃত্তিরূপা শান্তিকে অহুসন্ধান করেন ; অতএব সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়াও তিনি নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকৰ্ম্ম অহুষ্ঠান করেন না। এই জন্ত তাঁহার কৰ্ম্মকে ‘কৰ্ম্ম’ নামে অভিহিত করা যায় না ; তাঁহার কৰ্ম্মসকলকে অবস্থা-ভেদে— হয় ‘জ্ঞানযোগ’, নয় ‘ভক্তিয়োগ’ বলা যায় ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—যন্ত মদুজেন নিকামকৰ্ম্মণা মদুপাসনে চ বিমৃষ্টে চিত্তদৰ্পণে সংজাতেন ধৰ্ম্মভূতজ্ঞানেনাত্মানমদর্শন্তশ্চ ন কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম কর্তব্যমিত্যাহ,—যস্মিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মগুপহতপাপ্যত্নাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টে স্বস্বরূপেহবলোকিতে রতি-র্যশ্চ সঃ। আত্মনা স্বপ্রকাশানন্দেনাবলোকিতেন তৃপ্তো ন অন্নপানাদিনা ; আত্মগ্বে চ তাদৃশে সন্তুষ্টো, ন তু নৃত্যগীতাদৌ। তস্মৈবংভূতশ্চ তদবলোকনায় কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম কর্তব্যং ন বিद्यতে, সৰ্বদাবলোকিতাত্মস্বরূপত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যিনি আমাকর্তৃক প্রোক্ত নিকাম-কৰ্ম্ম ও আমার উপাসনার দ্বারা চিত্তকে স্বচ্ছদৰ্পণের ন্যায় পরিমার্জিত করিতে পারেন, তিনি ধৰ্ম্মাদি ও তত্ত্বাহুসন্ধান-দ্বারা সমুদ্ভূত জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে দোখয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে আর কোন কৰ্ম্ম কর্তব্য বলিয়া অবশিষ্ট থাকে না, ইহাই বলিতেছেন—‘যস্মিতি দ্বাভ্যাম্’। আত্মাতে পাপাদি রহিত অষ্টগুণ-বিশিষ্ট স্বকীয় স্বরূপ অবলোকন করিলে পর, রতি—আনন্দ যাহার সে। আত্মাকে স্বপ্রকাশরূপ আনন্দের দ্বারা অবলোকন করিতে পারিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন কিন্তু অন্নপানাদির দ্বারা নহে। তাদৃশ আত্মাতেই সন্তুষ্ট, নৃত্যগীতাদিতে কিন্তু নহে। এবস্তুত আত্মাকে অবলোকনের জন্ত আর কোন কৰ্ম্ম করার প্রয়োজন হয় না। কারণ—সৰ্বদা আত্মস্বরূপ অবলোকন করা কর্তব্য হয়, এই জন্ত ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—অশুদ্ধচিত্ত ও অজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে কৰ্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বর্ণন করিয়া এক্ষণে শুদ্ধান্তঃকরণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে উহার অনাবশ্যকতা জানাইতেছেন। যিনি আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া আত্মাতেই রত ; তাঁহার সকল আসক্তি, তৃপ্তি ও সন্তোষ আত্মাতেই পর্যাবসিত হইয়াছে। আর আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি দেহারামী হইয়া শ্রক-চন্দন-বনিতাদিভোগে রতি, অন্নপানাদিতে তৃপ্তি, পশু, পুত্রাদি লাভে সন্তুষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিগণের ঐ সকল বিষয়ের

অভাব হইলে অতিশয় অতৃপ্ত; অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু আত্মারাম পুরুষগণ অষ্টগুণযুক্ত আত্মতত্ত্বের আশ্বাদ পাইয়া, বিমলানন্দের অধিকারী হন, তখন তাঁহাদের নিকট বিষয়মুখ অতিশয় তুচ্ছ বোধ হয়। এবম্বিধ অবস্থায় তাঁহাদের আর কৰ্মকাণ্ডীয় কর্তব্য-বিচারে কিছু করণীয় থাকে না। শরীর-যাত্রা নির্বাহের জন্ত কোন কৰ্ম স্বীকার করিলেও, তাঁহাদের কাম্যকৰ্ম অনুরোধে প্রবৃত্তি থাকে না।

মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—(৩।১।৪)

“আত্মক্ৰীড়াঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ”। অর্থাৎ আত্মাতেই যাহার ক্রীড়া, আত্মাতেই যাহার রতি, যিনি আত্মাতেই ক্রিয়াবান্, তিনিই ব্রহ্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ।

এই অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা কেবল স্বীয় আত্মাতেই রত বা আসক্ত থাকেন, তাঁহারা জ্ঞানী আর যাহারা কিন্তু পরমাত্মা শ্রীভগবানে রতি বা আসক্তি লাভ করেন, তাঁহারা ভক্ত ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।

ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থ—ইহ (এই জগতে) কৃতেন (অনুষ্ঠিত কৰ্মের দ্বারা) তস্য (তাঁহার) অর্থঃ (পুণ্যফল) ন এব (নাই) অকৃতেন চ (কৰ্মের অননুষ্ঠান দ্বারাও) কশ্চন ন (কোন প্রত্যয় নাই) অস্ম (ইহার) সর্বভূতেষু চ (ব্রহ্মাণ্ডস্থ সর্বভূতমধ্যেও) কশ্চিদর্থ (স্বপ্রয়োজনের নিমিত্ত) ব্যাপাশ্রয়ঃ ন (কোন আশ্রয়ণীয় নাই) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ইহ জগতে তাঁহার কৰ্মানুষ্ঠান-দ্বারা কোন পুণ্যফল বা অননুষ্ঠান-দ্বারা কোন প্রত্যয় বা পাপ হয় না। ইহার ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্থাবরাদিভূত-মধ্যে স্বপ্রয়োজনার্থ কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—আত্মানন্দানুভবী ব্যক্তির কর্তব্যানুষ্ঠানের কোন অর্থ এবং কর্তব্য-কৰ্মের অননুষ্ঠান-জন্ত কোন অনর্থ সম্ভব হয় না। আত্মানন্দতৃপ্ত পুরুষের দেব-মানবাদির মধ্যে কেহই অর্থব্যাপাশ্রয় হয় না, অর্থাৎ অর্থসাধনের জন্ত কেহই আশ্রয়ণীয় ন'ন; যেহেতু, তাঁহার আত্মানুভবরূপ পরমার্থ-লাভ হইয়াছে। তিনি স্বভাবতঃ যাহা করেন বা যাহা না করেন, সমস্তই মঙ্গলময়; একরূপ অবস্থাতেও তাঁহার কিছু কৰ্মাচরণ ও তদকরণ লক্ষিত হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীবলদেব—কৃতেন তদবলোকনায়ানুষ্ঠিতেন কৰ্ম্মণাঃ ফলং নৈবাস্তি । অকৃতেন তদবলোকনাসাধনেন কৰ্ম্মণা কশ্চনানর্থশ্চ তদবলোকনক্ষতি-লক্ষণ ইহ ন ভবতি, স্বাভাবিকাবলোকনত্বাৎ । ন ত্বীদৃশোহপি দেবকৃতাদ্বিঘ্নাদ্বিভ্যক্ত ত্তোষায় তৎপূজাত্মকং কৰ্ম্ম কুর্যাৎ । শ্রুতিশ্চ দেবান্ জ্ঞানদ্বিষঃ প্রাহ,— “তস্মান্নদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্নুষ্ঠা বিদুঃ” ইতি । তত্রাহ,—ন চেতি । অশ্রু লক্ষ্যাবলোকনশ্চ বিদুষঃ সৰ্ব্বভূতেষু দেবেষু মানবেষু চ মধ্যো কশ্চিদ-প্যর্থায়ানুরতির্নৈবিঘ্নায় ব্যাপাশ্রয়ঃ কৰ্ম্মভিঃ সেব্যো ন ভবতি । জ্ঞানোদয়াৎ পূৰ্ব্বমেব দেবকৃত্য বিঘ্নাঃ তেনানুরতো সত্যাস্ত ন তৎকৃতান্তে তৎপ্রভাবেণ সংভবন্তি; —“তশ্চ হন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হেষাং সম্ভবতি” ইতি শ্রবণাৎ । হনেতাপ্যর্থো নিপাতঃ । দেবা অপি তস্মান্নানুভবিনোহভূতো আনুরতিক্ষতয়ে নেশতে ; হি যস্মাদেষাং স আত্মা তদ্বৎ প্রেষ্ঠো ভব-তীত্যর্থ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—আত্মস্বরূপ ও আত্মানন্দ-অনুভবকারিকর্তৃক অনুষ্ঠিত-কৰ্ম্মের কোন ফল নাই এবং তদানন্দানুভবকারী যদি কোন কৰ্ম্ম নাও করেন, তাহাতে তাহার কোন অনর্থও নাই এবং ইহাতে আত্মস্বরূপ-অবলোকনের কোন ক্ষতিও নাই ; আত্মার স্বরূপাবলোকন স্বাভাবিকভাবে হওয়ার জন্ত । ঈদৃশ ব্যক্তিও কিন্তু দৈবকৃত বিঘ্নে ভীত হইয়া, দেবতাগণের তোষণের জন্ত তাহাদের পূজাদি-কৰ্ম্ম করিবে না । শ্রুতিতেও আছে—জ্ঞানদ্বিষদেবতাগণকে বলা হইতেছে,—“অতএব তাহা ইহাদের প্রিয় নহে, যে, এই মানুষেরা ব্রহ্মকে জানুক” ইতি । সেই সম্পর্কেই বলা হইতেছে—“ন চেতি” । এই আত্মস্বরূপ-অবলোকনকারী জ্ঞানী ব্যক্তির সমস্তপ্রাণী, দেবতা ও মানুষদের মধ্যে কোনও প্রয়োজন-সাধনের জন্ত, আনুরতির-নির্বিন্মতার জন্ত, কোন কিছুর আশ্রয় করিতে হয় না অর্থাৎ কৰ্ম্ম-সমূহের দ্বারা কাহাকে কোন সেবাও করিতে হয় না । কারণ আত্মজ্ঞানলাভের পূর্বেই দেবকৃত বিঘ্নসমূহ থাকে, অতএব আনুরতি লাভ হইলে, কিন্তু দেবকৃত সেই বিঘ্ন তাঁহার প্রভাবের দ্বারা থাকে না । “তাঁহার উপর নিশ্চয়ই দেবতারাও কোনরকম অমঙ্গল বিস্তার করিতে পারে না যেহেতু ইহাদের আত্মাই স্বকীয় স্বরূপকে রক্ষা করে”—এই জাতীয় শ্রুতি আছে, “হ ন” ইহা অপি (ও) অর্থেই নিপাত অর্থাৎ ব্যবহৃত হইয়াছে । দেবতারাও আত্মানুভবকারির প্রতি অশুভ কিছু করিতে পারে না

অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মরতির ক্ষতির প্রতি কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে না ; যেইহেতু ইহাদের সেই আত্মা সেইরূপ প্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাই অর্থ ॥ ১৮ ॥

অনুভূষণ—পূর্ববর্তী শ্লোকে আত্মরতি-বিশিষ্ট-ব্যক্তির পক্ষে কর্মের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া, বর্তমান শ্লোকে তাহার কারণ বলিতেছেন। আত্মানন্দানুভবী ব্যক্তির কোন কর্তব্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্ত পুণ্য ফল বা অননুষ্ঠানের জন্ত প্রত্যবায় বা পাপ নাই, বা ইহাতে তাঁহার আত্মাবলোকন-বিষয়ে কোনরূপ ক্ষতিও হয় না। কারণ তাঁহার অন্ত কোন ফলের প্রতি দৃষ্টি না থাকায়, একমাত্র ভগবদ্ভজনেই রতি-বিশিষ্ট-থাকায়, আত্মানন্দ বা ভগবৎ-সেবানন্দ স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত হয়। যেমন শ্রীভাগবতে পাই, “ভক্তিঃ পরেশানুভবঃ বিরক্তিরনৃত্র” (১।১২।৪২) সূত্রের পক্ষে কর্মের কথা তো দূরে থাকুক, এমন কি, স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান-বৈরাগ্যেরও অন্বেষণ করিতে হয় না। কারণ বাসুদেবে ভক্তি জন্মিলে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁহার আপনা হইতে লাভ হয়। শ্রীভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—“বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাং । জ্ঞান-বৈরাগ্য-বীৰ্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ” ॥

যদি কেহ বলেন যে, ভক্তিপথে দেবগণের বাধা প্রদানের বিষয় শুনা যায়, তাহা হইলে সেই বিষয় দূরীকরণের জন্ত, দেবতার সন্তোষ-বিধানার্থ তাঁহাদের পূজাদি-কর্ম্ম কিছু করা আবশ্যক হইতে পারে। কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—“এই দেবগণের ইহা প্রিয় নহে, যে, মনুষ্যগণ ব্রহ্মকে জানুক”। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—দেবতারা দারাদিরূপ ধারণ পূর্বক বিষয় আচরণ করিয়া থাকেন। সূত্রের সেই বিষয় নিবারণের নিমিত্ত দেবগণের কিছু সেবা করা উচিত ; তদ্বত্তরে শ্রুতিই বলেন যে, “তাঁহার উপর দেবতারাও কোনরূপ অমঙ্গল বিস্তার করিতে পারে না। তাঁহাদের আত্মরতির ক্ষতি করিতে পারে না”। সূত্রের এইরূপ আত্মানুভবী ভগবদ্ভক্তের পক্ষে একমাত্র ভগবদাশ্রয়-ব্যতিরেকে কোন দেব, মানবের আশ্রয় করার প্রয়োজন হয় না।

বাসুদেবই সকল আত্মার আত্মা। তিনিই তাঁহার ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে গৰ্ভস্থোত্রে দেবগণের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্

ব্রহ্মন্তি মার্গাং ত্বয়ি বন্ধ-সৌহৃদাঃ ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া

বিনায়কানীকপমূৰ্দ্ধস্থ প্রভো ॥” (১০।২।৩২-৩৩)

অর্থাৎ হে মাধব ! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বন্ধসৌহৃদ । তাঁহারা কখনই ভ্রষ্ট হন না । তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিপ্লকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন ।

শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,—

“সৰ্বদা অভয়ং তস্মৈ দদাম্যহম্ ব্রতম্ মম”

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—

“হরিভক্তি আছে যাঁর, সৰ্বদেব বন্ধু তাঁর

ভক্তে সবে করেন আদর ।” ॥ ১৮ ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (সন্) (অনাসক্ত হইয়া) সততং (সৰ্বদা) কার্য্যং কৰ্ম্ম (কর্তব্য কৰ্ম্ম) সমাচর (সম্যকরূপে আচরণ কর), হি (যেহেতু) অসক্তঃ (সন্) (অনাসক্ত হইয়া) কৰ্ম্ম আচরন্ (কৰ্ম্ম করিলে) পুরুষঃ (পুরুষ) পরম্ (মোক্ষ) আপ্নোতি (লাভ করে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অতএব অনাসক্ত হইয়া সৰ্বদা কর্তব্য কৰ্ম্ম আচরণ কর । যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্মাচরণ করিলে পুরুষ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব কৰ্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সৰ্বদা কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান কর ; যেহেতু অনাসক্তভাবে কৰ্ম্ম করিতে করিতে জীবের আত্ম-সাক্ষাৎকার-রূপ পরতত্ত্ব লাভ হয় ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—যস্মাল্লক্সাবলোকনশ্চৈব কৰ্ম্মানুপযোগন্তস্মাদতাদৃক্তং কার্য্যং কর্তব্যত্বেন বিহিতং কৰ্ম্ম সমাচর । অসক্তঃ ফলেচ্ছাশূন্যঃ সন্ । পরং দেহাদি-ভিন্নমাগ্নানমাপ্নোত্যবলোকতে যাত্নাত্মেন ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেইহেতু আত্মানন্দলব্ধব্যক্তির পক্ষে কোন কর্মের প্রয়োজনীয়তা নাই কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বধর্ম-প্রসিদ্ধ কার্য অর্থাৎ কর্তব্যরূপে বিহিত কর্মেরই অনুষ্ঠান কর। অসক্ত—ফললাভের ইচ্ছা শূন্য হইয়া, পর অর্থাৎ দেহাদিভিন্ন আত্মাকে যথার্থরূপে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১৯ ॥

অনুব্রূষণ—বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন, যাহারা পূর্বোক্ত প্রকারে বর্ণিত অধিকারী নহে, তাহাদের পক্ষে ক্রমপন্থায় চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম ভগবদর্পিত-কর্ম, যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহাই করা কর্তব্য। ফলাকাজ্জনা শূন্য হইয়া, কেবল ভগবদ্ভদ্রেণে কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান-লাভানন্তর বিমল-ভক্তিয়োগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পরতত্ত্বের আশ্রয় লাভ ঘটবে। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে শুদ্ধভক্তের কৃপা হইলে, ভক্তের মুখে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-ফলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া প্রেমভক্তির উদয় হইতে পারে। যেমন শাস্ত্রে পাই,—“ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে”। যদি মেরূপ সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ক্রমিক-পন্থা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

অর্থ—জনকাদয়ঃ (জনকাদি রাজর্ষিবর্গ) কর্মণা এব হি (কর্মদ্বারাই) সংসিদ্ধি (সংসিদ্ধি) আশ্রিতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) লোকসংগ্রহম্ অপি সংপশ্যন্ (লোকশিক্ষার দিকেও দৃষ্টি করিয়া) (কর্ম) কর্তুম্ এব অর্হসি (কর্ম করাই উচিত) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—জনকাদিরাজর্ষিগণ কর্মদ্বারাই সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং লোকশিক্ষার নিমিত্তও তোমার কর্ম করাই উচিত ॥ ২০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জনক প্রভৃতি জ্ঞানাদিকারী ব্যক্তিগণ কর্মদ্বারা আত্ম-যথাত্মাসংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও বলি, লোকশিক্ষার্থও তুমি কর্ম করিতে যোগ্য হও ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—সদাচারমাত্র প্রমাণয়তি,—কর্মণৈবেতি । কর্মণৈবোপায়েন বিমুক্তচিত্তাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং স্বাত্মাবলোকনলক্ষণামাশ্রিতাঃ প্রাপুঃ । কর্মণৈবেতি বিশেষণসম্বন্ধ এবকারস্তম্যযোগং ব্যবচ্ছিনতি শঙ্খপাণ্ডুর এবেতিবৎ ।

তেন শ্রবণাদেন' বাদাসঃ । কৰ্ম্মণা যজ্ঞাদিনা সৰ্বৈব শ্রবণাদিনেতি কেচিৎ । ননু সনিষ্ঠস্তাত্মাবলোকনে সতি কৰ্ম্মানুষ্ঠানং নাস্তীত্যুক্তম্ । মম পরি-
নিষ্ঠিতস্তাবলোকিত স্বপরাত্মনঃ কৰ্ম্মোপদেশঃ কুত ইতি চেত্তত্রাহ,—
লোকেতি । সত্যং ত্বমীদৃশ এব,—তথাপি লোকসংগ্রহায় কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বিতি ।
অৰ্জ্জুনে ময়ি কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বাণে সৰ্বলোকঃ কৰ্ম্ম করিষ্ণতি ; ইতরথা মদদৃষ্টান্তেনা-
জ্ঞোহপি লোকঃ কৰ্ম্ম ত্যজন্ পতিষ্ণতীতি লোকসংরক্ষণং তৎফলম্ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—সদাচারকে এখানে প্রমাণ করিতেছেন—‘কৰ্ম্মণৈবেতি’ ।
কৰ্ম্মরূপ উপায়ের দ্বারা বিমুক্তচিত্ত হইয়া আত্মাবলোকনরূপ সংসিদ্ধি আত্মা-
নন্দানুভবকারী ব্যক্তি লাভ করিতে পারেন । কৰ্ম্মের দ্বারা এখানে “এব”
এই অক্ষরের বিশেষণ সম্বন্ধ ‘এব’ শব্দ, তাহার অযোগকে ব্যবচ্ছেদ করা
হইতেছে—শঙ্খ-পাণ্ডুর জ্ঞানের মতই । তদ্বারা শ্রবণাদির নিরাকরণ নহে,
কৰ্ম্মের দ্বারা—যজ্ঞাদির সহিতই শ্রবণাদির দ্বারা ইহা কেহ কেহ
বলেন । প্রশ্ন—স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠ আত্মানুভবসিদ্ধ লোকের পক্ষে কোন কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, বলা হইয়াছে কিন্তু পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থায় এবং
পরমাত্মার সম্যক্ অনুভবযুক্ত আমাকে কেন কৰ্ম্মের উপদেশ দেওয়া
হইতেছে, ইহা যদি বলা হয়, তদন্তরে বলা হইতেছে,—‘লোকেতি’ । সত্যই
তুমি এই রকমই—তথাপি লোকরক্ষার জন্ত—লোকশিক্ষার জন্ত কৰ্ম্ম কর ।
কারণ অৰ্জ্জুন আমি যদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তবে জগতের সমস্ত
লোকই স্ব স্ব কৰ্ম্ম করিবে, অতথা আমার দেখাদেখি অর্থাৎ আমার দৃষ্টান্ত
অনুকরণ করিয়া অগ্র লোকও কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া পতিত হইবে । অতএব
লোকরক্ষা ও লোক-শিক্ষাই কৰ্ম্ম করার ফল ॥ ২০ ॥

অনুভূষণ—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ষাঁহার পূর্বজন্মার্জিত ভক্তি-
উন্মুখী স্মৃতিফলে যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীভগবানে রতি বা আসক্তি
লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্রমিক-পন্থায় কৰ্ম্মাশ্রয় করিবার প্রয়োজন
হয় না । তথাপি জনকাদির জ্ঞায় অনেক মহাত্মা নিকাম-ভগবদপিত-
কৰ্ম্মযোগের দ্বারা কিরূপে আত্মযাথাত্ম্যরূপ-সংসিদ্ধি লাভ করিতে পারা
যায়, তাহা আচরণের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন ।

যদিও অৰ্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা ও পরমভক্ত, তথাপি লোকরক্ষা বা লোক-
শিক্ষার নিমিত্ত স্বধৰ্ম্ম-বিহিত কৰ্ম্মাচরণ করিবার কথা বলিতেছেন,

অৰ্জুনের মত লোক এইরূপ করিয়াছে জানিলে, অগ্নাণ্ড লোকেরাও তদ্রূপ আচরণ করিতে চেষ্টা করিবে। নতুবা অজ্ঞলোকসমূহ তাঁহার অধিকার ও আচরণের তাৎপর্য না বুঝিয়া কৰ্ম্মত্যাগ পূৰ্ব্বক পতিত হইবে। অজ্ঞ লোকের শিক্ষার জন্ত অনেক সময় উচ্চাধিকারী ব্যক্তিও কৰ্ম্মাচরণ করেন কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অধিকারী মনে করা কর্তব্য নহে। আবার অনধিকারী ব্যক্তি কৰ্ম্ম ত্যাগ করিলেই, তাহাকে উন্নতাদিকারী বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে ॥ ২০ ॥

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

অর্থ—শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করিয়া থাকেন) ইতরঃ জনঃ (ইতর ব্যক্তি) তৎ তৎ এব (আচরতি) (সেই সেই আচরণ করিয়া থাকে) ; সঃ (তিনি) যৎ (যাহা) প্রমাণং কুরুতে (প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন) লোকঃ (লোক) তৎ (তাহা) অনুবর্ততে (অনুবর্তন করে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ কৰ্ম্ম আচরণ করেন, সাধারণ লোক সেইরূপই করিয়া থাকেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অগ্ন লোক তাহারই অনুবর্তী হয় ॥ ২১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন ; তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্তী হয় ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব—লোকসংগ্রহপ্রকারমাহ,—যদ্যদিতি। শ্রেষ্ঠো মহত্তমো যৎ কৰ্ম্ম যথাচরতি তৎ কৰ্ম্ম তথৈবেতরঃ কনিষ্ঠোহপ্যাচরতি। স শ্রেষ্ঠস্তস্মিন্ কৰ্ম্মণি যচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং কুরুতে মনুতে, লোকঃ কনিষ্ঠোহপি তদনুযায়ী তদেবানুবর্ততেহনুসরতি। শাস্ত্রোপেতং শ্রেষ্ঠাচরণং কল্যাণলিপ্সুনা কনিষ্ঠেনানুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। ইথঞ্চ তেজস্বিনঃ শ্রেষ্ঠস্ত চ যৎ কচিৎ স্বৈরাচরণং তদ্যাবত্তম্ ;—তস্মৈ শ্রেষ্ঠকৃতত্বেহপি শাস্ত্রোপেতত্বাভাবাৎ ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—লোকসংগ্রহের প্রণালী (ধারা) বলা হইতেছে—“যদ্যদিতি”। শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহত্তম ব্যক্তি যে কৰ্ম্ম যেইভাবে আচরণ করেন, সেই কৰ্ম্ম তদ্বিত্ত কনিষ্ঠ ব্যক্তিও সেইরূপই আচরণ করে। সেই শ্রেষ্ঠব্যক্তি সেই কৰ্ম্মে যেই

শাস্ত্রকে প্রমাণ করে অর্থাৎ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, অপর লোক—
তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিও তদনুযায়ী অর্থাৎ মহতের অনুরূপ সেই সবই
অনুসরণ করে। শাস্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠ আচরণমূলক কর্মই কল্যাণকামী কনিষ্ঠ
সকল লোকের পক্ষে অনুষ্ঠান করা উচিত। এইজন্য অতিশয় তেজস্বী ও
শ্রেষ্ঠব্যক্তি যদি কখনও স্বেচ্ছাচারী হইয়া কোন কার্য করেন, তাহার
ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ খণ্ডন করা হইয়াছে—তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও, তাঁহার কার্য
শাস্ত্র-বিহিত নহে, এই হইল কারণ ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ লোক-সংগ্রহের প্রকার
বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, সমাজে যাহারা শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত
হইয়াছেন, যেমন, গুরু, রাজা বা নেতা, তাঁহারা শুভাশুভ যেরূপ কর্ম
করেন, তদনুগত লোকেরা তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। তাঁহারা
লৌকিক বা বৈদিক ব্যাপারে যে শাস্ত্রকে বা উপদেশ-বাণীকে প্রামাণ্য-
রূপে স্বীকার বা অবলম্বন করেন, সাধারণ লোকেরা তাহাই প্রমাণ-
স্বরূপ বিচার করে।

এস্থলে অর্জুন একজন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন সম্মানিত ব্যক্তি স্মৃতিরাং যথাবিহিত
দৃষ্টান্ত সংস্থাপন পূর্বক লোক-সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার কর্ম-
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। শাস্ত্র-সম্মত শ্রেষ্ঠ আচরণই কল্যাণকামী কনিষ্ঠ
ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠেয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, অতিশয় তেজস্বী
পুরুষ কদাচিৎ শাস্ত্র-বহির্ভূত স্বেচ্ছাচার করিয়া থাকেন, যদিও শ্রীভাগবত
বলেন, “তেজীয়সাং ন দোষায়” তাহা হইলেও উহার অনুকরণ কনিষ্ঠ
ব্যক্তির করা কর্তব্য নহে। কারণ শ্রেষ্ঠের কার্যগুলিও শাস্ত্র-সম্মত
না হইলে, উহা নিকৃষ্ট ব্যক্তি গ্রহণ করিলে, তাহার অমঙ্গল প্রসব
করে। এতদর্থে শাস্ত্রসম্মত মহদ্-আচরণগুলি সর্বদা কনিষ্ঠের পক্ষে অনুসরণীয়
ও মঙ্গলজনক।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিষ্ণুদূতগণও বলিয়াছেন,—

যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতরন্তুতদীহতে ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ (৬।২।৪)

আরও শ্রীশুকদেবের বাক্যও পাই,—

“যদ্যচ্ছীর্ষণ্যাচরিতং তত্তদনুবর্ততে লোকঃ ।” ভাঃ ৫।৪।১৪

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

“অপরে চাতুৰ্তিষ্ঠন্তি পূৰ্বেষাং পূৰ্বজৈঃ কৃতম্।” (ভাঃ ২।৮।২৫) ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কৰ্তব্যং ত্ৰিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥ ২২ ॥

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) মে (আমার) কৰ্তব্যং (করণীয়) ন অস্তি (নাই) (যতঃ—যেহেতু) ত্ৰিষু লোকেষু (ত্রিলোকে) অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্তব্য) কিঞ্চন (কিছুমাত্র) ন অস্তি (নাই) তথাপি অহং (তথাপি আমি) কৰ্ম্মণি (কর্ম্মে) বৰ্ত্তে এব চ (প্রবৃত্ত আছি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! আমার কোন করণীয় কর্ম্ম নাই, যেহেতু ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কিছুই নাই তথাপি আমি কর্ম্মাচরণ করিতেছি ॥ ২২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্থ। আমি পরমেশ্বর, এই ত্রিলোক-মধ্যে আমার কিছু কৰ্তব্য নাই এবং যাহা কিছু প্রাপ্তব্য আছে, তাহা আমার পক্ষে অলব্ধ নয় ; তথাপি আমি কর্ম্মাচরণ করিতেছি ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব—শ্রেষ্ঠঃ কর্ম্মফলনিরপেক্ষোহপি লোকসংগ্রহায় শাস্ত্রোদিতানি কর্ম্মাণ্যাচরেদিত্যৰ্থে স্বং দৃষ্টান্তমাহ,—ন মে পার্থেতি ত্রিভিঃ। সৰ্ব্বেশশ্চ সত্যসঙ্কল্পশ্চ সত্যকামশ্চ মে কৰ্তব্যং নাস্তি। ফলার্থিনা খলু কর্ম্মানুষ্ঠেয়ম্ ; ন চ নিখিলফলাশ্রয়শ্চ স্বয়ং পরমফলাত্মনো মে কর্ম্মাপেক্ষামিত্যর্থঃ। এতদর্শয়তি,—ত্রিষিতি। যতঃ সৰ্ব্বেষু লোকেষু কর্ম্মণা যৎ ফলমবাপ্তব্যং তদনবাপ্তমলব্ধং মম নাস্তি সৰ্বং তন্মদীয়মেবেত্যর্থঃ। তথাপি শাস্ত্রোক্তং কর্ম্মাহং করোম্যেবেত্যাহ,—বঅ' ইতি ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রেষ্ঠব্যক্তি কর্ম্মফলাকাজ্জ্বা শূন্য হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য শাস্ত্রোক্ত কার্যগুলির অনুষ্ঠান করিবেন ; এই সম্পর্কে স্বকীয় দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে—‘ন মে পার্থেতি ত্রিভিঃ’। আমি সৰ্ব্বেশ্বর, সত্যসংকল্প ও সত্যকাম, আমার পক্ষে কোন কৰ্তব্য কার্য নাই। কারণ—ফলার্থি-ব্যক্তিরই বিশেষভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত। নিখিল-কর্ম্মের ফলদাতা আমি, স্বয়ং পরমফল-স্বরূপ আমার পক্ষে কোন কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। ইহাই দেখাইতেছেন—‘ত্রিষিতি’। যেহেতু সমস্ত লোকে অর্থাৎ ত্রিলোকে কর্ম্মের দ্বারা যেইফল প্রাপ্তব্য, তাহা আমার পক্ষে অলব্ধ নহে, কারণ—

সেই সমস্ত আমারই। তথাপি শাস্ত্রোক্ত কৰ্মই আমি করি; ইহাই বলা হইতেছে—‘বত্স’ ইতি ॥ ২২ ॥

অনুবৃত্তি—কেবল যে কৰ্মফল-নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিগণ লোকসংগ্রহের জন্ত কৰ্মাচরণ করেন, তাহা নহে, সংসারের উদ্ধার-কর্তা সৰ্ব-ফলদাতা, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৰ্বেশ্বর, সত্যসকল ও সত্যকাম আমি; আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বিষয় কিছুই নাই। যেহেতু সকলই আমার স্বতরাং ত্রিলোকে কোন কর্তব্যও আমার নাই। তথাপি আমি লোক-মঙ্গলার্থ শাস্ত্রোক্ত কৰ্মসমূহ আচরণ করিয়াই থাকি। তুমিও আমার অনুসরণে কৰ্ম কর ॥ ২২ ॥

যদি অহং ন বর্তেয়ং জাতু কৰ্মণ্যতদ্রিতঃ ।

মম বত্সানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্বশঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবৃত্তি—পার্থ! (হে পার্থ!) যদি অহং (যদি আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতদ্রিতঃ (সন্) (অনলস হইয়া) কৰ্মণি (কৰ্মে) ন বর্তেয়ং (প্রবৃত্ত না থাকি) (তর্হি—তাহা হইলে) হি (নিশ্চয়ই) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যসকল) সৰ্বশঃ (সৰ্বতোভাবে) মম বত্স (আমার পথ) অনুবর্তন্তে (অনুবর্তন করিবে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! যদি আমি কখন অনলস হইয়া কৰ্ম না করি, তাহা হইলে মানবগণ সৰ্বতোভাবে আমার পথ অনুকরণ করিবে ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতদ্রিত হইয়া যদি আমি কৰ্ম ত্যাগ করি, তবে আমার অনুবর্তী হইয়া সকল মনুষ্যই কৰ্ম ত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—যদৌতি । অহং সৰ্বেশ্বরঃ সিদ্ধসৰ্বার্থোহপি যদুকুলাবতীর্ণো জাতু কদাচিৎ তৎকুলোচিতে শাস্ত্রোক্তে কৰ্মণি ন বর্তেয় তন্ন কুর্য্যামতদ্রিতঃ সাবধানঃ সন্ তর্হি মাং দৃষ্টান্তং কৃত্বা মনুষ্যাঃ শ্রেষ্ঠস্ত মম বত্স কুলবিহিতাচার-ত্যাগরূপমনুবর্তেয়ং ততো ভ্রংশেরনিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘যদৌতি’ আমি সৰ্বেশ্বর, আমার সকল-অভীষ্ট সৰ্বদা সিদ্ধ থাকিলেও, যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া, কখনও তৎকুলোচিত শাস্ত্রোক্ত কৰ্মতে যদি আমি নিরত না থাকি অর্থাৎ তাহা অতদ্রিত—আলস্য শূন্য হইয়া সাবধান সহকারে না করি, তাহা হইলে, যাবতীয় মনুষ্যগণ আমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া পরমশ্রেষ্ঠ আমার কুল-বিহিত-আচার-ত্যাগরূপ-পথকে অনুকরণ করিবে, তাহার ফলে তাহারা স্বধৰ্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ২৩ ॥

অনুবৃণ—হে অৰ্জুন! আমি সৰ্বেশ্বর, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মালিক, সৰ্বার্থসিদ্ধ হইয়াও, লোক-হিতার্থ যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছি, আমি যদি কুলোচিত-ধর্ম আচরণ না করি, তাহা হইলে, জন-সমাজ আমার দৃষ্টান্তের অনুকরণে কর্ম-ত্যাগ করিয়া ভ্রষ্ট হইবে ॥২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ।

সঙ্করশ্চ চ কর্তা শ্রামুপহন্ত্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

অর্থ—চেৎ (যদি) অহং (আমি) কর্ম ন কুর্যাং (কর্ম না করি) (তদা—তবে) ইমে লোকাঃ (এই লোকসকল) উৎসীদেয়ুঃ (উৎসন্ন হইবে) চ (এবং) (অহং—আমি) সঙ্করশ্চ (বর্ণসঙ্করের) কর্তা শ্রাম্ (প্রবর্তক হইব) (এবং অহমেব—এইরূপে আমিই) ইমাঃ প্রজাঃ (এই প্রজাগণকে) উপহন্ত্যাম্ (বিনাশ করিব) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যদি আমি কর্ম না করি, তাহা হইলে এই সকল লোক উৎসন্ন হইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্করের প্রবর্তক হইব । এইরূপে আমিই এই প্রজাগণকে বিনাশ করিব ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমি কর্ম না করিলে কর্ম ত্যাগপূর্বক সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে এবং আমার দ্বারা বিধিসাধ্য উৎপত্তি হইলে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—ততঃ কিং শ্রাদিত্যাহ,—উৎসীদেয়ুরিতি । অহং সর্বশ্রেষ্ঠশ্চেৎ শাস্ত্রোক্তং কর্ম ন কুর্যাং, তর্হীমে লোকা উৎসীদেয়ুর্বিভ্রষ্টমর্যাদাঃ স্যাঃ । তদ্বি-
ভ্রংশে সতি যঃ সঙ্করঃ শ্রান্তশ্রাপ্যহমেব কর্তা শ্রাম্ । এবং প্রজাপতিরহমিমাঃ প্রজাঃ সাক্ষ্যাদোষণোপহন্ত্যাম্ মলিনাঃ কুর্যাম্ । তথা চ “এষমেতুর্বিধারণ এষাং লোকানাং অসংভেদায়” ইতি শ্রুত্যা লোকমর্যাদাবিধারকত্বেন পরিগীতশ্চ মে তন্মর্যাদাভেদকত্বং শ্রাদিত্যিহ । এবং উপদিশতোহপি হরের্ষং কিঞ্চিৎ স্বভক্ত-
সুখেচ্ছাঃ শৈবরাচরিতং দৃষ্টং, তং খলু বিধায়কেন তদ্বচসানুপেতত্বাদীশ্বরীয়ত্বাচ্চাবরৈর্নৈবাচরণীয়ম্ ; যদুক্তং শ্রীমতা শুকেন—“ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ । তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥ নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ । বিনশ্যত্যাচরন্ মোঢ্যাৎযথাহরুদ্রোহন্ধিজং বিষম্” ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘ততঃ কিংস্তাদিত্যাহ’—‘উৎসীদেয়ুরিতি’। আমি সৰ্বশ্রেষ্ঠ হইয়া যদি শাস্ত্রোক্ত কার্য্য না করি, তাহা হইলে আমার সৃষ্ট ত্রিলোক উৎসন্ন (বিপর্য্যস্ত) হইবে অর্থাৎ মর্য্যাদাভ্রষ্ট হইবে। এইভাবে বিভ্রংশ হইলে, যে সঙ্কর অর্থাৎ জারজ (বর্ণসঙ্কর) দোষ হইবে, তাহারও আমিই কর্তা হইব। এইপ্রকার হইলে প্রজাপতি আমি এই সকল প্রজাকে সাক্ষ্যাদোষে অভিভূত করিয়া মলিন (পাপ মলিন) করিব। আরও “এই সেতু-ধারণশীল (আমি) এই সমস্ত লোকের অমঙ্গল বিনাশের জন্ত”—এই শ্রুতির দ্বারা লোক-মর্য্যাদার রক্ষক ও ধারকরূপে পরিচিত, আমার পক্ষে সেই মর্য্যাদার হানিকারকত্ব উপস্থিত হইবে। এইভাবে উপদেশদাতা ভগবান্ শ্রীহরির যদি কোন স্বকীয় ভক্তের স্মৃতিতে কিছু স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়রূপেই জানিবে যে, ভগবানের বিধানানুসারে তাঁহার বাক্যের সঙ্গতি না থাকিলেও, ঈশ্বরের মহিমায়ই হইতেছে, কিন্তু ইহা নিকৃষ্ট লোকের পক্ষে আচরণ করা উচিত নহে। যাহা শ্রীমান্ শুকদেব বলিয়াছেন—“ঈশ্বরদিগের অর্থাৎ সমর্থবান্ পুরুষগণের বাক্য সত্য, তাঁহাদের আচরণও তদ্রূপ। অতএব যাহা তাঁহাদের বাক্যের অবিরুদ্ধ তাহাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি-মাত্রেরই আচরণ করা উচিত। কিন্তু ঈশ্বরত্ব যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে মনেমনেও কখনও ইহা আচরণ করা উচিত নহে। মূর্থতাবশতঃ ইহা আচরণ করিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। যেমন (শিব সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়া জীবিত আছেন) যিনি অরুদ্র অর্থাৎ শিব নহেন, তাহার পক্ষে সমুদ্রজাত বিষ-ভক্ষণ অনুচিত।” ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে,—আমি সৰ্বশ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম। লোক-মঙ্গলের জন্ত আমি অবতীর্ণ। শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম আমি আচরণ না করিলে, লোক-সকল তদনুসারে ধৰ্ম্ম-মর্য্যাদা রহিত হইয়া উৎসন্ন হইবে। এমন কি, শাস্ত্র-বিগর্হিত-আচরণের ফলে সাক্ষ্যাদোষে দুষ্ট হইবে। তখন মানবকুল উন্মার্গগামী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, উৎসন্ন-দশায় উপস্থিত হইয়া, ধৰ্ম্ম ও নিয়মানুবর্তিতা-শূন্য হওয়ার ফলে, ব্যভিচার-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, সমাজে বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি করিবে। আমার কৰ্ম্মত্যাগের জন্ত যদি এইরূপ অন্তত পরিণাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমিই আমার সৃষ্ট-প্রজাপুঞ্জের উচ্ছেদক হইব। শ্রুতিও বলেন,—“সমস্ত লোকের অমঙ্গল

বিনাশের জগুই আমি বেদরূপ সেতু ধারণ করি ”। লোক-মর্যাদা-বিধায়ক আমার পক্ষে সেই বিধান নষ্ট করা উচিত নহে ।

শ্রীভগবানের এইরূপ বাক্য বা আচরণ থাকা সত্ত্বেও যদি কখনও কদাচিৎ স্বভক্তের সুখ-বিধান করিবার মানসে স্বৈরাচারিতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা তাঁহার বাক্যের সহিত যুক্ত না হইলেও ঈশ্বর মহিমায়ই হইতেছে, ইহা অবগত হইয়া, অন্নের আচরণীয় নহে, জানিতে হইবে । তাঁহাদের উপদেশাত্মরূপ আচরণের অনুসরণ বুদ্ধিমানগণ বিচার পূর্বক করিয়া থাকেন ।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতোক্ত শ্রীশুকদেবের বাক্য আলোচনীয় । “ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং”—ভাঃ ১০।৩৩।৩০ শ্লোক ॥ এই শ্লোকের মর্মার্থে পাওয়া যায়, যেমন শ্রীরামাবতারে সীতার বনবাসকার্যে প্রজাপালনের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রীরামচন্দ্র পতিপরায়ণা সাধ্বী প্রাণপ্রিয়া নিজ-শক্তি ভার্যা সীতাকেও বনবাসিনী ও অগ্নি-পরীক্ষিতা করিবার লীলা প্রদর্শনপূর্বক সাধারণের চিত্তে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, সতীত্ব-ধর্মের জলন্ত-দৃষ্টান্ত চিরস্মরণীয় করিয়াছেন । এইটী ঈশ্বরের আচরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । অতএব তাঁহাদের কার্য্যাপেক্ষা উপদেশই শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণীয় । তাঁহারা মানবের উপযোগিতানুসারে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই মানবের প্রামাণ্যরূপে অনুসরণীয় ।

এক সময়ে অশ্বখামা দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশুপুত্রকে বধ করিলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, “হে মহাবাহো ! এই স্বজন-নিধনকারী আততায়ীকে এখনই বধ কর ”। তাহাতে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের উপর কেবল নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন নাই । তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার মৃত গুরুপুত্র আনয়ন পূর্বক গুরুদেবকে প্রদান করিয়াছেন, তখন তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া গুরুপুত্রের বধে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে,—বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও আচরণ এতদুভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অশ্বখামার বধতুল্য অপমান হয়, অথচ জীবনে বিনষ্ট না হন, এই নিমিত্ত তিনি কেবল অশ্বখামার মস্তকের কিরীট ছেদন করিলেন । অতএব মহাপুরুষগণের উপদেশ

ও আচরণ উভয়ের লক্ষ্য করিয়া, নিজের অধিকার ও যোগ্যতানুযায়ী বিশেষ বিবেচনা পূর্বক তাঁহাদের উপদেশানুরূপ কার্য্য করাই বুদ্ধিমান-গণের কর্তব্য।

এস্থলে আরও একটি বিষয় বিচার্য্য যে, রুদ্র-বিষপানে সমর্থ ছিলেন বলিয়া বিষপান পূর্বক নিজে জীবিত ছিলেন ও অপরের উপকার করিয়া ছিলেন, অন্য অসমর্থ-ব্যক্তি তাহা পান করিলে অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইত ॥ ২৪ ॥

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্ব্বন্তি ভারত ।

কুৰ্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অর্থ—ভারত ! (হে ভারত !) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মে) সক্তাঃ (আসক্ত) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞলোকেরা) যথা (যে প্রকার) কুৰ্ব্বন্তি (কৰ্ম্ম করিয়া থাকে) লোকসংগ্রহম্ চিকীৰ্ষুঃ (লোকসংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক) বিদ্বান্ (জ্ঞানীব্যক্তিও) অসক্তঃ (সন্) (অনাসক্ত হইয়া) তথা কুৰ্য্যাৎ (সেইরূপ কৰ্ম্ম করিবে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে ভারত ! কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞগণ যে প্রকার কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, লোকহিতকামী আত্মজ্ঞব্যক্তিও অনাসক্ত হইয়া সেই প্রকার কৰ্ম্ম করিবেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব লোকসংগ্রহের জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্ত-ভাবে (বাহ্যতঃ) সেইরূপ কৰ্ম্ম করুন,—যেমন অবিদ্বান্ ব্যক্তি (ফলতঃ) আসক্ত হইয়া করেন। অতএব বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ব্যক্তির কৰ্ম্মের প্রকার পৃথক্ নয়, কেবল তাঁহাদের আসক্তি ও অনাসক্তিসম্বন্ধীনি নিষ্ঠা—পৃথক্, ইহাই জানিবে ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—তন্মাৎ পরিনিষ্ঠিতোহপি ত্বং লোকহিতায় বেদোক্তং স্বকৰ্ম্ম প্রকুৰ্ব্বিত্যাশয়েনাহ,—সক্তা ইতি । অজ্ঞা যথা কৰ্ম্মণি সক্তাঃ ফললিপ্সয়াভিনিবিষ্টাস্তৎ কুৰ্ব্বন্ত্যেবং বিদ্বানপি কুৰ্য্যাৎ, কিন্তুসক্তঃ ফললিপ্সাশূন্যঃ সন্ । ক্ষুটমণ্ড ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অতএব পরিপূর্ণ নিষ্ঠা-সম্পন্ন তোমার পক্ষেও জগতের লোকের মঙ্গলের জন্য বেদশাস্ত্র-প্রোক্ত স্বকৰ্ম্ম ভালভাবেই করা উচিত—এই

কথারই উপদেশচ্ছলে বলা হইতেছে—‘সত্তা ইতি’। মূৰ্খব্যক্তিগণ যেমন কৰ্ম্মেতে আসক্তি-সম্পন্ন হইয়া, ফললাভের প্রত্যাশায় অতিশয় অভিনিবেশসহকারে তাহা করে, তেমন বিদ্বান্ ব্যক্তিও করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা অসত্ত অর্থাৎ ফললাভেচ্ছা বিহীন হইয়া করেন। অগ্ন্যসমস্ত সহজ ॥ ২৫ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি পূৰ্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রীভগবানের পক্ষে লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত কৰ্ম্ম করিলে কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু বদ্ধজীবের পক্ষে লোক-হিতের জন্য কৰ্ম্ম করিলেও কর্তৃত্বাভিমানবশতঃ বন্ধন অবশ্যই হইবে। তদন্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, অজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃত্বাভিমানের দ্বারা চালিত হইয়া ফলাভিসন্ধিমূলে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে সুতরাং কৰ্ম্ম-বন্ধন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিজ্ঞ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি সেই কৰ্ম্ম করিলেও উহার মধ্যে প্রকার-ভেদ আছে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি যেমন কৰ্ম্ম-ফলাসক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করে, বিজ্ঞব্যক্তি তাহা অনাসক্ত হইয়াই করিয়া থাকেন। এই আসক্তি ও অনাসক্তিরূপ মহান্ ভেদ উভয়ের কৰ্ম্মের মধ্যে থাকে। কৰ্ম্ম অবশ্য বেদোক্ত হইবে কারণ বেদ-বিহিত কৰ্ম্মকেই কৰ্ম্ম বলে। কৰ্ম্মে এই অনাসক্তি ও ভগবদাসক্তি ভক্তি-ব্যতিরেকে হইতে পারে না। অতএব শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অৰ্জুন! তুমি আমাতে পরিনিষ্ঠিত সুতরাং তোমার পক্ষে বেদ-বিহিত লোকমঙ্গলার্থ-কৰ্ম্ম লোক-সংগ্রহের জন্য করিলে, কোন ক্ষতি হইবে না ॥ ২৫ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্।

যোষয়েৎ সৰ্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

অর্থ—অজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাং (অজ্ঞান কৰ্ম্মসঙ্গিদিগের) বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ (বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না) (অপিতু—বরং) বিদ্বান্ (বিদ্বান্ ব্যক্তি) যুক্তঃ (সন্) (অবহিত হইয়া) সৰ্ব কৰ্ম্মাণি (সকল কৰ্ম্ম) সমাচরন্ (সম্যক্ আচরণ করিয়া) যোষয়েৎ (অজ্ঞদিগকে নিয়োজিত করিবেন) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ কৰ্ম্মসঙ্গিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবে না। বরং বিদ্বান্ ব্যক্তি অবহিত হইয়া সকল কৰ্ম্ম সম্যক্ আচরণ পূৰ্ব্বক অজ্ঞদিগকে নিযুক্ত করিবেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কৰ্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান, তাহা

যিনি না জানেন, তিনি ‘অজ্ঞ’; সেই অজ্ঞতা-বশতঃ কর্মে যাহার আসক্তি, তিনি ‘কর্মসঙ্গী’। কর্মসঙ্গী অজ্ঞ পুরুষকে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞানের তাৎপর্য বলিলে শ্রদ্ধার সহিত তিনি উহাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অতএব তাহাকে কর্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ সহসা না দিয়া বিদ্বান্ লোক নিষ্কাম-কর্মযোগ-সহকারে স্বয়ং কর্মাচরণ-পূর্বক তাঁহাকে চিত্তশুদ্ধির জন্ত কর্মের উপদেশ দিবেন। সহসা তাঁহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে না;—জ্ঞানোপদেষ্টাদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ জানিবে। কিন্তু যাহারা ভক্তির উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয়; যেহেতু ভক্তি-সম্বন্ধে অন্তঃকরণশুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। ইহা পরে বিশেষরূপে বিচারিত হইবে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—কিঞ্চ, লোকহিতেষু জ্ঞানী সাবহিতঃ শ্রাদিত্যাহ,— ন বুদ্ধীতি। বিদ্বান্ পরিনিষ্ঠিতোহপি কর্মসঙ্গিনাং কর্মশ্রদ্ধা-জাড্যভাজামজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ;—কিং কর্মভিরহমিব জ্ঞানেনৈব কৃতার্থো ভবেতি কর্মনিষ্ঠাতন্ত্বদ্বিৎ নাপনয়েদিত্যর্থঃ। কিন্তু স্বয়ং কর্মসু যুক্তঃ সাবধানস্তানি সম্যক্ সর্বান্ উপসংহারেণাচরন্ সর্বানি বিহিতানি কর্মানি যোষয়েৎ শ্রীত্যা সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কর্মানি কারয়েদিত্যর্থঃ। বুদ্ধিভেদে সতি কর্মসু শ্রদ্ধা-নিবৃত্তে জ্ঞানশ্চ চাহুদয়াদুভয়বিভ্রষ্টান্তে স্থ্যরিতি ভাবঃ। “স্বয়ং নিশ্চেষ্টসং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি। ন রাতি রোগিণোহপথ্যং বাজ্বতোহপি ভিষক্তমঃ” ইত্যজি-তোক্তিস্তঃ কর্মসঙ্গীতরপরতয়া নেয়া ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—আরও লোকহিতাকাজী জ্ঞানী ব্যক্তি সাবধানতাই সর্বদা অবলম্বন করিবেন, ইহাই বলা হইতেছে—‘ন বুদ্ধীতি’। বিদ্বান্—পরিনিষ্ঠিত হইয়াও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কর্মাসক্ত অজ্ঞ কর্মীদের বুদ্ধির বিপর্যয় কখনও উৎপাদন করিবে না। কর্মসমূহের দ্বারা কি হইবে? আমার মত জ্ঞানের দ্বারা কৃতার্থ হও, এই জাতীয় কর্ম-নিষ্ঠা হইতে তাহার বুদ্ধিকে অপনোদন করিবে না। কিন্তু স্বয়ং কর্মেতে নিযুক্ত হইয়া, অতিশয় সাবধানতা-সহকারে সেইগুলি সম্যকরূপে সর্বাসঙ্গীন উপসংহারের সহিত আচরণ করিতে করিতে সমস্ত বিধিবিহিত কর্মগুলিকে যোজনা করিবে। শ্রীতিপূর্বক সেবা করিবে, অজ্ঞদিগকে কর্মগুলি করাইবে। বুদ্ধির ভেদ হইলে, কর্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধার নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের উদয় হইবে না। ইহার ফলে উভয় দিক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই

তাহারা অবস্থান করিবে, স্বয়ং নিত্যমঙ্গলের বিষয় জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে কৰ্মে উপদেশ দিবেন না। চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ প্রার্থিত হইলেও, কখনও রোগীকে অপথ্য দেন না; এই অজ্ঞিতের উক্তি কিন্তু কৰ্মসঙ্গীর ভিন্নপক্ষে গ্রহণ করিবে ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি বলেন যে, লোক-সংগ্রহের জন্ত সকলকে জ্ঞানের উপদেশ দিলে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, লোক-মঙ্গলকামীকে এ-বিষয়ে সাবধান হইয়া কৰ্ম করিতে হইবে, কারণ কৰ্মসঙ্গী অজ্ঞান, স্তূতরাং ফলভোগ-মূলক কৰ্মেই তাহার শ্রদ্ধা; তাহাকে যদি সহসা কৰ্মত্যাগের উপদেশ পূৰ্বক, জ্ঞানী হইবার প্রেরণা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কৰ্মেও শ্রদ্ধার হ্রাস পাইবে এবং জ্ঞানও উৎপন্ন হইবে না, স্তূতরাং উভয়তঃই সে বিভ্রষ্ট হইবে। এই জাতীয় বুদ্ধিভেদ না হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানী স্বয়ং বিহিত কৰ্মের যথারীতি আচরণপূৰ্বক অজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্রমপন্থায় অনাসক্তি শিক্ষা দিয়া ধীরে ধীরে নিকাম-কৰ্ম-যোগ শিক্ষা প্রদান পূৰ্বক চিত্তশুদ্ধির উপায় বিধান করিবেন। শ্রীভগবানের এই উপদেশ কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কৰ্মসঙ্গীর ক্রমশঃ মঙ্গললাভের জন্ত উপায় মাত্র জানিতে হইবে! কারণ বিহিত কৰ্মের আচরণ করিতে করিতে নিকাম-কৰ্মান্তর্যাসনের দ্বারা উহা ক্রমশঃ ভগবদর্পিত হইলে, চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং জ্ঞানাধিকারী হইতে পারিবেন। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তি-পথে চিত্ত-শুদ্ধিরও অপেক্ষা নাই। শুদ্ধভক্ত মহতের যাদৃচ্ছিক সঙ্গ-প্রভাবে, যে কোন ব্যক্তির যে কোন মুহূর্তে ভগবৎ-কথাদি শ্রবণের ফলে শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা-ভক্তির উদয় হইতে পারে। স্তূতরাং শুদ্ধা ভক্তি-মার্গের উপদেষ্টাগণের প্রতি কিন্তু সকলকে সর্বাবস্থায় কেবল ভক্তির উপদেশ প্রদানের দ্বারাই, সকলের নিত্য মঙ্গল লাভের ব্যবস্থা আছে।

যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন— (৬।২।৫০)

“স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং...বাঙ্কতোহপি ভিষকৃতমঃ ॥” অর্থাৎ স্বয়ং নিঃশ্রেয়স বা নিত্য ও চরম কল্যাণ জানিয়া সুধী ব্যক্তি অজ্ঞকে কৰ্ম উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য চাহিলেও যেমন সৰ্বৈষ্য তাহা দেন না। সেইরূপ শুদ্ধ ভক্তগণ সর্বদা সকলকে ভক্তির উপদেশই করিয়া থাকেন। তাহারা কদাচ কৰ্মের উপদেশ দেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঋষভদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুঃ পিতা মল্লোককামো মদনুগ্রহার্থঃ ।

ইথং বিমহ্যরনুশিষ্যাদতজ্জ্ঞান যোজয়েৎ কস্মিন্ কস্মিন্মৃতান্ ।

কং যোজয়ন্ মনুজোহর্থং লভেত নিপাতয়ন্ নষ্টদংশংহি গর্তে ॥” (৫।৫।১৫)

অর্থাৎ আমার লোক এবং আমার অনুগ্রহ একমাত্র প্রয়োজন হইলে, পিতা পুত্রদিগকে, গুরু শিষ্যদিগকে এবং রাজা প্রজাদিগকে এই প্রকার শিক্ষাই দিবেন। উপদেষ্ট-ব্যক্তি উপদেশ-অনুসারে কার্য না করিলেও ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। কস্মি-বিমূঢ় অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে কস্মি নিযুক্ত করিবে না। মোহান্ব-ব্যক্তিগণকে কাম্য-কস্মি নিযুক্ত করিয়া সংসার কূপে নিক্ষেপ করতঃ মানব কি পুরুষার্থ লাভ করিবেন ?

ভক্তিমার্গে “অনুথা উপদেশে প্রত্যবায়” বলিয়াছেন—যেমন শ্রীনারদ শ্রীবেদবাসকে বলিয়াছিলেন,—

“তাত্ত্বা স্বধর্ম্মং” (ভাঃ ১।৫।১৭) এবং শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

“ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ” (ভাঃ ১।১।১১।৩২)

শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশে বলিবেন,—“সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” ।

সুতরাং জ্ঞান-উপদেষ্টার প্রতি এরূপ বাক্য শ্রীভগবান্ এখানে বলিলেও, ভক্তি-উপদেষ্টার প্রতি কিন্তু কেবল ভক্তি-উপদেশেরই বিধান দৃষ্ট হয় ।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস ।

সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥

প্রতি ঘরে ঘরে কর এই ভিক্ষা ।

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥

ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা ।

দিন অবসানে আসি' আমারে কহিবা” ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩। ৮-১০) ॥২৬॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অর্থ—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণের দ্বারা) সৰ্ব্বশঃ (সর্বপ্রকারে)

ক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি (ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মসমূহ) (তানি—সেইসকল) অহঙ্কার-
বিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কার-দ্বারা বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি) অহম্ কৰ্ত্তা (আমি কৰ্ত্তা) ইতি
(এই প্রকার) মন্যতে (মনে করে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কৰ্ম্মকে, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা
ব্যক্তি আমি কৰ্ত্তা—আমি করিতেছি এই প্রকার অভিমান করে ॥ ২৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের কৰ্ম্মাচরণে ঐক্য হইলেও
তাহাদের ভেদ বলি, শ্রবণ কর। অবিদ্বা-দ্বারা জড় প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া
জীব প্রাকৃত-অহঙ্কার-বিমূঢ়-রূপে প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা-দ্বারা
ক্রিয়মাণ ‘সমস্ত কার্য আমিই একা করি’, এই জ্ঞানে ‘আমিই কৰ্ত্তা’ এইরূপ
মনে করেন। (ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ) ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—কৰ্ম্মিত্বসাম্যোহপি বিজ্ঞাজ্জয়োর্বিশেষমাহ,—প্রকৃতেরিতি
দ্বাভ্যাম্। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা জনোহহং কৰ্ম্মাণি কৰ্ত্তেতি মন্যতে—‘ন লোকা-
ব্যয়নিষ্ঠা’ ইতি সূত্রাত্ ষষ্টিনিষেধঃ। কৰ্ম্মাণি লৌকিকানি বৈদিকানি চ।
তানি কীদৃশানীত্যাহ,—প্রকৃতেরীশমায়ায়া গুণৈস্তৎকার্যৈঃ শরীরেন্দ্রিয়প্রাণৈ-
রীশ্বরপ্রবর্তিতৈঃ ক্রিয়মাণানীতি। ইদমত্র বেদিতব্যম্,—উপক্রমবিনির্গমাৎ
সম্বিদ্বপুর্জীবাআস্মদর্থঃ কৰ্ত্তা চানাদিকালবিষয়ভোগবাসনাক্রান্তস্তদ্বোগার্থিকাং
স্বসম্বিহিতাং প্রকৃতিমাল্লিষ্টস্তৎকার্যেণাহঙ্কারেণ বিমূঢ়াত্মা তাদৃশস্ববিজ্ঞানশূন্যঃ
শরীরাত্মহংভাববান্ প্রাকৃতৈঃ শরীরাদিভিরীশেন চ সিদ্ধানি কৰ্ম্মাণি ময়ৈবৈকেন
কৃতানীতি মন্যতে। কৰ্ত্তুরাত্মনো যৎ কৰ্ত্তৃত্বং তৎ কিল দেহাদিভিঃ
পরমাঅন্য চ সর্বপ্রবর্তকেন চ সিধ্যতি, ন ত্বেকেন জীবেনৈব। তচ্চ ময়ৈব
সিদ্ধ্যতীতি জীবো যন্ন্যন্যতে তদহঙ্কার বিমোঢ়্যাদেব,—“অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা”
ইত্যাদিকাচরমাধ্যায়বাক্যত্রয়াৎ। “কার্য্যকারণকৰ্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে”
ইত্যত্র শরীরেন্দ্রিয়াদিকৰ্ত্তৃত্বং প্রকৃতেরিতি যদ্বর্ণয়িষ্যতে, তত্রাপি কেবলায়া-
স্তশ্রাস্তন্ন শক্য মন্তুং,—পুরুষসংসর্গেণৈব তৎপ্রবৃত্তেরঙ্গীকারাৎ। ততশ্চ পুরুষস্ত
কৰ্ত্তৃত্বমবজ্ঞানীয়মিতি ব্যাখ্যাস্ততে ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—কৰ্ম্মিত্ববিচারে উভয়ের সমানতা থাকিলেও, বিজ্ঞ ও
অবিজ্ঞের মধ্যে বিশেষের কথা বলা হইতেছে। ‘প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্’।
অহঙ্কারের দ্বারা যাহার আত্মা সর্বদা মুগ্ধ, তাদৃশ ব্যক্তি মনে করে আমিই কৰ্ম্মের
কৰ্ত্তা—“ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা” এই পাণিনি সূত্রের দ্বারা ‘অহং’ এখানে ষষ্টি বিভক্তি

‘মম’ হইল না। কৰ্ম্মগুলি দুইপ্রকার, লৌকিক ও বৈদিক। সেইগুলি কিরূপ, তাহাই বলা হইতেছে। প্রকৃতির অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়ায় সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের দ্বারা ও তাহার কার্যের দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ঈশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়। এখানে ইহা অবশ্যই জানিবে—উপক্রমের নির্ণয়ানুসারে সন্নিদ্ব-বপু জীবায়া অস্মদর্শ কর্তা এবং অনাদিকাল হইতে বিষয়-ভোগ-বাসনার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, তাহার ভোগসাধিকা স্বসন্নিহিত প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির কার্য্য অহঙ্কারের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া স্বীয় স্বরূপ জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া, শরীরাদি-বিশিষ্ট অহং ভাববানরূপে প্রাকৃত শরীরাদি দ্বারা ও ঈশ্বরের দ্বারা সিদ্ধ কৰ্ম্মগুলি আমি একাই সম্পন্ন করিয়াছি বলিয়া মনে করে। কর্তা আত্মার যেই কর্তৃত্ব তাহা নিশ্চয়ই দেহ প্রভৃতি তিনটি দ্বারা এবং সকল কার্যের প্রবর্তক পরমাত্মার দ্বারা সিদ্ধ হয় কিন্তু একমাত্র জীবের দ্বারা উহা সম্পন্ন হয় না। তাহা আমার দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে ইহা জীব যে মনে করে, তাহা অহঙ্কার-বিমুক্ততাবশতঃই—“অধিষ্ঠান ও কর্তা” ইত্যাদি চরম অধ্যায়মূলক বাক্যত্রয়ের দ্বারা, “কার্য্য ও কারণের কর্তৃত্বের হেতু একমাত্র প্রকৃতিকেই বলা হইয়াছে”। এখানে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির কর্তৃত্ব যে প্রকৃতি হইতে, ইহা যে বলা হইবে, সেখানেও কেবল তাহার তাহা, ইহা মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। পুরুষের সংসর্গেই সেইরকম প্রবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব পুরুষের কর্তৃত্ব অবর্জনীয় ইহা ব্যাখ্যা করা হইবে ॥ ২৭ ॥

অনুভূষণ—অজ্ঞ ও বিজ্ঞগণের কৰ্ম্মানুষ্ঠানে সাম্যতা দৃষ্ট হইলেও উহার মধ্যে ভেদ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে গিয়া বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ অজ্ঞ ব্যক্তির কথা বলিতেছেন, পরবর্তী শ্লোকে বিজ্ঞের কথা বলিবেন।

প্রকৃতির ক্রিয়া ও গুণের দ্বারা ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে অনুষ্ঠিত লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াসমূহে অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় জীব আত্মকর্তৃত্ব আরোপ করে। মূলতঃ অনাদি কাল হইতে ভোগবাসনাক্রান্ত ঈশ-বিমুখ জীব মায়াতে আলিঙ্গন-করতঃ প্রাকৃত অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হওয়ার ফলে দেহেন্দ্রিয়াদিতে আমি বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া, যাবতীয় কৰ্ম্মের কর্তা বলিয়া মনে করে। প্রকৃতিকে কার্য্য-কারণের কর্তৃত্বের হেতু বলিয়া গীতায় নির্ণীত হইলেও, তাহাও কিন্তু পুরুষ পরমাত্মা ঈশ্বরের সংসর্গ ব্যতিরেকে সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“দৈবাধীনে শরীরেহস্মিন্ গুণভাবোন কৰ্ম্মণা ।

বর্তমানোহবুধস্তত্র কৰ্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে” ॥ (১১।১১।১০)

অর্থাৎ অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাক্তন কৰ্ম্মাধীন দেহে অবস্থান করিয়া ‘আমি কৰ্ত্তা’ এইরূপ অহঙ্কারবশতঃ গুণজাত-কৰ্ম্মের দ্বারা দেহাদিতে বদ্ধ হয় ।

আরও পাওয়া যায়,—

“স এষ যর্হি প্রকৃতেগুণেষুভিবিষজ্জতে ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥”

(ভাঃ ৩।২৭।২)

মোক্ষধর্মেও পাওয়া যায়,—

“পরমেশ্বরং বিনাহং ত্বং কৰ্ত্তেতি ভ্রান্তিঃ ।

নাহং কৰ্ত্তা ন কৰ্ত্তা ত্বং কৰ্ত্তা যন্ত সদা প্রভুঃ ॥ ২৭ ॥

তত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মহা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—মহাবাহো ! (হে মহাবাহো অর্জুন !) গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ববিৎ (যিনি গুণকৰ্ম্ম-বিভাগের তত্ব জানেন) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) গুণেষু (রূপাদি বিষয়েতে) বর্তন্তে (রত আছে) ইতি (ইহা) মহা (মনে করিয়া) (সঃ) তু (তিনি কিন্তু) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো অর্জুন ! গুণ ও কৰ্ম্ম হইতে আত্মার পার্থক্য যিনি অবগত আছেন, সেই তত্ববিৎ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সকল বিষয়েতে রত, আমি তাহা হইতে পৃথক্—এইরূপ মনে করিয়া বিষয়ের কর্তৃত্বাভিমান করেন না ॥ ২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে মহাবাহো ! যে পুরুষ গুণকৰ্ম্ম-বিষয়ে তত্ববিৎ, তিনি সমস্ত প্রাকৃত কার্য্যে, “আমি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মা, আমি স্ব-স্বরূপভ্রমে প্রাকৃত-অহঙ্কার-বদ্ধ হইয়া জড়কার্য্য স্বীকার করিতেছি । বস্তুত শুদ্ধাত্ম-স্বরূপ আমি সেরূপ কার্য্য করি না, কিন্তু আমার উপাধি প্রাকৃত অহঙ্কার ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় কার্য্য করে, তাহাতে আমি একা কৰ্ত্তা নই”—এই বলিয়া আসক্ত হন না । সমস্ত প্রাকৃত-কার্য্যে জীবের দেহাত্মাভিমান, প্রকৃতি ও সর্বনিয়ন্তা পরমাত্মা,—তিনেরই কর্তৃত্ব ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—বিজ্ঞস্ব ন তথ্যেত্যাহ,—তত্ত্ববিস্তৃতি । গুণবিভাগস্ত কৰ্ম্মবিভাগস্ত চ তত্ত্ববিৎ । গুণেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ কৰ্ম্মভ্যশ্চ তৎকৃতেভ্যো যঃ স্বস্ত বিভাগো ভেদস্তস্ত তত্ত্বং স্বরূপং তত্ত্বদ্বৈধৰ্ম্ম্যাপৰ্য্যালোচনয়া যো “নাহং গুণকৰ্ম্মবপুঃ” ইতি বেত্তীত্যর্থঃ । স হি গুণা ইন্দ্রিয়ানি গুণেষু শব্দাদিষু বিষয়েষু তত্ত্বদেবতাপ্রেরিতানি প্রবর্তন্তে তান্ প্রকাশয়ন্তি । অহং ত্বসঙ্গবিজ্ঞানানন্দত্বাত্তত্ত্বিনো, ন তেষু তাদ্রুপোণ বৰ্ত্তে, ন চ তান্ প্রকাশয়ামীতি মত্বা তেষু ন সজ্জতে ; কিস্ত্বাত্মন্তেব সজ্জতে । অত্রাপি মত্বেত্যনেন কর্তৃত্বং জীবন্তোক্তং বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু সেইরূপ নহে । ‘তত্ত্ববিস্তৃতি’, গুণবিভাগ ও কৰ্ম্মবিভাগের তত্ত্ব যিনি জানেন । গুণগুলি হইতে ইন্দ্রিয়গুলি হইতে, কৰ্ম্মগুলি হইতে ও তৎকৃত্য হইতে যে নিজের ভিন্নতা—ভেদ তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপকে তাহার বৈধৰ্ম্ম্য-পর্যালোচনার দ্বারা যিনি “আমি গুণ কৰ্ম্ম শরীর নহি” ইহা জানেন । নিশ্চিতরূপে সেই গুণেতে—শব্দাদি বিষয়েতে সেই সেই দেবতাপ্রেরিত ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রবর্তিত করে অর্থাৎ প্রকাশিত করে, আমি কিন্তু সঙ্গ-রহিত ও বিজ্ঞানানন্দসম্পন্ন বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন ; এইজন্য তাহাতে তদ্রূপেতে বর্ত্তিত নহি এবং তাহাদিগকে প্রকাশও করি না, ইহা মনে করিয়া, তাহাতে অনুরক্ত হয় না কিন্তু আত্মাতেই অনুরক্ত হয় । এখানেও ‘মনে করিয়া’ ইহার দ্বারা কর্তৃত্ব জীবেরই বলা হইয়াছে জানিবে ॥ ২৮ ॥

অনুব্রূষণ—পূর্বশ্লোকে অজ্ঞের কৰ্ম্মপ্রণালীর কথা বলিয়া, বর্ত্তমান শ্লোকে বিজ্ঞের তদ্বৈশিষ্ট্য বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, বিজ্ঞ ব্যক্তি গুণবিভাগ ও কৰ্ম্মের বিভাগ-তত্ত্ববিৎ । নিজের স্বরূপ যে গুণ, কৰ্ম্ম ও শরীর নহে ইহা জানেন । ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শব্দাদি-বিষয়ে ইন্দ্রিয়গুলিই প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার আত্মজ্ঞানবান্ তাঁহারা নিজেদের স্বরূপকে বিজ্ঞানানন্দময় জানিয়া, আত্মাতেই অনুরক্ত হন, বিষয়ে আসক্ত হন না ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

“ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ ।

গৃহ্মমাণেষ্বহংকুর্য্যাম বিদ্বান্ যস্তবিক্রিয়ঃ ॥” (১১।১১।২)

অর্থাৎ গুণজাত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গুণজাত বিষয়সমূহ গৃহীত হইলেও, রাগাদি দোষরহিত বিদ্বান্ ব্যক্তি ‘আমি গ্রহণ করিতেছি’ এইরূপ মনে করেন না ।

সুতরাং তত্ত্ববিৎ বিজ্ঞব্যক্তি ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয়গ্রহণ করিয়াও আমি কর্ত্তা

বা ভোক্তা এরূপ বুদ্ধি করেন না, তিনি অবিক্রিয় অর্থাৎ রাগাদিদোষশূন্য। কিন্তু যাহারা বিষয়ে রাগাদিবিশিষ্ট, তাহারা যে অনেক সময় মনে করে বা মুখে বলে যে, আমি কিছুই করি না। ভগবান্ আমাকে যাহা করান তাহাই করি। যেমন বলিয়া থাকে—‘যথানিযুক্তোহস্মি তথা করোমি’—এইরূপ কথার উচ্চারণ করিলেই ঐ ব্যক্তিকে বিদ্বান্ বলা যাইবে না, পরন্তু কপট বলা যাইবে। কারণ নিজের দোষ-ক্ষালনের জন্য, সাধুতা দেখাইয়া, কথার দ্বারা লোক-বঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করে মাত্র। উহাদিগকে দান্তিক বা আত্মবঞ্চক বলাই যুক্তিযুক্ত।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার ১৩।২২ শ্লোকও আলেচ্য ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতে গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।

তানকুৎসবিদো মন্দান্ কুৎসবিম্ব বিচালয়েৎ ॥ ২২ ॥

অর্থ—প্রকৃতে: গুণসংমূঢ়াঃ (প্রাকৃত গুণাবিষ্ট ব্যক্তিগণ) গুণকর্মসু (ইন্দ্রিয় ও তৎকর্ম-বিষয়ে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়), কুৎসবিং (সর্বজ্ঞ) তান্ (সেই সকল) অকুৎসবিদঃ মন্দান্ (অজ্ঞ মন্দমতি ব্যক্তিগণকে) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করিবেন না) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—প্রাকৃত-গুণাবিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষয়ে আসক্ত হয়। সর্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও মন্দমতি ব্যক্তিগণকে বিচলিত করিবেন না ॥ ২২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মূঢ় ব্যক্তিগণ সেরূপ বুদ্ধি না করিয়া ‘প্রাকৃত’ বলিয়া আপনাকে বোধ করেন এবং প্রকৃতির গুণকর্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন; সেই অল্পজ্ঞান-বিশিষ্ট মন্দ ব্যক্তিদিগকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা নিরর্থক বিচালিত করিবেন না। তাহাদিগকে ক্রমশঃ বৈদিক কর্মযোগ-দ্বারা অধিকারী করিয়া উচ্চাধিকারস্থ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবেন ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যেতদুপসংহরতি,—প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতে গুণেন তৎকার্যোণাহঙ্কারেণ মূঢ়া ভূতাবেশত্বায়েন দেহাদিকমেবাত্মনঃ মত্বানা জনাঃ গুণানাং দেহেন্দ্রিয়াণাং কর্মসু ব্যাপারেষু সজ্জতে। তানকুৎসবিদোহল্পজ্ঞান্ মন্দানাত্মতত্ত্বগ্রহণালসান্ কুৎসবিং পূর্ণাজ্ঞানো ন বিচালয়েৎ গুণকর্মাণো বিশুদ্ধচৈতন্যানন্দস্বমিতি তত্ত্বং গ্রাহয়িতুং নেচ্ছেৎ; কিন্তু তদ্রুচিমত্ব-স্বত্য বৈদিককর্মাণি শ্রেণ্যাক্রমাদাত্মতত্ত্বপ্রবণং চিকীর্ষেদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বুদ্ধির ভেদ উৎপাদন করিবে না, এই বাক্যের উপসংহার অর্থাৎ শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন—‘প্রকৃতেরিতি’। প্রকৃতির গুণের দ্বারা এবং

তৎকার্য্য অহঙ্কারের দ্বারা মূঢ়, ভূতাক্রান্ত-লোকের গ্রাম্য, দেহাদিকেই আত্মা মনে করে, এমন ব্যক্তিগণ গুণজাত দেহেন্দ্রিয়াদির কৰ্ম্মেতে অর্থাৎ বিষয়ে আসক্ত হন। সেই সব অসম্যকজ্ঞানী অর্থাৎ অল্পজ্ঞ, মূঢ় আত্মতত্ত্ব-গ্রহণে আলস্যপরায়াণ ব্যক্তিগণকে সম্যকজ্ঞানশালী অর্থাৎ পূর্ণাত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিচলিত করিবেন না। গুণ ও কৰ্ম্মভিন্ন বিশুদ্ধ চৈতন্য ও আনন্দ-সম্পন্ন তুমি, এই তত্ত্ব গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করিবেন না। কিন্তু তাহার রুচির অনুসরণ করিয়া বৈদিক কৰ্ম্মগুলি শ্রেণীক্রমে আত্মতত্ত্ব-প্রবণ করা উচিত, ইহাই প্রকৃত অর্থ জানিবে ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্বে যে বলিয়াছেন, “ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ” তাহারই উপসংহার করিতেছেন।

কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, জীব যদি গুণ ও গুণের কার্য্য হইতে পৃথক ও সম্বন্ধ-শূন্য হয়, তাহা হইলে তাহারা বিষয়াসক্ত হয় কেন? তদন্তরে বক্তব্য এই যে, তাহারা প্রকৃতির গুণে সংমূঢ়। ভূতাবিষ্ট পুরুষ যেমন নিজেকেই ভূত বলিয়া মনে করে, তাহারা প্রকৃতির গুণে আবিষ্ট হইয়া নিজদিগকে তদ্রূপ মনে করে ও গুণের কার্য্যরূপ বিষয়ে আসক্ত হয়।

যাহারা অল্পজ্ঞ, মন্দমতি, আত্মতত্ত্বের উপদেশ শ্রবণে অমনোযোগী বা অলস, তাহাদিগকে কুৎসর্বিৎ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ সর্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে গিয়া বিচলিত করিবেন না। অর্থাৎ তুমি প্রকৃতি গুণ হইতে ভিন্ন বিশুদ্ধ চৈতন্য ও আনন্দময় স্বরূপ, এই আত্মজ্ঞান লাভ করাইতে যত্ন করিবেন না। পরন্তু উহাদিগকে ক্রমপন্থায় সেই আত্মজ্ঞান দিবার জন্য প্রথমে সেই ভূতাবেশ নিবৃত্তির নিমিত্ত নিকাম-কৰ্ম্মেরই উপদেশ দিবেন। যেমন ভূতাবিষ্ট পুরুষকে তুমি ভূত নহ, মনুষ্যই; একথা শত শত বার উপদেশ দিলেও, সে স্বেচ্ছা লাভ করে না। কিন্তু ভূত-নিবর্তক কোন ঔষধ বা মণি মন্ত্রাদি প্রয়োগ করিলে, যেমন তাহার ভূতাবেশ নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ গুণাবিষ্ট জীবকে বৈদিক কৰ্ম্মসমূহ নিকামভাবে আচরণ পূর্বক শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে শিক্ষা দিয়া, ক্রমশঃ আত্মপ্রবণ করাই বিধি।

এস্থলে এই উপদেশটীও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য। কুৎসর্বিৎ ও অকুৎসর্বিৎ এই শব্দদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যও অনুধাবন প্রয়োজন।

এতৎ প্রসঙ্গে গীঃ ৩২৬ শ্লোকের ‘অনুভূষণ’ও দ্রষ্টব্য ॥ ২৯ ॥

ময়ি সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সংগ্ৰাস্থাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশীর্নিৰ্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অর্থ—অধ্যাত্মচেতসা (আত্মনিষ্ঠচিত্ত দ্বারা) সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি (সকল কৰ্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংগ্ৰাস্থ (সমৰ্পণ করিয়া) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নিৰ্ম্মমঃ (সৰ্বত্র মমতাশূন্য) বিগতজ্বরঃ (ত্যক্তশোক) ভূত্বা (হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আত্মনিষ্ঠ-চিত্তদ্বারা সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে সমৰ্পণ পূৰ্বক নিষ্কাম, সৰ্বত্র মমতাশূন্য এবং শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব, হে অৰ্জুন ! তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাত্মচেতা হইয়া প্রাকৃত অহঙ্কার ও ফলকামনা পরিত্যাগ পূৰ্বক সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে অৰ্পণ কর, এবং সমস্ত পরিত্যাগ পূৰ্বক তোমার স্বধৰ্ম্ম যে যুদ্ধ, তাহা অবলম্বন কর ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—ময়ীতি । যস্মাদেবং তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতস্বমধ্যাত্মচেতঃ স্বাত্ম-তত্ত্ববিষয়কজ্ঞানেন সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি রাজ্ঞি ভূত্বা ইব ময়ি পরেশে সন্ন্যাস্তপার্মিত্বা যুধ্যস্ব কর্তৃত্বাভিনিবেশশূন্যঃ । যথা রাজতন্ত্রো ভূত্যস্তদাজ্ঞয়া কৰ্ম্মাণি কৰোতি, তথা মত্তত্ত্বং মদাজ্ঞয়া তানি কুরু লোকান্ সংজিঘ্রস্বুঃ । আত্মনি যচেতস্ত-দধ্যাত্মচেতন্তেন,—“বিভক্ত্যর্থৈহব্যয়ীভাবঃ ।” নিরাশীঃ স্বাম্যাজ্ঞয়া কৰোমীতি তৎফলেচ্ছাশূন্যঃ । অতএব মৎফলসাধনানি মদর্থমমুনি কৰ্ম্মাণীত্যেবং মমত্ব-বজ্জিতঃ । বিগতজ্বরস্ত্যক্তবন্ধুবধনিমিত্তকসম্পাপশ্চ ভূত্বেতি অৰ্জুনস্তা-ক্ষত্রিয়ত্বাদ্যুধ্যাস্ত্যুক্তম্—স্বাশ্রমবিহিতানি কৰ্ম্মাণি মুমুক্ষুভিঃ কার্য্যাণীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘ময়ীতি’ । যেইহেতু এই রকম, অতএব পরিপূর্ণ নিষ্ঠা-সম্পন্ন ও অধ্যাত্মচেতা তুমি, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া, সমস্ত কৰ্ম্মগুলি রাজার উপর ভূত্য অর্থাৎ তৎকৰ্ম্মচারী যেমন অৰ্পণ করিয়া সমস্ত কৰ্ম্ম করে, তেমন তুমিও পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাতে অৰ্পণ করিয়া, কর্তৃত্বাদি অভিমানশূন্য হইয়া, যুদ্ধ কর । যেমন রাজাধীন রাজকৰ্ম্মচারী অর্থাৎ তাঁহার পার্শদগণ তাঁহার আদেশ-অনুসারে কৰ্ম্মগুলি করিয়া থাকে, তেমন তুমি মদধীন আমার আজ্ঞানুসারে, সেই সকল কৰ্ম্মগুলি কর, যাতে ত্রিলোক বা লোকরক্ষা হয় । আত্মাতে যেই চিত্ত, তাহা অধ্যাত্মচেত ; তাহার দ্বারা

অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ-চিত্ত-দ্বারা বিভক্তি অর্থে “অব্যয়ীভাব সমাস”। নিরাশী অর্থাৎ আশা ও কামনাশূন্য, প্রভুর আদেশ-অনুসারে করিতেছি, এই বরকম ফল-প্রত্যাশাশূন্য হইয়াই করিবে। অতএব আমার তৃপ্তিমূলক অর্থাৎ তৃপ্তিসাধন হয়, আমার জন্মই, ঐ সকল কর্মগুলি এই প্রকার, মমতা অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য হইয়া। বিগতজ্বর অর্থাৎ বন্ধুদের বধ-জন্ম সন্তাপশূন্য হইয়াই করিবে। ইহা অর্জুনের ক্ষত্রিয়ত্ব-নিবন্ধন যুদ্ধ কর এই কথা বলা হইয়াছে। স্বীয় আশ্রমোক্ত কার্য্যগুলি মুক্তিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই করা উচিত। ইহাই প্রকৃত বাক্যার্থ ॥ ৩০ ॥

অনুব্রূষণ—এক্ষণে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি আমাতে পরিনিষ্ঠিত এবং অধ্যাত্মচেতঃ অর্থাৎ তোমার চিত্ত আত্মনিষ্ঠ স্মৃতিরূপে সেই আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা তুমি ফলাকাজ্জ্ঞা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ-শূন্য হইয়া, রাজার ভৃত্য যেমন রাজার অধীন হইয়া সকল কার্য্য করে, সেইরূপ তুমিও আমার আজ্ঞানুসারে আমার অধীন হইয়া এই যুদ্ধরূপ স্বাশ্রম-বিহিত কর্তব্য করিয়া লোক রক্ষা কর।

প্রভুর আজ্ঞায় কার্য্য করিতেছি, এই বিচারে ফলেচ্ছাশূন্য হইতে পারা যায়, এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রভুর সেবার জন্ম কর্ম করিলে অহঙ্কারও বর্জন করা যায়। অতএব বন্ধুবান্ধব-বধ-নিমিত্ত সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্বক স্বধর্ম পালনের দ্বারা মুমুক্শুগণের যে স্বাশ্রম-বিহিত স্বধর্ম পালনই কর্তব্য, তাহা শিক্ষা দাও ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনস্যন্তোমুচ্যন্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনস্যন্তঃ (অস্যারহিত) যে মানবাঃ (যে সকল মানব) মে (আমার) ইদং মতং (এই অভিপ্রায়) নিত্যং (সর্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ করেন) তে অপি (তাঁহারাও) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্ম হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্তিলাভ করেন) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্ অস্যারহিত যে মানবগণ আমার এই মতের সর্বদা অনুসরণ করেন তাঁহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই নিকাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ যাহারা সর্বদা

অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন ; এবং যাহারা অনুষ্ঠানে অশক্ত, অথচ এই মতে অসুয়াশূন্য ও শ্রদ্ধাবান্ হন, তাঁহারাও ঐ ফল লাভ করেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—শ্রুতিরহস্তে স্বমতেহনুবর্তিনাং ফলং বদন্ তস্ত শ্রৈষ্ঠ্যং ব্যঞ্জয়তি,—যে মে ইতি । নিত্যং সর্বদা শ্রুতিবোধিতত্বেনানাদিপ্রাপ্তং বা । শ্রদ্ধাবন্তো দৃঢ়বিশ্বস্তাঃ । অনসুয়ন্তো মোচকত্বগুণবতি তস্মিন্ কিমমুনা শ্রমবহলেন নিষ্ফলেন কর্মণেত্যেবং দোষারোপশূন্যঃ । তেহপীত্যপিরবধারণে, যদ্বা যে মমেদং মতমনুতিষ্ঠন্তি যে চানুষ্ঠাতুমশকুবন্তোহপি তত্র শ্রদ্ধালবঃ ; যে চ শ্রদ্ধালবোহপি তন্নাসুয়ন্তে তেহপীত্যর্থঃ । সাম্প্রতানুষ্ঠানাবেহপি তস্মিন্ শ্রদ্ধয়ানসুয়য়া চ ক্ষীণদোষান্তে কিঞ্চিং প্রাপ্তে তদনুষ্ঠায় মুচ্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিজের মতের অনুরূপ শ্রুতিরহস্তে অনুগত ব্যক্তির ফল বলিবার ইচ্ছায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে—‘যে মে ইতি’ । নিত্য-সর্বদা শ্রুতিপ্রতিপাদিত অথবা অনাদিকাল-পরম্পরাপ্রাপ্ত । শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ । অনসুয়ন্ত শব্দের (তাৎপর্য) প্রকৃত অর্থ—মোচকত্বগুণসম্পন্ন তাহাতে, শ্রমবহুল নিষ্ফল ঐ কর্মের দ্বারা কি প্রয়োজন, এইরূপ দোষারোপশূন্য । তাহারাও ইহা ‘অপি’ অবধারণার্থে । অথবা যাহারা আমার এইমত পালন করেন এবং যাহারা আমার মত পালনে অক্ষম হইয়াও, তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ এবং যাহারা শ্রদ্ধাশীল হইয়াও, তাহার নিন্দা করেন না, তাঁহারাও এই অর্থ । সম্প্রতি অনুষ্ঠানের অভাবেও, তাহাতে শ্রদ্ধা ও অসুয়া-বিহীনতা-দ্বারা ক্ষীণদোষ, তাঁহারা কিছু শেষে অনুষ্ঠান করিয়া, মুক্ত হয় ; ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩১ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের মতানুবর্তিগণের ফল বর্ণণাপূর্বক শ্রেষ্ঠত্ব দেখাই-তেছেন । ফলাভিসন্ধিরহিত, ভগবদর্পিত নিকাম-কর্মযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা পুরুষ ক্রমশঃ সত্ত্বগুণ-লাভকরতঃ জ্ঞান এবং অবশেষে মোক্ষ-লাভের অধিকারী হন, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায় সম্মত । শ্রুতিরহস্তেও ইহাই পাওয়া যায় । কর্ম শ্রুতি-প্রতিপাদিত সূতরাং অনাদি পরম্পরা-গত ।

যাহারা এই উপদেশ পালন করেন, তাঁহারা তো মঙ্গল লাভ করেনই, অধিকন্তু যাহারা উপদেশ পালনে অসমর্থ তাঁহারাও যদি অসুয়া-রহিত ও

শ্রদ্ধাবান্ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও ক্রমশঃ ক্ষীণ-পাপ হইয়া এই নিষ্কাম-কৰ্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্য হন এবং পরিণামে মোক্ষের অধিকারী হন ॥ ৩১ ॥

যে হেতদভ্যাসুয়ন্তো নানুভিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অর্থ—যে তু (যাহারা কিন্তু) অভ্যাসুয়ন্তঃ (অশ্রয়া প্রকাশ পূৰ্বক) মে (আমার) এতৎ মতম্ (এই মত) ন অনুভিষ্ঠন্তি (অনুবর্তন না করে) তান্ (সেই সকলকে) অচেতসঃ (বিবেকরহিত) সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়) নষ্টান্ (নষ্ট) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যাহারা কিন্তু অশ্রয়া প্রকাশপূৰ্বক আমার এই মত অনুবর্তন না করে, তাহাদিগকে বিবেকরহিত, সৰ্বজ্ঞান-বঞ্চিত ও সৰ্ব পুরুষার্থব্রষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি এই উপদেশের প্রতি অশ্রয়া প্রকাশপূৰ্বক পালন না করেন, তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, নষ্ট ও নিৰ্বোধ বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

শ্রীবলদেব—বিপক্ষে দোষমাহ,—যে স্থিতি । যে তু মে সৰ্বেশ্বরস্ত সৰ্ব-সুহৃদ এতচ্ছ তিরহস্তভূতং মতমশ্রদ্ধানাঃ সন্তো নানুভিষ্ঠন্তি কিন্তুশ্রয়ন্তি, তান্ সৰ্বস্মিন্ কৰ্ম্মজ্ঞানে স্বাত্মজ্ঞানে পরমাত্মজ্ঞানে চ বিমূঢ়ানতএব বিচেতসশ্চিত্তশূণ্ঠা-নতএব নষ্টান্ পুরুষার্থব্রষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বিপক্ষে দোষের কথা বলা হইতেছে—‘যে স্থিতি’ কিন্তু যাহারা সকলের সুহৃদ, সৰ্বেশ্বর আমার এই শ্রুতিরহস্তভূত মতে অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া পালন করে না, অর্থাৎ অনুষ্ঠান করে না, কিন্তু অশ্রয়া প্রকাশ করে, তাহাদিগকে সমস্ত কৰ্ম্মজ্ঞান-বিষয়ে, আত্মজ্ঞান-বিষয়ে এবং পরমাত্মজ্ঞান-বিষয়ে বিমূঢ় জানিবে । অতএব ‘বিচেতসঃ’ চিত্ত-বিভ্রান্ত, চিত্তহীন অর্থাৎ পুরুষার্থ-ব্রষ্ট, নষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

অনুব্রূষণ—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবানের মতানুবর্তী না হইলে যে দোষ ঘটে, তাহাই বলিতেছেন । যাহারা সৰ্বসুহৃদ, সৰ্বেশ্বর শ্রীভগবানের এই শ্রুতি-রহস্তভূত মতকে শ্রদ্ধা করে না এবং ইহার অনুষ্ঠান করে না, অধিকন্তু অশ্রয়া প্রকাশ করে, তাহারা নিতান্ত বিমূঢ় ।

অনেক নাস্তিক ব্যক্তি শ্রুতি-সম্মত শ্রীভগবানের এই অভিপ্রায়ের

অনুসরণ না করিয়া অধিকন্তু অশ্রদ্ধা-সহকারে নানা দোষ প্রদর্শন পূর্বক, নিজেদের স্বেচ্ছাচারবশতঃ স্বেচ্ছামূলকভাবে, কৃত জড়ীয় কর্মসমূহকেই মানবের মঙ্গলের হেতু বলিয়া নির্ণয় করে। তাহারা একেবারেই ধর্মজ্ঞান-শূন্য। সেই মূঢ়মতি হতভাগ্যদিগের কর্ম-বিষয়ে, জ্ঞান-বিষয়ে, আত্ম-বিষয়ে, এবং পরমাত্ম-বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকায়, তাহারা অতিশয় বিমূঢ় এবং সম্যক্ প্রকারে পুরুষার্থ-বিভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় ॥ ৩২ ॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্থাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অর্থ—জ্ঞানবান্ অপি (বিবেকবান্ ব্যক্তিও) স্বস্থাঃ প্রকৃতেঃ (স্বকীয় প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (চেষ্টা করে), ভূতানি (ভূতসকল) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির অনুগমন করে) (অতঃ—অতএব) নিগ্রহঃ (নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে ?) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজস্বভাবানুরূপ কার্য্য করে। সমস্ত প্রাণী প্রকৃতির অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে ? ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এরূপ মনে করিবে না যে, বিদ্বান্ পুরুষ অনাত্মা ও আত্মার বিচার পূর্বক প্রাকৃত গুণকর্মকে সহসা ত্যাগ করত সন্ন্যাসধর্ম আশ্রয় করিলে তাহার মঙ্গল হইবে। জ্ঞানবান্ হইলেও বদ্ধজীব স্বীয় বহুকালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিবে। সহসা নিগ্রহ অবলম্বন করিলেই যে প্রকৃতি-পরিত্যাগ হয়, তাহা নয়। বদ্ধজীবসকল সহজেই বহুকালোভাস্ত চেষ্টারূপা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে। সেই প্রকৃতি-ত্যাগের উপায় এই যে, সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া একটু সতর্কতার সহিত তদনুযায়ী কর্মসকল করিতে থাকিবে। ভক্তিযোগলক্ষণ যুক্তবৈরাগ্য যে পর্য্যন্ত হৃদগত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিকাম ভগবদর্পিত কর্মযোগই একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা; যেহেতু তাহাতে স্বধর্মপালন ও স্বধর্মসংস্কার, উভয় ফলই যুগপৎ সম্ভব। স্বধর্ম ত্যাগ করিলে উৎপথে গমনই চরম ফল হয়। যে-স্থলে মংকুপা বা ভক্তকুপা-দ্বারা ভক্তিযোগ হৃদগত হয়, সে-স্থলে নিকাম মদর্পিত কর্মযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থার লাভ-নিবন্ধন এরূপ স্বধর্মপালন-বিধি আর অবসর পায় না। তদ্ব্যতীত সর্বত্রই এই নিকাম মদর্পিত কর্মযোগই শ্রেয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবলদেব—ননু সর্বেশ্বরস্ত তে মতমতিক্রমতাং দণ্ডঃ শাস্ত্রেণোচ্যতে

তন্মাত্তে কিম্ ন বিভ্যতি ইত্যাহ,—সদৃশমিতি । প্রকৃতিরনাদিকালপ্রবৃত্তা স্বদুর্কাসনা তস্যাঃ স্বীয়ায়াঃ সদৃশমনুরূপমেব জ্ঞানবান্ শাস্ত্রোক্তং দণ্ডং জ্ঞানমপি জনশ্চেষ্টতে প্রবর্ততে কিমুতাজ্জঃ । ততো ভূতানি সৰ্বে জনাঃ প্রকৃতিং পুরুষার্থবিন্ধংশহেতুভূতামপি তাং যান্ত্যনুসরন্তি । তত্র নিগ্রহঃ শাস্ত্রজ্ঞাতোহপি দণ্ডঃ সংপ্রসঙ্গশূন্যস্ত কিং করিষ্যতি । দুর্কাসনায়াঃ প্রাবল্যতাং নিবর্তয়িতুং ন শক্ষ্যতীত্যর্থঃ । সংপ্রসঙ্গসহিতস্ত তু তাং প্রবলামপি নিহন্তি,—“সন্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ” ইত্যাদি স্মৃতিভাঃ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—সৰ্বেশ্বর তোমার মত যাহারা অতিক্রম করে, তাহাদের প্রতি দণ্ড বিধানের কথা শাস্ত্রে বলা আছে, অতএব তাহারা সেই দণ্ডকে ভয় করে না কেন? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—‘সদৃশমিতি’ । অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্তা স্বীয় দুর্কাসনাময়ী প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির অনুরূপই জ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত দণ্ড-প্রদানের বিষয় জানা সত্ত্বেও, সেই কৰ্ম্ম করে । অতএব অজ্ঞ লোকের কথা কি বলিব । এইজন্ম সমস্ত লোক পুরুষার্থ-বিন্ধংশ-হেতুভূত প্রকৃতিকেই অনুসরণ করে । সেখানে শাস্ত্রোক্ত নিগ্রহ বা দণ্ড-বিষয়ে জানিলেও সংপ্রসঙ্গশূন্যের কি করিবে? দুর্কাসনার প্রাবল্যহেতু তাহা হইতে নিবর্তিত করিতে সক্ষম হইবে না, ইহাই অর্থ । কিন্তু সংসঙ্গযুক্ত হইলে (ঐ) প্রকৃতির প্রাবল্য থাকিলেও তাহাকে নিবর্তিত করিতে পারে ।—“সজ্জনেরাই উহার মনের বিরুদ্ধাসক্তিকে উক্তির দ্বারা ছেদন করিতে পারেন ।”—এইরূপ স্মৃতি শাস্ত্রগুলি হইতে ॥ ৩৩ ॥

অনুবোধ—কেহ যদি বলেন যে, ভূত যেরূপ প্রভুর অধীন, প্রজা যেরূপ রাজার অধীন, সেইরূপ জীবসমূহও সৰ্বেশ্বর তোমার অধীন স্মতরাং তোমার আজ্ঞা বা মতকে উল্লঙ্ঘন করিলে বা বিদ্রোহ করিলে, তাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে দণ্ড লাভ করিবে, একথা জানিয়াও কি তাহারা ভয় করিবে না? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, জীবসমূহ অনাদিকাল হইতে মদ্বিমুখ হইয়া, স্বীয় দুর্কাসনাময়ী প্রকৃতির বশীভূত হইয়া চলিতেছে, স্মতরাং শাস্ত্রোক্ত দণ্ডের বিষয় অবগত হইয়া, বিবেকী ও জ্ঞানবান্ হইলেও, পুরুষার্থ-বিন্ধংশ-কারণ স্ব-স্ব-প্রকৃতিরই অনুসরণ করে । রাজদণ্ড বা যমদণ্ডের ভয়ে বা প্রাকৃত দুর্ঘণের ভয়ে, সে দুর্কাসন প্রকৃতিকে দমিত করিতে পারে না । অতএব দুর্কাসনার প্রাবল্য থাকিলে, শাস্ত্রজ্ঞান বা বিবেক-বলে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অসম্ভব ; কেবল মাত্র

ক্রমিকভাবে যদি শাস্ত্র-সম্মত-পন্থায় মদর্পিত-নিকাম-কর্মযোগ অবলম্বন করিয়া, চিত্তশুদ্ধিকরতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর আমাতে ভক্তিবৃদ্ধ হইতে পারে, তবে কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা। তাও যদি অত্যন্ত পাপাসক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে নিকাম-কর্মযোগের-পথিক হওয়াও সম্ভব নহে।

এস্থলে একমাত্র পরম উপায় এই যে, যতই পাপিষ্ঠ বা কদাচারী হউক না কেন, যদি যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপায় কোন মহৎ-পুরুষের সঙ্গ অকস্মাৎ লাভ ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় উদ্ধার হইতে পারে। যেমন স্বপ্ন-পুরাণে পাওয়া যায়,—“অহো ধন্যোহসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ। নীচোহপ্যুৎপুলকো লেভে লুক্কো রতিমুচ্যতে ॥ অর্থাৎ হে দেবর্ষে! আপনি ধন্য, যে, আপনার কৃপায় ক্ষণকালমধ্যেই নীচ ব্যাধও উৎপুলক হইয়া ভগবানে রতি লাভ করিয়াছে।

যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—

“কিরাতহ্নাক্ষ.....শুদ্ধস্তি বৈ যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ” ॥

আরও পাওয়া যায়,—

“স্তুস্তয়নাত্মনাত্মানং যাবৎসত্ত্বং যথাক্রমতম্।

ন শশাক সমাধাতুং মনো মদনবেপিতম ॥”

(ভাঃ ৬।১।৬২)

অর্থাৎ অজামিলের যতটুকু ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল তাহার দ্বারা নিজের চেষ্টায় নিজ চিত্তকে সংযত করিবার যত্ন করিলেও, মদনবেগ-কম্পিত মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু সাধুসঙ্গ-প্রভাবে সাধুর উপদেশ-শ্রবণে প্রবল দুর্ভাসনাও দূরীভূত হইতে পারে। “সন্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।”

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাওয়া যায়,—

“কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাখি থায়।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈষ্ঠ পায় ॥

তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায়।

কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকটে যায় ॥” (মধ্য ২২।১৪-১৫)

শ্রীগৌর-পার্বদ ঠাকুর শ্রীনরোত্তমও বলিয়াছেন,—

“কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,

যদি হয় সাধুজন্যের সঙ্গ।”

সুতরাং সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় পূর্বক ঐকান্তিক হরিভজন করিলে, অনায়াসে ও আনুষ্ঙ্গিকভাবে বহিস্মুখ ইন্দ্রিয়গণ বহিস্মুখতা পরিত্যাগকরতঃ হরিভজনে নিযুক্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়শ্চেন্দ্রিয়স্তুার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়োর্ন বশমাগচ্ছন্তৌ হস্ত্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

অর্থ—ইন্দ্রিয়স্ত (ইন্দ্রিয়ের) ইন্দ্রিয়স্ত অর্থে (স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (রাগ এবং দ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যস্তাবী) (অতঃ—অতএব) তয়োঃ (তাহাদিগের) বশং ন আগচ্ছৎ (অধীন হইবে না) হি (যেহেতু) তৌ (রাগ ও দ্বেষ) অস্ত্য (পুরুষার্থ-সাধকের) পরিপস্থিনৌ (প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শত্রু) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব-বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ বিশেষ-ভাবে অবস্থিত আছে । অতএব তাহাদিগের অধীন হইবে না । যেহেতু পুরুষার্থ-সাধকের পক্ষে তাহারা পরম শত্রু ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদি বল,—ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয় স্বীকার করিলে জীবের অধিকতর বিষয়বন্ধনই সম্ভব, কর্মমুক্তি সম্ভব হইবে না, তবে শ্রবণ কর । বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয় । বিষয়ে যে রাগদ্বেষ, তাহাই জীবের পরম শত্রু । অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগদ্বেষকে বশীভূত করিবে ; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না । যে পর্য্যন্ত প্রাকৃত দেহ আছে, সে পর্য্যন্ত বিষয়-স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে । কিন্তু সেই সেই কার্যে দেহাত্মাভিমান-বশতঃ যে রাগদ্বেষ ঘটিয়া থাকে, তাহা থর্ব করিতে করিতে তুমি বিষয়বৈরাগ্য লাভ করিবে । বিষয়-সম্বন্ধে যে ভগবৎসম্বন্ধি রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্বীপক বস্তুতে বা কার্যে যে রাগ ও ভক্তিবিঘাতক বস্তু বা কার্যে যে দ্বেষ, তাহা দমন করিতে উপদেশ দিলাম না, কিন্তু আত্মসুখসম্বন্ধি রাগ ও দ্বেষকেই বশীভূত করিবার উপদেশ করিলাম, জানিবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবলদেব—নহু প্রকৃত্যধীনা চেৎ পুংসাং প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিবেধশাস্ত্রে ব্যর্থ ইতি চেত্তত্রাহ,—ইন্দ্রিয়শ্চেতি । বীপ্সয়া সর্বেষাং ইত্যুক্তম্ । ততশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনামর্থে বিষয়ে শব্দাদৌ কশ্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ বাগাদীনামর্থে

বচনাদৌ অনুকূলে শাস্ত্রনিষিদ্ধেহপি পরদার-সংভাষণ-তৎস্পর্শন্ ততোষণাদৌ
 রাগঃ প্রতিকূলে শাস্ত্রবিহিতেহপি সংসংভাষণ-সংসেবন-সন্তীর্থাগমনাদৌ দ্বেষ
 ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ চানুকূল্যপ্রতিকূল্যে ব্যবস্থয়া স্থিতৌ ভবতো
 ন অনিয়মেনেত্যর্থঃ । যতপি তদনুগুণা প্রাণিনাং প্রবৃত্তিস্তথাপি শ্রেয়োলিপ্সু-
 র্জনস্তয়ো রাগদ্বেষয়োর্বশং নাগচ্ছৎ । হি যস্মাক্তাবস্ত্য পরিপস্থিনৌ বিঘ্নকর্তারৌ
 ভবতঃ পাস্থশ্চেব দম্ব্য । এতদুক্তং ভবতি,—অনাদিকালপ্রবৃত্তা হি বাসনা
 নিষ্ঠানুবন্ধিত্ব-জ্ঞানাভাব-সহকৃতেনেষ্টসাধনত্বজ্ঞানেন নিষিদ্ধেহপি পরদার-সন্তা-
 ষণাদৌ রাগমুৎপাদ্য পুংসঃ প্রবর্তয়তি । তথেষ্টসাধনত্ব-জ্ঞানাভাবসহকৃতেনানিষ্ট-
 সাধনত্ব-জ্ঞানেন বিহিতেহপি সংসন্তাষণাদৌ দ্বেষমুৎপাদ্য ততস্তান্নিবর্তয়তি ।
 শাস্ত্রং কিল সংপ্রসঙ্গশ্চ তমনিষ্ঠানুবন্ধিত্ববোধনেন নিষিদ্ধান্মনোহনুকূলাদপি
 নিবর্তয়তি দ্বেষমুৎপাদ্য । ইষ্টানুবন্ধিত্ববোধনেন বিহিতে মনঃপ্রতিকূলেহপি
 রাগমুৎপাদ্য প্রবর্তয়তীতি ন বিধিনিষেধশাস্ত্রয়োর্বৈয়র্থ্যমিতি ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—যদি পুরুষের প্রবৃত্তি প্রকৃতির অধীন বলা হয়,
 তাহা হইলে বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হয়, ইহা বলা হইলে তজ্জগৎ
 বলা হইতেছে—“ইন্দ্রিয়শ্চেতি” । বীপ্সা (পুনঃপুনঃ অর্থে) সকলের ইহা বলা
 হইয়াছে । এইহেতু জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রোত্রাদির অর্থে—শব্দাদি বিষয়ে এবং
 কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের বাক্য প্রভৃতির অর্থে—বচনাদিতে, শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও
 অনুকূল হইলে পরের-স্ত্রীর প্রতি সংভাষণ, তাহাকে স্পর্শন ও তাহার
 তোষণাদিতে রাগ (আসক্তি) । শাস্ত্র বিহিত হইলেও, প্রতিকূলে—সতের সহিত
 সন্তাষণ, সজ্জনকে সেবা ও সন্তীর্থা গমনাদিতে দ্বেষ, এইপ্রকার রাগ ও
 দ্বেষের ব্যবস্থা অনুকূল ও প্রতিকূলভাবে ব্যবস্থিত হইলেও, কিন্তু ইহা
 অনিয়মের দ্বারা নহে, বুদ্ধিতে হইবে । যদিও তাহার অনুরূপ গুণগুলি
 প্রাণিদিগের প্রবৃত্তিমূলক তথাপি শ্রেয়ঃ-লাভেচ্ছু ব্যক্তি কখনও সেই
 রাগ ও দ্বেষের বশবর্তী হইবে না । নিশ্চিত বলা যায় যে—যেই হেতু সেই রাগ
 ও দ্বেষ ইহার পরিপন্থী, বিঘ্নকর্তা, পথিকের দম্ব্যর মত হয় । ইহার দ্বারা
 এই বলা হইতেছে, যেমন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত বাসনাই নিষ্ঠানুবন্ধিত্ব-
 সহকারে জ্ঞানের অভাব-সহকৃত ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের দ্বারা নিষিদ্ধ হইলেও
 পরদার-সন্তাষণাদিতে পুরুষের অনুরাগ উৎপাদন করিয়া, প্রবর্তিত করে ।
 তেমন ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞানাভাব-সহকৃত অনিষ্টসাধনমূলক জ্ঞানের দ্বারা

বিহিত হইলেও, সংসজ্ঞাষণাদিতে, দ্বেষ উৎপাদন করিয়া, তাহা হইতে তাহাদিগকে নিবর্তিত করে। শাস্ত্র-বাক্য নিশ্চিতই সংপ্রসঙ্গেই শ্রুত হইয়া অনিষ্টের অনুবন্ধিত্ব বোধেরদ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায়, মনের অনুকূল হইলেও দ্বেষ উৎপাদন করিয়া নিবর্তিত করে। ইষ্টের অনুবন্ধিত্ব-বোধের দ্বারা বিহিত বিষয় মনের প্রতিকূলমূলক হইলেও, রাগ উৎপাদন করিয়া, প্রবর্তিত করে, এই কারণেই বিধি ও নিষেধ-শাস্ত্রের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয় না ॥ ৩৪ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি একরূপ পূর্বপক্ষ করেন যে, মানুষের বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তি যদি প্রকৃতির অধীন জন্মান্তরীয় সংস্কারের অনুগামী হয়, তাহা হইলে বিধিনিষেধ-প্রতিপাদক-শাস্ত্রও বার্থ হয়। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব-বিষয়ে স্বভাবতঃ অনুরাগ ও বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। যদি বিষয় ইন্দ্রিয়ের বাসনানুযায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাতে প্রবল অনুরাগ জন্মে আর যদি তাহা বাসনার বিরোধী হয়, তাহা হইলে সে-বিষয়ে বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে-বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তাহা যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধও হয়, তাহা হইলেও মানুষ তাহা হইতে নিরস্ত হইতে পারে না। আর যে-বিষয়ে মানুষের দ্বেষ-ভাব থাকে, তাহা যদি শাস্ত্র-বিহিতও হয়, তাহা হইলে, মানুষ সেই দ্বেষ ত্যাগ করিতে পারে না। বিষয়-সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ ও বিদ্বেষ কোন নিয়মের অধীন নহে। এই রাগ এবং দ্বেষই জীবের পরম শত্রু। অতএব শ্রেয়ঃকামী মানবের এই রাগ ও দ্বেষকে জয় করাই কর্তব্য। বিষয়ে রাগ ও দ্বেষই যাবতীয় অনর্থের মূল জানিয়া কদাচ তাহার বশীভূত হওয়া উচিত নহে।

একমাত্র শাস্ত্রীয় জ্ঞানরূপ সংপ্রসঙ্গের সহায় না পাইলে, ইহা দমনের বা যথোপযুক্ত ব্যবহারের অল্প উপায় নাই। সাধুসঙ্গে শাস্ত্রীয় জ্ঞান জন্মিলেই, মানুষের হিতাহিত বোধ জন্মিবে। যে অজ্ঞান বা অবিজ্ঞানিত নানাবিধ দুর্ব্বাসনা অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইবে। কৃষ্ণ-বহিস্মুখতাই যাবতীয় অজ্ঞান বা অবিজ্ঞার মূল। ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব-সাধুর কৃপায় শাস্ত্র শ্রবণ হইলে, শুধু বিষয়-জনিত রাগ ও দ্বেষ দূরীভূত হয়, তাহা নহে, জীবের কৃষ্ণবিমুখতা-রূপ মূলব্যাধি নিরাময় হইয়া হরিভজনরূপ স্বাস্থ্য লাভ ঘটে। তখন দেখা যাইবে যে, রাগ ও দ্বেষ বিষয়াভিমুখী হইয়া যেমন অধঃপাতিত করিয়াছিল, সাধু-শাস্ত্রের কৃপায়

তাহা পরিবর্তিত হইয়া হরিভজনে রাগ ও তৎপ্রতিকূলে দ্বেষ প্রকাশ-
করতঃ মিত্রতার কার্য্য করিতেছে ।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন,—

“কাম কৃষ্ণকর্ম্মপণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা ।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

“সাধু-শাস্ত্র রূপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥”

সুতরাং বিধিনিষেধ-প্রতিপাদক-শাস্ত্র বার্থ্য নহে । তবে শাস্ত্রের অর্থ অবগত
হইতে হইলে, প্রকৃত সাধুসঙ্গ আবশ্যক ॥ ৩৪ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ অনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্থ—স্বঅনুষ্ঠিতাৎ (স্বঠুরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম অপেক্ষা)
বিগুণঃ (অপি) (অঙ্গহীন হইলেও) স্বধর্ম্মঃ (স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম)
শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) । স্বধর্ম্মে (ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদিরূপ ধর্ম্মে) নিধনং (মরণ)
শ্রেয়ঃ (ভাল), পরধর্ম্মঃ (পর ধর্ম্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সর্বাদীনভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন
হইলেও স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ । স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠানকারীর মরণও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়সঙ্কুল ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব নিকাম মদর্পিত কর্ম্মযোগ-বিচারে বদ্ধ-
জীবের পক্ষে বিগুণ স্বধর্ম্মও ভাল, আর উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও পরধর্ম্ম
ভাল নয় । স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করিবার পূর্বেই
যদি মরণ হয়, তাহাও মঙ্গলজনক ; যেহেতু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয়
হয় না । তবে নিগুণ-ভক্তি উপস্থিত হইলে আর স্বধর্ম্ম-ত্যাগে কোন
আপত্তি হয় না ; যেহেতু তখন জীবের নিত্যধর্ম্মই স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়,
ঐপাখিক স্বধর্ম্ম তখন পরধর্ম্ম হইয়া পড়ে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবলদেব—নহু স্বপ্রকৃতিনির্ম্মিতাং রাগদ্বেষময়ীং পশ্বাদিসাধারণীং
প্রবৃত্তিং বিহায় শাস্ত্রোক্তেষু ধর্ম্মেষু বর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্ । ধর্ম্মহৃদ্বিগুণকৌ তাদৃশ-
প্রবৃত্তিনিবর্ত্তেত ; ধর্ম্মাশ্চ যুদ্ধাদিবদহিংসাদয়োহপি শাস্ত্রোপগোক্তাঃ । তস্মাদ্রাগ-

দ্বেষরাহিত্যেন কৰ্ত্তুমশক্যাদযুদ্ধাদেৱহিংসাশীলোজ্জ্বলক্ষণো ধৰ্ম উত্তম ইতি চেত্তব্রাহ,—শ্ৰেয়ানিতি । যন্ত বৰ্ণশ্ৰামশ্চ চ যো ধৰ্মঃ বেদেন বিহিতঃ স চ বিগুণঃ কিঞ্চিদঙ্গবিকলোহপি স্বস্থিতিতঃ সৰ্বদাঙ্গোপসংহাৰেণাচরিতাদপি পরধৰ্মাৎ শ্ৰেয়ান্ । যথা ব্রাহ্মণশ্চাহিংসাদিঃ স্বধৰ্মঃ ক্ষত্রিয়শ্চ চ যুদ্ধাদিঃ । ন হি ধৰ্মো বেদাতিরিক্তেন প্রমাণেন গম্যতে, চক্ষুৰ্ভিন্নেন্দ্রিয়েণেব রূপম্ । যথাহ জৈমিনিঃ ;—“চোদনালক্ষণো ধৰ্মঃ” ইতি । তত্র হেতুঃ—স্বধৰ্মে নিধনং মরণমপি শ্ৰেয়ঃ প্রত্যবায়াতাবাৎ পরজন্মনি ধৰ্মাচরণসম্ভবাচ্ছেষ্টসাধক-মিত্যর্থঃ । পরধৰ্মস্ত ভয়াবহোহনিষ্টজনকঃ, তং প্রত্যবিহিতত্বেন প্রত্যবায়-সম্ভবাৎ । ন চ পরশুরামে বিশ্বামিত্রে চ ব্যভিচারঃ,—তয়োস্তত্তৎকুলোৎ-পন্নাবপি তত্তচ্চোকুমহিন্মা তৎকৰ্মোদয়াৎ । তথাপি বিগানং কষ্টঞ্চ তয়োঃ স্মৰ্য্যতে । অতএব দ্রোণাদেঃ ক্ষাত্রধৰ্মোহসকৃদবিগীতঃ । নহু দৈবরাত্যাদেঃ ক্ষত্রিয়শ্চ পারিব্রাজ্যং ক্ষয়তে, ততঃ কথমহিংসাদেঃ পরধৰ্মত্বমিতি চেৎ, সত্যম্ ; পূৰ্বপূৰ্বাশ্রমধৰ্মৈঃ ক্ষীণবাসনয়া পারিব্রাজ্যাধিকারে সতি তং প্রত্য-হিংসাদেঃ স্বধৰ্মত্বেন বিহিতত্বাৎ । অতএব স্বধৰ্মে স্থিতশ্চেতি যোজ্যতে ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—স্বীয় প্রকৃতি-নির্মিত রাগ ও দ্বেষময়ী পশ্বাদি সাধারণ প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত ধৰ্মকাৰ্য্যেই নিরত থাকিবে, ইহা বলা হইয়াছে । ধৰ্মের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে, তাদৃশ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয় । ধৰ্ম-কাৰ্য্য যুদ্ধাদির মত অহিংসা প্রভৃতিও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । অতএব রাগ ও দ্বেষশূন্য হইয়া করিতে অসম্ভব বলিয়া, যুদ্ধাদি হইতে অহিংসা, শীলোজ্জ-বৃত্তিরূপ লক্ষণ ধৰ্ম উত্তম, ইহা যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—‘শ্ৰেয়ানিতি’ । যেই বর্ণ ও আশ্রমের যেই ধৰ্ম বেদের দ্বারা বিধান করা হইয়াছে, তাহা যদি বিগুণ অর্থাৎ কিছু কিছু অঙ্গবৈকল্য হইয়াও অনুর্ত্তিত হয়, তাহাও সৰ্বদাঙ্গীন উপসংহারের সহিত সূচু আচরিত পরধৰ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যেমন ব্রাহ্মণের অহিংসাদি স্বধৰ্ম, তেমন ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি স্বধৰ্ম । ধৰ্ম কি ? তাহা বেদাতিরিক্ত প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হয় না, যেমন চক্ষু-ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ প্রমাণিত হয় না তেমন, যেই রকম জৈমিনি বলিয়াছেন—“প্রেরণালক্ষণই ধৰ্ম” ইতি । তাহার হেতু—স্বধৰ্মে নিধন অর্থাৎ মরণও শ্ৰেয়ঃ । কারণ তাহাতে কোন প্রত্যবায় বা পাপ নাই । পরজন্মেতে ধৰ্মাচরণ সম্ভব বলিয়া ইহা ইষ্টসাধনতামূলক । পরধৰ্ম কিন্তু

অতিশয় ভয়াবহ অর্থাৎ অনিষ্টজনক। প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপ সম্ভব হয় বলিয়া তাহা অবিহিত। পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রেতে ইহার ব্যভিচার বলা যায় না। কারণ তাঁহাদের দুইজনের নিজ নিজ কুলোৎপন্ন সেই সেই কুলগত প্রচুর ধর্ম-মহিমার দ্বারাই সেই সেই (হিংসাদি) কার্য্য করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের বিগান অর্থাৎ নিন্দা ও কষ্টের কথা স্মরণ হয়। অতএব দ্রোণাদির ক্ষত্রিয়ধর্ম পুনঃ পুনঃ বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত। প্রশ্ন—দৈব-রাত্যাদি-ক্ষত্রিয়ের পরিব্রাজকতার কথা শুনা যায়। অতএব কিরূপে অহিংসাদির পরধর্মত্ব? ইহা বলিলে, তদুত্তরে বলা হইতেছে, ইহা সত্য; পূর্বপূর্ব আশ্রম-ধর্মের দ্বারা বাসনার ক্ষীণ হওয়ায়, পরিব্রাজক-ধর্মে অধিকারী হইলে, তাহার প্রতি অহিংসাদির স্বধর্মত্ব বিধান আছে। অতএব স্বধর্মে স্থিতের ইহা সংযোজিত হইল ॥ ৩৫ ॥

অনুভূষণ—যদি বল, স্বীয় প্রকৃতি-অনুযায়ী স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষময়ী পশু-সাধারণী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রোক্ত ধর্মে অবস্থিত হওয়াই কর্তব্য। তাহা হইলে ধর্ম-আচরণে চিন্তাশুদ্ধি হয় এবং তাদৃশ প্রবৃত্তি লোপ পায়। যুদ্ধাদির ত্রায় অহিংসাদিও শাস্ত্রে ধর্মরূপে উক্ত হইয়াছে। স্মৃতরাং রাগ-দ্বেষ রহিত হইয়া যুদ্ধাদি করিতে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে অহিংসা-ধর্মাবলম্বনে শিলোঙ্ক-বৃত্তি-দ্বারা জীবন ধারণই উত্তম, তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন।

যে বর্ণ ও যে আশ্রমের প্রতি যে ধর্ম বেদের দ্বারা বিহিত, তাহাই তাহার স্বধর্ম। সেই স্বধর্ম পালনে যদি কোন ত্রুটি বা অঙ্গহানি জনিত বৈগুণ্য ঘটে, তাহাও শ্রেয়ঃ; তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট-সম্পন্ন পরধর্ম অর্থাৎ বর্ণাস্তরের বা আশ্রমাস্তরের অনুষ্ঠেয়-ধর্ম কখনই অবলম্বন করা বিধেয় নহে। কারণ বেদ-বিহিত ধর্মই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। সেই অপৌরুষেয় বেদ-বাক্যে অহিংসাদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম ও যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বেদাতিরিক্ত বাক্যকে প্রমাণরূপে স্বীকার করা উচিত নহে। যেমন চক্ষু দ্বারাই রূপ দর্শন হয়; অণু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা হয় না। জৈমিনিও বলেন,—“চোদনা-লক্ষণই ধর্ম”। সে-স্থলে স্বধর্ম-পালনের দ্বারা যদি অচিরে মৃত্যুও হয়, আর পরধর্ম-পালনে যদি সুদীর্ঘ কাল জীবিত থাকাও যায়, তাহা হইলেও পরধর্ম পরিবর্জন করিয়া, স্বধর্ম পালনই করা উচিত। কারণ তাহাতে কোন

প্রত্যবায় বা পাপ নাই, বরং ক্রমপন্থায় পরজন্মে ধর্মাচরণ পূর্বক ইষ্ট-সাধন করা যাইবে। কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ কারণ উহাতে প্রত্যবায় বা পাপের সম্ভাবনা থাকায়, পরকালে নরকাদি প্রাপ্তির কারণ হইতে পারে বলিয়া, অনিষ্টজনক ও ভয়াবহ। কাজেই হিংসাত্মক-যুদ্ধাদি অপেক্ষা শিল ও উজ্জ্বল বৃত্তির দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করা শ্রেয়স্কর, একথা বিহিত বা সঙ্গত নহে। কারণ স্বধর্ম-ত্যাগ কখনও বিধেয় নহে।

পরশুরাম ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন ও বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের গ্ৰায় ব্যবহার করিয়া-ছিলেন; তাঁহাদের অপারিসীম শক্তি ও তেজঃপ্রভাবে তাঁহারা তাদৃশ কার্য্য সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তজ্জন্ম তাঁহাদের যথেষ্ট অপযশ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। দ্রোণাদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার সর্বত্র বারম্বার নিন্দিত হইয়া থাকে। দৈবরাতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজার পরিব্রাজক অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের প্রসঙ্গ শ্রুত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব পূর্ব আশ্রম-ধর্মের বিহিত পালনের দ্বারা ক্ষীণপাপ হইয়া, সেই অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বধর্মে থাকিয়া যাহাতে পাপ ক্ষয় হয়, তাহাই সাধারণের পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা। এই উপায় অবলম্বনকরতঃ ক্রমশঃ নিকাম-মদর্পিত কর্মযোগ আশ্রয় করিতে পারিলে মঙ্গল হয়। অবশ্য যাহারা ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় নিগুণা ভক্তি লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যক্ত হইলে প্রত্যবায় নাই, পরন্তু বিধিই। যেমন পাওয়া যায়,—

“এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।

অকিঞ্চন হইয়া লয় কুণ্ঠকশরণ ॥”

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ তাঁহার টীকায় শ্রীমদ্ভগবতের এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন;—

“বিধর্মঃ পরধর্মশ্চঃ আভাস উপমাচ্ছলঃ।

অধর্ম-শাখাঃ পঞ্চমা ধর্মজ্যোত্ধর্মবৎ ত্যজেৎ ॥” (৭।১৫।১২)

বিপ্রেয় যে যে বৃত্তির দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিবার ব্যবস্থা ধর্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে উজ্জ্বল ও শিল ঋতবৃত্তি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত। (মনুসংহিতা) ॥ ৩৫ ॥

অৰ্জুন উবাচ,—

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্ছ্যে বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন)—অথ (অনন্তর) বাঞ্ছ্যে ! (হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণ !) অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা না থাকিলেও) অয়ং পুরুষঃ (এই পুরুষ) কেন (কাহাকর্তৃক) প্রযুক্ত (সন্) (প্রেরিত হইয়া) বলাৎ (বলপূর্বক) নিয়োজিতঃ ইব (যেন নিয়োজিতের ন্যায়) পাপং চরতি (পাপ করে ?) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অৰ্জুন বলিলেন—অতঃপর হে বাঞ্ছ্যে ! ইচ্ছা না করিলেও এই পুরুষ কাহাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া যেন বলপূর্বক নিয়োজিতের ন্যায় পাপ করে ? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এতাবৎ শ্রবণ করত অৰ্জুন কহিলেন,—হে বাঞ্ছ্যে ! কাহা-কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া, জীব স্বীয় ইচ্ছার বিপরীত হইলেও বাধ্য হইয়া পাপ আচরণ করে ? আপনি কহিয়াছেন যে, জীব—নিত্যশুদ্ধ চিৎস্বরূপ, সমস্ত জড়গুণ ও জড়-সম্বন্ধ হইতে পৃথক এবং জড়-জগতে পাপ আচরণ করা জীবের স্বীয় স্বভাব নয় । কিন্তু দেখা যায় যে, সর্বদাই জীবগণ পাপ আচরণ করিতেছে । অতএব আপনি আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন যে, কে জীবকে পাপে রত করে ? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—ইন্দ্রিয়স্বেত্যাদৌ শাস্ত্রনিষিদ্ধেহপি পরদারসম্ভাষণাদৌ রাগো ব্যবস্থিত ইতি যদুক্তং তত্রার্জুনঃ পৃচ্ছতি,—অথ কেনেতি ! হে বাঞ্ছ্যে, বৃষ্ণিবংশোদ্ভব !—“ভুতাদিভাষেতি চক্ ।” অয়ং জ্ঞানযোগায়োদ্যতঃ পুরুষো জীবঃ কেন প্রযোজকেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতঃ পাপং চরতি নিষেধশাস্ত্রার্থজ্ঞানাৎ তচ্চরিত-মনিচ্ছন্নপি । বলাদিবেতি । প্রযোজকেচ্ছাপন্নতয়া প্রযোজ্যেহপীচ্ছা প্রজায়তে । স কিমীশ্বরঃ, পূর্বসংস্কারো বা ? তত্রাতঃ—সাক্ষিত্বাৎ কারুণিকত্বাচ্চ ন পাপে প্রেরকঃ, ন চ পরো জড়ত্বাদিতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—“ইন্দ্রিয়স্ব” ইত্যাদিতে পরস্পর প্রতি সম্ভাষণাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও অনুরাগ দেখা যায়, এইরূপ যে বাক্য বলা হইয়াছে ; সেই সম্পর্কে অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—‘অথ কেনেতি’ । হে বাঞ্ছ্যে, বৃষ্ণিবংশসমুদ্ভূত ।

“ভূতাদিভ্যশ্চেতি” পাণিনিমুত্রে চ্চ প্রত্যয়। এই জাতীয় জ্ঞানযোগের জন্য উত্তম পুরুষ জীব কাহার দ্বারা প্রযোজিত প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রেরিত হইয়া পাপাচরণ করে? নিষেধ-শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও অনিচ্ছাবশতঃ পাপাচরণ করে। ‘বলাদিবেতি,’ প্রযোজকের (প্রবর্তকের) ইচ্ছাবশতঃ প্রযোজ্য কর্তারও ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। তিনি কি ঈশ্বর? অথবা পূর্বসংস্কার? প্রথমপক্ষে সাক্ষিত্ব ও কারুণিকত্বহেতু (ঈশ্বর) পাপের প্রেরক হন না। পরেরটীও (পূর্বসংস্কারও) জড়ত্ব হেতু প্রেরক নহে। ইহা প্রশ্নের অর্থ ॥ ৩৬ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের এতাবৎ কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন একটা প্রশ্নের অবতারণা করিতে গিয়া, হে বাৰ্হস্পেয়! বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই সম্বোধনের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতামহকূলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহার পরমাত্মীয়; কখনই উপেক্ষার পাত্র নহেন।

মায়াবদ্ধ জীব শাস্ত্রনিষিদ্ধ-ব্যাপারে স্বভাবতঃ অনুরাগী হইয়া পড়ে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ে উদ্যোগী পুরুষ নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, যেন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া, বলপূর্বক নিয়োজিতের ন্যায় পাপাচরণ করে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই প্রযোজক কর্তা কে? জীবের অন্তর্যামীর প্রেরণায় এই কার্য ঘটে? না জীবের পূর্ব সংস্কারবশতঃ ইহা ঘটয়া থাকে? শ্রীভগবান্ অন্তর্যামীরূপে কেবল সাক্ষিস্বরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং তিনি মহাকারুণিক সুতরাং তাঁহার পক্ষে জীবকে পাপ-কার্যে প্রেরণা দেওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন কর্মসংস্কারও তো জড়। সে তো কাহাকেও প্রেরণা দিতে পারে না। সুতরাং কোন্ অপরিজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে জীব স্বীয় অনিচ্ছাসত্ত্বে পাপে প্রবর্তিত হয়, ইহাই অর্জুনের প্রশ্নের তাৎপর্য ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপন্য বিদ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—ভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)—রজঃ গুণ সমুদ্ভবঃ (রজগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ (ছুস্পূরণীয়) মহাপাপন্য (অত্যাশ্র) এষঃ কামঃ (এই

কাম) এষঃ ক্রোধঃ (এই ক্রোধ) ইহ (মুক্তিপথে) এনম্ (কামকে) বৈরিণং (শত্রু) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র এই কাম ও ক্রোধ—ইহাকে মোক্ষপথে জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন,—অৰ্জুন ! রজোগুণ-সমুদ্ভূত-কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয় । ‘কাম’—প্রাক্তনবাসনা-হেতুক বিষয়াভিলাষ ; কামই অবস্থা-ভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ‘ক্রোধ’ হয় । কাম রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং যখন অভিলাষ-সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, তখন তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া ক্রোধ হইয়া পড়ে । কাম—অতিশয় উগ্র এবং সর্বভুক্ ; জ্ঞানযোগে কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবলদেব—তত্রাহ ভগবান্,—কাম ইতি । কামঃ প্রাক্তনবাসনাহেতুকঃ শব্দাদিবিষয়কোহভিলাষঃ পুরুষং পাপে প্রেরয়তি তদনিচ্ছুমপি সোহস্ত প্রেরক ইত্যর্থঃ । নষতিচারাদৌ ক্রোধোহপি প্রেরকো দৃষ্টঃ স চেন্দ্রিয়শ্চেত্যাদৌ ভবতাপি পৃথগুক্ত ইতি চেৎ, সত্যম্ ; ন স তস্মাৎ পৃথক্, কিস্তেষ কাম এব কেনচিচ্ছেতনেন প্রতিহতঃ ক্রোধো ভবতি । দুঃখমিবান্নেন যুক্তং দধি ;—কামজয় এব ক্রোধজয় ইতি ভাবঃ । কীদৃশঃ কাম ইত্যাহ,—রজোগুণেতি । সম্ভবদ্বা রজসি নির্জিতে কামো নির্জিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ । ন চাপেক্ষিত-প্রদানেন কামস্ত নিবৃত্তিরিত্যাহ,—মহাশন ইতি । “যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ । নালমেকস্ত তৎসৰ্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥” ইতি স্মরণাৎ । ন চ সান্না ভেদেন বা সা বশীভবেদিত্যাহ,—মহাপাপেতি । যোহত্যাগ্রো বিবেকজ্ঞানবিলোপেন নিষিদ্ধেহপি প্রবর্তয়তি । তস্মাদিহ জ্ঞানযোগে এনং বৈরিণং বিদ্ধি তথা চ দানাভিপ্রীভিরুপায়ৈঃ সন্ধাতুমশক্যত্বাদক্ষ্যমাণেন দণ্ডেন স হস্তব্য ইতি ভাবঃ । ঈশ্বরঃ কৰ্ম্মান্তরিতঃ পৰ্জন্তবৎ সৰ্বত্র প্রেরকঃ । কামস্ত স্বয়মেব পাপপ্লাগ্রে ইতি তথোক্তম্ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই সম্পর্কে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—‘কামইতি’ । কাম—পূর্বজন্মের বাসনা-হেতু শব্দাদিবিষয়ক অভিলাষই পুরুষকে (জীবকে) পাপে প্রেরিত করে । সেই দিকে ইচ্ছা না থাকিলেও কাম ইহার প্রেরক ।

প্রশ্ন—অভিচারাди কার্য্যেতে ক্রোধও প্রেরক দেখা যায়, তাহা ‘ইন্দ্রিয়স্র’ ইত্যাদিতে আপনাব দ্বারা পৃথকভাবে বলা হইয়াছে, ইহা যদি বলা যায়, তবে তাহা সত্য ; কিন্তু সে তাহা হইতে পৃথক নহে, কিন্তু এই কামই যদি কোন চেতন কর্তৃক বাধা পায়, তবে ক্রোধ হয়। অগ্নের দ্বারা যুক্ত দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ। কামের জয়ই ক্রোধের জয়, ইহাই ভাবার্থ। কিরূপ কাম? ইহা বলিতেছেন—‘রজোগুণেতি, । সত্ত্ব-গুণের বৃদ্ধি হইলে রজোগুণকে নির্জিত করা যায় ; তবেই কামকে জয় করা যাইতে পারে, ইহাই প্রকৃত অর্থ। কিন্তু প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিলে কামের কখনও নিবৃত্তি হয় না—ইহাই বলা হইতেছে—‘মহাশন’ ইতি “পৃথিবীতে ব্রীহি, যব, স্বর্ণ, পশু ও স্ত্রীলোক এই সমস্ত একজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, ইহা জানিয়া, শান্ত হওয়া উচিত।” ইহা স্মৃতিতে আছে। কিন্তু সামবাক্য ও ভেদনীতির দ্বারা সে বশীভূত হইবে না, ইহাই বলা হইতেছে—‘মহাপাপেনুতি’ । সে অতিশয় উগ্র-ভাবাপন্ন হইয়া, বিবেকজ্ঞান লোপের দ্বারা নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবর্তিত করে। সেই হেতু এই জ্ঞানযোগে ইহাকে বৈরী বলিয়া জানিবে। সেইরকম দান, ভেদ, সাম এই তিন উপায়ের দ্বারা নিবর্তিত করা সম্ভব নহে বলিয়া, তাহাকে বক্ষ্যমাণ দণ্ড প্রদানের দ্বারাই বধ করা উচিত। ইহাই প্রকৃত ভাবার্থ। ঈশ্বর কৰ্ম্মানুসারে মেঘের ন্যায় সর্বত্র প্রেরক হন। কাম কিন্তু নিজেই পাপাত্মক কার্য্যে, ইহা বলা হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

অনুভূষণ—পূর্বশ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবকে কে পাপে প্রেরণা দেয়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, প্রাক্তন বাসনানুযায়ী রজোগুণ-সমুদ্ভূত বিষয়াভিলাষাত্মক কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্ত করায়। এই কামই আবার প্রতিহত হইলে তমোগুণাশ্রয়ে ক্রোধে পরিণত হইয়া, অভিচারাди-কার্য্যের প্রেরক হয়। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, অগ্নিযোগে দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয়। তবে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির দ্বারা রজোগুণ জয় করিতে পারিলে, কামের জয় হয় এবং কাম জয় হইলেই ক্রোধ জয় হইয়া থাকে।

কেহ যদি মনে করেন যে, কামের অভিপ্রেত দ্রব্য প্রদানের দ্বারা তো কাম জয় হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন, তাহা সম্ভব নহে, কারণ কাম দুস্পূরণীয়।

যেমন স্মৃতিতে পাওয়া যায়,—পৃথিবীতে যত দ্রব্য আছে, তাহা সব একজনকে দিলেও, তাহার কাম পূর্ণ হইবে না।

শ্রীমদ্ভগবতেও পাওয়া যায়,—

“যৎ পৃথিব্যাং বীহিষবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।

ন দুহ্যস্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্ত তে ॥”

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।

হবিষা কৃষ্ণবাত্মৈব ভূয়ো এবাভিবৰ্দ্ধতে ॥”

(৯।১৯।১৩।১৪)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরুতে লিখিয়াছেন,—

“অনিত্য জড়ীয় কাম, শাস্তিহীন অবিজ্ঞাম ;

নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ ॥”

আরও লিখিয়াছেন,—

“একরাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কাল চাও,

সৰ্ব্ব রাজ্য কর' যদি লাভ ।

তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,

ছাড়ি' চা'বে ব্রহ্মার প্রভাব ॥”

স্বতরাং কামের অপেক্ষিত বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ সামর্থ্যের অতীত। কেহ যদি বলেন যে দানের দ্বারা না হইলে, সাম ও ভেদনীতির দ্বারা তো বশীভূত করা যাইতে পারে। তদন্তরে বলিয়াছেন,—কাম অতিশয় উগ্র। সে পুরুষের বিবেকবুদ্ধি লোপকরতঃ নিষিদ্ধ ব্যাপারেও প্রবর্তিত করে। স্বতরাং সাম, দান ও ভেদনীতির দ্বারা যখন কামকে স্ববশে আনা যায় না, তখন দণ্ডনীতি প্রয়োগের দ্বারা তাহাকে নাশ করা কর্তব্য। এ বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিলেন, ইহাকে বৈরী বলিয়া জানিবে।

শ্রীভগবান্ সৰ্ব্ব জীবের অন্তরে থাকিয়া মেঘের গ্ৰায়, জীবকে কৰ্ম্মানুসারে ফল প্রদান করেন ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ ।

যথোদ্বেনাবৃত্তো গৰ্ভস্তথা তেনেদমাবৃত্তম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—যথা (যে প্রকার) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমের দ্বারা)

আব্রিয়তে (আবৃত থাকে), আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন (ময়লার দ্বারা) চ (এবং) যথা (যে প্রকার) উষ্মেন (জরায়ু দ্বারা) গর্ভঃ (গর্ভ) আবৃতঃ (আবৃত থাকে) তথা (সেই প্রকার) তেন (কাম দ্বারা) ইদম্ (জগৎ) আবৃতম্ (আবৃত থাকে) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যে প্রকার ধূমের দ্বারা অগ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেই প্রকার কামের দ্বারা এই জগৎ আচ্ছন্ন থাকে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই কামই এই জগৎকে কোন-স্থলে কিঞ্চিৎ শিথিল-রূপে, কোন-স্থলে গাঢ়রূপে এবং কোন-স্থলে অত্যন্ত গাঢ়রূপে আবৃত করিয়াছে। উদাহরণ-স্থল দিয়া বলি, শ্রবণ কর। ধূমাবৃত বহির্গায় জীব-চৈতন্য কামকর্তৃক কিয়ৎপরিমাণে শিথিলরূপে আবৃত থাকায় ভগবৎস্মরণাদিকার্য্য করিতে পারে। এ-স্থলে মুকুলিত-চেতনরূপেই নিষ্কামকর্ম্মযোগাশ্রিত জীবের অবস্থিতি। মলাচ্ছন্ন আদর্শের গায় জীবচৈতন্য কামকর্তৃক গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া নররূপে অবস্থিতি করিয়াও পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে না। এ-স্থলে সঙ্কোচিত-চেতনস্বরূপে নিতান্ত নৈতিক ও নাস্তিকাদি জীবগণের অবস্থিতি; তাহারা—পশুপক্ষি-তুলা। উষ্মদ্বারা আবৃত গর্ভের গায় জীব-চৈতন্য কাম-কর্তৃক অতি-গাঢ়রূপে আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষাদিরূপে অবস্থিতি করে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবলদেব—মৃদুমধ্যতীব্রভাবেন ত্রিবিধস্ত কামস্ত ধূমমলোষনেতি ক্রমেণ দৃষ্টান্তানাহ,—ধূমেনেতি। যথা ধূমেনাবৃতোহনুজ্জলোহপি বহিরৌষাদিকং কিঞ্চিৎ কৰোতি মলেনাবৃতো দর্পণঃ স্বচ্ছতা-তিরোধানাং প্রতিবিধং ন শক্নোতি গ্রহীতুমুষ্মেন জরায়ুণাবৃতো গর্ভস্ত পাদাদিপ্রসারং ন শক্নোতি কর্ত্বুং ন চোপ-লভ্যতে, তথা মৃদুনা কামেনাবৃতং জ্ঞানং কথঞ্চিৎ তদ্বার্থং গ্রহীতুং শক্নোতি মধোনাবৃতং ন শক্নোতি। তীব্রেনাবৃতস্ত প্রসর্ত্বুগপি ন শক্নোতি, ন চ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—মৃদু, মধ্য ও তীব্রভেদে কামের ত্রিবিধিত্ব ধূম, দর্পণ ও উষ্ম (জরায়ু) দ্বারা ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত বহির উজ্জলতা না থাকিলেও বহির উষ্ণতাদি কিছু কিছু সম্ভব হয়। মল অর্থাৎ ময়লার দ্বারা আবৃত দর্পণের স্বচ্ছতা-তিরোধান হয় বলিয়া দর্পণ যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণে সক্ষম হয় না, উষ্ম অর্থাৎ জরায়ুর দ্বারা আবৃত গর্ভ (গর্ভস্থিত

শিশুর) পাদাদির প্রসার—চালনা সম্ভব হয় না, সেইরূপ মূঢ়—সামান্য কামের দ্বারা আবৃত-জ্ঞান কিছু কিছু তদ্বার্থজ্ঞান গ্রহণে সক্ষম হয় । মধ্যের দ্বারা অর্থাৎ দর্পণের ময়লার মত জ্ঞান আবৃত হইলে, তদ্বার্থ গ্রহণে অক্ষম, এইরূপ তীব্র অর্থাৎ জরাযুর মত তীব্রভাবে জ্ঞান আচ্ছন্ন হইলে, তাহার প্রসার কখনও সম্ভব হয় না অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতীতির লেশ মাত্রও হয় না ॥ ৩৮ ॥

অনুভূষণ—পূর্বশ্লোকে কামকে শত্রু বলিয়া নির্ণয়করতঃ, উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের শত্রু নহে, সকলেরই শত্রু তাহা নির্দ্ধারণ পূর্বক মূঢ়, মধ্য ও তীব্র ভেদ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন ।

মূঢ়র উদাহরণ,—স্থূল ধূমাবৃত বহি, মধ্যের উদাহরণ—মলাবৃত দর্পণ, আর তীব্রের উদাহরণ—জরাযুর দ্বারা আবৃত গর্ভ, (অর্থাৎ শিশু) । এস্থলে বিশেষ লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, সকলের কাম সমান নহে । যাহার কাম মূঢ় অর্থাৎ ধূমাবৃত বহির ন্যায়, তাহার পক্ষে শ্রীভগবানের তদ্বাদিগ্রহণ ও স্মরণাদি কিছু সম্ভব হয় । যেমন বহি ধূমাবৃত হইলেও তাহার উষ্ণতাদি গুণ কিছু থাকে । আর যাহার কাম মধ্য অর্থাৎ মলাবৃত দর্পণের ন্যায়, তাহার পক্ষে ভগবৎ-স্মরণাদি সম্ভবপর নহে, যেমন দর্পণ ময়লার দ্বারা আবৃত হইলে, সে আর প্রতি-বিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না । কিন্তু ময়লা দূর করিতে পারিলে, শক্তি প্রকাশ পায়, কারণ স্বরূপতঃ তাহার শক্তি নষ্ট হয় না । আর যাহার কাম তীব্র অর্থাৎ জরাযুর দ্বারা আবৃত-গর্ভের ন্যায় তাহার পক্ষে কোন জ্ঞানের প্রতীতিই থাকে না ; যেমন গর্ভস্থ-শিশুর পাদ-প্রসারণাদি সম্ভবপর নহে ॥ ৩৮ ॥

আবৃত্তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুস্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিদিগের) নিত্য বৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) দুস্পূরেণ (দুস্পূরণীয়) অনলেন চ (ইব) (অনলের ন্যায়) কামরূপেণ (কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেকজ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হয়) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয় ! জ্ঞানিগণের চিরশত্রু এই দুস্পূরণীয় অনলের ন্যায় কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা বিবেকজ্ঞান আবৃত হয় ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই কামই জীবের 'অবিজ্ঞা'; তাহাই জীবের দুর্ব্বার

অগ্নিপ্রায় নিত্যবৈরী ; সেই কামই জীবচৈতন্যকে আবৃত করে । আমি ভগবান্ যেমন চিৎপদার্থ, জীবও তদ্রূপ চিৎপদার্থ । আমাতে ও জীবতে স্বরূপ-ভেদ এই যে, আমি—পূর্ণস্বরূপ সৰ্ব্বশক্তিমান্, আর জীব—অণুচৈতন্য এবং মন্দস্ত শক্তিদ্বারাই সমর্থ হয় । আমার নিত্যদাস্ত্রই জীবের নিত্যধর্ম ; তাহারই নাম ‘প্রেম’ বা নিকাম জৈবধর্ম । চেতনপদার্থমাত্রই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র ; স্মৃতরাং শুদ্ধ-জীবও স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র, অতএব স্বেচ্ছাপূর্বক আমার নিত্যদাস । ‘কাম’ বা ‘অবিজ্ঞা’ যাহাকে বলি, তাহা সেই বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতি (বা অপব্যবহার) । যে-সকল জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা-দ্বারা আমার দাস্ত্র অঙ্গীকার না করে, স্মৃতরাং তাহারা সেই পবিত্রতত্ত্বের অপগত-ভাবরূপ কামকে বরণ করে । তদ্বারা ক্রমশঃ আবৃত হইতে হইতে আচ্ছাদিতচেতনস্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে । ইহারই নাম জীবের কর্মবন্ধ বা সংসারযাতনা ॥ ৩২ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তমর্থং স্মৃটয়তি,—আবৃতমিতি । অনেন কামরূপেণ নিত্য-বৈরিণা জ্ঞানিনো জীবস্ত জ্ঞানমাবৃতমিতি সম্বন্ধঃ । অজ্ঞস্ত বিষয়ভোগসময়ে স্মৃৎস্বাৎ স্মৃদপি কামস্তৎকার্যো দুঃখে সতি বৈরিঃ স্তাদ্ বিজ্ঞস্ত তু তৎসময়েহপি দুঃখানুসন্ধানাদুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তিঃ ; তস্মাৎ সর্বথা হস্তব্য ইতি ভাবঃ । কিঞ্চ, দুঃপূরেণেতি চ-শব্দ ইবার্থঃ । তজ্ঞানলো যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্যাস্তথা ভোগেন কাম ইত্যর্থঃ । স্মৃতিশৈবমাহ,—“ন জাতু কামঃ কামানা-মুপভোগেন শাম্যতি । হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥” ইতি । তস্মাৎ সর্বেষাং স নিত্যবৈরীতি ॥ ৩২ ॥

বঙ্কানুবাদ—কথিত অর্থ বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করা হইতেছে—‘আবৃত-মিতি’ এই । কামরূপী নিত্যশত্রুর দ্বারা জ্ঞানী জীবের জ্ঞান আবৃত হয়, এই সম্বন্ধ । অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ভোগে স্মৃৎ হয়, পরমস্মৃদ কামও তাহার কার্যো দুঃখ আসিলে শত্রু হইবে, জ্ঞানী কিন্তু সেইসময়েও দুঃখের অনুসন্ধানকারী বলিয়া দুঃখহেতুই এইজন্ত “নিত্যবৈরিণা” ইহা বলা হইয়াছে । অতএব সর্বপ্রকারে (শত্রুগণকে) তোমার বধ করা উচিত, ইহাই ভাবার্থ । আরও কিছু—“দুঃপূরেণ” এখানে ‘চ’ শব্দের অর্থ ‘ইব’ অর্থাৎ মত । অগ্নিকে যেমন—ঘৃতের দ্বারা সন্তুষ্ট করা কখনও সম্ভব হয় না, তেমন ভোগ্যবস্তু (অভিপ্রায় মত) প্রদান করিলেও, কামকে সন্তুষ্ট করা যায় না । স্মৃতিও এইরকম বলিয়াছেন “কখনও কাম অভিপ্রেত কাম্যবস্তুর ভোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না—দৃষ্টান্ত, কৃষ্ণবজ্র’ অর্থাৎ অগ্নি

যেমন—ঘৃতের দ্বারা শাস্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ আরও বর্দ্ধিত হয়, তেমন কামও ভোগ্যবস্তুতে আরও বর্দ্ধিত হয়। অতএব সেই কাম সকলের নিত্যশত্রু ॥ ৩২ ॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত অর্থই এই শ্লোকে পরিষ্কৃত করিয়া বলিতেছেন। সকলের বিবেকজ্ঞান কামের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ই কামের দ্বারা দুঃখ ভোগ করে। তবে অজ্ঞব্যক্তি বিষয়-ভোগকালে আপাত মনোরম বোধে কামকে পরমসুখ বুলিয়া মনে করে কিন্তু পরিণামে যখন সেই কার্যের ফলস্বরূপে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে বৈরী বুলিয়া মনে করে। পুনঃ পুনঃ কামের দ্বারা অজ্ঞ জীব প্ররোচিত ও প্রতারিত হইলেও সেই কামকে চিরশত্রু বুলিয়া মনে করে না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির বিবেচনায় কাম নিত্য বৈরী বা চিরশত্রু। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়-ভোগকালেও মনে করেন যে, এই কাম আমাকে প্রলোভিত করিয়া বিষয়-ভোগে তৃপ্ত করাইতেছে কিন্তু পরিণামে আমাকে এই অনর্থরূপ বিষয়-সমুদ্রে ডুবাইয়া অশেষ দুঃখভাগী করিয়া পরম শত্রুর কার্য্য করিবে। সেই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি কি ভোগ-কালে, কি ভোগাবসানে, কামকে সকল সময়ই শত্রু বুলিয়া জানিতে পারে। আর জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাও বুঝিতে পারেন যে, এই কাম দুঃস্পূরণীয়। এই ভোগ-পিপাসার শান্তির জন্য একের পর এক নিত্য নূতন নূতন বিষয় সংগ্রহ করিলেও এই কামের পরিতৃপ্তি হয় না কারণ এই কাম অনল সদৃশ। এই কামের অধীন হইলে শান্তি তো দূরের কথা, নানা প্রকারে শোক, সন্তাপ উপস্থাপিত করিয়া দক্ষীভূত করিতে থাকে। ভোগেচ্ছার শান্তিও নাই নিবৃত্তিও নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান মানবের পক্ষে ইহাকে শত্রু জ্ঞানে দমন করাই কর্তব্য।

কাম যে উপভোগের দ্বারা প্রশমিত হয় না, তাহার উদাহরণ—

শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোকেই পাওয়া যায়.—

“কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্ দুরাটৈঃ”, (৭।২।২৫)

“সেবমানো ন চাতুষাদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ” (২।৬।৪৮)

“ন তৃপ্যত্যাশ্রভূঃ কামো বহিরাহতিভির্যথা।” (১১।২৬।১৪)

এস্থলে আরও একটা বিষয় বিশেষ প্রাধিকানযোগ্য যে, এই দুর্জয় কামকে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায় শ্রীভগবানে শরণাগতি। শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—ভগবৎ-কৃপা-বিনা কামজয় সম্ভব নহে। সেই শরণাগতি লাভের একমাত্র উপায় আবার শরণাগত ভক্তের সঙ্গ ও কৃপা।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

“কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজন্যের সঙ্গ,
শুনিয়া গোবিন্দ-রব, আপনি পলাবে সব
সিংহ রবে করিগণ যথা ॥” ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিরশ্রাদ্ধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেব জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

অর্থ—ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়গণ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অশ্র (এই কামের) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়) উচ্যতে (কথিত হয়) । এষঃ (কাম) এতৈঃ (ইহাদিগেরদ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছন্ন করিয়া) দেহিনম্ (জীবকে) বিমোহয়তি (বিমোহন করে) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয় । এই কাম ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে ॥ ৪০ ॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ জীব দেহ ধারণ-পূর্বক ‘দেহী’ নামে বিখ্যাত । সেই কাম তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ অধিষ্ঠান-দ্বারা জৈবজ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে । বিশুদ্ধ-অহঙ্কারস্বরূপ অণুচৈতন্য-জীবকে কামের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবিজ্ঞা প্রথমে প্রাকৃত-অহঙ্কাররূপ প্রথম আবরণ প্রদান করিলে প্রাকৃত-বুদ্ধিই অধিষ্ঠান-রূপে কার্য্য করে । পরে, প্রাকৃত অহঙ্কার পরিপক্ব হইয়া মনোরূপী-দ্বিতীয়াধিষ্ঠান প্রদান করে । মন বিষয়াভিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ তৃতীয়াধিষ্ঠান প্রস্তুত করে । এই অধিষ্ঠানত্রয়কে আশ্রয় করত কাম জীবকে জড়বিষয়ে নিক্ষেপ করে । স্বতন্ত্রেচ্ছা-দ্বারা আমার সামুখ্যই ‘বিজ্ঞা’ বলিয়া উক্ত হয়, আর স্বতন্ত্রেচ্ছা-দ্বারা আমার বৈমুখ্যকে ‘অবিজ্ঞা’ বলা যায় ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব—বৈরিণঃ কামশ্চ দুর্গেষু নির্জিতেষু তস্মৈ জয়ঃ সূকর ইতি তান্নাহ,—ইন্দ্রিয়াণীতি । বিষয়শ্রবণাদিনা সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামশ্রা-ভিব্যক্তেঃ শ্রোত্রাদীনি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ তস্মাদধিষ্ঠানং মহাদুর্গরাজধানীরূপং ভবতি বিষয়াস্ত তস্মৈ তস্মৈ জনপদা বোধ্যঃ । এতৈর্বিষয়সংস্পর্শিভিরিন্দ্রিয়াদিভির্দেহিনং প্রকৃতিসৃষ্টদেহবস্তং জীবমাত্মজ্ঞানোত্তমেষু কামো বিমোহয়তি—আত্মজ্ঞান-বিমুখং বিষয়রসপ্রবণঞ্চ করোতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

বজ্রানুবাদ—পরমশত্রু কামকে দুর্গেতে নির্জিত করিতে পারিলে কামকে জয় করা সহজ হয়। এই সব বলা হইতেছে—‘ইন্দ্রিয়ানীতি’। বিষয়শ্রবণাদির দ্বারা, সঙ্কল্পের দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা, কামের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ, মন এবং বুদ্ধি তাহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ মহাদুর্গ রাজধানী-স্বরূপ হয়। বিষয়গুলি তাহার জনপদ জানিবে। এই বিষয়-সঞ্চারি ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রকৃতিজাত দেহধারী দেহী জীবকে, আবুজ্ঞানের জ্ঞাত উত্তম অবস্থায় এই কাম মুগ্ধ করে। অর্থাৎ আবুজ্ঞানের প্রতি বিমুগ্ধ করিয়া, বিষয়ের রসাস্বাদনে অভ্যস্ত—প্রবণ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

অনুব্রূষণ—বর্তমানে এই প্রবল শত্রু কামকে জয় করিবার উপায় বলিতে গিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, শত্রুর আশ্রয় ও অবলম্বন জানিতে পারিলে, তাহাকে পরাভূত করা সহজসাধ্য হইবে। সুতরাং কামের অধিষ্ঠান এই শ্লোকে বলিতেছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—ইহারাই এই শত্রুর আশ্রয়স্বরূপ। ইহাদিগের সহায়তায় সর্বত্র কাম মানবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বিমোহিত করিয়া ফেলে।

এস্থলে কামকে প্রবল প্রতাপান্বিত নরপাতরূপে বর্ণন করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে মহাদুর্গবেষ্টিত রাজধানীস্বরূপ ও বিষয়সমূহকে সেই নরপতির রাজ্য বা জনপদ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

অবশ্য এখানেও লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, এই কামরূপ নরপতিকে জয় করিতে হইলে, প্রবল-পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয় পাইলে, যেমন অগ্নি রাজা হীন-বল হইয়া পরাজিত হয়, সেইরূপ অসীম পরাক্রান্তশালী সর্বশক্তিমান্ কামদেব মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় পাইলে, এবং তাঁহার ভক্তিরূপ-দুর্গে প্রবেশ করিয়া, সর্বেন্দ্রিয়ার দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিতে পারিলে, আর কেহই কোন কিছু করিতে পারে না। তখন স্বয়ং মায়াদেবী ভগবদাশ্রিতের প্রতি কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং তদধীন গুণ বা গুণজাত কাম-ক্রোধাদি কি করিতে পারিবে? অবশ্য মাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত ভগবদাশ্রয় পাওয়ার অন্য উপায় নাই ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।

পাপ্যানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—তস্মাৎ (সেইহেতু) ভরতর্ষভ ! (হে ভরতর্ষভ !) ত্বম্ (তুমি)
আদৌ (সর্বাগ্রে) ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়গণকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞান-
বিজ্ঞান-নাশনম্ (জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক) পাপ্যানং (পাপরূপ) এনং
(কামকে) প্রজহি (বিনাশ কর) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অতএব হে ভরতর্ষভ ! তুমি সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত
করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপরূপ এই কামকে বিনাশ কর ॥ ৪১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব হে ভরতর্ষভ ! তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধ্বংসকারী
মহাপাপরূপ কামকে প্রথমে নিকাম-কর্মযোগে ইন্দ্রিয়াদি নিয়মিত করিয়া জয়
কর ; অর্থাৎ তাহার অপগত ভাবকে নাশ করত তাহাকে স্ব-স্বভাবে আনয়ন-
পূর্বক তাহার প্রেমাত্মক স্বরূপকে অবলম্বন কর । জড়বদ্ধ-জীবের প্রশস্ত
কর্তব্য এই যে প্রথমে কর্মযোগে স্বধর্ম পালন করত ক্রমে সাধন-ভক্তি লাভ-
পূর্বক প্রেমভক্তি অর্জন করিবে ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব—যস্মাদয়ং কামরূপো বৈরী নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিরূপাত্ম-
জ্ঞানায়োগতস্ত বিষয়রসপ্রবণৈরিন্দ্রিয়ৈর্জ্ঞানমাবৃণোতি, তস্মাৎ প্রকৃতিসৃষ্টদেহা-
দিমাংস্বমাদাবাত্মজ্ঞানোদয়ায়ারম্ভকাল এবেন্দ্রিয়ানি সর্বানি তদ্ব্যাপাররূপে নিকামে
কর্মযোগে নিয়ম্য প্রবণানি কৃত্বা এনং পাপ্যানং কামং শত্রুং প্রজহি বিনাশয় ।
হি যস্মাজ্জ্ঞানস্ত শাস্ত্রীয়স্ত দেহাদিবিবিক্তাত্মবিষয়কস্ত বিজ্ঞানস্ত চ তাদৃগাত্মানু-
ভবস্ত নাশনমাবরকম্ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেইহেতু এই কামরূপ শত্রু নিখিল ইন্দ্রিয়ব্যাপারের বিরতির
জন্ম চেষ্টিত আত্মজ্ঞানের জন্ম উদ্ভূত ব্যক্তির বিষয়রস প্রবণ ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা
জ্ঞানকে আবৃত করে, সেই হেতু প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট দেহাভিমानी তুমি সর্বাগ্রে
আত্মজ্ঞানের উদয়ের জন্ম জ্ঞানোদয়ের আরম্ভ কালেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে
তদ্ব্যাপাররূপে নিকাম-কর্মযোগে প্রবণ অর্থাৎ নিয়মিত করিয়া এই মহাপাপী
কামরূপ শত্রুকে নাশ কর । যেইহেতু শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অর্থাৎ দেহাদিভিন্ন
আত্মবিষয়ক জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞানের এবং সেইরূপ আত্মানুভবের নাশন অর্থাৎ
আবরক ॥ ৪১ ॥

অনুভূষণ—কাম যখন এইরূপ অতি প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ শত্রু, তখন সর্বাগ্রে
কামকে জয় অর্থাৎ বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ । সেই কাম জয়ের উপায়
বলিতেছেন । কাম যখন ইন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়াই জীবকে মোহজালে

জড়িত করিয়া, তাহার ইন্দ্রিয়-বিরতিরূপ বৈরাগ্যা এবং আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টাকে নাশ করে ; তখন সৰ্ব্বাঙ্গে নিক্রাম-কৰ্ম্মযোগে এই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া, তাহার অসৎ চেষ্টা দূরীভূত করিয়া, ভগবদর্পণফলে ক্রমে ভগবদ্-সেবানুখী করিবার যত্ন করা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিলে কাম সহজেই জিত হইবে। বাহ্য-ইন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদিকে সদগুরুর উপদেশানুসারে শ্রীভগবানের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিলে ক্রমশঃ অন্তরৈন্দ্রিয় মন, বুদ্ধিও জিত হইবে। কামকে বিনাশ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ ।

মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বং তথাক্ষাত্মা ন শাম্যতি ॥” (১।৬।৩৬)

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন,—

“কাম কৃষ্ণ কৰ্ম্মপণে, ক্রোধ ভক্তদেষী জনে,

লোভ সাধুসঙ্গে হরি কথা ।”

কাম জয় করিতে হইলে, ইন্দ্রিয় জয় আবশ্যক, তন্মধ্যে আবার বহিরিন্দ্রিয় আগে জয় করিতে পারিলে, অন্তরিন্দ্রিয় ক্রমশঃ জিত হইবে।

যেমন শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

“বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্ননঃ ক্ষুভ্যতি নানুথা” । (ভাঃ ১।১২।২২)

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃই মন চঞ্চল হয়, অনুথা হয় না। সুতরাং বাহ্য ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিলে, তাহাতে মনও নিশ্চল ও শান্ত হয়। ইন্দ্রিয়-গণকে মনের কথানুসারে চলিতে না দিয়া, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞানুসারে শ্রীহরিসেবার কার্য্যে নিয়োজিত করিলে, ক্রমশঃ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ইন্দ্রিয়ের গতি পরিবর্তিত হইবে। যে ইন্দ্রিয় আজ বিষয়প্রবণ হইয়া আমাকে অধোগামী করিতেছে, উহাই বৈষ্ণবের শাসনে ও আনুগত্যে হরিসেবা-প্রবণ হইয়া, আমাকে উত্তরোত্তর মঙ্গলের পথে সহায়তা করিবে। ভক্তিপথে ভক্তের কৃপা পাইলে, সকল ইন্দ্রিয় রিপু-ভাব ত্যাগ করিয়া মিত্র হইবে। এবং তখন কামও কামদেবের সেবা পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইবে ও আমাকেও বিমল প্রেমের আশ্বাদন করাইবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

“জড় কাম পরিহরি, শুদ্ধকাম সেবা করি,

বিস্তারহ অপ্রাকৃত বঙ্গ ॥” ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈর্যঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ ॥

অর্থ—ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়গণকে) পরাণি আহঃ (শ্রেষ্ঠ বলে), ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণাপেক্ষা) মনঃ (মন) পরং (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে কিন্তু) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠা) । যঃ তু (এবং যিনি) বুদ্ধৈঃ (বুদ্ধি অপেক্ষা) পরতঃ (শ্রেষ্ঠ) সঃ (আত্মা) (তিনি আত্মা) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় । ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে কিন্তু বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা ॥ ৪২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সংক্ষেপত বলি,—তুমি যে জীব, তোমার নিজতত্ত্ব এই,—আপাতত জড়বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে ‘আত্মা’ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা অবিজ্ঞানিত ভ্রম । ‘জড়’ হইতে ‘ইন্দ্রিয়সকল’ সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, ‘ইন্দ্রিয়’ অপেক্ষা ‘মন’ সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, ‘মন’ হইতে ‘বুদ্ধি’ সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ । যিনি জীবাত্মা, তিনি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ৪২ ॥

শ্রীবলদেব—নহু মুদ্রিতযন্ত্রানুগ্ৰাহেন নিকামকর্মপ্রবণতয়েন্দ্রিয়নিয়মনে কামক্ষতিরিতি ত্রয়া প্রদর্শিতম্ । অথ দৈহিককর্মকালে মুক্তযন্ত্রানুগ্ৰাহেনেন্দ্রিয়-বৃত্তিপ্রসারে কামস্ত পুনরুজ্জীবতাপত্তিঃ শ্রাদ্ধিতি তত্র ‘রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্টা’ ইতি পূর্বোপদিষ্টেন বিবিক্তাত্মানুভবেন নিঃশেষা তস্ত ক্ষতিঃ শ্রাদ্ধিতি দর্শয়তি —ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্ । পাঞ্চভৌতিকাৎদেহাদিন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহঃ পণ্ডিতাঃ । তচ্চালকত্বাত্তোহতিসূক্ষ্মত্বাত্তদিনাশেহবিনাশাচ্চ ; ইন্দ্রিয়েভ্যো মনঃ পরং জাগরে তেষাং প্রবর্তকত্বাৎ স্বপ্নে তেষু স্বস্মিন্ বিলীনেষু রাজ্যকর্তৃত্বেন স্থিতত্বাচ্চ । মনসস্ত বুদ্ধিঃ পরা, নিশ্চয়াত্মকবুদ্ধিবৃত্ত্যেব সঙ্কল্লাত্মকমনোবৃত্তেঃ প্রসরাৎ । যস্ত বুদ্ধেরপি পরতোহস্তি, স দেহী জীবাত্মা চিৎস্বরূপো দেহাদিবুদ্ধ্যন্তবিবিক্তত্যানু-ভূতঃ সন্নিঃশেষকামক্ষতিহেতুর্ভবতীতি । কঠাশ্চৈবং পঠন্তি,—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যা অর্থোভ্যশ্চ পরং মনঃ । মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈরাত্মা মহান্ পরঃ ॥” ইত্যাদি ।
অন্ত্যর্থঃ—ইন্দ্রিয়েভ্যোহথা বিষয়াস্তদাকর্ষিত্বাৎ পরাঃ প্রধানভূতাঃ । বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারস্ত মনোমূলত্বাদর্থোভ্যা মনঃ পরং বিষয়ভোগস্ত নিশ্চয়পূর্বকত্বাৎ সংশয়াত্ম-

কাম্মনসো নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা বুদ্ধেভোগোপকরণত্বাত্ত্বাঃ সকাশাস্তোক্তাত্মা
জীবঃ পরঃ স চাত্মা মহান্ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্বামীতি দৈহিকং কশ্চ তু পূর্বা-
ভ্যাসবশাক্রমিবৎ সংসৃতি ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—মুদ্রিতযন্ত্রাযুগ্মায়ে নিকামকর্মাশক্তিই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের
উপায় স্থির হওয়ায় কামক্ষতি হয়, ইহা তুমি প্রদর্শন করিয়াছ। অনন্তর
দৈহিককর্ম করিবার সময়ে, মুক্তযন্ত্রাযুগ্মায়ে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রসারিত হইলে,
কামের পুনরায় উদ্দীপন হয়, এইরকম আপত্তি হইবে, এইজন্য সেই সম্পর্কে
বিষয়-রাগও পরমকে দেখিয়া” ইতি পূর্বে উপদিষ্ট শুদ্ধ আত্মানুভবের
দ্বারা তাহার ক্ষতি নিঃশেষরূপে হইবে, ইহা দেখাইতেছেন—‘ইন্দ্রিয়াণীতি
দ্বাভ্যাম্’। পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে পণ্ডিতেরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া
স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের চালক তাহা হইতেও অতিশয় সূক্ষ্মত্বহেতু
ইন্দ্রিয়ের বিনাশেও তাহার বিনাশ হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়গুলি হইতে
মন শ্রেষ্ঠ, কারণ জাগ্রত অবস্থায় তাহাদের প্রবর্তক হয়, স্বপ্নে তাহারা
স্বকীয় কারণে বিলীন হয় এবং রাজ্যের কর্তৃত্বরূপে পুনরায় অবস্থান করে।
মনের চেয়েও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারাই সঙ্কল্পাত্মক
মনোবৃত্তির প্রসার হয়। বুদ্ধিরও পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যিনি আছেন, তিনি দেহী
জীবাাত্মা চিৎস্বরূপ দেহাদি হইতে বুদ্ধিপর্ষাস্ত (বিবিক্ত) চালকরূপে অনুভূত হইয়া
নিঃশেষরূপে কামক্ষতির হেতু হয় ইতি, কঠোপনিষদও এইরকম পাঠ করেন—
“ইন্দ্রিয়গুলি হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি শ্রেষ্ঠ, (ইহা নিশ্চয়রূপে জানিবে)।
ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মনের চেয়েও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতেও
আত্মা পরমশ্রেষ্ঠ” ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ইন্দ্রিয়গুলি হইতে তাহাদের বিষয়গুলি
তাহাদের আকর্ষণ-কার্য্যহেতু শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধান। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার
মনের অধীন বলিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হইতেও মন শ্রেষ্ঠ, কারণ—বিষয়-
ভোগের নিশ্চয়তাহেতু। সংশয়াত্মক মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা,
বুদ্ধি ভোগ ও উপকরণাদির হেতু বলিয়া বুদ্ধি অপেক্ষা ভোক্তা আত্মা
অর্থাৎ জীব শ্রেষ্ঠ, সেই আত্মা মহান্, দেহ-ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের প্রভু; ইহার
কিন্তু দৈহিককর্ম পূর্বের অভ্যাসবশে চক্রব্রমিতায়াহুমায়ে হইবে ॥ ৪২ ॥

অনুব্রূষণ—কেহ যদি বলেন, নিকাম কর্ম-প্রবণতার দ্বারা ইন্দ্রিয় নিয়মিত
করিতে পারিলে, কামের জয় হইবে; ইহা মুদ্রিত যন্ত্রাযুগ্মায়ে সম্ভব হইলেও,

দৈহিক কৰ্মকালে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রসারিত হইবে, তখন পুনরায় মুক্ত-যন্ত্রাস্থ-
জ্ঞানানুসারে কাম পুনঃ উজ্জীবিত হইবে, তদন্তরে দেখাইতেছেন যে, পূর্বেই
বলা হইয়াছে যে, “পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে” ইতি অর্থাৎ পরতত্ত্ব আত্মানুভবের দ্বারা
কাম নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

এস্থলে শ্রীভগবান্ দুইটি শ্লোকে সেই পরতত্ত্বের নির্দেশ করিতেছেন। এই
পাঞ্চভৌতিক দেহাপেক্ষা ইন্দ্রিয়সমূহ পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা অতিশূন্য,
তাহার পরিচালক এবং তদ্বিনাশেও বিনাশবিহীন, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন পর অর্থাৎ
শ্রেষ্ঠ, কারণ জাগরণ কালে মন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা করে, এবং নিদ্রাকালে
ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইলেও মন স্বপ্নদ্রষ্টারূপে জাগরিত ও ক্রিয়াশীল থাকে।
মনের অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। কারণ—নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা সঙ্কল্যাৎক
মনোবৃত্তির প্রসরণ হেতু, এবং বুদ্ধি বিজ্ঞানরূপ। এই বুদ্ধির অপেক্ষাও
যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই জীবাত্মা। সেই জীবাত্মা চিৎস্বরূপ।

যদি কেহ সাধুগুরু বৈষ্ণবের রূপায় হরিভজন করিতে করিতে এই আত্ম-
স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নিজেকে আর জড় দেহ, মন ও
বুদ্ধির সহিত অভিন্ন মনে করেন না। বরং ঐ সকল দ্বারা হরিভজন করিতে
থাকেন। তখন দৈহিক ক্রিয়াগুলি অভ্যাসবশতঃ হইয়া থাকে।

যেমন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

“এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব।

জীবন যাপন লাগি’।

শ্রীকৃষ্ণভজনে অনুকূল যাহা,

তাহে হ’ব অনুরাগী ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংসৃত্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্কণি
শ্রীভগবদ্গীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কৰ্মযোগো
নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

অর্থ—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি
হইতে) পরং (জীবাত্মাকে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) আত্মনা (নিজদ্বারা)

আত্মানং (নিজকে) সংস্তভ্য (নিশ্চল করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুৰাসদং
(দুৰ্জয়) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (নাশ কর) ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্কনি
শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কৰ্ম-
যোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়শ্চাষট্ঠমঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ—হে মহাবাহো ! এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবাত্মাকে
জানিয়া নিজের দ্বারা নিজকে নিশ্চল পূৰ্বক কামরূপ দুৰ্জয় শত্রুকে
নাশ কর ॥ ৪৩ ॥

ইতি ব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্কে
শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অৰ্জুন-সংবাদে কৰ্মযোগ-
নামক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইরূপ আপনার অপ্রাকৃত তত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত
জড়ীয় স বিশেষ ও নির্বিশেষ-চিন্তা হইতে আপনাকে বিমুক্ত-ভগবদাসরূপ
শ্রেষ্ঠতত্ত্ব জানিয়া আপনাকে আত্মশক্তি-দ্বারা নিশ্চল করত চিন্তিত্বের বিরুদ্ধ
এই অবিচারূপ দুৰ্জয় কামকে ক্রম-মার্গ অবলম্বনপূৰ্বক নাশ কর ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পূৰ্ব্বাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া অৰ্জুনের মনে এই
সংশয় হইল যে, যদি কৰ্ম উপায়মাত্র হইয়া উপেষ্ম্বরূপ আত্মযাথাত্মাবুদ্ধি
উৎপাদন করে, তবে একেবারেই সেই বুদ্ধি অবলম্বন করাই ভাল । এই
সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে এই অধ্যায়ে জড়দেহ-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে কৰ্মের
অপরিহার্যতা, যুক্ত-কৰ্মের আবশ্যকতা, আত্মরতি-সাধকতা, স্বধৰ্ম্মাকারতা, অকৰ্ম্ম-
বিকৰ্ম্মোৎপাদক প্রবল ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামকতা ও প্রাকৃত-কামজয়ের একমাত্র
উপায়তা প্রদর্শনপূৰ্বক, ভগবদর্পিত-রূপে কৰ্মযোগেরই সাধন কর্তব্য, ইহা স্থির
হইল । অপকাবেস্থায় কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস ও শমদমাদির পৃথক্ চেষ্টার নিষ্ফলতার
বিচারও হইয়াছে ।

ইতি—তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ‘ভাষা-ভাষ্য’ সমাপ্ত ।

শ্রীবলদেব—এবমিতি । এবং মদুপদেশবিধয়া বুদ্ধেচ্চ পরং দেহাদি-
নিখিলজড়বর্গপ্রবর্তকত্বাভিবিভক্তং সুখচিদ্বনং জীবাত্মানং বুদ্ধানুভূয়েত্যর্থঃ ।
আত্মনা ঈদৃশনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধাত্মানং মনঃ সংস্তভ্য তাদৃশাত্মনি স্থিরং কৃত্বা
কামরূপং শত্রুং জহি নাশয় ; দুৰাসদং দুৰ্দ্ধমমপি । মহাবাহো ইতিপ্রাথং ॥৪৩॥

নিষ্কামং কৰ্ম মুখ্যং শ্রাদ্গোণং জ্ঞানন্তদ্বন্দ্ববম্ ।

জীবাশ্চদৃষ্টাবিত্যেব তৃতীয়োহধ্যায়নির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বঙ্গানুবাদ—‘এবমিতি’ । এইপ্রকার আমার উপদেশ অনুসারে বুদ্ধির পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেহাদিনিখিলজড়বর্গপ্রবর্তকহেতু বিবিক্ত (শুদ্ধ) স্থত্বস্বরূপ ও চিদ্ব্যনস্বরূপ জীবাআকে বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করিয়াই (স্থির করিবে) । আত্মার দ্বারা ঈদৃশ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে মনকে নিশ্চল করিয়া, সেই আত্মাতে স্থির করিয়া, কামরূপ শত্রুকে নাশ কর । দুরাসদ অর্থাৎ অতিশয় দুর্দর্শ হইলেও । হে মহাবাহো ইহা পূর্বের ত্রায় ॥ ৪৩ ॥

নিষ্কামকর্মই মুখ্য হইবে, তাহা হইতে উদ্ধৃত জ্ঞান গোণ, জীবাশ্চরূপ ও দৃষ্টি ইহাই তৃতীয় অধ্যায়ে নির্ণয় করা হইয়াছে ।

ইতি—তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

অনুভূষণ—এবমিতি শ্রীভগবানের উপদেশানুসারে যিনি শুদ্ধভক্তের রূপায় ‘কৃষ্ণ-দাস্ত্রময় আত্মস্বরূপ অবগত হইতে পারেন, তিনি স্ব-স্বরূপে কৃষ্ণদাস্ত্র লাভকরতঃ অবিচার আশ্রিত কামকে অনায়াসে জয় করিতে পারেন ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

“কামক্রোধের দাস হঞা তার লাখি খায় ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈষ্ণৱ পায় ॥

তাঁর উপদেশ-মস্ত্রে পিশাচী পলায় ।

কৃষ্ণ-ভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকটে যায় ॥” (মধ্য ২২।১৪।১৫)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে পাওয়া যায়,—

“কৃষ্ণবহিষ্কৃত-দোষের জন্ম মায়া পিশাচী তাহাদিগকে স্থূল ও লিঙ্গ আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহাদিগকে বড়ই জর্জরিত করে, তাহারা কামক্রোধাদি ষড়্‌গুণের বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচীর লাখি খাইতে থাকে ;—ইহাই জীবের রোগ । সংসারে উপর্ধ্যাধঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কখনও সাধুবৈষ্ণৱ লাভ করে, তবে তাঁহার উপদেশ মস্ত্রে মায়াপিশাচী পলায় এবং জীবও কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করে ।”

শ্রীভক্তিরসামৃত সিদ্ধিতে শরণাগত ব্যক্তির প্রার্থনায়ও পাই,—

“কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-

স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ ।

উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-

স্তামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্ত্বাদ্যদাস্তে ॥”

অর্থাৎ শরণাগত বলেন,—হে ভগবন্! কত না কত প্রকারে কামাদির দুষ্ট-আদেশ আমি প্রতিপালন করিয়াছি! তথাপি তাহাদের আমার প্রতি করুণা হইল না, বা আমারও লজ্জা বা উপশান্তি হইল না! হে যদুপতে! আমি সম্প্রতি সধ্বুদ্ধি লাভকরতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার অভয়চরণে শরণ লইলাম; তুমি এক্ষণে আমাকে তোমার দাস্তে নিযুক্ত কর ॥৪৩॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের অন্ত্যভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

—:○:○:—

শ্রীভগবানুবাচ,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) অহং (আমি) বিবস্বতে (সূর্য্যাকে) ইমং অব্যয়ম্ যোগং (এই অব্যয় যোগ) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলাম) । বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে (মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন) । মনুঃ (মনু) ইক্ষাকবে (ইক্ষাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি সূর্য্যকে পূর্বে এই অব্যয়-যোগ বলিয়াছিলাম । সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু নিজ পুত্র ইক্ষাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—আমি পূর্বে সূর্য্যকে এই অব্যয় নিকামকর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলাম ; সূর্য্য তাহাই মনুকে এবং মনুও তাহাই ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব—তুর্ধ্যো স্বাভিব্যক্তিহেতুং স্বলীলানিত্যত্বং সৎকর্মসু জ্ঞানযোগম্ ।

জ্ঞানশ্রাপি প্রাগ্ যন্মাহাঅ্যমুচৈঃ প্রাখ্যদেবো দেবকীনন্দনোহসৌ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্ত্যামুক্তং জ্ঞানযোগং কর্মযোগকৈকফলত্বাদেকীকৃত্য তদ্বংশং কীর্তয়ন্ স্তোতি,—ইমমিতি । ইমং ত্বাং প্রত্যুক্তং যোগং পুরা ভক্তায় সর্বক্ষত্রিয়ান্ববায় বীজায় বিবস্বতে সূর্য্যায়াহং প্রোক্তবান্ । অব্যয়ং নিত্যং বেদার্থত্বান্ব্যোতি স্বফলাদিত্যব্যভিচারিফলত্বাচ্চ । স চ মচ্ছিষ্যো বিবস্বান্ স্বপুত্রায় মনবে বৈবস্বতায় প্রাহ ; স চ মনুরিক্ষাকবে স্বপুত্রায়াব্রবীৎ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—চতুর্থ অধ্যায়ে এই দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভিব্যক্তি অর্থাৎ আবির্ভাবের কারণ, স্বীয়লীলার নিত্যত্ব, সর্ববিধ সৎকর্মের মধ্যে

জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞানেরও পূর্বে যে মাহাত্ম্য তাহাই অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

পূর্বের দুইটি অধ্যায়ের দ্বারা উক্ত জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ, এই উভয় যোগের ফল একরকম বলিয়া এই অধ্যায়ে ইহা একত্র করিয়াই তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গিয়া প্রশংসা সহকারে বলিতেছেন—‘ইমমিতি’, এই তোমার প্রতি চতুর্থাধ্যায়ে উক্ত জ্ঞানযোগ অতি পূর্বে পরমভক্ত সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশের মূল ও বীজস্বরূপ বিবস্বান্ সূর্য্যাকে আমি বলিয়াছি। এই যোগের বিনাশ নাই, ইহা নিত্য এবং বেদমূলকত্ব বলিয়া কখনও পরিবর্তন হয় না, নিজের ফল হইতে এবং ইহা অবাভিচারি ফলপ্রদ। সেই আমার শিষ্য সূর্য্য নিজতনয় বৈবস্বত মনুকে ইহা বলিয়াছিলেন, সেই মনু পুনঃ নিজপুত্র অর্থাৎ সূর্য্য বংশধর ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুভূষণ—পূর্বের অধ্যায়-দ্বারা জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ এক্ষণে উক্ত যোগদ্বয় যে পরস্পরাক্রমে প্রচলিত, তাহাই বলিতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকই ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

আজকাল অনেক আধুনিক কাল্পনিক মত প্রচারিত হইয়া জীবকুলকে বিপথগামী করিতেছে। যাহাতে অনাদি সং-পরম্পরা নাই, সেরূপ নবীন মত আপাতঃ শ্রুতিমধুর হইলেও, তাহা যে গ্রহণ করা উচিত নহে এবং সং-সম্প্রদায় আশ্রয় করিলেই যে সং-জ্ঞান পাওয়া যাইবে, তাহা সূক্ষ্মগণের এস্থলে বিবেচ্য। কোন অপরিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে গেলেই, তদ্বিষয়ের প্রাচীনত্ব, স্থায়িত্ব ও মহত্ত্বাদি বিষয়ক সমর্থন, শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ও প্রাচীন মহাজন-বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিলে, সেই বিষয়ে বুদ্ধিমান লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-বাক্যই স্বতঃ প্রমাণ ; তাহা আর প্রমাণিত করিবার আবশ্যক হয় না, তথাপি শ্রীভগবান্ জীবের ভাবী মঙ্গলাশায়, পরম্পরা প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎকথিত জ্ঞানযোগ ও তদুপায়-ভূত কর্মযোগ যে, তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ক্ষত্রিয় বংশের বীজস্বরূপ বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যাকে উপযুক্ত পাত্রবোধে তাঁহার যাবতীয় সংশয় দূরীভূত করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই বলিলেন। সুতরাং ইহা সৃষ্টির আদিকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে, অতএব ইহার সনাতনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তিনি আরও

বলিলেন, এইযোগ অব্যয়, কারণ ইহা বেদমূলক ও নিশ্চিত মোক্ষপ্রদ ও অব্যভিচারী ফলপ্রদ। আমার শিষ্য সূর্য্য স্বীয়পুত্র বৈবস্বত মনুকে এই যোগ উপদেশ করেন। সেই মনু পুনরায় তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

“মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুরত,
পূৰ্ব্বাপর করিয়া বিচার।”

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাক্যেও ইহার ব্যতিরেক শিক্ষার কথা পাওয়া যায়,—

“মন, তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হার, বঞ্চিত বঞ্চক-পা’-য়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা ॥
সম্প্রদায়-দোষ-বুদ্ধি, জানি’ তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলকমালা, ত্যজিলে দীক্ষার জালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান ॥
পূৰ্ব্ব মতে তালি দিয়া, নিজ-মত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার-বুদ্ধি ধরি’।
ব্রতাচার না মানিলে, পূৰ্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রম দৃষ্টি করি ॥”

পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

“সম্প্রদায়বিহীনাঃ যে মন্ত্ৰাস্তে বিফলা মতাঃ।”

অতএব অসং-সম্প্রদায়ের নবোদ্ভাবিত কাল্পনিক মত বহুলোকের দ্বারা আদৃত হইলেও তাহা পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক সং-সম্প্রদায়ের পরম্পরা স্বীকার বা আশ্রয়করতঃ সনাতন ধর্মের শিক্ষা করা কর্তব্য ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্পরা ॥ ২ ॥

অর্থ—এবং (এই প্রকারে) পরম্পরাপ্রাপ্তং (পরম্পরাগত) ইমং (এই

যোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (জানিতেন) । পরন্তপ ! (হে পরন্তপ !)
ইহ (এই লোকে) স যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন (সুদীর্ঘকালবশে)
নষ্টঃ (বিনষ্ট হইয়াছে) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে শক্রতাপন ! এই প্রকারে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ
রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন । সুদীর্ঘকালবশে ইহলোকে উহা বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই প্রকার পরম্পরা-প্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিসকল অবগত
ছিলেন ; হে পরন্তপ ! সেই যোগ অনেক-কাল গত হওয়ায় ইহলোকে
আপততঃ নষ্টপ্রায় হইয়াছে ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—এবং বিবসন্তমারভা গুরুশিষ্যপরম্পরয়া প্রাপ্তমিমং যোগঃ
রাজর্ষয়ঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রভৃতিভিরুপদিষ্টং বিদুঃ । ইহলোকে, নষ্টো
বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুশিষ্য পরম্পরায়
প্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ রাজর্ষিগণ স্বকীয়পিতৃপুরুষ ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির দ্বারা উপদিষ্ট
হইয়াই জানিয়াছেন, এইলোকে ইহা নষ্ট, অর্থাৎ বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়গত
হইয়াছে ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ
ইহা এতাবৎকাল জানিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে দ্বাপর যুগের অবসানে,
সেই সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

“কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা ।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্তাং মদাত্মকঃ ॥”

(ভাঃ ১১।১৪।৩) ॥ ২ ॥

স এবায়ং ময়া তেহু যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—(ত্বং—তুমি) মে (আমার) ভক্ত সখা চ অসি ; ইতি (ভক্ত ও
সখা হও এই জ্ঞাত) অয়ং স এব পুরাতনঃ যোগঃ (এই সেই পুরাতন যোগ)
অনু ময়া (অনু আমাকর্তৃক) তে (তোমাকে) প্রোক্তঃ (কথিত হইল),
হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমং রহস্যং (উত্তম রহস্য) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তুমি আমার ভক্ত এবং সখা এই জন্য এই সেই পুরাতন যোগ
অন্য আমি তোমাকে বলিলাম কারণ ইহা উত্তম রহস্য ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই সনাতন যোগ আমি অন্য তোমাকে বলিলাম ;
যেহেতু তুমি আমার ভক্ত ও সখা, অতএব এই উত্তম যোগ অত্যন্ত রহস্য
হইলেও তোমাকে আমি উপদেশ করিলাম ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—স এব তদানুপূর্বিকবচনবাচ্যো যোগো ময়া ত্বৎসথেনা-
তিস্নিগ্ধেন তে তুভ্যং মৎসথায়ৈতি স্নিগ্ধায় প্রোক্তস্বং মে ভক্তঃ প্রপন্নঃ সখা চাসীতি
হেতোঃ ন ত্বন্মৈ কস্মৈচিৎ । তত্র হেতুঃ,—রহস্যমিতি । হি যস্মাদুত্তমং
রহস্যমিতি গোপ্যমেতৎ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই আনুপূর্বিক বচন ও বাচ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানযোগ অতিশয়
স্নেহময় সখা বলিয়া আমি স্নিগ্ধ সখা তোমাকে বলিয়াছি । কারণ তুমি
আমার শরণাগত ভক্ত এবং পরমসখা এই হেতু বলিয়াছি, অন্য কাহাকেও বলি
নাই । তাহার কারণ—‘রহস্যমিতি’ । নিশ্চিত যেইহেতু উত্তম রহস্য অতএব
ইহা গোপনীয় ॥ ৩ ॥

অনুব্রূষণ—যদিও এই যোগ আমার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া পরম্পরা-ক্রমে
এতদিন চলিয়া আসিয়াছিল কিন্তু বর্তমানে উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে সেই
সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন প্রায় হওয়ায়, আমি অতিশয় স্নেহযুক্ত হইয়া, তোমাকে
বলিলাম । তুমি একদিকে যেমন আমার সখা, তেমনি তুমি আমার একান্ত
অনুরক্ত, স্নিগ্ধ, শরণাগত ভক্ত । তোমাকেই আমি যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া,
এই সুগোপ্য রসস্রময় গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিলাম । ইহা অনধিকারীর
নিকট প্রকাশ্য নহে ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

ক্রয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত । (১।১।৮)

অর্থাৎ স্নিগ্ধস্বভাব অর্থাৎ প্রীতিশীল শিষ্যের নিকটই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্যও
ব্যক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ,—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অর্জুন উবাচ—(অর্জুন কহিলেন) ভবতঃ জন্ম (তোমার জন্ম) অপরম্ (ইদানীন্তন), বিবস্বতঃ জন্ম (সূর্য্যের জন্ম) পরম্ (পুরাতন), (তস্মাৎ—সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (পুরাকালে) (ইমং যোগং—এই যোগ) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলে) ইতি (এই যে) এতৎ (ইহা) কথম্ (কিরূপে) বিজানীয়াম্ (আমি জানিতে পারিব ?) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, সূর্য্য পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তোমার জন্ম ইদানীন্তন, সুতরাং তুমি যে পুরাকালে তাহাকে এই যোগ বলিয়াছিলে, ইহা কি প্রকারে জানিতে পারা যায় ? ॥ ৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জুন কহিলেন,—বিবস্বান্ পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তুমি ইদানীন্তন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; তুমি যে এই যোগ পূর্ব্বে বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলে,—একথা কি-প্রকারে বিশ্বাস করা যায় ? ৪ ॥

শ্রীবলদেব—কৃষ্ণস্য সনাতনত্বে সার্ব্বজ্ঞে চ শঙ্কমানাননভিজ্ঞান্ নিরাকর্ত্তু-মর্জ্জুন উবাচ,—অপরমিতি । অপরমর্কাচীনং পরং পরাচীনং তস্মাদাধুনিকস্তং প্রাচীনায় বিবস্বতে যোগমুক্তবানিত্যেতৎ কথমহং বিজানীয়াং প্রতীয়াম্ । অয়মর্থঃ—ন খলু সর্ব্বেশ্বরত্বেন কৃষ্ণমর্জ্জুনো ন বেত্তি তস্মৈ নরাখ্যতদবতারত্বেন তাদ্রপ্যাং “পরং ব্রহ্ম পরং ধাম” ইত্যাদি-তদ্বক্তৃত্বং । কিন্তু দেবক্যাং জাতত্বেন মনুষ্যভাবেন চাত্ত্বাদিতাং তৎসনাতনত্বতৎসার্ব্বজ্ঞবিষয়ামজ্ঞশঙ্কামপাকর্ত্তুমপর-মিত্যাди পৃচ্ছতি । সর্ব্বেশ্বরঃ স যথা স্ব-তত্ত্বং বেত্তি ন তথাগতঃ । ততস্তন্মুখাস্থ-জাদেব তদ্রূপতজ্জন্মাদি প্রকাশনীয়ং লোকমঙ্গলায় । তদর্থং স্বমহিমানং প্রবদন্ বিকথনতয়া স নাক্ষেপ্যাং, কিন্তু স্তবনীয় এব কৃপালুতয়া । তচ্চ মনুষ্যাকৃতিপর-ব্রহ্মণস্তব রূপং জন্মাদি চ লোকবিলক্ষণং কিংবিধং কিমর্থকং কিংকালকমিতি বিজ্ঞাপ্যাজ্ঞবং প্রশ্নোহয়মজ্ঞশঙ্কা-নিরাসক প্রতিবচনার্থঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সনাতনত্ব (নিত্য বর্ত্তমানতা) ও সর্ব্বজ্ঞত্বের প্রতি সন্দেহশীল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ধারণা নিরাকরণ করিবার ইচ্ছায় অর্জুন বলিতেছেন—‘অপরমিতি’ । অপর—অর্কাচীন (আধুনিক) পর—পরাচীন (অতিপূর্ব্বে) সেইহেতু আধুনিক অর্থাৎ সম্প্রতি জন্ম-গ্রহণ-সম্পন্ন তুমি অতি প্রাচীন বিবস্বান্ সূর্য্যকে এই জ্ঞানযোগের উপদেশ দিয়াছ, ইহা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব । ইহার এই অর্থ—এই নয় যে, অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে

সর্বৈশ্বররূপে পরিজ্ঞাত নহেন, কারণ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নরাখ্য-অবতার বলিয়া তদ্রূপই “পরব্রহ্ম ও পরম স্থান” ইত্যাদি তাঁহার উক্তি হইতেও । কিন্তু দেবকীর গর্ভে মনুষ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-হেতু তাঁহার সনাতনত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব-বিষয়ক অজ্ঞলোকের আশঙ্কা অপনোদন করিবার ইচ্ছায় ‘অপর’ ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যিনি সর্বৈশ্বর তিনি যেমন নিজের তত্ত্ব বা স্বরূপ জানেন তেমন অন্য কেহ জানিতে পারে না । অতএব জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁহার মুখপদ্ম (মুখকমল) হইতেই তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ ও জন্মাদির প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করা উচিত । এই হেতু নিজের মহিমাকে বিস্তৃতরূপে বলিতে বলিতে বিতর্কস্থলে ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে, কিন্তু দয়াবশতঃ ইহা স্তুতির যোগ্যই । সেই মনুষ্য-কৃতি পরব্রহ্ম তোমার রূপ ও জন্মাদির সহিত জগতের লোকের সহিত বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ । কি প্রকার, কি জন্ম ও কিরূপ কালের এই বিষয়ে বিজ্ঞ অর্জুনেরও অজ্ঞ ব্যক্তির মত প্রশ্ন, ইহা অজ্ঞের আশঙ্কা নিরাসের জন্য এই প্রতিবচনের অর্থ ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—অর্জুন শ্রীভগবানের মুখে পূর্বোক্ত বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া, এই প্রশ্নের উত্থাপন করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম-সাময়িক, ইদানীন্তনকালে কিছুদিন পূর্বে, বনুদেব-গৃহে মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর সূর্য্যদেব সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে আবির্ভূত আছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যদেবকে উপদেশ দান, কি প্রকারে বিশ্বাস্য হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের অবতারণা-দ্বারা, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সর্বৈশ্বরত্ব জানিতেন না, ইহা বুঝিতে হইবে না । কারণ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নরাখ্য-অবতার, উভয়ে একসঙ্গে লীলাকারী । সুতরাং ‘পরব্রহ্ম তত্ত্ব’ অর্জুনের অজ্ঞাত নহে । কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীর গর্ভে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ জানিয়া, তাঁহার সনাতনত্ব, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সন্দেহযুক্ত, অর্জুন সেই সকল অজ্ঞের সংশয় দূরীকরণ মানসে এই প্রশ্ন করিলেন । সর্বৈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় তত্ত্ব স্বয়ং যেক্রূপ পরিজ্ঞাত, তাহা অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে । তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম হইতে তদীয় স্বরূপ ও জন্মাদিতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, জীবের অশেষ কল্যাণ হইবে ; এইজন্য পরম দয়ালু শ্রীভগবান্ নিজমুখে নিজের মহিমা বর্ণন করিলে, তাহাতে কাহারও বিতর্কের কিছু নাই পরন্তু তাঁহার কৃপার কথা স্মরণ করিয়া, স্তব করাই উচিত । বিজ্ঞ অর্জুনের অজ্ঞের ন্যায় এই প্রশ্ন, কেবল ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকের আশঙ্কা নিরসনপূর্ব্বক প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান প্রদানার্থ জীব-হিতৈষণামূলক ও পরম মঙ্গলময় কার্য্য ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।

তান্নহং বেদ সৰ্ব্বানি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

অর্থ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ বলিলেন) পরন্তপ অর্জুন ! (হে শত্রুতাপন অর্জুন) ! মে (আমার) তব চ (এবং তোমার) বহুনি জন্মানি (অনেক জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে), অহং (আমি) তানি সৰ্ব্বানি (সেই সকল) বেদ (জানি), ত্বং (তুমি) ন বেথ (জান না) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন অর্জুন ! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে, আমি সে সকল অবগত আছি কিন্তু তুমি তাহা জান না ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জুন ! আমার ও তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে । পরমেশ্বরত্ব-হেতু আমি সে সমুদায় স্মরণ করিতে পারি ; আর তুমি অণুচৈতন্য জীব, সে সমুদায় স্মরণ করিতে পার না । আমি যখনই জগতে অবতীর্ণ হই, তোমরা সিদ্ধভক্ত, আমার লীলাপুষ্টির জন্য তখনই আমার সহিত জন্ম লাভ কর । কিন্তু আমি একমাত্র সর্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সমস্ত অবগত আছি ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—এক এবাহং “একোহপি সন্ বহুধা যোহবভাতি” ইত্যাদি শ্রুত্যান্তানি নিত্যসিদ্ধানি বহুনি রূপানি বৈদূর্য্যবদান্নি দধানঃ পুরা রূপান্তরেণ তং প্রত্যুপদিষ্টবান্ ইতি ভাবেনাহ ভগবান্,—বহুনীতি । তব চেতি মৎসখত্বাত্তা-বন্তি জন্মানি তবাপ্যভূবন্নিত্যর্থঃ । ন ত্বং বেথেতি । ইদানীং ময়ৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা স্বলীলা-সিদ্ধয়ে স্বজ্ঞানাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ । এতেন সার্বজ্ঞ্যং স্বশ্রু দর্শিতম্ । অত্র ভগবজ্জন্মনাং বাস্তবত্বং বোধ্যং ;—বহুনীত্যাди শ্রীমুখোক্তেস্তুব চেতি দৃষ্টান্তাক্ষ । ন চ জন্মাখ্যো বিকারস্তৃষ্ণাগ্রিমব্যাত্যয়া প্রত্যাখ্যানাং ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—একমাত্র আমিই “এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন” ইত্যাদি শ্রুতিসম্মত নিত্যসিদ্ধ বহুরূপ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নিজেতে ধ্রুত, ইহা পূর্বে রূপান্তরের দ্বারা তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—এই প্রকারেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—‘বহুনীতি’ । তোমারও এইরূপ আমার সখা হিসাবে ততবার জন্ম-আদি হইয়াছে ইহাই অর্থ ; কিন্তু ইহা তুমি জান না । কারণ,

এক্ষণে আমার অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারাই নিজলীলা-সিদ্ধির জন্ম তোমার সেই (পূর্বের) জ্ঞানকে আচ্ছাদন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা নিজের সর্বজ্ঞত্ব প্রদর্শন করা হইল। এখানে ভগবানের জন্মকক্ষাদির বাস্তবত্বই বুঝিতে হইবে। বহু ইত্যাদি আমার শ্রীমুখ হইতে কথিত এবং তোমারও দৃষ্টান্ত-অনুসারে কিন্তু ইহাতে জন্মাদি-জন্ম আমার বিকার বা বিকৃতি নাই। কারণ ইহা অগ্রিম ব্যাখ্যার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—অৰ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া, প্রথমেই শ্রীভগবান্ বলিলেন, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বহুরূপ আছে। উহা বৈদূর্য্যমণির ন্যায় তাঁহাতেই অবস্থান করে। তুমি যে আমার সখা, তুমিও নিত্যসিদ্ধ বলিয়া, আমার সহিত সব অবতারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, কিন্তু সেই বিষয়ে তোমার জ্ঞানকে, আমার অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াই, নিজ লীলা সিদ্ধি করিয়া থাকি। আমি পরমেশ্বর ও সর্বজ্ঞ বলিয়া সব অবগত থাকি। এস্থলে শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের জন্মাদি যে বাস্তব, তাহা তাঁহার শ্রীমুখ-বাক্য হইতেই জানা যায়। সুতরাং মায়িক জীবের ন্যায় শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তের জন্মাদি-বিকার বিচার করিতে হইবে না।

শ্রীভগবদবতার প্রকট ও অপ্রকট-লীলাময় মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়,—

“এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।

‘আবির্ভাব’, ‘তিরোভাব’ মাত্র কহে বেদ ॥” (আদি ৩।৫২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

“অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।

কোন্ লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥

এইমত-সবলীলা-যেন গঙ্গাধার।

সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্র কুমার ॥” (মধ্য ২০।৩৮০-৮১)

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“একো বশী সৰ্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি”

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্”

(গোঃ তাঃ পৃঃ ২০-২১) ; “স একধা ভবতি ত্রিধা” (ছাঃ উঃ ৭।২৬।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীগর্গমুনির বাক্যে পাওয়া যায়,—

“বহুনি সন্তি নামানি রূপানি চ স্তুতস্ত তে ।

গুণ-কৰ্ম্মানুরূপানি তান্‌হং বেদ নো জনাঃ ॥” (১০।৮।১৫)

শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দকে ও বলিয়াছেন,—

“জন্মকৰ্ম্মাভিধানানি সন্তি মেহং সহস্রশঃ ।” (ভাঃ ১০।৫১।৩৬) ॥ ৫ ॥

অজোহপি সন্মব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অর্থ—(অহং—আমি) অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও) অব্যয়াত্মা (অব্যয়স্বরূপ) ভূতানাং (ভূতগণের) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) সন্ অপি (হইয়াও) স্বাম্ প্রকৃতিং (নিজ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (স্বীকার পূর্বক) আত্মমায়য়া (যোগমায়ার আশ্রয়ে) সন্তবামি (আবিভূত হই) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আমি জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা, সৰ্বভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুদ্ধা সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার পূর্বক আত্মমায়ার আশ্রয়ে আবিভূত হই ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদিও তোমরা সকলেই এবং আমি পুনঃপুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে । আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ ; স্বীয় চিহ্নিত আশ্রয়পূর্বক তদ্বারা স্ব-স্বরূপে জীবের প্রতি রূপা করিয়া সন্তুষ্ট হই । কিন্তু জীবসকল আমার মায়াশক্তিপ্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে তাহাদের পূর্বজন্মস্মৃতি থাকে না ; জীবের কৰ্ম্মবশতঃ লিঙ্গশরীর বলিয়া যে শরীর আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব পুনর্জন্ম লাভ করে । আমার যে দেবতির্য্যগাদিরূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে । আমার বিশুদ্ধ চিহ্নরূপ লিঙ্গ ও স্থূল শরীর দ্বারা জীবের গায় আবৃত হয় না । বৈকুণ্ঠ-অবস্থায় আমার যে নিত্য স্বরূপ, তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করি । যদি বল,—প্রপঞ্চ চিত্তের কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে ? তবে শ্রবণ কর । আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত ; অতএব তদ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা তোমরা যুক্তি-দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না । সহজ-জ্ঞান-দ্বারা এইমাত্র তোমাদের জানা কর্তব্য যে, অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক

বিধির বাধ্য হন না । তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড়-জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্তন করিয়া চিৎ-স্বরূপ প্রদান করিতে পারেন ; সুতরাং সে-স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে-সমস্ত প্রপঞ্চবিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে পূর্ণরূপে শুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি ? যে মায়াদ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার ‘প্রকৃতি’ বটে, কিন্তু আমার ‘স্বীয়-প্রকৃতি’ বলিলে চিচ্ছক্তিকেই বুঝিতে হইবে । আমার শক্তি—এক, কিন্তু তাহা—আমার নিকট চিৎশক্তি, এবং কৰ্ম্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়াশক্তি, এইরূপ নানাবিধ প্রভাবযুক্ত ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—লোকবিলক্ষণতয়া স্বরূপং স্বজন্ম চ বদন্ সনাতনত্বং স্বস্তাহ,— অজোহপীতি । অত্র স্বরূপস্বভাবপর্যায়ঃ ‘প্রকৃতি’ শব্দঃ, স্বাং প্রকৃতিং স্বং স্বরূপং অধিষ্ঠায়ালম্ব্য সম্ভবামি আবির্ভবামি । সংসিদ্ধিপ্রকৃতী ত্বিমে ; “স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ” ইত্যমরঃ, স্বরূপেণৈব সম্ভবামীতি । এতমর্থং বিবরিতুং বিশিনষ্টি,—অজোহ-পীত্যাদিনা । ‘অপি’ অবধারণে । অপূৰ্ব্বেদেহযোগো জন্ম, তদ্রহিত এব সন্ । অব্যয়াত্মাপি সন্ অব্যয়ঃ পরিণামশূন্য আত্মা বুদ্ধাদির্ঘৃণ্য তাদৃশ এব সন্ । ‘আত্মা পুংসি’ ইত্যাছ্যক্তেঃ । ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ স্বেতরেষাং জীবানাং নিয়ন্তৈব সন্ ইত্যর্থঃ । অজহাদিগুণকং যদ্বিভূজ্ঞানসুখঘনং রূপং তেনৈবাবতরা-মীতি স্বরূপেণৈব সংভবামীত্যস্ত বিবরণং তাদৃশস্ত স্বরূপস্ত রবেরিবাভিব্যক্তি-মাত্রমেব জন্মেতি তৎস্বরূপস্ত তজ্জন্মনশ্চ লোকবিলক্ষণত্বং তেন সনাতনত্বঞ্চ ব্যক্তম্ ; কৰ্ম্মতত্ত্বত্বং নিরস্তম্ । ঋতিশৈবমাহ—“অজায়মানো বহুধা বিজায়তে” ইতি । স্মৃতিশ্চ,—“প্রত্যক্ষং চ হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চন” ইত্যাত্মা । অতএব স্মৃতিকাগৃহে দিব্যাযুধভূষণস্ত দিব্যরূপস্ত ষড়ৈশ্বর্য্যাসম্পন্নস্ত তস্ত বীক্ষণং স্মর্য্যতে । প্রয়োজনমাহ ;—আত্মমায়য়েতি—ভজজ্জীবাত্মকম্পয়া হেতুনা তদ্ব্যাকারায়ৈত্যর্থঃ ; —“মায়া দন্তে কৃপায়াঞ্চ” ইতি বিশ্বঃ ; আত্মমায়য়া স্বসাক্ষজ্ঞেন স্বসঙ্কল্পেনেতি কেচিৎ ; “মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চ” ইতি নির্ঘণ্টকোষাৎ । লোকঃ খলু রাজাদিঃ পূৰ্ব্বেদেহাদীনি বিহায়াপূৰ্ব্বেদেহাদীনি ভজনিরহুসন্ধিরজ্ঞো জন্মী ভবতীতি তদ্বৈ-লক্ষণ্যং হরের্জন্মিনঃ প্রস্ফুটম্ । ভূতানামীশ্বরোহপি সন্নিত্যেনৈব লব্ধসিদ্ধয়ো যোগিপ্রভৃতয়োহপি ব্যাবৃত্তাঃ । সুখচিদম্বনো হরির্দেহদেহিভেদেন গুণগুণি-ভেদেন চ শূন্যোহপি বিশেষবলাত্তত্ত্বদ্বাবেন বিহুবাং প্রতীতিরাসীদिति ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—সাধারণ লোকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও জন্মাদির

বিলক্ষণের কথা বলিবার ইচ্ছায় নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) সনাতনত্ব বলিতেছেন—
 ‘অজোহপীতি’, এখানে স্বরূপ ও স্বাভাবিক পর্যায় বোধক “প্রকৃতি” শব্দ ; স্বীয়
 প্রকৃতিকে স্বীয় স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আমি সম্ভব হই অর্থাৎ যুগে যুগে
 আবির্ভূত হই। সংসিদ্ধি ও প্রকৃতি এই দুইটাই “স্বরূপ ও স্বভাব” ইহা
 অমর কোষে বলা আছে। স্বরূপেই আমি আবির্ভূত হই। এই অর্থই বিশেষ-
 রূপে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা করিয়াই বলা হইতেছে—‘অজোহপীত্যাদিনা’।
 অপি শব্দের অর্থ অবধারণ, জন্ম শব্দের অর্থ অপূর্বদেহের সহিত সংযোগ।
 তাহা শূন্য হইয়াই। অব্যয় আত্মা হইয়াও অব্যয়—পরিণাম-শূন্য আত্মা—বুদ্ধি
 প্রভৃতি যাহার সেই রকম হইয়াও, “আত্মা পুরুষেতে” ইত্যাদি উক্তি হেতু।
 প্রাণিমাাত্রেরই আমি ঈশ্বর (প্রভু) হইয়াই, আমি ভিন্ন অগ্ণাণ্য জীবগণের
 নিয়ন্তা হইয়াই—এই অর্থ। অজ্ঞাদি গুণসম্পন্ন যেই বিভূ-জ্ঞান-স্বথ-ঘন স্বরূপ
 আমি তাহার সহিতই আবির্ভূত হই, ইহা স্বরূপেই আবির্ভাব। ইহার বিবরণ
 (সম্পর্কে বলা হইতেছে) সেই রকম অর্থাৎ তাদৃশ স্বরূপ তাঁহার সূর্য্যের
 মত অভিব্যক্তিমাাত্রই জন্ম, ইহা তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার জন্মের লোক-
 বিলক্ষণত্ব। ইহার দ্বারা তাঁহার সনাতনত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে ; কস্মতন্ত্বতা
 নিরস্ত করা হইল। ঋতিও এই রকম বলিয়াছেন—“অজায়মান (অজাত
 হইয়াও) বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা। স্মৃতিও আছে,— “হরি প্রত্যক্ষরূপে
 জন্মগ্রহণ করিলেও কখনও তাঁহার বিকার হয় না, ইত্যাদির দ্বারা। অতএব
 (দেবকীর) স্মৃতিকাগৃহে দিব্যায়ুধের দ্বারা ভূষিত, দিব্যরূপ ও ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষরূপে নিরীক্ষণের কথা এখানে স্মরণ করা হইতেছে।
 প্রয়োজন-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলা হইতেছে—আত্মমায়ার দ্বারা ইতি। ভজনশীল
 জীবের প্রতি অনুকম্পা-হেতু তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য ইহাই অর্থ।—“মায়্যা
 দন্তে এবং ক্রপায়”, ইতি বিশ্বকোষ। আত্মমায়ার দ্বারা—নিজের সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং
 স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারা”—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। “মায়্যা বয়ুন এবং
 জ্ঞান” ইহা নির্ঘণ্টকোষ হইতে জানা যায়। (এই জগতের) লোক যেমন
 রাজাদিপূর্ব্বদেহগুলি ত্যাগ করিয়া অপূর্ব্বদেহগুলিকে ভজনা করিতে
 করিতে নিরনুসন্ধিসম্পন্ন-অজ্ঞ জন্ম স্বীকার করে ; এখানে শ্রীহরির জন্ম তাহার
 বিপরীত, ইহাই পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে। ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও,
 ইহার দ্বারা সিদ্ধিলাভসম্পন্ন-যোগিঋষিপ্রভৃতিগণও ব্যাবৃত্ত হইল। স্বথ ও

চিৎস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি দেহদেহিভেদ এবং গুণ ও গুণী ভেদ হইতে শূন্য হইয়াও বিশেষ বলানুসারে এবং তত্ত্বভাবের সহিত বিদ্বানদের প্রতীতির বিষয় ছিলেন । ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—অৰ্জুন ৪র্থ শ্লোকে অজ্ঞ ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যে-সকল সংশয় বা সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার নিরাকরণের জন্ত যে প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ উত্তর যে শ্লোকে শ্রীভগবান্ প্রদান পূর্বক বর্তমান শ্লোক বলিতেছেন । পূর্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্য সিদ্ধ বহুবিধ রূপের কথা বর্ণনা পূর্বক এবং স্বীয় সর্বজ্ঞত্বের বিষয় অবগত করাইয়া, বর্তমানে সেই সকল নিত্য সিদ্ধ রূপসমূহ কি ভাবে ভূতলে অবতরণ করেন, তাহা বলিতেছেন । শ্রীভগবানের স্বরূপ ও জন্মাদি সাধারণ লোকদিগের জন্মাদি হইতে বিলক্ষণ । প্রথমতঃ তিনি সনাতন পুরুষ । জীব মায়াবদ্ধ হইয়া জন্মমরণশীল হয় । শ্রীভগবান্ অজ, তিনি স্বীয়-প্রকৃতি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই ভূতলে অবতীর্ণ হন । এস্থলে শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন,—“স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমিতি” শ্রীরামানুজ আচার্য্যও বলিয়াছেন,—“প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সন্তবামীত্যর্থঃ” কৈবলাদ্বৈতবাদী শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও বলিয়াছেন,—“প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দঘনৈকরসং ; মায়াং ব্যাবর্তয়তি স্বামিতি, নিজস্বরূপমিত্যর্থঃ” । “স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নি” ইতি শ্রুতেঃ । স্ব-স্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সন্ সন্তবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবৎ ব্যবহারামীতি” ।

জীবের জন্ম—কৰ্মফলানুযায়ী অপূর্ব দেহ সংযোগবশতঃই হয় । আর শ্রীভগবান্ অজ অর্থাৎ জন্ম-রহিত । তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় চিচ্ছক্তি আত্মমায়া অর্থাৎ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার নিত্য শরীর এই জগতে প্রকাশ করেন । ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভজনশীল ভাগ্যবান্ জীবের প্রতি রূপা করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন । তাঁহার নিত্য চিন্ময় স্বরূপকে স্বীয় অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য শক্তি বলেই প্রকট করান । ইহাতে মানব-যুক্তি কার্য্যকরী নহে, তাঁহার রূপাই একমাত্র উপায় । পূর্বদিকে সূর্য্যের উদয়কে যেমন তাহার জন্ম বলা যায় না, সেইরূপ নিত্য বস্তু শ্রীভগবানের কোন কালে বা দেশে আবির্ভাবকে জন্ম বলা যায় না । শ্রীভগবানের জন্ম কৰ্ম্ম

সকলই সনাতন। তিনি যে স্ব-স্বরূপেই আবির্ভূত হন, তাহার প্রমান স্মৃতিকাগৃহে দিব্য আয়ুধাদিভূষিত ও দিব্যরূপবিশিষ্ট ষড়শৈখ্যপূর্ণ নিত্য পুরুষের প্রকাশ লীলা।

তিনি ভূতগণের ঈশ্বর ও অব্যয় পুরুষ হইয়াই এইরূপে আবির্ভূত হন। ইহা কোন যোগসিদ্ধ পুরুষের যোগবিভূতির সদৃশ নহে। কারণ শ্রীহরির দেহ-দেহি ও গুণ এবং গুণী ভেদ নাই। সৌভরি ঋষি প্রভৃতির যোগ-বিভূতিতে প্রকাশিত কায়বুহ কিন্তু দেহ-দেহী ভেদযুক্ত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

“সৌভর্যাদিপ্রায় সেই কায়বুহ নয়।

কায়বুহ হইলে নারদের বিশ্বয় না হয় ॥” (মধ্য ২০।১৬৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাওয়া যায়,—

‘নিত্যলীলা’ কৃষ্ণের সর্বশাস্ত্রে কয়।

বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে ‘নিত্য’ হয় ॥

দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক সব জানে।

কৃষ্ণ লীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥

জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে।

সপ্তদ্বীপাস্থি লজ্জি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥

রাত্রি-দিনে হয়, ষষ্টিদণ্ড-পরিমাণ।

তিন-সহস্র ছয় শত ‘পল’ তার মান ॥

সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল-ক্রমোদয়।

সেই এক ‘দণ্ড’, অষ্টদণ্ডে ‘প্রহর’ হয় ॥

এক-দুই-তিন-চারি-প্রহরে অন্ত হয়।

চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥

ঐছে—কৃষ্ণের লীলা চৌদ্দ মন্বন্তরে।

ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥

* * *

অলাতচক্রপায় সেই লীলাচক্র ফিরে ।

সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥

* * *

কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান ।

তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ ॥

(মধ্য ২০।৩৮২-৩৯৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“অজোহপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ,” (৩।২।১৫)

বৃহদৈষ্ণবেও পাওয়া যায়,—

“নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্য মূর্ত্তিজগৎপতিঃ ।

নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্যাস্থখাহুভূঃ ॥”

পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—

“পশু ত্বাং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্ ।”

“ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্ ।

সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্ব্যনং শাস্বতং শিবম্ ॥”

সচ্চিদানন্দরূপত্বাং স্রাং কৃষ্ণোহধোক্ষজোহপ্যসৌ ।

নিজশক্তেঃ প্রভাবেণ স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ ॥

শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়,—

“এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে ।

ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাং নশ্বেয়ম্ ঈশোহহং জগতাং গুরুঃ ॥”

বাসুদেব উপনিষদে—

“যদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাত্তত্ত্ববিবর্জিতম্ ।

স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্ ॥”

বাসুদেবাধ্যাত্মে—

“অপ্রসিক্তেসুদৃগুণানাম্ অনামাহসৌ প্রকীর্তিতঃ ।

অপ্রাকৃত্যাদ্ রূপশ্রাপ্যরূপোহসাবুদীৰ্য্যতে ॥

সম্বন্ধেন প্রধানশ্চ হরেনাস্ত্যেব কর্তৃত্বা ।

অকর্তারমতঃ প্রাহঃপুরাণং তং পুরাবিদঃ ॥”

নারায়ণাধ্যাত্মে—

“নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ ।

তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুम् ॥”

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

“অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ ।

আবির্ভাবতিরোভাবাবশ্রোক্তে গ্রহমোচনে ॥”

লঘুভাগবতামৃতে পৃঃ ৩:

“অশ্রাদি-শৃণুশ্চ জন্মলীলাপ্যনাদিকা ।

স্বচ্ছন্দতো মুকুন্দেন প্রাকট্যং নীয়তে মূর্ছঃ ॥”

“অজো জন্মবিহীনোহপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ ।”

“নন্বেকশ্চ কিলাজহং জন্মিত্বঞ্চ বিরূধ্যতে ।

ইত্যাশঙ্ক্যাহ “ভগবান্ অচিৎতৈশ্বৰ্য্যবৈভবঃ ।

তত্র তত্র যথা বহিস্তেজোরূপেণ সন্নপি ।

জায়তে মণি-কাষ্ঠাদেহেতুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ ॥

অনাদিমেব জন্মাদি-লীলামেব তথাভূতাম্ ।

হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাহুর্কুর্য্যাৎ কদাচন ॥

স্ব-লীলা-কীর্ত্তিবিস্তরাৎ লোকেষুজিঘৃক্ষুতা ।

অশ্চ জন্মাদি-লীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ ॥

তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড়্যামানেষু দানবৈঃ ।
 প্রিয়েষু করুণাপাত্রে হেতুরিত্যুক্তমেব হি ॥
 ভূমিতারাপহারায় ব্রহ্মাঐশ্বরিদশেশ্বরৈঃ ।
 অভ্যর্থনন্তু যতশ্চ তৎভবেদানুযজ্ঞিকম্ ॥
 চেদতাপি দিদৃক্ষেরণ্ উৎকণ্ঠার্ভা নিজ প্রিয়াঃ ।
 তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ ॥
 কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ ।
 অতাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥
 ততঃ স্বয়ং প্রকাশয়শক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া ।
 সোহতিব্যাক্তো ভবেন্নেত্রেণ নেত্রবিষয়ত্বতঃ ॥”

(৩৬৩, ৩৮৫-৩৯২ এবং ৪২১ ও ৪২৪)

তাৎপর্য—শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদি বা জন্মবিহীন, সেইরূপ তাঁহার জন্মাদি লীলাও অনাদি। তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাক্রমেই কেবল প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ জন্মাদি লীলা প্রকটিত হয়। তিনি অজ অর্থাৎ জন্ম বিহীন হইয়াও জাত হইয়াছিলেন। এস্থলে যদি পূর্বপক্ষ হয় যে, একজনের অজত্ব ও জন্মিত্ব ত’ পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহা কিরূপে সম্ভব? এই প্রশ্ন নিরসন পূর্বক বলিতেছেন, শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বৈভবশালী অর্থাৎ স্বরূপগুণ বিভূতিশীল বৈকুণ্ঠ বস্তু। শ্রীভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে লেশমাত্রও বিকার না থাকায়, তাঁহাদের অজত্ব এবং প্রাকৃত ধাতু-সম্বন্ধ অর্থাৎ শুক্র-শোণিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই পূর্বদিকে সূর্য্যোদয়ের গায় শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে আবির্ভাব হেতু তাঁহাদের জন্মিত্ব—ইহা যুগপৎ সিদ্ধ। অগ্নি যেমন সেই সেই স্থানে তেজোরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন কোন কারণ অবলম্বন করিয়াই মণি বা কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও কোন কালবিশেষে কোন কারণবশতঃ তাঁহার জন্মাদিলীলা প্রকট করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলাকীর্ত্তি-বিস্তারার্থ সাধক ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই তাঁহার জন্মাদি-লীলা-প্রাকট্যের মুখ্য-কারণ দেখা যায়। বিশেষতঃ ভয়ঙ্কর দানবগণ কর্ত্তক বহুদেবাদি প্রিয়তম ভক্তগণ পীড়্যমান হইলে, তাঁহাদের প্রতি করুণাও শ্রীভগবানের আবির্ভাবের মুখ্য-কারণ। পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণের যে স্তুতি, উহা তাঁহার আবির্ভাবের

গৌণ-কারণ। যদি তাঁহার কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই সেই লীলা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। অতাপিও কোন কোন প্রেমভক্তিবিশ্ব ভাগ্যবান্ ভাগবতোত্তম বৃন্দাবনে ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান। অতএব সেই শ্রীভগবান্ই স্বীয় প্রকাশ-শক্তি দ্বারা স্বেচ্ছায় প্রকাশমান হইয়া নয়নের গোচরীভূত হন। কিন্তু নেত্রের বিষয় বলিয়া জড়নেত্রে অভিব্যক্ত হন না। ॥ ৬ ॥

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানিৰ্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অর্থ—ভারত! (হে ভারত!) যদা যদা হি (যখন যখনই) ধৰ্ম্মস্ত (ধর্ম্মের) গ্লানিঃ (হানি) অধৰ্ম্মস্ত চ (এবং অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানম্ (বৃদ্ধি) ভবতি (হয়) তদা (তখন) অহং (আমি) আত্মানম্ (আমাকে) সৃজামি (সৃজন করি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন আমি আমাকে প্রকট করি ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম যে, আমি—ইচ্ছাময়; আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপার-নির্বাহক বিধিসকল—অনাদি; কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিহ্ন-সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্মগ্লানি নিবৃত্ত করি। এই ভারত ভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও, তাহা নয়; আমি দেবতির্য্যগাদি সমস্ত জগতেই (রাজ্যেই) আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্বক উদয় হই; অতএব স্বেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের জগতে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না। সেই সকল শোচ্য পুরুষ যতটুকু ধর্ম্মকে ‘স্বধর্ম্ম’ বলিয়া স্বীকার করে, তাহার গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-অবতাররূপে আমি তাহাদের

ধর্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রমধর্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম সৃষ্ট আচরিত হয় বলিয়াই এতদেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্মসংস্থাপন-করণার্থ আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব ‘যুগাবতার’ ও ‘অংশাবতার’ প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম নাই, সেখানে নিকাম কর্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ এবং চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সৃষ্টরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকুপাজনিত ‘আকস্মিকী’ বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—অথ সম্ভবকালমাহ,—যদেতি। ধর্মশ্চ বেদোক্তশ্চ গ্লানি-
বিনাশঃ অধর্মশ্চ তদ্বিরুদ্ধশ্চাভ্যুত্থানমভ্যুদয়ঃ তদাহমাত্মানং সৃজামি প্রকটয়ামি,
ন তু নির্মমে,—তশ্চ পূর্বসিদ্ধত্বাদিতি নাস্তি মৎসম্ভবকালনিয়মঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ভগবানের আবির্ভাব-(উৎপত্তি) কাল বলা হইতেছে,—
‘যদেতি’, বেদোক্ত ধর্মের গ্লানি অর্থাৎ বিনাশ; যখন বেদবিরুদ্ধ—অধর্মের
অভ্যুত্থান—অভ্যুদয় হয়, তখন আমি নিজকে সৃজন করি অর্থাৎ লোকসমক্ষে
প্রকট করি, কিন্তু আমি নির্মিত বা সৃষ্ট নহি, তাহার পূর্বসিদ্ধত্বহেতু
অতএব আমার উৎপত্তি বা আবির্ভাবের কোন কাল নিয়ম নাই ॥ ৭ ॥

অনুব্রূষণ—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে তাঁহার আবির্ভাব-
কালের বিষয় বলিতেছেন। যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অর্থাৎ
মানবগণ বেদবিহিত ধর্ম কর্ম পরিত্যাগপূর্বক বেদবিরুদ্ধ বিবিধ
অসদবৃত্তানের দ্বারা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা লাভ করিতে থাকে; ক্রমপন্থায়
নিঃশ্রেয়স-সাধক বর্ণাশ্রমধর্ম-বিহিত সদাচারাদি পালনই সাধারণতঃ ধর্ম,
আর সেই আচার-বিভ্রষ্ট হইয়া উন্মার্গগামী হওয়াই অধর্ম। —এইরূপ
ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব-কালেই শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি
কুপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—
“ধর্মো মদুত্তিকৃৎ” (১১।১০।২৭)

জীবের ন্যায় তাঁহার দেহ ও দেহী ভেদ নাই, সূতরাং কর্মফলে অপূর্ব-
দেহসংযোগরূপ জন্ম তাঁহার হয় না। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপাভিন্ন দেহকেই
তিনি সৃজন অর্থাৎ মায়িক জগতে স্বেচ্ছায় প্রকট করেন মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

“যদা যদা হি ধর্মশ্চ ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপজনঃ ।

তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥”

(৯।২৪।৫৬) ॥ ৭ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়—সাধুনাং (মদেকান্ত ভক্তদিগের) পরিভ্রাণায় (পরিভ্রাণের নিমিত্ত) দুষ্কৃতাম্ (দুষ্কৃতগণের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্মসংস্থাপনার্থ) যুগে যুগে সন্তুভামি (প্রতি যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সাধুগণের রক্ষার নিমিত্ত ও দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্ত এবং ধর্মসংস্থাপনার্থ আমি প্রতি যুগে আবির্ভূত হই ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে-সকল ভক্ত, তাঁহাদের সন্তায় আমি শক্ত্যাবেশ (অবতার) করত বর্ণাশ্রম-ধর্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরমভক্ত সাধুগণের মদর্শনলালসোথ দুঃখ হইতে তাঁহাদের পরিভ্রাণের জন্ত আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব ‘যুগাবতার’ হইয়া আমি সাধুদিগকে দুঃখ হইতে পরিভ্রাণ করি, দুষ্কৃত রাবণ-কংসাদিকে বধ করত উদ্ধার করি এবং শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্য স্বধর্ম সংস্থাপন করি। ‘আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই’—এই কথা-দ্বারা ‘কলিকালেও যে আমার অবতার হয়’ ইহা স্বীকার করিবে। কলিকালের অবতার কেবল কীর্তনাদি-দ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন ; তাহাতে অত্র তাৎপর্য না থাকায় সেই অবতার সর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরমভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার-কর্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎসাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। কলিজন-নিস্তারকাবতার-কর্তৃক দুষ্কৃত-জনের দুষ্কৃতিবিনাশ ব্যতীত অম্লর-বিনাশ-কার্য্য নাই, ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—নহু তদ্বক্তা রাজর্ষয়োহপি ধর্ম্মানি মধর্ম্মাভ্যুত্থানং চাপনেতুং প্রভবন্তি তাবতেহর্থায় কিং সন্তবনীতি চেদস্তি মদগ্নদুষ্করণং কার্য্যং তদর্থং

সম্ভবামীতি আহ,—পরীতি । সাধুনাং মদ্রপগুণনিরতানাং মৎসাক্ষাংকার-
মাকাজ্জতাং তেন বিনাতিব্যগ্রাণাং তদৈয়াগ্ররূপাং দুঃখাং পরিভ্রাণায়াতি-
মনোজ্ঞস্বরূপসাক্ষাংকারেণ । তথা দুষ্কৃতাং দুষ্টকর্মকারিণাং মদগৌরবধানাং
দশগ্রীব-কংসাদীনাং তাদৃগ্ভক্তদ্রোহিণাং বিনাশায় ধর্মস্ত মদেকার্কটনধানাদি-
লক্ষণস্ত শুদ্ধভক্তিয়োগস্ত বৈদিকস্তাপি মদিতরৈঃ প্রচারয়িতুমশক্যস্ত সংস্থা-
পনার্থায় সংপ্রচারায়ৈত্যেতৎ ত্রয়ং মৎসম্ভবস্ত কারণমিতি । যুগে যুগে তন্ত-
সময়ে, ন চ দুষ্টবধেন হরৌ বৈষম্যং, তেন দুষ্টানাং মোক্ষানন্দলাভে সতি
তস্তানুগ্রহরূপত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—তোমার ভক্ত রাজর্ষি প্রভৃতিও ধর্মের গ্লানি এবং
অধর্মের অভ্যুত্থানকে অপনোদন করিতে সক্ষম, অতএব কি প্রয়োজনে তোমার
জন্মগ্রহণ অর্থাৎ আবির্ভাব হয় ? ইহা যদি বলা হয়, তদন্তরে বলা হইতেছে
যে—আমি ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে যাহা দুষ্কর কার্য্য, তজ্জগুই আমি জন্ম
স্বীকার করি—ইহাই বলা হইতেছে—‘পরীতি’ । আমার রূপ ও গুণের প্রতি
আসক্ত, এবং আমার সাক্ষাংকারের জন্ত সর্বদা লালায়িত, এবং আমাকে
না পাইলে অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত সাধুদের, অতিশয় মনোজ্ঞস্বরূপসাক্ষাংকারের
দ্বারা সেই ব্যগ্রতারূপ দুঃখ হইতে পরিভ্রাণের জন্ত, দুষ্কৃত অর্থাৎ দুষ্কর্মকারি-
গণের আমি ভিন্ন অন্য কর্তৃক অবধ্য দশানন, কংস প্রভৃতি তাদৃশ ভক্তদ্রোহী
দুর্জ্জনদিগের বিনাশের জন্ত, ধর্মের অর্থাৎ আমার প্রতি ঐকান্তিক অর্চন
ও ধ্যানাদি লক্ষণ শুদ্ধভক্তিয়োগরূপ বৈদিক ধর্মের আমি ভিন্ন অন্য লোক
যাহা প্রচার করিতে অক্ষম, তাহা সংস্থাপনের জন্ত অর্থাৎ সম্যকরূপে
প্রচারের জন্ত,—এই তিনটিই আমার আবির্ভাবের কারণ । যুগে যুগে ও সেই
সেই সময়ে দুষ্টের বধের জন্ত ভগবান্ শ্রীহরিতে বৈষম্য নাই । তাহাতে কিন্তু
দুষ্টদিগের বধে মোক্ষানন্দলাভ হয় বলিয়া, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহই করা
হয়,—এই পরিণামবশতঃ ॥ ৮ ॥

অনুবূষণ—এস্থলে কেহ যদি এরূপ পূর্বপক্ষ করেন যে, তোমার ভক্ত
রাজর্ষি ও ব্রহ্মষিগণও তো বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্মের গ্লানি ও তদ্বিরুদ্ধ অধর্মের
অপনোদন করিতে সমর্থ, তবে সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম-সংস্থাপন করিতে তোমার
অবতারের কি প্রয়োজন ? তদন্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে,
অন্তের অসাধ্য তিনটি কারণেই তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হন ।

(১) সাধুদিগের পরিভ্রাণ অর্থাৎ আমার একান্ত ভক্ত যাহারা মদীয় দর্শনাকাজ্জ্বল্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত-চিত্ত, তাঁহাদিগকে আমার সাক্ষাৎকার প্রদানের দ্বারা তাঁহাদের বিরহ-বেদনা দূর করা।

(২) দুষ্কৃত বিনাশ—অর্থাৎ মদীয় ভক্তগণের-দ্রোহী অশ্রের অবধ্য, রাবণ ও কংসাদির বিনাশ।

(৩) ধর্ম সংস্থাপন—অর্থাৎ আমার ঐকান্তিক অর্চন-ধ্যানাঙ্গ লক্ষণ-যুক্ত শুদ্ধভক্তিসংযোগরূপ-পরমধর্ম, যাহা আমি ভিন্ন অশ্র প্রবর্তন করিতে অসমর্থ, তাহা সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হই।

আজকাল অবতার সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত ধারণা মানবমেধাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মানবগণের মধ্যে কেহ কোন বিষয়ে একটু শক্তিশালী হইয়া উঠিলে, কিম্বা কাহারও একটি প্রবল দল গঠিত হইলে, অথবা কেহ বহিষ্কৃত জীবের আপাতঃ মনোরম বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন-সরবরাহকারী হইতে পারিলে, কেহ বা ধর্মের নামে একটি গোজামিল দিতে পারিলে এবং শাস্ত্রাদি হইতে তত্ত্বাদি-বিচারের ক্লেশ হইতে পরিভ্রাণ করিয়া সকলের মনোবিক্ষেপের সমর্থন জানাইতে পারিলে, তাহাকে বা তাহাদিগকে অবতার (?) বলিয়া অনেকেই শ্রদ্ধা করিতে ভালবাসেন। পক্ষান্তরে শাস্ত্রে যাহাকে অবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া, বিকার-গ্রস্ত মায়াবদ্ধ-জীবকেই ‘অবতার’ মাজাইয়া পূজা প্রচার করিতে থাকে। প্রকৃত মহাজনগণের কথায় ইহারা বধিরতা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমন্নহাপ্রভুর পার্শ্বদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু অবতার সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন,—

“অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেহবতরণমিতি”

শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব প্রভুও বলিয়াছেন,—

“অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেহবতরণং খল্ববতারঃ।”

‘অবতার’-শব্দ উচ্চারণমাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রপঞ্চের অর্থাৎ জগতের অতীত প্রদেশ হইতে এই জগতে অবতরণ যিনি করেন, তাহাকেই ‘অবতার’ বলা চলে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পাওয়া যায়,—

“সৃষ্টিহেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে ।

সেই ঈশ্বরমূর্তি ‘অবতার’ নাম ধরে ॥

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ।

বিশ্বে অবতরি’ ধরে ‘অবতার’ নাম ॥”

(মধ্য ২০ পঃ)

অবতারী কৃষ্ণের অসংখ্য অবতার থাকিলেও, তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত ।

(১) পুরুষাবতার (২) গুণাবতার (৩) লীলাবতার (৪) মন্বন্তরাবতার
(৫) যুগাবতার (৬) শক্ত্যাবেশাবতার ।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ)

এই ষড়বিধ অবতারের মধ্যে ‘যুগাবতার’ বিষয়টি অতিশয় বিকৃত করিয়া কেহ কেহ দুরভিসন্ধিমূলে যাকে, তাকে যুগাবতার সাজাইয়া মানুষকে অত্যন্ত বিপথগামী করিয়া তুলিয়াছে ।

‘যুগাবতার’ কথাটি বিচার করিতে গেলে প্রথমেই ‘যুগ’ কাহাকে বলে, তাহার বিচার করা দরকার । সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনবযোগেন্দ্র-সংবাদে পাওয়া যায়,—

“কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেযু কেশবঃ ।” (১১।৫।২০)

অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ । ঐ চারিযুগে কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকৃতি বিশিষ্ট, কিরূপ নাম এবং কিরূপ বেশাদি লইয়া শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন তাহাও বিস্তারিত রূপে ঐ নবযোগেন্দ্রসংবাদে বিদেহরাজ নিমির, প্রশ্নানুসারে শ্রীকরভাজন ঋষির উত্তরে পাওয়া যায় । শ্রীভাগবত ১১।৫।১২-৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

আরও একটি বিষয় লক্ষিতব্য এই যে, পরমকৃপালু শ্রীভগবানের অস্বর-বিনাশে বৈষম্য ও নির্দয়তা প্রকাশ পায় কিনা? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

‘অজস্র জন্মোৎপথনাশায়’ (৩।১।৪৪) অর্থাৎ জন্মরহিত শ্রীভগবান্ হুবর্ত্তগণের বিনাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন । এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল-চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—

“সন্ন্যাসাচ্ছৈদক অম্বরগণের বিনাশের দ্বারা, স্বকর্তৃক বিনাশের দ্বারা তাহাদের মোক্ষদানের জন্ম” ।

শ্রীধর স্বামিপাদও গীতার এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, “শিশুপুত্রের লালন, ও তাড়নে যেরূপ মাতার নির্দয়তা প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শূণ ও দোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অম্বর-বধেও নির্দয়তা হয় না।” পরন্তু অম্বরগণকে নিজ হস্তে বধ করিয়া, তাহাদের বিবিধ দুষ্কৃত-ফল-নরকনিপাত এবং সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া, মুক্তি দিয়া থাকেন, এস্থলে এইরূপ নিগ্রহ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহেরই পরিচায়ক ।

গীতার বর্তমান শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায় পাই,—

“ধর্ম পরাভব হয় যখনে যখনে ।

অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে ॥

সাধুজন রক্ষা, দুষ্ট-বিনাশ কারণে

ব্রহ্মাদি প্রভুর পায় করে বিজ্ঞাপনে ॥

তবে প্রভু কুলধর্ম স্থাপন করিতে ।

সান্নোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ২১৯-২১) ॥৮॥

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যাক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯ ॥

অর্থ—অর্জুন ! (হে অর্জুন !) যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এই-রূপ) দিব্যম্ (অলৌকিক) জন্মকৰ্ম্ম চ (জন্ম এবং কৰ্ম্ম) তত্ত্বতঃ (তত্ত্ববিচারে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) দেহম্ (দেহকে) ত্যাক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন এতি (পান না) (কিন্তু) মাম্ এব (আমাকেই) এতি (পাইয়া থাকেন) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে অর্জুন ! যিনি আমার এইরূপ দিব্য জন্ম এবং কৰ্ম্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ-অন্তে আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না । অধিকন্তু আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অচিন্ত্যচিহ্ন-দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কৰ্ম্ম আমি

স্বীকার করি, তাহা পূর্বোক্ত তত্ত্ববিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি জড়-
দেহ ত্যাগপূর্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না; কিন্তু আমার চিচ্ছক্তি-
প্রকাশরূপ হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশবিশেষে আমার নিত্য সেবা প্রাপ্ত হন।
যাহারা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে আমার জন্ম, কৰ্ম ও প্রপঞ্চ প্রকাশিত দেহকে
'অনিত্য' ও 'প্রাপঞ্চিক' বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিद्या-বশতঃ সংসার
লাভ করে। কৰ্মজড় পুরুষেরা প্রায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত-দ্বারা কৰ্মজড়তাতে
আবদ্ধ থাকে। সাধুরূপা ব্যতীত তাহাদের বিমল জ্ঞান উদিত হয় না ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—বহুলায়ামৈঃ সাধনসহস্রৈরপি দুর্লভো মোক্ষো মজ্জন্মচরিত-
শ্রবণেন মদেকান্তিপথানুবর্তিনাং স্থলভোহস্তিত্যেতদর্থঞ্চ সম্ভবামীত্যশয়া
ভগবানাহ,—জন্মেতি। মম সৰ্বেশ্বরস্ত সত্যোচ্ছস্ত বৈদূর্য্যবন্নিত্যসিদ্ধনৃসিংহ-
রঘুনাথাদি-বহুরূপস্ত তত্র তত্রোক্তলক্ষণং জন্ম তথা কৰ্ম চ তত্তত্ত্বসম্বন্ধং
চরিতং তদুভয়ং দিব্যমপ্রাকৃতং নিত্যং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্বিতী যন্তুত্বতো
বেত্তি যদগতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ “একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী
হৃদন্তরায়া” ইতি—শ্রুত্যা দিব্যমিতি মদুক্ত্যা চ দৃঢ়শ্রদ্ধো যুক্তিনিরপেক্ষঃ সন্,
হে অৰ্জ্জুন! স বর্তমানং দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ প্রাপঞ্চিকং জন্ম নৈতি,
কিন্তু মামেব তত্ত্বকৰ্ম্মমনোজ্ঞমেতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ; যদ্বা, মোচকত্ব-
লিঙ্গেন “তত্ত্বমসি” ইতি শ্রুতেশ্চ মে জন্মকৰ্ম্মণী তত্ত্বতো ব্রহ্মত্বেন যো বেত্তীতি
ব্যাখ্যেয়ম্। ইতরথা “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাশ্চ পশ্বা বিদ্যতে
অয়নায়” ইতি—শ্রুতিৰ্ব্যাকুপ্যেৎ। সমানমগ্ণৎ। জন্মাদিনিত্যতায়ং যুক্তয়স্তত্ত্বত্র
বিস্তৃতা দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বহুকষ্টসাধ্য সহস্রসাধনের দ্বারাও যেই মোক্ষপ্রাপ্তি দুর্লভ,
তাহা আমার একমাত্র জন্মচরিত শ্রবণের দ্বারা আমার ঐকান্তিক পথানু-
বর্তিব্যক্তিগণের অতিশয় স্থলভ হউক, এই হেতু এবং এই প্রয়োজনেই
আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। এই আকাজক্ষায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—
'জন্মেতি'। সৰ্বেশ্বর ও সত্যসংকল্প আমি বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নিত্যসিদ্ধ নৃসিংহ-
রঘুনাথাদি বহুরূপে অবতীর্ণ হইয়া, সেই সেই লক্ষণযুক্ত জন্ম ও তত্ত্বকৰ্ম্ম
এবং সেই সেই ভক্তসম্বন্ধীয় চরিত্র এই উভয়বিধই দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত
ও নিত্যরূপেই হয়। ইহা এই রকমই, যাহা প্রকৃত তত্ত্বরূপে জানা যায়।
যাহা গত হইয়াছে, যাহা হইতেছে ও যাহা হইবে। “একমাত্র দেবতা,

নিত্যলীলায় অনুরক্ত, ভক্তকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অন্তরাআরুপে অবস্থান করেন”, এই শ্রুতির দ্বারা দিবা ইহা, আমার উক্তিরদ্বারা আমার প্রতি দৃঢ়-শ্রদ্ধা হইয়া যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, অতএব হে অর্জুন ! তুমি এইরকম হও । (যিনি এই রকম হন) তিনি বর্তমান দেহত্যাগ করিয়া পুনঃ প্রাপঞ্চিক জন্মগ্রহণ করেন না কিন্তু সেই সেই মনোজ্ঞ কর্মসম্পন্ন আমাকেই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি মুক্ত হন । অথবা মোচকহ-ধর্ম্মানুসারে “তাহা তুমি হও” এই শ্রুতিবাক্য হইতে আমার জন্ম ও কর্ম প্রকৃতরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে যিনি জানেন ইহাই ব্যাখ্যা করা উচিত । ইহা যদি স্বীকার না করা হয়, তবে “তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে ত্যাগ পূর্বক পরম যুক্তি লাভ হয়, পরম যুক্তির জন্ত আর অন্য কোন পন্থা নাই” । এই শ্রুতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় । অন্য সব সমান । জন্মাদির নিত্যতা সম্পর্কে যুক্তিগুলি অগ্রত বিস্তৃতরূপে বলা আছে জানিবে ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—বহুকষ্টসাধ্য সাধন-সহস্রের দ্বারা মোক্ষ লাভ দুর্লভ হইলেও, শ্রীভগবানের জন্মচরিতাদি শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারা তাঁহার ঐকান্তিক পথানুবর্তি-গণের তাহা স্থলভ হউক, এই উদ্দেশ্যে কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্য-চিৎশক্তি দ্বারা অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম স্বীকার করেন । শ্রীভগবান্ সর্বেশ্বর ও সত্যসঙ্কল্প । বৈদূর্য্যমণির ন্যায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ রূপসমূহ জগতে আবির্ভূত করাইয়া, স্বকীয় ভক্তগণের সহিত যে লীলা করেন, তাঁহাদের সেই লীলা-চরিত দিবা অর্থাৎ অপ্রাকৃত স্মরণ্য নিত্য ; ইহা তত্ত্বতো বাঁহারা জানিতে পারেন, এবং অন্য যুক্তির অপেক্ষা না করিয়াই, দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হন, তাঁহাদের বর্তমান দেহত্যাগ পূর্বক পুনর্জন্ম লাভ হয় না পরন্তু আমাকেই লাভ করেন ; অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ।

পিপ্লাদি শাখায় পুরুষবোধিনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—
“একো দেবো নিত্যলীলানুরক্ত ভক্তব্যাপী হৃদন্তরাশ্বেতি” শ্রীভাগবতামৃতে বহু-স্থানেই শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্মের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতিও স্ব স্ব টীকায় ‘দিবা’ শব্দের অর্থ অপ্রাকৃত দিয়াছেন । শ্রীধরস্বামিপাদও ‘দিবা’ শব্দে ‘অলৌকিক’ অর্থ করিয়াছেন ।

শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

“তৎকর্ম দিব্যমিব” (ভাঃ ২।৭।২৯)

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায়ও পাওয়া যায়,—

“বস্তুতঃ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সকল কার্যাই অপ্রাকৃত ।”

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

“ন বিদ্যাতে যন্ত চ জন্ম কৰ্ম বা, ন নামরূপে গুণদোষ এব বা ।

তথাপি লোকাপায়সম্ভবায় যঃ স্বমায়য়া তান্তুত্বকালমুচ্ছতি ॥”

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তদীয় ‘ভগবৎ সন্দর্ভ’ ও তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ টীকায় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । (৮।৩।৮)

“যোহনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো ভগবাননন্তঃ ।

নামানি রূপানি চ জন্মকৰ্ম্মভির্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥”

(৬।৪।৩৩)

এস্থলে বিশেষ বিচারের বিষয় এই যে, শ্রীভগবানের প্রাকৃত নাম, রূপ, জন্ম ও কৰ্ম নাই কিন্তু অপ্রাকৃত জন্ম ও কৰ্ম এবং নাম, রূপ আছেই । শ্রীভগবান্ তদীয় পাদমূল-উপাসনাকারী ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া সেই সকল অপ্রাকৃত বিদ্যুৎসদৃশ নাম-রূপাদি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা এই জগতে প্রকট করিয়া থাকেন ।

শ্রুতিতেও শ্রীভগবানের নাম, রূপাদির প্রাকৃতত্ব নিষেধ করিয়াই, “নিষ্কামং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবচ্ছং নিরঞ্জনং” (শ্বেতাঃ ৬।১৯), ‘অশকমম্পর্শম-রূপমব্যয়ম্’ (কঠ ১।৩।১৫), সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ (ছাঃ ৩।১৪।৪) প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহার অমায়িকত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করিয়াছেন ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

“নির্বিশেষে তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ।

‘প্রাকৃত’ নিষেধি, করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥”

(মধ্য ৬।১৪১)

“যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষঃ সা সাভিধতে সবিশেষমেব ।

বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥”

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে ধৃত হরিশীর্ষপঙ্করাত্র বচন)

শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের বাক্যে এবং শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত

সিদ্ধান্তে শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্মের এবং নাম, রূপের অপ্রাকৃতত্ব বা নিত্যত্ব অবগত হইয়া যাহারা একনিষ্ঠার সহিত ভজন করেন, তাঁহারা অনায়াসেই মুক্তি ও ভগবৎ-প্রাপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। অবশ্য সাধু-গুরুর রূপাব্যতীত এইরূপ সদজ্ঞান ও শুভবুদ্ধির উদয় হওয়া অসম্ভব। যাহারা বিশেষ ভাগ্যবান্ তাঁহারাশ্রীভগবানের জন্মকর্মের অপ্রাকৃতত্ব জানিতে পারিয়া নিজেরা প্রাকৃত জন্মকর্মের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন।

আর যাহারা মৃত ও ভগবানের মহিমাজ্ঞানে বঞ্চিত সেই সকল ছুঁতাগা নরাধমগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত-মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া, তাঁহার গর্তবাসাদি স্বীকার, কর্মফল ভোগের কথা, শত্রুমিত্র ভেদবুদ্ধির কথা, প্রভৃতি যুক্তি-জাল বিস্তারকরতঃ অশেষ দুঃখ ও দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে। কেহ আবার শ্রীকৃষ্ণকে ‘অতিমানব’, ‘মহামানব’ শব্দে অভিহিত করিয়া তাঁহার অসাধারণত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা সকলেই ভাগ্যহীন ও মৃত এবং জন্ম-মরণরূপ সংসার-বন্ধনে চির আবদ্ধ থাকিয়া নিরয়গামী হয়। গীতার বহুস্থানে এই সকল বিস্তারিত ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অর্থ—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য) মন্ময়া (মদেকচিত্ত) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমার শরণাগত) (সন্তঃ—হইয়া) জ্ঞানতপসা (জ্ঞান ও তপস্বীদ্বারা) পূতাঃ (পবিত্র) (সন্তঃ—হইয়া) বহবঃ (অনেকে) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, আমাতে একাগ্রচিত্ত ও শরণাগত হইয়া জ্ঞান ও তপস্বী দ্বারা পবিত্র হইয়া, অনেকে আমার ভাব লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার জন্মকর্ম ও শরীরের চিন্ময়ত্ব এবং বিশুদ্ধত্ব-বিচার-সম্বন্ধে মৃত লোকেরা তিনটি প্রবৃত্তি-দ্বারা চালিত হয় ; যথা ইতর রাগ, ভয় ও ক্রোধ। যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত জড়বদ্ধা, তাহারা জড়তত্ত্বে এতদূর অনুরাগ প্রকাশ করে যে, চিন্তিত্ব বলিয়া যে কোন নিত্য বস্তু আছে, তাহা স্বীকার করে না ; ইহারা ‘স্বভাব’কেই পরমতত্ত্ব বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ

বা ‘জড়’কেই নিত্যকারণ বলিয়া চিত্তত্বের জনকরূপে নির্দেশ করে। ঐ সমস্ত জড়বাদী, স্বভাববাদী বা চৈতন্যহীন বিধিবাদিগণ ইতর রাগ-দ্বারা চালিত হইয়া পরমতত্ত্বরূপ চিদ্রাগ হইতে কাজেকাজেই বঞ্চিত হয়। কোন কোন বিচারক ‘চিত্তত্ব’কে একটি নিত্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সহজ-জ্ঞানকে পরিত্যাগ করত সর্বদা যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে জড়ে যতপ্রকার গুণ ও কৰ্ম দৃষ্টি করেন, সে-সকলকে সতর্কতার সহিত ‘অতৎ’ বলিয়া পরিত্যাগ করত অক্ষুট জড়বিপরীত-পদার্থ বলিয়া একটি ‘অনির্দেশ্য-ব্রহ্ম’কে কল্পনা করেন; তাহা আর কিছুই নয়,— কেবল আমার মায়ার ব্যতিরেক প্রকাশমাত্র; তাহা আমার নিত্যস্বরূপ নয়। পাছে আমার ধ্যান ও চিন্তায় তাঁহাদের কোনপ্রকার জড়ধর্ম আশ্রয় করে,—এই ভয়ে আমার স্বরূপধ্যান ও স্বরূপপূজা হইতে বিরত হ’ন; সেই ভয়-দ্বারা তাঁহারা পরমতত্ত্বের স্বরূপ হইতে বঞ্চিত। কেহ বা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ‘শূন্য ও নির্বাণ’কেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। এই প্রকার রাগ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক আমাকেই সর্বত্র দর্শন ও আমাকে সম্যক আশ্রয়, মৎসংস্কৃতজ্ঞান ও তদ্ভ্যাস-রূপ তপো-দ্বারা পূত হইয়া আমার পবিত্র প্রেম অনেকেই লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—ইদানীমিব পুরাপি মজ্জন্মাদিনিত্যতা-জ্ঞানেন বহুনাং বিমুক্তি-রভূদিতিতন্নিত্যতাং দ্রঢ়য়িতুমাহ,— বীতেতি। বহবো জনা জ্ঞানতপসা পূতাঃ সন্তঃ পুরা মদ্ভাবমাগতা ইত্যনুষঙ্গঃ। মজ্জন্মাদিনিত্যত্ববিষয়কং যজ্ঞজ্ঞানং তদেব দুর্ধগমশ্চতীযুক্তিসম্পাদিত্বান্তপস্তস্মিন্ জ্ঞানে বা যদ্বিবিধকুমতকুতর্কাদি-নিবারণরূপং তপস্তেন পূতা নির্ধূতাবিদ্ভা ইত্যর্থঃ। ময়ি ভাবং প্রেমাণং বিদ্যমানতাং বা মৎসাক্ষাৎকৃতিম্। কীদৃশাস্তে ইত্যাহ,— বীতেতি। বীতাঃ পরিত্যক্তান্তন্নিত্যত্ববিরোধিষু রাগাদয়ো যৈস্তে, ন তেষু রাগং ন ভয়ং ন চ ক্রোধং প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ,— মন্ময়া মদেকনিষ্ঠা উপাশ্রিতাঃ সংসেবমানাঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—এখনকার মত পূর্বেও আমার জন্মাদির নিত্যতা জ্ঞানেরদ্বারা বহুজনের বিশেষরূপ মুক্তি হইয়াছে, এই জন্ত তাহার নিত্যতাকে স্মৃঢ় করিবার জন্ত বলা হইতেছে — ‘বীতেতি’, বহু লোক জ্ঞানরূপ তপস্তার দ্বারা পবিত্র হইয়া পূর্বে আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা

হইল। আমার জন্মাদির নিত্যবিষয়ক যেই জ্ঞান তাহাই অতিশয় দুর্কোধ্য
 ঋতি ও যুক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া তপস্যা অথবা সেই জ্ঞানে যেই
 দুই প্রকার কুমত ও কুতর্কাদি নিবারণরূপ তপস্যা, তাহার দ্বারা পবিত্র অর্থাৎ
 নিধূতাবিভাসম্পন্ন, ইহাই অর্থ। আমাতে ভাব অর্থাৎ প্রেম লাভ বা
 আমার সাক্ষাৎকার, এই ফল। কি রকম তাহারা, ইহাই বলা হইতেছে—
 ‘বীতেতি’, বীত—পরিত্যক্ত হইয়াছে—সেই নিত্যবিষয়বিষয়ে অনুরাগাদি
 যাহাদের কত্বক তাহারা, অর্থাৎ তাহাতে অনুরাগ নাই, তাহাতে ভয় নাই,
 এবং তাহাতে কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করে না, ইহাই অর্থ। তাহাতে হেতু—
 মনুষ্য—আমার প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া, আমার আশ্রিত হইয়া, সম্যকরূপে সেবা-
 পরায়ণ হওয়া ॥ ১০ ॥

অনুভবণ—শুধু যে বর্তমানে অর্থাৎ শ্রীভগবানের এই আবির্ভাবকালে,
 তাঁহার জন্ম, কৰ্ম্মাদির নিত্য অবগত হইলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়,
 তাহা নহে. পরন্তু পূর্বকালেও অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব কল্পেও যখন ভগবান্ অবতীর্ণ
 হন, বা হইয়াছেন, তখনও তাঁহার জন্ম, কৰ্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া অনেকে
 তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। তাহাই দৃঢ় করিবার ইচ্ছায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন।
 কাঁহারও এই তত্ত্ব জানিতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায়,
 দুর্কোধ্য ঋতি ও যুক্তি-সম্পাদিত এই জ্ঞান সকলে লাভ করিতে পারে না,
 কারণ ইহাতে নানামতবাদীর কুমত ও কুতর্কাদি-সর্পের বিষদাহ সহকরা-
 রূপ তপস্যার দ্বারা পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার
 মর্মে ইহাই পাওয়া যায়, শ্রীরামানুজ বলেন,—শ্রীভগবানের জন্ম, কৰ্ম্ম-
 বিষয়ক তত্ত্বানুভবই তপস্যা। এ-বিষয়ে তিনি ঋতির প্রমাণ উদ্ধার
 করিয়াছেন,—“তস্মা ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্,” অর্থাৎ ধীর অর্থাৎ
 ধীমান্গণই শ্রীভগবানের যোনি বা জন্মপ্রকার পরিজ্ঞাত আছেন।

যাহারা রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া অর্থাৎ শ্রীভগবানের জন্মাদির
 নিত্যবিষয়বিষয়ী নানা কুমতের প্রজন্মকারী ব্যক্তিগণের প্রতি কোন
 প্রকার অনুরাগ না রাখিয়া, এমন কি, তাহাদের প্রতি কোন ক্রোধ প্রকাশ
 না করিয়া বা তাহাদের ভয়ে ভীত না হইয়া, আমার আশ্রিত হইয়া
 একনিষ্ঠভাবে, আমার জন্মকৰ্ম্মাদির শ্রবণ-কীর্তন ও স্মরণমূলে সেবা-
 পরায়ণ হন, তাঁহারা অবশ্যই আমাতে ভাব অর্থাৎ প্রেম লাভ করেন
 বা আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল প্রাকৃত মনীষিগণ যেরূপ শ্রীভগবানের জন্ম-কর্মাদির বিষয় প্রাকৃত বুদ্ধিতে অপব্যাখ্যা করেন, তাহাতে অনেক দুর্ভাগ্য ব্যক্তিই বিপথগামী হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণে অপরাধী হওয়ার ফলে সর্ব শুভফল বর্জিত হইয়া রাক্ষসী ও আশুরী যোনিতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে । ইহা গীতার নবম অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপত্তন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বত্সানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

অর্থ—যে (যাহারা) যথা (যে প্রকার) মাম্ (আমার নিকট) প্রপত্তন্তে (প্রপন্ন হয়) অহং (আমি) তাম্ (তাহাদিগকে) তথা এব (সেই প্রকারই) ভজামি (ভজন করি) । পার্থ! (হে পার্থ!) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম বত্সানু (আমার পথ) অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করিয়া থাকে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যাহারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকি । হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুবর্তন করে ॥ ১১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে-ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাঁহাকে সেই ভাবেই ভজন করি । সকল-মতের চরম উদ্দেশ্যস্বরূপ আমিই সকলের প্রাপ্য । যাহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারাই পরমধামে আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে নিত্যকাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন । যাহারা নির্বিশেষবাদী, তাঁহাদের আত্মবিনাশ-দ্বারা নির্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে আমি নির্বাণ-মুক্তি প্রদান করি । তাঁহারা আমার সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তির নিত্য স্বীকার না করায়, তাঁহাদের চিদানন্দস্বরূপের লোপ হয় ; তন্মধ্যে নিষ্ঠাদোষানুসারে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বা নশ্বর জন্ম প্রদান করি । যাহারা শূন্যবাদী, আমি শূন্যরূপ হইয়া তাঁহাদের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া ফেলি । যাহারা জড়, জড়কর্ম বা জড়বিধিবাদী, তাঁহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত-চেতনরূপে জড়প্রায় করিয়া জড়রূপে আমি তাঁহাদের দ্বারা প্রাপ্ত হই । যাহারা কর্মী, তাহাদিগের পক্ষে কর্মফলদাতা যজ্ঞেশ্বর-রূপে প্রাপ্ত হই । যাহারা যোগী, তাহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বররূপে 'বিভূতি'

প্রদান করি অথবা ‘কৈবল্য’ দান করি। সমস্ত মনুষ্যই আমার প্রাপ্তির
বিবিধ বস্তু অনুবর্তমান। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমি সকলেরই চরম-প্রাপ্য।
ঈশভজন, অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান ও যজ্ঞেশ্বরাদির যজন, এ সমুদায়ই
আমার প্রাপ্তির বিবিধবস্তু অর্থাৎ পথস্বরূপ। স্ববোধ ও ভাগ্যবান ব্যক্তি
তত্ত্বপাসনাকে ‘উপায়’ করিয়া মৎস্বরূপ ‘উপেয়’ লাভ করেন। যাহারা
সেই সেই তত্ত্বে আবদ্ধ হইয়া উন্নতি না করেন, তাহাদের লাভ অসম্পূর্ণ;—
ইহাই ভগবদ্বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব—নহু নিত্যজন্মাदिমনোজ্ঞঃ সর্বেশ্বরস্ত্বং ময়াবগতক্চিৎকুষ্ঠমাত্রা-
দিরপীশ্বরো জন্মাदिशून्यः श्रूयते, तं किं तव तदुपासनं च वैविध्यं ভবেদিত্তি
চেদোমিত্যাহ,—যে যথেন্তি। যে ভক্তা মামেকং বৈদূর্য্যমিব বহুরূপং সর্বেশ্বরং
যথা যেন প্রকারেণ ভাবেনেতি যাবৎ প্রপত্তন্তে ভজন্তি, তানহং তাদৃশস্তথৈব
তদ্ভাবানুসারিণা রূপেণ ভাবেন চ ভজামি সাক্ষাৎ ভবনুগৃহ্ণামি। ন্যূনতা-
মেবকারো নিবর্তয়তি; অতো মমৈকশ্চৈব বহুরূপস্ত বস্তু বহুবিধমুপাসন-
মার্গমনাদিপ্রবৃত্ততদুপাসকপরম্পরানুকম্পিতা মনুষ্যাঃ সর্বে অনুবর্তন্তে
অনুসরন্তি ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—নিত্য জন্মাদিযুক্ত মনোজ্ঞ সর্বেশ্বর তুমি ইহা আমাকর্তৃক
জানা থাকিলেও, তুমি কখনও কখনও অঙ্গুষ্ঠমাত্রও ঈশ্বর জন্মাদিশূন্য,
ইহা শাস্ত্রে শুনা যায়; তাহা কি তোমার উপাসনার বিবিধত্ব হইবে, ইহা
বলা হইলে, উত্তরে বলিতেছেন—‘যে যথেন্তি’। যে সকল ভক্তগণ একমাত্র
আমাকে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় বহুরূপী সর্বেশ্বরকে যখন যেই প্রকারে, যেই ভাবে
যতকাল পর্য্যন্ত ভজনা করেন, তাহাদিগকে আমি তাহাদের ভাব-
অনুসারে এবং তাহাদের ভাবানুসারি-সাক্ষাৎরূপে দেখা দিয়া অনুগৃহীত
করি। এই সম্পর্কে যে আমার পক্ষে কোন ন্যূনতা নাই, তাহা ‘এব’
কারের দ্বারাই বলা হইতেছে। অতএব এক আমি বহুরূপবিশিষ্ট, আমার
উপাসনামার্গও বহুবিধ, এই জন্তই অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত উপাসক
সম্প্রদায় পরম্পরায় অনুকম্পিত মনুষ্যগণ সকলেই আমার অনুসরণ করে ॥ ১১ ॥

অনুব্রূষণ—কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার জন্ম ও
কর্মের নিত্যত্ব জানা গেল কিন্তু শাস্ত্রে জন্মাদি-রহিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র-স্বরূপের
কথাও তো শুনা যায়, তাহা হইলে কি তোমার বহুবিধ উপাসনা আছে?

তদন্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে—যাহারা আমাকে যে ভাবে শরণ লয় অর্থাৎ ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই ভজনা করি অর্থাৎ ফল দান করি। বৈদূর্য্যামণির গ্রাণ আমার বহুরূপ আছে। সূতরাং বহুরূপ-বিশিষ্ট আমার বহুবিধ উপাসনা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। মনুষ্যগণ আমার যে কোনরূপের উপাসনা করিলেই আমার পথ অনুসরণ করা হয়। তবে কেহ যদি মনে করেন যে, যিনি যে ভাবেই আমার উপাসনা করুক না কেন, সকলেই এক ফল লাভ করিবে, তাহা কিন্তু নহে, কারণ মূলেই বলা হইয়াছে—“যে যথা তান্ তথা” অর্থাৎ যাহারা যেরূপ তাহাদিগকে সেইরূপ। যেমন বলা হয়,— যেমন কর্ম, তেমন ফল, তদ্বারা সকল কর্মের এক ফল, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। এখানে আরও একটি লক্ষিতব্য বিষয় এই যে,— “যে যথা মাং প্রপদন্তে” “তান্ তথা ভজাম্যহম্” সূতরাং শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত জন ব্যতীত ইহা অপরের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। অনেকে হয়তো মনে করিবেন যে, আমি যাহারই শরণাগত হই না কেন, আমিও শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-ফল লাভ করিব। তাহা কিন্তু নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“তাংস্তান্ কামান্ হরির্দিত্যাদ্ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ ।

আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ ॥” (৪।১৩।৩৪)

অর্থাৎ লোক যাহা যাহা কামনা করে, ভগবান্ শ্রীহরি তাহাকে তাহাই দান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে ভাবে শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে, তাহার ফলোদয়ও তদ্রূপই হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

“আমাকে ত’ যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে ।

তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে ॥”

আদি ৪।২১

আরও পাওয়া যায়,—

“কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে ।

যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥” মধ্য ৮।২০

স্বরূপানুরূপ সেবা-ভেদে আরাধ্যবস্তুর মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-ভেদ দেখা যায়।

“এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।

একই বিগ্রহে করে নানাকাররূপ ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । মধ্য ২।১৫৬

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায়,—

“মণির্ঘথা বিভাগেন নীলপীতাদিভিযুতঃ ।

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাস্তথাচ্যুতঃ ॥”

অর্থাৎ বৈদূর্য্যমণি যে প্রকার দ্রব্যাস্তর-সম্বন্ধ-স্থিতি-ভেদে নীলপীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদে প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভক্তের ভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুত ভগবানের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয় ॥ ১১ ॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥ ১২ ॥

অর্থ—কৰ্ম্মণাং (কৰ্ম্মসমূহের) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) কাঙ্ক্ষন্তঃ (অভিলাষিগণ) ইহ (এই) মানুষে লোকে (মনুষ্য-লোকে) দেবতাঃ (দেবগণকে) যজন্তে (যজন করে) হি (যেহেতু) কৰ্ম্মজা (কৰ্ম্মজনিত) সিদ্ধিঃ (ফল) ক্ষিপ্ৰং (শীঘ্র) ভবতি (হয়) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কৰ্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাকারিগণ এই মনুষ্যলোকে দেবগণের যজন করিয়া থাকে, যেহেতু কৰ্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই লাভ হয় ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অৰ্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে স্বীয় স্বরূপ ও সাংঘাতিক তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বলিয়া ভগবান্ পুনরায় পূর্বপ্রস্তাবিত ক্রমানুসারে কৰ্ম্মতত্ত্বের বিচার উপদেশ করিতে লাগিলেন। হে অৰ্জ্জুন! আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, কৰ্ম্মতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কৰ্ম্মবন্ধ দূর হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিকৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম পরিত্যজ্য; কৰ্ম্মই কেবল অবস্থানুসারে গ্রাহ্য। সেই কৰ্ম্ম তিন প্রকার,—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকৰ্ম্ম ও বিকৰ্ম্ম অপেক্ষা কাম্যকৰ্ম্ম ভাল; তাহাতে কৰ্ম্মসিদ্ধির জন্ত ভোগবাসনা-দ্বারা বিনষ্টবিবেক মানবগণ ফলকামী হইয়া বহুদেবতার উপাসনা করেন; তদ্বারা

মনুষ্যলোকে কৰ্মজ ফল অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। এই নশ্বর সংসারের উন্নতি-কামনায় মনুষ্যগণ যে-সকল কৰ্ম করেন, তাহাতে সেই সেই কৰ্মফলদাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। সে-সকল দেবতা কে, তাহা ক্রমশঃ তোমাকে বলিব ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য প্রকৃতস্ত নিষ্কামকৰ্মণো জ্ঞানাকারত্বং বদিষ্ট্যন্তদনুষ্ঠাতুর্বিবলত্বমাহ,—কাজ্জফন্ত ইতি। ইহ লোকেহনাদিভোগবাসনা-নিযন্ত্রিতাঃ প্রাণিনঃ কৰ্মণাং সিদ্ধিং পশুপুত্রাদিফলনিষ্পত্তিং কাজ্জফন্তোহনিত্যান্ন-ফলদানপীত্বাদিদেবান্ যজন্তে সকামৈঃ কৰ্মভিন্ তু সৰ্বদেবেশ্বরং নিত্যা-নন্তফলপ্রদমপি মাং নিষ্কামৈস্তৈর্যজন্তে ; হি যস্মাদস্মিন্মাতৃষে লোকে কৰ্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্ৰং ভবতি। নিষ্কামকৰ্ম্মারাধিতান্নন্তো জ্ঞানতো মোক্ষলক্ষণা সিদ্ধিস্ত চিরেণৈব ভবতীতি। সৰ্ব্বৈ লোকা ভোগবাসনাগ্রস্তসদসদ্বিবেকাঃ শীঘ্রভোগেচ্ছ-বস্তদর্থং মদভূত্যান্ দেবান্ ভজন্তি, ন তু কশ্চিৎ সদসদ্বিবেকী সংসার-দুঃখবিদ্রস্তদুঃখ-নিবৃত্তয়ে নিষ্কামকৰ্ম্মভিঃ সৰ্বদেবেশং মাং ভজতীতি বিবল-স্তদধিকারীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনের কথা বলিয়া প্রকৃত নিষ্কাম-কৰ্ম্মের জ্ঞানাকারত্ব বলিবার ইচ্ছায়, সেইজাতীয় নিষ্কাম-কৰ্ম্মের অনুষ্ঠাতা যে বিবল তাহাই বলা হইতেছে—‘কাজ্জফন্ত’ ইতি। এই জগতে অনাদিভোগবাসনার দ্বারা পরিচালিত প্রাণিগণ স্বকীয় কৰ্ম্মের সিদ্ধি—পশু, পুত্র প্রভৃতি ফল-নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত কামনা করিয়া অনিত্য অল্প ফল-প্রদানকারী ইন্দ্রাদিদেবগণকে সকাম-কৰ্ম্মের দ্বারা ভজনা করে। কিন্তু সৰ্বদেবের ঈশ্বর, নিত্য অনন্ত ফলপ্রদাতা হইলেও আমাকে নিষ্কাম-কৰ্ম্মের দ্বারা ভজনা করে না। ইহা নিশ্চয় যে—যেইহেতু এই মনুষ্যলোকে কৰ্ম্মজ্ঞ সিদ্ধি খুব তাড়াতাড়িই হয়, নিষ্কাম-কৰ্ম্মরূপ আরাধনার দ্বারা আমি হইতে জ্ঞান লাভের দ্বারা মোক্ষ-লক্ষণা সিদ্ধি খুবই বিলম্বেই হয়। সমস্ত লোক ভোগবাসনার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সৎ ও অসৎ জ্ঞানভিম্যানী হইয়া অচিরে ভোগলাভেচ্ছায় তাহার জ্ঞান আমার ভূত দেবতাদিগের ভজনা করে কিন্তু কেহও প্রকৃত সৎ ও অসৎ বিবেক-জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া সাংসারিক দুঃখে বিশেষরূপে ত্রস্ত (জর্জরিত) হইয়া সেই দুঃখের নিবৃত্তির জ্ঞান নিষ্কাম-কৰ্ম্মসমূহের দ্বারা সৰ্বদেবের ঈশ্বর

আমাকে তজনা করে না, এই জন্ত এই জাতীয় অধিকারী অতিশয় বিরল, ইহাই প্রকৃত ভাবার্থ ॥ ১২ ॥

অনুব্রূষণ—অর্জুনের প্রশ্নানুসারে স্বীয় স্বরূপের নিত্যতা ও আবির্ভাবের কারণ ও পরস্পরের সম্বন্ধ-পরিচয় জ্ঞাত করাইয়া, বর্তমান শ্লোকে কাঁহার বা কেন লোক দেবতার উপাসক হন, তাহাই বলিতেছেন। নিষ্কাম-কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ ও মুক্তি হয় কিন্তু সেরূপ অধিকারী লোক বিরল কারণ কৃষ্ণবিমুখ জীব অনাদিকাল হইতে ভোগবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা ভোগানুকূল-বিষয় পশু, পুত্রাদি প্রাপ্তির জন্ত সকাম হইয়া নানা দেব-দেবীর উপাসনায় রত হয়। যদিও দেবোপাসনার ফল অনিত্য তথাপি উহা শীঘ্র লাভ হয় বলিয়া, উহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সর্বেশ্বর শ্রীভগবানের উপাসনা করিলে নিত্যফল লাভ হইলেও উহা বিলম্বে হয়, এই বুদ্ধিতে ভোগবাসনায়ুক্ত সদস্য-বিবেকরহিত মানুষ তাড়াতাড়ি ফল লাভের আশায় তুচ্ছ ফল লাভ করিতে গিয়া সংসারে অশেষ জালাযন্ত্রণা লাভ করে। তথাপি তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্ত নিষ্কাম-কর্মের দ্বারা শ্রীভগবদুপাসনা করিতে ইচ্ছুক হয় না। শ্রীহরিভজনকারী অত্যন্ত বিরল।

এতৎ প্রসঙ্গে গীতার ৭।২০ শ্লোক এবং ৯।২৩ শ্লোক আলোচ্য ॥ ১২ ॥

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তস্ম কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অর্থ—ময়া (আমার দ্বারা) গুণকর্মবিভাগশঃ (গুণকর্মবিভাগ-অনুসারে) চাতুর্বর্ণ্যং (চতুর্বর্ণসম্বন্ধীয় বিষয়) সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে) তস্ম (তাহার) কর্তারমপি (সৃষ্টা হইলেও) অব্যয়ম্ মাম্ (অব্যয় আমাকে) অকর্তারম্ (অসৃষ্টাই) বিদ্বি (জানিবে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আমার দ্বারা গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারিবিধের বিষয় প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার সৃষ্টা হইলেও অব্যয় আমাকে অসৃষ্টাই জানিবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—গুণকর্ম বিধান-পূর্বক বর্ণচতুষ্টয় আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। জগতে আমি বই আর কেহ কর্তা নাই, অতএব বর্ণধর্মের ও বর্ণসকলের

কর্তা আমি বই আর কেহ নয়। কিন্তু আমাকে ‘বর্ণধর্মের কর্তা’ বলিয়াও ‘অকর্তা’ ও ‘অব্যয়’ বলিয়া জানিতে হইবে। জীবের অদৃষ্টবশতঃ আমার মায়াশক্তি-দ্বারা আমি এই বর্ণ-ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছি। বস্তুতঃ চিচ্ছক্তির অধীশ্বর—আমি, কর্মমার্গ সৃষ্টির দ্বারা আমার বৈষম্য হয় না। জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যধর্মের অপব্যয়ই ইহার কারণ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবলদেব—অথ নিকামকর্মানুষ্ঠানবিরোধি-ভোগবাসনাবিনাশহেতুমাহ,—
চাতুর্কর্ণ্যমিতি দ্বাত্যাম্। চত্বারো বর্ণাশ্চাতুর্কর্ণ্যং স্বার্থিকঃ ষাণ্। সত্ত্বপ্রধানা
বিপ্রাস্তেষাং শমাদীনি কর্মাণি, রজঃসত্ত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং যুদ্ধাদীনি,
তমোরজঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাং কৃষ্যাদীনি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং বিপ্রাদিত্রিক
পরিচর্যাদীনীতি গুণবিভাগৈঃ কর্মবিভাগৈশ্চ বিভক্তাশ্চত্বারো বর্ণাঃ সর্বেশ্বরেণ
ময়া সৃষ্টাঃ স্থিতিসংহত্যোরুপলক্ষণমেতৎ। ব্রহ্মাদিস্তস্যান্তস্ত প্রপঞ্চস্তাহমেব
সর্গাদিকর্তেতি ; যদাহ সূত্রকারঃ ;—“জন্মান্তস্ত যতঃ” ইতি। তস্ত সর্গাদেঃ
কর্তারমপি মাং তত্তৎকর্মান্তরিতত্বাদকর্তারং বিদ্বীতি স্বস্মিন্ বৈষম্যাদিকং
পরিহৃতম্ ; এতৎ প্রাহাব্যয়মিতি সৃষ্টত্বেহপি সাম্যান্ন ব্যোমীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর নিকামকর্মের অনুষ্ঠান-বিরোধি-ভোগবাসনা বিনাশের
হেতু কি ? তাহা বলা হইতেছে—‘চাতুর্কর্ণ্যমিতি দ্বাত্যাম্’। চারিবর্ণ ইতি-
চাতুর্কর্ণ্য, স্বার্থিক অর্থে ষাণ্ প্রত্যয়। (তন্মধ্যে) সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণগণ,
তাহাদের শমাদিকর্ম। রজঃ ও সত্ত্বগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়গণ, তাহাদের যুদ্ধাদি-
কার্য, তমঃ ও রজঃগুণপ্রধান বৈশ্যগণ, তাহাদের কৃষিকার্য প্রভৃতি কার্য,
তমঃ গুণপ্রধান শূদ্রগণ, তাহাদের ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়
ও বৈশ্যের—পরিচর্যা সেবাদি কার্য। এই প্রকার গুণের বিভাগ ও
কর্মের বিভাগের দ্বারা বিভক্ত চারিটিবর্ণ সর্বেশ্বর আমা কর্তৃক সৃষ্ট
হইয়াছে। স্থিতি ও সংহারের ইহা উপলক্ষণ। ব্রহ্মা আদি স্তম্ভ পর্যন্ত
সমস্ত প্রপঞ্চজগতের আমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্তা। যাহা বলিয়াছেন
সূত্রকার—“এই জগতের জন্মাদি যাহা হইতে” ইতি, সেই সৃষ্টি প্রভৃতির
কর্তা হইলেও সেই সেই কর্মান্তরিতত্বহেতু (অসংস্পৃষ্ট) আমাকে অকর্তা
বলিয়া জানিবে। ইহাতে নিজের প্রতি বৈষম্যাদি পরিহার করা হইল।
ইহা প্রকৃষ্টরূপে বলা হইতেছে—‘অব্যয়’ এই শব্দের দ্বারা এইভাবে আমার
সৃষ্টি-কর্তৃত্ব থাকিলেও সাম্যগুণবশতঃ বৈষম্য হয় না ॥ ১৩ ॥

অনুব্রূষণ—শ্রীভগবান্ বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন যে, চতুর্বর্ণ-সম্বন্ধীয় বিষয় তিনিই সৃজন করিয়াছেন। তাহা হইলে কেহ যদি এরূপ পূর্বপক্ষ করেন যে, কৰ্মের এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া তিনি বৈষম্যই প্রকাশ করিতেছেন। কারণ কেহ সকাম বা কেহ বা নিকাম হইয়া পড়িতেছে। তদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, তিনি গুণ এবং কৰ্মের বিভাগানুসারেই স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা মায়াবদ্ধ-জীবসমূহের ক্রমপন্থায় উদ্ধার লাভের উপায়-স্বরূপ এই বর্ণধর্ম স্থাপন করিয়াছেন। জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমেই অনাদিকাল হইতে মায়ার গুণ ও কৰ্মে আবদ্ধ হইয়াছে। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ তিনি সুতরাং সকল বিষয়ই তাঁহার সৃষ্ট একথা বলা যায় সত্য; কিন্তু মায়ার দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পাদনকরতঃ তিনি স্বয়ং কিন্তু অকর্তা ও অব্যয়।

গীতায় ১৮।৪১ শ্লোকে এই বিষয় পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভগবতে পাওয়া যায়,—

“মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষশ্চাশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥” (১১।৫।২)

আরও পাওয়া যায়,—

“বিপ্রক্ষত্রিয়বিটশূদ্রা মুখবাহুরুপাদজাঃ।

বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥”

(ভাঃ ১১।১৭।১৩) ॥ ১৩ ॥

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

অর্থ—কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্ম সকল) মাম্ (আমাকে) ন লিম্পন্তি (আসক্ত করিতে পারে না) কৰ্ম্মফলে মে (আমার) স্পৃহা ন (নাই), ইতি (এইরূপে) মাং (আমাকে) যঃ (যিনি) অভিজানাতি (জানেন) সঃ (তিনি) কৰ্ম্মভিঃ (কৰ্ম্মসকলের দ্বারা) ন বধ্যতে (আবদ্ধ হন না) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কৰ্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত বা আসক্ত করিতে পারে না। কৰ্ম্ম-

ফলে আমার স্পৃহা নাই। এইরূপে আমাকে যিনি জানেন, তিনি কৰ্মসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হন না ॥ ১৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জীবের অদৃষ্টবশতঃ যে কৰ্মতত্ত্ব আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না এবং কৰ্মফলেও আমার স্পৃহা নাই; যেহেতু, আমি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্, আমার পক্ষে অতি তুচ্ছ কৰ্মফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জীবের কৰ্মমার্গ ও আমার স্বতন্ত্রতা বিচার পূৰ্ব্বক যিনি আমার অব্যয়তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনি কখনই কৰ্ম-দ্বারা বদ্ধ হন না, শুদ্ধভক্তি আচরণ করত আমাকেই লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীবলদেব—এতদ্বিশদয়তি,—ন মামিতি। কৰ্ম্মাণি বিশ্বসর্গাদীনি মাং ন লিম্পন্তি বৈষম্যাদিদোষেণ জীবমিব লিপ্তং ন কুৰ্বন্তি, যন্তানি সৃজ্যজীব-কৰ্ম্মপ্রযুক্তানি ন চ মৎপ্রযুক্তানি ন চ সর্গাদিকৰ্ম্মফলে মম স্পৃহাস্ত্যতো ন লিম্পন্তীতি। ফলস্পৃহয়া যঃ কৰ্ম্মাণি কৰোতি, স তৎফলৈর্লিপ্যতে; অহন্ত স্বরূপানন্দপূর্ণঃ প্রকৃতিবিলীনক্ষেত্রজবুভুক্ষাদ্যাদিতদয়ঃ। পৰ্জ্জগৎনিমিত্তমাত্রঃ সন্ তৎকৰ্ম্মাণি প্রবর্তয়ামীতি। স্মৃতিশ্চ “নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকৰ্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥” ইত্যাদা; সৃজ্যানাং দেবমানবাদি-ভাবভাজাং ক্ষেত্রজানাং সর্গক্রিয়ায়ামসৌ পরেশো নিমিত্তমাত্রমেব দেবাদিভাব-বৈচিত্র্যাং কারণীভূতাস্ত সৃজ্যানাং তেষাং প্রাচীনকৰ্ম্মশক্তয় এব ভবন্তীতি তদর্থঃ। এবমাহ সূত্রকৃৎ;—“বৈষম্যনৈশ্বৰ্য্যে ন” ইত্যাদিনা। এবং জ্ঞানশ্র-ফলমাহ,—ইতি মামিতি। ইখন্তুতং মাং যোহভিজানাতি, স তদ্বিরোধিভি-স্তদ্বৈতভিঃ প্রাচীনকৰ্ম্মভিন বধ্যতে, তৈর্বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিশদরূপে বলা হইতেছে—‘ন মামিতি’, কৰ্ম্মগুলি অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি আমাকে কখনও লিপ্ত করিতে পারে না, বৈষম্যাদিদোষের দ্বারা জীবের মত লিপ্ত করিতে পারে না। যেইহেতু সেইসকল সৃষ্ট জীবের কৰ্ম্মগুলি আমার দ্বারা প্রযুক্ত (প্রেরিত) নহে এবং সর্গাদিকৰ্ম্মফলে আমার স্পৃহাও নাই। অতএব আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। ফললাভের প্রত্যাশায় যিনি কৰ্ম্মগুলি করেন, তিনি সেই সব কৰ্ম্মের ফলের দ্বারা লিপ্ত হন। আমি কিন্তু স্বরূপে আনন্দের দ্বারা পূর্ণ এবং প্রকৃতিতে বিলীন অর্থাৎ প্রকৃতির অধীন ক্ষেত্রজ জীবের বুভুক্ষাদির প্রতি দয়াযুক্ত। শুধু মেঘের মত নিমিত্তমাত্র হইয়া সেই কৰ্ম্মগুলিকে

প্রবর্তিত করিয়া থাকি। স্মৃতিও আছে—উনি (পরমাত্মা) সৃষ্টদিগের সর্গকার্যে নিমিত্তমাত্র; যেহেতু সৃজ্যশক্তি সমূহই প্রধান-কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে।—(ইত্যাদির দ্বারা); সৃষ্টদেবতা-মানুষাদি দেহধারী ক্ষেত্রজদিগের সৃষ্টি-ক্রিয়াতে ঐ পরমেশ্বর নিমিত্তমাত্রই; আর দেবাদিতাব-বৈচিত্র্যের কারণ-স্বরূপ কিন্তু সৃষ্ট প্রজাদিগের প্রাচীন কর্মশক্তিসমূহই হইয়া থাকে।—ইহাই অর্থ। এইরূপ বলিয়াছেন সূত্রকার—“বৈষম্য ও নিয়ম্য নাই” ইত্যাদির দ্বারা। এইপ্রকারে জ্ঞানের ফল বলা হইতেছে—ইতি ‘মামিতি’। এইপ্রকার আমাকে যিনি জানেন, তিনি তদ্বিরোধী ও তাহার হেতুস্বরূপ প্রাচীন কর্মসমূহের দ্বারা বদ্ধ হন না, অধিকন্তু তাহা হইতে তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব শ্লোকের বর্ণিত অকর্তৃত্বের বিষয় এই শ্লোকে বিশদ-রূপে বর্ণন করিতেছেন। এই বিচিত্র সংসারের স্রষ্টা হইয়াও শ্রীভগবান্ কিন্তু নির্লিপ্ত। জীবগণ যেরূপ তাহাদের কৃত কর্মফলে লিপ্ত হইয়া থাকে, শ্রীভগবানের এই সৃষ্টাদি-কার্যে নিরহঙ্কারত্ব ও নিস্পৃহত্ব-হেতু কোন-প্রকার লিপ্ততা থাকে না। বিশেষতঃ তিনি স্বরূপানন্দ পূর্ণ। সুতরাং তাহার পক্ষে এই বিশ্বসংসার নিতান্ত অকিঞ্চিংকর ও তুচ্ছ। কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে শ্রীভগবানের এই বিশ্বসংসার রচনার প্রয়োজন কি? শ্রীল চক্রবর্তিপাদ এস্থলে তাহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, “পরমেশ্বর বলিয়া আমি স্বানন্দপূর্ণ হইলেও, লোক প্রবর্তন-নিমিত্তই আমার কর্মাদি করা—এই ভাব।” মেঘ যেমন বাষ্প আকর্ষণ করিয়া বারিবর্ষণ করে, সেইকার্যে তাহার যেমন কোন ফল কামনায় প্রবৃত্তি হয় না, আমিও তদ্রূপ এই বিশ্বরচনায় নির্লিপ্তভাবে স্পৃহা-বিবর্জিত হইয়া কার্য্য নির্বাহ করি। শ্রীবেদব্যাসের বাক্যেও পাওয়া যায় যে, সৃজন-ব্যাপারে শ্রীভগবান্ নিমিত্তমাত্র। জগতে যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ তিনি নহেন। শ্রীপরাক্রমও বলিয়াছেন যে, সৃজ্যগণের সৃষ্টি-ব্যাপারে তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র। সকলেই স্ব স্ব কর্মানুসারে বিচিত্রতা লাভ করে। দেব-মনুষ্যাদি বিচিত্রতা-বিষয়ে তাহাদের প্রাচীন কর্মই কারণ; শ্রীভগবান্ পরমেশ্বরের ইহাতে কোন বৈষম্য বা নির্দয়তা নাই।

ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়,—

“বৈষম্যনৈষ্মণ্যে ন”

সুতরাং শ্রীভগবান্ সৃষ্টি-ব্যাপারে কর্তা হইয়াও অকর্তা ও নির্লিপ্ত। এই রহস্য যিনি অবগত হইতে পারেন, তিনিও কৰ্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হন না। যেমন পূর্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, তাঁহার জন্ম ও কৰ্ম্ম—দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। ইহা যিনি তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, তিনি জন্ম ও কৰ্ম্মের হাত হইতে মুক্ত হন; এবং শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয়ে শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম্ম পূর্বেবরপি মুমুক্ষুভিঃ ।

কুরু কৰ্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বেঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

অর্থ—এবং (এবন্তুত আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পূর্বেঃ (পূর্ব-কালীন) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণও) কৰ্ম্ম কৃতং (লোক-প্রবর্তনার্থ-কৰ্ম্ম করিয়াছেন)। তস্মাৎ (সেইহেতু) ত্বং (তুমি) পূর্বেঃ পূর্বতরং (পূর্ব-পূর্ব যুগান্তরসমূহে) কৃতং কৰ্ম্ম এব (মহাজনকৃত কৰ্ম্মই) কুরু (কর) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপে আমাকে জানিয়া প্রাচীন জনকাদি মহাজনগণও লোক-প্রবর্তনার্থ কৰ্ম্ম করিয়াছেন। সেইহেতু তুমি পূর্ব-পূর্ব যুগযুগান্তরে মহাজন কর্তৃক কৃত কৰ্ম্মই কর ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পূর্ব পূর্ব মুমুক্ষুগণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকাম কৰ্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্বক নিষ্কাম মদর্পিত-কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব তুমিও বিবস্বান্-জনকাদি পূর্ব-পূর্ব-মহাজনের অনুষ্ঠিত সনাতন নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন কর ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—এবমিতি। মামেবং জ্ঞাত্বা তদনুসারিভির্মচ্ছিব্যৈঃ পূর্বে-র্কিবস্বদাদিভির্মুমুক্ষুভিনিষ্কামং কৰ্ম্ম কৃতং তস্মাত্ত্বমপি কৰ্ম্মৈব তৎ কুরু, ন তু কৰ্ম্মসংগ্রাসম্; অশুদ্ধচিত্তশ্চেজ্জ্ঞানগর্ভায়ৈ চিত্তশুদ্ধ্যৈ শুদ্ধচিত্তশ্চেল্লোক-সংগ্রহায়েত্যর্থঃ। কীদৃশং পূর্বেস্তৈঃ কৃতং পূর্বতরমতিপ্রাচীনম্ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘এবমিতি’, আমাকে এইপ্রকারে জানিয়া আমার মতানুসারী পূর্ব পূর্ব বিবস্বান্ প্রভৃতি আমার মুমুক্ষু শিষ্যগণ নিষ্কাম কৰ্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও তাদৃশ কৰ্ম্ম কর, কখনও কৰ্ম্মসংগ্রাস অর্থাৎ কৰ্ম্মত্যাগ করিও না,

যদি চিত্তের অশুদ্ধি থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধিমূলক জ্ঞানগর্ভের নিমিত্ত, (উপদেশ পালন কর), চিত্তশুদ্ধ থাকিলে লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ লোকরক্ষার জন্য (উপদেশ পালন কর)। অতিশয় প্রাচীন পূর্ব পূর্ব সেই ভক্তগণ কিরূপ আচরণ করিয়াছেন (তুমিও তাহা কর) ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত প্রকারে শ্রীভগবানকে জানিয়া, নিষ্কাম তদর্পিত কৰ্ম্ম-যোগ অবলম্বন করা কর্তব্য; ইহা প্রতিপাদন মানসে প্রাচীন মহাজনগণের উদাহরণ দিতেছেন।

অশুদ্ধচিত্তব্যক্তিগণের পক্ষে চিত্তশুদ্ধিমূলক জ্ঞানগর্ভ-বিষয়ক-কৰ্ম্মাচরণ এবং শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে লোকহিতের নিমিত্ত কৰ্ম্মাচরণ করা কর্তব্য। প্রাচীন জনকাদি ঋষিগণ পূর্ব পূর্ব যুগেও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কৰ্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও সেইরূপভাবে আমার আদেশ মত কৰ্ম্ম কর ॥ ১৫ ॥

কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তত্তে কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জাহ্না মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—কিং কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম কি?) কিম্ অকৰ্ম্ম (অকৰ্ম্ম কি?) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (বিবেকিগণও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত হন) যৎ (যাহা) জাহ্না (জানিয়া) অশুভাৎ (অশুভ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্তি-লাভ করিতে পার) তৎ কৰ্ম্ম (সেই কৰ্ম্ম) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কৰ্ম্ম কি? এবং অকৰ্ম্ম কি?—এবিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন। অতএব যাহা অবগত হইলে অশুভরূপ সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে সেই কৰ্ম্ম তোমাকে উপদেশ করিতেছি ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কাহাকে ‘কৰ্ম্ম’ ও কাহাকে ‘অকৰ্ম্ম’ বলে, তাহা স্থিরকরণ-সম্বন্ধে কবিদিগেরও মোহ হয়। আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতেছি; তুমি অবগত হইয়া সমস্ত অশুভ হইতে মোক্ষ লাভ কর ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—নহু কিং কৰ্ম্মবিষয়কঃ কশ্চিৎ সন্দেহোহপ্যস্তি যতঃ পূর্বেঃ পূর্বতরং কৃতমিত্যাতিনির্বন্ধাদব্রবীষীতি চেদন্ত্যেবেত্যাহ,—কিং কৰ্ম্মেতি। মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠেয়ং কৰ্ম্ম কিং রূপং স্তাদকৰ্ম্ম চ কৰ্ম্মান্তং তদন্তর্গতং জ্ঞানঞ্চ কিং রূপমিত্যর্থঃ। তদন্তরে এনঞ্চ। অত্রার্থে কবয়ো ধীমন্তোহপি মোহিতাস্তদ-

যাথাঅনির্ণয়সামর্থ্যামোহং প্রাপুঃ । অহং সর্বেশঃ সর্বজ্ঞস্তে তুভ্যং তৎ কৰ্ম
অকারপ্রশ্লেষাদকৰ্ম চ প্রবক্ষ্যামি,—যজ্ঞাত্মানুষ্ঠায় প্রাপ্য চান্ততাং সংসারাং
মোক্ষ্যসে ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন, কৰ্মবিষয়ক—কৰ্ম-সম্বন্ধীয় কি কোন সন্দেহও আছে,
যার জন্ত পূৰ্বপূৰ্ব ভক্তগণ পূৰ্বপূৰ্ব কৰ্মই করিয়াছেন ;—এই অতি নির্বন্ধ
(আগ্রহ) বশতঃ বলিতেছ, ইহা যদি বল, আছেই ; তৎসম্পর্কে বলা হইতেছে,—
'কিং কৰ্ম্মেতি,' মুমুক্শুব্যক্তিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কৰ্ম কিরূপ হইবে এবং অকৰ্ম কিরূপ
ও অন্তকৰ্ম কিরূপ, এবং তদন্তর্গত জ্ঞানও কিরূপ ? তাহার ভিন্নত্বে—ইহাকে ।
এই বিষয়ে ধীমান্—বুদ্ধিমান কবিগণও মুগ্ধ হন, অর্থাৎ কৰ্মের যথার্থ স্বরূপ-
নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মোহভাব প্রাপ্ত হন । আমি সর্বেশ ও সর্বজ্ঞ, অতএব
তোমাকে সেই কৰ্ম এবং অকারের প্রশ্লেষত্বহেতু অকৰ্ম কি ? তাহাও বলিব ।
যাহা জানিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া, অশুভ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১৬ ॥

অনুব্রূষণ—কেহ যদি এরূপ পূৰ্বপক্ষ করেন যে, কৰ্ম-বিষয়ে কি কোন
সংশয় আছে ? যেজন্ত শ্রীভগবান্ “পূৰ্বৈঃ পূৰ্বতরং কৃতং” বাক্য বলিতেছেন ;
তদুত্তরে বক্তব্য যে, কৰ্মতত্ত্ব বাস্তবিক নিতান্ত দুজ্ঞেয় । কারণ কৰ্মাকৰ্ম-
নিরূপণে কবিগণেরও মোহ উপস্থিত হয় । সাধারণ লোক তো দেহাদির
চেষ্টাকেই কৰ্ম বলিয়া জানে, এবং তদ্রহিতভাবে অবস্থিতিকেই অকৰ্ম বলিয়া
মনে করে । কিন্তু ইহা কৰ্মের তত্ত্ববিৎগণের সহিত বিচার করিয়া ও তাঁহাদের
উপদেশ গ্রহণ করিয়া নির্ণয় করা আবশ্যক । কেবল লোক-পরম্পরাক্রমে বা
গতানুগতিক-ভাবে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই ‘কৰ্ম’ বলিয়া স্থির করিলে
নিতান্ত ভ্রম হইবে । সেইজন্তই শ্রীভগবান্ এস্থলে অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জীব-
সাধারণ আমাদিগকে কৰ্মতত্ত্বের উপদেশ কয়েকটি শ্লোকে দিতেছেন । আমরা
যদি সেই উপদেশের মর্ম অনুধাবন করিয়া আচরণ করিতে পারি, তাহা হইলে,
তদ্বারা সংসাররূপ দারুণ অশুভ হইতে উদ্ধার-লাভ করিতে পারিব । যদিও এ-
বিষয়ে প্রাচীন মহাজনগণের বাক্য প্রমাণরূপে আছে, তাহা হইলেও শ্রয়ঃ
শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য সর্বোপরি বিরাজিত এবং নিঃসংশয়-চিন্তে উহা
পরিপালনে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যাইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ
থাকিতে পারে না । পক্ষান্তরে যে সকল পাপিষ্ঠ, দুর্ভাগা ব্যক্তি শ্রীভগবানের
বাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র জড়ীয় জ্ঞানাশ্রয়ে কৰ্মপথ নির্ণয় করে,

তাহা হইলে, তাহারা তো নিরয়গামী হইবেই অধিকন্তু তাহাদের মত বা পথাবলম্বী যাহারা হইবে, তাহাদিগকেও নরকপথের যাত্রী করিবে। এজন্য কর্ম্মাচরণের পূর্বে শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্ত মহাজনগণের উপদেশানুসারে নির্ণয় করাই কর্তব্য ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মণো হপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ ।

অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থ—কর্ম্মণঃ অপি (কর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) বিকর্ম্মণঃ চ (বিকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) অকর্ম্মণঃ চ (অকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) [তত্ত্বম্ অস্তি—তত্ত্ব আছে] হি (যেহেতু) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) গতিঃ (তত্ত্ব) গহনা (দুর্গম) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মের, বিকর্ম্মের ও অকর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাতব্য ; যেহেতু কর্ম্মের তত্ত্ব দুর্গম । (কর্তব্য আচরণই কর্ম্ম, নিষিদ্ধ আচরণই বিকর্ম্ম, কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম) ॥ ১৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—‘কর্ম্মের’ গতি, ‘বিকর্ম্মের’ গতি ও ‘অকর্ম্মের’ গতি পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া জানা কর্তব্য । কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম । কর্তব্য আচরণই ‘কর্ম্ম’, তাহাই নিকাম কর্ম্মযোগ । নিষিদ্ধাচরণই ‘বিকর্ম্ম’, কাম্যকর্ম্ম তদন্তর্গত । কর্ম্মের অকরণই ‘অকর্ম্ম’ ; তদ্বারা সন্ন্যাসীদিগের কিরূপ নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, কর্ম্মাধিকারীর কিরূপ দোষ হয়, ইহাও জানা উচিত ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—নহু কবয়োহপি মোহং প্রাপুরিতি চেত্তত্রাহ,—কর্ম্মণো নিকামশ্চ মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠাতব্যশ্চ স্বরূপং বোদ্ধব্যং, বিকর্ম্মণো জ্ঞানবিরুদ্ধশ্চ কাম্য-কর্ম্মণঃ স্বরূপং বোদ্ধব্যং, অকর্ম্মণশ্চ কর্ম্মভিন্নশ্চ জ্ঞানশ্চ চ স্বরূপং বোদ্ধব্যম্, তত্ত্বং স্বরূপবিভিঃ সাদ্বৈং বিচার্যামিত্যর্থঃ । কর্ম্মণোহকর্ম্মণশ্চ গতির্গহনা দুর্গমা ; অতঃ কবয়োহপি তত্র মোহিতাঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—কবি অর্থাৎ জ্ঞানিরাও মোহপ্রাপ্ত হয়, ইহা যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—মুমুক্ষুব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিকাম-কর্ম্মের স্বরূপ জানিবে । জ্ঞানবিরুদ্ধ বিকর্ম্ম অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মের স্বরূপও জানা উচিত এবং কর্ম্মভিন্ন অকর্ম্মের ও জ্ঞানের স্বরূপও জানা উচিত । কর্ম্মের সেই

সেই স্বরূপবিদগ্ধের সহিত বিচার করা উচিত, কর্মের ও অকর্মের গতি (ফল ও স্বরূপ) অতিশয় দুর্গম । অতএব কবিরাজ তাহাতে মুগ্ধ হন ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম এই তিনটি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । লোক-প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না, কিম্বা বিখ্যাত মনীষী বা বক্তা একখানি কর্মযোগ-পুস্তক লিখিয়াছেন স্মরণে তাহা পাঠ করিলেই কর্মতত্ত্ব সহজে নির্ণয় হইবে, ইহাও নহে ; কারণ ঐ সকল ব্যক্তি নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কর্মতত্ত্ব নিরূপণে অক্ষম হইয়া ভ্রমাত্মক বিচারই প্রদান করিয়াছেন । সাধারণের স্কুল-বিচারে কর্মাকর্ম সম্বন্ধে যে মীমাংসা দেখা যায়, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক । এই জগুই শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের উপদেশ-আশ্রয়ে মর্ম অবধাবন করা কর্তব্য ।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্মে পাই, শাস্ত্রবিহিত কর্মই মোক্ষের হেতুভূত শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণই বিকর্ম ও তাহা দুর্গতিপ্রাপক । সর্বকর্ম-সন্ন্যাসরূপ অকর্মও নিঃশ্রেয়স-প্রতিকূল ।

স্মরণে কর্মের এই তত্ত্ব দুর্গম । ইহা মহাজনানুগত্যে শাস্ত্রার্থ পর্যা-লোচনা পূর্বক জানা কর্তব্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও নবযোগেন্দ্রের অগ্রতম শ্রীআবির্হোত্র বলিয়াছেন,—

“কর্মাকর্ম বিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ ।

বেদশ্চ চেশ্বরাত্মত্বাত্ত্ব মুহুন্তি সুরয়ঃ ॥” (ভাঃ ১১।৩।৪৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

“শাস্ত্র-বিহিত আচরণের নামই ‘কর্ম’, শাস্ত্রবিহিত সদাচারের অপালনই ‘অকর্ম’, আর শাস্ত্র-নিষিদ্ধ আচরণই ‘বিকর্ম’ ; কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের বেদবিচারেই প্রতিষ্ঠা, উহার লৌকিক-বিচারমাত্রে লভ্য নহে । বেদশাস্ত্র শব্দরূপে ঈশ্বরের আবির্ভাববিশেষ বলিয়া স্মরণেও তাহাতে সকল সময়ে প্রবেশাধিকার লাভ করেন না । ভগবানের শব্দব্রহ্মত্ব ও পরব্রহ্মত্ব, উভয়ই নিত্য ॥” ১৭ ॥

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

অর্থ—যঃ (যিনি) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মে) অকৰ্ম্ম (অকৰ্ম্ম) অকৰ্ম্মণি চ (এবং অকৰ্ম্মে) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) পশ্যেৎ (দেখেন) সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (পণ্ডিত), সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী) কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ (সমস্ত কৰ্ম্মের কর্তা) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যিনি কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম এবং অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, যুক্ত এবং সম্পূর্ণ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি ‘কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম’ ও ‘অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম’ দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান, যুক্ত এবং সম্পূর্ণ কৰ্ম্মানুষ্ঠাতা। তাৎপর্য্য এই যে, নিকাম-কৰ্ম্মযোগীর সমস্ত কৰ্ম্মই আত্মযাথাত্ম্যপ্রাপক। তিনি কৰ্ম্মকে অকৰ্ম্মাকারে দর্শন করেন; ‘অকৰ্ম্ম’ ও ‘কৰ্ম্ম’ তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে ॥ ১৮ ॥

শ্রীবলদেব—কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোর্বোদ্ধব্যঃ স্বরূপমাহ,—কৰ্ম্মণীতি। অনুষ্ঠীয়মানে নিকামে কৰ্ম্মণি যোহকৰ্ম্ম প্রস্তুতত্বাৎ কৰ্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানং পশ্যেৎ; অকৰ্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানে যঃ কৰ্ম্ম পশ্যেৎ। এতদুক্তং ভবতি, যো মুমুক্শুর্হৃদিশুদ্ধয়ে ক্রিয়মাণং কৰ্ম্মাত্মজ্ঞানানুসন্ধিগর্ভত্বাজ্জ্ঞানাকারং; তচ্চ জ্ঞানং কৰ্ম্মদ্বারকত্বাৎ কৰ্ম্মাকারং পশ্যেৎ; উভয়োরেকাত্মোদ্দেশ্যত্বাভয়মেকং বিজ্ঞাদিত্যর্থঃ। এবমেব বক্ষ্যতে,—“সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ” ইত্যাদিনেতি। এবমনুষ্ঠীয়মানে কৰ্ম্মণি আত্মযাথাত্ম্যং যোহনুসংধত্তে, স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ। যুক্তো মোক্ষযোগ্যং, কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ সর্বেষাং কৰ্ম্মফলানামাত্মজ্ঞানসুখান্তর্ভূতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম সম্পর্কে জানা উচিত বলিয়া তাহাদের স্বরূপ বলা হইতেছে—‘কৰ্ম্মনীতি’, অনুষ্ঠীয়মান নিকাম-কৰ্ম্মে যেই ব্যক্তি অকৰ্ম্ম অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে কৰ্ম্মেতে আত্মজ্ঞান দেখিবেন; অকৰ্ম্মে—আত্মজ্ঞানে যিনি কৰ্ম্ম বলিয়া দেখিবেন। ইহার দ্বারা এই কথাই বলা হইল—যে মুমুক্শুব্যক্তি হৃদয়ের বিশুদ্ধির জন্য ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মকে আত্মজ্ঞানের অনুকূলভূত বলিয়া জ্ঞানের আকাররূপে দেখিবেন, সেই জ্ঞানকে কৰ্ম্মের মাধ্যমহেতু কৰ্ম্মের মত দেখিবেন, এই উভয়েরই একাত্ম্যের প্রতি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া উভয়কেই একরূপে জানিবেন। এই প্রকারই বলা হইবে—“সাংখ্য ও যোগ পৃথক্—ইহা বালকেরা বলে” ইত্যাদির দ্বারা, এইভাবে অনুষ্ঠীয়মান কৰ্ম্মেতে যথাযথভাবে আত্মতত্ত্বের যিনি অনুসন্ধান করেন, মনুষ্যগণের মধ্যে

তিনিই বুদ্ধিমান—পণ্ডিত। যুক্ত—যোফলাভের যোগ্য, সমগ্র কর্মকর্তা—সকল কর্মফলের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান-স্থূতের অন্তর্ভূত হেতু ॥ ১০ ॥

অনুভূষণ—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ কর্ম ও অকর্মের স্বরূপ পরিজ্ঞানের বিষয় প্রতিপাদন করিতেছেন। নিকাম-কর্মযোগীর অনুর্ত্তিত কর্মকে ‘অকর্ম’ বলা যায়, কারণ উহা বন্ধন-প্রাপক কর্ম হয় না, পরন্তু ফল-স্বরূপে আত্মজ্ঞানই সূচিত হয়। আবার আত্মজ্ঞানাত্ম্যাদী ব্যক্তি বাহিরে কোন কর্ম না করিলেও তাঁহার সেই অকর্মে কর্মই করা হয়, কারণ উহা আত্মজ্ঞানাত্মকূল নিকাম-কর্মানুষ্ঠান। এই জ্ঞাত শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্।

জ্ঞান কর্মেরই অনুগত কারণ কর্ম দ্বারাই জ্ঞান সজ্জাত হয়। জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই উদ্দেশ্য আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি; এই জ্ঞাতই বুদ্ধিমান্ লোকেরা কর্মকে জ্ঞানাকার এবং জ্ঞানকে কর্মাকার জ্ঞান করিয়া থাকেন। পঞ্চম অধ্যায়ে এই জ্ঞাত শ্রীভগবান্ বলিবেন যে, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের পৃথকত্ব দুটেরাই বলে, অর্থাৎ পণ্ডিতেরা বলেন না। কারণ উভয়ের ফল এক আত্মতত্ত্বে পর্যাবসিত।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর টীকার মর্মে পাওয়া যায়,—“শ্রীভগবানের আরাধনারূপ কর্ম-বিষয়ে যিনি অকর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ উহা জ্ঞানের হেতুভূত হওয়ায় বন্ধনের কারণ হয় না জানিয়া, ভগবদ্বারাধনারূপ কর্মকে কর্ম নহে বলিয়া উপলব্ধি করেন এবং বিহিত কর্মের অননুষ্ঠানরূপ অকর্ম, যিনি কর্ম দর্শন করেন, প্রত্যবায়-উৎপাদকত্বহেতু এবং বন্ধনেরহেতুভূত বলিয়া তিনিই কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্।”

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্মেও পাওয়া যায়,—

“শুদ্ধাস্তঃকরণ ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইলেও জনকাদির গায় সন্ন্যাস না করিয়া নিকাম-কর্মযোগে কর্মের অনুষ্ঠানে অকর্ম, ইহা কর্ম হয় না,—এইটী যিনি দেখিতে পান; যেহেতু সেই কর্মে বন্ধন হয় না, আর জ্ঞানাত্ম্যবসত্ত্বেও অশুদ্ধাস্তঃকরণ, শাস্ত্র জ্ঞানে বলিয়া আত্মপ্লাষাকারী বাচ্য সন্ন্যাসীর অকর্ম বা কর্মের অকরণে যিনি কর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ দুর্গতিপ্রাপক কর্মবন্ধনের উপলব্ধি করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্।”

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“যস্মসংযতষড়্‌বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥

স্মরানাত্মানমাত্মস্থং নিহুতে মাঞ্চ ধর্মহা ।

অবিপক্ককষায়োহস্মাদমুগ্ধাচ্চ বিহীয়তে ॥” ১১।১৮।৪০-৪১ ॥

অর্থাৎ যিনি জ্ঞান-বৈরাগ্যরহিত, অজিত-কামাদি-ষড়্‌বর্গ এবং প্রবল ইন্দ্রিয়রূপ সারথি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া কেবলমাত্র জীবিকা-নির্বাহের জন্য ত্রিদণ্ডগ্রহণের অভিনয় করেন, সেই অপরিণত বিষয়বাসনাগ্রস্ত আত্মঘাতী পুরুষ আরাধ্যদেবগণকে, নিজ আত্মাকে এবং আত্মস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং ও উভয় লোক হইতে বঞ্চিত হয় ॥ ১৮ ॥

যস্য সর্বের সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—যস্য (যাহার) সর্বের সমারম্ভাঃ (সকল কর্ম) কামসংকল্পবর্জিতাঃ (কাম ও সংকল্পবিবর্জিত) বুধাঃ (বুধগণ) জ্ঞানাগ্নি-দন্ধকর্মাণং (জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীকৃত কর্মা) তং (তাহাকে) পণ্ডিতং (পণ্ডিত) আহঃ (বলেন) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাহার সকল কর্মই, কাম ও সংকল্পশূন্য, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীকৃত-কর্মা, সেই ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাহার কামসংকল্পশূন্য সমস্ত কর্ম সম্যক্ আরম্ভ হয়, তিনি জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দন্ধকর্মা ‘পণ্ডিত’ বলিয়া উক্ত হন; তখন তাঁহার কর্ম জ্ঞানাকারতা লাভ করে ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—কর্মণো জ্ঞানাকারমাহ,—যশ্চেতি পঞ্চভিঃ । সমারম্ভাঃ কর্মাণি কাম্যন্ত ইতি কামাঃ ফলানি তৎসঙ্কলেন বর্জিতাঃ শূন্যা যস্য কর্মভিরাত্মো-
দেশিনো ভবন্তি তং বুধাঃ পণ্ডিতমাত্মজ্ঞমাহঃ । তত্র হেতুঃ,—জ্ঞানেতি ।
তৈঃ সমারম্ভৈঃ হৃদ্বিশুদ্ধৌ সত্যামাবিভূতেনাত্মজ্ঞানাগ্নিনা দন্ধানি সঞ্চিতানি
কর্মাণি যস্য তম্ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—কর্মের জ্ঞানাকার সম্পর্কে বলা হইতেছে—‘যশ্চেতি’ পাঁচটি

জ্ঞোকেব দ্বারা। সমারম্ভ (শব্দের অর্থ) কৰ্ম্মগুলি—কামনা করেন বলিয়া ইহা কাম অর্থাৎ ফলগুলি, তাহার সংকল্পের দ্বারা বর্জিত—শূন্য, যাহার কৰ্ম্মসমূহের দ্বারা আত্মোদ্দেশ্য অভিপ্রায় হয়, তাহাকেই জ্ঞানিগণ আত্মজ্ঞ পণ্ডিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইসম্বন্ধে কারণ—‘জ্ঞানেতি’, এইজাতীয় কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে হৃদয়ের বিস্তুদ্ধিতা আসে এবং তাহাতে আবির্ভূত আত্মজ্ঞান-রূপ অগ্নির দ্বারা সঞ্চিত-কৰ্ম্মগুলি দগ্ধ হয়, যাহার তাহাকে ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—কৰ্ম্মের জ্ঞানাকারিত্ব প্রতিপাদনমুখে ক্রমশঃ বলিতেছেন যে, যাহার কৰ্ম্মসমূহ আত্মোদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই বুধগণ পণ্ডিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করেন। সেইরূপ কাম-সঙ্কল্প-বিবর্জিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আবির্ভূত জ্ঞানায়িতে তাহার সঞ্চিত কৰ্ম্মরাশি দক্ষীভূত হয়।

শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামীর টীকার মর্মে পাওয়া যায়,—

“সম্যকরূপে যাহার আরম্ভ হয়, তাহাই সমারম্ভ অর্থাৎ কৰ্ম্ম। যাহার কৰ্ম্ম সমূহ ফলাকাজ্ঞা ও তৎসঙ্কল্প-বর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই পণ্ডিত বলে। কারণ সেই সমারম্ভের দ্বারা চিন্তাশুদ্ধ হইলে, তাহাতে সজ্ঞাত জ্ঞানায়ি দ্বারা কৰ্ম্মসমূহ দক্ষীভূত হইয়া অকৰ্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আরুঢ়াবস্থায় কৰ্ম্মফলহেতু বিষয়ই কাম, তল্লাভার্থ কর্তব্য-বিষয়ক বিচারকেই সঙ্কল্প বলে। জ্ঞানারুঢ় ব্যক্তির এইরূপ কাম বা সঙ্কল্প কিছুই থাকে না।”

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্মেও পাওয়া যায়,—

“যাহার জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ক্রিয়মাণ বিহিত ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম সমূহ দগ্ধ হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত। এইরূপ জ্ঞানাদিকারীর পক্ষে কৰ্ম্মকে যেরূপ অকৰ্ম্ম বলিয়া দেখা উচিত, সেইরূপ বিকৰ্ম্মকেও অকৰ্ম্ম বলিয়া দেখা উচিত” ॥ ১৯ ॥

ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।

কৰ্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

অর্থ—[যঃ—যিনি] কৰ্ম্মফলাসঙ্গং (কৰ্ম্মফলাসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্য নিজানন্দে পরিতৃপ্ত) নিরাশ্রয়ঃ (স্থায়ী যোগক্ষেমের আশ্রয়শূন্য) সঃ (তিনি) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মসমূহে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সম্যক প্রবৃত্ত হইলেও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যিনি কৰ্মফলাসক্তি ত্যাগ কৰিয়া নিজানন্দে নিত্য পৰিতৃপ্ত
এবং যোগক্ষেমের আশ্রয়-চেষ্টারহিত, তিনি কৰ্মসমূহে প্রবৃত্ত হইলেও,
কিছুই করেন না। অর্থাৎ কৰ্মফলে আবদ্ধ হন না ॥ ২০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগ ও ক্ষেমলাভের আশ্রয়শূন্য ও নিজানন্দে
পৰিতৃপ্ত হইয়া যিনি কৰ্মফলাসক্তি ত্যাগপূর্বক সমস্ত কৰ্মে অভিপ্রবৃত্ত হন,
তিনি সমস্ত কৰ্ম কৰিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ তাঁহার কৰ্মই নৈকৰ্ম ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তমর্থঃ বিশদয়তি,—ত্যক্তেতি। কৰ্মফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা
নিত্যেনানুভূতেন তৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ যোগক্ষেমার্থপ্যাশ্রয়রহিত ঈদৃশো
যোহধিকারী স কৰ্মণ্যভিতঃ প্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি—কৰ্মানু-
ষ্ঠানাপদেশেন জ্ঞাননিষ্ঠামেব সম্পাদয়তীত্যাকুরুক্ষোদশেষম্। এতেন বিকৰ্মণঃ
স্বরূপং বন্ধকত্বং বোদ্ধব্যমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—উক্ত অর্থকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইতেছে—
'ত্যক্তেতি' কৰ্মফলে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ কৰিয়া, নিত্য আত্মার অনুভূতির
দ্বারা তৃপ্ত; নিরাশ্রয় অর্থাৎ যোগ ও ক্ষেমের জগুও আশ্রয়-রহিত
হইয়া, এইভাবে যিনি অধিকারী, তিনি কৰ্ম্মেতে প্রবৃত্ত হইলেও, কখনও
কিছু করেন না—কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ ছলের দ্বারা, জ্ঞানের নিষ্ঠাকেই সম্পাদন
করেন, ইহা আকুরুক্ষু মুনির দশা। ইহার দ্বারা বিকৰ্ম্মের স্বরূপকেও
প্রতিবন্ধক জানা উচিত, ইহাই বলা হইল ॥ ২০ ॥

অনুভূষণ—যিনি স্বীয় আত্মানুভূতিতে নিত্যতৃপ্ত থাকিয়া যোগ (অলঙ্ক-বস্ত্র
লাভের নাম যোগ) এবং ক্ষেমের (লঙ্ক-বস্ত্র রক্ষার নাম ক্ষেম) জগু
আশ্রয় স্বীকারেরও প্রয়োজন বোধ করেন না, তিনি কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও,
তাঁহার অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম-স্বরূপ; অর্থাৎ তিনি কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ছলে আকুরুক্ষু-
মুনির ন্যায় জ্ঞাননিষ্ঠাই সম্পাদন কৰিয়া থাকেন। বিকৰ্ম্মও বন্ধকস্বরূপ,
ইহাও জানিতে হইবে ॥ ২০ ॥

নিরাশীৰ্যতচিন্তাত্মা ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

অর্থ—[সং—তিনি] নিরাশীঃ (কামনাশূন্য) যতচিন্তাত্মা (সংযত-
চিত্ত ও দেহ) ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ (সৰ্বপরিগ্রহশূন্য) কেবলং (কেবল)

শারীরং (শরীর নির্বাহার্থ) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) কুৰ্ব্বন্ (করিয়াও) কিঞ্চিষম্ (পাপ) ন আপ্নোতি (লাভ করেন না) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তিনি কামনাশূন্য, সংযত চিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয়, এবং সৰ্ব্বপ্রকার পরিগ্রহশূন্য, কেবল শরীরযাত্রা-নির্বাহের জন্য কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার পাপ বা বন্ধন লাভ হয় না ॥ ২১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহশূন্য হইয়া অর্থাৎ প্রাপ্তবস্তুতে মমতা ত্যাগ করত কেবল শরীরযাত্রা-নির্বাহের জন্য ‘কৰ্ম্ম’ করিয়া থাকেন, তাহাতে কৰ্ম্মজনিত ‘পাপ’ বা ‘পুণ্য’ তাঁহার কিছুই হয় না ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব—অথারুণ্য দশমাহ,—নিরাশীরিতি ত্রিভিঃ । নির্গতা আশীঃ ফলেচ্ছা যস্মাৎ স যতচিত্তাত্মা বশীকৃতচিত্তদেহস্যুক্তসৰ্ব্বপরিগ্রহ আত্মৈকাবলোকনর্থত্বাৎ প্রাকৃতেষু বস্তুষু মমত্ববর্জিতঃ । শারীরং কৰ্ম্ম শরীরনির্বাহার্থং কৰ্ম্মাসৎপ্রতিগ্রহাদি কুৰ্ব্বন্নপি কিঞ্চিষং পাপং নাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর আরুণ (যোগীর) অবস্থার কথা বলা হইতেছে—‘নিরাশীরিতি ত্রিভিঃ’ । নির্গত হইয়াছে আশী—কৰ্ম্মফলের ইচ্ছা যাহা হইতে সেই সংযতচিত্তযুক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি চিত্ত ও দেহকে বশীকৃত করিয়া সমস্ত পরিগ্রহের (দানগ্রহণাদির) ইচ্ছাকে ত্যাগ করিয়া এক আত্মার প্রতি অবলোকন করেন বলিয়া, প্রাকৃত বস্তুগুলিতে মমতা বর্জন করেন, শারীরিক কৰ্ম্ম অর্থাৎ শরীর ধারণার্থে অসৎ-প্রতিগ্রহাদি কৰ্ম্ম করিলেও পাপের লেশমাত্রও ভোগ করিতে হয় না ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—বর্তমান শ্লোকে যোগারুণ ব্যক্তির কথা বলিতেছেন,—যিনি সমস্ত কৰ্ম্মফলের অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়াছেন, সংযতচিত্ত, একমাত্র আত্মার অবলোকন করেন বলিয়া, সকল দানাদি-পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং প্রাকৃত সকল বস্তুতে মমতা রহিত হইয়াছেন, তিনি শরীর ধারণাদি-নিমিত্ত অসৎ-প্রতিগ্রহাদি স্বীকার করিলেও পাপগ্রস্ত হন না ।

শ্রীধরস্বামিপাদও বলেন—“তাদৃশ ব্যক্তি শরীরযাত্রা-নির্বাহমাত্র উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বাভিমান রহিত হইয়া কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিলেও, তাহা বন্ধনস্বরূপ হয় না । যোগারুণ ব্যক্তির পক্ষে কেবল শরীরনির্বাহ-মাত্রোপযোগী স্বাভাবিক ভিক্ষা-

অটনাদিরূপ কৰ্ম করিলেও কিৰিষ অৰ্থাৎ বন্ধন এবং বিহিত কৰ্মের অকরণ-নিমিত্ত দোষও লাভ হয় না” ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসম্ভট্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

অর্থ—[যঃ—যিনি] যদৃচ্ছালাভসম্ভট্টঃ (অযাচিত লব্ধ-দ্রব্যে পরিতুষ্ট) দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বিষয়-সহনশীল) বিমৎসরঃ (মৎসরতাপ্প) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ (সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে) সমঃ (তুল্যজ্ঞান) [সঃ—তিনি] কৃত্বা অপি (কৰ্ম করিলেও) ন নিবধ্যতে (বন্ধনপ্রাপ্ত হন না) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যিনি অপ্রার্থিত লব্ধ-বস্তুতে সন্তুষ্ট, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-বিষয়ের অবশীভূত, মৎসরতাপ্প, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান-বিশিষ্ট, তিনি কৰ্ম করিলেও বন্ধনপ্রাপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হন এবং সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দের বশীভূত হন না ; তিনি মাৎসর্যকে দূর করেন এবং কার্যের সিদ্ধি ও কার্যের অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন, অতএব তিনি যে কৰ্মই করুন, তাহাতে স্বয়ং বন্ধ হন না ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব—অথ শরীরনির্বাহার্থমন্নাচ্ছাদনাদিকং স্বপ্রযত্নেন ন সংপাত্ত-মিত্যাহ,—যদৃচ্ছয়েতি । যাচ্ঞাং বিনৈব লাভো যদৃচ্ছালাভন্তেন সম্ভট্টভূপ্তঃ । দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীণ্ডীতন্তৎসহিষ্ণুঃ । বিমৎসরোহন্তৈরুপকৃতোহপি তৈঃ সহ বৈরমকুর্ষন্ যদৃচ্ছালাভসিদ্ধৌ হর্ষস্ত তদসিদ্ধৌ বিষাদস্ত চাতাবাৎ সমঃ এবংভূতঃ শারীরং কৰ্ম কৃত্বাপি তেন তেন ন বধ্যতে জ্ঞাননিষ্ঠা-প্রভাবান্ন লিপ্যতে ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর (তাহা হইলে) শরীর নির্বাহের জন্য অন্ন ও আচ্ছাদনাদি (বস্ত্রাদি) স্বীয় যত্নে সম্পাদন করা হয় না । ইহাই বলিতেছেন—‘যদৃচ্ছয়েতি’ । প্রার্থনা ভিন্নই যে লাভ, তাহাকে যদৃচ্ছালাভ বলা যায়, তাহার দ্বারাই সন্তুষ্ট অৰ্থাৎ তৃপ্ত । দ্বন্দ্ব—শীত ও উষ্ণাদি-অতীত, তাহার (শীত ও উষ্ণের) সহিষ্ণু । বিমৎসর—অন্ত লোক কতৃক উপকৃত হইয়াও, তাহাদের সহিত বিবাদ বা শত্রুতা না করা, যদৃচ্ছালাভ-সিদ্ধিতে আনন্দ এবং তাহার অসিদ্ধিতে বিষণ্ণ

(বিবাদ) ভাবের অভাবহেতু সমতা, এইরূপ ব্যক্তি শারীরিক কৰ্ম করিয়াও, তাহার দ্বারা আবদ্ধ হন না, জ্ঞাননিষ্ঠার প্রভাবহেতু লিপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

অনুভূষণ—যদি কেহ পূৰ্বপক্ষ করেন যে, বিনা প্রযত্নে অন্নবস্ত্রাদি যথাযথ লাভ না হইতে পারে, তদন্তরে বলিতেছেন যে, তিনি যদৃচ্ছলাভে সন্তুষ্ট অর্থাৎ অপ্রার্থিতভাবে স্বয়মুপস্থিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াই পরিতৃপ্ত ; অধিকতর অন্ন-বস্ত্রাদি লাভের জন্ত তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হয় না। যদিও শাস্ত্রে ‘ভিক্ষালব্ধ বস্ত্রতে জীবন যাপন কর’ এই বিধান আছে, তাহা হইলেও তজ্জন্ত প্রয়াসবান্ হওয়া কর্তব্য নহে। ‘যদৃচ্ছয়া’ শব্দের দ্বারা যাচনা বা সঙ্কল্পাদি-প্রযত্ন নিরাকৃত হইতেছে। যদি কেহ মনে করেন যে, যাচনাদি ব্যতীত কোন পদার্থ লাভ না হইলে শীত, উষ্ণাদিতে কষ্ট পাইতে হয়, তদন্তরে বলিয়াছেন,—ঈশ্বাতীত, সমাধিস্থ বা উত্থান দশাতেও শীতোষ্ণ কোন ব্যাপারই যতি পুরুষকে অভিভূত করিতে পারে না। কারণ তিনি সর্বদাই আত্মানন্দে অবস্থিত থাকেন। অন্নের লাভ ও নিজের অলাভেও তিনি মৎসরতাশূন্য। তিনি সর্বত্র সমদর্শী ও বৈরবুদ্ধিশূন্য। সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতেও তাঁহার হর্ষ বা বিবাদ-প্রাপ্তি হয় না। এবিধ ব্যক্তি শরীর-নির্কাহার্য কৰ্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না। আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠার প্রভাবেই কোন বিষয়ে লিপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

অর্থ—গতসঙ্গস্য—(নিষ্কাম) মুক্তস্য (মুক্ত) জানাবস্থিতচেতসঃ (জানাবস্থিত-চিত্ত পুরুষের) যজ্ঞায় (পরমেশ্বরের আরাধনার জন্ত) আচরতঃ (কৰ্ম আচরণকারীর) সমগ্রং কৰ্ম (সমগ্র কৰ্ম) প্রবিলীয়তে (লয় প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—নিষ্কাম, মুক্ত, জানাবস্থিত চিত্ত পুরুষের, যজ্ঞের নিমিত্ত যে কৰ্ম আচরণ করা হয়, তাহা সমগ্র লয় প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ অকৰ্ম ভাব লাভ করে) ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নিঃসঙ্গ, মুক্ত, জানাবস্থিতচিত্ত পুরুষের যজ্ঞের জন্ত যে কৰ্ম আচরিত হয়, তাহা প্রকৃষ্টরূপে লয় হইয়া যায়। কৰ্মমীমাংসকেরা যাহাকে ‘অপূৰ্ব’ বলেন, নিষ্কাম কৰ্মযোগীর কৰ্মসকল সেই অপূৰ্বতা লাভ

করে না। কৰ্মমীমাংসক জৈমিনির মত এই যে, পুরুষের কৃতকৰ্ম ‘অপূৰ্ব’-
স্বরূপ লাভ করত জন্মজন্মান্তরে ফল দান করে ! কিন্তু নিকাম-যোগীর সম্বন্ধে
তাহা অসম্ভব ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—গতসঙ্গস্য নিকামস্য রাগদ্বेषাদিভিমুক্তস্য স্বাত্মবিষয়কজ্ঞান-
নিবিষ্টমনসঃ যজ্ঞায় বিষ্ণুং প্রসাদয়িতুং তচ্চিস্তনমাচরতঃ প্রাচীনং বন্ধকং কৰ্ম
সমগ্রং কৃৎস্নং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেই নিকাম ব্যক্তি সঙ্গত্যাগ করিয়াছেন এবং রাগ ও দ্বेषাদি
হইতে মুক্ত হইয়াছেন ও আত্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন,
তাহার পক্ষে যজ্ঞের জন্ত অর্থাৎ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিতে, বিষ্ণুর চিন্তার
অনুশীলনকারী ব্যক্তির প্রাচীন বন্ধক সমগ্র কৰ্ম প্রকৃষ্টরূপে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

অনুব্রুবণ—গত-সঙ্গ অর্থাৎ নিকাম ব্যক্তি, রাগ ও দ্বেষ হইতে মুক্ত
হইয়া আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিবিষ্টমনা, যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রসাদ লাভের
নিমিত্ত তচ্চিস্তনাদি আচরণকারী তাহার বন্ধন-প্রাপক প্রাচীন কৰ্মসমূহ
প্রকৃষ্টরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,
‘অকৰ্মভাব’ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

‘কৰ্ম যৎ ক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্ষং ন প্রকাশতে ॥’ (৪।২৩।৫৯)
অকৰ্মভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যজ্ঞরূপ বিষ্ণুর প্রীতিবিধানার্থ অকৃত্রিম কৰ্ম-
সমূহ, তাহার পরিণামভূত ফলের সহিত ও বাসনার সহিত বিনষ্ট হইয়া
যায়।

ধৰ্ম্ম-কার্য বা অধৰ্ম্ম-কার্য করিবামাত্রই উহার ফল স্বৰ্গ বা নরক হয়
না। এস্থলে কৰ্মমীমাংসকগণ বলেন, তত্ত্বৎ-কৰ্ম-জন্ম ফলের দ্বারস্বরূপ
অপূৰ্ব (অদৃষ্ট) লাভ হয়, সেই অপূৰ্বই যথাকালে ফল দান করে।
কিন্তু নিকাম-কৰ্ম-যোগীর তাহা হয় না ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিব্রহ্মার্ণৌ ব্রহ্মণা হৃতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অর্থ—অৰ্পণং ব্রহ্ম (অৰ্পণ—ঋবাদি ব্রহ্ম), হবিঃ ব্রহ্ম (ঘৃতাди ব্রহ্ম),
ব্রহ্মার্ণৌ (ব্রহ্মই অগ্নি তাহাতে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতা-কর্তৃক) হৃতং

(হোমও ব্রহ্ম) তেন ব্রহ্মকৰ্মসমাধিনা (ব্রহ্মরূপ কৰ্মে একাগ্রচিত্ত সেই ব্যক্তির দ্বারা) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যং (প্রাপ্য) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অৰ্পণ—ঋবাদি ব্রহ্ম, ঘৃতাди ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ হোতা কর্তৃক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোমও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ কৰ্মে একাগ্রচিত্ত সেই ব্যক্তির দ্বারা ব্রহ্মই গন্তব্য বা প্রাপ্য ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যজ্ঞরূপী কৰ্ম কীরূপে জ্ঞানকে উৎপাদন করে, তাহা শ্রবণ কর। যজ্ঞ যতপ্রকার হয়, তাহা পরে বলিব; সম্প্রতি যজ্ঞের মূল-তত্ত্ব বলিতেছি। চিত্তত্ব সমস্ত জড়জগৎ হইতে বিলক্ষণ। জড়বদ্ধ-জীবের জড়কার্য সম্পাদন-প্রযত্নও অনিবার্য। সেই জড়কার্যে যতটুকু চিদালোচনা হইতে পারে, তাহা স্পষ্টরূপে করার নাম ‘যজ্ঞ’। চিদ্রাব জড়ে আবির্ভূত হইলে তাহাকে ‘ব্রহ্ম’ বলে; সেই ব্রহ্মই আমার জ্যোতিঃ বা কিরণপুঞ্জ। অৰ্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা ও ফল,—এই পাঁচটি যজ্ঞের ‘অঙ্গ’ এবং এই পাঁচটি যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয়, তখন যথার্থ ‘যজ্ঞ’ হয়। কৰ্মকে ব্রহ্মাত্মক করত তাহাতে যাঁহার চিত্তৈকাগ্ররূপ সমাধি হয়, তিনি স্বীয় সমস্ত কৰ্মকে যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করেন; তাঁহার অৰ্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা অর্থাৎ স্বসত্তা-সমুদায়ই ব্রহ্মাত্মক। অতএব তাঁহার গতিও ব্রহ্ম ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—এবং বিবিদ্ধ-জীবাআত্মসন্ধিগর্ভতয়া স্ববিহিতশ্চ কৰ্মণো জ্ঞানাকারতামভিধায় সাক্ষশ্চ তশ্চ পরাত্মরূপতাত্মসন্ধিনা তদাকারতামাহ,— ব্রহ্মার্পণমিতি। অৰ্প্যতেহেনেনাস্মৈ বেতি ব্যুৎপত্তের্পণং ঋবং মন্ত্রাধিদৈবতং চেন্দ্রাদি তত্ত্বচ্চ ব্রহ্মৈব; অৰ্প্যমাণং হবিঃচাজ্যাদি তদপি ব্রহ্মৈব; তচ্চ হবির্হোমাধারেহর্গৌ ব্রহ্মণি যজমানেনাধ্বযু্যুণা চ ব্রহ্মণা হুতং ত্যক্তং প্রক্ষিপ্তঞ্চ; অগ্নিযজমানোহধ্বযু্যুশ্চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। ব্রহ্মাগ্নাবিত্যত্র ণিকারলোপঃ-ছান্দসঃ। ন চ সমস্তং পদমিতি বাচ্যম,—অগ্নৌ ব্রহ্মদৃষ্টেবিধেয়ত্বাৎ। ইথঞ্চ ব্রহ্মরূপে সাক্ষে কৰ্মণি সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্রাং যশ্চ তেন মুমুক্শুণা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং স্বস্বরূপং পরস্বরূপঞ্চ লভ্যমবলোক্যমিত্যর্থঃ। “বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ” ইত্যাদৌ জীবে ব্রহ্ম-শব্দঃ, “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদৌ পরমাত্মনি চ ব্রহ্মার্পণত্বাদি-গুণযোগান্নাস্ত প্রকরণশ্চ পৌনরুক্তম্—‘ঋবাদীনাং ব্রহ্মত্বং তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাত্ত-দ্বাপ্যত্বাচ্চ’ ইতি ব্যাখ্যাতারঃ। তাদৃশতয়াত্মসন্ধিতং কৰ্মজ্ঞানাকারং সত্তদব-লোকনায় কল্যতে ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মানুবাদ—এইরূপে জ্ঞানী শুদ্ধ জীবাশ্রয় অহুসন্ধানে পূর্ণ, স্বধর্মবিহিত কর্মের জ্ঞানাকারকত্ব বলিয়া অঙ্গের সহিত পরাত্মরূপের অহুসন্ধানের দ্বারা তৎ-আকারতার বিষয় বলা হইতেছে—‘ব্রহ্মার্পণমিতি’, অর্পণ করা হইতেছে ইহার দ্বারা ইহাকে এই ব্যাপ্তির দ্বারা অথবা অর্পণ ক্ষব, মজ্জাদি দেবতা ইজাদি, তাহা তাহা একমাত্র ব্রহ্মই। অর্পণ করা হইবে যেই হবি, আজ্যাদি (স্বতাদি) তাহা ব্রহ্মই। পুনঃ সেই হবি অর্থাৎ স্বতাদি হোমের আধার অগ্নিতে ব্রহ্মেতে যজমান ঋত্বিকরূপ ব্রহ্ম-দ্বারা হত প্রক্ষিপ্ত বিধিপূর্বক পরিত্যাগ ; অগ্নি, যজমান ও ঋত্বিক সকলেই ব্রহ্ম এই অর্থ। ব্রহ্মাগ্নিতে এখানে ণিকারের লোপ হ্রদ অনুরোধে। সমস্ত পদ এই বলা উচিত নহে—অগ্নিতে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান আছে এই হেতু। এইপ্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ অঙ্গের সহিত সমস্ত কর্মেতে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা যাহার আছে সেই মুমুক্শু ব্যক্তি কর্তৃক ব্রহ্মেতেই গমন করা উচিত। নিজের স্বরূপ এবং পর-স্বরূপ লাভরূপ অবলোকন—ইহাই অর্থ। “বিজ্ঞান ব্রহ্ম ইহা যদি বল” ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবের ব্রহ্মশব্দ অভিহিত হইয়াছে। “বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম” ইত্যাদি পরমাত্মাতেও ব্রহ্মার্পণ ইত্যাদি গুণযোগহেতু এই প্রকরণের পুনরুক্তি হয় না। “ঋবাদিরও ব্রহ্মত্ব তদায়ত্ববৃত্তিকত্বহেতু এবং ব্যাপ্যত্বহেতু” ইহা ব্যাখ্যাভাগ (বলেন)। সেইরূপে অহুসন্ধেয় জ্ঞানাকার কর্মই ভগবানের অবলোকনের জন্ত কল্পনা করা হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

অনুভূষণ—যে কর্ম আত্মস্বরূপাহুসন্ধানযুক্ত তাহার জ্ঞানাকারত্ব প্রতি-
পন্ন করিয়া, বর্তমানে সর্বাঙ্গসহকৃত কর্ম পরমপুরুষের অহুসন্ধানযুক্ততা-
হেতু জ্ঞানাকার, ইহাই কথিত হইতেছে। ঋবাদিষজ্জীয় পাত্র, স্বতাদি,
অগ্নি, যজমান সর্বত্র যাহার ব্রহ্মধারণা, তাহার ব্রহ্মৈকচিত্তবশতঃ ব্রহ্মই
লাভ হয় ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পশু্যুপাসতে ।

ব্রহ্মাণ্যাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অর্থ—অপরে (অন্ত) যোগিনঃ (কর্মযোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং
(দৈব যজ্ঞই) পশু্যুপাসতে (প্রকৃষ্টরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন)। অপরে
(অন্ত জ্ঞানযোগিগণ) ব্রহ্মাণৌ এব (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতেই) যজ্ঞেন এব

(যজ্ঞের দ্বারাই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) উপজুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন ; অর্থাৎ সমগ্র কৰ্ম প্রকৃষ্টরূপে লুপ্ত করেন) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অন্য কৰ্মযোগিগণ দেবপূজারূপ দৈবযজ্ঞই প্রকৃষ্টরূপে উপাসনা করেন, আর অপর জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞরূপ সমগ্র কৰ্মকে আহুতি প্রদান করেন । অর্থাৎ বিলয় সাধন করেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি এবভূত যজ্ঞে ব্রতী হন, তিনি 'যোগী' । যজ্ঞসকলের প্রকারভেদে যোগিসকলেরও প্রকারভেদ আছে । অতএব যজ্ঞ যত প্রকার, যোগীও ততপ্রকার । এরূপ ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে দেখিতে গেলে যজ্ঞ ও যোগী অনেকপ্রকার হয় । বিজ্ঞান-সহকারে বিভাগ করিলে সমস্ত যজ্ঞই কৰ্মযজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্যময় যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ চিদালোচনরূপ যজ্ঞ, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহা পরে দেখাইব । এক্ষণে কতকগুলি যজ্ঞের প্রকার বলি, শুন । কৰ্মযোগিগণ দৈবযজ্ঞকে উপাসনা করেন, তাহাতেই ইন্দ্র-বরুণাদিরূপ আমার মায়িক সামর্থ্যবিশিষ্ট অধিকৃত পুরুষদিগের যজ্ঞ হইয়া থাকে, তদ্বারাও তাঁহারা ক্রমশঃ নিষ্কাম কৰ্মযোগ প্রাপ্ত হন । জ্ঞানযোগি-সকল 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য অবলম্বনপূর্বক 'ত্বং'-পদার্থ জীবকে প্রণবরূপ মন্ত্রের দ্বারা 'তৎ' পদার্থ ব্রহ্মে হোম করেন । ইহার শ্রেষ্ঠতা পরে কথিত হইবে ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—এবং ব্রহ্মানুসন্ধিগর্ততয়া চ কৰ্মণো জ্ঞানাকারতাং নিরূপ্যা কৰ্মযোগভেদানাহ,—দৈবমিতি । দৈবমিন্দ্রাদিদেবার্চনরূপং যজ্ঞমপরে যোগিনঃ পর্য্যাপাসতে তত্রৈব নিষ্ঠাং কুর্বন্তি । অপরে “ব্রহ্মার্পণম্” ইত্যাদিগ্ৰাহ্যেন ব্রহ্মভূতেহগ্নৌ যজ্ঞেন স্রবাদিনা যজ্ঞং ঘৃতাди-হবীরূপং জুহ্বতি হোম এব নিষ্ঠাং কুর্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে ব্রহ্মের অনুসন্ধানমূলক কৰ্মের জ্ঞানাকারত্ব নিরূপণ করিয়া, কৰ্মযোগের ভেদগুলি বলা হইতেছে—‘দৈবমিতি’ । দৈব—ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চনারূপ যজ্ঞ, অন্য যোগিগণ বিশেষরূপে আরাধনা করেন অর্থাৎ তাহাতেই নিষ্ঠা স্থাপন করেন । আবার অন্যান্য কেহ “ব্রহ্মার্পণ” ইত্যাদি-গ্ৰাহ্যের দ্বারা ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা স্রবাদির দ্বারা ঘৃতাदि হবিরূপ যজ্ঞে হোম করে । হোমেই নিষ্ঠা করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অনুব্রূষণ—অধিকারী-ভেদে জ্ঞানলাভের উপায়ভূত বহুবিধ যজ্ঞের

পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্ব যজ্ঞাপেক্ষা ব্রহ্মদর্শনাত্মক জ্ঞান-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই দৈবযজ্ঞ। যেমন দর্শ পূর্ণমাস ও জ্যোতিষ্টোমাদি। কর্মযোগপরায়ণ ব্যক্তিসকল এই যজ্ঞ করিয়া থাকেন। আর তৎপদার্থ-স্বরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে তৎপদার্থরূপ প্রত্যগাত্মার সমর্পণরূপ যজ্ঞের নাম জ্ঞানযজ্ঞ ॥২৫॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াগ্ন্যাণ্ডে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অর্থ—অণ্ডে (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ) সংযমাগ্নিষু (মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে) শ্রোত্রাদীনী ইন্দ্রিয়াগ্নি (কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন), অণ্ডে (গৃহস্থগণ) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ (শব্দাদি-বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দেন এবং গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি-বিষয়সমূহকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়সকলকে হোম করেন, আর স্বধর্মপরায়ণ গৃহিসকল শব্দাদি-বিষয়সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—শ্রোত্রাদীনীতি । অণ্ডে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ সংযমাগ্নিষু তত্ত-দিন্দ্রিয়সংযমরূপেষুগ্নিষু শ্রোত্রাদীনী জুহ্বতি তানি নিকৃধ্য সংযমপ্রধানান্তিষ্ঠন্তি । অণ্ডে গৃহিণ ইন্দ্রিয়াগ্নিষুগ্নিষু ভাবিতেষু শ্রোত্রাদিষু শব্দাদীন্পুজুহ্বতি অনাসক্ত্যা তান্ ভুঞ্জানাস্তানি তৎপ্রবণানি কুর্কন্তি ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘শ্রোত্রাদীনীতি’, অপর অপর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযমরূপ অগ্নিতে—সেই সেই ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি (অর্থাৎ তৎবৃত্তিগুলি) আহুতি প্রদান করে । সেইগুলি নিরোধ করিয়া সংযম-প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া, অবস্থান করে । আবার অণ্ডাণ্ড গৃহিণ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে অর্থাৎ অগ্নিরূপে ভাবিত (চিন্তিত) শ্রোত্রাদিতে শব্দাদি অর্থাৎ তদ্বিষয়গুলিকে আহুতি প্রদান করে । অনাসক্তির সহিত সেইগুলি ভোগ করিতে করিতে সেই ইন্দ্রিয়গুলি তাঁহার প্রতি তৎপ্রবণ করে ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—পূর্বেই যজ্ঞের অধিকারী ভেদের কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযমরূপ অগ্নিতেই শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়গুলিকে হোম করেন ; অর্থাৎ শুদ্ধমনেই ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরোধপূর্বক সংযমী হইয়া অবস্থান করেন ; আবার গৃহিগণ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি-বিষয়সমূহকে হোম করেন অর্থাৎ অনাসক্তির সহিত বিষয় ভোগ করিতে করিতে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবৎপ্রবণ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

সর্বানীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অর্থ—অপরে (অগ্ন্যুপাসনা) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানদীপ্ত) আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ (আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে) সর্বানী-ইন্দ্রিয়কর্মাণি (সকল ইন্দ্রিয়-কর্ম) প্রাণকর্মাণি চ (এবং প্রাণকর্মসমূহ) জুহ্বতি (আহুতি দিয়া থাকেন) ॥২৭॥

অনুবাদ—অগ্ন্যুপাসনা জ্ঞানদীপ্ত হইয়া চিত্তসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমগ্র ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণকর্মকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীভক্তিবিদোদ—প্রত্যগাত্মার অনুসন্ধানকারী কৈবল্যবাদী পাতঞ্জল-যোগিসকল সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম ও দশবিধ প্রাণের কর্মসমূহকে ‘ত্ব’ পদার্থস্বরূপ শুদ্ধজীবাত্মরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন । বিষয়াভিমুখী আত্মার নাম ‘পর্যগাত্মা’, এবং বিষয়ত্যাগী আত্মার নাম ‘প্রত্যগাত্মা’ । তাঁহারা “এক প্রত্যগাত্মা ব্যতীত মন-প্রভৃতি কিছুই নাই” বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—সর্বানীতি । অপরে ইন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চ আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ চ জুহ্বতি—আত্মনো মনসঃ সংযমঃ স এব যোগস্তস্মিন্নগ্নিত্বেন ভাবিতে জুহ্বতি । মনসা ইন্দ্রিয়াণাং প্রাণানাঞ্চ কর্মপ্রবণতাং নিবারণিতুং প্রযতন্তে । ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্মাণি শব্দগ্রহণাদীনি প্রাণকর্মাণি প্রাণস্ত বহির্গমনঃ কর্ম । অপানশ্বাধোগমনম্ ; ব্যানশ্ব নিখিলদেহব্যাপনমাকুঞ্চনপ্রসারণাদি ; সমানশ্বাশিতপীতাদিসমীকরণম্ ; উদানশ্বোদ্ধনয়নং চেত্যেবং বোধ্যানি সর্বানি সামন্ত্যেন জ্ঞানদীপিতে আত্মানুসন্ধানোজ্জলিতে ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘সর্বানীতি’ । অপর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ের কর্মগুলি ও প্রাণের কর্মসমূহকে আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন । ‘আত্মনঃ’ মনের সংযম সেইটাই যোগ, অগ্নিরূপে ভাবিত তাদৃশ অগ্নিতে আহুতি প্রদান

করেন। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির ও প্রাণগুলির (পঞ্চপ্রাণের) কৰ্ম্মপ্রবণতাকে নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়গুলির কৰ্ম্ম—শব্দগ্রহণ প্রভৃতি এবং প্রাণের কৰ্ম্মগুলি—প্রাণের বহির্গমনরূপ কৰ্ম্ম। (পঞ্চপ্রাণ) তন্মধ্যে অপানের অধোগমন, ব্যানের নিখিলদেহব্যাপী আকৃষ্ণন, প্রসারণাদি; সমানের অশিত-পীতাদির সমীকরণ; উদানের উৰ্দ্ধ নয়ন—এই প্রকারে বোধ্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সমগ্ররূপে জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বল অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানের অনুসন্ধানে অতিশয় তৎপর ॥২৭॥

অনুভূষণ—অপর কেহ কেহ আবার ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়ের এবং প্রাণের বিষয়গুলি আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন।

শ্রোত্রাদি-জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের কৰ্ম্ম—শ্রবণ, দর্শনাদি এবং বাক্, পানি প্রভৃতি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের কৰ্ম্ম—বচন, গ্রহণাদি এবং প্রাণাদি দশপ্রাণের যাবতীয় কৰ্ম্মাদি আত্মার সংযমরূপ অগ্নিতে ধ্যানের দ্বারা একাগ্রতাসাধনমূলে আহুতি দিয়া থাকেন অর্থাৎ ধ্যেয় পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা সংযত চিত্ত হন এবং সমস্ত-কৰ্ম্ম হইতে উপরত হন ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অর্থ—[কেচিৎ—কেহ কেহ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ) [কেচিৎ—কেহ কেহ] তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞপরায়ণ) [কেচিৎ—কেহ কেহ] যোগ-যজ্ঞাঃ (যোগরূপ যজ্ঞপরায়ণ) তথা (সেইরূপ) অপরে (অপর কেহ কেহ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (বেদপাঠ-যজ্ঞপরায়ণ ও বেদার্থজ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ) যতয়ঃ (এই চারিপ্রকার প্রযত্নশীল ব্যক্তি) সংশিতব্রতাঃ (তীক্ষ্ণব্রতযতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ, কেহ কেহ তপোযজ্ঞপরায়ণ, কেহ কেহ যোগযজ্ঞপরায়ণ, অপর কেহ কেহ বেদপাঠরূপ যজ্ঞপরায়ণ বা বেদার্থজ্ঞান-রূপ যজ্ঞপরায়ণ। এই চারিপ্রকার যত্নশীলব্যক্তি তীক্ষ্ণব্রতযতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই সকল যজ্ঞকে ‘দ্রব্যযজ্ঞ’, ‘তপোযজ্ঞ’, ‘যোগযজ্ঞ’, ও ‘স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ’ বলিয়া চারি ভাগেও বিভাগ করা যাইতে পারে। দ্রব্যময় যজ্ঞকে ‘দ্রব্যযজ্ঞ’, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, চাতুর্মাশ প্রভৃতি ‘তপোযজ্ঞ’, অষ্টাঙ্গ-যোগকে ‘যোগযজ্ঞ’, বেদার্থ বিচার পূর্বক চিদচিদবিচারকে ‘জ্ঞানযজ্ঞ’

বলা যায়। এই চারি প্রকার যজ্ঞে যত্নপর ব্যক্তিগণকে 'তীক্ষ্ণব্রত যতি' বলা যায় ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—দ্রব্যোতি। কেচিৎ কৰ্মযোগিনো দ্রব্যযজ্ঞাঃ অন্নাদি-দানপরাঃ কেচিত্তপোযজ্ঞাঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রাদ্রায়ণাদিব্রতপরাঃ, কেচিদযোগযজ্ঞাঃ পুণ্যতীর্থাদি-সঙ্গমপরাঃ, কেচিৎ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ বেদাভ্যাসপরাস্তদর্থ্যভ্যাসপরাশ্চ। যতয়ন্তত্র প্রযত্নশীলাঃ সংসিতব্রতাস্তীক্ষ্ণতত্তদাচরণাঃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—'দ্রব্যোতি', কোন কোন কৰ্মযোগী দ্রব্যযজ্ঞ—অন্নাদিদানে তৎপর হন, কেহ কেহ তপোযোগী তপোযজ্ঞ—অতিশয় কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণা-দিব্রতে তৎপর হন, কোন কোন যোগযোগী যোগযজ্ঞ—পুণ্যতীর্থাদিতে গমনের জন্ত তৎপর হন। আবার কোন কোন স্বাধ্যায়যোগী—স্বাধ্যায়জ্ঞান-যজ্ঞে অর্থাৎ বেদাভ্যাসে ও তদর্থাদি-অনুশীলনে তৎপর হন, সংযমী মুনিগণ এই বিষয়ে প্রযত্নশীল অর্থাৎ সংসিতব্রত অতিশয় তীক্ষ্ণভাবে তদাচরণে তৎপর হন ॥ ২৮ ॥

অনুব্রূষণ—বর্তমান শ্লোকে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের কথা বলিতেছেন। কেহ কেহ কৰ্মযোগী দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ অন্নাদিদানপর, দ্রব্যত্যাগই তাঁহাদের যজ্ঞ, তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র কথিত বাপী, কূপ, তড়াগাদি খনন, দেব-মন্দির-প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উদ্যান-রচনা প্রভৃতি পূর্ত্ত কৰ্ম করেন ও শরণাগত জনের রক্ষা, সর্বভূতের অহিংসা প্রভৃতি দত্ত কৰ্মপরায়ণ। কেহ বা ঋতিসঙ্গত ইষ্টাখ্য কৰ্ম করিতে গিয়া দেবোদ্দেশে যজ্ঞাদিপরায়ণ। কেহ কেহ তপোযজ্ঞপরায়ণ হইয়া কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রাদ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মনুসংহিতায় এই সকল কৃচ্ছ্রব্রতাদির বিষয় উল্লিখিত আছে। কেহ কেহ আবার যোগযজ্ঞ-পরায়ণ, তাঁহারা পুণ্য ক্ষেত্র ও তীর্থস্থানাди সঙ্গমপর, উহাদের মধ্যে কেহ যমনিয়মাদি-লক্ষণরূপ অষ্টাঙ্গ-যোগকেই যজ্ঞ বিচারে অনুষ্ঠান করেন। কেহ কেহ বেদালোচনাকেই যজ্ঞজ্ঞানে স্বাধ্যায়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রার্থ অবধারণরূপ জ্ঞানকেই যজ্ঞ মনে করিয়া, জ্ঞান-যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—অপরে (প্রাণায়াম-নিষ্ঠগণ) অপানে (অপান বায়ুতে) প্রাণ (প্রাণবায়ুকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন), তথা (সেইরূপ) অপানং (অপান-বায়ুকে) প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) [জুহ্বতি—আহুতি দিয়া থাকেন], প্রাণাপান-গতী (প্রাণ ও অপানের গতি) রুদ্ধা (নিরোধ করিয়া) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ হন) অপরে (কেহ কেহ) নিয়তাহারাঃ (আহারসংযমী) প্রাণেষু (প্রাণসমূহে) প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—প্রাণায়ামনিষ্ঠগণ পূরককালে অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ প্রাণকে অপানের সহিত একীভূত করেন, সেই-প্রকার রেচককালে প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুকে আহুতি প্রদান করেন এবং কুস্তককালে প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ আহার-সংযমী হইয়া প্রাণেই প্রাণসমূহকে আহুতি দিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বেদ-শাস্ত্রে এবং তদনুগত স্মৃতি-শাস্ত্রে এই চারিপ্রকার যজ্ঞ লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত সময়োচিত বেদার্থ-বিস্তৃতিরূপ তন্ত্রাদি-শাস্ত্রে হঠযোগ ও নানাবিধ সংযম-ব্রতরূপ যজ্ঞসকল উপদিষ্ট হইয়াছে। তদনুগত ব্যক্তিগণ প্রাণায়ামনিষ্ঠ হইয়া অপান-বায়ুতে প্রাণ-বায়ুকে রোধ এবং প্রাণ-বায়ুতে অপান-বায়ুকে নির্গত এবং ক্রমশঃ প্রাণাপান-গতিরোধ-দ্বারা ‘কুস্তক’ অভ্যাস করেন। কেহ কেহ আহার থর্ক করত প্রাণ-সকলকে প্রাণেই হোম করেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—কিঞ্চাপানে ইতি। তথাপরে প্রাণায়ামপরায়ণান্তে ত্রিধা অধোবৃত্তাবপানে প্রাণমূর্ছবৃত্তিং জুহ্বতি,—পূরকেণ প্রাণমপানেন সর্হেকী-কূর্বন্তি। তথা প্রাণেহপানং জুহ্বতি,—রেচকেনাপানং প্রাণেন সর্হেকীকৃত্য বহির্নির্গময়ন্তি; যথা প্রাণাপানযোগ্যগতী শ্বাসপ্রশ্বাসৌ কুস্তকেন রুদ্ধা বর্তন্ত ইতি। আন্তরশ্ব বায়োর্নাসান্তেন বহির্নির্গমঃ শ্বাসঃ প্রাণশ্চ গতিঃ; বিনির্গতশ্চ তন্ত্রান্তঃপ্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ অপানশ্চ গতিঃ; তয়োর্নিরোধঃ কুস্তকঃ; স দ্বিবিধঃ;—বায়ুমাপূর্য্য শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্নিরোধোহন্তঃকুস্তকঃ; বায়ুং বিরেচ্য তয়োর্নিরোধো বহিঃকুস্তকঃ। অপরে নিয়তাহারা ভোজনসঙ্কোচমভ্যাসন্তঃ প্রাণান্ ইন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি;—তেষান্নাহারেণ জীর্ঘ্যমাণেষু তদায়ত্ত-

বৃত্তিকানি তানি বিষয়গ্রহণাক্ষমাণি তপ্তায়োনিষিক্তোদবিন্দুবন্তেষেব
বিলীয়ন্তে ॥ ২৯ ॥

বজ্রানুবাদ—‘কিঞ্চাপানে’ ইতি । তথা অপর কেহ কেহ প্রাণায়ামে
তৎপর হন, সেই প্রাণায়াম তিনপ্রকার, অধোবৃত্তিসম্পন্ন অপানে উর্দ্ধবৃত্তিসম্পন্ন
প্রাণকে আছতি দেন,—পূরকের দ্বারা প্রাণকে অপানের সহিত একত্রিত করেন ।
সেই রকম প্রাণে অপানকে আছতি দেন—রেচকের দ্বারা অপানকে প্রাণের
সহিত একত্রিত করিয়া বাহিরে প্রেরিত করেন । যেমন প্রাণ ও অপানের
গতি শ্বাস ও প্রশ্বাসকে কুস্তকের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করেন । অভ্যন্তর-
স্থিত বায়ুকে নাসিকা ও মুখের দ্বারা বাহিরে প্রেরণ করাই শ্বাস, ইহাই প্রাণের
গতি । সেই বিনির্গতের অন্তঃপ্রবেশ প্রশ্বাস অর্থাৎ অপানের গতি । এই
দুইটি নিরোধের নাম কুস্তক, তাহা দ্বিবিধ—বায়ুকে পূরণ করিয়া শ্বাস ও প্রশ্বাসের
নিরোধ অন্তঃকুস্তক । আর বায়ুকে বিরেচন করিয়া শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের
নিরোধকে বহিঃকুস্তক বলে । আবার অপর কেহ কেহ নিয়তাহারী হইয়া,
ভোজনের সঙ্কোচের জন্য পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে
প্রাণে আছতি প্রদান করেন ;—সেইগুলি অল্প আহারের দ্বারা জীর্ণপ্রায় হইলে,
তদায়ত্ত-বৃত্তিমূলক বিষয়-গ্রহণে অক্ষম সেই বৃত্তিগুলি তপ্ত লৌহপাত্রে নিক্ষিপ্ত
জলবিন্দুর মত লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—পুনরায় বলিতেছেন যে, কোন কোন যোগী প্রাণায়াম-পরায়ণ,
তঁাহারা অধোগামী অপান বায়ুতে উর্দ্ধগামী প্রাণবায়ুর পূরকদ্বারা হোম করেন,
অর্থাৎ পূরককালে প্রাণকে অপানের সহিত এক করেন, সেইরূপ রেচকের দ্বারা
অপানকে প্রাণে হোম করেন এবং কুস্তককালে প্রাণ ও অপানের গতি রোধ-
করতঃ অবস্থান করেন ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—১১।১৫।১

জিতেন্দ্রিয়, জিতশ্বাস, স্থিরচিত্ত যোগিপুরুষ আমাতে চিত্তধারণ করিলে
সিদ্ধিসমূহ স্বয়ংই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় ।

যোগশাস্ত্রেও পাওয়া যায়,—

‘ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং ত্যজেৎ পিঙ্গলয়া ততঃ ।

পিঙ্গলাপূরিতং বায়ুমিড়য়া চ পরিত্যজেৎ ॥

আবার কেহ কেহ আহার সংযম পূর্বক প্রাণেই প্রাণসমূহকে আছতি দিয়া

ধাকেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ এস্থলে বলেন যে, ইন্দ্রিয়গণ প্রাণাধীনবৃত্তি বলিয়া প্রাণের দৌর্বল্য হইলে স্বয়ংই স্ব স্ব বিষয়-গ্রহণে অসমর্থ ইন্দ্রিয়-নিচয়কে প্রাণেতেই অগ্নীভূত করেন।

‘নিয়তাহার’ সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

উদরের দুইভাগ অগ্নির দ্বারা পূর্ণ করিবে, একভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিবে, এবং অবশিষ্ট একভাগ বায়ু সঞ্চারের নিমিত্ত খালি রাখিবে ॥ ২৯ ॥

সৰ্ব্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—এতে সৰ্ব্বের অপি (ইহারা সকলেই) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞবিৎ) যজ্ঞ-ক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞের দ্বারা বিনষ্ট-পাপ) যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজঃ (যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃত ভোজন করত) সনাতনম্ ব্রহ্ম (সনাতন ব্রহ্মকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ইহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ এবং যজ্ঞের দ্বারা বিনষ্ট-পাপ হইয়া যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃতভোজন করত অবশেষে সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ইহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ ও যজ্ঞ-দ্বারা ক্ষীণপাপ। যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করত অবশেষে তাঁহারা পূর্বোক্ত সনাতন-ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—এতে খন্ডিন্দ্রিয়বিজয়কামাঃ সৰ্ব্বৈহপীতি যজ্ঞবিদঃ পূর্বোক্তান্ দৈবাদি-যজ্ঞান্ বিন্দমানা তৈরেব যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতকল্মষাঃ। অননুসংহিতং ফলমাহ,—যজ্ঞশিষ্টেতি। যজ্ঞশিষ্টং যদমৃতমন্নাদি ভোগৈশ্চর্য্যাসিদ্ধ্যাদি চ তত্ত্বজ্ঞানাঃ। অনুসংহিতং ফলমাহ,—যান্তীতি। তৎসাধ্যেন জ্ঞানেন ব্রহ্মেতি প্রাপ্তং ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে—এই ইন্দ্রিয়-বিজয়কামী সকল যজ্ঞবিদই পূর্বোক্ত দৈবাদিযজ্ঞকে জানিবার ইচ্ছায়, সেই যজ্ঞের দ্বারাই পাপক্ষয়কারী হন।

এইভাবে সংযতচিত্ত-সম্পন্ন ব্যক্তির অননুসংহিত ফলের কথা বলা হইতেছে—‘যজ্ঞশিষ্টেতি’। যজ্ঞশিষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্ট যেই অমৃত ও

অন্নাদি এবং ভোগ ও ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি প্রভৃতি তাহাদেরই ভোগাভিলাষী হন। এইভাবে সংযত-চিত্ত ব্যক্তির অনুসংহিত ফলের কথা ঘোষণা করা হইতেছে—‘যান্তীতি’। তাহার দ্বারা সাধ্য অর্থাৎ লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন, পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ৩০ ॥

নায়ং লোকোহস্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

অর্থ—কুরুসত্তম ! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ !) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞবিহীন) অয়ং লোকঃ (এই লোক) ন (নাই), অন্যঃ (অন্ত্রলোক) কুতঃ (কোথায় ?) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! যজ্ঞবিহীন ব্যক্তির পক্ষে যখন অল্প-সুখকর মনুষ্যলোক লাভ সম্ভব হয় না, তখন দেবাদিলোক কিরূপে লাভ হইবে ? ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব, হে কুরুসত্তম অর্জুন ! অযজ্ঞকৃৎ ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকই সম্ভব হয় না, পরলোক কিরূপে সম্ভব হইবে ? অতএব যজ্ঞই কর্তব্য কর্ম্ম। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, স্মার্ত্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও বৈদিকযাগাদি সমস্তই ‘যজ্ঞ’ এবং ব্রহ্মজ্ঞানও যজ্ঞবিশেষ। যজ্ঞ ব্যতীত জগতে অন্য কর্ম্ম নাই ; যাহা আছে, তাহা ‘বিকর্ম্ম’ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—তদকরণে দোষমাহ,—নায়মিতি। অযজ্ঞশ্রোক্তযজ্ঞানুষ্ঠাতুরয়ং প্রাকৃতো লোকস্তত্রত্যস্ত্রিবর্গো নাস্তি ; অন্ত্রো মোক্ষলভ্যো লোকঃ কুতঃ স্তাৎ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহা না করিলে, দোষের কথা বলা হইতেছে—‘নায়মিতি’। অযাজ্ঞিক অর্থাৎ উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে অনিচ্ছুক ব্যক্তির এই প্রাকৃত লোক অর্থাৎ তত্রস্থিত ত্রিবর্গ নাই, অতএব অন্ত্র মোক্ষলভ্য-লোক কোথা হইতে হইবে ? ॥ ৩১ ॥

অনুভূষণ—যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর হন, তাঁহারা সকলেই ক্ষীণ পাপ হইয়া, যজ্ঞাবশেষ অমৃত ভোজন করেন এবং অবশেষে সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। যজ্ঞের মুখ্য ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং গৌণফল ভোগৈশ্বর্য্য ও অগ্নিমাди-সিদ্ধি-প্রাপ্তি। কিন্তু যাঁহারা কোন যজ্ঞই করেন না, তাঁহারা যৎসামান্য সুখপ্রদ এই মনুষ্যলোকেই যখন বঞ্চিত তখন বহুসুখপ্রদ স্বর্গাদি-লোক তথা মোক্ষলভ্য-স্থান-লাভের সম্ভাবনা তাঁহাদের কোথায় ? ॥ ৩০-৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।

কৰ্মজান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্ব্বানেনং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

অর্থ—ব্রহ্মণঃ মুখে (বেদদ্বারে) এবং (এই প্রকার) বহুবিধাঃ (বহু-বিধ) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞ) বিততা (বিস্তৃতরূপে বর্ণিত), তান্ সৰ্ব্বান্ (সেই সমস্ত) কৰ্মজান্ (কৰ্মজনিত) বিদ্ধি (জানিবে), এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তিলাভ করিতে পারিবে) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—বেদদ্বারে এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তুমি সেই সকলকে কৰ্মজ বলিয়া জানিবে, এবং এইপ্রকার জানিতে পারিলে কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই সমস্তপ্রকার যজ্ঞই বেদোক্ত বা বেদানুগত শাস্ত্রোক্ত ; ইহারা সকলেই বাক্য মন ও কায়-কৰ্ম-জনিত, অতএব কৰ্মজ । এই-রূপে কৰ্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কৰ্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার ॥ ৩২ ॥

শ্রীবলদেব—এবমিতি ব্রহ্মণো বেদশ্চ মুখে বিততা বিবিক্তাশ্চাপ্রাপ্ত্য-পায়তয়া স্বমুখে নৈব তেন স্ফুটমুক্তাঃ । কৰ্মজানিতি বাঙ্মনঃকায়কৰ্মজনিতা-নিত্যর্থঃ । এবং জ্ঞাত্বা তদুপায়তয়া তেনোক্তান্ তানববুধ্যানুষ্ঠায় তদুৎপন্ন-বিজ্ঞানেনাবলোকিতাশ্চক্ষয়ঃ সংসারাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘এবমিতি’, ব্রহ্মণঃ—বেদের মুখে বিতত অর্থাৎ বিস্তৃত বিবিক্ত আশুপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নিজমুখের দ্বারাই, বেদ-দ্বারে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে । ‘কৰ্মজানিতি’, বাক্য, মন, দেহ, কৰ্মজনিত—ইহাই অর্থ । এইরূপে জানিয়া, তাহার উপায়স্বরূপ বলিয়া তাহার দ্বারা উক্ত সেইগুলিকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিয়া, তাহা হইতে সমুৎপন্ন বিশেষজ্ঞানের দ্বারা আশুদ্বয় অবলোকিত হইলে, সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবে ॥ ৩২ ॥

অনুভূষণ—এই প্রকারে বহুবিধ যজ্ঞের কথা বলা হইল । শ্রীভগবান্ বেদদ্বারে এবং স্বমুখে বিবিধযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন কিন্তু আশুতত্ত্ব-লাভের উপায়স্বরূপে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিচারপূর্বক করা প্রয়োজন । যাহাতে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হয় ॥ ৩২ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।

সর্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—পরন্তপ ! পার্থ ! (হে পরন্তপ; হে পার্থ !) দ্রব্যময়াং যজ্ঞাং (দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানযজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) । সর্বং কৰ্ম্ম (সকল কৰ্ম্ম) অখিলং (অব্যর্থরূপে) জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ ! হে পার্থ ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সমস্ত কৰ্ম্ম অব্যর্থরূপে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদিও এই সকল যজ্ঞ-দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ, পরে শান্তিলাভ এবং অবশেষে মদ্ভক্তিলাভরূপ জীবের মঙ্গল উদয় হয়, তথাপি এই যজ্ঞসমুদয়-সম্বন্ধে একটি নিগূঢ় বিচার আছে, তাহা জ্ঞাতব্য। নিষ্ঠা-ভেদে উক্ত সমুদয় যজ্ঞই কোন-সময় কেবল ‘দ্রব্যময় যজ্ঞ’ হয়, কখনও বা ‘জ্ঞানময় যজ্ঞ’ হয়। দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; কেন না, হে পার্থ ! সমস্ত কৰ্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইতে হইতে যখন চিদালোচন-রহিত হয়, তখনই ব্যাপার-সমুদায় কেবল দ্রব্যময় হয়। যখন চিদালোচন ক্রম চলিতে থাকে, তখন বস্তুত দ্রব্যময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। যজ্ঞের কেবল দ্রব্যময়ী অবস্থাকে ‘কৰ্ম্মকাণ্ড’ বলে এবং জ্ঞানময়ী অবস্থাকে ‘জ্ঞানকাণ্ড’ বলে। যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হোতাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তাঃ কৰ্ম্মযোগা বিবিক্তান্নাসন্ধিগৰ্ভহাদরণ্যাদিব উভয়-রূপান্তেষু জ্ঞানরূপং সংস্তোতি,—শ্রেয়ানিতি । দ্বিরূপে কৰ্ম্মণি কৰ্ম্মদ্রব্যময়াদংশাজ্জ্ঞানময়োহংশঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ । দ্রব্যময়াদিত্যুপলক্ষণানামিन्द्रিয়সংযমাদীনাং তেষাং তদুপায়ত্বাৎ । এতদ্বিবৃণোতি,—হে পার্থ ! জ্ঞানে সতি সর্বং কৰ্ম্মাখিলং সাক্ষং পরিসমাপ্যতে নিরন্ত্রমেতি ফলে জাতে সাধননিবৃত্তে-দর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্বোক্ত কৰ্ম্মযোগগুলি বিবিক্ত-আত্মতত্ত্ব-অনুসন্ধানের মূল-কারণ বলিয়া, অরণ্যের মত উভয়রূপ, তারমধ্যে জ্ঞানরূপকে সম্যগ্রূপে স্তুতি করিতেছে—‘শ্রেয়ানিতি’ । দ্বিরূপ কৰ্ম্মে, কৰ্ম্মদ্রব্যময় অংশ হইতে জ্ঞান-

ময় অংশ শ্রেষ্ঠ, অতিশয় প্রশস্ততর। দ্রব্যময় হইতে, ইহা উপলক্ষণ, ইন্দ্রিয়সংযমাদি তাহাদের উপায়হেতু। ইহাই বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছেন—
হে পার্থ! জ্ঞানলাভ হইলে, নিখিল সমস্ত কর্মই অঙ্গের সহিত পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। ফল উৎপন্ন হইলে, সাধনের নিবৃত্তি দেখা যায়, এই হেতু ॥ ৩৩ ॥

অনুভূষণ—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ বিবিধ যজ্ঞের বিষয় বর্ণনান্তে যাহা পুরুষার্থ-সিদ্ধির উপায়ভূত ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেই জ্ঞান-যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন। বেদে যে সকল যজ্ঞের বিধান দৃষ্ট হয়, তাহা সমস্তই কর্মজ ও দ্রব্য-সাধ্য। সেই দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রীভগবান্ স্বমুখেই বিচার পূর্বক দেখাইতেছেন। চিদালোচনা-ক্রমে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মিলে, তদ্বারা অখিল কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ছান্দোগ্যোপাখ্যানায়ায়,— (৪।১।৪)

“সর্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু বুর্বন্তি ।”

অর্থাৎ প্রজাগণ যাহা কিছু সংকার্য্য করেন, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখী হইয়া থাকে।

স্বাভাবীয় শ্রোত যজ্ঞকর্ম এবং স্মার্ত উপাসনাদিরূপ সমস্ত অনুষ্ঠান জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইলেও, বিশেষ বিচারপূর্বক আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করতঃ অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

“সর্বযজ্ঞ হইতে নাম যজ্ঞ সার।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

“সংকীর্তনপ্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

সংকীর্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥

সেইত’ স্মমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।

সর্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণ নাম যজ্ঞ সার ॥

কোটা অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম।

যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥” (আদি ৩।৭৬-৭৮)

শ্রীমহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

“কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন ।

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম ।

সর্বমন্ত্র সার নাম,—এই শাস্ত্র মর্ম ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩-৭৪ ॥৩৩॥

তদ্বিকি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অর্থ—প্রণিপাতেন (জ্ঞানোপদেষ্টা গুরুর নিকট দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (পরিপ্রশ্নের দ্বারা) সেবয়া (শুশ্রূষার দ্বারা) তৎ (সেই জ্ঞান) বিকি (জানিবে), তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ (তত্ত্বদর্শী-জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানং (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ দিবেন) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বদর্শী-জ্ঞানিগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন, তুমি তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্বক পরিপ্রশ্ন ও সেবাকালে সেই তত্ত্বজ্ঞান অবগত হও ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদি বল,—এই দ্রব্যময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদ-বিচার তোমার পক্ষে কঠিন, তাহা হইলে আমার উপদেশ এই যে, তুমি এই ভেদ-বিচারপূর্বক জ্ঞান-লাভের জন্ত তত্ত্বদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্বক ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ; তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবলদেব—এবং জীবস্বরূপজ্ঞানং তৎসাধনঞ্চ সাক্ষমূপদিশ্য পরস্বরূপোপা সনজ্ঞানমূপদিশন্ সংপ্রসঙ্গলভ্যত্বং তস্মাহ,—তদিতি । যদর্থং তদুভয়ং ময়া তবোপদিষ্টং ‘অবিনাশি তু তদ্বিকি’ ইত্যাদিনা তৎ পরাত্মসম্বন্ধিজ্ঞানং প্রণিপাতাদিভিঃ প্রসাদিতেভ্যো জ্ঞানিত্যঃ সদ্ভ্যস্তমবগত-স্বরূপো বিকি প্রাপ্নুহি । তত্র প্রণিপাতো দণ্ডবৎপ্রণতিঃ, সেবা ভূত্যবত্তেয়াং পরিচর্যা, পরিপ্রশ্নঃ তৎস্বরূপতদগুণতদ্বিভূতি-বিষয়কো বিবিধঃ প্রশ্নঃ । ননৃদাসীনাশ্তে ন বক্ষ্য-স্তীতি চেত্তত্রাহ,—উপেতি । তে জ্ঞানিনোহধিগত স্বপরাত্মানঃ প্রণিপাতা-

দিনা তজ্জিজ্ঞাসুতামালক্ষ্য তে কৃত্যং তাদৃশায় তৎসম্বন্ধি-জ্ঞানমুপদেশ্যন্তি
তত্ত্বদর্শিনস্তজ্জ্ঞানপ্রচারকাঃ কারুণিকা ইতি যাবৎ । নন্বত্র তদিতি জীবজ্ঞানং
বাচ্যং প্রকৃতত্বাদিতি চেন্ন,—“ন ত্বেবাহং জাতু নামং”, “যুক্ত আসীত
মৎপর” “অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা” ইত্যাদিনা পরাত্মনোহপ্যাপ্রাকৃতত্বাৎ তজ্জ-
জ্ঞানায়ৈব জীবজ্ঞানস্ত্যাপ্যপদেশ্যত্বাৎ । এবমাহ সূত্রকারঃ,—“অন্ত্যর্থশ্চ পরামর্শঃ”
ইতি ; অন্তথা শ্রুতিসূত্রার্থসম্বাদিনোহগ্রিমস্ত জ্ঞানমহিম্নো বিরোধঃ স্ত্যাৎ
উক্তমেব সূত্র ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে জীবের স্বরূপজ্ঞান এবং তৎসাধনের সমস্ত
জ্ঞান অঙ্গের সহিত উপদেশ দিয়া, পরমাত্মার স্বরূপ ও উপাসনার জ্ঞানকে
উপদেশ দিবার ইচ্ছায় সংপ্রসঙ্গ-লভ্যত্বের কথা, তাহার জন্ম বলা হইতেছে—
‘তদিতি’ । যেইজন্ম সেই উভয়বিধ আমাকর্তৃক তোমাকে উপদেশ দেওয়া
হইয়াছে “অবিনাশি কিন্তু তাহা জান” ইত্যাদির দ্বারা সেই পরমাত্মা-সম্বন্ধীয়
জ্ঞানকে প্রণিপাতাদির দ্বারা প্রসাদিত (সন্তুষ্ট) সং জ্ঞানী সাধুগণ হইতে তুমি
স্ব-স্বরূপ জানিবে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবে । এই সম্পর্কে প্রণিপাত—দণ্ডবৎ প্রণতি,
সেবা—ভূত্যের ন্যায় তাঁহাদের পরিচর্যা, পরিপ্রশ্ন শব্দের অর্থ—তাঁহার স্বরূপ,
তাঁহার গুণ ও তদ্বিভূতি-বিষয়ক বিবিধপ্রশ্ন । প্রশ্ন,—উদাসীন হইয়া তাঁহারা
বলিবেন না, যদি বল, তাহা হইলে বলা হইতেছে—‘উপেতি’ । সেই জ্ঞানিগণ
নিজকে ও পরমাত্মাকে অধিগত করিয়াছেন, প্রণিপাতাদির দ্বারা সেই
বিষয়ের জিজ্ঞাসুতা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া, তাদৃশ তোমাকে তৎসম্পর্কীয় জ্ঞানের
উপদেশ দিবেন । তত্ত্বদর্শিগণ সেই জ্ঞানের প্রচারক ও করুণাসম্পন্ন হন । প্রশ্ন—
এখানে ‘তাহা এই’ শব্দে প্রকৃতার্থ বশতঃ জীবজ্ঞানকে বলা উচিত, ইহা যদি
বলা হয়, তদন্তরে বলা হইতেছে—“আমি কখনও ছিলাম না ইহা নহে”
“আমার প্রতি আসক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি পরমাত্মাতে যুক্ত হন” “নিত্য হইলেও
আত্মা অব্যয়” ইত্যাদির দ্বারা পরমাত্মারও অপ্রাকৃতত্বহেতু তাঁহার জ্ঞানের
জন্মই জীবের জ্ঞানের উপদেশ্যত্ব । এই প্রকারই বলিয়াছেন সূত্রকার—
“অন্ত্যের অর্থ পরামর্শ” ইতি । অন্তথা শ্রুতি ও সূত্রার্থ-সংবাদী অগ্রিম জ্ঞান-
মহিমার বিরোধ হইবে । ইহা পরিষ্কারভাবে উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

অনুব্রূষণ—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আত্মমঙ্গলাকাজী ব্যক্তির সর্বাগ্রে
তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্বক সাধনে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য । এক্ষণে সেই তত্ত্ব-

জ্ঞান কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন। সৎগুরুর কৃপা-ব্যতীত তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের অন্য পন্থা নাই বলিয়া সেই সৎগুরুর লক্ষণ বলিতেছেন যে, ‘জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ’ অর্থাৎ জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শী, জ্ঞানী-অর্থে শাস্ত্রজ্ঞ; তত্ত্বদর্শী অর্থে অপরোক্ষানুভব-সম্পন্ন—শ্রীধর।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যও এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

“জ্ঞানবান্ হইয়াও কেহ কেহ যথাবৎ তত্ত্বদর্শনশীল হন না, কিন্তু কেহ হন, অতএব বিশেষভাবে বলিতেছেন—তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ ষাঁহারা সম্যকদর্শী তাঁহাদের উপদিষ্ট-জ্ঞান কার্য্যক্ষম হয়। অন্য হইতে নহে, ইহাই ভগবানের মত।”

এক্ষণে প্রশ্ন, কি প্রকারে সেই তত্ত্বদর্শী পুরুষের নিকট হইতে সেই জ্ঞান লাভ করা যায়? তদন্তরে বক্তব্য এই যে, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। সর্ব্বাঙ্গে নিজের যাবতীয় অহমিকা বিসর্জন পূর্ব্বক সদগুরুর চরণে প্রণত হইতে হইবে, তারপর প্রণতিপূর্ব্বক বিনীতভাবে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া বিবিধ তত্ত্ববিষয়ক-প্রশ্ন করিতে হইবে, ঐ সঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে বলিতে হইবে—“কে আমি? কেন মোরে জারে তাপত্রয়।

ইহা নাহি জানে মোর কৈছে হিত হয় ॥”

পরমকারুণিক তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ মাদৃশ অধর্মের প্রণতি ও পরিপ্রশ্নমূলক জিজ্ঞাসু-ভাব দেখিয়া তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিবেন। ঐ সঙ্গে অর্থাৎ তত্ত্বোপদেশ-শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবা অর্থাৎ ভূত্যের ন্যায় পরিচর্যাও করিতে হইবে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-ফলে ক্রমশঃ শ্রীগুরু-কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যও পাই,—

“তাতে কৃষ্ণ-ভজে করে গুরুর সেবন,

মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥” চৈঃ চঃ মধ্য ॥

এস্থলে ইহাও বিচার্য্য যে ‘তৎ’ শব্দদ্বারা কেবল জীবজ্ঞান কথিত হয় নাই, পরমাত্ম-জ্ঞানের সঙ্গেই উহার উপদেশ।

বেদান্ত সূত্রেও পাওয়া যায়,—

“অণ্যার্থশ্চ পরামর্শ” ১ম ১অঃ ৩য় পাঃ ২০ সূত্র । এস্থলে ‘তৎ’ শব্দে
পরমাত্মজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে ।

“দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ ।” গোবিন্দ ভাষ্য ১।৩।২৩ সূত্র

শ্রীবলদেব বলেন,—

‘দহর বাক্যের মধ্যে যে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পরমাত্মার
জ্ঞান জগত্ই বুঝিতে হইবে ।

সদগুরুর লক্ষণ প্রসঙ্গে শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।

সমিৎপাণিঃ শ্রৌত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ (যুগক ১।২।১২)

ছান্দোগ্যও বলেন,—

“আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ” (৬।১৪।২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্ ।

শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥” (১।১।৩২)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“কিবা বিপ্র, কিবা গ্রামী, শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৮-১২৭)

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে আরও পাওয়া যায়,—

“ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥”

অন্যত্র

“কৃষ্ণ-যদি কৃপা করেন, কোন ভাগ্যবানে ।

এক অন্তর্ভুক্তকর্তৃক পিণ্ডায় আপন ॥”

আরও পাওয়া যায়,—

“ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে ।

সংসঙ্গ প্রাপাতে পুংভিঃ স্কৃতৈঃ পূর্বসঙ্কিতৈঃ ॥” ৩৪ ॥

যজ্জাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্তসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতাশ্চশেষাণি দ্রক্ষ্যন্ত্যত্ন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অর্থ—পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব!) যৎ (যে জ্ঞান) জাত্বা (জানিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং মোহং (এইরূপ মোহ) ন যাস্তসি (লাভ করিবে না) ; যেন (যে জ্ঞানের দ্বারা) অশেষাণি ভূতানি (নিখিল ভূতগণকে) আত্মনি (জীবাত্মাতে) অথো ময়ি (অনন্তর পরমাত্মা আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দর্শন করিবে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! যে তত্ত্বজ্ঞান জানিতে পারিলে পুনরায় এরূপ মোহ লাভ করিবে না, যে জ্ঞান-দ্বারা ভূতসকলকে এক জীবাত্মরূপ তত্ত্বে অবস্থিত (মাত্র উপাধি দ্বারা জড়ীয় তারতম্য ঘটয়াছে), এবং এ-সমুদয়ই পরম-কারণরূপ ভগবৎস্বরূপ আমাতে আমার শক্তিকার্য্যরূপে অবস্থিত দর্শন করিবে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতু তুমি মোহ-বশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ। গুরুপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে এরূপ মোহ আর তোমাকে আশ্রয় করিবে না। সেই তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা তুমি জানিতে পারিবে যে, মনুষ্য-তির্ষ্যাগাদি ভূতসকল, সকলেই বস্তুতঃ জীবাত্মরূপ চিন্ময় তত্ত্ব ; উপাধিদ্বারা তাহাদের তারতম্য ঘটয়াছে। এই সমুদায়ই পরমকারণরূপী ভগবৎস্বরূপ আমাতে মদীয়-শক্তির কার্য্যরূপে অবস্থিতি করে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তজ্ঞানফলমাহ,—যদিতি। যজ্জীবজ্ঞানপূর্বকং পরমাত্ম-সম্বন্ধিজ্ঞানং জ্ঞাত্বোপলভ্য পুনরেবং বন্ধুবধাদিহেতুকং মোহং ন যাস্তসি। কথং ন যাস্তামীত্যত্রাহ,—যেনেতি। যেন জ্ঞানেন ভূতানি দেবমানবাদি-শরীরানি অশেষেণ সামন্ত্যেন সর্বাণীত্যর্থঃ। আত্মনি স্বরূপে উপাধিত্বেন স্থিতানি তানি পৃথগ্দ্ৰক্ষ্যসি ; অতো ময়ি সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বহেতো কার্য্যত্বেন স্থিতানি তানি দ্রক্ষ্যসীতি। এতদুক্তং ভবতি,—দেহদ্বয়বিবিক্তা জীবাত্মান-স্তেষাং হরিবিমুখানাং হরিমায়ৈব দেহেষু দৈহিকেষু চ মমত্বানি রচিতানি,

হন্তু হন্তব্যাব্যাবভাসশ্চ তয়ৈব । শুদ্ধস্বরূপাণাং ন তত্তৎসম্বন্ধঃ । পরমাত্মা
খলু সর্বেশ্বরঃ স্বাশ্রিতানাং জীবানাং তত্তৎকর্মানুগুণতয়া তত্তদেহেন্দ্রিয়ানি
তত্তদেহযাত্রাং লোকান্তরেষু তত্তৎসুখভোগাংশ্চ সম্পাদয়তু্যপাসিতস্ত মুক্তি-
মিত্যেব জ্ঞানিনো ন মোহাবকাশ ইতি ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—উক্তজ্ঞানের ফলের বিষয় বলা হইতেছে—‘যদিতি’ । যেই
জ্ঞানকে জীবের জ্ঞানপূর্বক পরমাত্ম-সম্পর্কীয় জ্ঞানকে জানিয়া পুনরায়
বন্ধুবধাদি-জন্ম মোহপ্রাপ্ত হইবে না । কেন মোহ প্রাপ্ত হইব না—
ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—‘যেনেতি’ । যেই জ্ঞানের দ্বারা ভূতসকল—
দেবমনুষ্যাদি শরীরগুলি অশেষে সম্পূর্ণরূপে সকলই ইত্যর্থ । আত্মাতে—স্বীয়
স্বরূপে উপাধিরূপে স্থিত ; সেইগুলিকে পৃথগ্‌রূপে দেখিবে । অতএব সর্বেশ্বর
সকলের হেতুভূত আত্মাতে কার্য্যরূপে অবস্থিত তাহা দেখিবে । ইহার দ্বারা
এই বলা হইতেছে—দেহদ্বয়-বিবিক্ত (অসংপৃক্ত) জীবাত্মাগুলি হরিবিমুখ
হইয়া শ্রীহরির মায়া দ্বারাই দেহ ও দৈহিকের উপর মমত্ব রচনা করে ।
হন্তু ও হন্তব্য-ভাবের অবভাস তাহার দ্বারাই । শুদ্ধস্বরূপের সেইরকম সম্বন্ধ
নাই । পরমাত্মা নিশ্চিতরূপে সর্বেশ্বর স্বীয় আশ্রিত জীবের তত্তৎকর্ম্মের
অনুগুণহেতু সেই সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে, সেই সেই দেহ-যাত্রাকে, পরলোকে
সেই সেই সুখভোগসকলকে সম্পাদন করেন । উপাসিত হইলে মুক্তিই
দেন, এইহেতু জ্ঞানীর মোহের অবকাশ নাই ॥ ৩৫ ॥

অনুব্রূষণ—সেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ফল বলিতেছেন ।
সং-গুরুর নিকট হইতে দীব্যজ্ঞান লাভের পর আর পার্থিব মোহ থাকে
না । কারণ সেই জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, দেবমানবাদি
সর্বশরীরে এক জীবাত্মাই অবস্থিত, শরীরসমূহ উপাধিমাত্র । আত্মা-
সকল চেতন ও শরীর সমূহ জড় । বিভিন্ন দেহরূপ উপাধি-ধারণেই
জীবের তারতম্য । হরিবিমুখ জীবগণেরই দেহ ও দৈহিক বিষয়ে মমতা
জন্মে, এবং তাহা হইতেই হন্তু ও হন্তব্য-ভাব প্রকাশ পায় । শুদ্ধ
স্বরূপ জীবগণের এই সকল জড় সম্বন্ধ নাই । পরমেশ্বরের শক্তির কার্য্যরূপে
জগতের সমুদয় বৈচিত্র্য অবস্থিত থাকে । পরমাত্মা সকল জীবকে, তাহাদের
স্ব-স্ব কর্মানুসারে ফল ভোগ করান কিন্তু যাহারা শ্রীভগবানের উপাসনা

করেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন এই জন্মই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানীর মোহ থাকে না ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।

সৰ্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

অর্থ—চেৎ (যদি) সৰ্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি (সকল পাপী অপেক্ষাও) পাপকৃত্তমঃ (অতিশয় পাপকারী) অসি (হও), [তথাপি—তাহা হইলেও] সৰ্বম্ বৃজিনং (সমস্ত পাপরূপ অর্গব) জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ নৌকা-আশ্রয়েই) সন্তরিষ্যসি (সম্যক্ উত্তীর্ণ হইবে) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যদি তুমি সমস্ত পাপী হইতেও অতিশয় পাপকারী হও, তাহা হইলেও জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যেই পাপরূপ সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদিও তুমি অত্যন্ত পাপ আচরণ করিয়া থাক, তাহা হইলেও জ্ঞানপোত আরোহণ-পূর্বক সমস্ত দুঃখ-সমুদ্র পার হইয়া যাইবে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—জ্ঞানপ্রভাবমাহ,—অপি চেদিতি । যতপি সৰ্বেভ্যঃ পাপ-কর্তৃত্বাশ্রয়শ্চৈব পাপকৃত্তমঃ, তথাপি সৰ্বং বৃজিনং নিখিলং পাপং দুস্তর-ত্বেনাৰ্গবতুল্যমুক্তলক্ষণজ্ঞানপ্লবেন সংতরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানের প্রভাব বলা হইতেছে—‘অপি চেদিতি’ । যদিও সকল পাপকর্তা হইতে তুমি অতিশয় পাপকারী হও, তথাপি সৰ্ব-বৃজিন, অর্থাৎ নিখিল পাপ, সমুদ্রের গায় দুস্তর (হইলেও), তাহা উক্ত লক্ষণ জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সম্যক্ পার হইতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥

অনুভূষণ—বর্তমান শ্লোকে জ্ঞানের আরও প্রভাব বলিতেছেন । যদি কেহ সকল পাপী হইতেও শ্রেষ্ঠ পাপী হয়, তাহার সেই অতি দুস্তর নিখিল পাপও জ্ঞান পোতাশ্রয়ে দূরীভূত হয় ।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

“কেহ যদি বলেন যে, এত পাপ-সত্ত্বে কিরূপে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে ? এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে কিরূপেই বা জ্ঞান জন্মিবে ? আরও যে ব্যক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ছুরাচারত্ব সম্ভব নহে । এস্থলে ইনি শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-পাদের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়াছেন যে, ‘অপি চেৎ’ ইহা

অসম্ভাবিত অভ্যুপগম-প্রদর্শনার্থ নিপাত অর্থাৎ যদিও এই অর্থ সম্ভব নয়, তথাপি জ্ঞানফল বলিবার জন্য অভ্যুপগম করিয়া বলা হইল অর্থাৎ জ্ঞানের মাহাত্ম্য-প্রদর্শনার্থই অসম্ভব বিষয়কেও সম্ভবরূপে উল্লেখ করা হইল ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—অর্জুন! (হে অর্জুন!) যথা (যে প্রকার) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ (প্রজ্জ্বলিত অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠরাশিকে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে) তথা (সেই প্রকার) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানরূপ অগ্নি) সর্বকর্মাণি (কর্মসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে অর্জুন! যে প্রকার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করে, সেই প্রকার জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্মসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—প্রবলরূপে জ্বলিত অগ্নি যেমত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জুন! জ্ঞানাগ্নি সেইরূপ সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করিয়া ফেলে অর্থাৎ অপ্রারব্ধকর্মক্রিয়মাণ-কর্মকে বিশ্লেষ ও প্রারব্ধকর্মকে দুর্বল করে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবলদেব—ব্রহ্মবিদ্যা পাপকর্মাণি নশস্তীত্যুক্তম্; ইদানীং পুণ্যকর্মাণ্যপি নশস্তীত্যাহ,—যথেন্তি । এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ প্রজ্জ্বলিতোহগ্নির্যথা ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ স্বপরাআনুভববহিঃ সর্বাণি কর্মাণি পুণ্যানি পাপানি চ প্রারব্ধেতরাণি ভস্মসাৎ কুরুতে । তত্র সঙ্কিতানি প্রারব্ধেতরাণীষীকতুল-বগ্নির্দহতি ক্রিয়মাণানি পদুপত্রাণুবিন্দুবদ্বিশ্লেষয়তি প্রারব্ধানি তু তৎপ্রভা-বেনাতিজীর্ণান্যপি সংপথপ্রচারার্থয়া হরৈরিচ্ছ্যৈবানুভবিন্যবস্থাপয়তীতি । শ্রুতিশ্চ—“উভে উহৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধবসাধুনী” ইতি,—এষ ব্রহ্মানুভবী উভে সঙ্কিতা ক্রিয়মাণে এতে সাধবসাধুনী পুণ্যপাপে কর্মাণী তরতি ক্রামতী-তার্থঃ । এবমাহ সূত্রকারঃ;—“তদাধিগম উত্তরপূর্বাঘয়োঃশ্লেষবিনাশৌ তদ্যাপদেশাৎ” ইত্যাদিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা পাপকর্মগুলি নাশ হয়, এইকথা বলা হইয়াছে; এক্ষণে পুণ্যকর্মগুলিও নাশ হয়, ইহা বলা হইতেছে—‘যথেন্তি’ । প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন এধগুলি অর্থাৎ কাষ্ঠগুলিকে ভস্মীভূত করে, তেমন জ্ঞানাগ্নি অর্থাৎ স্বীয় ও পরমাত্মার অনুভবস্বরূপ জ্ঞানবহি সমস্ত পাপ ও

পুণ্যকর্মগুলিকে এবং প্রারব্ধের কর্মগুলিকে ভস্মীভূত করে, সেখানে সঞ্চিত প্রারব্ধের কর্মগুলি ঈষীকতুলার গায় অর্থাৎ তুণ ও তুলার গায় নিঃশেষরূপে দহন করে, ক্রিয়মাণ কর্মগুলি পদ্মপত্রের জলবিন্দুর গায় বিপ্লবিত করে অর্থাৎ বিয়োগ করে এবং প্রারব্ধগুলি কিন্তু তাহার প্রভাবে অতিশয় জীর্ণ হইলেও সংপথের প্রচারমূলক বলিয়া শ্রীহরির ইচ্ছার দ্বারাই আত্মানুভবিনী হইয়া অবস্থান করে। শ্রুতি—“ব্রহ্মানুভবের দ্বারা সাধু ও অসাধু উভয় কর্ম হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়”। ইতি—“এইজ্ঞান ব্রহ্মের অনুভব-সম্পর্কীয় হওয়ায় উভয় (পাপ ও পুণ্য) সঞ্চিত হইয়া ক্রিয়াশীল হইলে এই সাধু ও অসাধু—পাপ ও পুণ্য কর্মকে তরণ করে অর্থাৎ অতিক্রম করে”, ইহাই অর্থ। ইহাই বলিয়াছেন সূত্রকার—“তাঁহার জ্ঞান উত্তর ও পূর্বাঙ্গি পাপের অগ্নেয় ও বিনাশ, ইহার ব্যপদেশহেতু” ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৩৭ ॥

অনুভবণ—ব্রহ্মবিচার দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা বলিয়া এক্ষণে তদ্বারা পুণ্যও বিনষ্ট হয়, তাহাই বলিতেছেন। প্রজ্জলিত অগ্নির দ্বারা যেরূপ কাষ্ঠগুলি দক্ষীভূত হয়, সেইরূপ স্ব-পরমাআনুভবরূপ জ্ঞানাগ্নি প্রারব্ধভিন্ন সমস্ত পাপ ও পুণ্যময় কর্মগুলিকে বিনাশ করে। প্রারব্ধব্যতীত সমস্ত সঞ্চিত কর্মসমূহ তুণ ও তুলার গায় দগ্ধ হইয়া যায়, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর গায় ক্রিয়মাণ কর্মসমূহ তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। প্রারব্ধ কর্মগুলিও কিন্তু সেই জ্ঞানের প্রভাবে অতিশয় জীর্ণ হইলেও, সংপথ-প্রচারের নিমিত্ত শ্রীহরির ইচ্ছাক্রমে আত্মানুভবিনীরূপে অবস্থিত।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“উভে উর্হৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধবসাধুনী” (বৃহদারণ্যক) অর্থাৎ ব্রহ্মানুভবী সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ উভয় প্রকার কর্মজনিত পাপ ও পুণ্য হইতে উদ্ধার পান।

ব্রহ্মসূত্রেও আছে.—

“তদধিগম উত্তরপূর্বাঙ্গয়োরাগ্নেয়বিনাশৌ তদ্যপদেশাৎ।”

(৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৩শ্লঃ)

অর্থাৎ বিচারবলে উত্তর-পূর্ব পাপের যথাক্রমে অগ্নেয় ও বিনাশ হয়। কারণ যথোক্তাদি বাক্যে অর্থাৎ পদ্মপত্র ও তুলার গায় পূর্বোক্ত উদাহরণে উহাই বুঝায়।

শ্রুতির অর্থ সঙ্কোচ করা যায় না। ভূনাক্ত ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞবিষয় বলিয়া যুক্তিযুক্ত। (গোবিন্দভাষ্য) ॥ ৩৭ ॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিত্ততে।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

অর্থ—ইহ (ইহলোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের সদৃশ) পবিত্রম্ (পবিত্র) ন হি (আর কিছুই নাই)। তৎ (সেই জ্ঞান) কালেন (কালক্রমে) যোগসংসিদ্ধঃ (নিকাম কৰ্ম্ম-যোগে সম্যক্ সিদ্ধ ব্যক্তি) আত্মান (নিজ হৃদয়ে) স্বয়ং (আপনিই) বিন্দতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। নিকাম কৰ্ম্মযোগে সম্যক্ সিদ্ধ ব্যক্তি নিজ হৃদয়ে স্বয়ংই তাহা লাভ করেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জ্ঞান অর্থাৎ চিন্ময়-তত্ত্বের গ্রায় পবিত্র পদার্থ এই জগতে আর নাই। কালক্রমে তুমি স্বীয় আত্মায় নিকাম-কৰ্ম্মযোগ-ফল-স্বরূপ সেই জ্ঞানকে লাভ করিবে। এই বাক্য-দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে ‘শান্তি’, তাহাই জ্ঞানের ফল; ভগবচ্চরণা-শ্রয়ই—শান্তির আর একটি নাম; ইহা চরমে কথিত হইবে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবলদেব—ন হীতি। হি যতো জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং শুদ্ধিকরং তপস্তীর্থাটনাদিকং নাস্তি; অতস্তৎ সৰ্ব্বপাপনাশকং তজ্জ্ঞানং ন সৰ্ব্বশুলভং, কিন্তু যোগেন নিকামকৰ্ম্মণা সংসিদ্ধঃ পরিপক্ব এব কালেনৈব, ন তু সত্ত্বঃ। আত্মনি স্বম্বিন্ স্বয়ং লব্ধং বিন্দতি, ন তু পারিত্রাজ্যগ্রহণমাত্রেণেতি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘ন হীতি’। ইহা নিশ্চয় যে, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র ও শুদ্ধিকর তপস্তা ও তীর্থপর্যটনাদি নহে। অতএব সেই সৰ্ব্বপাপ-নাশক সেই জ্ঞান সৰ্ব্বত্র শুলভ নহে, কিন্তু নিকামকৰ্ম্মযোগের দ্বারা সংসিদ্ধ অর্থাৎ পরিপক্ব হইলেই কালক্রমেই হয়; সত্ত্ব হয় না। স্বীয় আত্মাতে সেই জ্ঞান স্বয়ং লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ-মাত্রই হয় না ॥ ৩৮ ॥

অনুভূষণ—জ্ঞানের গ্রায় পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। তীর্থ-পর্যটনাদি কোন কার্যই জ্ঞানের গ্রায় শুদ্ধিকর নহে। কিন্তু এই সৰ্ব্বপাপ নাশক জ্ঞান সৰ্ব্বসাধারণের পক্ষে শুলভ নহে। নিকাম কৰ্ম্মযোগ বহুকালে পরিপক্ব হইলে

এই জ্ঞান লাভ হয়। সত্ত্ব-প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। আত্মবিৎ নিজের আত্মাতে স্বয়ং লাভ করিয়া থাকেন, কেবল সন্ন্যাসী হইলেই জ্ঞান হয় না ॥৩৮॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অর্থ—শ্রদ্ধাবান্ (আন্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত) তৎপরঃ (তদনুষ্ঠাননিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন)। জ্ঞানং (জ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অচিরেণ (শীঘ্রই) পরাং শান্তিং (পরাশান্তি বা সংসারনাশ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্, তৎপর এবং সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, এবং জ্ঞান লাভ করিয়া পরাশান্তি (অর্থাৎ সংসার নাশ) প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। নিষ্কামকর্মযোগে যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহারা তাহার অধিকারী নয়। শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কাম-কর্মযোগ অনুষ্ঠানপূর্বক অতিশীঘ্রই ‘পরাশান্তি’ লাভ করেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবলদেব—কৌদৃশঃ সন্ কদা বিন্দতীত্যাহ,—শ্রদ্ধাবানিতি। নিষ্কামেণ কর্মণা হৃদিগুদ্ধৌ জ্ঞানং শ্রাদিতি। দৃঢ়বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তদ্বান্ তৎপরস্তদনুষ্ঠান-নিষ্ঠঃ তাদৃগপি যদা সংযতেন্দ্রিয়স্তদা পরাং শান্তিং মুক্তিম্ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—কিরূপ হইয়া কখন লাভ করা যায়? ইহাই বলা হইতেছে—‘শ্রদ্ধাবানিতি’। নিষ্কামকর্মের দ্বারা হৃদয় পরিশুদ্ধ হইলে জ্ঞান লাভ হইবে। দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, তৎসম্পন্ন-তৎপর অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠানে একনিষ্ঠ, সেই রকম হইয়াও যখন সংযতেন্দ্রিয় হওয়া যায়, তখন পরাশান্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয় ॥ ৩৯ ॥

অনুভূষণ—কিরূপ অবস্থায়, কে কখন সেই জ্ঞান লাভ করে, তাহাই বলিতেছেন। নিষ্কাম-কর্মযোগের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমেই শ্রদ্ধাবান্ হওয়া দরকার। শ্রদ্ধা বলিতে দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীগুরুপদিষ্ট-বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাবান্ বলা যায়। শ্রদ্ধালু হইয়াও শ্রীগুরুদেবের উপদেশ মত অনুষ্ঠানপর হইতে হইবে, তদেকনিষ্ঠ হওয়া দরকার। এইরূপ হওয়ার পরও সংযতেন্দ্রিয়

হওয়া দরকার। এবাধি ব্যক্তিই জ্ঞানলাভের অধিকারী। জ্ঞান লাভ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান বা অবিद्या দূরীভূত হইবে। অবিद्या নিবৃত্তিতে চরমে পরমা-শান্তিরূপ মোক্ষ শীঘ্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানের এতাদৃশ মোক্ষ-দান-ক্ষমতা শাস্ত্র-সম্মত ও স্থনিশ্চিত; ভক্তিহীনকে কিন্তু জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

“কেবল জ্ঞান ‘মুক্তি’ দিতে পারে ভক্তি বিনা।

কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২১)

এখানেও মূলে বলিয়াছেন যে অজ্ঞান ব্যক্তিরই জ্ঞান হয়, এবং পরেও বলিবেন যে অজ্ঞান ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অজ্ঞানশ্রদ্ধাধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অর্থ—অজ্ঞঃ (পশাদিবন্মূঢ়) অশ্রদ্ধাধানঃ চ (ও অজ্ঞাবিহীন) সংশয়াত্মা চ (এবং সংশয়াত্মা) বিনশ্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হয়)। সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং লোক (ইহ লোক) ন (নাই), ন পরঃ (পরলোক নাই), ন সুখং অস্তি (আর সুখও নাই) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ, অজ্ঞাবিহীন ও সংশয়াত্ম-ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সংশয়াত্ম-ব্যক্তির ইহলোক নাই, পরলোক নাই, আর সুখও নাই ॥ ৪০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাধান ও সংশয়াত্মা পুরুষের মঙ্গল হয় না। তাহাদের মধ্যে সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক কিম্বা সুখ-লাভ হয় না; যেহেতু সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব—জ্ঞানাদিকারিণং তৎফলক্কাভিধায় তদ্বিপরীতং তৎফলক্কাহ,— অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞঃ পশাদিবচ্ছাস্তজ্ঞানহীনঃ; অশ্রদ্ধাধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানে সত্যপি বিবাদিপ্রতিপত্তিভিন্ন কাপি বিশ্বস্তঃ; অশ্রদ্ধাধানেহপি সংশয়াত্মা মমৈতৎ সিদ্ধোন্ন বেতি সন্দিহানমনা বিনশ্যতি স্বার্থাচ্চিবতে। তেষাপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিনিদতি,—নায়মিতি। অয়ং প্রাকৃতো লোকঃ পরোহপ্রাকৃতঃ সংশয়াত্মনঃ কিঞ্চিদপি সুখং নাস্তি। শাস্ত্রীয়কর্মজন্মং হি সুখং, তচ্চ কর্ম বিবিক্তাত্মজ্ঞানপূর্বকম্; তত্র সন্দিহানস্ত কুতস্তদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

বজ্রানুবাদ—জ্ঞানের অধিকারী ও তাহার ফলের বিষয় বলিয়া এখন তাহার বিপরীত ও তাহার ফলের কথা বলা হইতেছে—‘অজ্ঞশ্চেতি,’ অজ্ঞ—পশুর ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তি ; অশ্রদ্ধাধান (শব্দের অর্থ) শাস্ত্রে জ্ঞান থাকাসত্ত্বেও বিবাদ ও প্রতিপত্তির দ্বারা কোথায়ও বিশ্বাসমূলক শ্রদ্ধা নাই ; শ্রদ্ধা হইলেও সংশয়াত্মা হইয়া মনে করে আমার ইহা সিদ্ধ হইবে কিনা ? এইরূপ সন্দেহমনা হইয়া বিনষ্ট হয় অর্থাৎ স্বীয় স্বার্থ হইতে বিচ্যুত হয় । তাহাদের মধ্যেও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে নিন্দা করিতেছেন—‘নায়মিতি’ । এই প্রাকৃত লোক, পর—অপ্রাকৃত লোক (ইহাতে) সংশয়াত্মার বিন্দুমাত্রও স্থখ নাই । শাস্ত্রীয় কর্মজনিত স্থখ নিশ্চিতই হয় । সেই কর্মও শুদ্ধ আত্মজ্ঞানমূলক । এই সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ব্যক্তির কিরূপে তাহা সম্ভব ? ॥ ৪০ ॥

অনুব্রূষণ—জ্ঞানাদিকারী ও তৎফলের কথা বলিয়া এক্ষণে তদ্বিপরীত অজ্ঞান ও তাহার ফলের কথা বলিতেছেন । অজ্ঞ-অর্থে শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—‘শ্রীগুরু উপদিষ্ট বিষয়ে অনভিজ্ঞ’ ; শ্রীবলদেব প্রভুর ভাষায় ‘পশু প্রভৃতির মত শাস্ত্রজ্ঞানহীন’, তারপর অশ্রদ্ধাবান্—কোথায়ও বিশ্বাস-নাই ; তার উপর সর্বত্র সন্দেহাক্রান্ত । এই সংশয়াত্মা ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ । ইহার ইহলোক বা পরলোক কোথায়ও স্থখ নাই ॥ ৪০ ॥

যোগসংগ্ৰাস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তং ন কর্মাণি নিবদন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

অর্থ—ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয় !) যোগসংগ্ৰাস্তকর্মাণং (নিষ্কাম কর্মযোগ হইতে সন্ন্যাসের দ্বারা ত্যক্ত-কর্ম যিনি) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (জ্ঞানের দ্বারা ছিন্ন-সংশয় যিনি) আত্মবস্তং (আত্মবান্ যিনি তাঁহাকে) কর্মাণি (কর্মসমূহ) ন নিবদন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয় ! যিনি নিষ্কাম-কর্মযোগ-দ্বারা কর্মসন্ন্যাস করেন, জ্ঞান-দ্বারা সংশয় ছেদন করেন এবং আত্মস্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে কর্মসমূহ আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব, হে ধনঞ্জয় ! যিনি নিষ্কামকর্মযোগ-দ্বারা কর্মসন্ন্যাস করেন, জ্ঞান-দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময় স্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে কোন কর্মই বদ্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব—ঐদৃশ্য নৈকস্ম্যলক্ষণাসিদ্ধিঃ স্ফাদিত্যাহ,—যোগেতি । যোগেন 'যোগস্থঃ কুরু কস্ম্যনি' ইত্যত্রোক্তেন সংগ্ৰস্তানি জ্ঞানাকারতাপন্নানি কস্ম্যনি যস্য তম্ ; মদুপদিষ্টেন জ্ঞানেন ছিন্নসংশয়ো যস্য তম্ । আত্মবস্তম-বলোকিতাত্মানং কস্ম্যনি ন নিবল্লন্তি;—তেষাং জ্ঞানেন বিগমাৎ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ—এতাদৃশ ব্যক্তির নিকামলক্ষণা সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহাই বলা হইতেছে—'যোগেতি' । যোগের দ্বারা "যোগস্থ হইয়া কস্ম্যগুলি কর" এখানে উক্ত সেই সংগ্ৰস্ত জ্ঞানাকারতাপন্ন কস্ম্যগুলি যাহার তাঁহাকে । আমার উপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা ছিন্নসংশয় যাহার তাঁহাকে ; আত্মবান্ অর্থাৎ আত্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে কস্ম্যগুলি কখনও বন্ধন করিতে পারে না ; কারণ তাহাদের জ্ঞানের দ্বারা কস্ম্য নাশ হয় বলিয়া ॥ ৪১ ॥

অনুবোধ—বর্তমানে দুইটি শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন । শ্রীভগবানের উপদিষ্ট নিকামকস্ম্যযোগ অবলম্বনে যিনি সমস্ত কস্ম্য শ্রীভগবানে সমর্পণ পূর্বক জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় ছিন্নকরতঃ স্বীয় আত্মজ্ঞানে উদ্ধৃদ্ধ অর্থাৎ আত্মদর্শী হইয়াছেন, কোন কস্ম্যই আর তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না । নিকামকস্ম্যযোগলভ্য জ্ঞানের ইহাই মহিমা ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎসং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।

ছিদ্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

অর্থ—ভারত ! (হে ভারত !) তস্মাৎ (অতএব) আত্মনঃ (আত্মার) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানজাত) হৃৎসং (হৃদগত) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা) ছিদ্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (নিকাম কস্ম্য-যোগ) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর), উত্তিষ্ঠ (চ) (এবং যুদ্ধার্থে উঠ) ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোহ-ধ্যায়স্তাৎপর্যন্তঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অতএব হে ভারত ! তোমার হৃদগত অজ্ঞানজনিত এই সংশয়কে, জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন পূর্বক নিকামকস্ম্যযোগ আশ্রয়করতঃ যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব হে ভারত ! তোমার এই যে নিকাম-কর্মযোগ-বিষয়ে সংশয় হইয়াছে, তাহা অজ্ঞান-সম্ভূত ; তাহাকে জ্ঞানখড়্গ-দ্বারা ছেদন কর এবং নিকাম-কর্মযোগ আশ্রয়পূর্বক যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই ‘সনাতন’-যোগে দুইটি বিভাগ আছে অর্থাৎ জড়দ্রব্যময় বিভাগ ও আত্মাখাত্ম্যরূপ চিন্ময় বিভাগ। জড়দ্রব্যময় বিভাগ পৃথগ্‌রূপে দৃষ্ট হইলে ‘কর্মমাত্র’ হইয়া পড়ে। যাহারা সেই বিভাগে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহারা ‘কর্মজড়’। যাহারা চিন্ময় বিভাগকে লক্ষ্য করিয়া জড়কর্মকে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই ‘যুক্ত’। চিন্ময় বিভাগ বিশেষরূপে বিচার করিলে, তাহার এক অংশে ‘জীবতত্ত্ব’ ও অপর অংশে ‘ভগবৎতত্ত্ব’। ভগবত্তত্ত্বানুভবকারী পুরুষই আত্মাখাত্ম্যের উপাদেয়াংশ লাভ করেন। ভগবত্তত্ত্বে চিন্ময় জন্ম-কর্মাদি ও নিত্য জীবসঙ্কিতের অনুভবের দ্বারা সে অনুভব সিদ্ধ হয়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই সেই বিষয় কথিত হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ংই এই নিত্য-ধর্মের প্রথমোপদেষ্টা। জীব নিজ-বুদ্ধি-দোষে জড়বদ্ধ হইলে ভগবান্ চিহ্নতিক্রমে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে স্ব-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া স্বলীলোপযোগী করেন। ভগবদ্দেহ ও ভগবজ্জন্মকর্মাदিকে যাহারা ‘মায়াময়’ বলে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়। যিনি আমাকে যতদূর শুদ্ধরূপে উপাসনা করেন, তিনি আমাকে ততদূর প্রাপ্ত হন। কর্মযোগীগণের সকল-প্রকার কর্মই ‘যজ্ঞ’ ; দৈবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্যযজ্ঞ, গৃহমেধযজ্ঞ, সংযমযজ্ঞ, অষ্টাঙ্গ-যোগযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, বর্ণাশ্রমযজ্ঞ ইত্যাদি জগতে ষত-প্রকার যজ্ঞ আছে, সে সমুদায়ই কর্মময়। সেই সকলের মধ্যে যে আত্মাখাত্ম্যরূপ চিন্ময় অংশ আছে, তাহাই অনুসন্ধান। সংশয়ই এই তত্ত্বজ্ঞানের পরম শত্রু। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি উপযুক্ত তত্ত্ববিৎ পুরুষের নিকট সেই তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আত্মবিৎ হইয়া সংশয়কে দূর করত আত্মাখাত্ম্যলাভের জন্ত যাবৎ জড়-সম্বন্ধযুক্ত আছেন, তাবৎ কর্মযোগ অবলম্বন করিবেন।

ইতি—চতুর্থ-অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ‘ভাষা-ভাষ্য’ সমাপ্ত।

শ্রীবলদেব—তস্মাদিতি। হংসং হৃদগতমাত্মবিষয়কং সংশয়ং-মদুপদিষ্টেন জ্ঞানাসিনা ছিত্বা যোগং নিকামং কর্ম ময়োপদিষ্টমাতিষ্ঠ তদর্থমুক্তির্থেতি ॥ ৪২ ॥

দ্ব্যংশকং ধাতুবৎ কৰ্ম তুবাংশাদিব ততুলঃ ।

শ্রেষ্ঠং দ্রব্যংশতো জ্ঞানমিতি তুৰ্য্যাস্ত নিৰ্ণয়ঃ ॥

ইতি—শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদভাষ্যে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘তস্মাদিতি’ । হৃদয়স্থিত—হৃদয়গত আত্মবিষয়ক সংশয়কে আমাকর্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া, আমার উপদিষ্ট নিকামকৰ্মযোগ অনুষ্ঠান কর এবং তদর্থে উঠ অর্থাৎ যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

কৰ্ম দুই অংশবিশিষ্ট ধানের মত, তাহার তুষের অংশ হইতে ততুল যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমন সমস্তদ্রব্য-অংশ হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহা চতুর্থ-ধ্যায়ে নির্ণয় করা হইয়াছে ।

ইতি—চতুর্থ-অধ্যায়ের শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুব্রূষণ—আত্মজ্ঞানাভাবে হৃদয়ে সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়, ভগবদ্বাণীরূপ জ্ঞানখড়্গে উহা ছেদন করা সম্ভব । যাহারা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শাস্ত্র-বর্ণিত শ্রীভগবদুপদেশ শ্রবণকরতঃ স্বীয় স্বরূপ ও ভগবদ্ব্যবস্থার জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের অজ্ঞান এবং তজ্জনিত সংশয় সমূলে দূরীভূত হয় ; সুতরাং ভগবদুপদিষ্ট নিকাম-কৰ্মযোগ-আশ্রয়ের দ্বারা অজ্ঞানজনিত সংশয় দূর করা কর্তব্য । নতুবা “সংশয়াত্মা বিনশতি” এই বাক্যই সত্য হয় ।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের বাক্যে পাই,—

সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য, চিন্তিতে করিয়া ঐক্য,

আর না করিহ মনে আশা ।

শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তমগতি,

যে প্রসাদে পূবে সৰ্ব্ব-আশা ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ-অধ্যায়ের অনুব্রূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

—:○:○:—

অৰ্জুন উবাচ,—

সন্ন্যাসং কৰ্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।

যচ্ছ্যেয় এতয়োৰেকং তন্মে ক্ৰাহি স্তুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অশ্বয়—অৰ্জুনঃ উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন), কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !)
কৰ্মণাং (কৰ্মসমূহের) সন্ন্যাসং (ত্যাগ) [কথয়িত্বা—বলিয়া] পুনঃ
(পুনরায়) যোগং চ (কৰ্মযোগও) শংসসি (বলিতেছ) । এতয়োঃ
(এতদুভয়ের মধ্যে) যৎ (যাহা) মে (আমার) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) তৎ
(সেই) একম্ (একটি) স্তুনিশ্চিতম্ (স্তুনিশ্চিতরূপে) ক্ৰাহি (বল) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অৰ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি কৰ্মসন্ন্যাসের কথা বলিয়া
পুনরায় কৰ্মযোগের কথা বলিতেছ, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার মঙ্গলকর
সেই একটি স্তুনিশ্চিতরূপে বল ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অৰ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! তুমি কৰ্মত্যাগের
প্রশংসা এবং পুনরায় কৰ্মযোগের প্রশংসা করিলে ; অতএব আমাকে নিশ্চয়-
রূপে বল,—কৰ্মত্যাগ ও কৰ্মযোগের মধ্যে কি (কোনটি) করিব ? ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব— জ্ঞানতঃ কৰ্মণঃ শ্রৈষ্ঠ্যং স্করত্বাদিনা হরিঃ ।

শুদ্ধশ্রু তদকর্তৃত্বং ত্বেত্যাদি প্রাহ পঞ্চমে ॥

দ্বিতীয়ে মুমুক্শুং প্রত্যাত্মবিজ্ঞানং মোচকমভিধায় তদুপায়তয়া নিষ্কামং কৰ্ম
কর্তব্যমভ্যধাৎ । লব্ধবিজ্ঞানশ্রু ন কিঞ্চিং কৰ্ম্মাস্তীতি “যস্তাত্মরতিরেব স্ত্রাৎ”
ইতি তৃতীয়ে, “সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ” ইতি চতুর্থে চাবাদীৎ ; অস্তে তু
“তস্মাদজ্ঞানমভূতম্” ইত্যাদিনা তস্মৈব পুনঃ কৰ্ম্মযোগং প্রাবোচৎ । তত্রার্জুনঃ
পৃচ্ছতি সন্ন্যাসমিতি । হে কৃষ্ণ ! কৰ্ম্মণাং সন্ন্যাসং সৰ্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিরূপং
জ্ঞানযোগমিত্যর্থঃ ; পুনর্যোগং কৰ্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপং শংসসি । ন
চৈকশ্চ যুগপন্তৌ সংভবেতাং স্থিতিগতিবস্তুমন্তেজোবচ্চ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ ।

তস্মাল্লব্ধজ্ঞানঃ কৰ্ম সন্ন্যাসেদনুতিষ্ঠেৎবেতি ভবদভিমতং বেদুঃশক্ণোহহং
পৃচ্ছামি । এতয়োঃ কৰ্মসন্ন্যাসকৰ্মানুষ্ঠানয়োৰ্যদেকং শ্রেয়স্বয়া স্থনিশ্চিতং তদ্বং
মে ব্রুহি ইতি ॥ ১ ॥

সুখরত্নাদিবিচারে জ্ঞানাপেক্ষা কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শুদ্ধ জীবের অকর্তৃত্বাদি
বিষয়ে শ্রীহরি পঞ্চম অধ্যায়ে কীর্তন করিয়াছেন ।

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয়াধ্যায়ে মুমুক্শু ব্যক্তির প্রতি আত্মজ্ঞানই মুক্তির হেতুরূপে
বলিয়া, তাহার উপায়স্বরূপ নিকামকর্মই কর্তব্যরূপে বলা হইয়াছে । আত্ম-
জ্ঞানলব্ধ ব্যক্তির কোন কর্ম নাই ইহা “যস্তাত্মরতিরেব শ্রাং” ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে,
“সর্বং কর্মাতিলং পার্থ” ইহা চতুর্থে বলা হইয়াছে । শেষে কিন্তু “তস্মাদজ্ঞান-
সম্ভূতং” ইত্যাদির দ্বারা তাহারই পুনরায় কর্মযোগ প্রকৃষ্টরূপে বলা হইয়াছে ।
সেখানে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ‘সন্ন্যাসমিতি’ । হে কৃষ্ণ ! কর্ম সমূহের
সন্ন্যাস—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়-বিরতিপূর্বক জ্ঞানযোগ । পুনরায় যোগ কিন্তু
সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপাররূপ কর্মানুষ্ঠানকে বলিতেছে । কিন্তু একজনের পক্ষে
যুগপৎ এই দুইটি সম্ভব নহে, স্থিতি ও গতির ন্যায় এবং অন্ধকার ও আলোর
ন্যায়, এই দুই-এরই পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব । অতএব লব্ধজ্ঞানী ব্যক্তি
কর্মকে ত্যাগ করিবে অথবা কর্মের অনুষ্ঠান করিবে এই সম্পর্কে তোমার
অভিমত জানিতে আমি অক্ষম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি । এই কর্মত্যাগ
ও কর্মের অনুষ্ঠান এই দুইএর মধ্যে যেটি শ্রেয়ঃরূপে তুমি স্থনিশ্চয় কর, সেইটি
আমাকে বল ॥ ১ ॥

অনুব্রূষণ—দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ আত্মার পার্থক্য-জ্ঞানের দ্বারা
অজ্ঞান-বিনাশক জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত নিকামকর্মের কর্তব্যতা বলিয়াছেন ।
তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যাহার আত্মজ্ঞান লাভ
হইয়াছে, তাহার আর কর্মের আবশ্যকতা নাই ; কারণ কর্মযোগ জ্ঞান-
যোগেরই অন্তর্ভূত । চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মের জ্ঞানাকারতা নির্দেশ করতঃ
জ্ঞান ও কর্মের ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের পরিচায়ক বলিয়া পুনরায় উপসংহারে
আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা-লাভের নিমিত্ত নিকামকর্মযোগের
অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, তাহাতে অর্জুন সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন
যে, হে কৃষ্ণ ! সকল ইন্দ্রিয়ের বিরতিরূপ কর্মসন্ন্যাস বা জ্ঞানযোগের
উপদেশ পূর্বে প্রদান করিয়া, পুনরায় সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ কর্মযোগের

বিধান এক্ষণে করিতেছ। ইহা একজনের পক্ষে যুগপৎ আচরণ করা সম্ভব নহে, কারণ স্থির ও গতি এবং আলো ও অন্ধকার যেমন বিরুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট; ইহাও সেইরূপ। সুতরাং আমি বুঝিতে অক্ষম হইয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এতদুভয়ের মধ্যে যেটি শ্রেয়ঃ বলিয়া তুমি বিবেচনা কর, তাহাই আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। ইহাই অর্জুনের পঞ্চম প্রশ্ন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

তয়োস্তু কৰ্ম্মসন্ন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অর্থ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগঃ চ (সন্ন্যাস এবং কৰ্ম্মযোগ) উভৌ (উভয়) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মঙ্গলজনক) তু (কিন্তু) তয়োঃ (উভয়ের মধ্যে) কৰ্ম্মসন্ন্যাসাৎ (কৰ্ম্মসন্ন্যাস হইতে) কৰ্ম্মযোগঃ (নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগই) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ই মঙ্গলজনক, কিন্তু তন্মধ্যে কৰ্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ,—উভয়ই মঙ্গলজনক, তন্মধ্যে কৰ্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কৰ্ম্মে আসক্তিত্যাগকেই ‘সন্ন্যাস’ বলা যায়। প্রকৃত-প্রস্তাবে কৰ্ম্মত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্ঠো ভগবানুবাচ,—সন্ন্যাস ইতি। নিঃশ্রেয়সকরৌ মুক্তিহেতু কৰ্ম্মসন্ন্যাসাজ্জ্ঞানযোগাদ্বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। অয়ং ভাবঃ,—ন খলু লব্ধজ্ঞানস্তাপি কৰ্ম্মযোগো দোষাবহঃ, কিন্তু জ্ঞানগৰ্ভত্বাজ্জ্ঞানদাট্য-কৃদেব। জ্ঞাননিষ্ঠতয়া কৰ্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত চিত্তদোষে সতি তদোষবিনাশায় কৰ্ম্মানুষ্ঠেয়ং প্রতিষেধকশাস্ত্রাৎ। কৰ্ম্মত্যাগবাক্যানি ত্বানি রতৌ সত্যং কৰ্ম্মাণি তং স্বয়ং ত্যজন্তীত্যাহঃ। তস্মাৎ সুকরত্বাদপ্রমাদত্বাজ্জ্ঞানগৰ্ভত্বাচ্চ কৰ্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিতি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অর্জুন কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—‘সন্ন্যাস’ ইতি। কৰ্ম্মত্যাগ ও কৰ্ম্মযোগ, এই দুইটিই নিশ্চিত-রূপে মঙ্গলকর। কারণ উভয়েতেই মুক্তির কারণতা আছে।

কর্মের সন্ন্যাস—জ্ঞানযোগ হইতে ইহা বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠ। ইহার এই ভাবার্থ—নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে,—লব্ধজ্ঞানী ব্যক্তিরও কর্মযোগ দোষের নহে কিন্তু জ্ঞানগর্ভহেতু জ্ঞানের দৃঢ়তা করে বলিয়াই। জ্ঞাননিষ্ঠতা-হেতু কর্মসন্ন্যাসী ব্যক্তির চিন্তের দোষ উপস্থিত হইলে, সেই দোষের বিনাশের জন্য প্রতিষেধক শাস্ত্রহেতু কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। কর্মের ত্যাগমূলক বাক্যগুলি কিন্তু আত্মাতে নিরত হইলে, কর্মগুলি তাঁহাকে নিজেই ত্যাগ করে; ইহা বলা হইয়াছে। অতএব সুকরত্ব, অপ্রমাদত্ব ও জ্ঞানগর্ভবিষয়ক বলিয়া কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—অর্জুনের প্রশ্নক্রমে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, কর্মসন্ন্যাসরূপ জ্ঞানযোগ ও নিকাম-কর্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়স প্রদান করে। তাহা হইলেও কর্মসন্ন্যাস হইতে নিকাম-কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানী নিকাম-কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিলে কোন ক্ষতি নাই বরং জ্ঞানের দৃঢ়তাই হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানীর অর্থাৎ কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীর যদি কদাচিৎ কোন কারণে চিন্তের দোষ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পুনরায় বিষয় ভোগের ইচ্ছা জন্মে, তবে তাহাকে বাস্তাশী হইতে হয়। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, “যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ। যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বাস্তাশ্যপত্রপঃ ॥ (৭।১৫।৩৬)—অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি ত্রিবর্গ-সাধক গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গৃহধর্ম্মাদির সেবা করে, তবে সে বাস্তাশী অর্থাৎ ছদ্মিত ভোজী বমিভোজী নিল্লজ্জ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

দুরাচারী জ্ঞানী নিন্দনীয় কিন্তু অনন্ত ভক্ত দুরাচারী হইলেও সেরূপ নিন্দনীয় নহে। গীতায় “অপিচেৎ সুদুরাচারো” শ্লোকে পাওয়া যায়।

তবে এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কর্মকাণ্ড ও কর্মযোগ কিন্তু এক নহে।

শাস্ত্র-বিহিত আচরণকেই ‘কর্ম’ বলে, শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যের অকরণই ‘অকর্ম’, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্যের আচরণকেই ‘বিকর্ম’ বলে—(শ্রীবিষ্বনাথ)। জীব যখন স্বয়ং কর্মফলের ভোক্তা হইয়া কর্মাচরণ করে, তখনই উহার নাম কর্মকাণ্ড। এস্থলে বেদবিহিত সংকর্মসমূহও বন্ধনের কারণ হয়।

মুণ্ডক শ্রুতিতে কৰ্মকাণ্ডের নিন্দা শ্রুত হয়। যথা,—“প্ৰবা হেতে অদৃঢ়া
যজ্ঞরূপা,” (১।২।৭) “অবিজ্ঞান্যং বহুধা বৰ্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থাঃ” (১।২।৯)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“কৰ্মত্যাগ, কৰ্মনিন্দা, সৰ্বশাস্ত্রে কহে।

কৰ্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬)

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলেন,—

“কৰ্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,

অমৃত বলিয়া যেবা খায়।

নানা-যোনি সদা ফিরে, কদর্যা ভক্ষণ করে,

তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥”

কেবল কৰ্মকাণ্ড বা ক্রিয়ার দ্বারা জীবের শ্রীভগবানের সহিত যোগ
হয় না, বরং চিত্তকে অধিকতর বিক্ষিপ্ত করে। এইজন্যই সকল শাস্ত্রে
কৰ্মকাণ্ডকে গর্হণ করিয়াছেন।

কিন্তু কৰ্মযোগ বা ক্রিয়াযোগ হইতে ভগবৎ-প্ৰীত্যাভাসের অনুসন্ধান
আরম্ভ হয় বলিয়া তথা হইতে ভাগবত-ধর্মের আরম্ভ। এইজন্য বেদ,
পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্র নৈসর্গিক-কৰ্মী জীবকে কৰ্মযোগ বা কৰ্মপার্পণের
উপদেশ করিয়াছেন। এই কৰ্মযোগ সাক্ষাৎ-সামুখ্য জ্ঞান ও ভক্তির দ্বার-
স্বরূপ। পরম্পরাক্রমে কৰ্মযোগের দ্বারা গোণভাবে শ্রীভগবানের সহিত
যোগ হয়।

শ্রীগীতায়ও আছে,—

‘যোগস্থঃ কুরু কৰ্মাণি’ (২।৪৮)

শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“এতৎ সংশ্লিষ্টং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।

যদীশ্বরে ভগবতি কৰ্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥” (১।৫।৩২)

আরও পাওয়া যায়,—

আময়ো যচ্চ ভূতানাং” (১।৫।৩৩)। আরও আছে—“এবং নৃণাং ক্রিয়া-

যোগাঃ” (১।৫।৩৪) ইত্যাদি বাক্য হইতে পাওয়া যায় যে, যে কৰ্ম্মসমূহ শ্রীভগবানে সমর্পিত হয়, তাহাই কৰ্ম্মার্ণরূপ কৰ্ম্মযোগ । ইহাই ভবরোগের চিকিৎসা ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো স্খং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়—মহাবাহো ! (হে মহাবাহো !) যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) সঃ (তিনি) নিত্য-সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ (নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞাতব্য) । হি (যে-হেতু) নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তিই) বন্ধাৎ (সংসার বন্ধন হইতে) স্খং (অনায়াসে) প্রমুচ্যতে (প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো ! যিনি কোন বিষয়ই দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি অকৃত-সন্ন্যাস হইলেও শুদ্ধচিত্ত, স্ততরাং তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, যে-হেতু, বিষয়ে রাগদ্বেষাদি-শূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি কৰ্ম্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ করেন না, তিনিই ‘নিত্যসন্ন্যাসী’, সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ পরমসুখে কৰ্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

শ্রীবল্লভদেব—কুতো বিশিষ্ট্যতে তত্রাহ,—জ্ঞেয় ইতি । স বিশুদ্ধচিত্তঃ কৰ্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী স সর্বদা জ্ঞানযোগনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ, যঃ কৰ্ম্মাস্তর্গতাত্মানু-ভবানন্দপরিতৃপ্তস্ততোহন্যৎ কিঞ্চিৎ ন কাঙ্ক্ষতি, ন চ দ্বেষ্টি, নির্দ্বন্দ্বো দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুঃ স্খমনায়াসেন স্করকৰ্ম্মনিষ্ঠয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—কি কারণে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা হইতেছে—‘জ্ঞেয়’ ইতি । সেই বিশুদ্ধচিত্ত কৰ্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী, তিনি সর্বদা জ্ঞানযোগের প্রতি নিষ্ঠা-বান্ হন, ইহা জানিবে । যিনি কৰ্ম্মের অন্তর্গত আত্মতত্ত্বানুভাবে আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হন ; তাহা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করেন না, অন্য কোন বস্তুকে দ্বেষ করেন না, নির্দ্বন্দ্ব,—সুখ ও দুঃখকে সহ করেন, স্খ—অনায়াসেই, স্কর-কৰ্ম্মের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠাহেতু ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব শ্লোকে নিষ্কাম-কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়া, কেন শ্রেষ্ঠ—তাহাই এক্ষণে প্রতিপাদন করিতেছেন। যিনি বিশুদ্ধচিত্ত কর্ম-যোগী তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। বাহিরে সন্ন্যাস-বেশ গ্রহণ না করিলেও, যিনি সকলবস্তু এবং নিজেকে শ্রীভগবানে সমর্পণ-পূর্বক সর্বদা আত্মানুভবানন্দে অর্থাৎ ভগবৎ-সেবানন্দে পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁহার ভোগবুদ্ধিতে কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকায় বা কোন ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না থাকায়, তিনি রাগ ও দ্বেষ রহিত হইয়া, সুখ ও দুঃখ সহ করতঃ শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া অনায়াসেই সংসার হইতে মুক্ত হন।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম প্রয়োজন।”

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও লিখিয়াছেন,—

“মন তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও,

বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,

দস্ত পূজি' শরীর নাচাও ॥

আমার বচন ধর,

অন্তর বিশুদ্ধ কর,

কৃষ্ণামৃত সদা কর পান।

জীবন সহজে যায়,

ভক্তি বাধা নাহি পায়,

তত্পায় করহ সন্ধান ॥” ৩ ॥

সাংখ্যযোগো পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

অর্থ—বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগো (সাংখ্য এবং কর্ম-যোগকে) পৃথক্ (স্বতন্ত্ররূপে) প্রবদন্তি (বলে) [পরন্তু] পণ্ডিতাঃ ন (পণ্ডিতগণ বলেন না) । একম্ অপি (একটিকেও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যক্ আশ্রয়কারী) উভয়োঃ (উভয়ের) ফলম্ (মোক্ষরূপ ফল) বিন্দতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগকে স্বতন্ত্ররূপে বর্ণনা

করে। পরন্তু পণ্ডিতগণ সেরূপ বলেন না। উহার মধ্যে একটিকেও সম্যক-রূপে আশ্রয় করিতে পারিলে উভয়ের মোক্ষরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শ্রীবলদেব—যঃ শ্রেয় এতয়োরেকমিতি ত্বদ্বাক্যঞ্চ ন ঘটত ইত্যাহ,—সাংখ্যেতি। জ্ঞানযোগকর্মযোগৌ ফলভেদাৎ পৃথগ্ভূতাবিতি বালাঃ প্রবদন্তি, ন তু পণ্ডিতাঃ। অতএব একমিত্যাদিফলমাত্মাবলোক-লক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই দুইএর মধ্যে, যেটি শ্রেয়ঃ, সেই একটি বল;—এই যে তোমার বাক্য, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাই বলিতেছেন—‘সাংখ্যেতি’। জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ ফলভেদে পৃথক্, ইহা বালকেরা বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন না। অতএব এক ইত্যাদির ফল, আত্মার দৃষ্টি-লক্ষণস্বরূপ ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব শ্লোকে বিদ্বদ্ব্যক্তি কর্মযোগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া, পুনরায় বলিতেছেন যে, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও কর্মসন্ন্যাস বা নিকাম-কর্মযোগ, এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটি স্বীয় অধিকারানুসারে বিহিত-ভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, তদ্বারাই আত্মজ্ঞান-লাভরূপ নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে, সেইজন্য পণ্ডিতগণ বস্তুতঃপক্ষে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য-বোধ করেন না ॥ ৪ ॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

অর্থ—সাংখ্যৈঃ (সাংখ্যযোগের দ্বারা) যৎ (যে) স্থানং (স্থান) প্রাপ্যতে (পাওয়া যায়) যোগৈরপি (নিকাম কর্মযোগের দ্বারাও) তৎ (সেই স্থান) গম্যতে (লাভ হয়)। যঃ (যিনি) সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ (সাংখ্যযোগ এবং নিকাম-কর্মযোগকে) একম্ (এক ফল) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (দেখেন অর্থাৎ চক্ষুস্মান্ পণ্ডিত) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সাংখ্যযোগের দ্বারা যে স্থান লাভ হয়, নিকাম-কর্মযোগের দ্বারাও সেই স্থান লাভ হইয়া থাকে। যিনি সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে এক ফলদায়ক দর্শন করেন, তিনি প্রকৃতদর্শী অর্থাৎ চক্ষুস্মান্ পণ্ডিত ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—তোমাকে সন্ন্যাস ও কর্মযোগের মূল তত্ত্ব বলি, শ্রবণ কর। অপণ্ডিত মূঢ় মীমাংসকেরাই সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক্ পৃথক্

পদ্ধতি বলিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। সাংখ্যযোগ বা কর্মযোগ, যাহাই স্মৃষ্টরূপে আচরণ কর, তাহাতেই উভয়ের ফল লাভ করিবে; যেহেতু প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-রূপ নিষ্ঠা-ভেদ থাকিলেও উভয় পদ্ধতিই এক। নিম্নভঙ্গ পর্য্যন্ত যিনি সাংখ্য ও যোগকে ‘এক’ বলিয়া জানেন, তিনিই তাহাদের তত্ত্ব জানেন ॥ ৪-৫ ॥

শ্রীবলদেব—এতদ্বিশদয়তি,—যদিতি। সাংখ্যজ্ঞানযোগিভির্যোগৈঃ নিকাম-কর্মভিঃ “অর্শ আত্চ”। স্থানমাআবলোকলক্ষণম্—‘তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্’, ন তু কদাচিৎ প্রচ্যবন্ত ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। অতএব তদ্ব্যং নিবৃত্তিপ্রবৃত্তিরূপতয়া ভিন্ন-রূপমপি ফলৈক্যাদেকং যঃ পশুতি বেত্তি, স পশুতি স চক্ষুস্মান্ পণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিস্তারিতভাবে বলিতেছেন—‘যদিতি’, সাংখ্যকর্তৃক অর্থাৎ জ্ঞানযোগিগণের দ্বারা, যোগের দ্বারা অর্থাৎ নিকাম কর্মের দ্বারা (অর্শ আদি স্মৃত্তে অচ্ প্রত্যয়)। স্থান—আত্মার অবলোকন লক্ষণরূপ। “থাকে ইহাতে” কখনও বিচ্যুতি ঘটে না এই ব্যুৎপত্তিহেতু। অতএব সেই দুইটি নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিরূপে ভিন্ন রূপ হইলেও, ফলের ঐক্যত্বহেতু এক যিনি দেখেন, অর্থাৎ জানেন, তিনি প্রকৃত দেখেন, তিনি চক্ষুস্মান্ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন ॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—বর্তমান শ্লোকে বিস্তারিত ভাবে বলিতেছেন যে, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং নিকাম-কর্মযোগের দ্বারা আত্মাবলোকনরূপ একই গতি বা স্থান লাভ হয়। যদিও নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি-ভেদে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও উভয়ের ফল এক বলিয়া পণ্ডিতগণ ভেদ দর্শন করেন না। প্রবৃত্তিপূর ব্যক্তিগণের পক্ষে নিকাম-কর্মযোগাবলম্বনে ভগবদর্পণের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় সহজেই হইয়া থাকে এবং তখন সেই জ্ঞানের ফলে মুক্তিও সুলভ হয়। আর যাহারা পূর্ব জন্মের সাধনাক্রমে বর্তমানে নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী হইয়া স্বভাবতঃ চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানাদিকারী হইয়াছেন এবং কর্মসন্ন্যাসী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও সেই মুক্তি-ফলের অধিকারী হন। তবে এখানে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, যদি পূর্ব জন্মের স্মৃতি-ফলে ইহজন্মে প্রকৃত সন্ন্যাসী না হইয়া, কেহ অকালে, অযোগ্যাবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় মাত্র করে, তাহা হইলে অধিকতর অমঙ্গল প্রসব

করে। সে-স্থলে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে যে, চিত্ত-মালিণ্য সন্তাবনায়
নিকাম-কর্মযোগই প্রশস্ত ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অর্থ—মহাবাহো ! (হে মহাবাহো !) অযোগতঃ (নিকাম-কর্মযোগ
বিনা) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস) দুঃখম্-আপ্তুম্ (দুঃখজনক) [ভবতি—হয়] তু
(কিন্তু) যোগযুক্তঃ (নিকাম-কর্মবান্) মুনিঃ (জ্ঞানী) [সন্—হইয়া] ব্রহ্ম
(ব্রহ্মকে) ন চিরেণ (শীঘ্র) অধিগচ্ছতি (পাইয়া থাকেন) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো ! নিকাম-কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখজনক হয়,
—কিন্তু নিকাম কর্মবান্ ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়া ব্রহ্মকে শীঘ্র লাভ করেন ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কর্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস—
দুঃখজনক । যোগযুক্ত মুনি অক্লেশেই ব্রহ্মলাভ করেন ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—জ্ঞানযোগস্ত দুষ্করত্বাৎ সুকরকর্মযোগঃ শ্রেয়ানিত্যাহ,—
সন্ন্যাসস্থিতি । সন্ন্যাসঃ সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপারবিনিবৃত্তিরূপো জ্ঞানযোগ অযোগতঃ
কর্মযোগং বিনা দুঃখং প্রাপ্তুং ভবতি,—দুষ্করত্বাৎ সপ্রমাদত্বাচ্চ দুঃখহেতুরেব
শ্রাদিত্যর্থঃ । যোগযুক্তনিকামকর্মী তু মুনিরাহ্মননশীলঃ সন্নচিরেণ শীঘ্রমেব
ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানযোগ অতিশয় দুষ্কর বলিয়া সহজসাধ্য কর্মযোগেরই
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—‘সন্ন্যাসস্থিতি’ । সন্ন্যাস—সর্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারের
(বিষয়ের) নিবৃত্তিস্বরূপ জ্ঞানযোগ, ‘অযোগতঃ’—কর্মযোগ-ভিন্ন দুঃখপ্রাপক
হয় । দুষ্কর এবং প্রমাদপূর্ণ বলিয়া, দুঃখেরই হেতু হইবে, ইহাই অর্থ ।
যোগযুক্ত নিকামকর্মী মুনি কিন্তু আত্মার মননশীল হইয়া, অচিরে—অতিশয়
শীঘ্রই ব্রহ্মকে লাভ করেন ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—চিত্ত সম্যক্ শুদ্ধ হওয়ার পূর্বে যদি কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস
গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, সেই সন্ন্যাস দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে ।
গীঃ ৩।৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য ।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

‘অযোগতঃ’—কর্মযোগের অভাবে, সন্ন্যাসীতে চিত্তবৈগুণ্য প্রশামক কর্মযোগ

না থাকাতে, অর্থাৎ অধিকার না থাকাতে, সন্ন্যাস দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ হয়।
বার্ত্তিক সূত্রকারগণ তাহা বলিয়াছেন,—“দেখা যায় অনবহিত, অস্থিরচিত্ত,
খল ও কলহোৎসুক দৈবকর্তৃক সংদূষিত-চিত্ত সন্ন্যাসীও দৃষ্ট হয়।” শ্রুতিও
বলেন,—(ভাঃ ১০।৮৭।৩২)—“যদি সন্ন্যাসিগণ হৃদয়স্থ কামজটাসমূহকে
সমুদ্ধার বা উচ্ছেদ না করেন।”

শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,—“যাহার ষড়্ভবগ সংযত হয় নাই” (ভাঃ ১১।১৮।৪০)
ইত্যাদি। সেইহেতু যোগযুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কৰ্ম্মবান্ মুনি জ্ঞানী হইয়া
শীঘ্র ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

অর্থ—যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (বিজিত-বুদ্ধি)
বিজিতাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত) জিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সর্বভূতাত্মভূতাত্মা
(সর্বভূতের প্রেমাস্পদীভূত যিনি) কুর্ব্বন্ অপি (কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও) ন
লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যোগযুক্ত, বিজিতবুদ্ধি, বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বজীবের
অনুরাগভাজন যিনি, তিনি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগযুক্ত জ্ঞানী বিশুদ্ধবুদ্ধি, বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়
ও সর্বজীবের অনুরাগ-ভাজন হইয়া সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়াও কৰ্ম্মে লিপ্ত
হন না ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—ঈদৃশো মুমুক্শুঃ সৰ্ব্বেষাং শ্রেয়ানিত্যাহ,—যোগেতি । যোগে
নিষ্কামে কৰ্ম্মণি যুক্তো নিরতঃ । অতএব বিশুদ্ধাত্মা নিৰ্ম্মলবুদ্ধিঃ ; অতএব
বিজিতাত্মা বশীকৃতমনাঃ ; অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ শব্দাদি-বিষয়রাগশূন্যঃ । অতএব
সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং জীবানামাত্মভূতঃ প্রেমাস্পদতাং গত আত্মা দেহো যন্ত সঃ ।
ন চাত্র পার্থসারথিনা সৰ্ব্বাত্মক্যমভিমতম্ ;—“ন ত্বেবাহম্” ইত্যাদিনা
সৰ্ব্বাত্মনাং মিথো ভেদস্ত তেনাভিধানাং, তদ্বাদিন্যপি বিজ্ঞাজ্ঞাভেদস্ত বক্তৃম-
শক্যত্বাচ্চ । এবম্ভূতঃ কুর্ব্বন্নপি বিবিক্তাত্মানুসন্ধানাদনাত্মাত্মাভিমানেন ন
লিপ্যতে অচিরেণাত্মানমধিগচ্ছতি । অতঃ কৰ্ম্মযোগঃ শ্রেয়ান্ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই জাতীয় মুমুক্শু ব্যক্তি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলা
হইতেছে—‘যোগেতি’ । যোগে—নিষ্কাম-কৰ্ম্মেতে যুক্ত অর্থাৎ নিরত । অতএব

বিশুদ্ধাত্মা—নির্মলবুদ্ধি। ফলে আত্মজয়ী—বশীকৃতমনা হন, অতএব জিতেদ্রিয়—
শব্দাদি-বিষয়ের প্রতি অনুরাগশূন্য হন। সূতরাং সমস্ত জীবের আত্মভূত
অর্থাৎ প্রেমের সামগ্রী হইয়া আত্মা দেহ যাহার তিনি। এখানে কিন্তু পার্থসারথি
শ্রীকৃষ্ণ কত্ৰক সকল আত্মার ঐক্য সম্মত হয় নাই। “নত্বেবাহং” ইত্যাদির
দ্বারা সমস্ত আত্মার মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, তাঁহার দ্বারা অভিধান (বলা)
হইয়াছে বলিয়া। তদ্বাদি (তন্মতাত্মলক্ষিণ) কত্ৰকও বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞের
অভেদ-নির্ণয়ে অক্ষমত্ব। এই প্রকার ব্যক্তি কৰ্ম করিলেও শুদ্ধ আত্মার
অনুসন্ধানহেতু অনাত্মাতে আত্মাভিমানের দ্বারা লিপ্ত হন না, অধিকন্তু
অচিরেই স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন। অতএব কৰ্মযোগই
শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—কৰ্মকাণ্ড জীবের বন্ধনের হেতুভূত কিন্তু যিনি ফল-কামনা-
রহিত হইয়া শাস্ত্র-বিহিত-প্রণালীক্রমে ভগবদর্পণমূলে নিকাম কৰ্মযোগ
অবলম্বন করেন, তাদৃশ ব্যক্তি বিশুদ্ধাত্মা অর্থাৎ নির্মলান্তঃকরণ হন,
সেই নির্মলচিত্ত ব্যক্তি স্বীয় শরীরকেও বশীভূত করিতে পারেন এবং তখন
তিনি জিতেদ্রিয় হন এবং সৰ্বভূতে আত্মদর্শনকরতঃ সকল জীবের প্রেমাঙ্গদ
হইয়া থাকেন। লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত যদি এতাদৃশ ব্যক্তি কৰ্ম ও আচরণ
করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। সৰ্বভূতে একাত্ম-
ভাবে দ্বারা কিন্তু সৰ্ব-জীবৈকাত্মবাদ কথিত হয় নাই। দ্বিতীয়াধ্যায়ে
‘ন ত্বেবাহং’ (২।১২) শ্লোকে পরস্পর জীবের ভেদ এবং জীবাত্মা ও
পরমাত্মা নিত্য ও ভেদযুক্ত ; ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ৭ ॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিহ্বয়ন্তন্ গচ্ছন্ স্বপন্ খসন্ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্নিষন্ নিমিষন্ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্জন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৮-৯ ॥

অর্থ—যুক্তঃ (কৰ্মযোগী) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্ববিৎ) [ভূত্বা—হইয়া]
পশ্যন্ (দর্শন), শৃণ্বন্ (শ্রবণ), স্পৃশন্ (স্পর্শ), জিহ্বয়ন্ (ভ্রাণ), অন্নন্
(ভোজন), গচ্ছন্ (গমন), স্বপন্ (নিদ্রা), খসন্ (শ্বাস গ্রহণ), প্রলপন্
(কথন), বিসৃজন (ত্যাগ), গৃহ্নন্ (গ্রহণ), উন্নিষন্ (উন্মেষণ), নিমিষন্

(নিমেষণ), [এতানি কুৰ্বন্] অপি (এ সকল করিয়াও) ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়সমূহে) বর্তন্তে (অবস্থিত আছে) ইতি ধারয়ন্ (ইহা বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া) [নিরভিমানঃ] কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি (আমি করি না) ইতি (এইরূপ) মন্তেত (মনে করেন) ॥ ৮-২ ॥

অনুবাদ—কৰ্মযোগী (তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্রাব, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহে অবস্থিত আছে, বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ স্থির করিয়া, দেহাভিমান-শূন্য, ব্রহ্মবিৎ আমি কিছুই করি না, এইরূপ মনে করেন ॥ ৮-২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কৰ্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, স্রাব, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি কার্য্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান-বশতঃ ‘আমি কিছুই করি নাই’—এরূপ মনে করেন। প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মীষণ ও নিমীষণ-কার্য্যকালে মনে করেন,—আমি যে জড়-দেহে আছি, তাহাই এ-সকল করিতেছে; অবিদ্যা-বদ্ধ ‘আমি এই সকল কার্য্যে নির্দ্ধারণ ও মনন-মাত্র করিতেছি। আত্মসাধাত্ম্য সিদ্ধ হইলে প্রাকৃত-বস্তুতে আমার এরূপ সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে ॥’ ৮-২ ॥

শ্রীবলদেব—শুদ্ধাত্মানোহধিষ্ঠানাদি-পঞ্চাপেক্ষিত-কৰ্মকর্তৃত্বং নাস্তীতি উপদিশতি,—‘নৈবেতি’। যুক্তো নিকামকৰ্ম্মী প্রাধানিকদেহেন্দ্রিয়াদিসংসর্গাদর্শনা-দীনী কৰ্ম্মানি কুৰ্ব্বন্নপি তত্ত্ববিৎ বিবিক্তমাত্মতত্ত্বমভুবন্ ইন্দ্রিয়ার্থেষু রূপা-দিষু ইন্দ্রিয়ানি চক্ষুরাদীনি মদ্বাসনাত্মগুণপরমাত্মপ্রেরিতানি বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্নিশ্চিন্তনং কিঞ্চিদপি ন করোমীতি মন্তেত। পশুন্ শৃণুন্ স্পৃশুন্ জিহ্বন্নশ্ননিতি চক্ষুঃশ্রোত্রত্বগ্ভ্রাণরসনানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং দর্শনশ্রবণস্পর্শনস্রাবা-শনানি ব্যাপারাঃ, গচ্ছন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ ইতি গমনাদয়ঃ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়-ব্যাপারাঃ। তত্র গমনং পাদয়োঃ প্রলাপো বাচঃ বিসর্গানন্দঃ পায়ুপস্থয়োঃ গ্রহণং হস্তয়ো ইতি বোধাম্; শ্বসনিতি প্রাণাদীনামুন্নিষন্নিমিষনিতি নাগা-দীনাং প্রাণভেদানাং, স্বপনিত্যন্তঃকরণানামিত্যর্থঃ ক্রমাধ্যাত্ম্যম্। বিজ্ঞান-স্বার্থেকরসম্মত মমানাদিবাসনাহেতুকপ্রাধানিকদেহাদিসম্বন্ধনির্মিতং তদীদৃশকৰ্ম্ম-কর্তৃত্বম্; ন তু স্বরূপৈকনির্মিতমিতি মন্তেত ইত্যর্থঃ। ন চ স্বরূপপ্রযুক্ত-মাত্মনঃ কর্তৃত্বং কিঞ্চিদপি নাস্তীতি শক্যমভিধাতুং নির্দ্ধারণে মননে চ

তস্মাভিধানাৎ । তত্তচ্ছ জ্ঞানমেব তচ্ছাত্মনো নিত্যং—“ন হি বিজ্ঞাতুর্বি-
জ্ঞাতের্বিপরিলাপো বিদ্যতে” ইতি শ্রুতেঃ । তৎসিদ্ধিশ্চ—“হরিণা ধর্মভূতেন
জ্ঞানেন চ” ইত্যাহঃ ॥ ৮-৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিত্য শুদ্ধ আত্মার অধিষ্ঠানাদি পঞ্চাপেক্ষিত কর্মের কর্তৃত্ব নাই
ইহারই উপদেশ করা হইতেছে—‘নৈবেতি’ । যুক্ত—নিষ্কাম-কর্মী প্রাধানিক
দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংসর্গবশতঃ দর্শনাদিকর্মগুলি করিয়াও
তত্ত্বজ্ঞানী শুদ্ধ আত্মতত্ত্বকে অনুভব করিতে করিতে ইন্দ্রিয়ের
বিষয় রূপাদিতে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি মদ্বাসনার অনুগুণ, পরমাত্মার
দ্বারা প্রেরিত হইয়া অবস্থান করে—এইরূপ ধারণা করিয়া অর্থাৎ নিশ্চয়
করিয়া আমি কিছুই করি না, ইহা মনে করে । দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ভ্রাণ
ও ভক্ষণ—ইহা চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক, ভ্রাণ, জিহ্বা—এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় ;
অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ভ্রাণ ও ভক্ষণাদি ব্যাপার সমূহ । গমন, প্রলাপ,
(কথাবলা), ত্যাগরূপ ও গ্রহণরূপকর্ম ইহা গমনাদি কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় ।
এইসব বিষয়ের মধ্যে গমন পাদদ্বয়ের বিষয়, প্রলাপ (কথাবলা) বাক্যেন্দ্রিয়ের
বিষয়, ত্যাগরূপ-আনন্দ মলদ্বার ও মূত্রযন্ত্রের বিষয় এবং গ্রহণ হস্তদ্বয়ের বিষয়,
ইহা অবগত হইবে । শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণাদির এবং উন্মিষণ ও নিমিষণরূপ বিষয়
নাগাদিভেদে অর্থাৎ নাগ, কূর্ম, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়রূপে নাগাদিভেদে
প্রাণভেদের বিষয় । স্বপ্ন ইহা অন্তঃকরণের বিষয় ইহা ক্রমেক্রমে ব্যাখ্যা করা
হইতেছে । বিজ্ঞানসুখস্বরূপ একরসাত্মক আমার অনাদিবাসনামূলক প্রাধানিক
দেহাদি সম্বন্ধ-নির্মিত, অতএব এইরূপ কর্মকর্তৃত্ব ; কিন্তু স্বরূপের দ্বারা ইহা
নির্মিত নহে, মনে করে । স্বরূপপ্রযুক্ত আত্মার কর্তৃত্ব কিছুই নাই, ইহা বলা
সঙ্গত নহে ; নির্ধারণ ও মননে (পুনঃপুনঃ চিন্তায়) আত্মকর্তৃত্ব বলা হইয়াছে ।
সেই সেই জ্ঞানই সেই আত্মার নিত্যধর্ম । “বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের
বিশেষরূপে পরিলোপ নাই”—এইশ্রুতি । তাহার সিদ্ধিও—“হরির দ্বারা
এবং ধর্মভূত অর্থাৎ ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের দ্বারা” ইহা বলা হইয়াছে ॥ ৮-৯ ॥

অনুব্রূষণ—শুদ্ধ আত্মার প্রাকৃত কর্ম-কর্তৃত্ব নাই ; ইহা উপদেশ করিতেছেন ।
নিষ্কাম-কর্মযোগী চিত্তশুদ্ধিক্রমে তত্ত্ববিৎ হন, তখন তিনি সেই আত্মতত্ত্ব
অনুভব করিতে করিতে দেহের ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন করিলেও ‘আমি কিছুই করি
না’ এরূপ মনে করেন । ঈশ্বরের প্রেরণাক্রমে মদ্বাসনানুসারে জড় দেহের

ক্রিয়াগুলি স্বভাবতঃ নিষ্পন্ন হইতেছে মাত্র। বর্তমানে আমার জড় দেহ আছে বলিয়া, এই কার্য্যগুলির কর্তৃত্বে আমার নির্দ্ধারণ বা মনন করিতে দেখা গেলেও, আমার সিদ্ধিকালে জড় দেহ বিগত হইবে, তখন এ সকল আর থাকিবে না। দেহে আমি-বুদ্ধিকরতঃ কর্তৃত্বাভিमानে ফলভোগকামী ব্যক্তিই কৰ্ম্মে লিপ্ত বা আবদ্ধ হন, কিন্তু ষাঁহাদের আত্মজ্ঞানবশতঃ দেহাত্ম-বুদ্ধি নাই, এবং কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়াছে, তাঁহাদের কোন কৰ্ম্মেই বন্ধন করিতে পারে না।

ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়,—

“ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল কৰ্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া থাকে”

“তদধিগম উত্তরপূৰ্ব্বাঘ্যোরশ্লেষবিনাশৌ তদ্যাপদেশাৎ” (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩)

“যথা পুষ্করপলাশ আপোন শ্লিষ্ণুস্তে এবমেব বিদি পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্ণুত ইতি”।

এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—পদ্মপত্র যেরূপ জলে নির্লিপ্ত থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও সেইরূপ পাপে নির্লিপ্ত থাকেন। আবার অগ্নিতে যেমন তুলা রাশি দগ্ধ হয়, পাপ সকলও সেইরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে বিনষ্ট হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—

এ দেহের ক্রিয়া,

অভ্যাসে করিব,

দেহ-অভিমান ত্যজি।

॥ ৮-২ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবান্তসা ॥ ১০ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (পরমেশ্বর—আমাতে) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহ) আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং (কৰ্ম্মাসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) [কৰ্ম্মাণি—কৰ্ম্মসকল] কৰোতি (করেন)। সঃ (তিনি) অন্তসা (জলদ্বারা) পদ্মপত্রমিব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন (পাপদ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যিনি পরমেশ্বর—আমাতে, কৰ্ম্মসমূহ সমর্পণ করিয়া, আসক্তি ত্যাগপূৰ্ব্বক কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্র জলে থাকিলেও যেরূপ জলদ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনি কৰ্ম্ম করিলেও পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ব্রহ্মে কৰ্ম্ম অৰ্পণ-পূৰ্ব্বক ফলাসক্তি ত্যাগ করত যিনি কৰ্ম্ম করেন, পদ্মপত্র যেমত জলে থাকিয়া জলে লিপ্ত হয় না, তিনিও তদ্রূপ কৰ্ম্মপাপে লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তং বিশদয়ন্বাহ,—ব্রহ্মগীতি । ব্রহ্ম-শব্দেনাত্ৰ ত্রিগুণাবস্থং প্রধানমুক্তম্ ; “তস্মাদেতদ্ব্রহ্মনামরূপমন্নঞ্চ জায়ত” ইতি শ্রবণাৎ, “মম যোনি-মহব্রহ্ম” ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ । দেহেন্দ্রিয়াদীনি প্রধানপরিণামবিশেষাণি ভবন্তি তদ্রূপতয়া পরিণতে প্রধানেন দৰ্শনাদীনি কৰ্ম্মাণ্যাধায় তস্মৈবৈতানি, ন তু তদ্বিবিক্তস্ত শুদ্ধস্ত মমেতি নির্দ্ধার্য্যোত্যর্থঃ । সঙ্গং তৎফলাভিলাষং তৎকৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশং চ ত্যক্ত্বা যন্তানি কৰোতি, স তাদৃগ্দেহাদিমুক্তয়া সন্নপি দেহাত্মাভিমানেন পাপেন ন লিপ্যতে,—যথোপরি নিক্ষিপ্তেনাস্তস্মাৎ স্পৃষ্টমপি পদ্মপত্রং তদ্বৎ । ন চ “ময়ি সংগ্ৰস্তা কৰ্ম্মাণি” ইতি পূৰ্ব্বস্বারস্তাদ্ধ ক্ৰাণি পরমাত্মনীতি ব্যাখ্যেয়ম্ । প্রাধানিকদেহাদিসংস্পৃষ্টস্যৈব জীবস্ত দৰ্শনাদি-কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃত্বং, ন তু তদ্বিবিক্তস্ত্যেত্যর্থস্ত প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—উপরিউক্ত বক্তব্যকে বিশদরূপে পুনঃ বলা হইতেছে—‘ব্রহ্ম-গীতি ।’ ব্রহ্মশব্দের অর্থ এখানে সম্বরণজঃতমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান-(প্রকৃতিকে) কেই বলা হইয়াছে । “এই হেতু এই ব্রহ্ম নাম রূপ ও অনুরূপেই জাত হয় অর্থাৎ পরিণত হয়”—এইরূপ বাক্য শুনা যায় । এবং “আমার যোনি (কারণ) মহান্ ব্রহ্ম”—এই বক্ষ্যমাণ বচনানুসারেও । দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি প্রধানের (প্রকৃতির) পরিণামরূপে উৎপন্ন হয় । তদ্রূপভাবে প্রধান পরিণত হইলে, দৰ্শনাদি কৰ্ম্মগুলি অৰ্পণ করিয়া তাহারই এইগুলি ; কিন্তু তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং সৰ্ব্বদা পরিশুদ্ধ আমার ইহা, নির্দ্ধারণ না করিয়া, ইহাই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ । সঙ্গ অর্থাৎ কৰ্ম্মের ফলাভিলাষ ও তাহার কৰ্ত্তৃত্বের অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া যিনি সেই সমস্ত কার্য্য করেন, তিনি তাদৃশ দেহাদিমান্ হইয়াও, দেহাত্মাভিমানস্বরূপ পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না । উদ্ধে নিক্ষিপ্ত জলের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়াও পদ্মপত্র যেমন, সেইরূপ ; কিন্তু “আমাতে কৰ্ম্মগুলি গ্ৰস্ত করিয়া” এই পূৰ্ব্বস্বারস্তাহেতু ব্রহ্মতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে ইহা ব্যাখ্যা করা উচিত নহে । প্রাধানিক দেহাদি-সংস্পৃষ্ট জীবেরই দৰ্শনাদি কৰ্ম্ম-কৰ্ত্তৃত্ব, তদসংস্পৃষ্ট শুদ্ধ জীবস্বরূপের কিন্তু নহে, ইহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া ॥ ১০ ॥

অনুব্রূষণ—পূৰ্ব্বোক্ত-বিষয়ই বিশদভাবে বর্ণন করিতেছেন । প্রাকৃত

দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কৰ্ম কৃত হয়, তাহা শুদ্ধ আত্মার নহে। তদ্বিৎ-পুরুষ শ্রীভগবানে সৰ্ব কৰ্ম সমৰ্পণ পূৰ্বক, ফলকামনা রহিত হইয়া প্রভুর সেবার জন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। লৌকিক, বৈদিক সমস্ত ক্রিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে করেন বলিয়া, তাঁহার কোন কার্য্যে কর্তৃত্বাভিমান থাকে না, সুতরাং দেহাভিমানীর ন্যায় কৰ্মলিপ্ততা তাঁহার নাই। যেমন জলের উপর ভাসমান পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, এমন কি, উক্ত পত্রের উপর জল নিক্ষেপ করিলেও পত্র নির্লিপ্তই থাকে, সেইরূপ ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কৰ্মযোগীকে কোন কৰ্মই লিপ্ত করিতে পারে না।

ছান্দোগ্যোপাধ্যায়, —

“যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেব বিদি পাপং কৰ্ম ন শ্লিষ্যতে।”
অর্থাৎ পদ্মপত্র যেরূপ জলে নির্লিপ্ত থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও সেইরূপ পাপে নির্লিপ্ত থাকেন ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

অর্থ—যোগিনঃ (যোগিগণ) আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্ত) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (আসক্তিত্যাগপূৰ্বক) কায়েন (শরীরের দ্বারা) মনসা (মনের দ্বারা) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (আসক্তি রহিত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই) কৰ্ম কুৰ্বন্তি (কৰ্ম করিয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যোগিসকল চিত্ত শুদ্ধির জন্ত কৰ্মফলাসক্তি ত্যাগ পূৰ্বক, কায়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা এবং অতিনিবেশ-রহিত কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-দ্বারা কৰ্ম আচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আত্মশুদ্ধির জন্ত যোগিসকল, কৰ্মফলাসক্তি ত্যাগ করত কায়মনোবুদ্ধি দ্বারা ও বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়-দ্বারা কৰ্ম আচরণ করেন ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব—সদাচারং প্রমাণয়ন্তেতদ্বিব্রণোতি,—কায়েনেতি । কায়াদিভিঃ সাধ্যং কৰ্ম কায়াত্তহংভাবশূণ্ণা যোগিনঃ কুৰ্বন্তি । কেবলৈর্বিশুদ্ধৈঃ । সঙ্গং ত্যক্ত্বৈতি প্রাগ্-বৎ আত্মশুদ্ধয়ে অনাদিদেহাত্মাভিমাননিবৃত্তয়ে ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—সদাচারকে প্রমাণিত করিবার ইচ্ছায়, তাহার বিশেষ বিবরণ বলা হইতেছে—‘কায়েনেতি’ । দেহাদির দ্বারা সাধনীয় কৰ্ম, দেহাদি-

অভিমানশূন্য যোগিরাই করিয়া থাকেন। কেবল বিশুদ্ধভাবে দ্বারা, সৰ্ব
ত্যাগ করিয়া ইহা পূর্বের ভ্রাম, আত্মশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ অনাদি দেহাত্মাভি-
মান নিবৃত্তির জন্য ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সদাচার প্রমাণ পূর্বক বলিতেছেন যে, নিকাম-কর্মযোগী
আত্মশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ দেহাত্মাভিমান নিবৃত্তির নিমিত্ত, কেবল বিশুদ্ধ-ভাবে
দ্বারা, ভগবৎ-প্রীতি-সাধনার্থ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা কর্ম করিয়া
থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন ফল কামনা থাকে না।

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন, ‘কর্মযোগী-সকল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, ফলকামনা
রহিত হইয়া, দেহাদির দ্বারা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি কর্ম করিয়া থাকেন’ ॥ ১১ ॥

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাप्নোতি নৈষ্ঠিকীম্।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

অর্থ—যুক্তঃ (নিকাম-কর্মযোগী) কর্মফলং (কর্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ
করিয়া) নৈষ্ঠিকীম্ (নিষ্ঠাপ্রাপ্ত) শান্তিং (মোক্ষ) আন্নাতি (লাভ করেন),
অযুক্তঃ (সকাম-কর্মী) কামকারেণ (কামপ্রবৃত্তিবশতঃ) ফলে সক্তঃ (ফলাসক্ত
হইয়া) নিবধ্যতে (বন্ধন প্রাপ্ত হয়) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—নিকাম-কর্মযোগী কর্মফলাসক্তি ত্যাগপূর্বক নৈষ্ঠিকী শান্তি
অর্থাৎ কর্ম-মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু সকাম-কর্মী কামপ্রবৃত্তিবশতঃ
ফলাসক্ত হইয়া কর্মবন্ধন প্রাপ্ত হন ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—যোগী কর্মফল ত্যাগপূর্বক নৈষ্ঠিক শান্তি অর্থাৎ
কর্মমোক্ষ লাভ করেন; পক্ষান্তরে, অযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ সকামকর্মী কাম-
প্রবৃত্তি-দ্বারা ফলাসক্তি-সহকারে কর্মবদ্ধ হন ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—যুক্তঃ আত্মার্পিতমনাঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা কুর্ষ্বনৈষ্ঠিকীং স্থিরাং
শান্তিমাআবলোকলক্ষণামাप्নোতি। অযুক্তঃ আত্মানার্পিতমনাঃ কর্মফলে সক্তঃ
কামকারেণ কামতঃ কর্মণি প্রবৃত্ত্যা নিবধ্যতে সংসরতি ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যুক্ত অর্থাৎ আত্মার প্রতি মন অর্পণকারী ব্যক্তি কর্মফলকে
ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেও, আত্মার অবলোকনস্বরূপ নৈষ্ঠিকী ও স্থিরা শান্তিকে
লাভ করেন। অযুক্ত অর্থাৎ আত্মাতে যিনি মন অর্পণ করেন নাই, তিনি

কর্মফলের প্রতি আসক্তি-সম্পন্ন হইয়া, কামনাবশতঃ কাম্য-কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া, নিবদ্ধ অর্থাৎ সংসারে পতিত হয় ॥ ১২ ॥

অনুব্রূষণ—কর্ম কাহারও মুক্তির কারণ স্বরূপ হয়, আবার কাহারও বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে। ভগবদর্পিতমনা যোগীপুরুষ ফলকামনা ত্যাগ-পূর্বক সকল কর্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে করেন বলিয়া, তাঁহার মোক্ষের অধিকারী হন, আর ভগবানে অনর্পিত-মনা অযোগী-ব্যক্তি ফলাকাজ্জ্বল-স্বপ্নে কর্ম করেন বলিয়া, তিনি তাদৃশ কর্মের দ্বারা সংসার বন্ধন প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় অধ্যায়েও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, ‘যজ্ঞার্থং কর্মণো’ (৩।২), এবং গীতার “তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং” (৩।১২) শ্লোকও এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ১২ ॥

সর্বকর্মাণি মনসা সংগৃহ্যন্তে স্মৃৎ বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্কম্ কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অর্থ—বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (জীব) মনসা (মনের দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সর্বকর্ম) সংগৃহ্য (সম্যক্ ত্যাগ করিয়া) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহে) ন এব কুর্কম্ (স্বয়ং কর্ম না করিয়া) ন কারয়ন্ (অত্কে না করাইয়া) স্মৃৎ আন্তে (স্মৃতে অবস্থান করেন) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—জিতেন্দ্রিয় জীব মনের দ্বারা সর্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহে স্বয়ং কোন কর্ম না করিয়া এবং অত্কেও না করাইয়া স্মৃতে অবস্থান করেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বাহ্যে সমস্ত কার্য্য করিয়াও মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম পূর্বোক্ত-রীতিক্রমে সন্ন্যাসকরত নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহরূপ-গৃহে জীব পরম-স্মৃতে বাস করিতে থাকেন; তিনি নিজে কিছুই করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না ॥ ১৩ ॥

শ্রীবলদেব—সর্কেতি। বিবেকবতা মনসা তাদৃশি প্রধানে সর্বকর্মাণি সংগৃহ্যর্পয়িত্বা দেহাদিনা বহিস্তানি কুর্কমপি বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ স্মৃতমান্তে। নবদ্বারে পুরে পুরবদহংভাববর্জিতে দেহে,—ছে নেত্রে ছে নাসিকে ছে শ্রোত্রে মুখক্কেতি শিরসি সপ্ত দ্বারানি অধস্তাতু পায়ুপস্থাখ্যে ছে ইতি নব দ্বারানি দেহী লব্ধজানো জীবঃ। নৈবেতি,—দেহাদিবিবিক্তশ্রাশ্রয়ঃ কর্মস্ব কর্তৃত্বং কারয়িত্বঞ্চ নাস্তীতি বিজানন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বজ্রানুবাদ—‘সর্কেতি’। বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা তাদৃশ প্রধানে সমস্ত কৰ্ম্মগুলি সন্ন্যাস অর্থাৎ অর্পণ করিয়া দেহাদির দ্বারা বাহিরে সেইগুলি করিলেও বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরমস্থখেই অবস্থান করেন। নবদ্বারে অর্থাৎ নয়টিছিদ্র বিশিষ্ট এই দেহে, পুরবৎ অহং-ভাববর্জিত দেহে—(নবদ্বার) নেত্র দুইটি, নাসিকা দুইটি, শ্রবণেন্দ্রিয় দুইটি ও মুখ—এই সাতটি দ্বার মস্তকে, কিন্তু নীচে পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (মূত্রদ্বার) এই দুইটি, অতএব নবদ্বার ; দেহী—লব্ধজ্ঞানী জীব। ‘নৈবেতি’—দেহাদি-অতিরিক্ত আত্মার কৰ্ম্মেতে কৰ্ত্তৃত্ব বা কারয়িত্বরূপ কোন সম্পর্ক নাই, ইহা বিশেষরূপে জানিয়াই ॥ ১৩ ॥

অনুব্রুবণ—বিবেকবান্ পুরুষ তাদৃশ প্রধানরূপ-ব্রহ্মে সর্বকৰ্ম্ম সমর্পণ পূর্বক, জিতেন্দ্রিয় হইয়া, বাহিরে কৰ্ম্ম করিলেও স্থখেই অবস্থান করেন, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, “জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী” (৫।৩)—এই গ্রন্থানুসারে তিনি বাস্তব সন্ন্যাসী বলিয়াই পরিচিত কারণ তিনি জানেন যে, এই নবদ্বার-বিশিষ্ট পুরে অর্থাৎ দেহে আত্মা কিয়ৎকালের জন্ত প্রবাসীর গ্রাম বাস করেন মাত্র। পরের গৃহের শোভা সমৃদ্ধিতে বা পূজা বা পরিভবাদিতে তাঁহার কোন প্রসন্নতা বা বিষাদ লাভ হয় না। কারণ সেখানে অহঙ্কার ও মমত্ববোধ থাকে না। তিনি মনে করেন যে, প্রাচীন কৰ্ম্ম-বশেই জীবের দেহের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। কৰ্ম্মের কৰ্ত্তৃত্ব জীবের স্বরূপের নহে, স্ততরাং তাঁহার কৰ্ম্মস্থখের প্রয়োজন বোধ না থাকায়, তিনি নিজেও কিছু করেন না বা কাহাকেও কিছু করান না।

মনুষ্য শরীর গৃহসদৃশ ; জীবাত্মা এই গৃহের গৃহী।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“গৃহং শরীরং মানুস্যং”

(ভাঃ ১১।১৯।৪৩)

এই শরীর-রূপ সোঁথে নয়টি দ্বার। শীর্ষদেশে দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ, দুইটি নাসিকা ও একটি মুখগহ্বর—এই সাতটি এবং অধোদেশে পায়ু ও উপস্থ এই দুইটি দ্বার মোট নবদ্বার-বিশিষ্ট শরীর-রূপ গৃহ।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“নবদ্বারং দ্বিহস্তাদ্বিংশ তত্রামনুত শাশ্বতি ॥” (৪।২৯।৪)

আরও

“ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতৎ বিন্মূত্রপূর্ণং মহূপৈতি কান্ধা ॥” (১১।৮।৩৩) ॥ ১৩ ॥

ন কৰ্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

অর্থ—প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্ত (লোকের) কৰ্তৃত্বং (কৰ্তৃত্ব) ন সৃজতি (সৃজন করেন না), কৰ্ম্মাণি ন (কৰ্ম্মসমূহও না), কৰ্ম্মফলসংযোগং ন (কৰ্ম্ম-ফলসংযোগও না), তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (অনাদি-অবিজ্ঞা) প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত-হয়) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর জীবের কৰ্তৃত্ব, কৰ্ম্মসমূহ এবং কৰ্ম্মফল-সংযোগ সৃষ্টি করেন না, কিন্তু জীবের স্বভাব—অবিজ্ঞাই উহার প্রবর্তক ॥ ১৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—দেহেন্দ্রিয়স্বামী যে জীব, তিনি নিজের কৰ্তৃত্ব ও কারয়িত্ব সৃষ্টি করেন না এবং আপনাতে কৰ্ম্মফলের সংযোগও করান না। তাঁহার অবিজ্ঞা-কৃত স্বভাবই ঐ সকলের হেতু। ‘জীবের কৰ্তৃত্ব নাই’ বলিলে এমত মনে করিও না যে, পরমেশ্বর-কৰ্তৃক সমস্ত কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেছে ; লোকের কৰ্তৃত্ব ও কৰ্ম্ম পরমেশ্বর-কৰ্তৃক বলিলে তাঁহার বৈষম্য ও নৈঘর্গ্য স্বীকার করিতে হয় ; কৰ্ম্মফলসংযোগও তৎকৰ্তৃক নয় ;—এ সকল জীবের অনাদি ‘অবিজ্ঞারূপ স্বভাব’ হইতেই হয় ॥ ১৪ ॥

শ্রীবলদেব—এতদ্ব্যংগ শুদ্ধস্ত নাস্তীতি বিশদয়তি,—নেতি । প্রভুর্দেহেন্দ্রিয়াদীনাং স্বামী জীবো লোকস্ত জনস্ত কৰ্তৃত্বং ন সৃজতীতি ত্বং কুৰ্ব্বীতি কারয়িতা ন ভবতি ; নাপি তশ্চৈক্ষিততমানি কৰ্ম্মাণি মালাশ্বরাদীনি সৃজতীতি স্বয়ং কৰ্ত্তাপি ন ভবতি । ন চ কৰ্ম্মফলেন স্তথেন দুঃখেন চ সংযোগং সম্বন্ধং সৃজতীতি ভোজয়িতা ভোক্তা চ ন ভবতীত্যর্থঃ । যদেবং, তর্হি কঃ কারয়ন্ কুৰ্ব্বংশ প্রতীয়তে ? তত্রাহ,—স্বভাবস্তিতি । অনাদিপ্রবৃত্তা প্রধানবাসনাত্র স্বভাবশব্দেনোক্তপ্রাধানিকদেহাদিমান্ জীবঃ কারয়িতা কৰ্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্ত তদ্ব্যমিতি । শুদ্ধেহপি কিঞ্চিংকৰ্তৃত্বমন্ত্যেব পূর্বত্র স্তথাসনে তদ্ব্যস্তোক্তেঃ ভানাদাবিবৈতদ্ব্যবোধ্যং, ধাত্বর্থঃ খলু ক্রিয়া, তন্মুখ্যত্বং হি কৰ্তৃত্বমুক্তম্ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই দুইটি শুদ্ধ আত্মার নাই ; ইহাই বিস্তারিতভাবে বলা হইতেছে—‘নেতি’ । প্রভু—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির স্বামী, জীব মানুষের কৰ্তৃত্ব সৃজন করেন না, এই হেতু তুমি কর, (বলিলেও) কারয়িতারূপে পরিগণিত

হইতে হয় না। সেই আত্মার ঈক্ষণতম অর্থাৎ অভীষ্ট কৰ্ম্মগুলি ও গন্ধমালা বস্ত্রাদি সৃজন করে, ইহা ঠিক নহে ; স্বয়ং কর্তাও হয় না। কৰ্ম্মফলের দ্বারা অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের দ্বারা সংযোগ (সংসার) সম্বন্ধকে সৃষ্টি করে, এইরূপও বলা চলে না। ভোজয়িতা ও ভোক্তাও হন না। যদি এই রকমই হয়, তবে কে করায় ? ও কে করে ? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—‘স্বভাবস্থিতি’। অনাদিকালব্যাপি-প্রবৃত্তা প্রধান-বাসনা এখানে স্বভাবশব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। প্রাধানিক (প্রধানের পরিণতিরূপ) দেহাদি-অভিমান সম্পন্ন জীব, কারয়িতা ও কর্তা ; ইহা শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ বা তত্ত্ব নহে। পরিশুদ্ধ আত্মাতেও কিছু কর্তৃত্ব আছেই, পূর্বে যেই স্থানাসনে তত্ত্বের উক্তি হইতে, ভানাদির ত্রায় ইহা জানিবে। ধাতুর অর্থ নিশ্চয় ক্রিয়া, তাহার মুখ্যত্বই নিশ্চিতরূপে কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত বিষয়ই বিশদরূপে বলিতেছেন,—জীবাত্মাই এই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের স্বামী, সেই জীবাত্মা কোন লোকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, অথবা চক্ষুর আনন্দদায়ক কোন মালা, বস্ত্র ও ভূষণাদি সৃজন করেন না বা স্বয়ং কর্তা হন না। কৰ্ম্মফলের সহিত সুখ ও দুঃখরূপ কোন সম্বন্ধও ইনি সৃষ্টি করেন না। স্বভাবই এই সকলের প্রবর্তক। অনাদি প্রবৃত্ত বাসনাই এস্থলে স্বভাব শব্দে উক্ত হইয়াছে।

এতৎ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ-লিখিত অনুবর্ষিণী উদ্ধৃত হইতেছে।

“জীবের কর্তৃত্ব নাই বলিলে মনে করা উচিত নহে যে, পরমেশ্বর কর্তৃক সকল কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেছে। তাহা হইলে পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈষ্কৰ্ণ্য অর্থাৎ বৈষম্যদৃষ্টি ও নিষ্ঠুরতা স্বীকার করিতে হয়। আবার কৰ্ম্মফলের সংযোগও তৎকর্তৃক নয়। উহা জীবের অনাদি অবিচাররূপ স্বভাব হইতেই হয়। অর্থাৎ অজ্ঞানাত্মিকা দৈবীমায়া অর্থাৎ প্রকৃতি সেই স্বভাব প্রবর্তন করে। অতএব সেই অবিচারজাত স্বভাবযুক্ত লোককেই পরমেশ্বর কৰ্ম্মে নিযুক্ত করেন, তিনি নিজে জীবের কর্তৃত্বাদি উৎপাদন করেন না।

পরমেশ্বরে বৈষম্য ও নৈষ্কৰ্ণ্য দোষ নাই—

“বৈষম্য-নৈষ্কৰ্ণ্যে দোষ ন নাপেক্ষতাত্তথাহি দর্শয়তি।

(বেদান্ত-২য় অঃ ১ম পাঃ ৩৪ সূত্র)

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন,—ব্রহ্মকর্তৃত্ববাদ অসমঞ্জস বা সমঞ্জস? এই বিচার উপস্থিত হইলে, স্মৃতদুঃখভাগী দেব, মনুষ্য সৃষ্টি করিতেছেন, কাজেই ব্রহ্মে বৈষম্যাহেতু সামঞ্জস্য ঘটে না। পরে নির্দোষবাদী শ্রুতির উপরোধ আপত্তি হয়, এই হেতু বলিতেছেন—ব্রহ্মে বৈষম্য নৈস্বৰ্গ্য দোষ নাই, কারণ—সাপেক্ষত্বাহেতু স্রষ্টার কৰ্ম্মাপেক্ষিত্ব-হেতু ; প্রমাণ,—

যে পুরুষকে উৎকৃষ্ট লোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, পরমেশ্বর সেই পূৰ্ব্বজন্মকৃত কৰ্ম্মানুসারী হইয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট কৰ্ম্ম, আর যাহাকে অধোলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা দ্বারা অসাধু কৰ্ম্ম করাইয়া থাকেন, ইত্যাদি বৃঃ আঃ। জীবমাত্রেরই যে, দেবাদিভাব-প্রাপ্তি, ইহা ঈশ্বর নিমিত্তক, এইটি দেখাইবার জন্তই মধ্যে কৰ্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতেছেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

“ন কৰ্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ” ॥ ৩৫ ॥ (ঐ)

এ বিষয়ের আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন, কৰ্ম্মদ্বারা ঈশ্বরনিষ্ঠ বৈষম্যাদি দোষ নিরাকৃত হয় না,—কি জন্ত? উত্তর—কৰ্ম্মের কোনরূপ বিভাগ না থাকায়; সৃষ্টির পূৰ্বে সৰ্ব্বত্র ব্রহ্ম মাত্রই ছিলেন; ইত্যাদি (ছাঃ ৬।২।১) বেদবাক্যে; ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অণুবস্তুর অসম্ভাব প্রতীতি হওয়ায় সৃষ্টির পূৰ্বে ব্রহ্মবিভক্ত কোনরূপ কৰ্ম্মই লক্ষিত হয় না, এইরূপ পূৰ্ব্বপক্ষের মীমাংসা করিতেছেন, ব্রহ্ম যেরূপ অনাদি, ঐরূপ জীবের কৰ্ম্মও অনাদি স্বীকার আছে। সুতরাং পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব কৰ্ম্মানুসারে জীবকে উত্তর উত্তর কৰ্ম্মে ঈশ্বর নিয়োজিত করেন, এজন্য ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষ অযুক্ত। স্মৃতিতেও (ভবিষ্যপুরাণ) এ বিষয়ের প্রমাণ আছে,—‘পুরুষের পূৰ্ব্ব কৰ্ম্মানুসারেই বিষ্ণু জীবকে পুণ্যপাপাদি করাইয়া থাকেন’, সুতরাং কৰ্ম্মের অনাদিত্ব-প্রযুক্ত ঈশ্বরে কোন প্রকারে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না; এদিকে কৰ্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষও (কারণের কারণ অল্প-সম্ভানরূপ দোষ) হইতে পারে না। বীজাকুরবৎ ইহা বিশেষরূপে প্রামাণ্যই আছে। যদি বল, কৰ্ম্মানুসারে ঈশ্বর জীবকে কৰ্ম্ম করান, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বাধীনতা নাই, ইহাও বলিতে পার না। কারণ,—দ্রব্য, কৰ্ম্ম, কাল ইত্যাদি নির্ণায়কগ্রন্থে ইহাদিগের সত্ত্বা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অধীন-রূপে নির্ণীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ‘ঘটকুটীতে প্রভাত’ ভায়ে (কোন

বণিক কুটীঘাটের কর বঞ্চনা-আশয়ে ঘটরক্ষককে গোপনকরতঃ অন্য পথ দিয়া গমন করে কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ অন্ধকার নিশাতে সেই কুটীঘাটেই আসিয়া পড়ে, তখন ঘটপাল সেই বণিককে বিশেষ তাড়নাদি করে, সেইরূপ কর্মের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক দোষ পরিহার কামনায় পুনর্ব্বার কর্মসত্তার তারতম্যানুসারে ঈশ্বরে বৈষম্যদোষ অপরিহার্য্য)। আমাদের মতে কোন-রূপ দোষারোপ করিতে পার না,—কারণ, কর্মসত্তাও ঈশ্বরাধীন স্বীকার করায় তোমরাও বৈষম্যদোষরূপ ফাঁদে পতিত হইলে, কারণ অনাদি জীবস্বভাবানু-সারে ঈশ্বর জীবকে কর্ম করান, ঐ স্বভাব ঈশ্বর অগ্রথা করিতে সমর্থ হইলেও কাহারও তাহা করেন না, এইরূপেই তাঁহাকে অবিষম বলা হইয়া থাকে । (গোবিন্দভাষ্য) ॥” ১৪ ॥

নাদত্তে কস্মচিৎ পাপং ন চৈব স্কৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

অর্থ—বিভুঃ (পরমেশ্বর) কস্মচিৎ (কাহারও) পাপং (পাপ) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না) স্কৃতং চ এব ন (এবং পুণ্যও গ্রহণ করেন না) । অজ্ঞানেন (অবিচার দ্বারা) জ্ঞানং (জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান) আবৃতং (আচ্ছাদিত) তেন (সেই কারণে) জন্তবঃ (জীবসকল) মুহুন্তি (মোহ প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বিভু পরমেশ্বর কাহারও স্কৃতি বা দুষ্কৃতি গ্রহণ করেন না, জীবের স্বরূপ-জ্ঞান অবিচার দ্বারা আবৃত হওয়ায় জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দেহাত্মাভিমানবশে নিজেকে কর্মকর্তা বলিয়া অভিমান করে ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জীবের স্কৃতি ও দুষ্কৃতি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না । জীব-স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ, অবিচার-শক্তি কর্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধদশা-প্রযুক্তই জীব দেহাত্মাভিমানরূপ মোহ লাভ করত আপনাকে ‘কর্মকর্তা’ বলিয়া অভিমান করে ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—নহু যদি বিভুদ্ধস্য জীবস্য তাদৃশকর্মকর্তৃত্বাদি নাস্তীতি ক্বে, তর্হি কোতুকাক্রান্তঃ পরমাত্মা প্রধানং তদগ্লে নিপাত্য তৎপরিণাম-দেহেন্দ্রিয়াদিমতস্তস্য তদ্রচিতবানিত্যাপদ্যতে । যুক্তকৈতৎ, অগ্রথা “এষ উ হেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নীষতে । এষ

উ এবাসাধু কৰ্ম্ণ কারয়তি যমধো নিনীষতে” ইতি—শ্রুতিঃ । “অজ্ঞো
জন্তরনীশোহয়মাঅনঃ সুখদুঃখয়োঃ । ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বাশ্বভমেব
চ ॥” ইতি স্মৃতিশ্চ ব্যাকুপ্যোৎ । তথা চ পাপপুণ্যময়ীমবস্থাং নয়তি ।
প্রযোজকে তস্মিন্ বৈষম্যাদিকং পাপাদিভাগিত্বঞ্চ স্মাদিতি চেত্তত্রাহ,—
নাদত্ত ইতি । বিভূরপরিমিতবিজ্ঞানানন্দোহনন্তশক্তিপূর্ণঃ স্বানন্দৈকরসিকস্ততো-
হন্ত্রোদাসীনঃ পরমাআনাদিপ্রধানবাসনানিবন্ধং বুভুক্ষুং স্ব-সন্নিধিমাত্রপরিণত-
প্রধানময়দেহাদিমন্তং জীবং তদ্বাসনানুসারেণ কৰ্ম্মাণি কারয়ন্ কশ্চিচ্ছীভবন্ত
পাপং স্কৃতঞ্চ নাদত্তে ন গৃহাতি ; এবমুক্তং শ্রীবৈষ্ণবে,—“যথা সন্নিধিমাভ্রোণ
গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে । মনসো নোপকর্তৃহ্যন্তথাসৌ পরমেশ্বরঃ ॥ সন্নিধা-
নাদ্যথাকাশকালাত্মাঃ কারণং তরোঃ । তথৈবাপরিণামেন বিশ্বস্ত ভগবান্
হরিঃ ॥” ইতি । ওদাসীত্তমাত্রেহয়ং গন্ধাদি-দৃষ্টান্তো, ন ত্রিচ্ছায়া অভাবে
তস্মাৎ—“সোহকাময়ত” ইতি শ্রুতত্বাৎ । তর্হি জীবাস্তং বিষমং কুতো বদন্তি,
তত্রাহ,—অজ্ঞানেনেতি । অনাদিতদৈমুখ্যোনাজ্ঞানেন জীবানাং নিত্যমপি
জ্ঞানমাবৃতং তিরোহিতং তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহুন্তি,—সমমপি তং
বিমূঢ়া বিষমং বদন্তি ন বিজ্ঞা ইত্যর্থঃ । আহ চৈবং সূত্রকারঃ—“বৈষম্য-
নৈস্বর্ণ্যে ন সাপেক্ষহ্যন্তথাহি দর্শয়তি”, “ন কৰ্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাতিত্বাৎ”
ইতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—যদি বিশুদ্ধ জীবের তাদৃশ কৰ্ম্মের কর্তৃত্বাদি নাই
ইহা তুমি বল, তাহা হইলে পরমাত্মা কোতুকাক্রান্ত হইয়া, প্রকৃতিকে
তাহার গলে নিক্ষেপকরতঃ প্রকৃতির পরিণাম দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিমান্ তাহার নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছেন—ইহাই বলা যায় । ইহা যুক্তিযুক্তই, অন্যথা ইনি নিশ্চয়ই
তাহাকে সংকৰ্ম্ম করান, যাহাকে এই লোকসমূহ হইতে উদ্ধে নিবার ইচ্ছা
করেন, ইনি নিশ্চয়ই তাহাকে অসাধু কৰ্ম্ম করান, যাহাকে অধোলোকে
নিবার ইচ্ছা করেন,—ইহা শ্রুতি । “অজ্ঞ প্রাণী নিজের সুখ ও
দুঃখের প্রতি কোনরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না, ঈশ্বরের দ্বারা
প্রেরিত হইয়া স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে” এই স্মৃতিও বিশেষরূপে
কুপিত হইবে । তাহা হইলে পাপ ও পুণ্যময়ী অবস্থাতে আনয়ন করিতেছেন ।
অতএব প্রযোজক তাঁহাতে বৈষম্যাদি ও পাপাদিভাগিত্ব হইবে, ইহা যদি বলা
হয়, তদন্তরে বলা হইতেছে—‘নাদত্ত ইতি’ । বিভূ—অপরিমিত বিশেষজ্ঞান-

সম্পন্ন ও আনন্দময় অনন্তশক্তিপূর্ণ, স্বীয় আনন্দরসে সর্বদা রসিক, সেই-
 হেতু অগ্নিত্র উদাসীন পরমাত্মা, অনাদিকাল হইতে প্রধানের (প্রকৃতির)
 বাসনার দ্বারা বদ্ধ, ভোগেচ্ছু, নিজের নিকটবর্তীমাত্র পরিণত প্রধানময় দেহাদিমান্
 জীবকে তাহার বাসনা-অনুসারে অর্থাৎ কর্মফলের অনুরূপ ফলানুসারে কর্মগুলি
 করাইতে করাইতে কোন জীবের পাপ ও পুণ্যকে গ্রহণ করেন না। এই
 প্রকারই শ্রীবৈষ্ণবশাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—“যেমন সান্নিধ্যবশতঃ গন্ধ (ভালমন্দ)
 স্কোভের সঞ্চার করে, মনের উপকর্ষ থাকে না; এই পরমেশ্বরও
 সেই রকম। সন্নিধান-(নিকটবর্তী) বশতঃ যেমন আকাশ ও কালাদি বৃক্ষের
 কারণ হয়, তেমন ভগবান্ শ্রীহরি অপরিণামী হইয়াও সন্নিধিবশতঃ বিশ্বের কর্তা
 বা কারণ হন”—ইহা। ঔদাসীন্যমাত্রেই এই গন্ধাদি-দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে,
 কিন্তু সেই ইচ্ছার অভাবে নহে,—“তিনি কামনা করেন,” ইহা শ্রুত আছে
 বলিয়া। তাহা হইলে জীবগণ তাঁহাকে (আত্মাকে—ঈশ্বরকে) বিষম কেন বলিয়া
 থাকেন? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—‘অজ্ঞানেনেতি’। অনাদিকাল হইতে
 বিমুখতানিবন্ধন অজ্ঞানের দ্বারা জীবসমূহের নিত্যজ্ঞান আবৃত অর্থাৎ তিরোহিত
 হয়; এই কারণেই জীবগণ (সংসারমোহে) মুগ্ধ হয়। সমভাবাপন্ন হইলেও
 তাঁহাকে মূর্খগণ বিষমরূপে বর্ণনা করে কিন্তু বিজ্ঞগণ করেন না।—ইহাই অর্থ।
 সূত্রকারও এই প্রকার বলিয়াছেন—“বৈষম্য ও নৈষম্য নাই, সাপেক্ষত্বহেতু
 সেই রকম দেখাইতেছেন”। অবিভাগহেতু কর্ম নহে, ইহাও বলিতে পার
 না, যেহেতু কর্ম অনাদি ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—বিভূক্ত চিত্ত জীবের তাদৃশকর্ম ও কর্তৃত্বাদি নাই বলিয়া
 যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে কি পরমাত্মা কোতুহলাক্রান্ত হইয়া প্রকৃতি-
 স্বন্ধে দায়িত্ব দিয়া প্রকৃতির পরিণামভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট জীব-
 গণের নির্মাণ করিয়াছেন? শ্রুতি ও স্মৃতিও তো ইহার অনুকূলেই
 দেখা যায় যে, ঈশ্বরই এই বৈষম্যের প্রযোজক, তাহা হইলে তো তাঁহাকেই
 পাপ ও পুণ্যভাগী হইতে হয়। এই আশঙ্কার নিরসন পূর্বক বলিতেছেন
 যে, তিনি বিভূ অর্থাৎ অপরিমিত বিজ্ঞানানন্দপূর্ণ ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন।
 তিনি নিরন্তর স্বীয় আনন্দরস-সাগরে নিমগ্ন স্নতরাং অগ্নিত্র উদাসীন।
 অতএব তিনি অসাধু ও সাধু কর্মের প্রবর্তক নহেন।

জীবগণ অনাদি প্রকৃতি হইতে দেহ লাভ করতঃ স্বীয় বাসনানুসারেই

কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর কোন জীবেরই পাপ ও পুণ্য বিধান করেন না। উদ্ধগতি-বিধায়ক পুণ্য এবং অধোগতি-বিধায়ক পাপ সকলই জীবের প্রাচীন বাসনানুসারেই হইয়া থাকে। ভগবানের অবিজ্ঞাশক্তি কর্তৃক জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীব বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয় এবং জড় দেহে আত্মাভিমানবশতঃ মোহ প্রাপ্ত হয়। এই অজ্ঞানচ্ছন্ন মায়াবদ্ধজীবগণ কখনও নিজদিগকে কর্মের কর্তা বলিয়া অভিমান করে; আবার কখনও ভগবানই সব করাইতেছেন বলিয়া তাঁহার উপর বৈষম্য-দোষ আরোপ করিয়া থাকে। জীবের এতাদৃশ অবস্থার জন্য শ্রীভগবানের উপর বৈষম্য ও নৈষ্ণ্য আরোপ করা যায় না। তাহা পূর্ব শ্লোকের অন্বভূষণে বর্ণিত হইয়াছে।

গীতার এই শ্লোকের অন্বরূপ শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“নাদত্ত আত্মা হি গুণং ন দোষং ন ক্রিয়াফলম্।

উদাসীনবদাসীনঃ পরাবরদৃগীশ্বরঃ ॥” (৬।১৬।১১)

অর্থাৎ আত্মা সুখ বা দুঃখ অথবা কর্মফলজনিত রাজ্যাদি কিছুই গ্রহণ করেন না, তিনি—কারণ ও কার্যের স্রষ্টা এবং দেহাদি-পারতন্ত্র্যশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। আমার ও আপনাদের এতাদৃশ ভাব না থাকায় শোক করা কর্তব্য নহে ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) আত্মনঃ (ভগবানের) জ্ঞানেন (জ্ঞানের দ্বারা) যেষাং (যাহাদিগের) তৎ (সেই) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) নাশিতম্ (বিনষ্ট হইয়াছে) তেষাম্ (তাঁহাদিগের) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আদিত্যবৎ (আদিত্য-প্রভার ন্যায়) তৎপরম্ (সেই অপ্রাকৃত জ্ঞানকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যাহাদের ভগবানের জ্ঞানদ্বারা সেই অবিজ্ঞাজনিত দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া, অবিজ্ঞা বিনাশপূর্বক পরম জ্ঞানস্বরূপ অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জ্ঞান দুই প্রকার,—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহাকে

প্রাকৃত বা জড়প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বলি, তাহাই জীবের ‘অজ্ঞান’ বা অবিজ্ঞা; অপ্রাকৃত জ্ঞানই ‘বিজ্ঞা’। যে-সকল জীবের অপ্রাকৃত-জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হয়, তাঁহাদের নিকট পরমজ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদ্ভূত হইয়া অপ্রাকৃত পরতত্ত্বকে প্রকাশ করে ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—বিজ্ঞা ন মুহুন্তীত্যেতদাহ,—জ্ঞানেনেতি। “সর্বং জ্ঞানপ্লবেন” ইতি, “জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাগ্নি” ইতি, “ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্” ইতি চোক্তমহিমা সদগুরুপ্রসাদলব্ধেন স্বপরাঅবিষয়কেণ জ্ঞানেন যেষাং সংপ্রসঙ্গিনাং তদৈমুখ্যমজ্ঞানং নাশিতং প্রধ্বংসিতং তেষাং তজ্জ্ঞানং কর্তৃপরং প্রকাশয়তি। দেহাদেঃ পরং জীবং বৈষম্যাদিদোষাং পরমীশ্বরঞ্চ বোধয়তি। আদিত্যবং যথা রবিকৃদিত এব তমো নিরস্তান্ যথাবদ্বস্তু প্রদর্শয়তি, তথা সদগুরুরূপদেশলব্ধমাত্মজ্ঞানং যথাবদাত্মবস্থিতি। অত্র বিনষ্টাজ্ঞানানাং জীবানাং বহুত্বং নিগদতাপার্থসারথিনা মোক্ষে তেষাং তদর্শিতং ঔপাধিকত্বং তস্মৈ প্রত্যুক্তং “নেমে জনাধিপাঃ” ইত্যাশ্রয়মুক্তং চ তৎ সোপপত্তিকমভূৎ ॥ ১৬ ॥

বজ্রানুবাদ—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হন না; ইহাই বলা হইতেছে—‘জ্ঞানেনেতি’। “সমস্তই জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা” ইতি (৪।৩৬)। “জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মগুণি” (৪।৩৭) ইহা, “নাই জ্ঞানের সদৃশ” (৪।৩৮) ইহা উক্ত মহিমার দ্বারা সদগুরুর প্রসাদের দ্বারা লব্ধ স্ব ও পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা, যেই সংসর্গদের তদৈমুখ্যরূপ অজ্ঞানকে নাশ বা ধ্বংস করে, তাঁহাদের সেইজ্ঞান কর্তৃস্বরূপকে প্রকাশিত করে। দেহাদিভিন্নজীবকে এবং বৈষম্যাদিদোষ রহিত পরম ঈশ্বরকেও জানাইয়া দেয়। সূর্যের গ্রাস,—যেমন সূর্য উদয় হইলেই, অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া যথাযথভাবে (জগতের) সমস্ত বস্তুকে প্রদর্শন করায়, তেমন সদগুরুর উপদেশলব্ধ আত্মজ্ঞান যথাযথভাবে আত্মতত্ত্ববিষয়ক বস্তুকে প্রদর্শন করায়। এখানে অজ্ঞান-বিনষ্ট জীবগণের বহুত্বকে বলিবার ইচ্ছায়, পার্থসারথির দ্বারা মোক্ষে তাহাদের তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, ও জীবের ঔপাধিকত্ব প্রত্যুক্ত হইয়াছে। “এই জনাধিপগণ নহে” এই উপক্রমে উক্ত এবং তাহাও উপপত্তিমূলক হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

অনুভূষণ—বিজ্ঞেরা কিন্তু মুগ্ধ হন না, তাহাই বলিতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্লোকে যে জ্ঞানের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সদগুরুর কৃপায় সেই আত্ম ও পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান তাহাদের হয়, তাঁহাদের ভগবদৈমুখ্য-

জনিত অজ্ঞান নাশ প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সদগুরুর কৃপালব্ধ তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে দর্শন হইয়া থাকে। বদ্ধজীবের অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় বহুরূপ-উপাধি দৃষ্ট হইলেও, অপ্রাকৃত-জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান-বিনষ্ট-জীবগণের উপাধি-সম্বন্ধ থাকে না। সূর্য্যের দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝা যায় যে, সংসার-দশায় জীবের জ্ঞানাবৃত-অবস্থা আর মোক্ষদশায় উহা বিকাশ লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“বিদ্যাবিভে মম তন্ বিদ্যুদ্বব শরীরিণাম্।

মোক্ষবন্ধকরী আত্মে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥” (১১।১১।৩)

অর্থাৎ হে উদ্ধব, অবিদ্যা এবং বিদ্যা এই উভয়ই মদীয় মায়্যা-বিরচিত অনাদি মদীয় শক্তিস্বরূপ ও জীবগণের বন্ধ-মোক্ষহেতু বলিয়া জানিবে।

‘বিদ্যা’—‘নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিভেতি ভণ্যতে।’

‘অবিদ্যা’—‘দেহোহহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥’

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্মে পাই,—

“পরমেশ্বর কাহাকেও বন্ধ করেন না; কাহাকেও মোচনও করেন না। কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্মানুসারে অজ্ঞান ও জ্ঞান যথাক্রমে বন্ধন ও মোচন করে। কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব তাহাদের প্রযোজকত্ব প্রভৃতি বন্ধনকারী এবং অনাসক্তি, শান্তি প্রভৃতি মোচনকারী প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। কিন্তু পরমেশ্বরের অন্তর্য্যামিত্বেই প্রকৃতির সেই সেই ধর্ম্ম উদ্ভূত হয়, এই প্রকার আংশিকভাবে তিনি প্রযোজক, ইহাতে তাঁহাতে বৈষম্য ও নৈস্ব্যগতা দোষের স্থান নাই।”

“যদি প্রশ্ন হয় যে, ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও অভক্তগণকে নিগ্রহকারী পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈস্ব্যগতা দোষ হয় না কি? উত্তর—না, কেননা, দুষ্টপুত্রকে শাসনকারিণী মাতার পক্ষে শাসনই যেমন পুত্রের প্রতি মাতার অনুগ্রহ; সর্ব্বত্র সমদর্শী পরমেশ্বরের পক্ষে তাঁহার নিগ্রহ যে দণ্ডরূপ অনুগ্রহই এবিষয়ে সন্দেহ কি?”

শ্রীভগবানের হস্তে যে সকল অস্ত্র নিহত হন, তাহাদের দুষ্কৃত-ফল নরকসহ নিপাত ও সংসার-হইতে পরিভ্রাণহেতু তাঁহার নিগ্রহ অনুগ্রহ বলিয়া নির্ণীত। শ্রীহরি হতারিগতিদায়কত্বগুণ-বিশিষ্ট ॥ ১৬ ॥

তত্ত্ব ক্রয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধুতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থ—তৎ-বুদ্ধয়ঃ (পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট) তৎ-আত্মনঃ (তন্ননস্কা অর্থাৎ তাঁহারই ধ্যানশীল যাঁহারা) তৎ-নিষ্ঠাঃ (তাঁহাতেই একমাত্র যাঁহারা নিষ্ঠাবান্) তৎ-পরায়ণাঃ (তদীয় শ্রবণ-কীর্তন-পরায়ণ যাঁহারা) জ্ঞান-নিধুত-কল্মষাঃ (জ্ঞান অর্থাৎ বিচার দ্বারা সমস্ত অবিজ্ঞা নষ্ট হইয়াছে যাঁহাদের তাঁহারা) অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তি) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অপ্রাকৃত স্বরূপ পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা প্রযুক্ত হইয়াছে ও যাঁহারা তাঁহারই শ্রবণ, কীর্তনকে পরমাশ্রয় করিয়াছেন এবং বিচার দ্বারা যাঁহাদের সমস্ত অবিজ্ঞা নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা অপুনরাবৃত্তিরূপ-মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ।

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই অপ্রাকৃতস্বরূপবিশিষ্ট পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা গতি লাভ করে, তাঁহারা বিচার দ্বারা অবিজ্ঞারূপ কল্মষ ধোত করত অপুনরাবৃত্তিরূপ ‘মোক্ষ’ লাভ করেন । আমাতে যাঁহাদের অপ্রাকৃত রতি, তাঁহাদের আর জড়রতি হয় না ; তখন তাঁহারা আমারই শ্রবণ-কীর্তনের প্রিয় হইয়া পড়েন ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—পরমাশ্রয়বৈষম্যাди-ধ্যায়তাং ফলমাহ,—তদিতি তস্মি-
স্তদবৈষম্যাদিকে গুণগণে বুদ্ধিনিশ্চয়াত্মিকা যেষাং তে । তদাত্মানস্তন্নিবিষ্ট-
মনসঃ তন্নিষ্ঠাস্ততাংপর্যবস্তস্তৎপরায়ণাস্তৎসমাশ্রয়াঃ ; এবমভ্যাস্তেন তদবৈষম্যাদি-
গুণজ্ঞানেন নিধুতকল্মষা বিনষ্ট-তদ্বৈমুখ্যাঃ সন্ত অপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং
গচ্ছন্তীতি ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—পরমাশ্রিতে অবৈষম্যাदि-ধ্যানকারী ব্যক্তিগণের ফলের বিষয় বলা হইতেছে—‘তদিতি’, সেই তাহার অবৈষম্যাदि-গুণসমূহে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যাঁহাদের তাঁহারা । তদগত আত্মাগণ অর্থাৎ তাঁহাতে নিবিষ্টমনা ব্যক্তিগণ, তন্নিষ্ঠাঃ—তাঁহার তাৎপর্যজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, তৎপরায়ণ শব্দের অর্থ তাঁহাকে সম্যগ্রূপে আশ্রিত ব্যক্তিগণ । এইভাবে অভ্যাস্ত তৎবৈষম্যাदिগুণজ্ঞানের দ্বারা নিধুত কল্মষ ; অর্থাৎ ভগবৎ-বিমুখতা নষ্টকারী ব্যক্তিগণ অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তিকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

অনুব্রূষণ—পরমাত্মা শ্রীহরিতে অবৈষম্যাদিগুণ-ধ্যানকারী ব্যক্তিগণের ফল বলিতেছেন। ষাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইয়াছে যে শ্রীভগবানে কোন বৈষম্য বা নির্দয়তা নাই, তাঁহারা তাঁহার প্রতি নিবিষ্টমনা হইয়া তাঁহাকে সম্যক আশ্রয় করেন, তাহার ফলে যাবতীয় কল্মষ ও ভগবদ্ভিমুখতা দূরীভূত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন, ‘বিদ্যাদ্বারা জীবাশুজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরমাত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদুক্তিতে পাওয়া যায়,—‘ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ’ একমাত্র ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবান্ গ্রাহ অর্থাৎ গ্রহণ করা যায়, জানা যায়। অতএব পরমাত্মজ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানীদিগেরও বিশেষরূপে ভক্তি-পথ আশ্রয় করা কর্তব্য। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ আরও বলিয়াছেন যে, তন্নিষ্ঠ বা তৎপরায়ণ-শব্দে ‘তদীয় শ্রবণ-কীর্তন-পরায়ণ’ ॥ ১৭ ॥

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নো ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থ—বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নো ব্রাহ্মণে (বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে) শ্বপাকে চ (এবং চণ্ডালে) গবি (গাভীতে) হস্তিনি (হাতীতে) শুনি চ এব (এবং কুকুরে) পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিগণ) সমদর্শিনঃ (সমদৃষ্টি-সম্পন্ন) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানিগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন-ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে, এবং কুকুরে সমদর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অপ্রাকৃতগুণলব্ধ জ্ঞানীসকল প্রাকৃতগুণকৃত উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপ যে বৈষম্য, তাহা পরিত্যাগ পূর্বক বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন-ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালসকলের প্রতি সমদর্শন-প্রযুক্ত ‘পণ্ডিত’ সংজ্ঞা লাভ করেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীবলদেব—তান্ স্তোতি,—বিদ্যেতি। তাদৃশে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে চেতি কৰ্ম্মণৈতৌ বিষমৌ গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতৈর্যেতে বিষমাঃ ; এবং বিষমতয়া সৃষ্টেষু ব্রাহ্মণাদিষু যে পরমাত্মানং সমং পশুন্তি, ত এব পণ্ডিতাঃ। তৎ-কৰ্ম্মানুসারিণী তেন তেষাং তথা তথা সৃষ্টিঃ, ন তু রাগদ্বেষানুসারিণীতি ;—পৰ্জ্জগৎ সৰ্ব্বত্র সমঃ পরমাত্মেতি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহাদিগকে স্তব করিতেছে (অর্থাৎ তাহাদের প্রশংসা করা হইতেছে)—‘বিত্তেতি’, তাদৃশ ব্রাহ্মণ এবং শ্বপাকে (চণ্ডালে) এই কৰ্ম্মের দ্বারা এই বিষম, গরু, হস্তী ও কুকুরে, এখানে জাতিতেও ইহারা বিষম । এইভাবে বিষমরূপে সৃষ্ট ব্রাহ্মণাদিতে যাঁহারা পরমাত্মাকে সমানরূপে দেখেন, তাঁহারাই প্রকৃত পণ্ডিত । তাহাদের কৰ্ম্মানুসারী হইয়া তাহার দ্বারা সেই সেই রূপে অর্থাৎ জাতি ও যোনি প্রভৃতি-ভিন্নরূপে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে । রাগ বা দ্বেষের বশবর্তী হইয়া তাহারা সৃষ্ট হয় নাই । —মেঘের জায় সর্বত্রই পরমাত্মা সমান (কোথায়ও তাঁহার বৈষম্য নাই) ইতি ॥ ১৮ ॥

অনুব্রূষণ—জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের দর্শন কি প্রকার ? তাহা বলিতেছেন । যদিও বিভিন্ন কৰ্ম্মানুযায়ী বদ্ধজীব গুণতারতম্যে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী ও কুকুর-দেহ লাভ করিয়াছে, তথাপি সকলের মধ্যেই অন্তর্যামী-সূত্রে এক পরমাত্মা বাস করিতেছেন । জ্ঞানিগণ কিন্তু বাহ্যভেদ-দর্শন না করিয়া, সকলের মধ্যেই বিরাজমান সেই পরমাত্মাকেই দর্শন করেন । এইরূপ দর্শনকারী ব্যক্তিগণই প্রকৃত পণ্ডিত । বর্ষাকালে বারিধারা যেমন সর্বত্র সমভাবে নিপতিত হয়, পরমাত্মাও সেইরূপ সকলের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও,—মহাভাগবতের দর্শন সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

“স্বাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।

সর্বত্র স্মুরয়ে তার ইষ্টদেব মূর্তি ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“ব্রাহ্মণে পুরুষে স্তেনে ব্রহ্মণ্যর্কে স্মুলিঙ্গকে ।

অক্রুরে ক্রুরকে চ সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥” (১১।২৯।১৪)

‘সমদৃক্’ শব্দে শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“সমং মামেব ব্রহ্ম একরূপং সর্বত্র পশ্যন্”

সর্বদেহে একই স্বরূপবিশিষ্ট-জীবাত্মা বাস করেন বলিয়া, আত্মদর্শীই—সমদর্শী । ইহা শ্রীভগবান্ গীতার ৬।৩২ শ্লোকে বলিবেন—“আত্মোপম্যোহি ।” সকলের মধ্যে এক ভগবান্ বিরাজ করেন বলিয়া সকলকে ভগবান্ মনে করা কিন্তু নিতান্ত অপরাধের পরিচয় ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (সমত্বে) স্থিতং (অবস্থিত) ইহ এব (ইহলোকেই) তৈঃ (তাঁহাদিগের দ্বারা) সর্গঃ (সংসার) জিতঃ (পরাভূত) হি (যেহেতু) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) নির্দোষং (নির্বিকার) সমং (সমভাবযুক্ত) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (তাঁহারা) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) স্থিতাঃ (অবস্থিত থাকেন) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহাদের মন সমতায় অবস্থিত থাকে, তাঁহাদিগের দ্বারা ইহ-লোকেই সংসার পরাভূত হয়, যেহেতু ব্রহ্ম সম ও নির্বিকার সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত থাকেন । অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাঁহাদিগের মন সাম্যে স্থিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহ-লোকেই ‘সর্গ’ অর্থাৎ সংসার জয় করিয়াছেন । ব্রহ্মসমত্বপ্রযুক্ত তাঁহারা নির্দোষ ; অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—ইহেতি । ইহ সাধনদশায়ামেব তৈঃ সর্গঃ সংসারো জিতঃ পরাভূতঃ । কৈঃ ?—যেষাং মনঃ সাম্যেহবৈষম্যাখ্যে ব্রহ্মধর্ম্মে স্থিতং নিবিষ্টম্ । কুতো ব্রহ্মাবিষমম্ ? তত্রাহ,—নির্দোষং হীতি । হি যতো ব্রহ্ম নির্দোষং রাগদ্বेषশূন্যমতঃ সমমবিষমমিত্যর্থঃ । যতো ব্রহ্মণ্যবৈষম্যাদিকং নিশ্চিক্যাস্তস্মাৎ প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্তোহপি তে ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ মুক্তিস্তেষাং সুলভেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘ইহেতি’, এই সংসারে সাধন-দশাতেও তাঁহাদের কর্তৃক সর্গ অর্থাৎ সংসার জিত—পরাভূত হইয়া থাকে । কাঁহাদের দ্বারা ?—যাঁহাদের মন সাম্যে অর্থাৎ অবৈষম্যাখ্য-ব্রহ্মধর্ম্মে (ব্রহ্মস্বরূপে) নিবিষ্ট হইয়াছে । কি জন্য ব্রহ্মের অবিষমতা ? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—‘নির্দোষং হীতি’, নিশ্চয় যেই হেতু ব্রহ্ম নির্দোষ অর্থাৎ রাগ-দ্বेष-শূন্য অতএব সম অর্থাৎ অবিষম । যেই-হেতু ব্রহ্মেতে রাগদ্বেষশূন্য-অবিষমাদি বিশেষরূপে ধারণা করেন, সেই-হেতু সংসারে বর্তমান থাকিলেও, তাঁহারা ব্রহ্মেতেই অবস্থান করেন, এইজন্য মুক্তি তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় সুলভ ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—এইরূপ দর্শনকারী ব্যক্তি সাধনদশাতেও সংসার জয় করিয়া থাকেন । কেহ যদি পূর্বপক্ষ করিয়া বলেন যে, শাস্ত্রে এই বিধান দৃষ্ট হয়

যে, যথাযোগ্য ব্যক্তিকেই যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া কর্তব্য। তদন্তরে বলা যায় যে, এই সাধারণ বিধি সমদর্শী পণ্ডিতগণ জীবদ্দশাতেই অতিক্রম করিয়াছেন। বিষয় সমূহ বিষম হইলেও, সর্বভূতে পরমাত্মা সমভাবেই বিরাজমান। ইহা যাহারা ঐকান্তিক বিশ্বাসের সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই সমদর্শী। তাঁহারা জানেন যে, ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমঃ তিনি কোন দোষের সহিত সংযুক্ত নহেন। কারণ তিনি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ।

শ্রুতিও বলেন,—

“অসঙ্গো হয়ং পুরুষঃ,”

“সূর্যো যথা সর্বলোকস্ত চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্কাহদোষৈঃ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ ॥”

সুতরাং যাহারা এইপ্রকারে সমদর্শী, তাঁহারা সাম্যে স্থিত হওয়ায়, সাংসারিক বিধিবাধ্য নহেন।

এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বৈষ্ণবের কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-ভেদে যে তারতম্য বিচার আছে, এবং ত্রিবিধ বৈষ্ণবের ত্রিবিধভাবে সেবার বিধান আছে, যেমন কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি, উত্তমে শুশ্রূষা, ইহা কিন্তু উপরিউক্ত সমদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে না। করিলে অপরাধী হইতে হইবে।

কেবল সাধারণ জীব-সাম্যে ও অন্তর্ধ্যামী-সূত্রে সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান পরমাত্ম-সাম্যেই উক্ত সমদর্শন বিচারিত হইয়াছে। উহার ফল কেবলমাত্র মোক্ষই দেখান হইয়াছে। পরমপুরুষার্থ বা পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেমার নিকট মোক্ষও নিকৃষ্ট ॥ ১৯ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মবিৎ) ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (নিশ্চলা বুদ্ধি যাহার) অসংমূঢ় (মোহশূন্য) প্রিয়ং প্রাপ্য (ইষ্টবস্তু লাভ করিয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (প্রহৃষ্ট হন না) অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ (এবং অপ্রিয় বস্তু লাভ করিয়াও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি, মোহশূণ্য ব্রহ্মবিৎ প্রিয়বস্ত লাভ করিয়া প্রচুর আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয়বস্ত পাইয়াও উদ্বিগ্ন হন না ॥ ২০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ করত বাহ্যে অনাসক্তমনা হইয়া স্থিরবুদ্ধি হন; জড়জগতের প্রিয়বস্ত-লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয়-লাভে উদ্বিগ্ন স্বীকার করেন না ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—ব্রহ্মণি স্থিতস্ত লক্ষণমাহ,—নেতি । বর্তমানে দেহে স্থিতঃ প্রারন্ধাকৃষ্টং প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ প্রাপ্য ন গ্রহণ্যেয়ং চোদ্বিজ্ঞেৎ । কুতঃ?—স্থিরা স্বাশ্রয়ানি বুদ্ধ্যিষ্যন্ত সং; অসংমূঢ়োহনিত্যেন দেহেন নিত্যমাশ্রয়ানমেকীকৃত্য মোহং ন লব্ধঃ; ব্রহ্মবিৎ তাদৃশং ব্রহ্মানুভবন্ । এবং লক্ষণো ব্রহ্মণি স্থিতো বোধ্যঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মেতে স্থিত ব্যক্তির লক্ষণের কথা বলা হইতেছে—‘নেতি’ । বর্তমান (এই পার্থিব) দেহে অবস্থিত হইয়া প্রারন্ধাকৃষ্ট—অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত প্রিয় ও অপ্রিয় ভোগ্যবস্ত লাভ করিয়াও যিনি আনন্দিত হন না এবং উদ্বিগ্ন হন না । কি হেতু?—স্থিরা—স্বীয় আশ্রাতে বুদ্ধি যাঁহার তিনি, অসংমূঢ়—(সর্বদা সচেতন) জ্ঞানী ব্যক্তি এই অনিত্য দেহের সহিত নিত্য আশ্রাকে একত্রীভূত করিয়া মোহের ভাগী হন না । ব্রহ্মবিৎ শব্দের অর্থ তাদৃশ ব্রহ্মকে অনুভবকারী । এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রহ্মে অবস্থান করেন, জানিবে ॥ ২০ ॥

অনুব্রুণ—ব্রহ্মে অবস্থিত ব্যক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, তিনি এই দেহে অবস্থানকালে প্রারন্ধফলে প্রিয় ও অপ্রিয় যে বস্তুই লাভ করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার হর্ষ ও বিষাদ হয় না, কারণ তিনি অসংমূঢ় অর্থাৎ দেহাশ্রাভিমান না থাকায় মোহের অতীত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মবিৎ হওয়ায় ব্রহ্মানুভাবে স্থির-বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন । সুতরাং তাঁহার পক্ষে হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই ॥

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার “দুঃখেষুদ্বিগ্নমনাঃ” (২।৫৬) শ্লোক আলোচ্য ॥ ২০ ॥

বাহুস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

অর্থ—বাহুস্পর্শেষু (বিষয়স্থে) অসক্তাত্মা (অনাসক্তমনা) আত্মনি

(জীবাত্মাতে) যৎ সুখম্ (যে সুখ) [তৎ—সেই সুখ] বিন্দতি (লাভ করেন)
সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্ম হইয়া, অর্থাৎ স্বস্বরূপে পরমাত্মাকে
প্রাপ্ত হইয়া) অক্ষয়ম্ সুখম্ (অক্ষয় সুখ) অশ্নুতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—বিষয়স্থে অনাসক্ত-চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি, স্বীয় আত্মগত চিংসুখ
লাভ করেন । তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্ম হইয়া অর্থাৎ পরমাত্ম-সমাধিযোগে,
অক্ষয়সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তিনি চিদগত সুখ লাভ করেন ; তিনি ব্রহ্মযোগযুক্ত
হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব—পৌরোহিত্যেণ স্বপরাত্মানাবনুভবতীত্যাহ,—বাহেতি ।
বাহুস্পর্শেষু শব্দাদিবিষয়ানুভবেষসক্তাত্মা সন্ যদাত্মনি স্বস্বরূপেহনুভূয়মানে
সুখং তদাদৌ বিন্দতি, তদন্তরং ব্রহ্মণি পরমাত্মনি যোগঃ সমাধিস্তদযুক্তাত্মা
সন্ যদক্ষয়ং মহদনুভবলক্ষণং সুখং, তদশ্নুতে লভতে ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্বে ও পরে স্বীয় আত্মা ও পরমাত্মাকে অনুভব করেন
ইহাই বলা হইতেছে—‘বাহেতি’, বাহুস্পর্শে অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়ের অনুভব-
বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া যখন আত্মাতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ অনুভব করিতে
থাকেন, তখন প্রথমে সেই সুখ লাভ করিতে পারেন । তারপরে ব্রহ্মে
অর্থাৎ পরমাত্মাতে যোগ অর্থাৎ সমাধিযুক্ত হইয়া থাকেন । যেই মহৎ-
আত্মানুভবরূপ অক্ষয় সুখ, তাহাই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—শব্দাদি-বাহুব্যাপারসমূহ কেবল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই অনুভূত
হয়, তাহা কিন্তু আত্মার ধর্ম নহে । কিন্তু যাহারা বাহু-বিষয়ে অনাসক্ত
হইয়াছেন, তাঁহারা প্রথমেই স্ব-স্বরূপভূত সুখ অনুভব করিতে পারেন, এবং
তৎপরে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাতে সমাধিযুক্ত হওয়ার ফলে, পরমাত্মানুভবরূপ অক্ষয়
সুখ লাভ করিয়া থাকেন ।

শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়,—

“যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্ ।

তৃষণাক্ষয়স্থশ্রুতে নার্ততঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥”

সুতরাং বাহুবিষয়োপভোগ-জনিত ক্ষণিক সুখের লোভ সংবরণকরতঃ
ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্বক চিত্তত্বের আলোচনায় ব্রহ্মে মন
স্থির করিতে পারিলে, অক্ষয় ও অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায় ।

এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই জাতীয় আত্মসুখ বা ব্রহ্ম-
সুখাপেক্ষা আবার ভগবদ্-সেবাসুখ অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শ্রীগুরু-
বৈষ্ণবের আত্মগত্যে শ্রীভগবানের সেবাসুখ-অপেক্ষা অধিক মঙ্গলের আর
কিছু নাই। উহাই সর্বোপরি নিঃশ্রেয়সপদবাচ্য।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীগীতার “পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে” (২।৫২) শ্লোক আলোচ্য ॥২১॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।

আতন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

অর্থ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) যে ভোগাঃ (যে সকল সুখ)
সংস্পর্শজাঃ (বিষয়-সংস্পর্শজনিত) তে হি (সে সকল নিশ্চয়) দুঃখযোনয়ঃ
এব (দুঃখের হেতু)। আতন্তবন্তঃ (এবং আদি-অন্ত বিশিষ্ট) বুধঃ (জ্ঞানী
ব্যক্তি) তেষু (তাহাতে) ন রমতে (অনুরক্ত হন না) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যে সকল সুখ বিষয় হইতে জাত, সে সকল
নিশ্চয় দুঃখেরই হেতু। কারণ তাহা আদি ও অন্ত-বিশিষ্ট, সুতরাং জ্ঞানিগণ
তাহাতে অনুরক্ত হন না ॥ ২২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এরূপ বিবেকবান্ পুরুষ ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয়-সুখে
আবদ্ধ হন না। ইন্দ্রিয়ার্থ-জনিত সুখ দুঃখকেই প্রসব করে; তাহা কেবল
সংস্পর্শ হইতে জাত হয়, অতএব আদি ও অন্তবিশিষ্ট বলিয়া ‘নিত্য’ নয়।
হে কৌন্তেয়! সেইসকল অনিত্য-সুখে পূর্বোক্ত পণ্ডিত-ব্যক্তি কোনক্রমেই
রতি লাভ করেন না; দেহঘাতার জন্ম কেবল তৎসম্বন্ধি-কর্মসকল নিকাম-
রূপে স্বীকার করেন ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব—অদৃষ্টাক্ষেপে বিষয়ভোগেধনিত্যত্ববিনিশ্চয়ার সজ্জতীত্যাহ,
—যে হীতি। সংস্পর্শজা বিষয়জন্মা ভোগাঃ সুখানি। স্মৃটমগ্নং ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অদৃষ্টবশতঃ বিষয়-ভোগেতে আকৃষ্ট হইলে, উহার অনিত্যত্ব
সম্পর্কে নিশ্চয়ান্বিত হইয়া, তাহাতে কখনও নিমজ্জিত অর্থাৎ আসক্ত হন না,
ইহাই বলা হইতেছে—‘যে হীতি’, সংস্পর্শ জন্ম অর্থাৎ বিষয়-জনিত ভোগ-
সুখসকল। অন্যগুলি অতিশয় সহজ ॥ ২২ ॥

অনুভূষণ—বিবেকবান্ ব্যক্তি অদৃষ্টক্রমে বিষয়ভোগ প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে অনিত্যত্ব-বোধ থাকায় আসক্ত হন না।

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শজনিত যে সমস্ত সুখ উদ্ভূত হয়, তাহা সকলই দুঃখের কারণস্বরূপ ; কারণ উহা রাগ ও দ্বেষমূলক আত্মন্ত-বিশিষ্ট। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে,—

“যাবন্তঃ কুরুতে জন্তু সন্তান্ মনসঃ প্রিয়ান্।

তাবন্তোহস্ত নিখন্তন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥”

অর্থাৎ জীব, প্রিয় বস্তুর সহিত যতদিন মনের সম্বন্ধ স্থাপন করে, ততদিন শোক-শলাকা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে থাকে। অতএব এই বাহ্যবিষয়-প্ৰীতি যতদিন পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, ততদিনই তাহা দুঃখের হেতুভূত হইয়া থাকে। এই সুখের উদ্ভব ও লয় আছে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগে সুখের অনুভব হয় এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগের অবসানে সুখের বিয়োগ হয়। এই সুখ ক্ষণিক মিথ্যাভূত এবং ক্লেশের কারণস্বরূপ জানিয়া বিবেকী ব্যক্তি কখনই তাহাতে প্ৰীতি অনুভব করেন না, শ্রীমদ্ গোড়াচার্য্য লিখিয়াছেন,—

‘আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেহপি তৎ তথা।’

পাতঞ্জল দর্শনেও আছে,—

“পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈশ্চ গুণ-

বৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ।”

অর্থাৎ পরিণামে তাপ, ভোগকালেও দুঃখ, পশ্চাতেও দুঃখপ্রদ এবং সত্ত্বাদি-গুণের বিরোধ হয় বলিয়া, বিবেকী ব্যক্তিগণ সকলই দুঃখরূপ মনে করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবত্শ্রুব ভূয়োহপ্যোবাভিবর্দ্ধতে ॥”

অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশের বিষয়ও শুনিতে পাওয়া যায়। “অবিজ্ঞাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।” পণ্ডিতগণ চিত্তত্ব-আলোচনাক্রমে চিদ-রস আন্বাদনকরতঃ পার্থিব জড়ীয়-রসে

আর আসক্ত হন না, দেহযাত্রা-নির্কাহোপযোগী বিষয়-সমূহ নিকামভাবে স্বীকার করেন মাত্র ॥ ২২ ॥

শক্লোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স স্তুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

অর্থ—যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহপাতের পূর্বে) ইহ এব (এ জন্মেই) কামক্ৰোধোদ্ভবং (কাম-ক্রোধ হইতে উদ্ভূত) বেগং (বেগ) সোঢ়ুং (সহ করিতে) শক্লোতি (সমর্থ হন) সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী) সঃ (সেই) নরঃ (মানব) স্তুখী (স্তুখী) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যিনি দেহত্যাগের পূর্বে ইহজন্মেই কামক্রোধ হইতে উদ্ভূত বেগ সহ করিতে সমর্থ হন, তিনি যোগী এবং সেই মানবই স্তুখী ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জড়শরীর-ত্যাগপর্যন্ত বিষয়-স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে জানিয়া যিনি নিকাম-কর্মযোগ-দ্বারা কাম ও ক্রোধের বেগ সহ করিতে সক্ষম হন, তিনিই আত্মসমাধিযুক্ত ও প্রকৃত স্তুখী ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—কামাদি-বেগো হি জ্ঞাননিষ্ঠা প্রতিকুলোহতন্ত্র সহনে প্রযত্নবতা ভাব্যমিত্যাহ,—শক্লোতীতি । কামাৎ ক্রোধোদ্ভবতি যো বেগো মনোনেত্রকোভাদিবপুস্তমিহ তদুদ্ভবকাল এবান্নানুভবপ্রীত্যা যঃ সোঢ়ুং নিরোধুং শক্লোতি শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ যাবচ্ছরীরত্যাগম্ ; স এব যুক্তঃ কৃতাত্ম-সমাধিঃ, স এব স্তুখী আত্মানুভবানন্দবান্ । তথা তদ্বেষগসহনে তীব্রপ্রযত্নো যোগ্যঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—কামাদির বেগ (ভোগকে) জ্ঞান-নিষ্ঠার প্রতিকূল অতএব তাহাকে সহ করার জন্য, অতিশয় যত্নবান্ হওয়া উচিত, ইহাই বলা হইতেছে—‘শক্লোতীতি’, কাম হইতে ও ক্রোধ হইতে যেই বেগ সমুদ্ভূত হয় ; মন ও নেত্রকোভাদি-বিশিষ্ট দেহধারী সেই বেগকে উদ্ভবকালেই আত্মানুভব-প্রীতির দ্বারা যিনি সহ করিতে অর্থাৎ নিরোধ করিতে সক্ষম হন, শরীর-মোক্ষণের পূর্বেই অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত দেহত্যাগ না করেন (ততদিন) ; তিনিই আত্মসমাধিতে যুক্ত হইয়া থাকেন ; তিনিই স্তুখী অর্থাৎ আত্মানুভবে আনন্দিত হন । অতএব (সেই কাম) বেগকে সহ করার জন্য বিশেষ যত্নের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত ॥ ২৩ ॥

অনুব্রূষণ—ভোগাসক্তি যাবতীয় অনর্থের মূল এবং মুক্তিপথের পরিপন্থী। স্তত্রাং নিরতিশয় যত্নের সহিত তাহা পরিহার করা মুমুক্শু ব্যক্তির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ভোগের অন্তর্কূল বিষয়-লাভার্থ অনুরাগাত্মক অভিলাষ বা তৃষ্ণার নাম লোভ বা কাম। নর ও নারীর পরস্পর সংমিশ্রণ-জনিত স্ত্রলভ-বাসনাও কাম শব্দের নিগূঢ় অর্থ। এস্থলে সকল প্রকার বাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই কাম শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। দুঃখের হেতুভূত প্রতিকূল বিষয়-সম্বন্ধে মনের অতিশয় দ্বেষভাবকে ক্রোধ বলা হয়। ইহারা উৎকট হইয়া বেগ নাম ধারণ করে। যিনি দেহ-নাশের পূর্বেই সাবধানতা-সহকারে বিষয়ের আক্রমণ অতিক্রম করতঃ কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ বা সহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সমাহিত যোগী এবং তিনিই স্থখী। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

“প্রাণে গতে যথা দেহঃ স্ত্রুত্বদুঃখে ন বিন্দতি।

তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥”

“আহারনিদ্রাভয়মৈখুনঞ্চ সামান্তমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥”

অতএব কেবল জ্ঞানই একমাত্র মানবদিগকে পশু হইতে বিশেষ করে, জ্ঞান না থাকিলে মানব পশুর সমান হয়। স্তত্রাং জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়-বৈরাগ্যরূপ বলবান্ বান্ধবের সহায়তায় বিষয়াকর্ষণ হইতে দূরে অবস্থান পূর্বক পরমাত্মচিন্তনে সমাহিত হইবেন। নরকূলে তিনিই ধন্য, তিনিই যোগী, তিনিই স্থখী ॥ ২৩ ॥

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

অনুব্রূষণ—যঃ (যিনি) অন্তঃসুখঃ (আত্মাতেই স্থখী) অন্তরারামঃ (আত্মাতেই ক্রীড়াশীল) তথা (সেই প্রকার) যঃ (যিনি) অন্তর্জ্যোতিঃ এব (আত্মাতেই দৃষ্টিযুক্ত) সঃ যোগী (সেই যোগী) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে-অবস্থিত) ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রহ্মে লয়) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যিনি আত্মাতে স্থখী, আত্মাতে আরামশীল এবং যিনি আত্মাতেই দৃষ্টিযুক্ত, সেই যোগী পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া, ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি বাহু-জগতের সুখ, আরাম ও জ্যোতিঃকে ‘অনিত্য’-জ্ঞানে অন্তর্জগতের সুখক্রীড়া ও জ্যোতির্যুক্ত হইয়া ব্রহ্মভূত অর্থাৎ শুদ্ধ-জৈবস্বরূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই যোগী এবং তিনি ‘ব্রহ্মনির্বাণ’ লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—যৎপ্রীত্যা তং সোঢ়ুং শক্তস্তদাহ, —যোহন্তরিতি । অন্তর্বর্ত্তি-নানুভূতেনাত্মনা সুখং যশ্চ সঃ, তেনৈবারামঃ ক্রীড়া যশ্চ সঃ, তস্মিন্বেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যশ্চ সঃ । ঈদৃশো যোগী নিকামকর্মী ব্রহ্মভূতো লব্ধশুদ্ধজৈব-স্বরূপো ব্রহ্মাধিগচ্ছতি পরমাত্মানং লভতে । নির্বাণং মোক্ষরূপং, তেনৈব তল্লাভাৎ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেই প্রীতির দ্বারা তাহা সহ করিতে সক্ষম হয়, তাহাই বলা হইতেছে—‘যোহন্তরিতি’ । অন্তর্বর্ত্তী অনুভূত আত্মার দ্বারা সুখ ঘাঁহার তিনি, তাহার দ্বারাই আরাম—ক্রীড়া ঘাঁহার তিনি । তাহাতেই জ্যোতিঃ—দৃষ্টি ঘাঁহার তিনি । এই জাতীয় যোগী নিকামকর্মী—ব্রহ্মানুভবকারী হইয়া জীবের শুদ্ধস্বরূপ লাভ করতঃ ব্রহ্মকে লাভ করেন অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন । নির্বাণ শব্দের অর্থ মোক্ষ । তাহার দ্বারাই তাহার লাভ হয়, এইজন্য ॥ ২৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত কামক্রোধাদিবেগ সহনের উপায় বলিতেছেন । যিনি আত্মানুভবের দ্বারা সুখ অনুভব করেন, যিনি আত্মারামত্ব লাভ করিয়াছেন, আত্মতত্ত্বেই ঘাঁহার অনুক্ষণ দৃষ্টি, যিনি নিকাম-কর্মযোগাশ্রয়ে ব্রহ্মভূত হইয়া, শুদ্ধ-জীবস্বরূপে উদ্ভূত হইয়াছেন, তিনিই জড়-বিরতিরূপ বৈরাগ্য অনায়াসে লাভ করতঃ ব্রহ্ম বা পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন বা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমুযয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

অর্থ—ক্ষীণকল্মষাঃ (ক্ষীণপাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়-রহিত) যতাত্মানঃ (সংযতচিত্ত) সর্বভূতহিতে রতাঃ (সর্বভূতহিতকার্য্যে রত) ঋষয়ঃ (ঋষিসকল) ব্রহ্মনির্বাণম্ (মোক্ষ) লভন্তে (লাভ করেন) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ক্ষীণপাপ, সংশয়-রহিত, যতচিত্ত, সর্বভূতহিতেরত, ঋষিগণ

ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যতচিত্ত, সৰ্বভূত-হিতকার্যে রত এবং সংশয়-রহিত ক্ষীণপাপ ঋষিসকল ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—এবং সাধনসিদ্ধা বহুবো ভবন্তীত্যাহ,—লভন্ত ইতি । ঋষয়স্তত্ত্বদ্রষ্টারঃ ; ছিন্নদ্বৈধা বিনষ্টসংশয়াঃ । স্মৃটমন্ত্ৰং ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে সাধনসিদ্ধ বহুলোক হন, তাহাই বলা হইতেছে—‘লভন্তে’ ইতি । ঋষিগণ—প্রকৃততত্ত্বদ্রষ্টাগণ, ছিন্নদ্বৈধা—সংশয় নষ্ট হইয়াছে যাঁহাদের তাঁহারা । অন্তগুণি সহজ ॥ ২৫ ॥

অনুভূষণ—প্রকৃত সাধন করিতে পারিলে সিদ্ধি অবশ্যসম্ভাবী । যাঁহারা সকল সংশয় বিনাশ করিতে পারিয়াছেন, চিত্ত সংযম যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, সৰ্বভূতের হিত-সাধনে যাঁহারা রত, সেই সকল ক্ষীণপাপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন । ॥ ২৫ ॥

কামক্ৰোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—কামক্ৰোধ-বিমুক্তানাং (কামক্ৰোধ-বিমুক্ত) যতচেতসাম্ (যত-চিত্ত) বিদিতাত্মনাম্ (আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানবান্) যতীনাং (যতিগণের) অভিতঃ (সৰ্বতোভাবে) ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রহ্মনির্বাণ) বর্ততে (উপস্থিত হয়) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—কামক্ৰোধবিহীন, যতচিত্ত, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানবান্ যতিদিগের ব্রহ্মনির্বাণ সৰ্বতোভাবে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয় ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কামক্ৰোধহীন, যতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ-যতিদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মনির্বাণ সৰ্বতোভাবে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয় । সংসারস্থিত নিকাম-কৰ্ম্মযোগী সদস্য বিচারপূৰ্ব্বক প্রকৃতির অতীত সৎসত্ত ব্রহ্মে অবস্থান করেন ; তাহাতে জড়দুঃখরূপ ক্লেশ-নির্বাণ হয় ; ইহাকেই ‘ব্রহ্মনির্বাণ’ বলে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—ঈদৃশান্ পরমাশ্রয়ানুবর্তত ইত্যাহ,—কামেতি । যতীনাং প্রযত্নবতাং তানভিতো ব্রহ্ম বর্তত ইত্যর্থঃ । যদুক্তং—“দর্শনধ্যানসম্পর্শৈর্মৎস্ত-কৃষ্মবিহঙ্গমাঃ । স্বাশ্রয়ত্যানি পুষ্পন্তি তথাহমপি পদ্মজ” ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই জাতীয় যোগিগণকে পরমাশ্রয়ও অনুসরণ করেন, তাহাই বলা হইতেছে—‘কামেতি’, (আত্মসাধনার প্রতি অতিশয়) যত্নপরায়ণ

যতিদিগের। তাঁহাদের সম্মুখেই ব্রহ্ম আছেন, ইহাই প্রকৃত অর্থ। যাহা বলা হইয়াছে—

“যেমন দর্শন, ধ্যান ও সংস্পর্শের দ্বারা মৎস্কুর্ম ও পাখিগণ স্বীয় সন্তান-গুলিকে পোষণ করে, তেমন হে ব্রহ্মন্! আমিও” ইতি ॥ ২৬ ॥

অনুব্রূষণ—কামক্রোধশূন্য, সংযতচিত্ত, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিগণকে দর্শন-দিবার নিমিত্ত পরমাত্মাও আগ্রহান্বিত থাকেন। তাঁহাদিগের সম্মুখেই বর্তমান থাকেন। যেমন ভগবদ্বক্তিতে আছে যে, মৎস্কু, কুর্ম ও বিহঙ্গমগণ যেরূপ দর্শন, ধ্যান ও সংস্পর্শের দ্বারা তাহাদের সন্তানগুলিকে পালন করে, হে পদ্মজ! আমিও সেইরূপ আমার ভক্তগণের জ্ঞাত করিয়া থাকি। ইহাই শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য-গুণের দৃষ্টান্ত ॥ ২৬ ॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যং চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

অন্বয়—বাহান্ স্পর্শান্ (বাহ্যবিষয়সমূহকে) বহিঃ কৃত্বা (বহিষ্কৃত করিয়া) চক্ষুঃ চ এব (এবং চক্ষুকেও) ভ্রুবোঃ (ভ্রূয়ের) অন্তরে (অন্তর্বর্তী) [কৃত্বা—করিয়া] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ কৃত্বা (সমান করিয়া) যতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়-মন ও বুদ্ধি সংযতকারী) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষপরায়ণ) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ-বিহীন) যঃ মুনিঃ (যে মুনি) সঃ (সেই মুনি) সদা (সর্বদা) মুক্তঃ এব (মুক্তই) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—যিনি শব্দস্পর্শাদি-বাহ্যবিষয়-সকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহারপূর্বক, চক্ষুকে ভ্রূয়ের মধ্যবর্তী রাখিয়া, উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপে উভয় নাসিকায় বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর উদ্ধ' ও অধোগতি রোধপূর্বক তাহাদিগকে সমান করিয়া অর্থাৎ কুস্তক করিয়া জিতেন্দ্রিয়, জিতমনা ও জিতবুদ্ধি, মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ-বিহীন, তিনি সর্বদা অর্থাৎ জীবিত-কালেই মুক্ত ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে অর্জুন! ঈশ্বরার্পিত-কর্মযোগ-দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি,

অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইতে ‘স্ব’ পদার্থ-নিরূপক জ্ঞান । সেই জ্ঞান-জনিত ‘তৎ’পদার্থ জ্ঞান-স্বরূপা ভক্তি এবং ভক্তিজনিত গুণাতীত-জ্ঞান-দ্বারা ব্রহ্মানুভব-লাভ ঘটে ; —এই সকল ক্রম তোমাকে বলিলাম । সম্প্রতি শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির ব্রহ্মানুভব-সাধনরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ বলিব । তাহার আভাসরূপ কয়েকটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বাহ্য স্পর্শ সকলকে মন হইতে বহিস্কৃত করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহার সাধন করতঃ চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী রাখিয়া নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে । সম্পূর্ণ নিমীলন-দ্বারা নিদ্রার আশঙ্কা এবং সম্পূর্ণ উন্মীলন-দ্বারা বহিদৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় অর্দ্ধনিমীলন-পূর্ব্বক নেত্রদ্বয়কে একরূপ নিয়মিত করিবে, যেন নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত হয় । উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপে উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু চারিত করিয়া উর্দ্ধাধোগতি নিরোধ পূর্ব্বক তাহাদের সমতা সাধন করিবে । এই প্রকারে আসীন ও মুদ্রায়ুক্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয়, জিতমনা, জিতবুদ্ধি ও মোক্ষপরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মানুভব-অভ্যাস করিলে গুণাতীত ধর্ম্মরূপা জড়মুক্তি লাভ করিতে পারেন । অতএব নিকাম-কর্ম্মযোগ-সাধন-কালে অষ্টাঙ্গযোগকেও ‘তদঙ্গ’ বলিয়া সাধন করিতে হয় ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীবলদেব—অথ কর্ম্মণা নিকামেণ বিশুদ্ধমনাঃ সমুদিতাত্মজ্ঞানস্তদর্শনায় সমাধিং কুর্যাদিতি সাক্ষং যোগং সূচয়ন্নাহ,—স্পর্শানিতি । স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তে বাহ্যে এব স্মৃতাঃ সন্তো মনসি প্রবিশন্তি, তাংস্তৎস্মৃতিপরিত্যাগেন বহিস্কৃত্য বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহতেত্যর্থঃ । ভ্রুবোরন্তরে মধ্যে চক্ষুশ্চ কৃত্বা নেত্রয়োঃ সন্নিমীলনে নিদ্রয়া মনসো লয়ঃ ; প্রোন্মীলনে চ বহিস্তস্ত প্রসারঃ স্মৃতাঃ ; তদুভয়বিনিবৃত্তয়েহর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ । তথা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিনিরোধেন সমৌ তুল্যৌ কৃত্বা কুস্তয়িহেত্যর্থঃ । এতেনোপায়েন যত আত্মাবলোকনায় স্থাপিতা ইন্দ্রিয়াদয়ো যেন সং ; মুনীরাশ্রমনশীলঃ, মোক্ষপরায়ণো মোক্ষৈকপ্রয়োজনঃ ; অতো বিগতেচ্ছাদিঃ । ঈদৃশো যঃ সর্ব্বদা ফলকালবৎ সাধনকালেহপি মুক্ত এব ॥ ২৭-২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর নিকাম কর্ম্মের দ্বারা যাঁহাদের মন বিশুদ্ধ হইয়াছে, —আত্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাঁহাকে দর্শনের জন্ত সমাধি অবলম্বন করা উচিত । এই সমগ্র যোগের কথাই বলিবার ইচ্ছায় বলা হইতেছে—‘স্পর্শানিতি’ । স্পর্শাঃ—শব্দাদি-বিষয় সকল, তাহারা বাহিরেই স্মৃত হইয়া মনে প্রবেশ করে ।

তাহাদিগকে, তাহাদের স্বতির পরিত্যাগের দ্বারা বহিষ্কার করিয়া অর্থাৎ বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া, ইহাই অর্থ। ভ্রমের অন্তরে অর্থাৎ মধ্যে চক্ষু রাখিয়া নয়ন দুইটিকে সম্যক্রূপে নিমীলন করিলে নিদ্রার দ্বারা মনের লয় হয়। প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলন করিলে বাহিরেও প্রসার হইবে। অতএব তাহার উভয় বৃত্তির বিনিবৃত্তির জন্ম অর্দ্ধ নিমীলনের দ্বারা জন্মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া, ইহাই অর্থ। সেইরকম নাসিকার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানের উর্দ্ধ ও অধোগতির নিরোধের দ্বারা সমান অর্থাৎ তুল্য করিয়া, কুস্তক করিয়া, ইহাই অর্থ। এই উপায়ের দ্বারা সংযত, আত্মার অবলোকনের জন্ম স্থাপিত ইন্দ্রিয়াদি যাঁহা কর্তৃক তিনি। মুনি শব্দের অর্থ আত্মার মননশীল। মোক্ষপরায়ণ—মোক্ষই একমাত্র প্রয়োজন যাঁহার তিনি। এই জন্ম বিগতেচ্ছাদি অর্থাৎ ইচ্ছাদি-ত্যাগকারী। এতাদৃশ যিনি, সকল সময়ে ফলকালের ন্যায় অর্থাৎ সিদ্ধিকালের মত, সাধনকালেও মুক্তই ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্বে ঈশ্বরার্পিত নিকাম-কর্মযোগের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধিক্রমে ‘ত্বং’ পদার্থের জ্ঞান-লাভানন্তর, ‘তৎ’ পদার্থজ্ঞান লাভের নিমিত্ত ভক্তি প্রাপ্ত হন এবং তদ্বারা গুণাতীত জ্ঞান-লাভপূর্বক ব্রহ্মের অনুভব করেন, ইহা বলিয়াছেন। এক্ষণে নিকাম-কর্মযোগের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধকরতঃ অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মানুভব সহজে হয়, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে ষষ্ঠ-অধ্যায়ে উহা বিস্তারিত বলিবেন, কিন্তু তাহার সূত্ররূপে এই অধ্যায়ের শেষে তিনটি শ্লোক বলিতেছেন। ইহাতে যোগের দ্বারা সমাধি-লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

এ-বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে বিস্তারিত বর্ণন থাকায়, আর পুনরুল্লেখ করা হইল না ॥ ২৭-২৮ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বনি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কর্ম-সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অর্থ—যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যাসমূহের) ভোক্তারং (ভোক্তা) সর্বলোকমহেশ্বরম্ (সর্বলোকের মহানিয়ন্তা) সর্বভূতানাং সুহৃদং (সর্ব-

ভূতের স্তূহৎ) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) [নরঃ—মহুয়া] শান্তিम्
(মোক্ষ) ঋচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কৰ্মসন্ন্যাস-যোগো নাম
পঞ্চমোহধ্যায়স্তাষ্ময়ঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ—যজ্ঞ ও তপস্শাসমূহের ভোক্তা, সৰ্বলোকের মহান্ ঈশ্বর,
সৰ্বভূতগণের স্তূহদ্ আমাকে অবগত হইয়া নর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কৰ্মসন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীভক্তিবিনোদ—এবমুত্ত কৰ্মযোগিগণ আমাকে সকল যজ্ঞের ও
তপস্শার পালয়িতা এবং সৰ্বলোক-মহেশ্বর ও সৰ্বভূতের স্তূহদ্ জানিয়া
অন্তে সাধুসঙ্গ-দ্বারা ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পূৰ্ব অধ্যায়-চতুষ্ঠয় শ্রবণ করতঃ এই সংশয় হয়
যে, ‘যদি কৰ্মযোগের অন্তে মোক্ষ-লাভ হইল, তবে জ্ঞানযোগের স্থল
কোথায় এবং জ্ঞানযোগের আকার কি?’ এই সংশয় দূরীকরণার্থ এই
অধ্যায়ের উপদেশসকল কথিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ অর্থাৎ সাংখ্যযোগ
ও কৰ্মযোগ পৃথক্ নয়। তদুভয়ের চরমস্থান—‘এক’ অর্থাৎ ভক্তি।
কৰ্মযোগের প্রথমাবস্থা—কৰ্মপ্রধান-জ্ঞান, ও তাহার শেষাবস্থা—জ্ঞানপ্রধান
কৰ্ম। জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধ-চিন্ময়। মায়াভোগ-বাসনাক্রমে জড়বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ
জড়ের সহিত ঐক্যলাভরূপ অধোগতি পাইয়াছেন। যে পর্য্যন্ত জড়দেহ,
সে পর্য্যন্ত জড়ীয় কৰ্ম অনিবার্য। চিৎ-চেষ্টাই একমাত্র মোচনোপায়;
সুতরাং জড়দেহ-যাত্রায় শুদ্ধচিচ্ছেষ্টা যত প্রবলা হয়, কৰ্মপ্রধানতা তত
হ্রাস পায়। ইহাতে ভগবানের কোন বৈষম্য নাই। কৰ্মযোগই চিচ্ছেষ্টার
সহায়। সমদর্শন, বিরাগ, চিচ্ছেষ্টার অভ্যাস, জড়ীয় কামক্রোধাদির জয়,
সংশয়ক্ষয় সাধন করিতে করিতে ব্রহ্মনির্বাণ অর্থাৎ জড়নিবৃত্তিপূর্বক ব্রহ্ম-
স্বথ-সংস্পর্শ স্বয়ং উপস্থিত হয়। কৰ্মযোগের সহিত দেহযাত্রা নির্বাহ-
পূর্বক যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি-
রূপ অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে করিতে ভক্তসঙ্গ-লাভ-দ্বারা ক্রমশঃ

ভগবদ্ভক্তি-সুখের উদয় হয় ; তাহাই ‘মুক্তিপূর্ব্বিকা শান্তি’ । তখন শুদ্ধ-ভজন-প্রবৃত্তিই জীবের স্বমহিমা প্রকাশ করে ।

ইতি—পঞ্চম-অধ্যায়ের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ‘ভাষা-ভাষ্য’ সমাপ্ত ।

শ্রীবলদেব—এবং সমাধিস্থঃ কৃতস্বাত্মাবলোকনঃ পরমাত্মানমুপাস্ত মুচ্যত ইত্যাহ,—ভোক্তারমিতি । যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ ভোক্তারং পালকম্ ; সর্ব্বেষাং লোকানাং বিধিক্রমাদীনামপি মহেশ্বরং—“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্” ইত্যাদিশ্রবণাং ; সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারকম্ । ঈদৃশং মাং জ্ঞাত্বা স্বারাধ্যতয়াহুভূয় শান্তিং সংসারনিবৃত্তিমুচ্ছতি লভতে । সর্ব্বেশ্বরস্ত সুহৃদশ্চ সমারাধনং খলু সুখাবহং সুখসাধনমিতি ॥ ২৯ ॥

নিষ্কামকৰ্ম্মণা যোগশিরস্কেন বিমুচ্যতে ।

সনিষ্ঠো জ্ঞানগর্ভেণৈত্যেষ পঞ্চমনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতৌপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে সমাধিস্থ হইয়া স্বীয় আত্মাকে যিনি অবলোকন করেন, তিনি পরমাত্মাকে উপাসনা করিয়া মুক্ত হন, ইহাই বলা হইতেছে—‘ভোক্তারমিতি’ । যজ্ঞসকলের এবং তপস্শাণ্ডলির ভোক্তাকে—পালককে ; সমস্ত লোকের (এমন কি) ব্রহ্মা ও রুদ্রাদিরও মহেশ্বরকে—‘ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর সেই ঈশ্বরকে’ ইত্যাদি বাক্য শুনা যায় । সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ অর্থাৎ নিরপেক্ষ-উপকারক । এইরূপ আমাকে জানিয়া অর্থাৎ স্বীয় আরাধ্য-রূপে অনুভব করিয়া শান্তি অর্থাৎ সংসার-নিবৃত্তি লাভ করে । সর্ব্বেশ্বর ও সুহৃদের সম্যক্রূপে আরাধনা করা নিশ্চয়ই সুখাবহ অর্থাৎ সুখের সাধন ॥২৯॥

যোগশিরস্ক সনিষ্ঠ জ্ঞানগর্ভ-নিষ্কাম-কৰ্ম্মের দ্বারা যোগী ব্যক্তি মুক্ত হন, ইহাই পঞ্চমাধ্যায়ে নির্ণয় করা হইল ।

ইতি—পঞ্চম-অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতৌপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

অনুভূষণ—এই প্রকার যোগাবলম্বনে যিনি সমাধিস্থ হইয়া আত্মদর্শন লাভ করেন, তিনি কিন্তু তখন পরমাত্মাকে ভক্তিসহকারে উপাসনা-করতঃ মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন । তিনি কিন্তু জানেন যে শ্রীভগবানই সকল

যজ্ঞ ও তপস্শ্রাব ভোক্তা অর্থাৎ যজ্ঞকালে বা তপস্শ্রায় যাহা কিছু ভক্তিসহকারে অর্পিত হইয়া থাকে, তাহার তিনিই ভোক্তা। শ্রীভগবানই সর্বলোকের স্নহৃদ অর্থাৎ নিরপেক্ষ-উপকারক এবং সর্বলোকের মহেশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিবেরও মহেশ্বর বা আরাধ্য। শ্রীভগবানের তত্ত্ব এইরূপ জানিয়া যে সকল যোগীপুরুষ তাঁহাকে স্থায়ী আরাধ্য বলিয়া অনুভব করতঃ তাঁহারই উপাসনা করেন, তাঁহারাই কিন্তু সংসার-নিবৃত্তিরূপা পরমা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সর্বেশ্বর এবং সর্বস্নহৃদ, তাঁহার আরাধনাই একমাত্র স্খাবহ অর্থাৎ স্খাসাধনস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়—“স্খারাধ্যঃ”...

এখানে ইহা সর্বথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভক্তিহীন কৰ্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সকলই বৃথা। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের তত্ত্ব যথাযথ জানিয়া ভগবানের ভজন করিলেই সর্বথা মঙ্গল। স্বকপোল-কল্পিত মতে আস্থা রাখিলে কোন মঙ্গল হয় না ॥ ২৯ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চমাধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

—:○:○:—

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম কৰোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিৰ্চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) যঃ (যিনি) কৰ্ম্মফলং (কৰ্ম্মফলকে) অনাশ্রিতঃ [সন্] (অপেক্ষা না করিয়া) কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম (কর্তব্য কৰ্ম্ম) কৰোতি (করেন) সঃ (তিনি) সন্ন্যাসী চ যোগী চ (সন্ন্যাসী ও যোগী) ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন) ন চ অক্রিয়ঃ (দৈহিক চেষ্টাশূন্য যোগী নহেন) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, যিনি কৰ্ম্মফল-নিরপেক্ষ হইয়া কর্তব্য কৰ্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, আর অগ্নিহোত্রাদি-কৰ্ম্মত্যাগী-মাত্র সন্ন্যাসী নহেন এবং দৈহিক-চেষ্টাশূন্য হইলেই যোগী নহেন ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি-কৰ্ম্ম ত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এরূপ মনে করিবে না এবং অন্ধ-নিমীলিত-নেত্র হইয়া দৈহিক-চেষ্টাশূন্য হইলেই যে অষ্টাঙ্গযোগী হয়, তাহাও নয় । কিন্তু কৰ্ম্মফল ত্যাগ-পূর্ব্বক যিনি কর্তব্য-কৰ্ম্মসকল আচরণ করেন, তাঁহাকেই ‘সন্ন্যাসী’ এবং ‘যোগী’, উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব—ষষ্ঠে যোগবিধিঃ কৰ্ম্মশুদ্ধিশ্চ বিজিতাত্মনঃ ।

স্থৈর্য্যোপায়শ্চ মনসোহস্থিরস্থাপীতি কীর্ত্যতে ॥

প্রোক্তং কৰ্ম্মযোগমষ্টাঙ্গযোগশিরস্কমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তৌ তদুপায়দ্বাত্তং কৰ্ম্মযোগং শ্রোতি ভগবান্,—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্ । কৰ্ম্মফলং পশ্বন্নপুত্র-স্বর্গাদিকমনাশ্রিতোহনিচ্ছন্ কাৰ্য্যমবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং কৰ্ম্ম যঃ কৰোতি, স সন্ন্যাসী জ্ঞানযোগনিষ্ঠঃ, যোগী চাষ্টাঙ্গযোগনিষ্ঠঃ স এব,—কৰ্ম্মযোগেনৈব তয়োঃ সিদ্ধিরিতি ভাবঃ । ন নিরগ্নিরগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মত্যাগী যতিবেশঃ সন্ন্যাসী ন চাক্রিয়ঃ

শারীরকর্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রো যোগী । অত্র যোগমষ্টাঙ্গং চিকীর্ষুণাং সহসা
কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি মতম্ ॥ ১ ॥

ষষ্ঠ-অধ্যায়ে কর্মের দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত ও জিতাত্ম-ব্যক্তির যোগবিধির কথা
ও অস্থির মনের স্থিরীকরণের উপায়াদি কীর্তন করা হইতেছে ।

বঙ্গানুবাদ—কথিত অষ্টাঙ্গযোগশিরস্ক কর্মযোগের বিষয় বিশেষভাবে
উপদেশ দানের জন্ত ইচ্ছা করিয়া প্রথমে সেই দুইটিই তাহার উপায়-স্বরূপ
বলিয়া সেই কর্মযোগকে ভগবান্ প্রশংসা করিতেছেন—‘অনাশ্রিত ইতি
দ্বাত্যাম্’ । পশু, অন্ন, পুত্র ও স্বর্গাদি কামনার অনাশ্রিত হইয়া কর্মফলকে
ভোগ করিবার অনিচ্ছায় অবশ্য কর্তব্যতারূপে বিহিত কর্ম যিনি করেন,
তিনিই সন্ন্যাসী অর্থাৎ জ্ঞানযোগনিষ্ঠ এবং যোগী—অষ্টাঙ্গ (যম-
নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি)-যোগনিষ্ঠ তিনিই ।
কর্মযোগের দ্বারা সেই দুইটির সিদ্ধি লাভ হয়, ইহাই ভারার্থ । নিরগ্নি-
অগ্নিসাধ্য-অগ্নিহোত্রাদি কর্মত্যাগী যতির বেশ গ্রহণ করিলেই, সন্ন্যাসী হয় না ।
এবং শারীরিক চেষ্টারূপ কর্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিতনয়ন-সম্পন্ন হইলেই যোগী হয়
না । এখানে অষ্টাঙ্গ-যোগ করিতে ইচ্ছুকদিগের সহসা কর্ম-ত্যাগ অনুচিত,
ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১ ॥

অনুব্রূষণ—পঞ্চম-অধ্যায়ের শেষে যোগসূত্ররূপ যে তিনটি শ্লোক উপদিষ্ট
হইয়াছে, তাহাই বিস্তৃতরূপে এই ষষ্ঠ-অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইতেছে । অষ্টাঙ্গ-
যোগের উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমেই শ্রীভগবান্ দুইটি শ্লোকে নিকাম-
কর্মযোগের প্রশংসাপূর্বক বলিতেছেন । কর্মের ফলস্বরূপ পশু, অন্ন, পুত্র
ও স্বর্গাদি কোন বিষয়ে ষাঁহার কামনা নাই, কার্য্য, অবশ্য কর্তব্যতারূপে
বিহিত জানিয়া যিনি ফলাসক্তি ত্যাগ পূর্বক কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই
জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী ও অষ্টাঙ্গ-যোগনিষ্ঠ যোগী । কেবল নিকাম-কর্মযোগের
দ্বারা উভয় ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে । অগ্নিহোত্রাদি—অগ্নি সাধ্য কর্মত্যাগ-
করতঃ নিরগ্নি হইয়া কেবল যতির বেশ গ্রহণ করিলেই, তাহাকে সন্ন্যাসী
বলা চলে না বা শারীরিক চেষ্টাদি ত্যাগকরতঃ অক্রিয় হইয়া, অর্দ্ধনিমীলিত-
নেত্রে উপবেশন করিলেই, তাহাকে যোগী বলা চলে না । এতদ্বারা ইহাই
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ষাঁহার যোগমার্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক,
তঁাহাদিগের পক্ষে সহসা কর্মত্যাগ করা উচিত নহে ।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“অগ্নিহোত্রঞ্চ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ পূর্ববৎ ।

চাতুর্মাশ্চানি চ মূনেরায়াতানি চ নৈগমৈঃ ॥”—ভাঃ ১১।১৮।৮

অর্থাৎ বনাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকৃত্য এবং চাতুর্মাশ-ব্রতাদি-কর্ম গৃহস্থের জায় বেদবাদিগণ কর্তৃক বিহিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হসংগ্ৰস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

অর্থ—পাণ্ডব ! যং (যাহাকে) সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ (পণ্ডিতেরা সন্ন্যাস বলেন) তং (তাহাকে) যোগং বিদ্ধি (যোগ বলিয়া জানিবে), হি (যেহেতু) অসংগ্ৰস্তসংকল্পঃ (অত্যুক্তফলাভিসন্ধি) কশ্চন (কেহ) যোগী ন ভবতি (যোগী হইতে পারে না) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডব ! পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলেন, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে, কারণ যিনি কাম-সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহাকে যোগী বলা যায় না ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পাণ্ডব ! যাহাকে ‘সন্ন্যাস’ বলা যায়, তাহাকেই ‘যোগ’ বলা যায় এবং কাম-সংকল্প পরিত্যাগ না করিলে জীব কখনও ‘যোগি’-শব্দ বাচ্য হয় না । পূর্বে যেরূপ আমি তোমাকে ‘সাদ্ভ্য’ ও ‘কর্ম’-যোগের একতা দেখাইয়াছি, এখন সেইরূপ ‘অষ্টাঙ্গ’-যোগ ও ‘কর্ম’-যোগের একতা দেখাইব । বাস্তব-বিচারে সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ—ইহারা কেহই পৃথক্ নয় ; মূর্খেরাই ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া জানে ॥২॥

শ্রীবলদেব—নহু সর্বেশ্বর্যবৃত্তিবিবর্তিরূপায়াং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং সন্ন্যাসশব্দশ্চিহ্ন-বৃত্তিনিরোধে যোগশব্দশ্চ পঠ্যতে । স চ সর্বেশ্বর্যব্যাপারাত্মকে কর্মযোগে স সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি ক্রবতা ভবতা কয়া বৃত্ত্যা নীয়ত ইতি চেত্তত্রাহ,—
যমিতি । যং কর্মযোগমর্থতাৎপর্যজ্ঞাঃ সন্ন্যাসং প্রাহুস্তমেব ত্বং যোগমষ্টাঙ্গং বিদ্ধি । হে পাণ্ডব ! নহু ‘সিংহো মানবকঃ’ ইত্যাদৌ শৌর্যাদিগুণসাদৃশ্যেন তথা প্রয়োগঃ, প্রকৃতেঃ কিং সাদৃশ্যমিতি চেত্তত্রাহ,—ন হীতি । অসংগ্ৰস্ত-সংকল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি জ্ঞানযোগ্যষ্টাঙ্গযোগী চ ন ভবত্যপি তু সংগ্ৰস্তসংকল্প এব ভবতীত্যর্থঃ । সংগ্ৰস্তঃ পরিত্যক্তঃ সংকল্পঃ ফলেচ্ছা ভোগেচ্ছা চ যেন সঃ ।

তথা ফলত্যাগসাদৃশ্যত্বস্বরূপচিত্তবৃত্তিনিরোধসাদৃশ্যচ্চ কৰ্মযোগিনস্তদুভয়ত্বেন
প্রয়োগো গোণবৃত্ত্যতি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির বিরতিস্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠায় সন্ন্যাস-
শব্দ, এবং চিত্তের বৃত্তি-নিরোধে যোগ-শব্দ পাঠ করা হইয়াছে। সেই সমস্ত-
ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারাত্মক কৰ্মযোগে নিরত যিনি, তাহাকে আপনি সন্ন্যাসী
ও যোগী বলিয়াছেন।—ইহা কোন্ শব্দ-শক্তি-দ্বারা বলিয়াছেন, ইহা যদি
বলা হয়, তদন্তরে বলা হইতেছে—‘ষমিতি’। যেই কৰ্মযোগকে অর্থতাৎপর্য-
জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহাকেই তুমি
অষ্টাঙ্গযোগ বলিয়া জানিবে। হে পাণ্ডব! প্রশ্ন—“সিংহ মানবক” ইত্যাদিতে
শৌর্যাদিগুণসাদৃশ্যের দ্বারা সেইরকম প্রয়োগকরা হইয়াছে, প্রকৃতি-বিষয়ে কি
সাদৃশ্য আছে? ইহা যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—‘নহীতি’।
(ভগবানের প্রতি) সমস্ত কৰ্মের ফল গ্রস্ত না করিয়া অর্থাৎ পরিত্যাগ
না করিয়া, কোন লোকই জ্ঞানযোগী এবং অষ্টাঙ্গযোগী হইতে পারে না;
এইজন্য (ভগবানের প্রতি) গ্রস্ত সংকল্প ব্যক্তিই (জ্ঞানযোগী ও
অষ্টাঙ্গযোগী) হইয়া থাকেন। সংকল্পঃ—পরিত্যক্ত সংকল্প—ফলের ইচ্ছা ও
ভোগের ইচ্ছা যাহার দ্বারা তিনি। সেইরূপ কৰ্মফলত্যাগের সাদৃশ্যহেতু এবং
ত্বস্বরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধের সাদৃশ্যহেতু কৰ্মযোগিগণের গোণবৃত্তির দ্বারা
তদুভয়ত্বরূপেই প্রয়োগ ॥ ২ ॥

অনুব্রূষণ—সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বিরতিরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাকে সন্ন্যাস এবং
চিত্তের বৃত্তির নিরোধকে যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এখন আবার
ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারাত্মক কৰ্মযোগকেই সন্ন্যাস এবং যোগ বলিয়া আখ্যা
দিতেছেন কেন? এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে,
সন্ন্যাস ও যোগ একই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ কৰ্মফলত্যাগকে সন্ন্যাস
বলা হয়, আর বিষয় হইতে চিত্তের নৈশ্চল্য-বিধানকে যোগ বলে।
সুতরাং উভয়ের অর্থ একই দেখা যাইতেছে।

পূর্বে যেমন শ্রীভগবান্ সাংখ্যযোগ ও কৰ্মযোগকে এক বলিয়াছেন,
সেইরূপ এস্থলেও অষ্টাঙ্গযোগ ও নিকামকৰ্মযোগকে এক বলিতেছেন।

‘সিংহ—মানবক’ বলিলে যেমন শৌর্যাদিগুণসাদৃশ্যই মানবকে সিংহের
তায় বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতি সাদৃশ্যে নয়। ফল-সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে না পারিলে

অর্থাৎ সমস্ত ফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে না পারিলে, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন, আর যোগীও নহেন, পরন্তু যিনি নিষ্কাম-কর্মযোগে ফলাসক্তি বর্জনপূর্বক ঈশ্বরে সমস্ত ফল অর্পণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। তৃষ্ণারূপ-চিত্তবৃত্তির নিরোধহেতু কর্মফলে যিনি তৃষ্ণাশূন্য ও কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, তিনিই গোণবৃত্তির দ্বারা সন্ন্যাসী শব্দবাচ্য। ফলতঃ সন্ন্যাস ও নিষ্কাম-কর্মযোগ উভয়ই একার্থবাচক কারণ উভয় অবস্থাতেই ফলসঙ্কল্প-ত্যাগ ও তৃষ্ণারূপ-চিত্তবৃত্তির নিরোধবিষয়ে সমতা থাকায় কর্মযোগীকে গোণবৃত্তির দ্বারা উভয় শব্দে নির্দেশ করা যাইতে পারে ॥ ২ ॥

আরুর্কক্ষোমুনৈর্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।

যোগারূঢ়স্ত তশ্চৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অর্থ—যোগম্ (নিশ্চল ধ্যানযোগে) আরুর্কক্ষোঃ (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক) মুনৈঃ (মুনির) কর্ম কারণম্ (কর্মই সাধন) উচ্যতে (কথিত হয়)। যোগারূঢ়স্ত (যোগারূঢ় অবস্থায়) তস্ত এব (তাঁহারই) শমঃ (বিক্ষেপকর্ম-ত্যাগ) কারণম্ উচ্যতে (কারণ বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—নিশ্চল-ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক মুনির কর্মই ধ্যানযোগলাভের সাধনস্বরূপ, আবার তিনিই যোগারূঢ় হইলে বিক্ষেপক-কর্মত্যাগই তাঁহার সাধন বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—‘যোগ’ একটি সোপান বিশেষ। জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থার অর্থাৎ জড়তুল্য জড়বিষয়াবিষ্টতার অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিদবস্থা পর্য্যন্ত একটি সোপান আছে। সেই সোপানের এক-একটি অংশের এক-একটি নাম আছে; কিন্তু ‘যোগ’ ই সমস্ত সোপানের নাম। যোগ-সোপানের দুইটি স্থূলবিভাগ;—যোগারূক্ষ্ম মুনিসকলের অর্থাৎ যাহারা আরোহণ-কার্য কেবল আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্মই সাধক, আর যোগারূঢ় পুরুষদিগের শম অর্থাৎ বিক্ষেপক-কর্মোপরতিই সাধক ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—নশ্বেবমষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবং কর্মানুষ্ঠানং প্রাপ্তমিতি চেত্ত-ব্রাহ্ম,—আরুর্কক্ষোরিতি। মুনৈর্যোগাভ্যাসিনো যোগং ধ্যাননিষ্ঠামারুর্কক্ষো-স্তদারোহে কর্ম কারণং হৃদ্বিশুদ্ধিকৃত্বাৎ। তশ্চৈব যোগারূঢ়স্ত ধ্যাননিষ্ঠস্ত তদাচ্যে শমো বিক্ষেপক-কর্মোপরতিঃ কারণম্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—এইরূপে অষ্টাঙ্গযোগীর যাবৎ-জীবন কর্মের অনুষ্ঠানের বিষয় পাওয়া যায় ; ইহা যদি বলা হয়, তদন্তরে বলা হইতেছে—‘আক্ৰ-
ক্ষোভাতি’। যোগাভ্যাসে নিরত মুনির ধ্যাননিষ্ঠাস্বরূপ-যোগ আরোহণের
ইচ্ছকের তদারোহবিষয়ে কর্মকেই হৃদয়ের বিশুদ্ধতা আনয়ন করে বলিয়া,
কারণ বলা হইয়াছে, সেইরকম ধ্যাননিষ্ঠ অর্থাৎ যোগারূঢ় ব্যক্তির তাহা
দৃঢ় করিতে হইলে, শম অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপমূলক কর্মের উপরতিই,
কারণ ॥ ৩ ॥

অনুব্রূষণ—কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, কর্মযোগই যদি সন্ন্যাসের
তুল্য হয়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন কেন কর্মযোগের অনুষ্ঠান-বিধি পাওয়া
যায় ? তদন্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যিনি অন্তঃকরণ শুদ্ধিকরতঃ ধ্যানযোগে
আরোহণ করিতে অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে ভগবদর্পণ-মূলে নিষ্কামভাবে
শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠান সাধন স্বরূপ। আর যাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া
ধ্যানযোগে সমারূঢ়-অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে সমস্ত কর্মের
উপরতিরূপ শমশুণই প্রয়োজন ॥ ৩ ॥

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুযজ্জতে ।

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

অর্থ—যদা হি (যখনই) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়গ্রাহ-বিষয়ে) ন কর্মস্ব
অনুযজ্জতে (এবং তৎসাধনভূত কর্মসমূহে আসক্তি হয় না) সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী
(সর্বফলাকাজ্জাত্যাগী) তদা (তখন) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে (যোগারূঢ় বলিয়া
কথিত হন) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয়ে এবং তৎসাধনভূত কর্মে আসক্তি
থাকে না তখনই সর্বসঙ্কল্পবর্জিত তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন ॥ ৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই সময়েই জীবকে ‘যোগারূঢ়’ বলা যায়,—যে-
সময় ইন্দ্রিয়ার্থ ও কর্মসমূহে আসক্তি থাকে না এবং যোগী পূর্ণরূপে
সঙ্কল্প-সন্ন্যাস আচরণ করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীবলদেব—যোগারূঢ়ত্বজ্ঞাপকং চিহ্নমাহ,—যদেতি । ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু
তৎসাধনেষু কর্মস্ব চ যদাত্মানন্দরসিকঃ সন্ন সজ্জতে । তত্র হেতুঃ—সর্বেতি ।
সর্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পানাসক্তিমূলভূতান্ সন্ন্যাসিতুং পরি-
ত্যক্তং শীলং যশ্চ সঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগারূঢ়-জ্ঞাপক চিহ্ন বলা হইতেছে—‘যদেতি’, ইন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দাদিতে এবং তাহাদের সাধনভূত কৰ্ম্মেতে যখন আত্মানন্দ রসিক হইয়া আসক্ত না হন, তৎসম্পর্কে হেতু—‘সর্কেতি’। সকলভোগবিষয়, কৰ্ম্মবিষয় এবং আসক্তির মূলভূত সঙ্কলগুলিকে সম্মাস করিতে অর্থাৎ পরিত্যাগ করিতে স্বভাব ষাহার তিনি ॥ ৪ ॥

অনুব্রূষণ—যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিতেছেন। যখন কেহ আত্মানন্দ রসিক হইয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ-বিষয়াদিতে এবং তৎসাধনভূত-কৰ্ম্মে অনাসক্ত হন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। যাবতীয় ভোগ এবং তাহার মূলীভূত কৰ্ম্ম-সমুদয়ই আসক্তিমূলক সঙ্কল হইতে হয়, কারণ সঙ্কলই সকল কামের মূল। সেই ফলসঙ্কল ত্যাগ করিতে পারিলে, কাম উদ্ভূত হইতে পারে না। সুতরাং সর্বসঙ্কল-ত্যাগীই প্রকৃত যোগারূঢ়। একটি উৎকৃষ্ট-বিষয় না পাইলে নিকৃষ্ট-বিষয় ত্যাগ হয় না, এই গ্রাম্যানুসারে আত্মানন্দরস-আস্বাদন হইলেই, ‘জড়ানন্দ’ পরিত্যাগ সহজেই হইয়া পড়ে।

স্মৃতিতে পাওয়া যায়,—

‘সঙ্কলমূল্য সর্কে কামাঃ’

আরও পাওয়া যায়,—

“সর্বসঙ্কলপরিত্যাগে সর্বকৰ্ম্মপরিত্যাগঃ সিদ্ধো ভবতি”।

এস্থলে কামসঙ্কলের পরিত্যাগই বিহিত কিন্তু ভগবৎ-সেবাসঙ্কল ব্যতীত কাম-সঙ্কল পরিত্যাগ সম্ভব নহে, ‘পরং দৃষ্ট্য নিবর্ততে’—এই গ্রাম্যানুসারে ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুৰাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

অনুব্রূষণ—আত্মনা (অনাসক্ত মনের দ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে), আত্মানম্ (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (অধোগতি প্রাপ্ত করিবে না), হি (যেহেতু) আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধু, আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শত্রু) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনাসক্ত-মনের দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, নিজ আত্মাকে কখনই সংসারে অধঃপাতিত করিবে না। কারণ আত্মা অর্থাৎ মনই নিজের বন্ধু, এবং মনই নিজের শত্রু ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বিষয়াসক্তি-রহিত মনের দ্বারাই আত্মাকে অর্থাৎ সংসার-কূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্প-দ্বারা অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থা-ভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—ইন্দ্রিয়ার্থানাসক্তো হেতুভাবেনাহ,—উদ্ধরেদিতি। বিষয়া-
তাসক্তমনস্কতয়া সংসারকূপে নিমগ্নমাত্মানং জীবমাত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন
মনসা তস্মাদুদ্ধরেৎ উদ্ধং হরেৎ। বিষয়াসক্তেন মনসাত্মানং নাবসাদয়েত্তত্র
ন নিমজ্জয়েৎ। হি নিশ্চয়ৈনৈবমাত্মৈব মন এবাত্মনঃ স্বশ্চ বন্ধুস্তদেব রিপুঃ।
স্মৃতিশ্চ—“মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসক্তো মুক্ত্যে
নির্বিষয়ঃ মনঃ ॥” ইতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রিয়গুলির ভোগ-বিষয়ে অনাসক্তির হেতুরূপে বলা
হইতেছে—‘উদ্ধরেদিতি’। বিষয়াদির প্রতি অতিশয় আসক্তমনা হেতু সংসার-
রূপ কূপে নিমগ্ন আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে আত্মার দ্বারা অর্থাৎ বিষয়াসক্তিশূণ্য
মনের দ্বারা সংসার কূপ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে অর্থাৎ উদ্ধে তুলিবে।
বিষয়ের প্রতি আসক্তিপূর্ণ মনের দ্বারা আত্মাকে কখনও অবসন্ন করা অর্থাৎ
সংসারে নিমজ্জিত করা উচিত নহে। নিশ্চয়রূপে এই প্রকার আত্মাই
অর্থাৎ মনই, এইরূপ আত্মার স্বকীয় বন্ধু, পুনঃ তাহাই শত্রু। স্মৃতিতেও
আছে যে—‘মনই সকল মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয়ের সহিত
আসক্ত হইলে, বন্ধনের কারণ এবং নির্বিষয় অর্থাৎ বিষয়াসক্তিশূণ্য হইলেই
মন মুক্তির হেতুরূপে পরিগণিত হয়’ ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয়ে অনাসক্তির হেতু বলিতেছেন। বিষয়ে
আসক্ত মন আমাদেরকে সংসারকূপে নিমগ্ন করিয়াছে, মনের এই বিষয়াসক্তি-
রাহিত্যের দ্বারাই আবার আমাদের উদ্ধার হইবে। সুতরাং আমরা যখন
মনের এই বিষয়-ভোগবাসনা দূরীভূত করিবার যত্ন করিতে সমর্থ, তখন
বিষয়াসক্তির দ্বারা মনকে অবসন্ন করা আমাদের আদৌ কর্তব্য নয়। এস্থলে
মনই আমাদের শত্রু এবং মনই আমাদের মিত্র বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে।
সংসারে আমরা অনেককে আমাদের শত্রু আবার অনেককে আমাদের মিত্র
বলিয়া মনে করি, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়, এ-সকল আমাদের মিথ্যাজ্ঞান
মাত্র; আমাদের স্বকীয় মনই আমাদের অবস্থাভেদে শত্রু ও মিত্রের কার্য্য
করিয়া থাকে।

অমৃতবিন্দু উপনিষদে পাওয়া যায়,—

“মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।

বন্ধায় বিষয়াসঙ্গী মূর্ত্ত্যোনির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিল-দেবহুতি-সংবাদেও পাওয়া যায়,—

“চেতঃ খল্বশ্চ বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্ ।

গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥ (৩।২৫।১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে অগ্নিত্রও পাওয়া যায়,—

“গুণানুরক্তং ব্যাসনায় জন্তোঃ ক্ষেমায় নৈগুণ্যমথো মনঃ শ্রাৎ” । (৫।১১।৮)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

“বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে ।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং মযোব প্রবিলীয়তে ॥” (১১।১৪।২৭)

অর্থাৎ বিষয়ের ধ্যানশীল-চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হয়, আর আমাকে অনুক্ষণ-স্মরণকারী-চিত্ত কিন্তু আমাতেই নিমগ্ন হয় ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ ।

অনাত্মনস্ত শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

অর্থ—যেন আত্মনা এব (যাঁহার আত্মার দ্বারাই) আত্মা (মন) জিতঃ (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) আত্মা আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধু, অনাত্মনঃ তু (অজিতেন্দ্রিয়ের কিন্তু) আত্মা শত্রুত্বে (অপকারকত্বে) শত্রুবৎ এব (শত্রুর ন্যায়ই) বর্ত্তেত (প্রবৃত্ত থাকে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যিনি আত্মার দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার মনই তাঁহার বন্ধু, কিন্তু যিনি অজিতেন্দ্রিয়, তাঁহার মন শত্রুর ন্যায় অপকারী হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যে জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মনই তাঁহার বন্ধু ; আর অজিতমনা ব্যক্তির মনই শত্রু ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—কীদৃশস্ত স বন্ধুঃ, কীদৃশস্ত চ বিপূরিত্যপেক্ষায়ামাহ,—
বন্ধুরিতি । যেনাত্মনা জীবেনাত্মা মন এব জিতস্তস্ত জীবস্ত স আত্মা মনো

বন্ধুস্তদুপকারী । অনাত্মনোহজিতমনসস্ত জীবন্তাত্মৈব মন এব শত্রবৎ
শত্রুত্বেনুপকারকত্বেন বর্ততে ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—কীদৃশ জীবের সেই মন বন্ধু এবং কীদৃশ জীবের পক্ষে
সেই মন রিপু, এই অপেক্ষায় বলা হইতেছে—‘বন্ধুরিতি’ । যেই আত্মার
দ্বারা অর্থাৎ জীবের দ্বারা আত্মা অর্থাৎ মন জিত হয়, সেই জীবের পক্ষে
সেই আত্মাই অর্থাৎ মনই বন্ধু, অর্থাৎ বন্ধুর মত পরম উপকারী । অনাত্মার
অর্থাৎ মনকে যিনি জয় করিতে পারেন নাই, সেই জীবের কিন্তু আত্মা অর্থাৎ
মনই শত্রুর মত ; কারণ—শত্রু যেমন অপকার করে এই মনও সেইরূপ
অপকার করে ॥ ৬ ॥

অনুব্রূষণ—পূর্ব শ্লোকে কথিত ‘আত্মাই আত্মার বন্ধু’ এবং ‘আত্মাই
আত্মার শত্রু’, ইহা কি লক্ষণে নিরূপিত হইবে ? তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন,
যে জীব নিজ মনকে জয় করিতে পারিয়াছে, তাহার সেই মনই তাহার বন্ধুর
ন্যায় হিতকারী । আবার যে ব্যক্তি মনকে জয় করিতে পারে নাই, তাহার
মনই তাহার শত্রুরূপে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে প্রবৃত্ত করাইয়া, তাহার অনিষ্ট সাধন
করিয়া থাকে । এস্থলে কিন্তু ‘আত্মা’ বলিতে মনকেই আত্মা বলিয়া লক্ষ্য
করিয়াছেন । বস্তুতঃ বিশুদ্ধ মনই আত্মার সহিত অভিন্ন জানিতে হইবে ।
অশুদ্ধ মন হইতে আত্মা পৃথক্ হইলেও জীব বদ্ধাবস্থায় মনের অধীন বলিয়া
এরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

অর্থ—জিতাত্মনঃ (আত্মবিজিতার) প্রশান্তস্ত (রাগদ্বेषাদি-রহিত
ব্যক্তির) পরম (কেবল) আত্মা, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে)
তথা মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) সমাহিতঃ (আত্মনিষ্ঠ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং প্রশান্তচিত্ত কেবল তাঁহারই আত্মা
শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ এবং মান ও অপমানে সহিষ্ণু হইয়া, আত্মনিষ্ঠ-ভাবে
অবস্থান করে ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগারূঢ় পুরুষের এই সকল লক্ষণ দেখিবে,—শীত ও
উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, মান ও অপমান-দ্বারা অবিকৃতমনা হইয়া তাঁহার আত্মা
অত্যন্ত সমাহিত ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—যোগারম্ভযোগ্যমবস্থামাহ,—জিতেতি ত্রিভিঃ । শীতোষ্ণাদিষু মানাপমানয়োশ্চ জিতান্নোহবিকৃতমনসঃ প্রশান্তস্ত রাগাদিশূন্যস্তাত্মা পরমত্বার্থং সমাহিতঃ সমাধিস্থো ভবতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগারম্ভযোগ্য-অবস্থার কথা বলা হইতেছে—‘জিতেতি ত্রিভিঃ’। শীত ও উষ্ণাদিতে এবং মান ও অপমানে, জিতাত্মা অর্থাৎ অবিকৃতমনা প্রশান্ত—রাগাদিশূন্য ব্যক্তির আত্মা বিশেষরূপে সমাহিত—সমাধিস্থ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অনুব্রূষণ—যোগারম্ভযোগ্য-অবস্থা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। যিনি মনকে জয় করিয়াছেন, তিনি রাগাদিশূন্য প্রশান্ত-আত্মা। শীত ও উষ্ণ, মান ও অপমান, সুখ ও দুঃখে সমজ্ঞান-সম্পন্ন জিতাত্ম-ব্যক্তির মন বিচলিত হয় না। স্ততরাং তাদৃশ ব্যক্তিকে যোগারূঢ়-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ‘পরং’ শব্দে অতিশয়ার্থ বিচারিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঙ্কনঃ ॥ ৮ ॥

অর্থ—জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান হেতু যাঁহার চিত্ত তৃপ্ত) কূটস্থঃ (বিকার রহিত) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ, সমলোষ্ট্রাশ্মকাঙ্কনঃ (মৃত্তিকা, পাষাণ ও স্বর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন) (তিনি) যুক্তঃ (যোগারূঢ়) যোগী উচ্যতে (যোগী বলিয়া কথিত হন) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—জ্ঞান ও বিজ্ঞান-দ্বারা যাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত এবং যিনি নির্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং মৃত্তিকা, পাষাণ ও স্বর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি যোগারূঢ় যোগী বলিয়া কথিত হন ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—উপদিষ্ট জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভূতিরূপ বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিক্তাত্মানুভব-দ্বারা পরিতৃপ্ত, চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, যুগপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ, সমুদায়ই যে জড়পরিণতি,—এরূপ সিদ্ধান্তযুক্ত যোগী পুরুষই ‘যুক্ত’ বলিয়া কথিত হন ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—জ্ঞানেতি । জ্ঞানং শাস্ত্রজং বিজ্ঞানং বিবিক্তাত্মানুভবস্তাত্মাং তৃপ্তাত্মা পূর্ণমনাঃ ; কূটস্থ একস্বভাবতয়া সর্বকালং স্থিতঃ, অতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

প্রকৃতিবিক্রান্তমাশ্রিত্য ; প্রাকৃতেষু লোষ্ট্রাদিষু সমস্তল্যদৃষ্টিঃ লোষ্ট্রং
মৃৎপিণ্ডঃ । ঈদৃশো যোগী নিকামকর্মী যুক্ত আত্মদর্শনরূপযোগাভ্যাসযোগ্য
উচ্যতে ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘জ্ঞানেতি’ । জ্ঞান—শাস্ত্রীয়, বিজ্ঞান—শুদ্ধ অর্থাৎ নিকৃপাধিক
আত্মানুভবস্বরূপ । এই দুইটির দ্বারা পরিতৃপ্ত আত্মা—পরিপূর্ণমনা । কূটস্থ
শব্দের অর্থ একরূপ স্বভাব-হেতু সর্বকালব্যাপিয়া অবস্থিত । অতএব বিশেষ-
রূপে জিতেন্দ্রিয়—অর্থাৎ প্রকৃতি অসংপৃক্ত আত্মার প্রতি নিষ্ঠাহেতু । প্রাকৃত
লোষ্ট্র প্রভৃতিতে সমান অর্থাৎ তুল্য-দৃষ্টি ; লোষ্ট্র—মৃৎপিণ্ড । এতাদৃশ নিকাম-
কর্মী যোগী যুক্ত অর্থাৎ আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসের যোগ্য বলিয়া কথিত
হন ॥ ৮ ॥

অনুব্রূষণ—শাস্ত্রের উপদেশলব্ধ-বিষয়ই জ্ঞান এবং বিবিক্ত-আত্মানুভবই
বিজ্ঞান, এই দুইটির দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা যাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত,
এবং সর্বকাল এক স্বভাবে অবস্থিত, সূতরাং একমাত্র আত্মনিষ্ঠ হওয়ায়
বিজিতেন্দ্রিয়, প্রাকৃত সমস্ত-পদার্থে লোষ্ট্রবৎ তুল্যদৃষ্টি, তাদৃশ নিকাম-কর্মাবলম্বী
যোগী পুরুষ আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসের যোগ্য বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রায়ুর্দাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্টবন্ধুযু ।

সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অর্থ—সুহৃন্মিত্রায়ুর্দাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্টবন্ধুযু (সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন,
মধ্যস্থ, বিদ্বেষের পাত্র ও বন্ধুতে) সাধুযু (সাধুসমূহে) অপি চ পাপেষু (এবং
পাপিগণের প্রতিও) সমবুদ্ধিঃ (সমবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট
হন) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যিনি সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্ট ও বন্ধুজনে এবং
সাধু ও পাপীসকলে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্ট, বন্ধু, ধার্মিক
ও পাপাচারী,—এ-সকলের প্রতি সমবুদ্ধি-দ্বারা তিনি বৈশিষ্ট্য (শ্রেষ্ঠতা) লাভ
করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব—সুহৃদিতি । যঃ সুহৃদাদিষু সমবুদ্ধিঃ, স সমলোষ্ট্রাশ্মকাঙ্কনা-
দপি যোগিনঃ সকাশাদ্বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি । তত্র সুহৃৎ স্বভাবেন হিতেচ্ছুঃ ;

মিত্রং কেনাপি স্নেহেন হিতকৃৎ ; অরির্নির্মিত্ততোহনর্থচ্ছুঃ ; উদাসীনো বিবদ-
মানয়োৱনপেক্ষকঃ ; মধ্যস্থস্তয়োৰ্বিবাদাপহারার্থী ; দ্বেষোহপকারকারিত্বাৎ
দ্বেষাহঃ ; বন্ধুঃ সখ্যন্ধেন হিতেচ্ছুঃ ; সাধবো ধার্মিকাস্থিঃ ; পাপা অধার্মিকাস্থিঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘স্বহৃদমিতি’—যিনি স্বহৃদপ্রভৃতিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি লোহু,
লৌহ ও কাঞ্চনের প্রতি সমান-দৃষ্টিসম্পন্ন-যোগী অপেক্ষাও বিশেষরূপে
শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন। সেই সম্পর্কে—স্বহৃৎ—স্বভাবতঃ হিতাকাজক্ষী।
মিত্র শব্দের অর্থ যে কোন স্নেহের দ্বারা হিতকারী। অরি—মিত্রতাশূন্য হইয়া
অনর্থ-ইচ্ছুক। উদাসীন শব্দের অর্থ—পরস্পর বিবাদশীল উভয়ের প্রতি
নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ—পরস্পর বিবাদশীলের বিবাদকে অপনোদনকারী। দ্বেষ—
অপকার-কারিত্বহেতু বিদ্বেষের যোগ্য। বন্ধু—সখ্যন্ধের দ্বারা হিতাকাজক্ষী।
সাধুগণ—ধার্মিকগণ, পাপিগণ—অধার্মিকগণ ॥ ২ ॥

অনুব্রূষণ—পূর্বশ্লোকে মৃৎপিণ্ড, পাথর ও কাঞ্চনাদিতে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট
ব্যক্তিকে যোগী বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল জড়পদার্থে সমদর্শী হওয়া
অপেক্ষা যিনি, স্বহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ, বন্ধু, সাধু ও অসাধু
প্রভৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবসমূহে সমবুদ্ধি-সম্পন্ন, তিনি যোগারূঢ়-সকলের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

যোগী যুক্তীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অর্থ—যোগী একাকী সততম্ (সর্বদা) রহসি (নির্জনে) স্থিতঃ
(থাকিয়া) যতচিত্তাত্মা (চিত্ত ও দেহ সংযম করিয়া) নিরাশীঃ (আকাজক্ষা
শূন্য হইয়া) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহ না করিয়া) আত্মানম্ (মনকে) যুক্তীত
(সমাধিযুক্ত করিবেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যোগীব্যক্তি একাকী সতত নির্জনে অবস্থান করিয়া, দেহ ও
চিত্তকে সংযমপূর্বক আকাজক্ষা ও পরিগ্রহ রহিত হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত
করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগারূঢ় ব্যক্তি বৈরাগ্য ও অপরিগ্রহ-সহকারে দেহ ও
মনকে বশীভূত করিয়া ক্রমশঃ অধিক-সময় একান্তে স্থিত হইয়া মনকে সমাধি-
যুক্ত করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—অথ তস্য সাক্ষং যোগমুপদিশতি,—যোগীত্যাদি ত্রয়ো-
বিংশত্যা । যোগী নিকামকর্ম্মী । আত্মানং মনঃ সততমহরহযুক্তীত সমাধি-
যুক্তং কুর্যাৎ । রহসি নির্জনে নিঃশব্দে দেশে স্থিতঃ তত্রাপ্যেকাকী দ্বিতীয়-
শূন্যস্তত্রাপি যতচিত্তাত্মা যতো যোগপ্রতিকূলব্যাপারবর্জিতৌ চিত্তদেহৌ যস্ত
সঃ ; যতো নিরাশী দৃঢ়বৈরাগ্যতয়েতরত্র নিম্পৃহঃ ; অপরিগ্রহো নিরাহারঃ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর তাহার সম্বন্ধে সাক্ষযোগের অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগের
উপদেশ দেওয়া হইতেছে—‘যোগীত্যাদি ত্রয়োবিংশত্যা’ । যোগী—নিকামকর্ম্মী ।
আত্মাকে—মনকে সর্বদা অহরহ যুক্তকর অর্থাৎ সমাধিযুক্ত করিবে । রহসি—
নির্জনে শব্দশূন্য দেশে থাকিয়া, সেখানেও একাকী—দ্বিতীয়শূন্য, সেন্সলেও
সংযত চিত্তাত্মা ; যতো—যোগের প্রতিকূল-ব্যাপার-বর্জিত-চিত্ত ও দেহ বাহার
তিনি । যেইহেতু নিরাশী—দৃঢ় বৈরাগ্যের দ্বারা অগ্রত নিম্পৃহ । অপরিগ্রহ—
নিরাহার ॥ ১০ ॥

অনুব্রূষণ—যোগাক্রুত ব্যক্তির লক্ষণাদি বর্ণনাস্তে এক্ষণে ২৩টি শ্লোকে
সাক্ষযোগের উপদেশ দিতেছেন । যোগী সর্বদা নিকাম-ভগবদর্পিত-কর্ম্মযোগ
অবলম্বন করিবেন । মনকে সর্বদা সকল ভোগ্য-বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্বক
শ্রীভগবানের চিন্তায় সমাধিস্থ করিবেন । নির্জন-স্থানে, একাকী, সংযতচিত্ত
হইয়া যোগের প্রতিকূল-ব্যাপার বর্জন পূর্বক, দৃঢ় বৈরাগ্য-সহকারে নিম্পৃহ
হইয়া নিরাহারে থাকিবেন ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

ভত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিষ্ঠাসনে যুগ্ম্যদ্ব্যোগমাভ্যবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

অর্থ—শুচৌ দেশে (শুদ্ধস্থানে) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অনতি উচ্চ) ন অতি-
নীচং (অনতিনিম্ন) চৈলাজিনকুশোত্তরম্ (কুশাসনের উপর যুগচর্ম্মাসন ও
তদুপরি বস্ত্রাসন স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ (নিজের) স্থিরম্ আসনম্ (নিশ্চল
আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপন করিয়া) তত্র আসনে (সেই আসনে) উপবিষ্ঠা
(উপবেশন করিয়া) মনঃ একাগ্রং কৃৎস্না (মন একাগ্র করিয়া) যতচিত্ত-ইন্দ্রিয়-

ক্রিয়ঃ (চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য সংযত করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্ত) যোগম্ যুজ্যাত্ (যোগ অভ্যাস করিবেন) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—পবিত্র স্থানে অতি উচ্চ নয় ও অতি নিম্ন নয়, কুশাসনের উপর যুগচর্ম্মাসন এবং তদুপরি বস্ত্রাসন আবৃত করিয়া নিজের নিশ্চল আসন স্থাপনপূর্ব্বক সেই আসনে উপবেশন করিয়া মনকে একাগ্র করতঃ চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য সংযমপূর্ব্বক অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনোপরি যুগচর্ম্মাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া, সে আসন বিশুদ্ধ-ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আসীন হইবেন । তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করত চিত্তশুদ্ধির জন্ত মনকে একাগ্র করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২ ॥

শ্রীবলদেব—আসনমাহ,—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্ । শুচৌ স্বতঃ সংস্কারতশ্চ শুদ্ধে গঙ্গাতটগিরিগুহাদৌ দেশে স্থিরং নিশ্চলম্ ; নাত্যুচ্ছ্রিতং নাত্যুচ্চম্ ; নাতিনীচং দার্বাদিনির্ম্মিতমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য সংস্থাপ্য চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যত্র তৎ,—চৈলং যদ্ববস্ত্রং, অজিনঞ্চ যদ্বযুগাদিচর্ম্ম, কুশোপরি বস্ত্রমাস্তী-
র্য্যেত্যর্থঃ । আত্মন ইতি পরাসনস্ত ব্যাবৃন্তয়ে পরেচ্ছায়া অনিয়তত্বেন তস্ত যোগপ্রতিকূলত্বাৎ । তত্রৈতি । তস্মিন্ প্রতিষ্ঠাপিতে আসনে উপবিশ্ত, ন তু তিষ্ঠন্ শয়ানো রেত্যর্থঃ । এবমাহ সূত্রকারঃ,—“আসীনঃ সন্তবাৎ” ইতি । যত। নিরুদ্ধাশ্চিত্তাদিক্রিয়া যস্ত সঃ, মন একাগ্রমব্যাকুলং কৃত্বা যোগং যুঞ্জীত সমাধিমভ্যাসেৎ । আত্মনোহন্তঃকরণস্ত বিশুদ্ধয়ে অতিনৈর্ম্মল্যেন সৌন্দর্য্য-
ণাত্মদর্শনযোগ্যতায়ৈ,—“দৃশতে হগ্রায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ” ইতি শ্রবণাৎ ॥ ১১-১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—আসনের কথা বলা হইতেছে—‘শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্’ । শুচৌ অর্থাৎ স্বভাবতঃ ও সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ, গঙ্গাতীর ও গিরিগুহাদি দেশে, স্থির—নিশ্চল ; ‘নাত্যুচ্ছ্রিতং’—অতি উচ্চ নহে । ‘নাতিনীচং’—কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থাৎ সংস্থাপন করিয়া চৈলাজিনে কুশের উপরে যাহা তাহা । ‘চৈলং’—যদ্ববস্ত্র, ‘অজিনং’—যদ্বযুগাদিচর্ম্ম, কুশের উপরে বস্ত্র বিস্তীর্ণ করিয়া, ইহাই অর্থ । ‘আত্মনঃ’ ইহা পরের আসনের ব্যাবৃন্তির জন্ত (নিবৃন্তির জন্ত) । কারণ—পরের ইচ্ছার অনিয়তত্ব আছে বলিয়া

তাহার দ্বারা যোগের প্রতিকূলতাই হইয়া থাকে, ‘তদ্রেতি’। সেই প্রতিষ্ঠিত আসনে বসিয়া ; দণ্ডায়মান হইয়া নহে বা তাহাতে শয়ন করিয়া নহে। ইহাই বলিয়াছেন সূত্রকার—“উপবেশন সম্ভবহেতু” ইতি। যত—নিরুদ্ধ-করা হইয়াছে চিত্তাদিক্রিয়া যাহার সেই, মনকে একাগ্র—অব্যাকুল করিয়া যোগকে যোজনা করিবে অর্থাৎ সমাধির অভ্যাস করিবে। আত্মার অর্থাৎ অন্তঃ-করণের বিশুদ্ধির জন্ত অতিশয় নিৰ্ম্মল, পরমশুদ্ধ আত্মদর্শন যোগ্যতার জন্ত “দেখা যায় কিন্তু একাগ্র ও শূন্য-বুদ্ধির দ্বারা শূন্যদর্শিগণ কর্তৃক” ইহা শুনা যায় ॥ ১১-১২ ॥

অনুভূষণ—এক্ষণে দুইটি শ্লোকে আসনের কথা বলিতেছেন। স্বভাবতঃ পরিশুদ্ধ বা সংস্কারের দ্বারা বিশুদ্ধ, গঙ্গাতীর বা গিরিগুহাদি নির্জন স্থানে স্থির ও নিশ্চল হওয়া আবশ্যক। নাতিনীচ বা নাতিউচ্চ স্থানে আসন পাতিয়া, তাহাতে প্রথমে কুশ, তদুপরি মৃদু মৃগচৰ্ম্ম এবং তদুপরি বস্ত্র বিস্তার পূর্বক আসন স্থাপন করিতে হইবে। পাতঞ্জল সূত্রেও পাওয়া যায়,—‘স্থিরসুখমাসনম্’। এইরূপ আসন প্রতিষ্ঠা করতঃ তাহাতে উপবেশন করা কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন-প্রকার অঙ্গসন্নিবেশ পূর্বক অবস্থানকেও আসন বলা হয়। ৬৪ প্রকারের আসন আছে ; মূলতঃ যেরূপ উপবেশন করিলে স্থিরতা ও সুখ অনুভব করা যায়, সেইরূপ আসনই যোগসিদ্ধির অমুকূল উপায় স্বরূপ। কেবল আসন করিয়া উপবেশন করিতে অভ্যাস করিলেই যোগী হয় না। চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহকে সংযত করিয়া, মনকে বিক্ষেপশূন্য-ভাবে একাগ্র করতঃ যোগাভ্যাস করিতে হয়। যাহার ফলে, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া আত্মদর্শন-যোগ্যতা লাভ হয়, সেইরূপ অভ্যাস বিধেয়।

কঠ শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“শূন্যদর্শিগণ শূন্য ও একাগ্র-বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন।” (১।৩।১২) ॥ ১১-১২ ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরং ।

সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীরুর্দ্ধচারিব্রতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থ—কায়শিরোগ্রীবং (দেহমধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবদেশ) সমং (অবক্র) অচলম্ (নিশ্চল) ধারয়ন্ (ধারণ করিয়া) স্থিরঃ (স্থির হইয়া) স্বং নাসিকাগ্রং

(নিজ নাসাগ্র) সংশ্লেষ্য (সম্যক্ দৃষ্টি করিয়া) দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ (কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া) প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ (নির্ভয়) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্য্যে রত থাকিয়া) মনঃ সংযম্য (মন সংযম করিয়া) মচ্ছিত্তঃ মৎপরঃ (মদেকনিষ্ঠ হইয়া) যুক্তঃ আসীত (যুক্তভাবে থাকিবে) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—শরীরের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাদেশ অবক্র এবং নিশ্চল রাখিয়া নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক অত্র কোন দিকে না তাকাইয়া প্রশান্তচিত্তে, নির্ভয়ে, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থানপূর্ব্বক মনকে সংযত করিয়া মচ্ছিত্ত ও মৎপরায়ণ অর্থাৎ ভগবানেই সমাহিতচিত্ত হইয়া যুক্তভাবে অবস্থান করিবে ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অত্র-দিকে যাহাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টি করত প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য, ও ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন-পূর্ব্বক চতুর্ভূজ-স্বরূপ আমার বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরমাত্মপরায়ণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীবলদেব—আসনে তস্মিন্নুপবিষ্টশ্চ শরীরধারণবিধিমাং, —সমমিতি । কায়ো দেহমধ্যভাগঃ ; কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ তেষাং সমাহারঃ প্রাণাঙ্গত্বাৎ । সমমবক্রং, অচলমকম্পং ধারয়ন্ কুর্ক্বন্, স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বা স্বনাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য সংপশ্চন্ননোলয়বিক্ষেপনিবৃত্তয়ে ক্রমধ্যদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ । অন্তরাস্তরা দিশ্চানবলোকয়ন্ । এবমুতঃ সন্নাসীতু্যত্তরেণ সম্বন্ধঃ । প্রশান্তাত্মা অক্ষুর-মনাঃ, বিগতভীর্নির্ভয়ঃ, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ, মনঃ সংযম্য বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহত্যা ; মচ্ছিত্তঃ চতুর্ভূজং হৃন্দরাক্ষং মাং চিন্তয়ন্, মৎপরো মদেকপুরুষার্থঃ, যুক্তো যোগী ॥ ১৩-১৪

বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ আসনে উপবিষ্ট (যোগীর) শরীর ধারণোপযোগী বিধির বিষয় বলা হইতেছে—‘সমমিতি’, কায়—দেহের মধ্যভাগ । কায়, শির এবং গ্রীবা তাহাদের সমাহার হৃন্দ । প্রাণীর অঙ্গত্ববশতঃ । সম—অবক্র, অচল—কম্পবিহীন অবস্থায় ধারণ করা, স্থির—দৃঢ়তার সহিত যত্নপরায়ণ হইয়া নিজের নাসিকার অগ্রভাগ সম্যকরূপে নিরীক্ষণ করিয়া (দেখিয়া) মনের লয় ও বিক্ষেপের নিবৃত্তির জন্য ক্রমধ্যে দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ইহাই অর্থ । মাঝে মাঝে কোন দিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিতে করিতে । এই জাতীয়

সন্ন্যাসী ইহা উত্তর বাক্যের সহিত সম্পর্ক । প্রশান্তাত্মা—অক্ষুণ্ণমন-সম্পন্ন ব্যক্তি, ভয়শূন্য অর্থাৎ নির্ভয়ে, ব্রহ্মচারীর ব্রতে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত হইয়া, মনকে সংযত করিয়া, অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া । ‘মচ্ছিত্তো’—চতুর্ভুজ, হৃন্দর বপু আমাকে চিন্তা করিতে করিতে, ‘মৎপরঃ’—আমিই একমাত্র পরম-পুরুষার্থ-স্বরূপ ; এই জাতীয় যুক্ত—যোগী ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুভূষণ—আসনের কথা বলিয়া এক্ষণে তদুপরি শরীর ধারণের বিষয় বলিতেছেন । দেহ, মস্তক ও গ্রীবা এই তিনটি সম ও সরলভাবে রাখিয়া মনসহ ইন্দ্রিয়সমূহকে হৃদয়ে অর্থাৎ তদন্তরী ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ উড়ুপ অর্থাৎ নৌকা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে ভয়াবহ কামক্রোধাদিরূপ সংসার-স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হন । ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাওয়া যায় ।

বেদান্তের ‘আসীনঃ সম্ভবাৎ’ ৪ অঃ ১ম পাঃ ৭ শ্লোকেও আসনের উপযোগিতার বিষয় উল্লিখিত আছে । ইহার গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব প্রভু লিখিয়াছেন,—“(যথাশাস্ত্র) আসীন হইয়া শ্রীহরি স্মরণ করিবে । কারণ আসন-ব্যতিরেকে চিন্তের একাগ্রতাই হয় না । শয়ন, উত্থান ও গমনাদিতে চিন্ত-বিক্ষেপ নিবারণ সম্ভব নহে ।”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“সুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্ ।

তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যাসেৎ ॥” (৩।২৮।৮)

আরও পাওয়া যায়,—

“সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাস্থখম্ ।

হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকূতেক্ষণঃ ॥” ভাঃ—১১।১৪।৩২ ।

এই শ্লোকের ‘মচ্ছিত্তো’ এবং ‘মৎপরঃ’ শব্দ দুইটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । ধ্যানযোগ-পরায়ণ যোগীকে কেবল আসন রচনা করিয়া উপবেশন করিলেই চলিবে না । তাঁহাকে সর্ব্বকাম পরিহারপূর্ব্বক, চিন্তা বিষয়াস্তর হইতে প্রত্যাহারকরতঃ ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিত হইয়া সর্ব্বথা ‘মচ্ছিত্তো’ ও ‘মৎপরঃ’ হইতে হইবে । এস্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, “মচ্ছিত্তো ময়ি পরমেশ্বরে চিন্তং যস্ত সোহয়ং মচ্ছিত্তো যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ আসীতোপবিশেৎ, মৎপরোহহং পরো যস্ত সোহয়ং মৎপরঃ, ভবতি কচ্ছিত্তং রাগী জীচ্ছিত্তো ন তু দ্বিয়মেব পরমেন গৃহ্নাতি, কিং তর্হি রাজানং মহাদেবং বা, অয়ন্ত মচ্ছিত্তো মৎপরশ্চ ।”

শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন,—“অহমেব পরঃ পুরুষার্থ যন্ত স মৎপরঃ” ।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহনুশ্মাৎ সৰ্বস্মাদন্তরতরো যদয়মাত্মা ।” অর্থাৎ এই আত্মা পুত্রের অপেক্ষা প্রিয় ; বিত্তের অপেক্ষা প্রিয়, অনু সকলের অপেক্ষাই প্রিয়, এবং সকলের অন্তরতর পদার্থস্বরূপ ।

সুতরাং সকল বিষয়ের চিন্তা পরিহারপূর্বক আমাকেই শ্রেষ্ঠতম প্রিয় পদার্থ এবং পরমানন্দস্বরূপ, পরমপুরুষার্থ-জ্ঞানে আমাতেই সৰ্বতোভাবে চিন্তা সংলগ্ন করিবে । আমাকেই একমাত্র আরাধ্য জানিতে হইবে ।

এস্থলে ইহা বিশেষ বিচার্য্য যে, যাঁহারা বলেন যে,—যে কোন একটি মূর্তির ধ্যান করিবে, যে মূর্তিটি তোমার মন চায়, তাঁহাকেই তুমি ধ্যান করিবে, ইত্যাদি কথা কিরূপ অশাস্ত্রীয় ও অর্থোক্তিক । শ্রীভগবানের স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে স্বকপোলকল্পিত মত আদৌ গ্রাহ্য নহে ॥ ১৩-১৪ ॥

যুঞ্জন্মেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

অর্থ—এবং (পূর্বোক্তরূপে) সদা (সৰ্বদা) আত্মানম্ (মনকে) যুঞ্জন্ (যোগযুক্ত করিয়া) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী মৎসংস্থাং (মৎ-স্বরূপে অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মে স্থিতা) নির্বাণপরমাং (পরম নির্বাণরূপ) শান্তিং অধিগচ্ছতি (শান্তি প্রাপ্ত হন) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পূর্বোক্ত প্রকারে মনকে সৰ্বদা ধ্যানযোগযুক্ত করিতে করিতে সংযতচিত্ত যোগী মৎস্বরূপে সম্যকস্থিতিরূপা নির্বাণমোক্ষরূপ শান্তি লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইরূপ যোগ-অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড়-সম্বন্ধিনী চিত্তবৃত্তি নিকৃষ্ট হয় । যদি ভক্তিপরায়ণতার অভাব না হয়, তবে যোগী মৎসংস্থা—নির্বাণ-পর শান্তি অর্থাৎ জড়মোক্ষ ও চিৎপ্রকৃতিকে লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—এবমাসীনস্ত কিং স্মাতদাহ,—যুঞ্জন্মিতি । যোগী সদা প্রতি-দিনমাত্মানং যুঞ্জন্মর্পয়ন্, নিয়তমানসঃ মৎস্পর্শপরিণুদ্ধতয়া নিয়তং নিশ্চলং মানসং চিন্তং যন্ত সঃ । মৎসংস্থাং মদধীনাং নির্বাণপরমাং শান্তিমধিগচ্ছতি লভতে,—

“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি—শ্রবণাৎ ; নির্বাণপরমাং মোক্ষাবধিকা-
মিতি সিদ্ধয়োহপি যোগফলানীতুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই জাতীয় আসীন ব্যক্তির কি হইবে? তাহাই বলা
হইতেছে—‘যুগ্মরীতি’, যোগী সর্বদা—প্রতিদিন আত্মাকে ‘যুগ্ম’ অর্থাৎ সমর্পণ
করিতে করিতে, ‘নিয়তমানসঃ’—আমার স্পর্শ জন্ত পরিশুদ্ধতাহেতু নিয়ত নিশ্চল
মানস অর্থাৎ চিন্তা বাঁহার তিনি, ‘মৎসংস্থাঃ’—আমার অধীন নির্বাণশ্রেষ্ঠা
(নির্বাণ-মুক্তি) শাস্তি লাভ করেন,—“তঁাহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম
করিতে পারা যায়” ইত্যাদি শুনা যায়। নির্বাণপরমা—মোক্ষের চেয়েও
অধিক ইহা, সিদ্ধিসমূহও যোগের ফল, ইহাই বলা হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

অনুব্রূষণ—এক্ষণে যোগাভ্যাসের ফল বলিতেছেন,—যোগী পূর্বোক্ত
প্রকারে যোগাভ্যাস করিতে করিতে স্বীয় আত্মাকে আমাতে সমর্পণপূর্বক
আমার স্পর্শের দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া নিশ্চলমনা হন, তখন আমার অধীনা
নির্বাণরূপা পরমা শাস্তি লাভ করেন।

শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, সেই শাস্তি—নির্বিশেষ ব্রহ্ম আমাতেই
সম্যক স্থিতি, সংসারে উপরতি প্রাপ্তি হয়।

শ্রীধর স্বামিপাদও বলেন,—সংসার-উপরমরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হন। নির্বাণ-
পর মোক্ষ যাহা মঙ্গলেই অবস্থিতি।

স্বৈতান্বিতর উপনিষদেও আছে,—

“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি”

অষ্টাদশ-সিদ্ধিও যোগের অবাস্তব ফলরূপে উক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

নাত্যগ্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনগ্নতঃ ।

ন চাতিস্বপ্নশীলস্ত জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥

অর্থ—অর্জুন! অত্যগ্নতঃ (অধিক ভোজনকারীর) ন যোগঃ অস্তি
(যোগ হয় না) তু (আবার) একান্তম্ অনগ্নতঃ (একান্ত অনাহারীরও) ন চ
(হয় না) অতিস্বপ্নশীলস্ত (অতিশয় নিদ্রাপরায়ণের) ন চ (হয় না) জাগ্রতঃ
এব ন চ (জাগ্রতেরও হয় না) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে অর্জুন! অতিশয় ভোজনকারী ব্যক্তির যোগ হয় না,

আবার একান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না, অত্যন্ত নিদ্রাশীল অথবা অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রা-প্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—যোগমভ্যাস্ততো ভোজনাদিনিয়মাহ,—নাতিতি দ্বাভ্যাম্ । অত্যশনমনত্যশনঞ্চ, অতিস্বাপোহতিজাগরশ্চ, যোগবিরোধ্যাতিবিহারাদি চোক্তরাং ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগ-অভ্যাসরত ব্যক্তির ভোজনাদিনিয়ম বলা হইতেছে—নাতিশ্রুত ইতি দ্বাভ্যাম্ । অতিরিক্ত আহার এবং অনাহার, অতিস্বাপ,—অধিক নিদ্রা এবং অধিক জাগরণ,—এবং যোগবিরোধী অতিশয় বিহারাদি উক্তর বাক্য হইতে ॥ ১৬ ॥

অনুব্রূষণ—যোগাভ্যাসপরায়ণ ব্যক্তির আহারাদির নিয়ম বলিতেছেন,—যোগীর পক্ষে অতিরিক্ত আহার বা নিতান্ত অনাহার বিধেয় নহে । যোগীর আহার সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে বিধান দৃষ্ট হয়,—

“পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু ।

বায়োঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥”

অর্থাৎ অন্নের দ্বারা উদরের অর্দ্ধ এবং জলের দ্বারা তৃতীয় ভাগ পূরণ করিবে । বায়ু সঞ্চরণের জন্য চতুর্থ ভাগ অবশেষ রাখিবে ।

এইপ্রকার অতি নিদ্রাশীল অথবা অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তির পক্ষেও যোগ সম্ভব নহে ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও পাওয়া যায়,—“নাখ্যাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুল-চেতনঃ । যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র ! যোগী সিদ্ধার্থমাত্মনঃ । সাতিশীতে ন চৈবোক্ষে ন হৃন্দে নালিপান্বিতে, কালেঋতেষু যুঞ্জুত ন যোগং ধ্যানতৎপর ॥” অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র ! সিদ্ধিলাভার্থে যোগী কখনও ক্ষুধাকাতর, শ্রমাবসন্ন ও ব্যাকুলচিত্ত অবস্থায় যোগ করিবে না । ধ্যানপরায়ণ যোগী অতি শীত বা অতি উষ্ণ অথবা ঝটিকা সমন্বিতকালে যোগের অহুষ্ঠান করিবেন না ।

পরমার্থশাস্ত্রে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতেও পাওয়া যায়,—

“আধিক্যে ন্যূনতয়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ” ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কৰ্মসু ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগে ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

অর্থ—যুক্তাহারবিহারস্ত (পরিমিত আহার-বিহার পরায়ণের) কৰ্মসু যুক্তচেষ্টস্ত (কৰ্মসমূহে সমুচিত চেষ্টাযুক্তের) যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত (পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত ব্যক্তির) যোগঃ দুঃখহা (ক্লেশনিবারক) ভবতি (হয়) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি যুক্ত-আহার ও যুক্ত-বিহারশীল, কৰ্মসমূহে যিনি পরিমিত চেষ্টাযুক্ত, যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ সংসার-ক্লেশনাশক হয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যুক্তাহার ও যুক্ত-বিহারশীল, কৰ্মসকলে যুক্তচেষ্ট, যুক্ত-নিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টা-দ্বারা জড়দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—যুক্তেতি । মিতাহারবিহারস্ত কৰ্মসু লৌকিক-পারমার্থিক-কৃত্যেযু মিতবাগাদিব্যাপারস্ত মিতস্বাপজাগরস্ত চ সৰ্বদুঃখনাশকো যোগো ভবতি, তস্মাদ যোগী তথা তথা বর্ততে ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘যুক্তেতি’ । পরিমিত আহার ও বিহারশীল ব্যক্তির কৰ্মেতে—লৌকিক ও পারমার্থিক কৃত্যেতে, পরিমিতবাগাদি ব্যাপারের এবং পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণ-শীলের সৰ্বদুঃখনাশক যোগ হয় । অতএব যোগী সেই সেই ভাবেই থাকেন ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—যোগের অহুকুল বিষয় বলিতেছেন । যাহার আহার এবং বিহার পরিমিত, তাঁহার লৌকিক ও পারমার্থিক সকল ব্যাপারেই পরিমিত চেষ্টা থাকে । সেই পরিমিত নিদ্রা এবং জাগরণ-শীল ব্যক্তির যোগ স্থনিশ্চয় হয় এবং সংসার-দুঃখের মূলীভূত কারণ অবিজ্ঞা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মসংহিতা ও শিবসংহিতায় আহারাди-বিষয়ে পাওয়া যায়,—

“আহার্য্য নির্দ্ধারণ—শালিতগুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যুষ, পটোল, কাঠাল, ককোল, কাঁকুড়, ফুটি, রসুতা, কাঁচকলা, কলার মোচা, ডুমুর, খেঁড়, মূলা, আলু, ঝিঙ্গে, শাক,—কালশাক, পলতাশাক, বাজুশাক, হিঞ্জে-শাক, নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড় ও চিনি, দাড়িঘাদি ফল প্রভৃতি । লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ এবং ধাতু পোষক ও মন-প্রফুল্লকারক দ্রব্যই যোগি-গণের ভক্ষ্য ।”

যোগিগণের পক্ষে ‘মিতাহার’ যেমন প্রয়োজন তেমনি ‘মেধ্যাহার’ও প্রয়োজন। “মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্তং প্রশস্তং সাস্বিকং লঘু।” হবিষ্যন্ন, সত্ত্বগুণের বর্ধক, লঘু ও প্রশস্ত-দ্রব্য আহারকে ‘মেধ্যাহার’ বলে। স্ততরাং মৎস্তমাংসাদি গ্রহণ যোগীর পক্ষে কখনই চলিতে পারে না। ষাঁহারা বলেন, আহারের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা ভোগী, স্ততরাং অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক কথার দ্বারা অজ্ঞলোকের মন হরণ করিয়া থাকেন।

‘সত্ত্বগুণ’ ধর্মাচরণের একটি প্রধান অবলম্বন, উহা গীতার ১৪।৬ শ্লোকে পাওয়া যাইবে।

আবার সত্ত্বগুণ-বৃদ্ধিকারক আহার্যের কথাও গীতায় শ্রীভগবান্ ১৭।৮ শ্লোকে বলিবেন। এবং অমেধ্যাহার যে তমোগুণবর্ধক ও তামসিক লোকের প্রিয় তাহাও ভগবান্ গীঃ ১৭।১০ শ্লোকে বলিবেন।

ব্যবহার বিষয়েও বহু বর্জ্যনীয় বিষয়ের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি প্রদত্ত হইতেছে, যাহা যোগীর পক্ষে বর্জ্যনীয়। অধিক ভ্রমণ, তৈলমর্দন, হিংসা, পরবিদ্বেষ, অহঙ্কার, কোটিল্য, মিথ্যাব্যবহার, প্রাণিপীড়ন, পরস্বী-সঙ্গ, বাচালতা, অত্যাশক্তি, অপ্রিয়াচরণ প্রভৃতি যোগিগণের অবশ্যই পরিত্যাগ্য ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিন্তমাআত্মোবাবতিষ্ঠতে ।

নিম্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইতু্যচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

অর্থ—যদা (যখন) বিনিয়তং (বিশেষরূপে নিরুদ্ধ) চিন্তং (মন) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়) তদা (তখন) সর্বকামেভ্যঃ (সকল বাসনা হইতে) নিম্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (যুক্ত বলিয়া কথিত হন) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যখন চিন্ত সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়, তখন সর্বপ্রকার ভোগবাসনায় স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি যোগযুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যখন যোগীর চিন্তবৃত্তির নিরোধ হয় অর্থাৎ চিন্ত-বৃত্তি যখন জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত বিশেষসমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত জড়-কামশূন্য হইয়া পুরুষ যোগযুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১৮ ॥

শ্রীবলদেব—যোগী নিষ্পন্নযোগঃ কদা শ্রাদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—যদেতি । যোগমভ্যাস্ততো যোগিনশ্চিত্তং যদা বিনিয়তং নিরুদ্ধং সদাত্মেনেব স্বস্মিন্বেবাবস্থিতং স্থিরং ভবতি, তদাত্মেতরসর্বস্পৃহাশূন্যো যুক্তো নিষ্পন্নযোগঃ কথ্যতে ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগী নিষ্পন্নযোগ কখন হইবে—এই অপেক্ষায় বলা হইতেছে—‘যদেতি’, যোগাভ্যাসকারী যোগীর চিত্ত যখন বিনিয়ত—নিরুদ্ধ অর্থাৎ সর্বদা স্থায়ী আত্মাতেই অবস্থিত হইয়া স্থির হয়, তখন আত্মাভিন্ন অণু বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য হইলে, যুক্ত অর্থাৎ নিষ্পন্নযোগ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৮ ॥

অনুব্রূষণ—যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর চিত্ত যখন নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ পূর্বক আত্মেতর সর্ব বিষয়-স্পৃহাশূন্য হয় এবং আত্মাতেই সর্বদা স্থিত হয়, তখনই যোগীর যোগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেদ্রতে সোপম স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিত্তস্ত যুঞ্জতো যোগমাশ্রয়নঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থ—যথা (যে রূপ) নিবাতস্থঃ (বায়ুহীন স্থানে) দীপঃ ন ইদ্রতে (বিকম্পিত হয় না) আশ্রয়নঃ (আত্মার) যোগম্ যুঞ্জতঃ (যোগাভ্যাসকারী) যতচিত্তস্ত যোগিনঃ (সংযতচিত্ত যোগীর) সা উপমা স্মৃতা (সেই উপমা জানিবে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যে প্রকার বায়ুশূন্য স্থানে দীপ বিচলিত হয় না, সেই প্রকার আত্ম-বিষয়ে যোগাভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগীর তাহা উপমাস্বরূপ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিদ্যোদ—বায়ুশূন্য গৃহে দীপ যে রূপ অচল হইয়া থাকে, যতচিত্ত যোগীর চিত্ত তদ্রূপ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—তদা যোগী কীদৃশো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ,—যথেন্তি । নির্বাতদেশস্থো দীপো নেদ্রতে ন চলতি নিশ্চলঃ সপ্রভস্তিষ্ঠতি স দীপো যথা যথাবদুপমা যোগজ্ঞেঃ স্মৃতা চিস্তিতা । সোপমেত্যত্র—“সোহচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্” ইতি সূত্রাত্ সন্ধিঃ ; উপমা-শব্দেনোপমানং বোধ্যম্ । কস্তেত্যাহ,—যোগিন ইতি । যতচিত্তস্ত নিরুদ্ধসর্বচিত্তবৃন্তেরাশ্রয়নো যোগঃ

ধ্যানং যুগ্মতোহনুতিষ্ঠতঃ । নিবৃত্তসকলেতরচিত্তবৃত্তিরভ্যাদিতজ্ঞানযোগী নিশ্চল-
সপ্রভদীপসদৃশো ভবতীতি ॥ ১৯ ॥

বজ্রানুবাদ—তখন যোগী কীদৃশ অবস্থাসম্পন্ন হন, এই অপেক্ষায় বলা হইতেছে—‘যথেন্তি’। বায়ুশূন্য-স্থানস্থিত প্রদীপ চঞ্চল হয় না, নিশ্চল ও প্রভাযুক্ত হইয়া সেই দীপ যথাযথভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়—এই উপমা যোগজ্ঞ-ব্যক্তিগণ কর্তৃক শ্রুত, চিন্তিত হইয়াছে। “সোপমা” এখানে “সোহচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্” এই শ্রুতের দ্বারা সন্ধি, উপমাশব্দের দ্বারা উপমানকে জানিবে। কাহার এই অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে—‘যোগিনঃ’ ইতি। সংযতচিত্ত—নিরুদ্ধ সকল চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে আত্মার যোগ—ধ্যান যুগ্ম অর্থাৎ অনুষ্ঠান করা। নিবৃত্ত সকল ইতর চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন ও লব্ধজ্ঞানসম্পন্ন যোগী নিশ্চল ও সপ্রভপ্রদীপের তুল্য হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

অনুব্রূষণ—একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা যোগীর চিত্তের অবস্থা বুঝাইতেছেন। বায়ুর দ্বারাই দীপশিখা বিকম্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে বায়ুর প্রবাহ নাই, সেখানে দীপ যেমন চঞ্চল হয় না, সেইরূপ সংযতচিত্ত যোগীর চিত্ত যোগধ্যানানুষ্ঠান ফলে, সকল বাহ্যবৃত্তি নিরুদ্ধ হওয়ায়, নিশ্চল দীপসদৃশ হইয়া অবস্থিত হয় ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবাত্মনা আত্মানং পশ্যন্না আত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

সুখমাত্যস্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

ভং বিজ্ঞাদ্ভুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৩ ॥

অর্থ—যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাস দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তং (সংযমিত মন) উপরমতে (উপরত হয়) যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (আত্মার দ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে) পশ্যন্ (দর্শন করিতে করিতে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) তুষ্যতি (তুষ্টিলাভ করেন), যত্র (যে অবস্থায়) অয়ম্ (এই যোগী) যৎতৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যং (বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয়) অতীন্দ্রিয়ম্ (বিষয়েন্দ্রিয়-

সম্পর্ক রহিত) আত্যন্তিকং সুখং বেত্তি (অনুভব করেন) চ স্থিতঃ (এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া) তদ্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (ভ্রষ্ট হন না) যং লাভং (যে লাভ) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অপরং (অন্য লাভকে) ততঃ অধিকং (তাহা হইতে অধিক) ন মন্যতে (মনে করেন না) যস্মিন্ চ স্থিতঃ (এবং যাহাতে স্থিত হইয়া) গুরুণা দুঃখেণ অপি (মহৎ দুঃখের দ্বারাও) ন বিচালাতে (অভিভূত হন না) তং (সেই অবস্থাকে) দুঃখ-সংযোগবিয়োগং (দুঃখের সংস্পর্কশূন্য) যোগসংজ্ঞিতম্ বিজ্ঞাৎ (যোগ নামে জানিবে) ॥ ২০-২৩ ॥

অনুবাদ—যে অবস্থায় যোগাভ্যাস-প্রভাবে চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় বিত্ত্ব চিত্তদ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে করিতে আত্মাতেই পরিতুষ্ট লাভ করা যায়, এবং যে অবস্থায় যোগী ব্যক্তি কেবল বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয়, অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ অনুভব করেন, যে অবস্থায় স্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হন না, এবং যে আত্মসুখ লাভ করিয়া অন্য লাভকে তাহা হইতে অধিক মনে করেন না এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া গুরুতর দুঃখেও অভিভূত হন না, সেইরূপ অবস্থাকে সুখদুঃখ-সম্পর্কশূন্য যোগ বলিয়া জানিবে ॥ ২০-২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইরূপ যোগাভ্যাস-দ্বারা চিত্তের বিষয়োপরতিক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয়; তখন সমাধি-অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মাকার-অন্তঃকরণ-দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করতঃ তজ্জনিত সুখ লাভ করেন। পতঞ্জলিমুনি যে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ অষ্টাঙ্গ-যোগবিষয়ক শাস্ত্র। তাঁহার ষথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার টীকাকারেরা এরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদিগণ যে আত্মার চিদানন্দময়ত্বকে ‘মোক্শ’ বলেন, তাহা অযুক্ত; যেহেতু কৈবল্য-অবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে সংবেগ-সংবেদন-স্বীকাররূপ দ্বৈতভাব-দ্বারা কৈবল্য-হানি হইবে। কিন্তু পতঞ্জলি মুনি তাহা বলেন না। তিনি তাঁহার কৃত শেষশ্লোকে এই মাত্র বলিয়াছেন,—“পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিত্তিশক্তিরিতি।” অর্থাৎ গুণসকল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-রূপ পুরুষার্থশূন্য হইলে ক্ষণিক বিকার উদ্ভব করে না; তখন চিত্তের কৈবল্য হয়। তদ্বারা জীবের স্বরূপের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয়; তাহাকে ‘চিত্তিশক্তি’

বলে। গাঢ়রূপে দেখিলে চরমাবস্থায় পতঞ্জলি আত্মার গুণধ্বংস স্বীকার করিলেন না, কেবল গুণসকলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন। ‘চিতিশক্তি’ শব্দে চিদ্ধর্ম বুঝিতে হয়। অবিকারিত্ব বিগত হইলে স্বরূপ-ধর্মোদয় হইয়া থাকে। প্রাকৃত-সম্বন্ধযোগে আত্মার যে দশা, তাহারই নাম আত্মগুণবিকার; তাহা বিনষ্ট হইলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্ম যে আনন্দ, তাহারও স্মৃতির লোপ হইবে। কিন্তু পতঞ্জলির শিক্ষা এরূপ নয়। উক্ত মুক্তদশায় প্রকৃতি-বিকারশূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হইবে, সেই আনন্দই স্মৃতিস্বরূপ; তাহাই যোগের চরম ফল এবং তাহাকেই ‘ভক্তি’ বলে,—ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সমাধি দুইপ্রকার,—সম্প্রজাত ও অসম্প্রজাত। সম্প্রজাত-সমাধি—সবিতর্ক ও সবিচারাদি-ভেদে বহুবিধ; আর অসম্প্রজাত-সমাধি—একই প্রকার। সেই অসম্প্রজাত-সমাধিতে বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্করহিত আত্মাকার-বুদ্ধির গ্রাহ আত্যন্তিক-স্মৃতি লাভ হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্মস্মৃতি অবস্থিত যোগীর চিন্তা আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না। এই অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে অষ্টাঙ্গ-যোগে জীবের মঙ্গল হয় না; যেহেতু তাহাতে যে-সকল বিভূতিরূপ অবাস্তব লাভ আছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইলে চরমোদ্দেশ্যরূপ সমাধি-স্মৃতি হইতে যোগীর চিন্তা বিচলিত হয়। এই সকল অন্তরায় হইতে যোগ-সাধন-সময়ে অনেক অমঙ্গলের ভয় আছে। কিন্তু ভক্তিযোগে সেরূপ আশঙ্কা নাই। তাহা পরে কথিত হইবে। সমাধিতে যে স্মৃতি লব্ধ হয়, তাহা হইতে অল্প কোনপ্রকার স্মৃতিতে যোগী শ্রেষ্ঠ মনে করেন না; অর্থাৎ দেহযাত্রা-নির্বাহ-কালে বিষয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-দ্বারা যে-সকল ক্ষণিক স্মৃতিপত্তি হয়, সে-সকল স্মৃতিতে তুচ্ছ বলিয়াই কেবল দেহযাত্রা-নির্বাহের জন্য স্বীকার করেন। দুর্ঘটনা, পীড়া, অভাব ও মরণ-পর্যন্ত গুরুতর দুঃখসকলকে সহ্য করিয়া নিজের অশেষণীয় সমাধি-স্মৃতি সন্তোষ করেন। সেইসকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরম স্মৃতি পরিত্যাগ করেন না। ‘দুঃখসকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা অধিকক্ষণ থাকে না, ইহাদের বিয়োগ শীঘ্রই হইবে’, এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগ অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২০-২৩ ॥

শ্রীভগদেব—‘নাত্যগতঃ’ ইত্যাদৌ যোগ-শব্দেনোক্তং সমাধিং স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়তি,—যত্রেত্যাদি-সাক্ষ্যত্রয়েণ। যচ্ছব্দানাং তং বিজ্ঞানযোগসংজ্ঞিত-মিত্যন্তরেণাশ্রয়ঃ। যোগস্ত সেব্যভ্যাসেন নিরুদ্ধং নিবৃত্তেত্তরবৃত্তিকং চিন্তং

যত্রোপরমতে মহৎ সুখমেতদিতি সজ্জতি ; যত্র চাত্মনা শুদ্ধেন মনসাত্মানং
পশ্যন্ তস্মিন্নাত্মন্যেব তুষ্ণতি, ন তু দেহাদি পশ্যন্ বিষয়েষিতি চিত্তবৃত্তিনিরোধেন
স্বরূপেণৈষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন চ যোগো দর্শিতঃ । সুখমিতি । যত্র সমাধৌ
যত্ত্বং প্রসিদ্ধমাত্যস্তিকং নিত্যং সুখং বেদ্যভূতবতি । অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়-
সম্বন্ধরহিতং, বুদ্ধ্যাআকারয়া গ্রাহ্যম্ । অতএব যত্র স্থিতস্তদ্বত আত্মস্বরূপান্নৈব
চলতি । যং যোগং লব্ধ্বৈব ততোহপরং লাভমধিকং ন মন্যতে, গুরুণা গুণবৎপুত্র-
বিচ্ছেদাদিনা ন বিচাল্যতে । তমিতি । দুঃখসংযোগস্ত বিয়োগঃ প্রধ্বংসো যত্র
তং যোগসংজ্ঞিতং সমাধিম্ ॥ ২০-২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—“নাত্যগ্নতঃ” ইত্যাদিতে যোগশব্দের দ্বারা উক্ত সমাধিকে
স্বরূপতঃ ও ফলতঃ লক্ষ্য করা হইতেছে—‘যত্রেত্যাদি’ সাড়ে তিনটি শ্লোকের
দ্বারা । যৎশব্দগুলির “তাহাকে যোগসংজ্ঞিত জানিবে” এই উত্তরবাক্যের সহিত
অন্বয় । যোগের সেবার—অভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ—নিবৃত্ত ইতর-বৃত্তিযুক্ত চিত্ত
যেখানে উপরম হয় অর্থাৎ মহৎ সুখহেতু তাহাতেই অনুরক্ত (আসক্ত) হয় । এবং
যেখানে আত্মার দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মাকে দেখিতে দেখিতে সেই
আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন কিন্তু দেহাদি দেখিতে দেখিতে বিষয়েতে নহে, এই জাতীয়
চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা এবং স্বরূপে ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণরূপ ফলের দ্বারা যোগ
প্রদর্শিত হইয়াছে । ‘সুখমিতি,’ যেই সমাধিতে সেই যে প্রসিদ্ধ আত্যস্তিক নিত্য-
সুখ জানেন অর্থাৎ অনুভব করেন । অতীন্দ্রিয়—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত
সম্পর্ক-শূন্য, বুদ্ধিকে আত্মাকারে অর্থাৎ আত্মস্বরূপভাবেই গ্রহণ করা উচিত ।
অতএব যেখানে অবস্থান করিয়া তদ্বতঃ আত্মস্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হন না,
যেই যোগকে লাভ করিয়াই তাহা অপেক্ষা অপর লাভকে অধিক মনে
করেন না । গুরু অর্থাৎ গুণবান্ পুত্রের বিচ্ছেদাদির দ্বারাও বিচলিত হন
না । ‘তমিতি’ । দুঃখের সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ প্রধ্বংস যেখানে, তাহাই
যোগসংজ্ঞাবিশিষ্ট সমাধি ॥ ২০-২৩ ॥

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিঘ্নচেতসা ।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত । সর্বানশেষতঃ ।

মনসেবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—স যোগঃ (সেই যোগ) অনির্বিঘ্নচেতসা (ধৈর্যযুক্ত চিত্তদ্বারা)

সংকল্পপ্রভবান্ (সংকল্প-সম্ভূত) সৰ্বান্ কামান্ (বিষয়ভোগসমূহকে) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) সমস্ততঃ (সৰ্বদিক হইতে) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বিনিয়ম্যা (প্রত্যাহার পূর্বক) নিশ্চয়েন (সাধুশাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা নিশ্চয় পূর্বক) যোক্তব্যঃ (যোগ-অভ্যাস করণীয়) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সেই যোগ ধৈর্য্যযুক্ত চিত্তদ্বারা সংকল্পসম্ভূত সমস্ত বিষয়-বাসনাকে নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা সৰ্বদিক হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করতঃ সাধুশাস্ত্র উপদেশের দ্বারা নিশ্চয়পূর্বক অভ্যাস করিবে ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগফল-লাভসম্বন্ধে ‘বিলম্ব হইতেছে’, কি ‘ব্যাঘাত হইতেছে’ বলিয়া নিরর্থক নির্বেদ সহকারে যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না অর্থাৎ যোগফল-লাভ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে অধ্যবসায় করিবেন। যোগ-সম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য্য এই যে, যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম সিদ্ধফল এবং সঙ্কল্পজনিত কামসমূহ সৰ্বতোভাবে দূর করত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সম্যকরূপে নিয়মিত করিবে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—স যোগঃ প্রারম্ভদশায়াং নিশ্চয়েন প্রযত্নে কৃতে সংসেৎশ্রুত্যে-বেত্যধ্যবসায়েন যোক্তব্যোহনুষ্ঠেয়ঃ। আত্মত্যাগযোগত্মননং নির্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা হতাগার্বশোষকপক্ষিবৎ সোৎসাহেনেত্যর্থঃ। এতাদৃশং যোগমারভ-মাণস্ত প্রাথমিকং কৃত্যমাহ,—সংকল্পেতি। সঙ্কল্লাৎ প্রভবো যেস্যাং তান্ যোগবিরোধিনঃ কামান্ বিষয়ানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা। ক্ষুটমগ্নাৎ। মনসা বিষয়দোষদর্শিনা ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই যোগ প্রারম্ভদশায় নিশ্চয়রূপে বিশেষভাবে যত্ন করিলে সম্যকরূপে সিদ্ধ হইবে।—এই অধ্যবসায়ের দ্বারা যুক্ত করিবে অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিবে। আত্মাতে অযোগত্ব-মননরূপ নির্বেদ, তৎশূন্য চিত্তের দ্বারা অর্থাৎ অগাপহারী-সমুদ্রকে শোষণকারী পক্ষীর ন্যায় অতিশয় উৎসাহের সহিত, এই অর্থ। এতাদৃশ যোগানুষ্ঠান-আরম্ভকারীর প্রাথমিক কৃত্যের কথা বলা হইতেছে—‘সংকল্পেতি’। সংকল্প হইতে প্রভব (উৎপত্তি) বাহাদের

তাহাদিগকে—যোগবিরোধী কাম্য-বিষয়গুলিকে নিঃশেষরূপে অর্থাৎ সমূল বাসনার সহিত ত্যাগ করিয়া। অশ্রুগুলি সহজ। বিষয়দোষদর্শি-মনের দ্বারা ॥ ২৪ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

অর্থ—ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা (ধৃতি বা ধৈর্য্য-গৃহীত বুদ্ধির দ্বারা) মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মাতে সংস্থিত) কৃত্বা (করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমে ক্রমে) উপরমেৎ (বিরত হইবে) কিঞ্চিদপি (অশ্রু কিছু) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ধারণায়ুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মাতে সংস্থাপন পূর্বক ধীরে ধীরে বিরাগ অভ্যাস করিবে, অশ্রু কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ধারণারূপ অঙ্গ হইতে লব্ধবুদ্ধির দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে; ইহার নাম ‘প্রত্যাহার’। মনকে ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যা-হার-দ্বারা সম্যক বশীভূত করিয়া আত্মসমাধি করিবে। তখন আর জড় বিষয়ের চিন্তা করিবে না। দেহযাত্রার জন্ত বিষয়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবে না, ইহাই উপদিষ্ট হইল; ইহাই যোগের অন্ত্যকৃত্য ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—অস্তিমং কৃত্যমাহ,—ধৃতিগৃহীতয়া ধারণাবশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মসংস্থং কৃত্বা আত্মানং ধ্যাত্বা সমাধাবুপরমেৎ তিষ্ঠেৎ; আত্মনো-হন্ত্যং কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ। এতচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু হঠেন ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—শেষকর্তব্য-সম্পর্কে বলা হইতেছে—‘শনৈঃ শনৈরিতি’, ধৃতি-গৃহী-তের দ্বারা অর্থাৎ ধারণা-বশীকৃত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক স্থির করিয়া অর্থাৎ আত্মার-প্রতি ধ্যানস্থ হইয়া সমাধিতে উপরত হইবে অর্থাৎ আসক্ত হইয়া থাকিবে। আত্মাভিন্ন অশ্রু কোন বস্তুকে চিন্তা করিবে না। ইহাও ধীরে ধীরে অভ্যাসক্রমের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, হঠকারিতার দ্বারা নহে ॥ ২৫ ॥

অনুভূষণ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ “সং সন্ন্যা-

সমীতি প্রাহর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব” বলিয়া যে যোগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ‘কর্মযোগ’। কিন্তু “নাত্যন্ততস্ত যোগোহস্তি” বলিয়া যে যোগের বিষয় এক্ষণে বুঝাইতেছেন তাহা কিন্তু সমাধি-যোগ। এই সমাধি-যোগই স্বরূপতঃ এবং ফলতঃ মুখ্য। যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, তাহাই যোগের স্বরূপ-লক্ষণ। পাতঞ্জল-সূত্রেও পাওয়া যায়,—“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”। এইরূপ যোগাবলম্বনে ইষ্ট-প্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হওয়ায়, উহা ফলস্বরূপ সূতরাং মুখ্য।

যে অবস্থা-বিশেষে যোগাভ্যাসের ফলে চিত্ত নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে উপরত হয় এবং বিশুদ্ধ মনের দ্বারা স্বীয় আত্মাকেই দর্শন করেন, দেহাদি কিছুই দেখেন না এবং আত্মদর্শনের মহৎসুখ অনুভব করিয়া তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকেন, সেই সমাধিযোগই শ্রেষ্ঠ। এই সমাধিতে যে নিত্য মহৎসুখ অনুভব হয়, তাহা অতীন্দ্রিয়, একমাত্র আত্মাকার-বুদ্ধির দ্বারাই গ্রাহ্য।

কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

“দৃশ্যতে ত্রয়য়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (১।৩।১২)।

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

“আত্মনাত্মাকারং স্বভাবতোহবস্থিতং সদা চিত্তং আত্মৈকাকারতয়া তিরস্কৃতানা-
ত্মদৃষ্টির্বিদধীত।”

এই অবস্থায় অবস্থিত যোগী কখনই আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। এই আত্মানন্দ লাভ করিবার পর তাঁহার আর কোন লাভকেই শ্রেষ্ঠ মনে হয় না বা কোন মহৎ দুঃখেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

ইহাও শুনা যায় যে,—

“সমাধিনির্দ্ধূতমলস্ত চেতসো নিবেশিতস্তাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।

ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা যদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥”

এবম্বিধ সর্বসুখস্বরূপ ইষ্ট-প্রদানে সমর্থ সমাধি-যোগই শ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ মহাফলপ্রদ-যোগ অত্যন্ত যত্নের সহিত ধৈর্যযুক্ত হইয়া অভ্যাস করা উচিত। যদিও এই যোগ শীঘ্র সিদ্ধ হয় না, তাহা হইলেও ইহা নিশ্চয়সিদ্ধ হইবে,

এই নিশ্চয়-সহকারে এবং এতাবৎকালের মধ্যে হইল না বলিয়া, অন্ততঃ না হইয়া, জন্মজন্মান্তরে সিদ্ধ হউক, এইরূপ ধৈর্যের সহিত অণ্ডাপহারী-সমুদ্র-শোষণকারী পক্ষীর ন্যায় অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে যত্ন করা কর্তব্য।

যেমন আখ্যায়িকা আছে,—

“কোন পক্ষীর অণ্ডসমূহ সমুদ্র তরঙ্গবেগে হরণ করিয়াছিল। সেই পক্ষী সমুদ্রকে শোষণ করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ মুখের অগ্রভাগ দ্বারা এক এক বিন্দু জল উঠাইয়া উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তারপর তাহার নিজ বন্ধুবর্গ বহু পক্ষিগণের দ্বারা নিবারিত হইয়াও, সে বিরত হইল না। এবং যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগত নারদ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও ‘এই জন্মে বা জন্মান্তরে সমুদ্র শোষণ করিবই’—এই প্রতিজ্ঞা পুনরায় তাঁহার সন্মুখেও করিল। তারপর দৈব অহুকুল হওয়ায় রূপালু নারদ সেই কার্যের সাহায্যের জন্য গরুড়কে পাঠাইলেন। ত্বদীয় জাতি-দ্রোহে সমুদ্র তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছে—এই বাক্য-দ্বারা গরুড় তাঁহার পক্ষবায়ুতে গুঞ্চ করিতে লাগিলে, সমুদ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া, পক্ষীকে সেই অণ্ডসমূহ ফিরাইয়া দিল।” এই প্রকারই শাস্ত্রোপদেশে আস্তিক্য বা বিশ্বাস যুক্ত হইয়া যোগ, জ্ঞান, বা ভক্তিতে প্রবৃত্ত উৎসাহবান্ অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকে শ্রীভগবান্ই অনুগ্রহ করেন ; ইহাই নিশ্চয় করিতে হইবে।

এস্থলে ২৪।২৫ শ্লোকে যোগের প্রাথমিক ও অন্ত্যকৃত্যও উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ২০-২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়মৈতদাত্মনো বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অর্থ—চঞ্চলম্ অস্থিরম্ মনঃ, যতঃ যতঃ (যাহাতে যাহাতে) নিশ্চলতি (ধাবিত হয়) ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) এতৎ (এই মনকে) নিয়ম্য (প্রত্যাহার পূর্বক) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (বশীভূত করিবে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইতে ইহাকে প্রত্যাহার পূর্বক আত্মার অধীনে স্থিরভাবে রাখিবে ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির ; কখনও কখনও

বিচলিত হইলেও তাহাকে যত্নপূর্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—যদি কদাচিৎ প্রাক্তনসুক্ষ্মদোষান্ননঃ প্রচলেৎ, তদা তৎ প্রত্যাহরেদিত্যাহ,—যত ইতি । যৎ যৎ বিষয়ং প্রতি মনো নির্গচ্ছতি, ততস্তত এতন্মনো নিয়ম্য প্রত্যাহৃত্যাত্মেন্নেব নিরতিশয়সুখস্বভাবনয়া বশং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যদি কখনও প্রাক্তন সুক্ষ্ম-দোষবশতঃ মন প্রচলিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাহার করিবে, ইহাই বলা হইতেছে—‘যত ইতি’ । যেই যেই বিষয়ের প্রতি মন ধাবিত হয়, তাহা তাহা হইতে এই মনকে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মাতেই নিরতিশয় সুখের ভাবনা দ্বারা বশীভূত করিবে ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির । পূর্ব শ্লোকে বর্ণিত উপায়ে মনকে সমস্ত সংকল্প-সম্বৃত বিষয় বাসনা হইতে ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত প্রত্যাহার পূর্বক আত্মাতে স্থাপন করতঃ সমাধিস্থ হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । যদি কদাচিৎ কোন প্রাক্তন সুক্ষ্ম-দোষ হইতে মন পুনরায় বিচলিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহাকে প্রত্যাহার পূর্বক নিরতিশয় সুখস্বরূপ আত্মাতে, সেইরূপ আত্মভাবনাদ্বারা বশীভূত করিবে ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

অর্থ—শান্তরজসং (নিবৃত্ত রজোগুণ) প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষম্ (পাপ রহিত) ব্রহ্মভূতম্ এনম্ (এই) যোগিনং (যোগীকে) হি (নিশ্চয়) উত্তমং সুখম্ (শ্রেষ্ঠ সুখ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহার হৃদয় হইতে রজোগুণ নিবৃত্ত হইয়া চিত্ত প্রশান্ত, নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই যোগীকে (সমাধিজনিত) শ্রেষ্ঠ সুখ নিশ্চয় আশ্রয় করে ॥ ২৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইরূপ অভ্যাস ও বিম্ব বিনাশপূর্বক যাঁহার মন প্রশান্ত হয়, সেই ব্রহ্মভূত, পাপশূন্য, প্রশমিত-রজা যোগী পূর্বোক্ত উত্তম সুখ লাভ করেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—এবং প্রযতমানস্ত পূর্ববদেব সমাধিস্থখং শ্রাদিত্যাহ,— প্রশান্তেতি । প্রশান্তমাত্মচলং মনো যন্ত তম্, অতএবাকল্মষং দক্ষপ্রাক্তন-

স্বপ্নদোষম্ ; অতএব শান্তরজসম্ । ব্রহ্মভূতং সাক্ষাৎকৃত-বিবিক্তাবির্ভাবিতাষ্ট-
গুণকাত্মস্বরূপং যোগিনং প্রত্যুত্তমমাত্মাহুভবরূপং মহৎ সুখং কর্তৃ স্বয়-
মেবোপৈতি ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে চেষ্টাশীল মানুষের পূর্বের জায়গায়ই সমাধি সুখ হইবে
—ইহাই বলা হইতেছে—‘প্রশান্তেতি’ । প্রশান্ত—অর্থাৎ আত্মাতে অচল মন
যাঁহার তাঁহাকে । অতএব অকল্মষ অর্থাৎ প্রাক্তন স্বপ্ন-ভোগদোষ দগ্ধ
হইয়াছে যাঁহার । অতএব রজোগুণ-নিবৃত্ত । ব্রহ্মভূত—সাক্ষাৎকৃত অর্থাৎ
ভাবনা-দ্বারা শুদ্ধরূপে আবির্ভাবিত অষ্টগুণাত্মক-আত্মস্বরূপ-বিশিষ্ট যোগীকে
অতি উত্তম আত্মাহুভবরূপ মহৎ সুখ কর্তৃস্বরূপে স্বয়ংই পাইয়া
থাকেন ॥ ২৭ ॥

অনুব্রূষণ—এইরূপ যোগাভ্যাসের ফলে যোগীদিগের মন প্রশান্ত হয়
অর্থাৎ আত্মাতেই নিশ্চল হয় । তখন তিনি অকল্মষ অর্থাৎ প্রাক্তন স্বপ্ন-
দোষকেও দগ্ধ করিয়া থাকেন । রজোগুণের স্বভাবে যে চিন্তের বিক্ষেপ ঘটে,
তাহা দূর হইয়া শান্ত হয় । তখনই সেই যোগী ব্রহ্মভূত অবস্থা লাভ করেন
অর্থাৎ বিজড়ো, বিমুক্ত্য, বিশোক ইত্যাদি অষ্টগুণাবৃত-আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার
হয় ; তাহার ফলে সেই আত্মাহুভবরূপ মহৎ সুখ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়
অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করে ॥ ২৭ ॥

যুগ্মেন্বেবং সদা আনং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অর্থ—এবং (এই প্রকারে) সদা (সর্বদা) আনাম্ (মনকে) যুগ্মন্
(যুক্ত করিতে করিতে) বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী সুখেন (অনায়াসে)
ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ) অত্যন্তং সুখং (অত্যুত্তম সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত
হন) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—পূর্বোক্ত প্রকারে মনকে সর্বদা যোগনিষ্ঠ করিলে নিষ্পাপ যোগী
অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ পরম সুখ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জীবমুক্ত হন ॥ ২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইপ্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগতকল্মষ হইয়া
ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানুশীল-
নরূপ আনন্দ লাভ করেন ; ইহাই ভক্তি ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—এবং স্বাত্মসাক্ষাৎকারানন্তরং পরমাত্মসাক্ষাৎকারঞ্চ লভত ইত্যাহ,—যুক্তিনিতি । এবমুক্তপ্রকারেণাত্মানং স্বং যুক্তন্ যোগেনানুভবন্ তেনৈব বিগত-কল্মষো দন্ধসর্বদোষো যোগী স্থথেনানায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং পরমাত্মানুভবমত্যন্তমপরিমিতং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে স্বীয় আত্মাকে সাক্ষাৎকারের পর পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করা যায়—তাহাই বলা হইতেছে—‘যুক্তিনিতি’, এইরূপ পূর্বোক্ত প্রকারের দ্বারা স্বীয় আত্মাকে যুক্তিত করিয়া অর্থাৎ যোগের দ্বারা অনুভব করিয়া তাহার দ্বারাই বিগত-কল্মষ অর্থাৎ সর্বদোষদন্ধকারী যোগী স্থথে—অনায়াসেই পরমাত্মানুভবরূপ ব্রহ্মসংস্পর্শ অর্থাৎ অতিশয়—অপর্যাপ্ত সুখকে লাভ করে ॥ ২৮ ॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মসাক্ষাৎকারের পর যোগী পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারও লাভ করিয়া থাকেন । এবং যোগের দ্বারা আত্মানুভব-বশতঃ বিগত-কল্মষ হয় অর্থাৎ তাহার সমস্ত দোষ দন্ধ হইয়া যায় । তখন অনায়াসেই পরমাত্মানুভবরূপ ব্রহ্মসংস্পর্শ অর্থাৎ নিরতিশয় অপরিমিত সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

অর্থ—যোগযুক্তাত্মা (যোগদ্বারা সমাহিত চিত্ত) সর্বত্র সমদর্শনঃ (ব্রহ্মদর্শী) [সং—তিনি] আত্মানং (আত্মাকে) সর্বভূতস্বং (সর্বভূতে অবস্থিত) সর্বভূতানি চ (এবং সর্বভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দেখেন) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যোগের দ্বারা সমাহিতচিত্ত সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী যোগী আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিদোদ—সেই ব্রহ্মসংস্পর্শসুখ কিরূপ, তাহা সংক্ষেপতঃ বলি । সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর দুইটি ব্যবহার আছে । অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া । তাঁহার ভাব-ব্যবহারে তিনি আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মায় দর্শন করেন ; ক্রিয়া-ব্যবহারে সর্বত্র সমদর্শী । পরে দুইটি শ্লোকে ভাব ও একটি শ্লোকে ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিব ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—এবং নিষ্পন্নসমাধিঃ প্রত্যক্ষিতস্বপরাশ্রয়যোগী পরাত্মনঃ সর্ব-গতঃ তদাত্মানং ক্রহিণাদীনাং সর্বেষাং তদাশ্রয়ঃ তদ্ব্যবসায়কাত্মত্ব-

তীত্যাহ,—সৰ্বেতি । যোগযুক্তাত্মা সিদ্ধসমাধিস্তদাত্মানম্—“আততত্বাচ্চ মাতৃ-
ত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ” ইতি শ্রুতেঃ, ‘ষো মাম্’ ইতি বিবরণাচ্চ পরমা-
ত্মানং সৰ্বভূতস্থং নিখিলং জীবান্তৰ্ধ্যামিণমীক্ষ্যতে ; আত্মনি তস্মিন্মাশ্রয়ভূতে
সৰ্বভূতানি চ তমেব সৰ্বজীবাশ্রয়ং চেক্ষতে । কীদৃশঃ স ইত্যাহ,—সৰ্ব-
ত্রেতি । তত্ত্বংকৰ্ম্মানুগুণ্যেনোচ্চাবচতয়া সৃষ্টেষু সৰ্বেষু জীবেষু সমং বৈষম্য-
শূণ্যং পরাত্মানং পশুতীতি তথা ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে নিষ্পন্ন-সমাধিযুক্ত, স্থায় ও পরমাত্ম প্রত্যক্ষীকৃত
যোগী পরমাত্মার সৰ্বগতত্ব এবং তন্নিহ্ন অগ্ন আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সমস্তের
তদাশ্রয়ত্ব ও তাঁহার (পরমাত্মার) অবিষমত্বই অনুভব করেন, ইহাই বলা
হইতেছে—‘সৰ্বেতি’ । যোগযুক্তাত্মা অর্থাৎ সমাধিতে সিদ্ধ হইয়া আত্মাকে
“ব্যাপ্যত্ব ও জ্ঞাতত্ব-হেতু পরম-আত্মা নিশ্চয় “শ্রীহরি” ইতি শ্রুতি শাস্ত্রের উক্তি—
“যে আমাকে” এই বিবরণ-অনুসারে পরমাত্মাকে সকল প্রাণীর মধ্যে নিখিল
জীবের অন্তৰ্ধ্যামিরূপে দেখেন এবং সেই আশ্রয়-স্বরূপ আত্মাতে সমস্ত প্রাণীকে
দেখেন, এবং তাঁহাকেই সমস্ত জীবের আশ্রয়রূপে দেখেন । কিরূপ তিনি ?
ইহাই বলা হইতেছে—সৰ্বত্রেতি (প্রত্যেকের) সেই সেই কৰ্ম্মানুসারে উচ্চাবচ
(ছোটবড়, হীন, মধ্য)-রূপে সৃষ্ট সকল জীবেতে সম—অর্থাৎ বৈষম্যশূণ্য
পরমাত্মাকে দেখেন যেমন তেমন ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—এই প্রকারে সমাধি-সম্পন্ন যোগী স্থায় আত্মা ও পরমাত্মার
দর্শন করিয়া থাকেন । সেই পরমাত্মা সৰ্বগত এবং সকলেরই এমন কি,
ব্রহ্মাদিরও আশ্রয় । কুত্রাপি যোগীর বৈষম্য দর্শন থাকে না । শ্রুতিতেও
পাওয়া যায়,—“সৰ্বত্র পরিব্যাপ্ততা হেতু এবং মাতৃত্ব বা অমৃতত্ব-হেতু সেই
পরমাত্মা নিশ্চয় শ্রীহরি” । সমাধি-সিদ্ধ যোগী সেই পরমাত্মাকে নিখিল জীবের
হৃদয়ে অন্তৰ্ধ্যামিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাকেই সৰ্ব জীবের আশ্রয়-
স্বরূপ দেখেন । এই পরমাত্মা সৰ্বত্র বৈষম্য-শূণ্য অবস্থায় থাকেন, যদিও জীব
কৰ্ম্মানুসারে উচ্চ, নীচ-ভেদে পরিলক্ষিত হয়, পরমাত্মা কিন্তু সকলের মধ্যেই
সমভাবে বিরাজমান থাকেন । তিনি কোন বৈষম্য-দোষ-দুষ্ট হন না । তত্ত্ব-
দর্শী যোগীও তাঁহাকে তদ্রূপই দেখিয়া থাকেন ।

শ্রীমদ্ভগবতেও পাওয়া যায়,—

“সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষেতানন্ত্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥” (৩।২৮।৪২)

আরও পাওয়া যায়,—

“সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাঅগ্নেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥” ভাঃ ১১।২।৪৫

অর্থাৎ যিনি নিখিল ভূতগণের মধ্যে নিজের আত্মস্বরূপ ভগবানের সত্তা এবং ভগবানের মধ্যে নিখিল ভূতগণের সত্তা দেখেন অর্থাৎ অনুভব করেন, তিনি উত্তম ভগবত বলিয়া কথিত হন ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

“স্বাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।

সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্মৃতি ॥” চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৭৩

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—

“ভগবদ্ভক্তের আধিকারিক উত্তমত্ব-বিচারে মহাভাগবতের লক্ষণ বলিতে গিয়া ভক্তিদর্শনের সর্বোত্তমতা বর্ণন করিতেছেন । যে ভক্তের দর্শনে সকল প্রাণীই ভগবানের সেবোপকরণরূপে প্রতীত হয় । অদ্বয়-জ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতীত হয় না, তাঁহারই ভাব-ব্যঞ্জক অনুকূলতা প্রদর্শনের প্রতীতি হয় এবং পৃথক্ ভাবে জীবভোগ্য পদার্থ বিশেষের ধারণা হয় না । ভক্তির প্রতিকূল আশ্রয়-বিবেকের ধারণা যাহার নাই, জ্ঞেয়-অধিষ্ঠানে যে সেবক অনুকূল ধারণা করেন, ভগবদিতর-বস্তুর প্রতিকূলভাব যিনি কোথায়ও দর্শন করেন না, সকল বস্তু একাধারে অদ্বয় ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত হইয়া ভগবৎ-সেবার সাহচর্য্য করিতেছে, এরূপ ধারণা করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত ॥ ২২ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অদ্বয়—যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সর্বত্র (সর্বভূতে) পশ্যতি (দেখেন), সর্বং চ (এবং সর্বভূতকে) ময়ি (আমাতে) পশ্যতি (দেখেন), অহং (আমি) তস্ম (তাহার সম্বন্ধে) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না) স চ (তিনিও) মে (আমার পক্ষে) ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্য হন না) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যিনি আমাকে সর্বভূতে দেখেন এবং সর্বভূতকে আমাতে দেখেন, আমি তাঁহার নিকট অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার নিকট অদৃশ্য হন না ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি আমাকে সর্বত্র দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি তাঁহার হই, অর্থাৎ শাস্তরতি অতিক্রম করত আমাদের মধ্যে ‘আমি তাহার, সে আমার,’ এইরূপ একটি সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয়। সে সম্বন্ধ জন্মিলে আর আমি তাঁহাকে মদর্শনাভাব-জনিত শুষ্কনির্বাণরূপ সর্বনাশ প্রদান করি না; অর্থাৎ তিনি আমার দাস হন বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারেন না ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—এতদ্বিবৃণ্ণ তথাহদর্শিনঃ ফলমাহ,—যো মামিতি । তন্ত তাদৃশস্ত যোগিনোহহং পরমাত্মা ন প্রণশ্যামি নাদৃশ্যো ভবামি, স চ যোগী মে ন প্রণশ্যতি নাদৃশ্যো ভবতি ;—আবয়োর্মিথঃসাক্ষাৎকৃতিঃ সর্বদা ভব-তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার বলিতে বলিতে সেই আত্মদর্শী যোগীর ফলের কথা বলা হইতেছে—‘যো মামিতি’, সেই অর্থাৎ তাদৃশ যোগীর নিকট আমি পরমাত্মা প্রণষ্ট হই না অর্থাৎ অদৃশ্য হই না। সেই যোগীও আমার দ্বারা নাশ হয় না অর্থাৎ অদৃশ্য হয় না। আমাদের দুইজনের পরস্পর সাক্ষাৎকার সর্বদাই হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

অনুব্রূষণ—যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মদর্শী হন, অর্থাৎ সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শী ও সমদর্শী হন, তিনি কখনও শ্রীভগবানের অদৃশ্য হন না এবং শ্রীভগবান্ও তাঁহার নিকট কখনও অদৃশ্য হন না। পরস্পরের এই সাক্ষাৎ-কার নিত্যই। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রকৃত যোগীপুরুষ শ্রীভগবান্ও নিজের মধ্যে নিত্য ভেদই দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) সর্বভূতস্থিতং (সর্বভূতে স্থিত) মাং (আমাকে) একত্বম্ (একত্ব বুদ্ধিতে) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া) ভজতি (ভজন করেন) সর্বথা (সর্ব অবস্থায়) বর্তমানঃ অপি (অবস্থিত থাকিয়াও) স যোগী (সেই যোগী) ময়ি বর্ততে (আমাতেই থাকেন) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যিনি সর্বভূতে-স্থিত আমাকে একত্ববুদ্ধিতে আশ্রয় করিয়া ভজন করেন, তিনি সর্ব-অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও আমাতেই অবস্থিত থাকেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগীর সাধনকালে সর্বহৃদয়গত যে চতুর্ভূজাকার ঈশ্বরধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহাতে সমাধিকালে নির্বিকল্প-অবস্থায় দ্বৈত-বুদ্ধিরহিত হইলে আমার সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দর-মূর্তিগত একত্ববুদ্ধি হয়। সর্বভূতস্থিত আমাকে যে যোগী ভজন করেন, অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তন-দ্বারা ভক্তি করেন, তিনি কার্যকালে কৰ্ম, বিচারকালে জ্ঞান এবং যোগকালে সমাধি করিয়াও আমাতে বর্তমান থাকেন অর্থাৎ কৃষ্ণ-সামীপ্য-লক্ষণ মোক্ষ লাভ করেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে যোগের উপদেশস্থলে কথিত আছে,—

“দিক্‌কালান্‌গনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ ।

তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্ৰং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥”

অর্থাৎ, ‘দিক্ ও কালাদি-দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি, তাহাতে চিত্তবিধান করিলে তন্ময়তা-দ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণরূপ-পরব্রহ্ম-সংস্পর্শ-স্থখ উদিত হয়’। কৃষ্ণভক্তিই যোগসমাধির চরম অবস্থা ॥ ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—স যোগী মমাচিন্ত্যস্বরূপশক্তিমত্ত্বভবনতিপ্রিয়ো ভবতীত্যশয়-বানাহ,—সর্বেতি । সর্বেষাং জীবানাং হৃদয়েষু প্রাদেশমাত্রচতুর্কোহরতসী-পুষ্পপ্রভশ্চক্রাদিধরোহং পৃথক্ পৃথঙ্‌নিবসামি ; তেষু বহুনাং মদবিগ্রহাণামে-কত্বমভেদমাপ্রিতো যো মাং ভজতি ধ্যায়তি, স যোগী সর্বথা বর্তমানো ব্যুত্থানকালে স্ববিহিতং কৰ্ম কুৰ্বন্নকুৰ্বন্ বা ময়ি বর্ততে মমাচিন্ত্যশক্তিকত্ব-ধর্ম্মানুভবমহিমা নির্দ্বন্দ্বকামচারদোষো মৎসামীপ্যলক্ষণং মোক্ষং বিন্দতি, ন তু সংসারমিত্যর্থঃ । শ্রুতিশ্চ হরেরচিন্ত্যশক্তিকতামাহ,—“একোহপি সন্ বহুধা যোহবভাতি” ইতি, স্মৃতিশ্চ,—“এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্বব্যাপী ন সংশয়ঃ । ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে ॥” ইতি ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেইযোগী আমার অচিন্তনীয় স্বরূপশক্তিকে অনুভব করিতে করিতে অতিশয় প্রিয় হয়, এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়াই বলা হইতেছে—‘সর্বেতি’, সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রাদেশমাত্র (স্থানে) চতুর্কোহর অতসী পুষ্পের সমানপ্রভাসম্পন্ন হইয়া শঙ্খচক্রাদি ধারণ করিয়া আমি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বাস করিতেছি। তাহাতে আমার বহু বিগ্রহের একত্ব,

অভেদাশ্রিত হইয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ ধ্যান করেন, সেইযোগী সকলপ্রকারে অবস্থান করিয়াও বুথানকালে (বিশেষ উত্থানকালে) স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কৰ্ম করিতে করিতে অথবা না করিতে করিতে আমাতেই অবস্থান করেন (আমার ভাবনায় ভাবিত হইয়া থাকেন) । তিনি আমার অচিন্তনীয় শক্তিকত্বরূপ ধর্মের অনুভব মহিমার দ্বারা সমস্ত কামজনিত দোষ দক্ষীভূত করিয়া আমার সামীপ্য-লক্ষণযুক্ত মোক্ষকে প্রাপ্ত হন, সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না । শ্রুতিও হরির অচিন্ত্য-শক্তিকত্বের বিষয় বলিয়াছেন—“এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রতিভাত হন,” ইতি । স্মৃতিও “একই পরমাত্মা বিষ্ণু সর্বব্যাপী, ইহাতে কোন সংশয় নাই । ঐশ্বর্য্য-হেতু একরূপ সূর্য্যের ন্যায় বহুপ্রকারে প্রতীত হইয়া থাকেন” ॥ ৩১ ॥

অনুভূষণ—যে যোগী আমার অচিন্ত্য স্বরূপ-শক্তি অনুভব করেন, তিনিই আমার অতিশয় প্রিয় । সকল জীবের হৃদয়ে প্রাদেশ প্রমাণ অতসীপুষ্পের প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভূজরূপে পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থানকারী আমাকে যিনি এক ও অভিন্নরূপে ধ্যান করেন, তিনি বুথানকালে সর্বাবস্থায় অবস্থান করিয়াও অর্থাৎ স্ববিহিত কৰ্ম করুন বা না করুন, আমার অচিন্ত্যশক্তিকত্ব ধর্ম্যানুভব মহিমার দ্বারা কামাচার-দোষ নির্দগ্ধ করিয়া আমার সামীপ্যরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার আর সংসার-প্রাপ্তি হয় না । শ্রীভগবানের এই অচিন্ত্য-শক্তি-সম্বন্ধে—শ্রুতির “একোহপি সন্” শ্লোক এবং স্মৃতির “এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্বব্যাপী” শ্লোক পাওয়া যায় ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভীষ্মের উক্তি পাওয়া যায়,—

“তমিমমহমজং শরীরভাজং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্লিতানাম্
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥”

(১।২।৪২)

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্ম্মও পাই,—

পরমাত্মাই সর্বকরণ বলিয়া একই আছেন, এই একত্বকে আশ্রয় করিয়া যিনি শ্রবণ-স্মরণাদিরূপ ভজন করেন, তিনি সর্বতোভাবে শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম করিয়া বা না করিয়া আমাতেই অবস্থান করেন, সংসারে বদ্ধ হন না ॥ ৩১ ॥

আত্মোপম্যেন সৰ্বত্র সমং পশ্যতি যোহৰ্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—অৰ্জুন ! যঃ (যিনি) সৰ্বত্র (সৰ্বভূতে) আত্মোপম্যেন (নিজের গায়) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ অথবা দুঃখকে) সমং (সমান) পশ্যতি (দেখেন) সঃ যোগী (সেই যোগী) পরমঃ মতঃ (শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত) ॥৩২॥

অনুবাদ—হে অৰ্জুন ! যিনি সৰ্বভূতে নিজের অনুরূপ [সকলের] সুখ বা দুঃখকে সমান ভাবে দেখেন সেই যোগী সর্বোৎকৃষ্ট, ইহাই আমার অভিমত ॥ ৩২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগীর ক্রিয়া-ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলি, শুন । তিনিই পরম-যোগী,—যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন । ‘সমদৃষ্টি’র অর্থ এই যে, অগ্র সমস্ত-জীবকে ব্যবহারস্থলে আপনার গায় জ্ঞান করেন, অর্থাৎ ‘অগ্র-জীবের সুখ—নিজ-সুখের গায় সুখকর এবং অগ্র-জীবের দুঃখ—নিজ-দুঃখের গায় দুঃখজনক, একরূপ জানেন ; অতএব সমস্ত-জীবের সুখই নিরন্তর বাঞ্ছা করেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করেন ;—ইহাকেই ‘সমদর্শন’ বলে ॥ ৩২ ॥

শ্রীবলদেব—‘সৰ্বভূতহিতে রতা’ ইতি যৎ প্রাপ্তক্ৰং তদ্বিশদয়তি,—আত্মোপম্যেনেতি । ব্যুত্থানদশায়ামাত্মোপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন সুখং দুঃখঞ্চ যঃ সৰ্বত্র সমং পশ্যতি । স্বস্যেব পরস্ত সুখমেবেচ্ছতি, ন তু দুঃখং স স্বপর-সুখদুঃখসমদৃষ্টিঃ সৰ্বানুকম্পী যোগী মম পরমঃ শ্রেষ্ঠোহভিমতঃ—তদ্বিশমদৃষ্টিস্ত তত্ত্বজ্ঞোহপ্যপরমযোগীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—“সমস্ত প্রাণীর হিতে রতা” এইকথা যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার বিশদ বর্ণনা করা হইতেছে—‘আত্মোপম্যেনেতি’ । ব্যুত্থান-দশাতে ‘আত্মোপম্যেন’ অর্থাৎ স্বসাদৃশ্যে সুখ ও দুঃখকে যিনি সৰ্বত্র সমান ভাবে দেখেন । নিজের মত পরেরও সুখই যিনি ইচ্ছা করেন, দুঃখের ইচ্ছা করেন না, তিনি অর্থাৎ নিজের ও পরের সুখ দুঃখে সমদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি—অর্থাৎ সকলের প্রতি অনুকম্পাশীল যোগী পরমশ্রেষ্ঠ, ইহা আমার অভিমত । কিন্তু তাহার বিপরীত দৃষ্টি-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ হইলেও অশ্রেষ্ঠ যোগী অর্থাৎ পরমযোগী হইতে পারে না, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যোগীর ক্রিয়া-ব্যবহার বলিতে গিয়া পূর্বোক্ত ‘সৰ্বভূত-

হিতে রত' কথাটিকে বিশদরূপে বর্ণন করিতেছেন। যিনি ব্যুত্থানদশাতেও সর্বত্র সমদর্শী অর্থাৎ সকলের সুখ ও দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখের জ্ঞান করেন, তিনি সর্বানুকম্পী যোগী। শ্রীভগবান্ বলেন, তাঁহার মতে এই যোগীই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার বিপরীত বিষমদর্শী কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ হইলেও অশ্রেষ্ঠই।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতুর বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“সমত্বেন চ সর্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি”। (৪।১১।১৩)

অর্থাৎ যিনি সর্ব প্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন, সর্বান্তর্ধ্যামী শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। এস্থলে ‘সমত্ব’ শব্দের অর্থে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

স্বতুল্য হর্ষশোকক্ষুঃপিপাসাদিমত্ব ভাবনার দ্বারা।

শ্রীভগবান্ কপিলদেবের বাক্যেও পাই,—

ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ (ভাঃ ৩।২২।৩৩)

কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য সমদর্শী পুরুষাপেক্ষা কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখি না ॥ ৩২ ॥

অর্জুন উবাচ,—

যোহয়ং যোগস্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।

এতস্মাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন), (হে) মধুসূদন ! ত্বয়া (তোমা কর্ত্ত্বক) সাম্যেন (সমতাপূর্বক) অয়ম্ (এই) যঃ যোগঃ (যে যোগ) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) চঞ্চলত্বাৎ (চঞ্চলতা-হেতু) এতস্ম (ইহার) স্থিরাম্ (বহুকালব্যাপী) স্থিতিং (স্থিতি) অহম্ (আমি) ন পশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি না) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন ! তুমি সর্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগের কথা বলিয়াছ, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল বলিয়া ইহার দীর্ঘকালস্থায়িত্ব আমি দেখিতেছি না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন ! আপনি যে যোগ উপদেশ করিলেন, তাহা সাম্যবুদ্ধি-সহকারে কিরূপে স্থির রাখা যাইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তমান্ধিপন্নজুন উবাচ,—যোহয়মিতি । সাম্যেন স্বপর-
স্বথদুঃখতৌল্যেন যোহয়ং যোগস্বয়া সর্বজ্ঞেন প্রোক্তস্তস্মৈ স্থিরাং সার্বদিকী
স্থিতিং নিষ্ঠামপ্যহং ন পশ্যামি, কিন্তু দ্বিত্রাণ্যেব দিনানীত্যর্থঃ ; কুতঃ ?
—চঞ্চলত্বাৎ । অয়মর্থঃ,—বন্ধুষু উদাসীনেষু চ তৎসাম্যং কদাচিৎ স্যাৎ ; ন চ
শত্রুষু নিন্দকেষু চ কদাচিদপি । যদি পরমাত্মাধিষ্ঠানত্বং সর্বত্রাবিশেষমিতি
বিবেকেন তদগ্রাহ্যং, তর্হি ন তৎ সার্বদিকম্—অতিচপলস্য বলিষ্ঠস্য চ
মনসন্তেন বিবেকেন নিগ্রহীতুমশক্যত্বাদিতি ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্বোক্ত বাক্য সম্পর্কে আপত্তি পূর্বক অর্জুন বলিলেন—
'যোহয়মিতি' । সাম্যের দ্বারা অর্থাৎ নিজের ও পরের স্বথদুঃখের তুল্যের
দ্বারা যেই যোগ সর্বজ্ঞরূপে তুমি বলিয়াছ, আমি তৎসম্পর্কে স্থিরা অর্থাৎ
'সার্বদিকী', স্থিতি—নিষ্ঠাকে দেখিতে পাইতেছি না কিন্তু দুই বা তিন দিন
ব্যাপিয়াই ; ইহাই অর্থ । কিজন্য ? চঞ্চলত্ব হেতু । ইহার অর্থ—বন্ধুগণ ও
উদাসীনগণের প্রতি কখনও কখনও সেই সাম্যভাব হয়, কিন্তু শত্রু ও
নিন্দকগণের প্রতি কখনও সেই সাম্য ভাব আসে না । যদিও পরমাত্মার
'অধিষ্ঠানত্ব' শত্রু-মিত্র ভেদে সর্বত্র সমান অর্থাৎ কোন পার্থক্য নাই, এই
বিবেকের দ্বারা তাহা গ্রহণীয় ; তাহা হইলেও, তাহা কখনও সর্বদা রক্ষা করা
যায় না । কারণ অতিশয় চঞ্চল ও বলিষ্ঠ মনকে সেই বিবেকের দ্বারা নিগ্রহ
করিতে অক্ষম অর্থাৎ অসমর্থ ॥ ৩৩ ॥

অনুব্রূষণ—শ্রীভগবানের উপদিষ্ট-সমদর্শনরূপ যোগ অসম্ভব মনে করিয়া
আক্ষেপ সহকারে অর্জুন বলিতেছেন, (এইটি অর্জুনের ষষ্ঠ প্রশ্ন) যে সমদৃষ্টি-
লক্ষণ পরম যোগ তুমি উপদেশ করিলে অর্থাৎ নিজের এবং অপরের স্বথদুঃখ-
বিষয়ে তুল্যজ্ঞান করিতে হইবে, বলিলে, ইহা মনের চঞ্চলতাবশতঃ সর্বদা স্থির
রাখা অসম্ভব মনে হইতেছে, তবে দুই তিন দিন কোন প্রকারে স্থায়ী হইতে পারে
মাত্র । কারণ বন্ধুতে এবং অজ্ঞাতপূর্ব উদাসীন ব্যক্তিতে সাম্যভাব কদাচিৎ
সম্ভবপর হইলেও, যে নিজের শত্রু বা নিন্দক তাহার প্রতি কখনই সাম্যভাব
হইতে পারে না । স্বতরাং পৃথিবীর সমুদয় লোকের স্বথদুঃখকে নিজের
স্বথ দুঃখের মত জ্ঞান করা-রূপ সাম্যযোগ কি প্রকারে সম্ভব, তাহা আমি
বুঝিতে পারিতেছি না । যদি বল, সর্বভূতে এক পরমাত্মা অবিশেষরূপে অবস্থান

করিতেছেন—এই বিবেকের দ্বারা তাহা গ্রহণ করা হইবে, তদন্তরে বলিতেছি যে, তাহা ‘সার্বদিকী’ হইবে না, কারণ মন অতিশয় চপল ও বলিষ্ঠ ; তাহাকে বিবেকের দ্বারা নিগ্রহ বা বশীভূত করা অসম্ভব।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদও লিখিয়াছেন,—

“যাহারা বন্ধুবর্গ এবং তটস্থ, তাহাদিগেতে সাম্য হইলেও যাহারা রিপু, ঘাতক, দ্বেষ্টা ও নিন্দক তাহাদিগেতে তো সম্ভবই নয়। আমি নিজের, যুধিষ্ঠিরের ও দুর্য্যোধনের স্তম্ভক সর্বতোভাবে তুল্য দেখিতে সমর্থ নহি। যদিও নিজের, নিজ রিপুগণের, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহধারী ভূতগণকে বিবেকের দ্বারা সমান দেখা যায়, তাহাও কিন্তু দুই তিন দিনের জগুই, কারণ বিবেকের দ্বারা অতি প্রবল ও অতিশয় চঞ্চল মনের নিগ্রহ অসম্ভব। প্রত্যুত বিষয়াসক্ত মন সেই বিবেকেই গ্রাস করে, ইহাই দেখা যায়।

এতৎপ্রসঙ্গে সমদর্শন-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেশ্বাত্মন্যবস্থিতঃ (১১।১৮।৩২)

অর্থাৎ এক পরমাত্মাই বিভিন্ন দেহে ও আত্মমধ্যে অবস্থিত এই অন্তর্যামীরূপ পরমাত্মদৃষ্টিতেই সমদর্শন সম্ভব।

সমদর্শন শ্রীভগবানের রূপানুকূলতা-দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যেমন শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—

“স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিষতে।

অন্যএব যথাত্বেহমিতি ভেদগতাসতী ॥” ভাঃ ৭।৫।১২

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

“ন হি গোপাং হি সাধুনাং কৃত্যং সর্বাত্মনামিহ।

অন্ত্যম্বপরদৃষ্টীনামিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্ ॥” ১০।২৪।৪

অর্থাৎ অমিত্র, উদাসীন ও বিদ্বেষীর নিকট সাধুগণের গোপনীয় কিছুই নাই, এই ভগবদুক্তি হইতে বস্তুতঃ আত্মদৃষ্টিদ্বারা সকল জীবেরই একরূপতা এবং দেহদৃষ্টির দ্বারা সকল দেহেরই পঞ্চভূতাত্মকত্ব বলিয়া ভেদ নাই ॥ ৩৩ ॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্ ।

তস্মাহং নিগ্রহং মন্ত্রে বায়োরিব স্তুত্বক্ষরম্ ॥ ৩৪ ॥

অর্থ—(হে) কৃষ্ণ ! মনঃ চঞ্চলং হি (মন স্বভাবতঃ চঞ্চল) প্রমাথি (দেহেন্দ্রিয় মথনকারী) বলবৎ দৃঢ়ম্ (বলবান ও দৃঢ়) অহং (আমি) তস্ম (তাহার) নিগ্রহং বায়োঃ ইব (বায়ুর ত্রায়) স্তুত্বক্ষরম্ (অসাধ্য) মন্ত্রে (মনে করি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়-মথনকারী, বলবান্ ও দৃঢ় স্তুতরাং তাহার নিরোধ বায়ুর ত্রায় অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কৃষ্ণ ! তুমি বলিয়াছ যে, বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনেরই আছে, অতএব সেই বায়ুর ত্রায় নিতান্ত-চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ শত্রু-মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি কেবল দুই-চারি-দিন থাকা সম্ভব ; তদ্ভাবান্বিত যোগ কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবলদেব—তদেবাহ,—চঞ্চলং হীতি । মনঃ স্বভাবেন চঞ্চলম্ । ননু “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ । বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ॥ আত্মেন্দ্রিয়মনো-যুক্তো ভোক্তেত্যাছর্মনীষিণঃ ॥” ইতি শ্রুতেবুদ্ভিনিয়ম্যাং মনঃ শ্রয়তে, ততো বিবেকিত্বা বুদ্ধ্যা শক্যাং তদ্বশীকর্তৃমিতি চেত্তত্রাহ,—প্রমাথীতি । তাদৃশীমপি বুদ্ধিং প্রমথ্নাতি ; কুতঃ ?—বলবৎ । স্বপ্রশমকমপ্যোষধং যথা বলবান্ রোগো ন গণয়তি, তদ্বৎ । কিঞ্চ, দৃঢ়ং সূচ্যা লৌহমিব তাদৃশ্যপি বুদ্ধ্যা ভেত্তুমশক্যমতো যোগেনাপি তস্ম নিগ্রহমহং বায়োরিব স্তুত্বক্ষরং মন্ত্রে ;—ন হি বায়ুমুষ্টিনা ধর্তুং শক্যতে, অতন্তত্রোপায়ং ক্রহীতি ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহাই বলা হইতেছে—‘চঞ্চলং হীতি’, মন স্বভাবতই চঞ্চল । প্রশ্ন—“আত্মাকে রথীরূপে জানিবে, শরীরকে রথ জানিবে । বুদ্ধিকে সারথি জানিবে, মনকে প্রগ্রহ (অশ্বের লাগাম) বলিয়া জানিবে । ইন্দ্রিয়গুলিকে

রথের অশ্ব বলা হয়, তাহাদের গোচরীভূত বিষয়গুলি ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত আত্মাই ভোক্তা, ইহা মনীষিগণ বলিয়া গিয়াছেন,—এই শ্রুতিবাক্য হইতে। বুদ্ধির দ্বারাই মনকে সংযত করা যায়। অতএব বিবেকশালিনী বুদ্ধির দ্বারাই মনকে বশীভূত করা যাইতে পারে, এই যদি বলা হয়—তদুত্তরে বলা হইতেছে—‘প্রমাথীতি’। তাদৃশীবুদ্ধিকেও মন প্রমথিত করে। কি হেতু?—অতিশয় বলসম্পন্ন। রোগপ্রশমক ঔষধকেও যেমন বলবান রোগ গণ্য করে না; তেমন। আরও—সূদৃঢ় সূচের দ্বারা লৌহকে যেমন ভেদ (ছেদ বা বিদ্ধ) করা যায় না, তাদৃশ বুদ্ধির দ্বারাও মনকে বশীভূত করা অসম্ভব বলিয়া যোগের দ্বারাও তাহার নিগ্রহকে আমি বায়ুর ন্যায় অতিশয় দুষ্কর মনে করিতেছি। কারণ—বায়ুকে কখনও মুষ্টির দ্বারা ধরিতে কেহ সক্ষম হয় না। এইজন্য সেখানে উপায় বল ॥ ৩৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব প্রশ্নের পোষকতায় অর্জুন পুনরায় এই শ্লোক বলিতেছেন। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, এতাদৃশ মনকে নিরোধ করা যে, কোন মতেই সহজসাধ্য নয়, তাহা জানিয়াই শ্রীভগবানের নিকট লোক-মঙ্গলকামী অর্জুন তাঁহার আশঙ্কা ব্যক্ত করিলেন। যদি কেহ বলেন যে, “আত্মাকে রথী স্বরূপ, শরীরকে রথ স্বরূপ, বুদ্ধিকে সারথী স্বরূপ, মনকে রশ্মিস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বরূপে জানিবে, অতএব মনীষিগণও বলিয়াছেন যে বিবেক-বিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা মনকে নিয়মিত করা আবশ্যক। তদুত্তরে বলা যায়, উহা অত্যন্ত বলবান্। বলবান্ রোগ যেমন স্বপ্রশমক ঔষধকেও গ্রাহ্য করে না, সেইরূপ। অথবা দৃঢ় সূচীর দ্বারা যেমন লৌহকে ভেদ করা যায় না, সেইরূপ তাদৃশ বুদ্ধির দ্বারাও মনকে ভেদ করা যায় না। মুষ্টির দ্বারা যেমন বায়ুকে ধরিয়া রাখা যায় না, সেইরূপ যোগের দ্বারাও চিত্তনিরোধ দুষ্কর বলিয়া মনে হয়। অতএব হে ভগবন্! আপনি ইহার প্রকৃষ্ট উপায় বলুন।

মনের দুর্জয়ত্ব সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায় ;

“দুর্জয়ানামহং মনঃ” (ভাঃ ১১।১৬।১১)

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বচনেও পাওয়া যায়,—

“মনো বশেহন্তে হৃভবন্ অ দেবা মনশ্চ নান্যস্ত বশং সমেতি ।

ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুজ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ ॥

(ভাঃ ১১।২৩।৪৭)

অর্থাৎ অগ্নি দেবগণ এই মনের বশীভূত কিন্তু মন কাহারও বশীভূত হয় না।
যেহেতু এই মন বলবান্ হইতেও বলশালী এবং যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর। অতএব
যিনি এই মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সর্বেন্দ্রিয়-বিজয়ী হন।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“যদি বল, অগ্নি ইন্দ্রিয় জয়ও অপেক্ষণীয় ; তদন্তরে বলিতেছেন,—না,
মনোবশে সর্বেন্দ্রিয় জয়” শ্রুতি বলেন—‘মনো বশে সর্বমিদং বভূব। নাগশ্চ
মনো বশমন্নিয়ায় ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্’ ॥

স্বভাবতঃ চঞ্চল ও দুর্জয় মনকে যোগের দ্বারাও বশীভূত করা যায়
না বলিয়া শ্রীঅর্জুন এখানে শ্রীভগবানকে ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া সম্বোধন করিলেন
অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ! তুমি যদি কৃপা করিয়া আমার মনকে আকর্ষণ না কর,
তাহা হইলে আমার আর উপায় নাই। এই সম্বোধনের দ্বারা অর্জুন
আমাদিগকে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকর্ষণ ব্যতীত মনো-জয় অসম্ভব
সুতরাং আমাদের সকলেরই কর্তব্য, শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত-শরণাগতি। শ্রীকৃষ্ণে
অনন্তা ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার আর দ্বিতীয় রাস্তাও নাই।

শ্রীধরস্বামিপাদ ‘কৃষ্ণ’ শব্দের বাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

“কৃষিভূঁবাচকঃ শব্দো নশ্চ নিবৃতিবাচকঃ”।

(মহাভারত উঃ পঃ ৭১ অঃ ৪ শ্লোক)

অর্থাৎ ‘কৃষ্’ ধাতু আকর্ষক সত্ত্বা-বাচক, নশ্চ নিবৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক।
অর্থাৎ যিনি জীবগণকে মায়ায় কবল হইতে আকর্ষণ পূর্বক নিজ নিত্য-
দাস্ত্রে নিযুক্ত করতঃ পরমানন্দ প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণ।

শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও লিখিয়াছেন,—

“ভক্তদিগের পাপাদি-দোষসমূহ সর্বতোভাবে নিবারণ করিতে অসমর্থ ব্যক্তি-
দিগকেও যিনি আকর্ষণ করেন অর্থাৎ নিবারণ করেন, সর্বথা পাইতে
অসমর্থ তাহাদিগকেও পুরুষার্থ লাভ করিতে যিনি আকর্ষণ করেন অর্থাৎ
প্রাপ্তির উপায় বিধান করেন। এস্থলে, ‘হে কৃষ্ণ !’ এই সম্বোধন পূর্বক
ইহাই সূচনা করিতেছেন যে, দুর্নিবার চিত্তচাঞ্চল্যও নিবারণ করতঃ দুঃপ্রাপ্য
সমাধি-সুখও তুমিই পাওয়াইতে সমর্থ।”

অতএব শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।

ন সাধ্যায়ত্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥” ১১।১৪।২০

দেবর্ষি নারদের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মূঢ়ঃ ।

মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাক্রাত্বা ন শাম্যতি ॥” (১।৬।৩৬)

অতএব ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যোগাদিপথে দুর্জয় মনকে শাম্য অর্থাৎ বশীভূত করা যায় না ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—মহাবাহো ! মনঃ দুর্নিগ্রহং চলম্ (চঞ্চল) [এতৎ] অসংশয়ং (সংশয়হীন) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় ! অভ্যাসেন (অভ্যাসের দ্বারা) বৈরাগ্যেণ চ (এবং বৈরাগ্যের দ্বারা) গৃহতে (নিরুদ্ধ হয়) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো অর্জুন ! মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল, ইহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু হে কুন্তীনন্দন ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হয় ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো ! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু যোগশাস্ত্র ইহাই বিশেষরূপে উপদেশ করেন যে, দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ আত্মানন্দাস্বাদাভ্যাস ও বিষয়-বৈরাগ্য-দ্বারা বশীভূত করা যায় ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তমর্থং স্বীকৃত্য ভগবানুবাচ,—অসংশয়মিতি । তথাপি স্বপ্রকাশস্বথৈকতানত্বাশ্রুণাভিমুখ্যেনাভ্যাসেনাত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষু দোষদৃষ্টি-জনিতেন বৈরাগ্যেণ চ মনো নিগ্রহীতুং শক্যতে । তথা চাত্মানন্দাস্বাদাভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধান্নিবৃত্তচাপলং মনঃ সূগ্রহং যথা সদৌষধানুসেবয়া স্থপথ্যেন চ বলবানপি রোগঃ সূজ্জেষুস্তথৈতদ্-দ্রষ্টব্যম্ । হে মহাবাহো ! ইতি—শৌর্য্যেণ শাত্রবর্মিব বিবেকেম মনো জয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

বজ্রানুবাদ—উক্ত অর্থ স্বীকার করিয়া ভগবান্ বলিলেন—‘অসংশয়মিতি’ ।
তথাপি—স্বপ্রকাশ ও স্থৈর্যকতান আত্মার গুণ অনুকূলভাবে অভ্যাসের দ্বারা
আত্মাতিরিক্ত বিষয়ে দোষদৃষ্টি-জনিত বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিগ্রহ (স্থির)
করা যায় অর্থাৎ সক্ষম হয় । তথাচ—আত্মার আনন্দাস্বাদজনিত অভ্যাসের
দ্বারা ও লয়-প্রতিবন্ধকমূলক বিষয়-বিতৃষ্ণার দ্বারা এবং চিত্ত-বিক্ষেপের
প্রতিবন্ধক হইতে নিবৃত্ত চঞ্চল মনকে সহজে বশীভূত করা যায়, যেমন
স্বপথ্যসহ ঔষধের পুনঃপুনঃ সেবনের দ্বারা রোগ বলবান্ হইলেও, তাহাকে
জয় করা অতিশয় সহজ, তেমন মন সম্পর্কেও জানিবে । হে মহাবাহো !
এতাদৃশ শৌর্যের দ্বারাই শত্রুতুল্য মনকে বিবেকের দ্বারা জয় কর ॥ ৩৫ ॥

অনুব্রূষণ—মন-নিগ্রহ যে দুষ্কর, এই কথা স্বীকার করিয়াই শ্রীভগবান্
এক্ষণে বলিতেছেন যে, হে অর্জুন ! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্যই, তথাপি
বলবান্ রোগও যেমন সর্দেহ-প্রযুক্ত ঔষধ প্রকারানুসারে স্বপথ্যের সহিত পুনঃ
পুনঃ সেবনের দ্বারা দীর্ঘকালে উপশম লাভ করে ; সেইরূপ দুর্নিগ্রহ মনও
সদগুরুর উপদিষ্ট প্রণালী-অনুসারে ধ্যান-যোগে আত্মানন্দ-আস্বাদের ফলে
এবং চিত্তের লয় ও বিক্ষিপ্তমূলক প্রতিবন্ধক বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য-অভ্যাসের
দ্বারা বশীভূত করিতে পারা যায় ।

পূর্ব শ্লোকে যেমন ভক্তবর অর্জুন স্বীয় আরাধ্য দেবতার মুখ্যতম ‘কৃষ্ণ’ নাম
উচ্চারণে জীবগণকে সেই উপাস্ত-শিরোমণির শ্রীচরণে ঐকান্তিক শরণাগতিরই
উপদেশ দিয়াছেন, এস্থলেও ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অর্জুনকে ‘কোন্তেয়’
শব্দের দ্বারা সম্বোধনকরতঃ তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়া,
অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জীবগণকে স্বীয় আশ্রয়-গ্রহণই মনোদমনের উপায়
বলিয়া নির্দেশ দিলেন ।

শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দকেও বলিয়াছেন,—

“যুগ্মানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ ।

অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুৎথিতম্ ॥” (ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অর্থাৎ হে রাজন্ ! অভক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির
অনুষ্ঠানেও বাসনাশূন্য না হইয়া পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইতে দেখা যায় ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদির টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

“যোগশাস্ত্রানুসারে দেখা যায়,—

“অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ।” (পাতঞ্জল সূত্র-১২)

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে ‘মহাবাহো’ সম্বোধন পূর্বক ইহাই জানাইলেন যে, হে মহাবাহো ! সংগ্রামে তুমি যে মহাবীরগণকেও জয় করিয়াছ, এমনকি, পিণাকপাণিও বশীকৃত হইয়াছে ; তাহা দ্বারা কি হইল ? যদি মহাবীর-শিরোমণি মন নামক প্রাধানিক ভট অর্থাৎ সেনাকে মহাযোগাস্ত্র (ভক্তি-যোগাস্ত্র) প্রয়োগে জয় করিতে সমর্থ হও, তখনই মহাবাহু । হে কৌন্তেয় ! এই সম্বোধনেও জানাইলেন যে, তুমি ভয় পাইও না,—আমার পিতার ভগ্নী কুন্তীর পুত্র তোমাকে আমার সাহায্য করাই বিধেয়” ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাগ্নু মুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্থ—অসংযতাত্মনা (অবশীকৃতচিত্ত-ব্যক্তির দ্বারা) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (অভিপ্রায়) তু (কিন্তু) বশ্যাত্মনা (বশীকৃতচিত্ত-ব্যক্তির দ্বারা) উপায়তঃ (উপায়ের দ্বারা) যততা (যত্নশীল ব্যক্তি-কর্তৃক) অবাগ্নু শক্যঃ (পাইতে সমর্থ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অসংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহা আমার অভিমত, কিন্তু সংযতচিত্ত-ব্যক্তি সাধনভূত উপায়ের দ্বারা যত্ন করিতে করিতে যোগ লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার উপদেশ এই যে, যিনি আত্মা বা মনকে বৈরাগ্য ও অভ্যাস-দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্বোক্ত যোগ কখনই সাধ্য হয় না ; কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন পূর্বক মনকে বশ করিতে যত্ন করেন, তিনি সফলযত্ন হন । যথার্থ উপায়-সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, যিনি ভগবদর্পিত নিকাম-কর্মযোগ-দ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আমার ধ্যানাদি-দ্বারা নিয়ত চিত্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহযাত্রা-নির্বাহের জন্ত বৈরাগ্য সহকারে বিষয় স্বীকার করেন, তিনি ক্রমশঃ চিত্তকে বশ করিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—অসংযতেতি : উক্তাভ্যাসভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত

আত্মা মনো যশ্চ তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণো যোগো দুপ্রাপঃ
প্রাপ্তুমশক্যঃ । তাত্যাং বশোহধীন আত্মা মনো যশ্চ তেন পুংসা, তথাপি
যততা তাদৃশপ্রযত্নবতা স যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ । উপায়তো মদারাধন-
লক্ষণাজ্জ্ঞানাকারান্নিকামকর্মযোগাচ্ছেতি মে মতিঃ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘অসংযতেতি’ । পূর্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা
সংযত নহে আত্মা অর্থাৎ মন যাঁহার, সেই বিজ্ঞ পুরুষের দ্বারাও চিত্তবৃত্তি-
নিরোধলক্ষণরূপ যোগ দুপ্রাপ্য, অর্থাৎ যোগলাভে অক্ষম । সেই অভ্যাস
ও বৈরাগ্যের দ্বারা বশীভূত অর্থাৎ অধীন আত্মা অর্থাৎ মন যাঁহার সেই
পুরুষের দ্বারা, তথাপি তাদৃশ যত্নশীল পুরুষের দ্বারা, সেই যোগ লাভ করিতে
সক্ষম । আমার আরাধনালক্ষণরূপ উপায় হইতে এবং জ্ঞানাত্মক নিকাম-
কর্মযোগ হইতেই, ইহা আমার অভিমত ॥ ৩৬ ॥

অনুব্রূষণ—পূর্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারা যাহার চিত্ত সংযত হয়
নাই, তাহার পক্ষে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ দুপ্রাপ্য—ইহা আমারও অভিমত
কিন্তু যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিজ চিত্তকে বশীভূত করিবার জ্ঞ
উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে যত্নশীল অর্থাৎ আমার আরাধনারূপ ভক্তিযোগ-
মূলক জ্ঞান এবং মদর্পিত নিকাম-কর্মযোগ অবলম্বন পূর্বক যত্ন করিতে থাকেন
তিনি নিশ্চয়ই আমার কৃপায় যোগসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন । কিন্তু
বহিস্মুখভাবে অর্থাৎ ভক্তিহীন যোগ ও জ্ঞানের চেষ্টায় ফল লাভ অসম্ভব,
ইহাও বুঝিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

অর্জুনুবাচ,—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অর্থ—অর্জুন উবাচ, কৃষ্ণ ! শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) উপেতঃ (প্রবৃত্ত)
অযতি (পরে শিথিল প্রযত্ন) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (ভ্রষ্ট-
চিত্ত) যোগসংসিদ্ধিং (যোগফল) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) কাং গতিং (কি
গতি) গচ্ছতি ? (লাভ করেন ?) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন,—প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে প্রবৃত্ত হইয়া পরে
অভ্যাসের শৈথিল্যহেতু যোগ হইতে বিচলিত-চিত্ত ব্যক্তি যোগসিদ্ধি লাভ
করিতে না পারিয়া কীদৃশী গতি লাভ করিয়া থাকেন ? ৩৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জুন कहিলেন,—হে কৃষ্ণ ! তুমি कहিলে, সম্যক যত্ন-সহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যোগসিদ্ধি হয় ; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি যোগোপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাতে ক্রিয়ৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হন, কিন্তু যতি হইতে পারেন না, অর্থাৎ স্বল্পমাত্র যত্ন করেন, সেই সকল ব্যক্তির মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে বিষয়-প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হয় ; তাহাদের কি গতি হয় ? ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবলদেব—জ্ঞানগর্ভো নিকামকর্মযোগোহষ্টাঙ্গযোগশিরস্কো নিখিলোপসর্গ-বিমর্দনঃ স্বপরমাত্মাবলোকনোপায়ো ভবতীত্যসকৃদুক্তং, তস্মা চ তাদৃশস্য নেহাভি-ক্রমনাশোহন্তীতি পূর্বোক্তমহিম্যুক্তমহিমানং শ্রোতুমর্জুনঃ পৃচ্ছতি,—অযতিরিতি । অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং প্রযত্নেন চ যোগং পুমান্ লভেতৈব । যন্ত প্রথমং শ্রদ্ধয়া তাদৃশযোগনিরূপকশ্রুতিবিশ্বাসেনোপেতঃ কিন্তুযতিরল্লস্বধর্ম্মানুষ্ঠানযত্ববান্,—‘অনুদরা যুবতিঃ’ ইতিবদল্লার্থেহত্র নঞ্ ; শিথিলপ্রযত্নত্বাদেব যোগাদষ্টাঙ্গাচ্চ-লিতং বিষয়প্রবণং মানসং যস্য সঃ ; এবঞ্চ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাত্ম্যাসবৈরাগ্যশৈথি-ল্যাৎবিবিধস্য যোগস্য সম্যক্ সিদ্ধিং হৃদ্বিশুদ্ধিলক্ষণামাত্মাবলোকনলক্ষণাং চাপ্রাপ্তঃ কিঞ্চিং সিদ্ধিস্তু প্রাপ্ত এব ; শ্রদ্ধালুঃ কিঞ্চিদনুষ্ঠিতস্বধর্ম্মঃ প্রারব্ধযোগো-হপ্রাপ্তযোগফলো দেহান্তে কাং গতিং গচ্ছতি ? হে কৃষ্ণ ! ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—অষ্টাঙ্গযোগ-শিরস্ক জ্ঞানগর্ভ (পূর্ণ) নিকাম-কর্ম-যোগ, নিখিল উপসর্গের বিনাশকারী, নিজের ও পরমাত্মার অবলোকনের উপায় হইয়া থাকে, ইহা বারবার বলিয়াছ । সেই প্রকার যোগের এখানে অভিক্রম নাশ নাই । এই পূর্বোক্ত মহিমাযুক্ত তাঁহার মহিমার বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছে—‘অযতিরিতি’ । পুরুষ অতিশয় যত্নের সহিত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যোগকে লাভ করিবেই কিন্তু যিনি প্রথমে শ্রদ্ধার সহিত তাদৃশ যোগনিরূপক শ্রুতির প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা যুক্ত হইয়া পরে কিন্তু অযতি অর্থাৎ অল্পমাত্র স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি যত্ববান্ হন—‘অনুদরা যুবতি’ ইহার গ্রায় এখানে (অযতি স্থানে) অল্লার্থে নঞ্ প্রত্যয় ব্যবহার করা হইয়াছে । শিথিল-প্রযত্নতাহেতুই অষ্টাঙ্গযোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিষয়প্রবণ মন যাহার সে । এইপ্রকারে স্বধর্ম্মের অনু-ষ্ঠানের অভ্যাস ও বৈরাগ্যের শিথিলতাহেতু বিবিধ যোগের সম্যকরূপে সিদ্ধিকে অর্থাৎ হৃদয়ের বিশুদ্ধিলক্ষণ ও আত্মাবলোকনরূপ লক্ষণকে লাভ না

করিয়া, কিছু সিদ্ধিলাভ করেই। অন্ধাশীল ব্যক্তি কিছু কিছু স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া যোগারম্ভ করিয়াও যদি যোগের ফল প্রাপ্ত না হয়, তবে দেহাবসানে হে কৃষ্ণ ! তাহার কিরূপ গতিলাভ হইবে ? ॥ ৩৭ ॥

অনুব্রূষণ—অর্জুন এক্ষণে সপ্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি অষ্টাঙ্গযোগ-শিরস্ক জ্ঞানগর্ভ নিকাম-কর্মযোগকে নিখিল উপসর্গ বিনাশক স্বীয় এবং পরমাত্মার অবলোকনের উপায়রূপে বহুবার বলিয়াছ ; এবং তাদৃশ নিকাম-কর্মযোগে উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ হইলে আর বিনাশ নাই, ইহাও বলিয়াছ ; কিন্তু এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যত্নের সহিত অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা পুরুষ যোগসিদ্ধি লাভ করে। যদি এরূপ হয় যে, প্রথমে যোগশাস্ত্র-নিরূপক বাক্যে অন্ধালু হইয়া যোগাভ্যাসে রত হয়, পরে ‘অযতি’ অর্থাৎ অল্প স্বধর্মাত্মস্থানের পর শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার মন বিষয়াভিমুখী হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়-বিশুদ্ধি এবং স্বপরমাত্মাবলোকন-রূপ যোগসিদ্ধি অপ্রাপ্তই থাকিয়া যায়, এমতাবস্থায় তাহার যদি দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলে তাহার কি গতি হইবে ? ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিন্মোভয়বিভ্রষ্টচ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—মহাবাহো ! উভয়বিভ্রষ্টঃ (কর্ম ও যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়-পথে) বিমূঢ়ঃ (বিক্ষিপ্ত) অপ্রতিষ্ঠঃ (সাধনরূপ আশ্রয়বিহীন) ছিন্নাভ্রম্ ইব (বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের গায়) ন নশ্যতি কচ্চিৎ ? (নাশপ্রাপ্ত হন না কি ?) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো ! কর্ম ও যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়-পথে বিক্ষিপ্ত হইয়া, সাধনরূপ আশ্রয়বিহীন হওয়ায়, ছিন্ন-মেঘের গায় বিনাশ প্রাপ্ত হন না কি ? ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সকাম-কর্মত্যাগ ব্যতীত যোগচেষ্টা হয় না। সকাম-কর্মই মূঢ়লোকের পক্ষে শুভকর ; যেহেতু তদ্বারা ইহলোকে সুখ ও পুণ্যদ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি লাভ হয়। যোগে প্রবৃত্ত হইয়া জীবের সেই সকাম কর্ম দূরীভূত হইল, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণ-প্রযুক্ত তাহার যোগসংসিদ্ধি হইল না ;

অতএব ব্রহ্মলাভের যে পথ, তাহাতে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে উভয়মার্গভ্রষ্ট হইয়া কি ছিন্নাভের গায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে? ৩৮ ॥

শ্রীবলদেব—প্রশ্নাশয়ঃ বিশদয়তি,—কচ্চিদিতি প্রশ্নে। নিষ্কামতয়া কর্মণোহনুষ্ঠানান্ন স্বর্গাদিফলম্ ; যোগাসিদ্ধির্নাত্মাবলোকনঞ্চ তস্মাভূৎ। এবমুভয়-স্মাধ্বিভ্রষ্টোহপ্রতিষ্ঠো নিরালম্বঃ সন্ কিং নশ্যতি, কিম্বা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। ছিন্না-ভ্রমিবেতি অভ্রং মেঘো যথা পূর্বস্মাদভ্রাধ্বিচ্ছিন্নং পরমভ্রঞ্চাপ্রাপ্তমন্তরালে বিলীয়তে, তদ্বদেবেতি নাশে দৃষ্টান্তঃ। কথমেবং শঙ্কা? তত্রাহ,—ব্রহ্মণঃ পথি প্রাপ্ত্যুপায়ে যদসৌ বিমূঢ় ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্নের আশয়ের বিশদ অর্থ বলা হইতেছে—‘কচ্চিদিতি’ প্রশ্নে। নিষ্কামরূপে কর্মের অনুষ্ঠান হইতে স্বর্গাদি ফললাভ হইল না, যোগের অসিদ্ধিতেও আত্মার অবলোকনও তাহার হইল না, এইভাবে উভয় হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া, কোন স্থানে স্থিত হইতে না পারিয়া, নিরালম্ব হইয়া কি নষ্ট হয় অথবা নষ্ট হয় না। ছিন্ন মেঘের মতই। অভ্র অর্থাৎ মেঘ যেমন পূর্বের মেঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যদি পরের মেঘকে অবলম্বন করিতে না পারে, তাহা হইলে যেমন মাঝখানেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার গায়ই নাশের দৃষ্টান্ত। কেন এইরকম আশঙ্কা? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—ব্রহ্মের পথে—প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে যেইহেতু ইনি বিমূঢ় ৩৮ ॥

অনুব্রূষণ—অর্জুন তাঁহার পূর্ব প্রশ্নেরই তাৎপর্য বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন। সকাম-কর্মের দ্বারা লোকের ইহলোকে সুখ এবং স্বর্গাদিতেও সুখ লাভের আশা থাকে। কিন্তু যোগসিদ্ধির উপায়ভূত নিষ্কামকর্মযোগ যিনি আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি প্রথমেই ঐহিক এবং পারত্রিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বৈরাগ্যবান্ বা নিষ্কাম হইয়াছেন, পুনরায় যদি তাহার আত্মাবলোকনরূপ যোগসিদ্ধিও লাভ না হয়, তাহা হইলে ছিন্নমেঘের গায় উভয়দিকই বিভ্রষ্ট হইতে হয়। এবম্বিধ বিভ্রষ্ট, অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নিরালম্ব ব্যক্তি ব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথেও বিমূঢ় হইয়া পড়ে, তাহার কি একেবারেই নাশ হইবে? না—হইবে না, ইহাই আমার সংশয়।

ছিন্নমেঘের দৃষ্টান্তে ইহাই বলিতেছেন যে, ছিন্ন মেঘখণ্ড যেমন পূর্ব মেঘ-মণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অগ্র-মেঘের আশ্রয় না পাইয়া মধ্যপথে বিলীন হইয়া যায়।

শ্রীভগবান্কে এখানে অর্জুন ‘মহাবাহো’ সম্বোধন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্যে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ বলেন,—“সকল ভক্তগণের সকল উপদ্রব নিবারণ-সমর্থ এবং পুরুষার্থচতুষ্টয়দান-সমর্থ চারি হস্ত ষাঁহার এবং প্রসন্ন-নিমিত্ত ক্রোধাভাব ও তাহার উত্তর প্রদানে সহিষ্ণুত্বও সূচিত হইয়াছে” ॥ ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।

ত্বদন্ত্যঃ সংশয়স্ত্যস্ত ছেত্তা ন হ্যপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অর্থ—কৃষ্ণ ! মে (আমার) এতৎ (এই) সংশয়ং (সন্দেহ) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) ছেত্তুম্ (ছেদন করিতে) অর্হসি (তুমি যোগ্য) ত্বদন্ত্যঃ (তোমা ব্যতীত অপর কেহ) অস্ত্য সংশয়স্ত্য (এই সন্দেহের) ছেত্তা (ছেদন-কারী) ন হি উপপদ্যতে (নিশ্চয় থাকিতে পারে না) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন করিতে তুমিই সমর্থ, তোমা ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় ছেদনের যোগ্য থাকিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শাস্ত্রকারেরা সর্বজ্ঞ নন ; কিন্তু তুমি পরমেশ্বর, অতএব সর্বজ্ঞ ; তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব কৃপা-পূর্বক আমার এই সংশয়টি সম্পূর্ণরূপে ছেদন কর ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবলদেব—এতদিতি ক্লীবত্বমার্হম্ । ত্বদিতি সর্বেশ্বরাৎ সর্বজ্ঞাত্বস্তো-
হগ্নোহনীশ্বরোহল্লজঃ কশ্চিদৃষিঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—“এতদিতি” এখানে ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার আর্ষপ্রয়োগ। অর্থাৎ ইহা ঋষিপ্রোক্ত। ‘ত্বদিতি’—সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ তোমা হইতে অন্য অনীশ্বর অল্লজ কোন ঋষি ॥ ৩৯ ॥

অনুভূষণ—এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ তাঁহার অনুবর্ষিণীতে লিখিয়াছেন,—

“শ্রীমদর্জুন বলিলেন—আপনি পরমেশ্বর, সর্বকারণকারণ, সর্বজ্ঞ। কোন দেবতা বা ঋষি আপনার গ্রায় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন নহেন। অতএব আপনি ব্যতীত অন্য কেহই এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ নহেন” ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

পার্শ্ব নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

অর্থ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—পার্শ্ব! তস্য (তাহার) বিনাশঃ (বিনাশ)
ন এব ইহ (ইহলোকেও না) ন অমুত্র বিদ্যতে (পরলোকেও নাই)
তাত হি (যেহেতু) কল্যাণকৃৎ (শুভানুষ্ঠাতা) কশ্চিৎ (কোন ব্যক্তি)
দুর্গতিং (অধোগতি) ন গচ্ছতি (লাভ করে না) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্শ্ব! তাদৃশ যোগব্রষ্ট ব্যক্তির
ইহলোকে বা পরলোকে বিনাশ নাই, হে বৎস, যেহেতু কল্যাণপ্রাপক-
যোগের অনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিই দুর্গতি লাভ করে না ॥ ৪০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্শ্ব! ইহকালে লোকে অর্থাৎ প্রাকৃত লোকে,
পরলোকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোকে কখনই যোগানুষ্ঠান-কর্তার বিনাশ হয় না ;
কল্যাণপ্রাপক যোগ-অনুষ্ঠাতার কখনই দুর্গতি হইবে না । মূল কথা এই যে,
মানবসকল দুই ভাগে বিভাজ্য—‘অবৈধ’ ও ‘বৈধ’ । যে-সকল ব্যক্তি কেবল
ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্তি করে এবং কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ত্রায়
বিধিশূন্য । সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মুখ্যই হউক বা পণ্ডিতই হউক,
দুর্বল হউক বা বলবানই হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ সর্বদাই পশুতুল্য ।
তাহাদের কার্য্যে কোনপ্রকার কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই । বৈধ নরগণকে
‘কর্ম্মী’, ‘জ্ঞানী’, ও ‘ভক্ত’ এই তিন-শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । কর্ম্মীগণকে,
‘সকামকর্ম্মী’ ও ‘নিস্কামকর্ম্মী’,—এই দুইভাগে বিভাগ করা যায় । সকাম-কর্ম্মী
সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র-সুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্য-সুখাভিলাষী । তাহাদের স্বর্গাদিলাভ
ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য ; অতএব যাহাকে
জীবের পক্ষে ‘কল্যাণ’ বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয় । জীবের জড়-
মোচনানন্তর নিত্যানন্দ-লাভই ‘কল্যাণ’ । সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে-পক্ষে
নাই ; সে পক্ষেই ‘ফল’ । কর্ম্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ-লাভের উদ্দেশ্য
সংযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মকে ‘কর্ম্মযোগ’ বলা যায় । সেই কর্ম্মযোগ-দ্বারা
চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যান-যোগ ও চরমে ভক্তিযোগ লব্ধ
হয় । সকাম-কর্ম্মে যে-সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ-স্বীকারের বিধান

আছে, তাহাদ্বারা কর্ম্মকেও ‘তপস্বী’ বলা যায়। তপস্শ্রা যতই হউক, সে-সকলের অবধি—ইন্দ্রিয়সুখ বৈ আর কিছুই নহে। অস্বরগণ তপস্শ্রার দ্বারা ফললাভকরত ইন্দ্রিয়তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণোদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী—অধিকতর কল্যাণকারী। সকাম-কর্ম্ম-দ্বারা জীবের যাহা কিছু লব্ধ হয়, তাহা হইতে অষ্টাঙ্গযোগীর সকল-অবস্থার ফলই ভাল ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্ঠো ভগবানুবাচ,—পার্থেতি । তস্মোক্তলক্ষণস্য যোগিন ইহ প্রাকৃতিকে লোকেহমুত্রাপ্রাকৃতিকে চ লোকে বিনাশঃ স্বর্গাদিসুখবিভ্রংশলক্ষণঃ পরমাত্মাবলোকনবিভ্রংশলক্ষণশ্চ ন বিদ্যতে ন ভবতি । কিঞ্চোত্তরত্র তৎপ্রাপ্তির্ভবেদেব । হি যতঃ কল্যাণকুং নিঃশ্রেয়সোপায়ভূত-সদ্ব্যয়যোগারম্ভী দুর্গতিং তদুভয়াভাবরূপাং দরিদ্রতাং ন গচ্ছতি । হে তাতেত্য-তিবাৎসল্যাং সম্বোধনম্ । ‘তনোত্যাআনং পুত্ররূপেণ’ ইতি-ব্যুৎপত্তেস্তুতঃ পিতা ‘স্বার্থিকেহনি’, তত এব তাতঃ,—পুত্রং শিষ্যক্কাতিক্রপয়া জ্যেষ্ঠস্তথা সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—‘পার্থেতি’। সেই উক্তলক্ষণসম্পন্ন যোগীর এই প্রাকৃত লোকে এবং অমূত্র—অপ্রাকৃত লোকে বিনাশ অর্থাৎ স্বর্গাদিসুখবিভ্রংশরূপ লক্ষণ এবং পরমাত্মাবলোকনবিভ্রংশরূপ লক্ষণ থাকে না অর্থাৎ হয় না। কিন্তু উক্ত-রত্র (পরে পরে) তাহার প্রাপ্তি হইবেই। যেই হেতু কল্যাণকুং অর্থাৎ নিঃশ্রেয়সের উপায়মূলক সদ্ব্যয়রূপ যোগারম্ভী ব্যক্তি দুর্গতি অর্থাৎ তদুভয়ের অভাবরূপ দরিদ্রতাকে অর্থাৎ দুঃখকে ভোগ করে না। হে তাত! ইহা অতিশয় বাৎসল্যমূলক সম্বোধন “(তনোতি) বিস্তার করে আত্মাকে পুত্র-রূপে” এই ব্যুৎপত্তি হেতুই পিতা—‘স্বার্থিকেহনি’। তাহা হইতে তাত! পুত্র এবং শিষ্যকে অতিশয় কৃপাবশতঃ জ্যেষ্ঠ সেই রকম সম্বোধন করেন ॥ ৪০ ॥

অনুব্রূষণ—ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অর্জুনের জীবকল্যাণার্থ এবম্বিধ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত স্নেহাদ্র হইয়া পার্থ এবং ‘তাত’ এই দুইটি বাক্যে সম্বোধন করিলেন। ‘পার্থ’ (দেবরাজের প্রসাদে পৃথা হইতে উৎপন্ন) সম্বোধনে নিজের সহিত সম্বন্ধবন্ধের পরিচায়ক পরম আত্মীয়তা প্রকাশ পূর্বক

এক ‘তাত’ সম্বোধনকরতঃ শ্রীশুকদেব যেমন শিষ্যকে স্নেহভরে ‘তাত’ সম্বোধন করেন সেইরূপ নিজ প্রিয় সখার প্রতি সেইরূপ একান্ত-স্নেহের পরিচয় দিয়া বলিলেন ।

যিনি বিষয়-বাসনা পরিহার পূর্বক নিকামকর্মযোগ অবলম্বনকরতঃ যোগসিদ্ধিলাভের পূর্বেই ভ্রষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহার কখনই দুর্গতি লাভ হইবে না কারণ তিনি নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়ভূত কল্যাণ-মূলক যোগ আরম্ভ করিয়াছেন । পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে “নেহাভি-ক্রমনাশো” ‘স্বল্পমপ্যশু ধর্মশ্চ ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ’ ইত্যাদি ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

দেবর্ষি নারদের নিকট শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছিলেন যে, স্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক হরিভজন করিতে গিয়া যদি পতন হয়, তাহা হইলে হরিভজনও হইল না আর স্বধর্ম-পালনও হইল না ।

তদুত্তরে শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন,—

“ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-

ভজন্নপকোহথ পতেৎ ততো যদি ।

যত্র ক বাতদ্রমভূদমুশ্য কিং

কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ ॥”

“তস্মৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো,

ন লভ্যতে যদ্রমতামুপর্য্যধঃ ।

তল্লভ্যতে দুঃখবদন্ততঃ সুখং

কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥ ভাঃ—১।৫।১৭-১৮) ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অর্থ—যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যানুষ্ঠাতৃগণের) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রাপ্য (পাইয়া) শাস্বতীঃ সমাঃ (বহুসংবৎসর) উষিত্বা (বাস করিয়া) শুচীনাং (সদাচারসম্পন্ন) শ্রীমতাং (ধনবানগণের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যোগব্রহ্ম-ব্যক্তি পুণ্যকর্মপরায়ণ-ব্যক্তিগণের যোগ্য লোকসমূহ লাভ করিয়া তথায় বহু সংবৎসর বাস-সুখ অনুভবকরত সদাচারসম্পন্ন ধনবান-গণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অষ্টাঙ্গযোগ হইতে যাঁহারা ব্রহ্ম হন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ ‘অল্পকালাত্যস্তযোগব্রহ্ম’ ও ‘চিরকালাত্যস্ত-যোগব্রহ্ম’। অল্পাত্যাসের পরেই যিনি যোগব্রহ্ম হন, তিনি সকাম পুণ্যবান-দিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি-লোক-সকলে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারী ব্রাহ্মণাদির গৃহে অথবা শ্রীমান্ ধনিবর্গিগাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব—ঐহিকীং সুখসম্পত্তিং তাবদাহ,—প্রাপ্যেতি। যাদৃশ-বিষয়স্পৃহয়া স্বধর্ম্মে শিথিলো যোগাচ্চ বিচ্যুতোহয়ং তাদৃশান্ বিষয়ানাশ্রো-দেশ্যকনিকামস্বধর্ম্মযোগারম্ভমাহাত্ম্যেন পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য ভুঙ্তে তান্ ভুঞ্জানো যাবতীতিস্তদ্রোগতৃষ্ণাবিনিবৃত্তিস্তাবতীঃ শাস্বতীঃ বহ্বীঃ সমাঃ সম্বৎসরাংস্তেষু লোকেষু যিত্বা স্থিত্বা তদ্রোগবিতৃষ্ণস্তেভ্যো লোকেভ্যঃ শুচীনাং সদ্ধর্ম্মনিরতানাং যোগার্হাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে পূর্ব্বারকযোগ-মাহাত্ম্যাং স যোগব্রহ্মোহভিজায়ত ইত্যল্পকালারকযোগান্ত্রুষ্টস্ত গতিরিয়ং-দর্শিতা ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ—ঐহিক অর্থাৎ ইহ লোকের সুখ ও সম্পত্তির বিষয় বলা হইতেছে—‘প্রাপ্যেতি’। যাদৃশ বিষয়-স্পৃহার দ্বারা স্বধর্ম্মে শিথিল হইয়া যোগ হইতে বিচ্যুত, ইনি তাদৃশ বিষয়গুলিকে আত্মার উদ্দেশ্যমূলক নিকাম-স্বধর্ম্ম ও যোগারম্ভের মাহাত্ম্য দ্বারা পুণ্যকৃত-অশ্বমেধাদি-যজ্ঞাবলম্বিগণের প্রাপ্য লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করেন। সেইগুলি ভোগ করিতে করিতে যতকাল পর্য্যন্ত সেই ভোগতৃষ্ণার নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ কালপর্য্যন্ত শাস্বতী অর্থাৎ বহুকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বহু সম্বৎসর সেই লোকে (পুণ্যার্জিত ধামে) থাকিয়া সেই ভোগের পর বিতৃষ্ণ হইয়া থাকেন। তারপর সেই লোক অর্থাৎ পুণ্যার্জিত ধাম হইতে শুচিদিগের অর্থাৎ সদ-ধর্ম্ম-নিরত যোগার্থী শ্রীমান্ ধনীদিগের গৃহে, পূর্ব্বের আরকযোগ-মাহাত্ম্য বশতঃ সে যোগব্রহ্ম হইয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। ইহা অল্পকালারক-যোগব্রহ্মের এই গতি প্রদর্শিত হইল ॥ ৪১ ॥

অনুভবণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে তাদৃশ যোগব্রহ্ম ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোক কুত্রাপি কখনই দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না, কোথায়ও

তাহার বিনাশ নাই। যদি এস্থলে পূর্বপক্ষ হয় যে, তাহা হইলে তাঁহাদের কি গতি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যাহারা অল্পকাল যোগ-অভ্যাসের পর, ভোগবাসনাক্রান্ত হইয়া বিষয়সমূহাবশতঃ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শিথিল-প্রযত্ন হন, তাঁহারা প্রথমে সেই বিষয়সমূহ শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ পূর্বক নিষ্কর্ম-স্বধর্ম্ম যাজন আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই মহাত্ম্যাবশতঃই যেমন গীতায় পূর্বে বলিয়াছেন “নেহাভিক্রমনাশোহস্তি” শ্লোকের বিষয়-অনুসারে অধোগতি লাভ না করিয়াই, অল্পকালবশতঃ সেই মহৎ-ধর্ম্মের অভ্যাস-ফলেই অশ্বমেধাদি-যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের প্রাপ্য পুণ্যলোক-সমূহ অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাসপূর্বক বহু বৎসর ভোগ-সুখাদি করিয়া, পরিণামে সেই ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া, তথা হইতে শুচি অর্থাৎ সদ্ধর্ম্মনিরত যোগাভ্যাসের যোগ্য ব্রাহ্মণ অথবা অর্থাৎ শ্রীমান্—ধনী বা রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যেখানে তিনি সদাচার সম্পন্ন হইয়া পুনরায় যোগানুষ্ঠান-ফলে উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—‘সেক্ষেত্রে পক্ষযোগীর ভোগেচ্ছা হইলে যোগভ্রংশে ভোগই। কিন্তু পরিপক্ব যোগীর ভোগেচ্ছার অসম্ভবতা-হেতু মোক্ষই। কোন কোন পরিপক্ব যোগীর কিন্তু দৈবাৎ ভোগের ইচ্ছা হইলে কর্দম, সৌভরি প্রভৃতির উদাহরণে ভোগও কথিত হয়।’

কর্দম ঋষির ভোগের বিষয় শ্রীভাগবতে ৩২৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। সৌভরি ঋষির ভোগের কথাও শ্রীভাগবতে ৯৬৩৯-৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—অথবা যোগিনাম্ (যোগীদিগের) ধীমতাম্ এব (ধীমানগণেরই) কুলে (বংশে) ভবতি (জন্মলাভ করেন), ইদৃশম্ যৎ জন্ম (এইরূপ জন্ম) এতৎ হি (ইহা) লোকে (ইহ জগতে) দুর্লভতরং (নিরতিশয় দুর্লভ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অথবা তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ জন্ম ইহলোকে নিরতিশয় দুর্লভ ॥ ৪২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—চিরাভ্যাসের পর যাহার যোগ ভ্রষ্ট হয়, তিনি জ্ঞানী-যোগীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার সংকুলে জন্ম লাভ করা

দুর্লভতর বলিয়া জানিবে ; যেহেতু, তথায় জন্মগ্রহণ করিলে সহজেই প্রথম হইতে উচ্চসঙ্গ-বশতঃ জীবের অধিক উন্নতির সম্ভাবনা ॥ ৪২ ॥

শ্রীবলদেব—চিরারূপাদ্যোগাদ্রষ্টব্য গতিমাহ,—অথবেতি । যোগিনাং যোগমভ্যাসতাং ধীমতাং যোগদেশিকানাং কুলে ভবতু্যংপদ্যতে । দ্বিবিধং জন্ম স্তোতি,—এতদিতি । যোগার্হাণাং যোগমভ্যাসতাঞ্চ কুলে পূর্বযোগ-সংস্কারবলকৃতমেতজ্জন্ম প্রাকৃতানামতিদুর্লভম্ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বহুকাল পর্য্যন্ত আরও যোগী যদি সেই যোগ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহার গতির (ফল লাভের) কথা বলা হইতেছে—‘অথবেতি’ । যোগীদিগের অর্থাৎ যোগাভ্যাসকারী ধীমান্ যোগোপদেশকদের কুলে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে । দুইপ্রকার জন্ম সম্পর্কে বলা হইতেছে—‘এতদিতি’ । যোগার্থ এবং যোগাভ্যাস-নিরতদের কুলে পূর্ব-যোগের সংস্কারের বলে লভ্য এই জন্ম প্রাকৃত লোকের পক্ষে অতিশয় দুর্লভ ॥ ৪২ ॥

অনুব্রূষণ—পূর্বশ্লোকে অল্পকালান্তর যোগীর কথা বলিয়া এক্ষণে চিরকালান্তর যোগভ্রষ্টের কথা বলিতেছেন যে, তাঁহারা যোগাভ্যাসকারী যোগবিৎ ধীমান্ যোগিগণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন । এস্থলে উভয় প্রকার যোগভ্রষ্টের মধ্যে তারতম্য এই যে, যাহাদের কিঞ্চিৎ বিষয়-ভোগের বাসনা উদিত হওয়ায় ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা যোগার্থ অর্থাৎ যোগাভ্যাসের যোগ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন, আর যাহারা যোগারূঢ়াবস্থা হইতে কোন কারণে ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা যোগাভ্যাসকারী যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের গৃহে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন, এবং স্বভাবতঃই যোগনিষ্ঠ হইয়া উত্তমাগতি প্রাপ্ত হন । সুতরাং পূর্ব যোগসংস্কারবশতঃ প্রাপ্ত এইরূপ জন্ম, প্রাকৃত লোকের পক্ষে অতিশয় দুর্লভ । তাহাতে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, কল্যাণকর অর্থাৎ মঙ্গলময় যোগানুষ্ঠানকারীর কোন দুর্গতি হয় না ।

নিমিরাজ, জনক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদৈহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

অর্থ—কুরুনন্দন ! তত্র (তাহাতে) পৌর্বদৈহিকম্ (পূর্বদেহজাত) তং (সেই) বুদ্ধিসংযোগং (বুদ্ধিযোগ) লভতে (লাভ করেন) ততঃ চ

(তদনন্তর) ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ (অধিক সিদ্ধিলাভের জন্য) যততে (যত্ন করেন) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন পূর্বোক্ত উভয় প্রকার জন্মেই পূর্বদেহজাত সেই পরমাত্মনিষ্ঠ বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া থাকেন ; তদনন্তর সিদ্ধিলাভার্থ অধিকতর যত্ন করেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কুরুনন্দন ! তিনি তথায় জাত হইয়া পৌর্ক-দৈহিক বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন ; অতএব নৈসর্গিক-রুচিক্রমে যোগ-সংসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান্ থাকেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীবলদেব—আমৃত্রিকীং সুখসম্পত্তিং বক্তুং পূর্বসংস্কারহেতুকং সাধন-মাহ,—তত্রৈতি । তত্র দ্বিবিধে জন্মনি, পৌর্কদৈহিকং পূর্বদেহে ভবন্, বুদ্ধ্যা স্বধর্মস্বাত্মপরমাত্মবিষয়া সংযোগং সম্বন্ধং লভতে । ততশ্চ হৃদ্বিশুদ্ধিস্বপরমাত্ম বলোকরূপায়াং সংসিদ্ধৌ নিমিত্তে স্বাপোখিতবদ্ভূয়ো বহুতরং যততে, যথা পুনর্বিঘ্নহতো ন স্মাৎ ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—পারলৌকিক সুখ ও সম্পত্তির বিষয় বলিবার জন্যই পূর্ব-সংস্কারমূলক সাধনের কথা বলা হইতেছে—‘তত্রৈতি’ । সেই দুইপ্রকার জন্মেতে, পৌর্কদৈহিক অর্থাৎ পূর্বদেহে উৎপন্ন, স্বধর্মের বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় আত্মা ও পরমাত্ম-বিষয়ক সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ লাভ করা যায় । তারপর হৃদয়ের বিশুদ্ধিতার দ্বারা স্বীয় ও পরমাত্মার অবলোকনরূপ সংসিদ্ধিতে অর্থাৎ নিমিত্তে নিদ্রা হইতে উখিতের গ্রায় পুনরায় বহুতর যত্ন করে, যাহাতে পুনরায় বিঘ্নের দ্বারা হত না হয় ॥ ৪৩ ॥

অনুভূষণ—পূর্বোক্ত উভয় জন্মেই পূর্বদেহজাত সংস্কার-ফলে স্বধর্ম-নিষ্ঠা এবং স্ব-পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠামূলক বুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । তিনি নৈসর্গিক স্বভাবক্রমে চিত্তশুদ্ধি এবং স্ব-পরমাত্মাবলোকনরূপ সংসিদ্ধির নিমিত্ত নিদ্রোখিতের গ্রায় অধিকতর যত্নবিশিষ্ট হন, যাহাতে পুনরায় আর বিঘ্নের দ্বারা হত না হয় । স্মৃতরাং মঙ্গলাবস্থাতার কোন ক্রমেই দুর্গতি বা বিনাশ নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । রাজর্ষি ভরতের দৃষ্টান্তও এস্থলে স্মরণীয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে পাওয়া যায়,—

“দেহে স্বধাতুবিগমেহ্নুবিশীৰ্ঘ্যমাণে ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীৰ্ঘ্য-
তেহজঃ” ॥ ২।৭।৪১ ॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—“যদি ভক্তিযোগ ও জ্ঞানাদি
সাধন করিতে করিতে প্রয়োজন লাভের পূর্বেই দেহভঙ্গ হয়, তাহা হইলেও
ভক্তিজ্ঞানাদির সাধনবাসনানুযায়ী সমুচিত স্থানে পুনরায় তত্তৎ-সাধনোপযোগী
দেহ লাভ করিয়া সাধনা-দ্বারা পরজন্মে সিদ্ধিলাভ হইবে” ॥ ৪৩ ॥

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হবশোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগশ্চ শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়—হি (ইহা প্রসিদ্ধ যে) তেন পূর্বাভ্যাসেন এব (সেই পূর্ব-
দেহার্জিত অভ্যাসের দ্বারাই) অবশঃ অপি (কোন বিষয়-হেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও)
সঃ (তিনি) হ্রিয়তে (আকৃষ্ট হন) যোগশ্চ (যোগ-বিষয়ের) জিজ্ঞাসুঃ অপি
(জিজ্ঞাসু মাত্র হইলেও) শব্দব্রহ্ম (বেদশাস্ত্র-কথিত কৰ্ম্মমার্গ) অতিবর্ততে
(অতিক্রম করেন) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—কোন অন্তরায়-হেতু মোক্ষসাধন-বিষয়ে অনিচ্ছুক হইলেও
পূর্ব-দেহার্জিত সংস্কার-প্রভাবেই তিনি মোক্ষপথে আকৃষ্ট হন, তিনি যোগ-
বিষয়-জিজ্ঞাসুমাত্র হইলেও বেদোক্ত কৰ্ম্মমার্গ অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন
(অর্থাৎ তৎপ্রাপ্য ফল হইতে উৎকৃষ্টতর ফল প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নিসর্গ-বশতঃ পূর্বাভ্যাসের দ্বারা যোগশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু
পুরুষও বেদোক্ত সকাম-কৰ্ম্মমার্গকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকাম-
কৰ্ম্মমার্গে যে ফল নির্দিষ্ট আছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীবলদেব—তত্র হেতুঃ,—তেনৈব যোগবিষয়কেণ পূর্বাভ্যাসেন স যোগী
হ্রিয়তে আকৃষ্টতে—অবশোহপি কেনচিদ্ভিন্নেনানিচ্ছন্নপীত্যর্থঃ । হীতি প্রসিদ্ধো-
হয়ং যোগমহিমা । যোগশ্চ জিজ্ঞাসুরপি তু যোগমভ্যাসিতুং প্রবৃত্তঃ শব্দব্রহ্ম
সকামকৰ্ম্মনিরূপকং বেদমতিবর্ততে, তং ন শ্রদ্ধধাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেখানে, হেতু,—‘পূর্বেতি’ সেই যোগবিষয়ক পূর্বাভ্যাসের
দ্বারাই সেই যোগী আকৃষ্ট হয় । অবশ হইয়াও অর্থাৎ কোন বিষয়ের দ্বারা
যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা না থাকিলেও, ‘হি’ ইহা অতিশয় প্রসিদ্ধ—এই যোগমহিমা ।

যোগের জিজ্ঞাসু হইয়াও কিন্তু যোগাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ সকামকর্মনিরূপক বেদকে অতিক্রম করে অর্থাৎ বেদকে অর্থাৎ সকামকর্মন-বিষয়ক ধর্মকে শ্রদ্ধা করে না ॥ ৪৪ ॥

অনুভূষণ—যদি কেহ মনে করেন যে, যাহারা তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ-যোগীগণের কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের ফলে যোগসাধন স্বাভাবিকরূপে উদ্ভিত হইতে পারে, কিন্তু যাহারা ধনী বণিক বা রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে তো বিষয়ভোগ অন্তরায়স্বরূপে উপস্থিত হইয়া, যোগসাধনে অরুচি জন্মাইতে পারে। তাহা হইলে এই সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা হইতেছে যে, যাহারা পূর্বজন্মে নিকাম-ভগবদর্পিত যোগ অবলম্বনপূর্বক সাধন অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্তমান জন্মে কোন অন্তরায়বশতঃ যদি অনিচ্ছার উদয়ও হয়, তাহা হইলেও পূর্ব জন্মার্জিত সংস্কার-প্রভাব অনিচ্ছাকে পরাভূত করিয়া এবং অন্তরায় অতিক্রম করাইয়া, মোক্ষসাধনে যত্ববান হইতে আকৃষ্ট করিবে। এমন কি, যাহারা যোগবিষয়ে জিজ্ঞাসু-মাত্র হইয়াছেন, তাঁহাদেরও আর সকামকর্মন-নিরূপক বেদ-বাক্যে শ্রদ্ধা থাকে না। কর্মনকাণ্ডে অরুচি তাঁহাদের স্বাভাবিক হইয়া পড়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

অর্থ—তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ যতমানঃ (যত্নসহকারে যত্নশীল) যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ (নিষ্পাপ) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহুজন্মে সিদ্ধ হইয়া) ততঃ (তদনন্তর) পরাং গতিং (পরা গতি) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যত্নসহকারে অধিকতর যত্নশীল যোগী ক্রমশঃ নিষ্পাপ এবং বহুজন্মার্জিত যোগাভ্যাস-দ্বারা সিদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠা গতি লাভ করেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তখন প্রকৃষ্টযত্ন-সহকারে অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর যোগ পরিপক্ব হয় এবং সমস্ত কষায় দূর হইতে থাকে। অনেক-জন্ম-পর্যন্ত যোগ অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে কিঞ্চিৎশূন্য হইলে যোগী পরমগতিরূপ মোক্ষ লাভ করেন ;—ইহাই যোগীর আমৃতিক ফল ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবলদেব—অথামৃতিকীং সুখসম্পত্তিমাং—প্রযত্নাদিতি। পূর্বকৃতাদপি প্রযত্নাদধিকমধিকং যতমানঃ পূর্ববিল্লভয়াং প্রযত্নাধিক্যং কুর্কন্ যোগী তেনোপ-

চিতেন প্রযত্নেন সংশুদ্ধকিঞ্চিষো নির্ধৌতনিখিলাগ্ৰবাসনঃ ; এবমনৈকৈর্জন্মভিঃ
সংসিদ্ধঃ পরিপক্বযোগো যোগপরিপাকাদেব হেতোঃ পরাং স্বপরাত্মাবলোক-
লক্ষণাং গতিং মুক্তিং যাতি ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—তারপর আমৃতিক অর্থাৎ পরজন্মের সুখ ও সম্পত্তির বিষয়
বলা হইতেছে—‘প্রযত্নাদিতি’। পূর্বজন্মে কৃত-প্রযত্ন হইতেও অধিক যত্নশীল
ব্যক্তি পূর্বজন্মের বিঘ্নের ভয়ে অধিক যত্ন করিতে করিতে যোগী সেই অধিক
প্রযত্নের দ্বারা সংশুদ্ধ-কিঞ্চিষ অর্থাৎ নিখিল অগ্ৰ বাসনাকে নিঃশেষরূপে
নির্ধৌত করিয়া ; এইপ্রকারে বহু জন্মের দ্বারা সংসিদ্ধ অর্থাৎ যোগ-
পরিপক্ব ব্যক্তি যোগের পরিপাক হইতেই পরা অর্থাৎ স্বীয় ও পরমাত্মার
অবলোকনরূপ গতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥

অনুব্রূষণ—যোগলষ্টে-যোগী পূর্বজন্মে যেরূপ যত্ন-সহকারে যোগের
অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি বর্তমানে পূর্ববিঘ্নের ভয়ে অধিকতর যত্নবান্
হইয়া যোগানুষ্ঠান করিতে করিতে পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার এবং বর্তমান
জন্মের অধিকতর যত্নের ফলে যোগের প্রতিবন্ধক সমুদয় বাসনা হৃদয় হইতে
দূরীভূত করিয়া সংশুদ্ধ-কিঞ্চিষ হন। এই প্রকারে জন্মজন্মান্তরীয় সাধনার
ফলে পরিপক্ব-যোগী যোগের পরিপক্বতাহেতু স্বীয় আত্মা এবং পরমাত্মার
অবলোকনরূপ পরমা গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকর্দমঋষির উক্তিহেতু পাই,—

“বহুজন্ম-বিপক্বেন সমাগ্ যোগসমাধিনা দ্রষ্টুং

যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেযু যৎপদম্।” (৩।২৪।২৮)

অর্থাৎ যতি নির্জন-স্থানে বহু-জন্মাবধি চিন্তের একাগ্রতা সূক্ষিদ্ধ করিয়া
ঋাহার পাদপদ্ম দর্শন করিতে যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।

কর্শ্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাজ্জুন ॥ ৪৬ ॥

অর্থ—(মদুভ্যোগানুষ্ঠাতা) যোগী তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা)
অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ (জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) চ (এবং)
কর্শ্মিভ্যঃ (কর্মিগণ হইতে) যোগী অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) মতঃ (আমার মত)
তস্মাৎ (সেই হেতু) অর্জুন ! যোগী ভব (যোগী হও) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—(আমাকর্তৃক বর্ণিত) যোগী তপস্বিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান-গণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কৰ্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহা আমার অভিমত ; অতএব হে অৰ্জুন ! তুমি (সেইরূপ) যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সকামকৰ্ম্ম-গত তপস্বী অপেক্ষা কৰ্ম্ম-যোগী শ্রেষ্ঠ ; সাংখ্য-জ্ঞানী অপেক্ষা ‘যোগী’ শ্রেষ্ঠ ; সকাম-কৰ্ম্মী অপেক্ষা ‘যোগী’ই শ্রেষ্ঠ, যোগশূন্য তপস্বী, জ্ঞান বা কৰ্ম্ম, কিছুই ভাল নয় । অতএব হে অৰ্জুন ! তুমি ‘যোগী’ হও ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবলদেব—এবং জ্ঞানগতো নিকামকৰ্ম্মযোগোহষ্টাঙ্গযোগশিরস্কো মোক্ষ-হেতুস্তাদৃশাদযোগাদ্বিভ্রষ্টশ্রান্ততন্ত্বংফলং ভবেদিত্যভিধায় যোগিনং স্তোতি ;—তপস্বিভ্য ইতি । তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছাদিতপঃপরেভ্যঃ জ্ঞানিভ্যোহর্থশাস্ত্রবিদ্যঃ কৰ্ম্মিভ্যঃ সকামেষ্টাপূৰ্ত্তাদিকৃদ্ভ্যশ্চ যোগী মদুক্তযোগানুষ্ঠাতাধিকঃ শ্রেষ্ঠো মতঃ । আত্মজ্ঞানবৈধূর্য্যেণ মোক্ষানর্হেত্যন্তপস্ব্যাদিভ্যো মদুক্তো যোগী সমুদিতাত্মজ্ঞানত্বেন মোক্ষাহর্হাৎ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই জাতীয় অষ্টাঙ্গ-যোগশিরস্ক জ্ঞানগত নিকাম-কৰ্ম্মযোগ মোক্ষের হেতু । তাদৃশযোগ হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তির অন্ততঃ সেই ফলই হইবে, ইহা বলিয়া সেই যোগীর প্রশংসা করা হইতেছে—‘তপস্বিভ্য ইতি’ । কৃচ্ছাদিতপস্বী-পরায়ণ তপস্বিগণ হইতেও, অর্থশাস্ত্রবিদ জ্ঞানিগণ হইতেও কামনার সহিত ইষ্টাপূৰ্ত্তিমূলক কৰ্ম্মকারী কৰ্ম্মিগণ হইতেও যোগী অর্থাৎ আমার কথিত যোগানুষ্ঠাতা অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত । আত্মজ্ঞানের বৈধূর্য্যবশতঃ মোক্ষের অযোগ্য তপস্বী প্রভৃতি হইতেও আমার কথিত যোগী সমুদিত আত্মজ্ঞানহেতু মোক্ষের যোগ্য বলিয়া শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৬ ॥

অনুভূষণ—অনেকের ধারণা কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী ও ‘যোগী’ সকলে সমান, কিন্তু এই বিচার যে ঠিক নহে, তাহা শ্রীভগবানের মুখ-নিঃসৃত এই শ্লোকে নিরূপিত হইতেছে । শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিলেন যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ-শিরস্ক জ্ঞানগত-নিকাম-কৰ্ম্মযোগ মোক্ষের হেতু এবং তাদৃশ যোগ-সাধন করিতে করিতে বিভ্রষ্ট-ব্যক্তির অন্তে অর্থাৎ পরিণামে সেই ফল লাভ হয় বলিয়া, এক্ষণে সেই যোগীর প্রশংসাপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, কৃচ্ছাদিপরায়ণ তপস্বী হইতে, অর্থশাস্ত্রবিৎ জ্ঞানী হইতে, সকাম ইষ্ট, পূৰ্ত্তাদি-কৰ্ম্মকারী কৰ্ম্মী হইতে আমার কথিত যোগানুষ্ঠানকারী যোগী শ্রেষ্ঠ । আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ মোক্ষের

অযোগ্য তপস্বী প্রভৃতি হইতে মৎকথিত যোগী সমুদিত-আত্মজ্ঞানী বলিয়া মোক্ষের যোগ্য হওয়ায়, শ্রেষ্ঠ ।

শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে কথিত “স যোগী পরমো মতঃ” বাক্যের সমাধান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্কণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ধ্যান-যোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়—মদগতেন অন্তরাত্মনা (আমাতে আসক্ত মনের দ্বারা) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করেন) সঃ (তিনি) সর্বেষাং যোগিনামপি (যাবতীয় যোগিগণ অপেক্ষাও) যুক্ততমঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ) মে মতঃ (এই আমার মত) ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্কণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ধ্যান-যোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়স্তান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—মদগতযুক্তচিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনি যাবতীয় যোগিগণ মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীব্যাস-রচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্কে শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীভক্তিবিনোদ—যত প্রকার যোগী আছে, সর্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ ; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যোগিগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বৈধ-মানবদিগের মধ্যে সকামকর্ম্মীকে ‘যোগী’ বলা যায় না । নিকামকর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা, ইহারা—‘যোগী’ । বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয় ; যোগ—একটি সোপানময় মার্গবিশেষ ; সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন । ‘নিকাম-কর্ম্মযোগ’ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম ; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয়ক্রমরূপ

‘জ্ঞানযোগ’ হয় ; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ-ধ্যানযুক্ত হইয়া ‘অষ্টাঙ্গ-যোগরূপ’ তৃতীয় ক্রম হয় । তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগ-রূপ চতুর্থ ক্রম হয় । ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম ‘যোগ’ । সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ-সকলের উল্লেখ করিতে হয় । যাঁহাদের নিত্যকল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন । কিন্তু প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্বক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয় । যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক হয় না ; অতএব যে-ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নামসংযুক্ত একটি খণ্ডযোগই তাঁহার ‘প্রতিষ্ঠা’ । এইজন্যই কেহ কৰ্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী কেহ বা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন ।

অতএব হে পার্থ ! কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি অত্র তিনপ্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তুমি সেইপ্রকার যোগী হও ॥৪৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ষষ্ঠাধ্যায়ে পূর্বোল্লিখিত নিকাম-কৰ্ম্মযোগের চরমাংশ কথিত হইয়াছে । নিকাম-কৰ্ম্মযোগে আরোহণ-কালে ঐ যোগ কৰ্ম্মপ্রধান থাকে । আরূঢ় হইলে উহা আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানমার্গীয় অষ্টাঙ্গযোগ-দ্বারা পরমাত্মতত্ত্বে সমাধিরূপ ফল উৎপাদন করে । যুক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া ক্রমশঃ পরমাত্মাধ্যান বৃদ্ধি করিতে করিতে মন প্রত্যাহৃত হইলে অবাস্তর-ফল-স্বরূপ সিদ্ধি ও বিভূতি পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ চিৎসুখের উদয় হয় ; —ইহাই নিকাম-কৰ্ম্মযোগের চরম ফল । এই যোগ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে যাঁহাদের পতন হয় অর্থাৎ বিষয়াস্তরাকর্ষণরূপ লষ্টতা বা মৃত্যু হয়, তাহারাও অনেক-জন্মে উক্ত যোগফল লাভ করে, তাহাদের পূর্বচেষ্টা ব্যর্থ হয় না । অতএব সকাম-মার্গীয় তপঃ, কেবল চতুর্বিংশতিতত্ত্বনিশ্চায়ক শাস্ত্রজ্ঞানরূপ সাংখ্যজ্ঞান ও সকামকৰ্ম্ম—ইহারা সমস্তই তুচ্ছ । এই তিনপ্রবৃত্তিকে আত্মাবলোকন-স্পৃহা-শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিলে তত্ত্বস্কৃৎস্রফলকামনারহিত যে নিকাম-কৰ্ম্মযোগ হয়, সেই যোগ তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সেই যোগ অবস্থা-ভেদে আকারত্ৰয় ধারণ করে । আরুরুক্ষু অবস্থায় কৰ্ম্মযোগ, আরূঢ়-অবস্থার প্রথমে জ্ঞানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ । এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে আর একপ্রকার ভক্তিযোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ।

“তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বীত ন নির্বিক্তেত যাবতা ।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥”

—এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ-স্কন্ধের বাক্যানুসারে স্থির হয় যে, যে-সময়ে মানবের হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়, সেই সময়েই দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিয়োগের উদয় হয় । কৰ্ম্ম করিতে করিতে ফলনির্বেদ হইলে প্রথমপ্রকার ভক্তিয়োগ হয় ; তদপেক্ষা দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিয়োগ শ্রেষ্ঠ । প্রথমপ্রকার ভক্তিয়োগের নাম—নির্বেদজনিত ভক্তিয়োগ, এবং দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিয়োগের নাম—শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিয়োগ । তাহা উদিত হইলে পর উভয়প্রকার ভক্তিয়োগই একই আকার ধারণ করে । শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিয়োগই জীবের সহজ ; তাহা মধ্য ছয় অধ্যায়ে কথিত হইবে ।

ইতি—ষষ্ঠ-অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ‘ভাষা-ভাষ্য’ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবলদেব—তদিত্থমাগ্নেন ষট্‌কেন সনিষ্ঠশ্চ সাধনানি জ্ঞানগর্ত্তানি
নিকামকৰ্ম্মাণি যোগশিরস্কাণ্ডভিধায় মধ্যেন পরিনিষ্ঠিতাদেৰ্তগবচ্ছরণাদীনি
সাধনাগ্ৰভিধান্ তস্মাস্তস্ম শ্রৈষ্ঠ্যাবেদকং তৎসূত্রমভিধত্তে,—যোগিনামিতি,—
পঞ্চমার্থে ষষ্ঠীয়ম্ তপস্বিত্য ইতি পূৰ্ব্বোপক্রমাৎ ;—ন চ নির্দ্ধারণে ষষ্ঠীয়মন্ত,
—বক্ষ্যমাণস্য যোগিনস্তপস্বাদিবিলক্ষণক্রিয়ত্বেন তেষ্মনন্তর্ভাবাৎ । যত্‌পি
তপস্বাদীনাং মিথো ন্যূনাধিকতাভাবোহস্তি, তথাপ্যবরত্বং তস্মাৎ সমানম্,
স্বর্ণগিরেরিব তদন্তেষামুচ্চাবচানাং গিরীণামিতি । যঃ শ্রদ্ধাবান্‌মুক্তিনিরূপকেষু
শ্রুত্যাদিবাক্যেষু দৃঢ়বিশ্বাসঃ সন্ মাং নীলোৎপলশ্যামলমাজানুপীবরবাহুং সবি-
ত্বকরবিকসিতারবিন্দেক্ষণং বিদ্যুদুজ্জ্বলবাসসং কিরীটকুণ্ডলকটকেয়ুরহারকৌ-
স্তভনুপূরৈঃ বনমালয়া চ বিভ্রাজমানং স্বপ্রভয়া দিশো বিতমিশ্রাঃ কুৰ্ব্বাণং
নিত্যসিদ্ধ-নৃসিংহরঘুবর্ষাদিরূপং সর্বেশ্বরং স্বয়ং ভগবন্তং মনুষ্যসংনিবেশিবিভু-
বিজ্ঞানানন্দময়ং যশোদাস্তনক্কয়ং কৃষ্ণাদিশব্দৈরভিধীয়মানং সার্বভৌমসর্বেশ্বর্য-
সত্যসঙ্কল্পাশ্রিতবাৎসল্যাদিভিঃ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যলাবণ্যাদিভিঃ চ গুণরত্নৈঃ পূর্ণং
ভজতে শ্রবণাদিভিঃ সেবতে, মদগতেন মদেকাসক্তেনাস্তরাশ্রনা মনসা
বিশিষ্টস্তিলমাত্রমপি মদ্বিয়োগাসহঃ সন্নিত্যর্থঃ ; মদুত্তমঃ সর্বেভ্যস্তপস্বাদিভ্যো
যোগিভ্যো মে সর্বেশ্বরস্ত সৰ্ব্বাণি বস্তুনি যুগপৎ পশ্যতো যুক্ততমোহতিমতঃ ;—
তপস্বাদিযুক্তঃ নিকামকৰ্ম্মী যুক্ততরঃ মদেকভক্তো যুক্ততম ইত্যর্থঃ । অত্র

ব্যাচষ্টে,—ননু যোগিনঃ সকাশান্ন কোহপ্যধিকোহস্তীতি চেত্তত্রাহ,—যোগিনা-
মিতি । যোগারোহতারতম্যাং কৰ্মযোগিনো বহবন্তেভ্যঃ সৰ্বেভ্যোহপীতি
ধ্যানারূঢ়ো যুক্তঃ সমাধ্যারূঢ়ো যুক্ততরঃ শ্রবণাদিভক্তিমাংস্তু যুক্ততম ইতি ।
‘ভক্তি’ শব্দঃ—সেবাভিধায়ী ;—“ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ‘ভক্তি’ শব্দেন ভূয়সী” ইতি স্মৃতেঃ ।
এতাং ভক্তিং শ্রুতিরাহ—“শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি” ইতি, “যস্ত দেবে
পর্য ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো । তস্মৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ ॥” ইতি, “ভক্তিরস্ত ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্ত্রেনামুশ্বিন্ মনঃ-
কল্পনমেতদেব নৈকস্ম্যম্” ইতি, “আত্মানমেব লোকমুপাসীত” ইতি, “আত্মা
বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি” ইতি
চৈবমাছাঃ । সা চ ভক্তিভগবৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা বোধ্যা ;—“বিজ্ঞানঘনা-
নন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি” ইতি শ্রুতেঃ । তস্মাঃ শ্রবণা-
দিক্রিয়ারূপত্বং তু চিৎসুখমূর্তেঃ সৰ্বেশ্বরস্ত কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববৎ প্রত্যেতব্যম্—
শ্রবণাদিরূপায়া ভক্তেশ্চিদানন্দতত্ত্ববৃত্ত্যানুভাব্যাং সিতানুসেবয়া পিত্তবিনাশে
তন্মাধুর্য্যমিবেতি ॥ ৪৭ ॥

গীতাকথাসূত্রমবোচদাচ্ছে কৰ্ম দ্বিতীয়াদিষু কামশৃণু ॥

তৎ পঞ্চমে বেদনগৰ্ভমাখ্যান্ ষষ্ঠে তু যোগোজ্জলিতং মুকুন্দঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপনিষদ্ভাষ্যে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ—অতএব এই প্রকারে প্রথম ছয়টি অধ্যায়ের দ্বারা সনিষ্ঠ-
সাধকের অষ্টাঙ্গযোগশিরস্ক জ্ঞানগৰ্ভ নিক্ৰামকৰ্মের সাধনগুলির বিষয়
বলিয়া মধ্যের দ্বারা পরিনিষ্ঠিত ভক্তের ভগবচ্ছরণাদি সাধনাদির কথা বলিবেন
বলিয়া, তাহা হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক সেই একটি সূত্র বলিতেছেন,
‘যোগিনামিতি’ । (পঞ্চমীর অর্থে এই ষষ্ঠী বিভক্তি ‘তপস্বিত্য ইতি’ এই
পূর্বের উপক্রম অনুসারে, এখানে নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী হউক, ইহা বলা সঙ্গত
নহে । কারণ বক্ষ্যমাণ যোগীর তপস্তাদিবিলক্ষণ-ক্রিয়াহেতু তাহাতে
অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই । যদিও তপস্তাদির মধ্যে পরস্পর ন্যূনাধিক-
ভাব বর্তমান থাকে তথাপি অবরত্ব হিসাবে তাহা হইতে সমান । স্বর্ণময়
পর্বতের মত অগ্নি ছোটবড় পর্বতের মধ্যে) । যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি আমার

ভক্তি নিরূপণ করে, এই জাতীয় শ্রুতিমূলক-বাক্য প্রভৃতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া, আমাকে নীল-উৎপলদলের গায় শ্যামলবর্ণ, আজাহুলস্থিত স্থলবাহ-যুক্ত, সূর্য্যাকিরণের দ্বারা বিকশিত পদ্মলোচন, বিদ্যুতের গায় উজ্জ্বল বসন-ধারী, কিরীট, কুণ্ডল, কটক, কেয়ুরহার ও কোমুভ, নৃপুরের দ্বারা ও বন-মালার দ্বারা স্ত্রশোভিত, নিজস্ব প্রভার দ্বারা দশদিগ্কে বিতমিস্রা অর্থাৎ অন্ধকারশূণ্যকারী নিতসিদ্ধ নৃসিংহ-রঘুবর-রামচন্দ্রাদিরূপ বিশিষ্ট সর্বেশ্বর, স্বয়ং ভগবান্ মনুষ্যরূপে প্রকটিত বিভূ ও বিজ্ঞানানন্দময় যশোদার স্তন্যপায়ী, কৃষ্ণাদি শব্দের দ্বারা অভিধীয়মান সর্বজ্ঞ ও সকল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, সত্যসংকল্প আশ্রিত-বাংল্যাদির দ্বারা এবং সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও লাবণ্যাদি শ্রেষ্ঠগুণ-সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ স্বরূপকে ভজনা করে অর্থাৎ শ্রবণমননাদির দ্বারা সেবা করে। মদগতচিত্ত অর্থাৎ আমার প্রতি একমাত্র আসক্তিপূর্ণ অন্তরাত্মা—মনের দ্বারা বিশিষ্ট, তিলমাত্র সময়ও আমার বিয়োগে অসহনীয় হইয়া ইত্যর্থ। আমার ভক্ত সকল-তপস্বী প্রভৃতি ও যোগী প্রভৃতি হইতেও সর্বেশ্বর-স্বরূপ আমাতেই যুগপৎ সমস্ত বস্তুগুলি দেখেন, তিনিই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ সমস্ত যোগিগণের মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন। তপস্রাদিযুক্ত নিকামকর্ম্মী যুক্ততর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্ততম অপেক্ষায় কিছু ন্যূন কিন্তু আমার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তই যুক্ততম বলিয়া জানিবে। এখানে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, প্রশ্ন—যোগীদের চেয়ে কেহই অধিক নহে, যদি ইহা বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—‘যোগিনামিতি’। যোগারোহণের তারতম্য-হেতু সেই সকল কর্ম্মযোগী হইতেও ধ্যানারূঢ়—যুক্ত, সমাধিতে আরূঢ় বিশিষ্ট হইলে, তিনি যুক্ততর; কিন্তু শ্রবণাদি-ভক্তিমান্ কিন্তু যুক্ততম বলিয়া জানিবে, ‘ভক্তি’-শব্দ সেবার অভিধায়ী অর্থাৎ পরিচায়ক, কারণ “ভজ্ এই ধাতুর অর্থ সেবাতেই অর্থাৎ সেবা অর্থেই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। অতএব পণ্ডিতগণ ‘সেবা’ শব্দকে বার বার ‘ভক্তি’ শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন”—এই স্মৃতি-অনুসারে। এই ভক্তি-সম্পর্কে শ্রুতি বলিয়াছেন—“শ্রদ্ধাভক্তি ও ধ্যানযোগ হইতেই জানিবে” ইতি। “ঈহার দেবে অর্থাৎ শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, যেমন দেবতায় অর্থাৎ শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুতে, সেই মহাত্মার সম্পর্কে এই সমস্ত কথিত অর্থসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। “ভক্তি—ইহার ভজন অর্থাৎ

শ্রীভগবানে ইহকাল ও পরকাল-সম্বন্ধীয় উপাধির নিরসনের দ্বারা ইহাতে অর্থাৎ শ্রীভগবানে মনের কল্পন অর্থাৎ নিবিষ্টতা—ইহাই নৈষ্কর্ম্য” ইতি। “আত্মাকেই পরলোক মনে করিয়া উপাসনা করা উচিত” ইতি, “আত্মাকে বিশেষরূপে দেখিবে, শুনিবে, মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত হে মৈত্রেয়ি” ইহা এবং আরও আছে। সেই ভক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা বলিয়া জানিবে। “বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দস্বরূপ একরসে ভক্তিয়োগে অবস্থান করে”—এইশ্রুতি, সেই ভক্তির শ্রবণাদিক্রিয়াক্রপস্ব কিস্ত চিংস্বমূর্ত্তি সর্বেশ্বরের কুন্তলাদির চিহ্নের মতই জানিবে। শ্রবণাদিরূপা ভক্তির চিদানন্দত্ব কিস্ত অনুবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ অনুকূল সেবার দ্বারা অনুভাব্যা অর্থাৎ জন্মাইতে হইবে, মিশ্রির সেবা (ভক্ষণের)-দ্বারা পিত্তের বিনাশ হইলে যেমন মাধুর্য্য হয়, তেমন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীমুকুন্দ কত্বক প্রথমাধ্যায়ে গীতার কথাসূত্র বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়াদি-অধ্যায়ে নিষ্কামকর্ম্মের বিষয় বলা হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ে বেদনগর্ভের কথা অর্থাৎ জ্ঞানের কথা বলিয়া ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রদীপ্ত যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইতি—ষষ্ঠাধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবতোপনিষদ্ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্মে পাই,—

“তবে যোগিগণের তুলনায় কেহও অধিক নাই কি? তদন্তরে বলিতেছেন—এরূপ বলিও না—‘যোগিনাং’ ইত্যাদি। নির্দ্ধারণের অ যোগে পঞ্চমী অর্থে ষষ্ঠী—‘তপস্বিভ্যো জ্ঞানিভ্যোহধিক’—এই পঞ্চমীর অর্থক্রমে—যোগিগণের হইতে এই অর্থ। কেবলমাত্র একপ্রকার যোগী হইতে নহে কিস্ত সর্বপ্রকার—নানাবিধ—যোগারূঢ়, সংপ্রজ্ঞাতসমাধি, অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিমন্ত যোগিগণ হইতে, অথবা—যোগ—উপায়—কর্ম্ম, জ্ঞান, তপ, যোগ, ভক্তি আদি যুক্তগণের মধ্যে যে আমাকে ভজন করে, আমার ভক্ত হয় সে যুক্ততম—উপায়বত্তম। কর্ম্মী, তপস্বী এবং জ্ঞানী ইহারাও যোগী বলিয়া স্বীকৃত আর অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক যোগী কিস্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তিমান্ সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এই অর্থ। যেরূপ শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে (ভাঃ—৬।১৪।৫)—‘হে মহামুনে, কোটা কোটা মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ’ ॥

পরবর্তী আট অধ্যায়ে যে ভক্তিয়োগ নিরূপিত হইয়াছে তাহার সূত্ররূপ এই শ্লোক ভক্তগণের কণ্ঠবিভূষণ। প্রথমে শাস্ত্রশিরোমণি গীতার কথাসূত্র, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থে অকামকর্ম, পঞ্চমে জ্ঞান, ষষ্ঠে যোগ কীর্তিত হইয়াছে। তাহা হইলেও এই ছয় অধ্যায় প্রধানভাবে কর্মের নিরূপক।”

শ্রীল মহারাজ তাঁহার অনুবর্ষিণীতে লিখিয়াছেন,—

“সকল প্রকার যোগী হইতে ভক্তিয়োগীই শ্রেষ্ঠ। সেই ভক্তি দুই প্রকার—কর্ম করিতে করিতে কর্ম ফলে নির্বেদ বা বৈরাগ্য হইলে প্রথম প্রকার ভক্তিয়োগ হয়। আর যখন মানবের হরি কথায় শ্রদ্ধা জন্মে তখন দ্বিতীয় প্রকার ভক্তিয়োগ হয়। শ্রদ্ধাজনিত ভক্তিয়োগই শ্রেষ্ঠ—তাহা শ্রীভগবান্ ‘শ্রদ্ধাবান্’ শব্দের উল্লেখে জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—‘তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্স্বীত ন নির্বিণ্ডেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥’ ১১।২০।২—অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মে নির্বেদ এবং আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, তাবৎকাল কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে,—‘বদন্তি তৎ তদ্বিদ্ভাস্তদ্বৎ যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥’ ১।২।১১ অর্থাৎ যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তদ্বিদ্গণ তাহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তদ্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—স্বয়ং ভগবান্। তিনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্’ গীঃ—১০।২৭ অর্থাৎ তিনিই ঘনীভূত ব্রহ্ম। আর পরমাত্মা তাঁহার অংশ—‘বিষ্টভ্যাহমিদং কুৎস্মমেকাংশেন স্থিতো জগৎ’ গীঃ—১০।৪২ “ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসকগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হন কিন্তু তাঁহাদের প্রেমপ্রাপ্তি দেখা যায় না বলিয়া ভগবানেরই ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব হইলেও ভগবত্বই মূল। অতএব ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ হইতে পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ। আবার সেই যোগিগণ হইতেও ভগবদুপাসক শ্রেষ্ঠ—এই তারতম্য গীতায় দৃষ্ট হয়—‘তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী’—‘শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥’ গীঃ—৬।৪৬-৪৭।”—শ্রীবিষ্ণুনাথ।

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু-পরতত্ত্ব ।
 পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥
 প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম ।
 ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্ ॥
 তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল ।
 উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সূনির্মল ॥
 আত্মান্তর্যামী ঘাঁরে যোগশাস্ত্রে কয় ।
 সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥
 ভক্তিযোগে ভক্ত পায় ঘাঁহার দর্শন ।
 সূর্য্য যেন সবিশ্রুত দেখে দেবগণ ॥
 জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব ।
 ব্রহ্ম আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব ॥
 উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা ।
 অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা ॥” চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ ।

অনুব্রূষণ—এই অধ্যায়ের উপসংহার-কালে শ্রীভগবান্ পূর্ব্বোক্ত কথার মীমাংসায় সকলপ্রকার যোগী অপেক্ষাও যে ভক্ত-যোগী শ্রেষ্ঠ তাহাই নির্দেশ পূর্ব্বক বলিতেছেন ।

এখানে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যোগী কঁাহারা? নিকামকর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগী—ইহঁাহারাই ‘যোগী’-শব্দ-বাচ্য । সকামকর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ী কর্ম্মাদিগকে যোগী বলা যায় না । সুতরাং এই চারিপ্রকার যোগীর মধ্যে ভক্তিযোগাবলম্বী ভক্তযোগীই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যুক্ততম; তাহাই জানাইলেন । এক্ষণে বিচার করিতে হইবে যে, সেই ভক্তযোগী কে? সে-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিতেছেন যে, মদগতচিত্ত-বিশিষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই যাবতীয় যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । স্বর্ণগিরি যেমন অগ্ন্যাগ্ন উচ্চ, নীচ গিরি হইতে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ।

এক্ষণে দেখা যাক, সেই শ্রদ্ধালু ভজনকারী ব্যক্তিকে কিরূপে জানা

যাইবে? এতৎ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যিনি শ্রদ্ধাবান্—আমার ভক্তিনিরূপক শ্রুত্যাদিবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসবান্ হইয়া, আমাকে নীলোৎপল-শ্যামল, আজানু-লম্বিত, পীবর বাহু, সৌরকর-মুখরিত ইন্দীবর নয়ন, কিরীটকুণ্ডলকেয়ুরহার-কৌমুদ-বনমালা-নুপুর সূশোভিত দেহ, নিত্যসিদ্ধ নৃসিংহ-রঘুবর্যাদিরূপধারী সর্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ মনুজরূপে প্রকটিত বিভূ ও বিজ্ঞানানন্দময়, যশোদার স্তন্যপানকারী, কৃষ্ণাদি-শব্দে অভিধীয়মান, সর্বজ্ঞ, ও সকল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, সত্য-সঙ্কল্প, বাৎসল্যাদি-গুণযুক্ত; সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও লাবণ্যাদি শ্রেষ্ঠগুণসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণস্বরূপ আমাকে শ্রবণাদি-দ্বারা ভজন করেন অর্থাৎ সেবা করেন, তাহাও আবার মদগতচিত্ত হইয়া অর্থাৎ আমার প্রতি অতিশয় আসক্তিপূর্ণ চিত্তের দ্বারা, যাহার ফলে তিলমাত্র সময়েও আমার বিয়োগ সহ করিতে অসমর্থ; এবম্বিধ আমার ভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

শ্রীভগবানের এই বাক্যে আমরা তাঁহার অনন্ত বা শুদ্ধ ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারিব। এই বাক্যের অবহেলা পূর্বক যাহারা সকলকে সমান বলিয়া বহিস্মুখ লোকের নিকট উদারতা দেখাইয়া মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদিগকে আমরা দূর হইতে দণ্ডবৎ করিব।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতিতে লিখিয়াছেন,—

কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র।

করমবিপাকে ভববন ভ্রমই,

পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র ॥

তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা,

ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।

কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী,

জৈমিনী, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই' ॥

তব্ কোই নিজ-মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত।

পাতই নানাবিধ ফাঁদ।

সো-সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহিস্মুখ,

ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥

বৈমুখ-বন্ধনে

ভট্ট সো সবু

নিরমিল বিবিধ পসার ।

দণ্ডবৎ দূরত,

ভকতিবিনোদ ভেল,

ভকতচরণ করি, সার ॥

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার প্রার্থনায় গাহিয়াছেন,—

“অন্ত-অভিলাষ ছাড়ি’

জ্ঞান কৰ্ম পরিহরি’

কায়-মনে করিব ভজন ।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা,

না পূজিব দেবীদেবা,

এই ভক্তি পরম কারণ ॥

মহাজনের যেই পথ,

তাতে হব অনুরত,

পূৰ্ণাপর করিয়া বিচার ।

সাধন-স্মরণ-লীলা,

ইহাতে না কর হেলা,

কায় মনে করিয়া স্মার ॥

অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ,

ছাড়ি অন্ত গীতরাগ,

কৰ্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি’ দূরে ।

কেবল ভকত-সঙ্গ

প্রেম-কথা-রসরঙ্গ,

লীলাকথা ব্রজরসপুরে ॥

যোগি-শাসি-কৰ্ম্মী-জ্ঞানী

অন্তদেব-পূজক-ধ্যানী,

ইহ-লোক দূরে পরিহরি’ ।

কৰ্ম্ম, ধৰ্ম্ম, দুঃখ, শোক,

যেবা থাকে অন্ত যোগ,

ছাড়ি’ ভজ গিরিবরধারী” ॥ ৪৭ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তভূষণ-নামী টীকা সমাপ্তা ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।